1 আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার

নিউ মুন

মূল : স্টেফিন মেয়ার

www.Banglapdf.net

অনুবাদ : প্রিন্স আশরাফ

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক স্টেফিন মেয়ার তার বহুল পঠিত *নিউ মুন* উপন্যাসে পাঠকদের সামনে অদ্ভুত কিছু চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

বেলা সোয়ান– আকর্ষণীয় সুন্দরী তন্বী তরুণী। সে মানব প্রজাতির প্রতিনিধি।

আছে এ্যাডওয়ার্ড কুলিন– সুদর্শন, স্মার্ট, তরুণ ভ্যাম্পায়ার।

জ্যাকব ব্লাক– বিশালদেহী নেকড়েমানব। মায়ানেকড়ে। ওয়্যারউলফ।

ভিক্টোরিয়া– সোনালী চুলের প্রতিশোধ পরায়ণ ভ্যাম্পায়ার।

অসম চরিত্রের ভালবাসা আবর্তিত হয়েছে গোটা উপন্যাস ঘিরে।

অসম চরিত্রের দুই তরুণ-তরুণী, এ্যাডওয়ার্ড ও বেলা একে অপরের ভালবাসার আবর্তে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে। ফরকস্ নামক ছোট্ট শহরে তাদের ভালবাসা নিয়ে ঘটতে শুরু করছে ঘটনার জাল।

বেলার জন্মদিনে ছোট্ট একটু রক্তপাত থেকে শুরু হয়েছে ঘটনার সূত্রপাত। রক্তপিয়াসু ভ্যাম্পায়ার পিপাসার্ত হয়ে বেলার উপর বসাতে চেয়েছে মরণ কামড়। এ্যাডওয়ার্ডকে সপরিবারে শহর ছাড়তে হয়েছে। নিঃসঙ্গ বেলার দুঃসময়ের সাথী হয়েছে জ্যাকব ব্লাক। নেকড়েমানব। ভালবেসে ফেলেছে বেলাকে। নেকড়েমানবদের জাতশত্রু ভ্যাম্পায়ার। এ্যাডওয়ার্ড হয়ে পড়ছে জ্যাকবের চরমশত্রু। এর মধ্যে পিছু নিয়েছে ভিক্টোরিয়া। তার প্রেমিককে এ্যাডওয়ার্ড হত্যা করেছিল। সেও বেলাকে হত্যা করে সেই প্রতিশোধ তুলবে। তাড়া করেছে বেলাকে...

এটা শুধু ভ্যাম্পায়ার বা নেকড়েমানবের কাহিনী নয়– ভালবাসা, প্রতিশোধ, লোভ নিয়ে গড়া এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করার মত মন্ত্রমুগ্ধকর কাহিনী...

প্রিন্স আশরাফের জন্ম চৌঠা ফেব্রুয়ারি, বড়দল, সাতক্ষীরা। বাবা-ডা. সফেদ আলী সানা। মা-সাহারা বানু। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে পাইকগাছা ও খুলনায়। কলেজে পড়াকালীন সময়ে পাক্ষিক অহরহ পত্রিকায় সায়েন্স ফিকশন পত্রিকায় *'জয়-পরাজয়'* এর মাধ্যমে লেখালেখির জগতে আত্মপ্রকাশ। তারপর থেকে রহস্যপত্রিকাসহ বিভিন্ন মাসিক, পাক্ষিক ও দৈনিক পত্রিকায় লেখালেখি। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ। কৈশোর থেকে লেখালেখির সূচনা। পেশায় চিকিৎসক হয়েও লেখালেখিতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

অনুবাদকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :
ধুয়াশা গন্তব্যে, রু, মৃত্যুছায়া, চক্র মূর্তি রহস্য, ছিন্নমস্তা, পিশাচ সাধক, কোমা (প্রথম অনূদিত গ্রন্থ), দানব (রহস্য উপন্যাস)।

নিউ মুন

স্টিফেন মেয়ার

অনুবাদ : প্রিন্স আশরাফ

ঝিনুক প্রকাশনী

নিউ মুন

অনুবাদ : প্রিন্স্ আশরাফ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১০

প্রকাশক

মোঃ নূরুল ইসলাম
ঝিনুক প্রকাশনী
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১২-৫৬৭৬১৫

প্রচ্ছদ

ফেরদৌস

কম্পোজ

কলি কম্পিউটার
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

বি এস প্রিন্টিং প্রেস
২ আর কে মিশন রোড, ঢাকা।

মূল্য ৩৫০.০০

New Moon by : Stephenie Meyer
Translated by : Prince Asraf
First Published Book Fair 2010, by Md. Nurul Islam
Jhinuk Prokashoni, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 350.00

ISBN-984-70112-0089-7

উৎসর্গ

ডা. আনওয়ারুল কাদির,
ফারহানা হাবীব কান্তা,
কাদির ভাই ও কান্তা ভাবী,
আমার দুজন প্রিয় মানুষ।

এক

আমি নিরানব্বই দশমিক নিরানব্বই ভাগ নিশ্চিত, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম।

স্বপ্নের ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত ছিলাম তার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমত, আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম উজ্জ্বল সূর্যালোকের নিচে। এই রকম উজ্জ্বল সূর্যালোক আমাদের নতুন হোমটাউন বৃষ্টিস্নাত ওয়াশিংটনের ফরকসে অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয়ত, আমি আমার দাদীমা মেরিকে দেখেছিলাম। দাদীমা এখন থেকে বছর ছয়েক আগে গত হয়েছেন। স্বপ্নের ব্যাপারে এর চেয়ে নির্ভেজাল যুক্তি আর কী থাকতে পারে?

দাদীমার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। মুখটা আমার যেমনটি মনে পড়ে তেমনটিই আছে। মুখের নরম চামড়াগুলো কুঁচকানো, হাজারটা ভাঁজে ভাঁজ হয়ে হাড়ের উপর লেপ্টে আছে। যেন একটা শুকনো এপ্রিকট ফল। কিন্তু তার মাথার উপরে সাদা মেঘের মত এক পশলা ঘন সাদা চুল ।

আমাদের দুজনের মুখেই একই সাথে হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল। দাদীমার বিস্মিত হাসিমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তার কাছে আমার একটি প্রশ্ন ছিল। একটি নয়-আসলে অনেকগুলোই। তিনি আমার স্বপ্নের ভেতরে এখানে কি করছেন? বিগত ছ'বছর তিনি কীভাবে কাটিয়েছেন? দাদামশাই ভাল আছেন? তারা কি একে অন্যকে খুঁজে পেয়েছেন? তারা এখন কোথায়? কিন্তু আমি প্রশ্ন করার আগেই দাদীমা মুখ খুললেন। কাজেই আমি থেমে তাকে আগে বলতে দিলাম। তিনিও থামলেন। একই সাথে। আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

'বেলা?'

দাদীমা আমার নাম ধরে ডাকেনি। আমাদের ছোট্ট পুর্নমিলনীতে আবার নতুন কে এল দেখতে আমরা ডাকের উৎসের দিকে ফিরে তাকালাম। কার কণ্ঠস্বর আমার দেখার দরকার ছিল না। এই কণ্ঠস্বর আমি সর্বত্র শুনতে পাই। জানি সর্বত্র আছে। আমি সাড়া দেই। তা আমি জেগে থাকি কিংবা ঘুমিয়ে...। এমনকি মৃত্যুর মধ্যেও। আমি বাজি ধরতে পারি। এই কণ্ঠস্বর আমার সাথে সাথেই থাকে। আরেকটু কম নাটকীয়ভাবে বললে, প্রতিটি দিনই শুনতে পাই, তাই সে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা কিংবা অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মাঝেও হোক না কেন।

এ্যাডওয়ার্ড।

আমি সবসময়ই তাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠি। এমনকি এখন এই স্বপ্নের ভেতরেও আমি উত্তেজিত। তখনও পর্যন্ত আমি নিশ্চিত যে আমি স্বপ্নই দেখছিলাম। আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম। এ্যাডওয়ার্ড উজ্জ্বল সূর্যালোকের ভেতর দিয়ে আমাদের দিকে হেঁটে আসছিল।

আমি আতংকিত। কারণ দাদীমা জানতেন না আমি ভ্যাম্পায়ারের প্রেমে পড়েছি। কেউ জানত না। সে কারণেই আমি জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি কীভাবে ব্যাখ্যা করতাম যখন উজ্জ্বল সূর্যরশ্মি তার শরীরের উপর পড়ে সহস্র রঙধনু তৈরি

করছিল। যেন সে ক্রিস্টাল বা ডায়মন্ডের তৈরি।

বেশ, দাদীমা, তুমি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে আমার প্রেমিক জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। সূর্যালোকে সে জ্বলজ্বল করে। এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না...

সে কি করছিল? সমস্ত সময়টা সে ফরকসে্ বাস করত। ফর্ক পৃথিবীর বৃষ্টিবহুল অঞ্চলগুলোর অন্যতম। সে কারণে সে দিনের বেলা তার পরিবারের গোপনীয়তা প্রকাশ না করেই বাইরে বের হতে পারত। এখনও পর্যন্ত এই যে এখানে, সে সরাসরি আমার দিকেই আসছে। তার স্বর্গীয় মুখে সবচেয়ে সুন্দর হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। যেন এখানে একমাত্র আমিই আছি।

এক মুহূর্তের জন্য, আমি আশা করলাম তার রহস্যময় প্রতিভার ব্যতিক্রমের মধ্যে শুধু আমি নই। আমি স্বাভাবিকভাবেই কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যার চিন্তাচেতনা সে শুনতে পাচ্ছে না। যা নিয়ে তারা জোর আলোচনা করছে। কিন্তু এখন আমি আশা করছি সে আমাকে শুনতে পাবে। অবশ্যই। যাতে সে সেই সতর্ক সংকেত শুনতে পায়। যেটা আমি মনে মনে চিৎকার করছি।

এক পলকের জন্য দাদীমার দিকে তাকালাম। দেখলাম দেরি হয়ে গেছে। তিনি আমার কাছে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তার চোখ আমার মতই সতর্ক।

এ্যাডওয়ার্ড—এখনও আমার দিকে সেই অদ্ভুত সুন্দর হাসি হেসে চলেছে। আমার মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ড ভেসে উঠছে এবং আমার বুকের ভেতর বিস্ফোরিত হতে চলেছে। সে তার হাত আমার কাঁধে রাখল। তারপর সে দাদীমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

দাদীমার অভিব্যক্তি আমাকে বিস্মিত করছিল। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকানো'র পরিবর্তে তিনি সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকালেন। যেন বকাবকির জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি খুব অদ্ভুত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। একহাত কিছুটা বেঁকিয়ে টান টান করে বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেন তার অন্যহাত আরেকজনের কাঁধে। যাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। অদৃশ্য কেউ...

শুধুমাত্র তার পরে, যখন আমি বড় ছবিটার দিকে তাকালাম, আমি লক্ষ্য করলাম বিশালকার স্বর্ণখচিত ফ্রেমের মধ্যে দাদীমার ছবি। এ্যাডওয়ার্ডের কোমর থেকে মুক্ত হাতটা তুললাম। দাদীমাকে স্পর্শ করার জন্য এগিয়ে গেলাম। তিনি ঠিক সেই রকমভাবে নড়াচাড়া অনুকরণ করলেন। যেন আয়নার প্রতিবিম্ব। কিন্তু যখন আঙুলগুলো তার উপর ছোঁয়ালাম, সেখানে ঠাণ্ডা কাচ ছাড়া কিছুই ছিল না...

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির ধাক্কায়, আমার স্বপ্ন অস্বাভাবিকভাবে দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো।

সেখানে দাদীমা ছিল না।

সেটা আমিই ছিলাম।

আমি আয়নার মধ্যে।

আমি-বৃদ্ধা, তোবড়ানো, কুঁচকানো, শুষ্ক, ম্লান।

এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে বসে ছিল। কোন রকম প্রতিক্রিয়াহীন। ভালবাসাময়। সবসময়ই সতেরো বছরের।

সে তার বরফের মত ঠাণ্ডা, নিশ্চল ঠোঁটজোড়া আমার তোবড়ানো গালে ছোঁয়াল।
'শুভ জন্মদিন।' সে ফিসফিস করে বলল।

আমি জেগে উঠলাম। আমার চোখের পাতা খুলে গেল। বিষণ্ন ধুসর আলো। পরিচিত আলো যা মেঘাচ্ছন্ন সকালে দেখা যায়, যেটা আমার স্বপ্নের উজ্জ্বল সূর্যালোককেও দখল করে নিয়েছে।

শুধুই একটা স্বপ্ন, আমি নিজেকে বললাম, *এটা শুধুই একটা স্বপ্ন।* আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম যখন আমার এ্যালার্ম বন্ধ হয়ে গেল। ঘড়ির পাশে ছোট্ট ক্যালেন্ডার। সেটা জানিয়ে দিল আজ তেরই সেপ্টেম্বর।

শুধু মাত্র একটা স্বপ্ন। কিন্তু যথেষ্টই ভবিষ্যতদ্রষ্টা। আজ আমার জন্মদিন। অফিসিয়ালভাবে আজ আমি আঠারো বছরের যুবতী।

আমি এই দিনের জন্য কয়েকমাস ধরে অপেক্ষা করছিলাম।

এই গ্রীষ্মে আমি সুখীই ছিলাম। সবচেয়ে সুখী ছিলাম এই গ্রীষ্মে যেকোন জায়গায় যেকোন জনের চেয়ে। অলিম্পিক পেনিনসুলার ইতিহাসে সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্ম । এই বিবর্ণ দিনগুলো গা ঢাকা দিয়ে ছিল। বসন্তের জন্য অপেক্ষা করছিল।

এবং এখন এটা সত্যি এসে গেছে। আমি যতটা ভয় করছিলাম এটা তার চেয়ে ভীতিকর ছিল। আমি এটা অনুভব করতে পারতাম— আমি বড় হয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিদিনই আমি বড় হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু এটা ছিল ভিন্ন। খারাপ। গণনাযোগ্য। আমি আঠারোয় পড়েছি।

এবং এ্যাডওয়ার্ড কখনই তা হবে না।

দাঁত ব্রাশ করতে গিয়ে আমি বিস্ময়াভূত অবস্থায় ছিলাম। আয়নায় দেখলাম আমার মুখ পরিবর্তন হয় নাই। আমি নিজের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। দেখছিলাম আমার মসৃণ কপালের উপর কিছু ভাঁজের আনাগোনা। একটা মাত্র ভাঁজ আমার কপালের উপর ছিল। আমি জানতাম যদি রিলাক্স হয়ে থাকি এটা চলে যাবে। আমি রিলাক্স হতে পারছিলাম না। আমার ভ্রু দুশ্চিন্তায় কুঁচকে চোখের উপর রেখা তৈরি করছিল।

এটা শুধুমাত্র একটা স্বপ্ন ছিল, আমি নিজেকে আবার মনে করিয়ে দিলাম। শুধু একটা স্বপ্ন...কিন্তু এটা আমার জীবনের জঘন্যতম দুঃস্বপ্ন।

সকালের নাস্তা বাদ দিলাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছি। বাবাকে এড়িয়ে এটা প্রায় সম্ভবই না। কাজেই আমি কয়েক মিনিট হাসিখুশি ভাবের অভিনয় করে কাটালাম। আমি জন্মদিনের উপহারগুলো দেখে সত্যিকারের উচ্ছ্বসিত হতে চেয়েছিলাম । আমি বাবাকে ওগুলো দিতে নিষেধ করি। কিন্তু প্রতিবার আমি হাসি। কিন্তু আমি অনুভব করছিলাম আমি কেঁদে ফেলব।

স্কুলের মধ্যেও মুখের দুঃখী ভাব তাড়াতে পারছিলাম না। দাদীমাকে দেখার স্মৃতি ভুলতে পারছিলাম না। আমি ভাবতে পারছিলাম না এটা আমি ছিলাম। সত্যি এটা আমার মাথা থেকে তাড়ানো কঠিন ছিল। আমি কোন কিছুই অনুভব করছিলাম না। কিন্তু ঠিকই

সে অবস্থাতে ফর্ক হাইস্কুলের পেছনের পার্কিং পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে এলাম। দেখলাম এ্যাডওয়ার্ড তার পোলিশ সিলভার ভলভো থেকে বেরিয়ে আসছে। আমার মনে হল সে যেন প্যাগান দেবতার মত পাথুরে সৌন্দর্য নিয়ে ভুলে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে। স্বপ্নে তাকে সুবিচার করা হয়নি। এখানে সে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রতিটি দিন সে যেমনটি করে।

দুঃখবোধ কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে গেল। তার বদলে বিস্ময় জায়গা দখল করল। আধাঘণ্টা তার সাথে কাটানোর পরেও এখনও বিশ্বাস করতে পারি না আমি এই সৌভাগ্যের প্রতীককে আমি পেয়েছি।

তার বোন এলিস তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার জন্য সেও অপেক্ষা করছিল।

অবশ্যই এ্যাডওয়ার্ড এবং এলিস একইরকম ছিল না। (গল্পটা এখানে এমন প্রচলিত ছিল, কুলিনের এই ছেলেমেয়েগুলো পালিত। তাদের বাবা ডা. কার্লিসল কুলিন এবং তার স্ত্রী, এসমে দুজনেই এতটাই তরুণ যে এরকম টিনএজ ছেলেমেয়ে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব।) কিন্তু তাদের দুজনেরই চামড়া একইরঙের, ফিকে ম্লান। তাদের চোখজোড়া একই রকমের সোনালি, একই গভীরতার, চোখজোড়ার উপর ব্রাশের মত ভ্রুর ছাউনি। এলিসের মুখও খুবই সুন্দর। আমার মত যে কারোর কাছেই তাদের এই সাদৃশ্যগুলো চোখে পড়ার মত ছিল।

এলিস একদিকে অপেক্ষা করছিল। তার চোখজোড়া উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। একটা চারকোণা রুপালি কাগজে মোড়া বক্স তার হাতে। যেটা দেখে ভ্রুকুটি করলাম। আমি এলিসকে বলেছিলাম আমার কিছুই চাই না। কিছুই না। কোন উপহার নয়। এমনকি আমার জন্মদিনের ব্যাপারটাতে মনোযোগ না দিতে। বেশ বোঝাই যাচ্ছে সে আমার ইচ্ছেগুলোকে এড়িয়ে গেছে।

আমি দড়াম করে গাড়ির দরজা লাগালাম। ধীরে ধীরে ওরা যেখানে অপেক্ষা করছে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। এলিস আমার সাথে দেখা করার জন্য লাফিয়ে এগিয়ে এলো। তার খুশিভরা মুখ তার কালো স্পাইকি চুলের নিচে হাসছিল।

'শুভ জন্মদিন, বেলা!'

'শশশ!' আমি হিসহিস করে উঠলাম। চকিত চাহনিতে বুঝিয়ে দিলাম আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছি কেউ যাতে ব্যাপারটা না শোনে।

এলিস আমাকে উপেক্ষা করল। 'তুমি কি তোমার উপহার এখনই খুলতে চাও? নাকি পরে?' সে উৎসুক্যের মত আমাকে জিজ্ঞেস করল। এ্যাডওয়ার্ড যেখানে অপেক্ষা করছিল সেদিকে আমরা এগিয়ে গেলাম।

'কোন উপহার নয়।' আমি বিড়বিড় করে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলাম।

এলিস শেষ পর্যন্ত আমার অভিব্যক্তি ধরতে পারল। 'ঠিক আছে, পরে, তারপর। তোমার মা যে স্ক্রাপবুক পাঠিয়েছে সেটা কি তুমি পছন্দ করো না? আর তোমার বাবার থেকে আসা ক্যামেরাটা?

আমি লজ্জিত হলাম। অবশ্যই সে জানত আমার জন্মদিনের উপহার কি। এ্যাডওয়ার্ডই তার পরিবারের একমাত্র ব্যক্তি নয় যার এসব জানার ব্যাপারে অস্বাভাবিক

দক্ষতা ছিল। এলিসও হয়তো আগেই 'দেখে' থাকবে যা আমার পিতা-মাতা আমাকে দেয়ার জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছে।

'হ্যাঁ। সেগুলো সত্যিই পছন্দনীয়।'

'আমি মনে করি এটা একটা সুন্দর আইডিয়া। তুমি এখন কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক একজন। এই অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে যথেষ্ট প্রমাণপত্র আছে।

'সিনিয়র হতে তোমার এখনও কত বছর লাগবে?'

'সেটা আলাদা কথা।'

তারপর আমরা এ্যাডওয়ার্ডের কাছে পৌছুলাম। সে আমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল। আমি আগ্রহভরে ওর হাতটা নিলাম। এক মুহূর্তের জন্য আমার বিষণ্ন গোমড়া অবস্থার কথা ভুলে গেলাম। তার ত্বক বরাবরের মত মসৃণ, পাথুরে এবং বরফ শীতল। সে আমার আঙুলে মৃদু চাপ দিতে লাগল। আমি তার ধারালো স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকালাম। আমার হৃৎপিণ্ড খুব শান্তভাবে চলছিল না। আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ শুনে, সে আবার হাসল।

সে তার খোলা হাত তুলল। কথা বলার সময় তার ঠাণ্ডা আঙুলের ডগা দিয়ে সে আমার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল, 'তো, যেটা আগে থেকে বলে রেখেছ, আমি তোমাকে শুভ জন্মদিনের উইশ করার জন্য অনুমতি পাব না। আমি কি ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ।' আমি কখনও তার সঠিক উচ্চারণের অনুকরণ করতে পারি না। এটা এমন কিছু যা বিগত শতাব্দিতে অর্জিত হয়েছে।

'শুধু পরখ করে দেখছি।' সে তার হাত মাথার রুপালি চুলের মধ্যে চালাল। 'তুমি সম্ভবত তোমার মানসিকতা পরিবর্তন করবে। অধিকাংশ লোক জন্মদিনের আনন্দ ও উপহার উপভোগ করে।'

এলিস হাসছিল। শব্দটা ঝংকারের ন্যায় বাজছিল। 'অবশ্যই তুমি এটা উপভোগ করবে। সকলেই আজকের দিনের জন্য তোমার প্রতি সদয় হবে। তোমাকে তোমার মত আনন্দ করতে দেবে, বেলা। সবচেয়ে খারাপ তাহলে কি ঘটতে পারে?' সে আলংকারিক বাগ্মিতার সাথে প্রশ্নটা করল।

'বড় হয়ে যাচ্ছি।' আমি কোনমতে উত্তর দিলাম। আমার কণ্ঠস্বর ততটা শান্ত ছিল না যেমনটি আমি চাইছিলাম।

পাশাপাশি এ্যাডওয়ার্ডের হাসি আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না।

'আঠারো খুব বেশি বড় নয়।' এলিস বলল। 'মেয়েরা সাধারণত উনত্রিশ হওয়া পর্যন্ত জন্মদিনকে হতাশার দিকে নিয়ে যায় না।

'আমি এ্যাডওয়ার্ডের চেয়ে বড়।' আমি গুনগুন করে উঠলাম।

এ্যাডওয়ার্ড লজ্জিত হলো।

'টেকনিক্যালি,' এলিস বলল, তার কণ্ঠস্বর একই রকম রেখে, 'শুধুমাত্র একটি বছরের, যদিও।'

আমি আশা করলাম... যদি আমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারতাম! আমি চাইতাম, নিশ্চিত হতে আমি সারাজীবনের জন্য এ্যাডওয়ার্ডের সাথে কাটাতে। এলিস

এবং অন্যান্য কুলিনদের সঙ্গে...তারপর এক বছর অথবা দুই বছর আমার কাছে কোন ব্যাপারই হতো না। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আমার সেই ভবিষ্যতের ঘোর বিরোধী। যেকোন ভবিষ্যৎ যা আমাকে তার মত অমরও করে রাখবে।

এই দূর্বোধ অবস্থায় সে আমাকে ডাকল।

সত্যি বলতে কি, আমি সত্যিই এ্যাডওয়ার্ডের বিষয়টা ধরতে পারছিলাম না। মৃত্যুর মধ্যে কি এমন মহত্ব থাকে? একজন ভ্যাম্পায়ার হওয়া মানেই ভয়ংকর কিছু অর্জিত হওয়া নয়। যেভাবে কুলিনরা ভ্যাম্পায়ার হয়েছে সেভাবে।

'কোন সময় তুমি বাড়িতে থাকবে?' এলিস বিষয় পরিবর্তন করার জন্য বলল। তার অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যায়, যেসব বিষয় আমি এড়িয়ে যেতে চাই সেটা নিয়ে সে ঘাটাতে চায় না।

'আমি জানি না। আমার বাসায় থাকার পরিকল্পনা আছে।'

'ওহ, ঠিকঠাক বলো, বেলা!' সে অভিযোগের সুরে বলল। 'তুমি আমাদের সকল মজা এভাবে শেষ করে দিতে পার না?

'আমি ভাবছিলাম আমার জন্মদিন আমি যেমনটি চাই তেমনটি হবে।'

'আমি স্কুলের পরে বেলাকে ওর বাবার ওখান থেকে তুলে নেব।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে তোয়াক্কা না করেই তাকে বলল।

'আমার কাজ আছে।' আমি প্রতিবাদ করলাম।

'সত্যিকার অর্থে, তোমার কোন কাজ নেই।' এলিস আমাকে ধোঁকা দিল। 'আমি এর মধ্যেই মিসেস নিউটনের সঙ্গে এটা নিয়ে কথা বলেছি। তিনি তোমার শিফট পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি আমাকে তোমার 'শুভ জন্মদিন' জানিয়ে দিতে বলেছেন।'

'আমি-আমি— আমি এখানো শেষ করি নি।' ওর কথা শুনে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, একটা অজুহাত হাতড়াতে লাগলাম। 'আমি, বেশ, আমি এখনও ইংলিশের জন্য রোমিও জুলিয়েট দেখি নাই।'

এলিস নাক টানল। 'তোমার রোমিও জুলিয়েট স্মরণে আছে।'

'কিন্তু মি. বের্টি বলেছেন, আমাদের পারফর্মের জন্য এটা পুরোপুরি দেখা উচিত। তারপর শুধু শেক্সপিয়ার উপস্থাপনের যোগ্য হতে পারে।'

এ্যাডওয়ার্ড তার চোখ ঘোরাল।

'তুমি এর ভেতরে ছবিটা দেখেছো।' এলিস আমাকে অভিযুক্ত করল।

'কিন্তু সেটা উনষাটের ভারশন নয়। মি. বের্টি বলেছেন সেটাই সর্বোত্তম।'

শেষ পর্যন্ত, এলিস তার ধোকাবাজ হাসি বন্ধ করল। আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'এটা একদিকে সহজ হতে পারে। আবার অন্যদিকে কঠিন, বেলা। কিন্তু একদিকে অথবা অন্যদিকে...

এ্যাডওয়ার্ড এলিসের কথায় বাধা দিল। 'রিলাক্স এলিস। যদি বেলা ছবি দেখতে চায়, তাহলে সে অবশ্যই দেখতে পারে। এটা তার জন্মদিন।'

'সেইটাই।' আমি যোগ করলাম।

'আমি তাকে সাতটার দিকে তুলে নেব।' সে বলে চলল, 'সেটা তোমার গুছিয়ে

নেয়ার জন্য অনেকটা সময় দেবে।'

এলিসের হাসি আবার ঝংকার তুলল। 'বেশ শোনাচ্ছে। আজ রাতে দেখা হবে, বেলা! এটা বেশ মজার হবে। তুমি দেখো।' সে দাঁত বের করে কপট হাসি দিল। চওড়া হাসিতে তাকে পরিপূর্ণ দেখায়। তারপর আমার চিবুক ধরে নাড়া দিল। আমি কিছু বলার আগে তার প্রথম ক্লাসের দিকে রওনা দিল।

'এ্যাডওয়ার্ড, প্লিজ...' আমি কাতর হয়ে পড়ছিলাম, কিন্তু সে তার ঠাণ্ডা আঙুল আমার ঠোঁটে চেপে ধরল।

'এটা নিয়ে পরে আলোচনা করি, কেমন। আমাদের ক্লাসের জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ক্লাসরুমে আমাদের প্রতিদিনকার নির্দিষ্ট সিট পেতে কেউ বিরক্ত করল না। এ্যাডওয়ার্ড আর আমি প্রতি ক্লাসেই একত্রে বসি। আমরা দুজনে এত দীর্ঘ সময়ে একত্রে থাকি যে আমাদের নিয়ে ইতোমধ্যে গালগল্পের বিষয় তৈরি হয়েছে। এমনকি মাইক নিউটনও তার প্রতারণাময় হাসি দিয়ে আমাকে বিরক্ত করেনি, যাতে আমি নিজেকে দোষী মনে করি। সে তার পরিবর্তে এখন হাসে। আমি খুশি যে আমরা দুজন এখন শুধুমাত্র ভাল বন্ধুই। মাইক গ্রীষ্মেই পরিবর্তিত হচ্ছিল। তার মুখ গোলাকৃতি রুপ হারাচ্ছিল। তার চিবুকের হাঁড় উঁচু হয়ে উঠেছে। সে তার ধুসর বর্ণের চুলগুলো অন্যভাবে আঁচড়েছে। এটা সহজেই বোঝা যায় কোথা থেকে তার উৎসাহ এসেছে। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের চেহারায় সেরকম পরিবর্তন নেই যা কাউকে দেখে অনুকরণ করা যায়।

কুলিন হাউজে আজ রাতে কি হতে যাচ্ছে সেটা আমি ধারণা করতে পারছি। অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য এটা খুব খারাপ হবে যখন আমি শোকসভা করতে যাচ্ছি। কিন্তু তার চেয়ে খারাপ হলো, সেখানে আমিই মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকব। এবং উপহারেরও।

মনোযোগ কখনও ভালো কোন জিনিস নয়। যেকোন দুঘটনা কবলিত লোকই সেটা স্বীকার করবে। তাদের মুখের উপর স্পটলাইটের আলো পড়ুক কেউ সেটা চায় না।

আমি যেভাবে চেয়েছিলাম—এ বছর কেউ আমাকে কোন উপহার দেবে না। এটা দেখে মনে হয় বাবা ও মা রেনে একমাত্র মানুষ নয় যারা বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখেছে।

আমার কখনই অনেক টাকা ছিল না। সেটা আমাকে বিব্রত করে না। মা রেনে আমাকে কিন্ডারগার্ডেনের টিচারের বেতন জোগাড় করে দিয়েছিল। চার্লি তার চাকরিতে অধিক উপার্জন করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন এই ছোট্ট ফর্ক টাউনের পুলিশ প্রধান। আমার একমাত্র উপার্জন আসত আমার সপ্তাহে তিনদিনের উপার্জনের থেকে। একটা খেলাধুলার সামগ্রী বিক্রির দোকানে কাজ করে। এই ছোট্ট শহরে কাজ খুঁজে পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবর্তী ভাবতাম। প্রতিটি পয়সা আমি কলেজের ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থায় জমাতাম।

এ্যাডওয়ার্ডের প্রচুর টাকাপয়সা আছে। সেটা যে কত তা নিয়ে আমি চিন্তাও করতে চাই না। প্রচুর অর্থবিত্ত এ্যাডওয়ার্ডের কাছে কিছু নয়। যেমনটি নয় অন্যান্য কুলিনদের কাছেও। এ্যাডওয়ার্ড বুঝতে পারত না কেন আমার পিছনে আমি তাকে অর্থ খরচ করতে দেই না। যদি সিয়াটলের কোন অভিজাত রেস্তোরায় সে আমার পিছনে খরচ করে তাহলে

কেন আমি অস্বস্তিবোধ করি। ঘণ্টায় পঞ্চান্ন মাইল বেগে চলে এমন গাড়ি কেন আমার জন্য কিনে দিতে আমি তাকে অনুমতি দেই না। কেন আমি আমার কলেজের টিউশন ফি তাকে দিতে দেই না। এ্যাডওয়ার্ড মনে করে আমি অপ্রয়োজনীয়ভাবে কঠিন চরিত্রের মেয়ে।

কিন্তু কীভাবে আমি তাকে এত সবকিছু করতে দেব যেখানে বিনিময়ে আমি তাকে কিছুই দিতে পারব না? সে মাঝে মাঝে দূবোর্ধ্য কারণে আমার সাথে থাকতে চায়। যা কিছু সে আমাকে দেয় না কেন সেটা আমাদের দুজনকেই ভারসাম্যহীন করে তোলে।

সময় কাটতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ড বা এলিস কেউ আবার আমার জন্মদিনের উপহার নিয়ে এল না। আমি কিছুটা স্বস্তিবোধ করা শুরু করলাম।

আমরা আমাদের নির্দিষ্ট টেবিলে লাঞ্চের জন্য বসলাম।

অদ্ভুত একটা নিরবতা আমাদের টেবিলে বিরাজ করছিল। আমরা তিনজন- এ্যাডওয়ার্ড, এলিস এবং আমি টেবিলের দক্ষিণ দিকে বসেছিলাম। আমার অন্যান্য বন্ধুরা, মাইক এবং জেসিকা, এঞ্জেলা এবং বেন, এরিক, কনার, টেইলার, লরেন তারা একই টেবিলের অন্য পাশে বসেছিল।

এ্যাডওয়ার্ড ও এলিস এই ছোটখাট অস্বস্তিকর অথবা বিব্রতকর ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। তারা খুব কমই এটা লক্ষ্য করে থাকে। লোকজন সবসময় কুলিনদের উপস্থিতিতে একটু অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। কোন অজ্ঞাত কারণে তারা ভয় পেতে থাকে। যেটার কোন ব্যাখ্যা তারা দিতে পারে না। কোন কোন সময় এটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ্যাডওয়ার্ডের সাথে কত আরামদায়ক সহজভাবে আমি থাকি। সেভাবে আমার স্বাস্থ্যের জন্য সে ঝামেলাপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই জাতীয় মতামত দেয়া শুরু করলেই আমি তাকে থামিয়ে দেই।

বিকেলটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। স্কুল শেষ। এ্যাডওয়ার্ড প্রতিদিনকার মত আমার সাথে সাথে আমার গাড়ির কাছে এল। কিন্তু আজকে সে প্যাসেঞ্জারের দরজা আমার জন্য খুলে ধরল। এলিস অবশ্যই তার গাড়ি নিয়ে বাড়িতে চলে যাবে। সে কারণেই সে এটা থেকে আমাকে বঞ্চিত না করে সাথে সাথে আসছে।

আমি কনুই ভাঁজ করলাম। বাইরের বৃষ্টির জন্য কোন নড়াচড়া করলাম না। 'এটা আমার জন্মদিন। আমি কি আজ চালাতে পারব না?'

'আমি অনুমান করছি এটা তোমার জন্মদিন নয়, যেভাবে তুমি পালন করতে চেয়েছো।'

'যদি এটা আমার জন্মদিন না হয়, তাহলে আজ রাতে আমি তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে।' সে প্যাসেঞ্জারের দরজা বন্ধ করে দিল। আমার পাশে এলো ড্রাইভারের দরজাটা খোলার জন্য। 'শুভ জন্মদিন।'

'শশশ,' আমি ফিসফিস করলাম। আমি দরজা খোলার জন্য এগুলাম। আশা করলাম সে অন্য অফারটা গ্রহণ করবে।

এ্যাডওয়ার্ড রেডিও চালিয়ে দিল। আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। সে রেডিওর তালে মাথা

ঝাকাল না। পছন্দ হয়নি।

'তোমার রেডিওর ভয়ংকর অবস্থা।'

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। যখন সে আমার গাড়িতে থাকে তখন আমি এসব পছন্দ করি না । আমার মোটরলরি আমার খুবই পছন্দের। এটার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে।

'তুমি কি সুন্দর একটা স্টেরিও চাও? তাহলে তোমার নিজের গাড়ি চালাওগে যাও।' এলিসের পরিকল্পনায় আমি এতটাই নার্ভাস ছিলাম আমার এই গোমড়া অবস্থার মধ্যেও যে কথাগুলো আমি যতটা নরম স্বরে বলতে চেয়েছিলাম তার চেয়ে কঠোর শোনাল। আমি এ্যাডওয়ার্ডের উপর খুব কমই মেজাজ দেখাই। আমার কণ্ঠস্বরে তার ঠোঁট থেকে হাসি উবে গেল।

আমাদের বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করলাম। সে তার হাতের মধ্যে আমার মুখখানি তুলে ধরল। সে খুব সর্তকতার সাথে সেটা করল। তার হাতের আঙুল দিয়ে হালকা করে আমার চিবুকে, গালে চাপ দিল। যেন আরেকটু বেশি চাপ দিলে ভেঙেচুরে যাব।

'তোমার অবশ্যই ভাল মুডে থাকা উচিত। অন্তত আজকের দিনের জন্য।' সে ফিসফিস করে বলল। তার সুবাসিত নিঃশ্বাস আমার মুখের উপর বয়ে যাচ্ছিল।

'আর যদি আমি ভাল মুডে না থাকতে চাই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার নিঃশ্বাস এলোমেলো।

তার সোনালি চোখজোড়া জ্বলছিল, 'খুব খারাপ।

আমার মাথা এর মধ্যেই ঘুরে গিয়েছিল। সে কাছে ঝুঁকে এল। তার বরফ শীতল ঠোঁটজোড়া আমার ঠোঁটের উপরে নেমে এল। আমি আমার সব দুশ্চিন্তা ভুলে গেছি।

তার মুখ আমার উপর নেমে এল। ঠাণ্ডা, মসৃণ, শান্ত। আমি হাত দিয়ে তার গলা আঁকড়ে ধরলাম। নিজেকে তার হাতে সঁপে দিলাম। বেশ প্রাণশক্তির সাথে ছোট্ট করে চুমু খেলাম। আমি অনুভব করছিলাম তার ঠোঁট ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। আমার মুখের দিকে।

তার ঠোঁটজোড়া আমার ঠোঁটের উপর নেমে এল। সে আমার ঠোঁটে প্রগাঢ় চুম্বন করল। তারপর সেই চুম্বন আমার সমস্ত মুখে ঘুরে দেহে নেমে এল। আমি শিহরণে কেপে কেপে উঠতে লাগলাম। এটা এমন একটা ব্যাপার যা আমি এড়াতে পারি না।

এ্যাডওয়ার্ড আমাদের শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে সর্তকতার সাথে মনোযোগ দিল। আমাকে প্রফুল্ল রাখতে চাইল। যদিও আমি বেশ একটা নিরাপদ দূরত্ব রাখছিলাম। তার রেজের মত ধারালো উঁচু দাঁতের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করছিলাম। আমি ভুলে গিয়েছিলাম সেই প্রাচীন ধারণা সম্বন্ধে যখন সে আমাকে চুমু দিচ্ছিল।

'দয়া করে ভাল আচরণ করো।' সে আমার চিবুকের উপর নিঃশ্বাস ফেলছিল। সে তার ঠোঁট আমার ঠোঁটের উপর আরেকবার শান্তভাবে চেপে ধরেছিল। তারপর ঠেলে দিল। আমার হাত পেটের উপর ভাঁজ করে রাখল।

আমি আমার নাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার একহাত হৃৎপিণ্ডের উপর রাখলাম। এটা আমার হাতের তালুর নিচে নাটকীয়ভাবে অতিরিক্ত লাফাচ্ছিল।।

'তুমি কি মনে করো আমি এর চেয়ে ভাল বোধ করব?' আমি নিজের প্রতি বিস্মিত।

'যখন তুমি আমাকে ছোঁও তখন কি আমার হৃৎপিণ্ড কোন একদিন থেমে যেতে পারে?'

'আমি সত্যিই আশা করি না।' সে কিছুটা বিভ্রান্ত স্বরে বলল।

আমি চোখ ঘুরালাম 'চল ক্যাপুলেট ও মনটেগু দেখি, ঠিক আছে?'

'তোমার ইচ্ছেয় আমার আদেশ।'

ঘরে এসে এ্যাডওয়ার্ড কোচের উপর আয়েশ করে বসল। আমি মুভি দেখা শুরু করলাম। প্রথমের নামগুলো টেনে সামনের দিকে এগিয়ে নিলাম। আমি সোফার কোণায় তার সামনে এগিয়ে গেলাম। সে তার হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিল। এটা সোফার কুশনের মত ততটা আরামদায়ক ছিল না। তার বুকটা শক্ত এবং ঠাণ্ডা। যেন কোন বরফের ভাস্কর্য। কিন্তু এটা সত্যিকার অর্থে উপযুক্ত। সে আমার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। অদ্ভুত মাদকতায় আমি যেন অবশ হয়ে যেতে থাকলাম। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে অন্যরকম শিহরণ বয়ে যেতে লাগল। যেটার ব্যাখ্যা দেয়া সহজ কিছু নয়।

সে কোচের পিছন থেকে পুরানো চাদর টেনে নিল। আমাকে চাদর দিয়ে মুড়ে দিল যাতে শরীরের পিছনের দিকটা ঠাণ্ডা না হয়ে যায়।

'তুমি জানো রোমিওর মত আমার অত ধৈর্য নেই।' ছবি শুরু হলে সে মন্তব্য করল।

'রোমিওর ভুল কি ছিল?' আমি কিছুটা আক্রমণাত্মক স্বরে জিজ্ঞেস করলাম। রোমিও আমার একটা অন্যতম প্রিয় কাল্পনিক চরিত্র। এ্যাডওয়ার্ডের সাথে দেখা হওয়ার আগে, আমি রোমিওর সম্বন্ধেই বারকয়েক ভেবেছিলাম।

'বেশ, প্রথমত, সে রোজালের প্রেমে পড়েছিল— তোমার কি মনে হয় এটা তাকে প্রাঞ্জল চরিত্রের গড়ে তুলেছে? এবং তারপর, তাদের বিয়ের কিছুক্ষণ পরে, সে জুলিয়েটের কাজিনকে হত্যা করেছে। সেটা খুব বেশি বুদ্ধিমত্তার কাজ ছিল না। ভুলের পরে ভুল। সে কি তার নিজের সুখগুলো এভাবেই শেষ করে দেয়নি?'

আমি লজ্জিত হলাম। 'তুমি কি আমাকে একাকী ছবিটা দেখতে দেবে?'

'না, আমি বেশিরভাগ সময় তোমাকেই দেখব, যাই হোক,' তার আঙুলগুলো আমার হাতের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। 'তুমি কি কাঁদবে?'

'সম্ভবত,' আমি স্বীকার করলাম, 'যদি আমি মনোযোগ দিয়ে দেখি।'

'আমি তাহলে তোমার মনোযোগ বিঘ্নিত করব না।' কিন্তু আমি অনুভব করলাম তার ঠোঁট আমার চুলের উপর। এটা খুবই মনোযোগ বিঘ্নিত করে।

ছবিটা তারপরও আমার মনোযোগ আর্কষণ করে। এ্যাডওয়ার্ডকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রোমিওর লাইনগুলো এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছে আওড়ে যায়। সে অপ্রতিরোধ্য। তার কণ্ঠস্বর অভিনেতার কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে যায়। সেটা তুলনামূলক মোটা। আমি কাঁদলাম। তার আনন্দের জন্য। যখন জুলিয়েট জেগে ওঠে এবং দেখে তার নব বিবাহিত স্বামী মৃত।

'আমি স্বীকার করব আমি তার প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিত।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। এ্যাডওয়ার্ডের অশ্রুবিন্দু আমার চুলের মধ্যে শুকিয়ে গেল।

'সে সত্যিই খুব সুন্দরী।'

সে একটা বিরক্তিকর শব্দ করল 'আমি মেয়েটির আত্মহত্যার জন্য তার প্রতি ঈর্ষান্বিত নই।' সে বিদ্রুপাত্মক স্বরে ব্যাপারটা পরিষ্কার করল। 'তোমরা মানুষরা এটাকে সহজভাবে নাও! তোমরা মানুষরা যেটা করতে পার, ছুড়ে ফেলে দিতে পার এই গাছের নির্যাস...

কি?' আমি জোর করে শ্বাস নিলাম।

'এটা এমন কিছু যেটা নিয়ে আমি একসময় ভেবেছিলাম। আমি কার্লিসলের অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম এটা সাধারণ কিছু ছিল না। আমি এমন কি নিশ্চিতও নই যে কার্লিসলে শুরুতেই কতভাবে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে... যখন সে বুঝতে পারল সে কী হতে পারে...' তার কণ্ঠস্বর, যা ধীরে ধীরে কঠোর রুপ নিচ্ছিল, আবার হালকায় চলে এল, 'এবং সে এখন সত্যিকারের সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী।'

আমি ঘুরে গেলাম যাতে আমি তার মুখের অভিব্যক্তি পড়তে পারি। 'তুমি কি ভেবেছো?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'একসময় তুমি কি নিয়ে ভেবেছিলে?'

'গত স্প্রিংএ, যখন তুমি...মৃতের কাছাকাছি...' সে বড় করে শ্বাস নেয়ার জন্য থামল। তার বিদ্রুপাত্মক স্বরে ফিরে আসার জন্য যুদ্ধ করতে লাগল, 'অবশ্যই আমি চেষ্টা করছিলাম তোমাকে জীবিত ফিরে পাবার। কিন্তু আমার মনের একটা অংশ আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। যেমনটি আমি বললাম, এটা আমার কাছে অতটা সহজ কিছু নয়, যতটা মানুষের জন্য সহজ।'

এক সেকেন্ডের জন্য, ফনিক্সে আমার শেষ যাত্রার স্মৃতি আমার মস্তিস্কে খেলে গেল। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমি এটা এত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম- উজ্বল সূর্যালোক, উত্তাপ জোরালোভাবে আসছিল। আমি দৌড়াচ্ছিলাম আশ্রয় খোঁজার জন্য। ভয়ানক ভ্যাম্পায়ারের হাত থেকে বাঁচতে। যেটা আমাকে অত্যাচার করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। জেমস, অপেক্ষা করছিল আয়নাঘরে আমার মায়ের সাথে তার অতিথি হিসাবে। অথবা যেটা আমি ভাবছিলাম। আমি জানতাম না যে এটা ছিল ফাঁকিজুকি। যেমনটি জেমস জানত না এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বাঁচানোর জন্য দৌড়ে আসছিল। এ্যাডওয়ার্ড সময়মত এসেছিল। অচিন্তনীয়ভাবে আমার আঙুলগুলো আমার হাতের ক্ষতগুলোর কাছে উঠে এল। যেটা ছিল আমার অন্য চামড়া হতে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে কয়েক ডিগ্রী ঠাণ্ডা।

আমি মাথা নাড়লাম। যেন আমার খারাপ স্মৃতিকে ঝেড়ে ফেলছি। এ্যাডওয়ার্ডের কথার অর্থ ধরতে চেষ্টা করলাম। আমার পেটে অস্বস্তি হতে থাকে। 'আকস্মিক ঘটনার প্রস্তুতি?' আমি আবার বললাম।

'বেশ, আমি তোমাকে ছাড়া জীবনযাপন করতে চাই না।' সে তার চোখ এমনভাবে ঘোরালো যেন তার ভেতরে শিশুসুলভতা স্পষ্ট। 'কিন্তু আমি নিশ্চিত নই এটা কীভাবে করতে হয়। আমি জানি এমেট ও জেসপার কখনও সাহায্য করবে না...। সুতরাং আমি ভাবছি সম্ভবত আমি ইতালি চলে যাব এবং এমন কিছু করতে চেষ্টা করব ভলতুরির জন্য।'

আমি বিশ্বাস করতে চাই না সে সত্যিই সিরিয়াস। কিন্তু তার সোনালি চোখ গুম হয়ে

গেল। সে এমন কিছুর দিকে তাকিয়েছিল যেটা এখন থেকে অনেক দূরের। তার নিজের জীবন ধ্বংসের সাথে জড়িত।

বিক্ষিপ্তভাবে, আমি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম।

'ভলতুরি হচ্ছে একটি পরিবার।' সে ব্যাখ্যা করল। তার চোখ এখন দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে। 'আমাদের মত একটি খুব পুরানো শক্তিশালী পরিবার। তারা আমাদের মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য সবচেয়ে কাছের বলে আমি মনে করি। কার্লিসলে ছোটবেলা থেকেই ইতালিতে তাদের সাথে বাস করত। সে আমেরিকায় বসবাস করার আগে থেকে। তুমি কি সেই গল্পটা মনে করতে পার?'

'অবশ্যই আমি মনে করতে পারি।'

আমি কখনই ভুলব না যখন আমি প্রথমবার তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। নদীর পাশের বনের ভেতর বিশাল সাদা অট্টালিকা। অথবা যে কক্ষে কার্লিসলে-এ্যাডওয়ার্ডের পিতা বাস করেন। এ্যাডওয়ার্ডের বাবা দেয়ালে পেইন্টিং ঝুলিয়ে রেখেছেন যেখানে তার ব্যক্তিগত ইতিহাস উঠে এসেছে। নানা রকমের, সবচেয়ে বৃহৎ, সবচেয়ে চওড়া ক্যানভ্যাস সেখানে ছিল। কার্লিসলের ইতালি বাসের সময় থেকে। অবশ্যই আমি মনে করতে পারি মানুষের শান্ত কোয়াটারগুলোর কথা। যদিও পেইন্টিং শতাব্দি পুরাতন ছিল, কার্লিসলে সাহসী দেবতার মত এখনও অপরিবর্তিত। আমি অন্য তিনজনের কথাও মনে করতে পারি। কার্লিসলের সমসাময়িক। এ্যাডওয়ার্ড কখন সেই তিনজনের জন্য ভলতুরি নামটা ব্যবহার করত না। দুজন কালো চুলের, আরেকজন তুষার সাদা। সে তাদেরকে ডেকেছিল এ্যারো, কাইয়াস এবং মারকাস নামে।

'যাইহোক, তুমি কখনও ভলতুরিতে উত্তেজিত হয়ো না।' এ্যাডওয়ার্ড বলে চলল 'যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি মরতে চাচ্ছ— অথবা যাই হোক, এটা আমাদের করতে হবে।' তার কণ্ঠস্বর এতটাই শান্ত তা এরই মধ্যে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে।

আমার রাগ ভয়ে পরিণত হলো। তার মার্বেল খোদাই মুখ আমার দুহাতের মধ্যে টেনে নিলাম। খুব শক্ত করে ধরে রাখলাম।

'তুমি এই জাতীয় জিনিস নিয়ে আর কখনো চিন্তা করবে না। কক্ষনো না।' আমি বললাম, 'সেটা কোন ব্যাপার নয়, আমার যাই ঘটুক না কেন, কিন্তু তুমি নিজেকে আঘাত দেয়ার জন্য অনুমতি পাবে না।'

'আমি তোমাকে কখনো বিপদের মধ্যে যেতে দেব না। এটাই আসল কথা।'

'আমাকে বিপদের মধ্যে রেখে! আমি ভেবেছিলাম আমাদের সকল দুভার্গ্যই আমার ভুল?' আমি রেগে যাচ্ছিলাম। 'তুমি কীভাবে সেটা ভাবার সাহস কর?' এ্যাডওয়ার্ডের ব্যাপারটা অস্তিত্বের, যদি আমি মারা যাই, সত্যিই সেটা খুবই দুঃখজনক হবে।

'তুমি তখন কি করবে, যদি পরিস্থিতি উল্টো দিকে মোড় নেয়?' সে জিজ্ঞেস করল।

'সেটা একই জিনিস নয়।'

সে পার্থক্যটা কোন মতেই ধরতে পারল না। সে চুকচুক শব্দ করল।

'যদি সেরকম কিছু তোমার ক্ষেত্রে ঘটে তখন কি হবে?' আমি সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলাম। 'তুমি কি চাইবে আমি আমার পথে চলে যাব?'

দুঃখের একটা ধারা ঠিকই তাকে স্পর্শ করে গেল।

'আমার ধারণা আমি তোমার পয়েন্ট কিছুটা ধরতে পেরেছি...।' সে স্বীকার করল। 'কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি করবটা কি?'

'তুমি যাই করো না কেন সেটা আমি একা আসার আগে এবং তোমার অস্তিত্ব জটিল হওয়ার আগেই করতে হবে।

সে লজ্জিত হলো। 'তুমি এটা এত সহজে বললে।'

'এটা তা-ই। আমি সত্যিই এটা নিয়ে খুব বেশি উৎসাহী নই।'

সে তর্ক জড়িয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু সে তা করল না। 'বিচার্য-বিষয়।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল। হঠাৎ করে, সে তাকে টেনে তুলল সেই অবস্থান থেকে। আমাকে একপাশে সরিয়ে দিল যাতে আমি আর ছোঁয়াছুয়ির মধ্যে না থাকি।

'বাবা?' আমি ধারণা করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড হাসল। এক মুহূর্ত পর, আমি ড্রাইভওয়ে পুলিশের গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। আমি বেরিয়ে এলাম। শক্ত করে বাবার হাত ধরলাম। বাবা এটা খুবই পছন্দ করে।

বাবা এক বক্স পিৎজা নিয়ে এসেছে।

'হেই বাচ্চারা,' তিনি আমার দিকে দাঁত বের করে হাসলেন। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি রান্না ও ধোঁয়ামোছার কাজটা বাদ দেবে। অন্তত জন্মদিনের সৌজন্যে। ক্ষুধার্ত?'

'অবশ্যই, ধন্যবাদ, বাবা।'

চার্লি এ্যাডওয়ার্ডের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করলেন না। তিনি এ্যাডওয়ার্ডের পাশ দিয়ে ডিনারের দিকে গেলেন।

'আপনি কি কিছু মনে করবেন যদি আমি বেলাকে আজ সন্ধ্যের জন্য নিয়ে যাই?' এ্যাডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল যখন বাবা ও আমার কাজ শেষ।

আমি বাবার দিকে আশাবাদী চোখে তাকালাম। হতে পারে জন্মদিনে আমার ঘরে থাকার ব্যাপারে তার কোন পরিকল্পনা থাকতে পারে। পারিবারিক বিষয়। এটা তার সাথে আমার প্রথম জন্মদিন। আমার মায়ের থেকে দূরে থেকে আমার প্রথম জন্মদিন। রেনে- আমার মা। আবার বিয়ে করেছেন। ফ্লোরিডায় বসবাসের জন্য চলে গেছেন। আমি জানি না বাবা আমার কাছ থেকে কি আশা করছেন।

'সেটাই ভাল— মেরিনাররা আজ রাতে সক্স খেলছে।' বাবা ব্যাখ্যা করলেন। আমি আশাহত হলাম। 'তো সেই কারণেই আমি এখানে ওকে কোনরকম সঙ্গ দিতে পারতাম না...' তিনি ক্যামেরা বের করলেন। সেটা আমি রেনের কথা মতো পেয়েছিলাম। যাতে আমি ছবি দিয়ে স্ক্রাপবুক ভরে ফেলতে পারি। এটা আমার দিকে ছুড়ে দিলেন।

আমি সে বিষয়ে ভালভাবেই জানতাম। আমি বরাবরই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

ক্যামেরাটা আমার হাত ফসকে গেল। মেঝেতে পড়ার উপক্রম হলো। এ্যাডওয়ার্ড দক্ষতার সাথে পড়ার আগেই ধরে ফেলল।

'ধরে ক্যামেরাটা বেশ ভালই রক্ষা করেছ।' বাবা বললেন। 'যদি ওরা আজ রাতে মজাদার কিছু করে, কুলিনদের বাড়িতে আজ রাতে মজাদার কিছু হয়। বেলা, তুমি

অবশ্যই কিছু ছবি তুলে আনবে। তুমি জানো, তোমার মা ছবির ব্যাপারে কতটা উৎসাহী। তোমাকে দেখার আগেই সে তোমার ছবিগুলো দেখতে চাইবে ।

'ভাল আইডিয়া আঙ্কেল।' এ্যাডওয়ার্ড ক্যামেরাটা আমার হাতে দিতে দিতে বলল।

আমি ক্যামেরার লেন্স এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঘুরালাম। প্রথম ছবিটা তারই নিলাম। 'এটা কাজ করে।'

'খুবই ভাল কাজ করে। এই শোন, এলিসকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিও। সে কিছুদিন এখানে আসে নাই।' বাবা অন্যদিকে ঘুরলেন।

'শুধুমাত্র গত তিনদিন আসেনি বাবা।' আমি বাবাকে মনে করিয়ে দিলাম। বাবা এলিসের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। আমার সেই ভয়াবহ ভৌতিক অবস্থার পর থেকে এলিসের প্রতি বাবার ব্যবহার অন্যরকম। বাবা তার কাছে কৃতজ্ঞ। 'ঠিক আছে, আমি এলিসকে তোমার কথা বলব।'

'ঠিক আছে ছেলেমেয়েরা, আজ রাতে মজা করো।' এটা স্পষ্টত আমার যাওয়ার অনুমতি। বাবা এর মধ্যেই লিভিংরুমে চলে গেছেন এবং টিভি ছেড়ে দিয়েছেন।

এ্যাডওয়ার্ড বিজয়ীর মত হাসল। আমার হাত ধরে টেনে সেখান থেকে বের করল।

আমরা মোটরলরিতে উঠলাম। সে আবার আমার জন্য প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে দিল। এইবার আমি আর কোন তর্কে গেলাম না। আমি এখনও কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এই অন্ধকারের মধ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়া ভয়ের ব্যাপার।

'সাবধানে দেখে শুনে যেও।' আমি তাকে সতর্ক করলাম।

'তোমার কী মনে হয়, তুমি কী ভালবাস? ছোট্ট একটা সুন্দর অডিকাপ গাড়ি। খুবই ঝামেলাহীন, প্রচুর পাওয়ারফুল...'

'আমার মোটরলরিতে কোন সমস্যা নেই। খরচের ব্যাপারে কথা বলা শুনতে আমার ভাল লাগে না, যদি তুমি জানতে চাও, তোমার জন্য কী ভাল? তাহলে বলব— তুমি আমার জন্মদিনের উপহারের জন্য কোন টাকাপয়সা খরচ করবে না।'

'এক পয়সাও না।' সে নিষ্পাপ স্বরে বলল।

'ভাল।'

'তুমি আমার জন্য একটা কাজ করবে?'

'সেটা নির্ভর করবে কাজটি কি তার উপর।'

সে লজ্জিত হলো। তার সুন্দর প্রেমময় মুখ মুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে গেল। 'বেলা, সত্যিকারের শেষ জন্মদিন আমাদের পরিবারে এমেটের। সেটাও ১৯৩৫-এ। এই বিষয়গুলো বাদ দাও। আজ রাতের জন্য খুব বেশি কঠিন হৃদয়ের হতে যেও না। সেখানে তারা সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে।'

কথাগুলোয় আমি চমকে উঠলাম। সে এই জাতীয় জিনিসের কথা বললে আমি চমকে উঠি। 'ঠিক আছে, আমি সেরকমই আচরণ করব।'

'আমি সম্ভবত তোমাকে সতর্ক করে...'

'দয়া করে করো।'

'যখন আমি বললাম তারা সবাই উত্তেজিত...আমি সেটা দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছি তারা সকলেই।'

'প্রত্যেকেই?' আমি শ্বাসরুদ্ধভাবে বললাম। 'আমি ভেবেছিলাম এমেট আর রোসালি আফ্রিকাতে।' ফর্কের অন্য আরেকজন কুলিন এই বছর ডার্টমাউথ কলেজে গিয়েছে। সেটা আমি ভালই জানতাম।

'এমেট এখানে আসতে চাইবে।'

'কিন্তু... রোসালি?'

'আমি জানি, বেলা। দুশ্চিন্তা করো না। সে তার সবচেয়ে ভাল আচরণ এখানে করবে।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। এজন্য যে এসব ব্যাপারে আমি কোনরকম উদ্বিগ্ন ছিলাম না। এ্যাডওয়ার্ডের 'পালিত' বোন, সোনালি সুন্দরী রোসালি আমাকে খুব একটা পছন্দ করত না। প্রকৃতপক্ষে, সেই অনুভূতিটা অপছন্দের চেয়েও ভিন্নতর কিছু একটা। যতদূর জানা যায়, তাদের পরিবারের গোপন সত্য আমি জেনে যাওয়ার কারণেই রোসালি এমন অপ্রসন্ন ছিল।

বর্তমান অবস্থার জন্য নিজেকে ভয়ানক দোষী মনে হতে লাগল। রোসালি এবং এমেটের দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতির জন্য নিজেকে দোষী মনে হলো। এমনকি তাকে দেখে আনন্দিত হতে পারব না সে কারণেও। এমেট, এ্যাডওয়ার্ডের বড়ভাই। আমি তাকে মিস করছিলাম। অনেক দিক দিয়ে সে আমার বড় ভাইয়ের মত। আমি সবসময় চাইতাম... কিন্তু সেটা আরো বেশি ভীতিকর অবস্থা...

এ্যাডওয়ার্ড বিষয় পরিবর্তন করল। 'সুতরাং, যদি তুমি আমাকে তোমার জন্য অডিকাপ গাড়ি কিনতে না দাও, আর কোন কিছু কি আমি তোমার জন্মদিনের উপহার হিসাবে দিতে পারি না?'

আমার কথাগুলো ফিসফিসানিতে রুপান্তরিত হলো, 'তুমি জানো আমি কি চাই।

একটা গভীর ভ্রুকুটি তার কপালে দেখা গেল। সে অবশ্যই চাইছিল রোসালির বিষয় থেকে মোড় ঘুরাতে।

আমারও মনে হলো এ বিষয়ে আজ সারাদিন অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে।

'আজ রাতে নয়, বেলা। প্লিজ।'

'বেশ, সম্ভবত এলিস আমি যা চাই তাই আমাকে দেবে।

এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করল। 'এটাই তোমার শেষ জন্মদিন হতে যাচ্ছে না বেলা।' সে প্রতিজ্ঞা করল।

'সেটা ঠিক নয়।'

আমি তার দাঁত কিড়মিড়ানির শব্দ শুনতে পেলাম।

আমরা বাড়ির কাছাকাছি চলে এলাম। নিচতলা ও দোঁতলার জানালাগুলো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। পোর্চে জাপানি লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে। তা থেকে নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সামনের দরজার উপর বিশাল ফুলের তোড়া। তোলায় গোলাপের

সমারোহ।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

এ্যাডওয়ার্ড নিজেকে শান্ত করতে কয়েকবার গভীরভাবে শ্বাস নিল। 'এটা একটা পার্টি। খেলুড়ে মনোভাবে থাকতে চেষ্টা করো।'

'অবশ্যই।' আমি গুনগুন করে উঠলাম।

সে আমার কাছে চলে এল। গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে আমার হাত তার হাতে নিল।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

সে দুশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল শোনার জন্য।

'যদি আমি এই ফিল্মগুলো ডেভেলপ করাই' ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে বললাম, 'তুমি সেগুলোর ছবি দেখতে দেবে?

এ্যাডওয়ার্ড হাসতে লাগল। সে আমাকে গাড়ির বাইরে আসতে সাহায্য করল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। দরজা খোলার আগ পর্যন্ত আমরা হাসতেই থাকলাম।

তারা বিশাল একটা সাদা রঙের কামরায় অপেক্ষা করছিল। যখন আমি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, তারা জোর কোরাসে চিৎকার দিল, 'শুভ জন্মদিন, বেলা' মুহূর্তের জন্য আমার মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। আমি নিচের দিকে তাকালাম। এলিস, আমি ধারণা করছি, প্রতিটি জায়গায় গোলাপি মোমবাতি রেখেছে। ডজনখানেক ক্রিস্টালের পাত্র ভর্তি করে শ'খানেক গোলাপ এনে রেখেছে। এ্যাডওয়ার্ডের বিশাল পিয়ানোর পাশেই একটা টেবিল সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। টেবিলের উপর গোলাপিরঙা জন্মদিনের কেক। গোলাপের সমারোহ, গ্লাস প্লেটের সারি এবং রুপালি কাগজে মোড়া জন্মদিনের উপহারের ছোটখাট একটা স্তূপ।

আমি যা কল্পনা করে রেখেছিলাম এটা ছিল তার চেয়ে শতগুন বেশি কিছু।

এ্যাডওয়ার্ড আমার হতবুদ্ধি অবস্থা বুঝতে পেরেছিল। আমার কোমরের চারিদিকে জড়িয়ে ধরে মাথার মাঝখানে আলতো করে চুমু খেল।

এ্যাডওয়ার্ডের বাবা-মা-কার্লিসলে এবং এসমে— দুজনেই প্রাণপ্রাচুর্য এবং প্রীতিময়তায় ভরপুর। তারা দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন। এসমে সতর্কতার সাথে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার নরম ক্যারামেল রঙের চুল আমার চিবুকের উপর এসে পড়ছিল। তিনি আমার কপালে চুমু খেলেন। আর কার্লিসলে তার হাত আমার কাঁধের উপর রাখলেন।

'এসবের জন্য দুঃখিত বেলা' তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'এলিসকে এসব থেকে বিরত রাখতে পারিনি।'

রোসালি এবং এমেট তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। রোসালি হাসল না। এমনকি সে নিদেনপক্ষে এক নজর দেখলও না। এমেটের মুখ টানটান হয়ে ছিল। কুচঁকে গেল। প্রায় এক মাস পরে আমি তাদের দেখলাম। আমি ভুলে গিয়েছিলাম রোসালি কত সুন্দর। তার দিকে তাকিয়ে আমি ব্যথিত হলাম। আর এমেট সেই আগের মতই...বিশাল।'

'তোমার কোন পরিবর্তনই হয়নি।' এমেট উপহাস উপেক্ষা করে বলল। 'আমি একটা পরিবর্তন আশা করেছিলাম। কিন্তু তুমি তো সেই আগের মত লালমুখোই আছো।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, এমেট।' আমি লাজরাঙা হয়ে বললাম।

সে হাসল। 'আমি এক মুহূর্তের জন্য একটু আসছি।' সে ষড়যন্ত্রীর মত এলিসের কাছে গেল। বলল, 'আমি চলে যাওয়ার সময় হাস্যকর কিছু করার চেষ্টা করবি না।

'সে দেখা যাবে।'

এলিস জেসপারের হাত ধরে সামনে এগিয়ে এল। এলিসের হাসিতে যেন মুক্তো ঝরছিল। জেসপারও হাসছিল। কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখেই সে ঝুঁকেছিল। জেসপার দীর্ঘদেহী এবং সুদর্শন। ফনিক্সে তার সাথে একান্তে কাটানোর দিনগুলির কথা মনে পড়ল। আমি ভাবলাম সে আমার প্রতি তার অনুরক্ততা দূর করেছে। সে ঠিকই ফিরে এল। কিন্তু আমাকে যতটা সম্ভব উপেক্ষাও করে চলল। যখন থেকে সে আমাকে রক্ষা করার সাময়িক প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত হলো তখন থেকে আমি জানতাম এটা ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না। এটা ছিল পূর্ব সর্তকতা। আমি এটা নিয়ে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা দেখাচ্ছিলাম না।

জেসপারের আবার কুলিনদের খাবারের ব্যাপারে বিড়ম্বনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। মানুষের রক্তের গন্ধ অন্যদের মত তার পক্ষে উপেক্ষা করা কঠিন ছিল। সে অনেকদিন এসব বিষয়ে চেষ্টাও করে নি।

'এখন উপহারগুলো খোলার সময়।' এলিস ঘোষণা করল। সে তার বরফ শীতল হাত আমার কনুইয়ের নিচে রাখল। আমাকে টেবিলের ধারে নিয়ে গেল। যেখানে কেক ও প্যাকেটগুলো ছিল।

আমি আমার মুখাবয়বে দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুললাম, 'এলিস, আমার মনে হয় আমি তোমাকে বলেছিলাম, যে আমার কোন কিছুই চাই না—'

'কিন্তু আমি সেটা শুনিনি।' সে বাধা দিল, 'এটা খোলো' সে আমার হাত থেকে ক্যামেরা নিয়ে নিল। একটা বড়সড়ো রুপালি কাগজে মোড়া বক্স আমার হাতে তুলে দিল।

বক্সটা এত হালকা ছিল যে আমার মনে হচ্ছিল এটা ফাঁকা। উপরের লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছিল এটা এমেট, রোসালি এবং জেসপারের পক্ষ থেকে। নিজে নিজেই আমি উপরের কাগজ ছিঁড়ে ফেললাম। বক্সের ভিতরে তাকালাম।

এটা যান্ত্রিক কিছু একটা ছিল। নামের উপর অনেকগুলো সংখ্যা। আমি যন্ত্রটা খুললাম। আশা ছিল নতুন কোন আলোকপাত ঘটবে।

কিন্তু যন্ত্রের উপরটা ফাঁকা।

'হুমম...ধন্যবাদ।'

রোসালি সত্যিই একটা হাসি দিল। জেসপার হাসছিল। 'এটা তোমার মোটরলরির জন্য একটা স্টেরিও।' সে ব্যাখ্যা করল। 'এমেট এখনই এটা ইন্টস্টল করেছে যাতে তুমি ফেরত না দিতে পার।'

এলিস সবসময় আমার জন্য এক পা এগিয়ে ছিল।

'ধন্যবাদ জেসপার, রোসালি' আমি তাদেরকে বললাম। মনে পড়ে গেল আজ বিকালে এ্যাডওয়ার্ডের আমার রেডিও নিয়ে অভিযোগের কথা। পুরো ব্যাপারটাই

সাজানো। 'ধন্যবাদ এমেট' আমি আরেকটু জোরে বললাম।

আমি তার হাসির ফোয়ারা দুর থেকেই যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। আমিও হাসি থামাতে পারলাম না।

'আমারটা এখন খোল এবং তারপরে এ্যাডওয়ার্ডেরটা।' এলিস বলল। সে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে তার কণ্ঠস্বর উঁচুগ্রামে বাজতে লাগল। তার হাতে ছোট্ট চারকোণা একটা জিনিস।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঘুরে তাকালাম 'তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে।'

সে উত্তর দেয়ার আগেই এমেট দরজা বন্ধ করে দিল। 'ঠিক সময়ে।' সে চিৎকার দিল। সে জেসপারকে পিছনে ঠেলে দিল। জেসপার খুব ভাল করে দেখার জন্য আমার খুব কাছে এসে পড়েছিল।

'আমি এক পয়সাও খরচ করিনি।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে নিশ্চয়তা দিল। সে আমার মুখের উপরে পড়া একগুচ্ছ চুল উপরে তুলে দিল। তার স্পর্শে আমার ভেতরটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যায়।

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। এলিসের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম 'এটা আমার কাছে দাও।' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

এমেট জ্বল জ্বলে চোখে সেদিকে তাকাল।

আমি ছোট্ট প্যাকেটটা নিলাম। আমার চোখ এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঘুরতে লাগল। আমি একটা পেপার কাটার হাতে তুলে নিলাম। আঙুল কাগজের কোণায় ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর টেপের নিচে ঝাঁকি দিলাম।

'ইস!' আমি বিড়বিড় করে বললাম। কাগজ ফালি ফালি করে দিয়ে আমার আঙুল কেটে গেল। আমি ক্ষত কতটুকু দেখার জন্য আঙুল টেনে বের করলাম। এক ফোঁটা রক্ত সেই ছোট্ট ক্ষত থেকে বেরিয়ে এলো।

তারপরের ঘটনাটা খুব দ্রুততার সাথে ঘটে গেল।

'না।' এ্যাডওয়ার্ড গুঙিয়ে উঠল।

এ্যাডওয়ার্ড লাফ দিয়ে আমার উপরে এসে পড়ল। আমাকে ধাক্কা দিয়ে টেবিলের ওপাশে সরিয়ে দিতে চাইল। আমি টেবিলের উপর পড়ে গেলাম। আমি কেক, উপহার, ফুল ও গ্লাস-প্লেটের উপর যেয়ে পড়লাম। আমি ভেঙে চুরচুর হওয়া লক্ষ কোটি ক্রিস্টালের টুকরোর উপর যেয়ে পড়লাম।

রক্ত লোলুপ ক্রুদ্ধ জেসপার এ্যাডওয়ার্ডকে ঘুষি কষাল। শব্দটা এমন হল যেন কোন বাধেঁর উপর পাথর ভেঙে পড়ল।

গজরানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একটা ভয়ানক ক্রুদ্ধ গর্জন জেসপারের বুকের গভীর থেকে আসছিল। জেসপার চেষ্টা করছিল এ্যাডওয়ার্ডের পাশ থেকে বেরিয়ে আসতে। এ্যাডওয়ার্ডের মুখের উপর মাত্র ইঞ্চি খানেক ব্যবধানে তার ধাঁরাল দাঁত দেখাচ্ছিল।

এমেট পরবর্তী মুহূর্তে জেসপারকে পেছন থেকে ধরে ফেলল। তার ইস্পাত কঠিন দুহাতে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তারপরও জেসপার ছাড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। জেসপারের বুনো ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত চোখ একদৃষ্টিতে শুধুমাত্র আমার উপরেই ছিল।

এই হতবুদ্ধিকর ঘটনার পরে ব্যথাও পাচ্ছিলাম। আমি পিয়ানো আঁকড়ে ধরে মেঝে থেকে উঠার চেষ্টা করলাম। মনে হল আবারও পড়ে যাচ্ছিলাম, আমার হাত স্বতঃস্ফুর্তভাবে সে পতন এড়াতে পিয়ানোটা ধরে ফেলল। সেটাসহ কাঁচের টুকরোর উপর পড়লাম। ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম যেন সমস্ত শরীর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। আমার কবজি থেকে কনুইয়ের ভাঁজ পর্যন্তও তীব্র যন্ত্রণা।

সেই হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যেও আমি দেখতে পেলাম গাঢ় লাল রক্ত আমার বাহু থেকে ঝরে পড়ছে। ঝরে পড়ছে জ্বল জ্বলে চোখের ছয়জন ভয়ংকর ক্ষুধার্ত ভ্যাম্পায়ারদের রক্তলোলুপ চোখের সামনে।

দুই

কার্লিসলেই একমাত্র ব্যক্তি যিনি শান্তভাবেই ঘটনার মোকাবেলা করলেন। শতাব্দির অভিজ্ঞতা তাকে এই সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শান্ত, সুস্থ ও কর্তৃত্বপরায়ণভাবে তৈরি করেছে। তার কণ্ঠস্বরে সেই কৃতত্বপরায়ণতা, ‘এমেট, রোজ, জেসপারকে বাইরে নিয়ে যাও।

মুখ থেকে হাসি মুছে এমেট মাথা নোয়াল, ‘এদিকে এসো জেসপার।’

জেসপার এমেটের বজ্র কঠিন মুষ্টি থেকে বেরুনোর চেষ্টা করছিল। মোচড়াচ্ছিল। সে তার ভাইয়ের দিকে চলে এল। সে এখনও তার সূঁচালো দাঁত বের করে আছে। তার চোখজোড়া এখনও আমার দিকে।

এ্যাডওয়ার্ডের মুখ হাড়ের মত সাদা হয়ে গিয়েছে। সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। জেসপারের বিরুদ্ধে তার অবস্থান আক্রমণাত্বক। তার দাঁতে দাঁত ঘষার কিরকিরানির আওয়াজ হচ্ছিল। আমি বলতে পারি সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল না।

রোসালি মুখে স্বর্গীয় অনুভূতি। কিন্তু সে বিদ্রুপাত্বকভাবে জেসপারের দিকে এগিয়ে গেল। জেসপারের নগ্ন দাঁত থেকে একটা সতর্ক দুরত্ব রাখল। এমেট তাকে কাঁচের দরজার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় সে এমেটকে সাহায্য করতে চাইল। এসমে এক হাত নাক-মুখের উপর চাপা দিয়ে অন্যহাতে দরজা খুলে রেখেছিলেন।

এসমের মুখে লজ্জিত ভঙ্গি। ‘আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, বেলা।’ তিনি অন্যদের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলেন।

‘আমাকে তার কাছে যেতে দাও এ্যাডওয়ার্ড।’ কার্লিসলে মৃদু স্বরে বললেন।

এক মুহূর্ত পর, এ্যাডওয়ার্ড ধীরে মাথা নোয়াল। সে টানটান উত্তেজিত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক হলো।

কার্লিসলে আমার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন। আমার হাত পরীক্ষার জন্য ঝুঁকে এলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম এই ঘটনায় আমার মুখ পাথরের মত হয়ে গেছে। আমি

চেষ্টা করছিলাম নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে।

'এখানে, বাবা' এলিস তার হাতে একটা তোয়ালে দিতে দিতে বলল।

তিনি মাথা ঝাঁকালেন। 'ক্ষতে অনেক বেশি কাচের টুকরো।' তিনি টেবিলের কাছে গেলেন। টেবিলক্লথের কোণার কাছ থেকে এক টুকরো লম্বা সাদা কাপড় ছিঁড়ে নিলেন। তিনি এটাকে আমার কনুইয়ের উপর টরনিকোয়েটের মত করে জোরে বাঁধলেন। রক্তের গন্ধে আমার মাথা ঘোরাচ্ছিল। আমার কান লাল হয়ে গিয়েছিল।

'বেলা,' কার্লিসলে নরম স্বরে বললেন, 'তুমি কি চাও আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই? নাকি তুমি এখানে থেকে এটার জন্য যত্ন নিতে চাও?'

'দয়া করে এখানেই করুন।' আমি ফিসফিস করে বললাম। যদি তিনি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান তাহলে বাবার কাছ থেকে সেটা কোন মতেই আড়াল করে রাখা যাবে না।

'আমি তোমার ব্যাগ নিয়ে আসছি।' এলিস কার্লিসলের দিকে তাকিয়ে বলল।

'তাকে এখান থেকে রান্নাঘরের টেবিলের উপর নিয়ে এসো।' কার্লিসলে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন।

এ্যাডওয়ার্ড আলতোভাবে আমাকে তুলে নিল। কার্লিসলে আমার হাতের চাপ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছিল।

'তুমি এখন কেমন বোধ করছ বেলা?' কার্লিসলে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি ভাল বোধ করছি।' আমার কণ্ঠস্বর বেশ স্বাভাবিক শোনাল। সেজন্য আমি খুশি হলাম।

এলিস এরই মধ্যে ব্যাগ নিয়ে সেখানে ছিল। কার্লিসলের ব্যাগ টেবিলের উপরে। একটা ছোট্ট উজ্বল আলো দেয়ালের গা থেকে ডেস্কের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল। এ্যাডওয়ার্ড আলতো করে আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। কার্লিসলে নিজেও আরেকটা চেয়ার টেনে বসলেন। এরপর তিনি তার কাজ শুরু করলেন।

এ্যাডওয়ার্ড আমার সামনে বসে রইল। এখনও আগের মতই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আগের মত নিশ্চল। যেন তার শ্বাস পড়ছে না।

'এখন থেকে যাও, এ্যাডওয়ার্ড।' আমি সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললাম।

'আমি এটা হ্যান্ডেল করতে পারব।' সে জোর দিয়ে বলল। কিন্তু তার চোয়াল শক্ত হয়ে ছিল। তার চোখ লড়াইয়ের জন্য জ্বলছিল। অন্যদের চেয়ে এটা তার কাছে অনেক খারাপ বিষয় ছিল।

'তোমার একজন হিরো হওয়ার দরকার নেই।' আমি বললাম। 'আঙ্কেল তোমার সাহায্য ছাড়াই আমাকে ঠিক করে দিতে পারবে। বাইরের খোলা বাতাসে একটু ঘুরে এসো।'

কার্লিসলে আমার হাতে কিছু করার কারণে আমি একটু 'আহা, উহু' করে উঠলাম।

'আমি এখানে থাকব।' সে বলল।

'তুমি কেন এতটা একগুয়ে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

কার্লিসলে আমাদের কথায় মধ্যে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন। 'এ্যাডওয়ার্ড,

জেসপার অনেক দূরে চলে যাওয়ার আগে তুমি তাকে খুঁজে বের করতে পার। আমি নিশ্চিত সে নিজের উপর খুবই আপসেট। আমার সন্দেহ হচ্ছে এই মুহূর্তে সে কারোর কথা শুনবে না। শুধু তোমার কথা ছাড়া।'

'হ্যাঁ' আমি আগ্রহভরে একমত হলাম, 'যাও, জেসপারকে খুঁজে বের করো।'

এ্যাডওয়ার্ড সরু চোখে আমাদের দিকে তাকাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নতি স্বীকার করল। সে দ্রুততার সাথে রান্নাঘরের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি নিশ্চিত আমার হাত ফালি হয়ে যাওয়ার পর থেকে সে কোন নিঃশ্বাস নেয়নি।

আমার হাতটা যেন অবশ হয়ে আছে। কোন বোধ পাচ্ছি না। যদিও কাঁচের টুকরো তুলে ফেলা হয়েছে। কার্লিসলে বেশ সর্তকতার সাথেই গোটা কাজ করেছেন। সেখানে এখন কোন ব্যথা নেই। শুধুমাত্র একটা ভোঁতা অনুভূতি যেটা আমি সহজেই উপেক্ষা করতে পারি। বাচ্চাদের মত অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকার কোন কারণ ঘটেনি।

সে যদি আমার চোখের সামনে না থাকত, আমি হয়তো লক্ষ্যই করতাম না এলিস আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। সে রুম থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। একটা ছোট্ট ক্ষমাকাতর হাসি তার ঠোঁটে। সে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'বেশ, তাহলে সবাই,' আমি শ্বাস নিলাম। 'আমি অন্ততপক্ষে রুমটা গোছাতে পারি।

'এটা তোমার দোষ নয়।' কার্লিসলে হেসে আমাকে স্বস্তি দিলেন। 'দুর্ঘটনা যেকোন সময়েই ঘটতে পারে।

'পারে।' আমি পুনরাবৃত্তি করলাম 'কিন্তু এটা প্রায়ই আমার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।'

তিনি আবার হাসলেন।

তার শান্ত নিশ্চিন্তভাব সকলের মধ্যেই একধরনের প্রতিক্রিয়া ফেলল। তার মুখে আমি দুশ্চিন্তার কোন ছাপ দেখলাম না। তিনি খুব দ্রুততার সাথে কাজ করলেন। সবাই তখন চুপ করে ছিল। একমাত্র একটা শব্দই তখন শোনা যাচ্ছিল। আমার হাত থেকে কাঁচের টুকরো বের করে টেবিলের উপর রাখার ঠং ঠং শব্দ।

'আপনি এটা কীভাবে করলেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'এমনকি এলিস আর আন্টিও...' আমি কথা বন্ধ করলাম। বিস্ময়ে আমার মাথা দোলালাম। যদিও বাকিরা ভ্যাম্পায়ারের সুপ্রাচীন ট্রাডিশানাল খাবার দেখে লোভ সংবরণ করতে না পেরে চলে গেছে। শুধু কার্লিসলে ছাড়া। তিনিই একমাত্র আমার রক্তের ঘ্রাণ সহ্য করে নিজের লোভ সংবরণ করার দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। পরিষ্কারভাবে, এটা অনেক বেশিই কঠিন, তিনি যতটুকু দেখাচ্ছেন তার চেয়ে।

'বছরের পর বছর প্র্যাকটিসের ফল।' তিনি আমাকে বললেন, 'আমি খুব কমই ঘ্রাণের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি।'

'আপনি কি মনে করেন আপনার জন্য হাসপাতাল থেকে দীর্ঘদিনের ছুটি নেয়া কঠিন কিছু? এবং সেখানে কোন রক্ত থাকবে না?'

'হতে পারে।' তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন। কিন্তু তার হাতে স্থিরভাবে কাজ করে যেতে লাগল। 'আমি কখনও অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন অনুভব করি না।' তিনি আমার দিকে অসাধারণ এক হাসি উপহার দিলেন। 'আমি আমার কাজ খুব বেশি পছন্দ করি।'

ক্লিংক। ক্লিংক। ক্লিংক।

আমি বিস্মিত কত বেশি কাঁচের টুকরো আমার হাতের মধ্যে ঢুকেছে। আমি কাঁচের স্তুপের দিকে তাকানো থেকে নিজেকে সংবরণ করলাম। কিন্তু আমি জানি এটা দেখলে আমি কোনমতেই বমি করা থেকে নিজেকে রেহাই দিতে পারব না।

'আপনি কী এত উপভোগ করেন?' আমি বিস্মিত হলাম। আমি কথা চালিয়ে যেতে চাইলাম। সেটা করলে আমার মনোযোগ অন্যদিকে থাকবে। তখন আমি ব্যথা ও আমার পেটমোচড়ানি থেকে রেহাই পাব।

তার গভীর চোখ শান্ত। চিন্তিতভাবেই তিনি উত্তর দিলেন, 'হুমম...আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা উপভোগ করি যখন আমি... আমার দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা অন্যকে রক্ষা করে... যেখানে অন্যরা তাকে হারাতে বসেছিল। এটা জেনে খুশি হবে যে আমি যেটা করি সেটার জন্য ধন্যবাদ। কিছু মানুষ ভালভাবে বাস করে কারণ আমার অস্তিত্ব আছে। এমনকি আমার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিকে একটা পরীক্ষণ উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।' তার মুখের এক পাশ হাসিতে প্রশস্ত হলো।

আমি ঘুরলাম যাতে তিনি চারপাশটা দেখতে পারেন। নিশ্চিত হতে পারেন আর কোন কাঁচের টুকরো নেই। তারপর তিনি তার ব্যাগের ভেতর নতুন যন্ত্রের জন্য হাতড়ালেন। আমি সূঁচ সুতোর কারিগরি নিজ চোখে না দেখার চেষ্টা করলাম।

'আপনি এমন কিছু করতে চেষ্টা করছেন যেটা কখনোই আপনার দোষ নয়।' আমি বললাম। আমার চামড়ার উপর নুতন ধরনের কাজ শুরু হলে। 'আসলে আপনি এমন জীবন পছন্দ করেননি। এবং এখনও পর্যন্ত আপনি ভাল হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। তাই না?'

'আমি জানি না আমি কোন কিছুর জন্য তৈরি কিনা।' তিনি কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করলেন। 'জীবনের সবকিছুর মতই, আমি শুধু সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা থেকে আমি কি করতে পারি।'

'সেটা বেশ ভালই শোনাচ্ছে।'

তিনি আবার আমার হাত পরীক্ষা করলেন। 'এখানে' তিনি সুতো পেঁচাতে পেঁচাতে বললেন, 'সব হয়ে গেছে।' তিনি সেখানে মুছে দিলেন। তিনি অপারেশনের জায়গাটাতে ফোঁটা ফোঁটা সিরাপ-রঙা তরল ঢাললেন। গন্ধটা অদ্ভুত। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। সিরাপ আমার চামড়ার উপর দাগ ফেলেছে।

'শুরুতে, যদিও' আমি চাপ দিলাম যখন তিনি আরেক টুকরো লম্বা গজ জায়গাটাতে বসিয়ে সিল করে দিলেন। 'কেন আপনি এই পথটা ছাড়া অন্য কোন পথে চেষ্টা করেননি?'

তার ঠোঁট হাসির রেখায় বেঁকে গেল। 'এ্যাডওয়ার্ড কি এখনও তোমাকে ঘটনাটা বলেনি?

'বলেছে। কিন্তু আমি বুঝতে চেষ্টা করছি আপনি কী চিন্তা ভাবনা করছেন..'

তার মুখ হঠাৎ করে আবার খুব সিরিয়াস হয়ে গেল। আমি বিস্মিত হব যদি তার চিন্তাভাবনা আমার টার্গেট যেদিকে ঘুরছে সেদিকে যায়।

'তুমি জানো আমার পিতা ছিলেন একজন পাদরী।' তিনি টেবিল সাবধানে পরিষ্কার করার জন্য চুপ করে গেলেন। ভেজা গজ দিয়ে সব ঘষে ঘষে তুলতে লাগলেন। এ্যালকোহলের গন্ধে আমার নাক জ্বালা করছিল। 'জগৎ সম্বন্ধে তার একটা কঠোর দর্শন ছিল। যেটা আমি এরই মধ্যে আমার পরিবর্তনের কথায় তোমাকে বলেছি।'

কার্লিসলে সব নোংরা গজ ও কাচের টুকরো একটা বাস্কেটের মধ্যে ফেলে দিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম না তিনি কি করতে চাচ্ছেন। এমনকি যখন তিনি ম্যাচের কাটি জ্বাললেন তখনও বুঝছিলাম না। তারপর তিনি জ্বলন্ত কাঠিটা এ্যালকোহল ভেজা নেকড়াগুলোর উপর ছুড়ে দিলেন। দপ করে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠায় আমি লাফিয়ে উঠলাম। বুঝলাম তিনি রক্তের চিহ্ন রাখতে চাইছিলেন না।

'দুঃখিত।' তিনি ক্ষমা চাইলেন। 'এটা করতে হয়...। তো, যে কথা বলছিলাম, আমি পিতার নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের বিশ্বাসের সাথে একমত হলাম না। কখনই না। এখন থেকে চারশত বছর আগে আমি জন্মেছিলাম। আমি এখনও পর্যন্ত কোন কিছুই দেখেনি যেটা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারি। ঈশ্বর এই রূপে উপস্থিত আছেন। অথবা অন্যরূপে। এমনকি আয়নার প্রতিবিম্বের ভেতরেও...

এই কথোপকথনে আমি এতটাই বিস্মিত হলাম যে বিস্ময়টুকু লুকানোর জন্য আমার ড্রেসিং ঠিকঠাক হয়েছে কিনা দেখার ভান করলাম। ধর্ম হচ্ছে শেষ জিনিস যেটা আমি আশা করি। সবকিছু বাদ দিলেও। আমার নিজের জীবন পুরোপুরি বিশ্বাসের উপর চলে। বাবা নিজেকে লুদার্ণ হিসেবে ঘোষণা করেন। কারণ তার পিতামাতা তাই ছিলেন। কিন্তু রবিবারে তিনি মাছ ধরার ছিপ নিয়ে নদীতে যান। মা মাঝে মধ্যে গির্জায় যাওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তার চেয়ে তার বেশি বিশ্বাস টেনিস, কবিতা, যোগব্যায়াম এবং ফ্রেঞ্চ ক্লাসে।

'আমি নিশ্চিত, এই সব কথা তোমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলছে। একজন ভ্যাম্পায়ারের কথা।' তিনি কপট হাসি হাসলেন। 'কিন্তু আমি আশা করছি এই জীবনের নিশ্চয় কোন একটা যুক্তি আছে। এমনকি আমাদের জন্যও। এটা একটা দীর্ঘ জীবন। আমি স্বীকার করছি।' তিনি নিচু স্বরে বলে চললেন। 'সব দিক দিয়ে, আমরা বাতিল জিনিসের মত অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আমি আশা করি, হতে পারে আশাটা বোকাম, কিন্তু আমরা ভাল কোন কিছুর জন্য চেষ্টা করছি।'

'আমি মনে করি না সেটা কোন বোকাম।' আমি গুনগুন করে বললাম। আমি কাউকে কল্পনায় আনতে পারি না যে কার্লিসলে দ্বারা প্রভাবিত হবে না। পাশাপাশি, স্বর্গীয় যে জিনিসটার কথা আমি শুধু ভাবতে পারি সেটা হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ড। 'এবং আমি মনে করি না যে কেউ আছে, অন্যের ক্ষেত্রেও।'

'প্রকৃতপক্ষে, তুমিই প্রথম যে আমার কথায় একমত হলে।'

'বাকিরা কি একই অনুভূতি পোষণ করে না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। বিস্মিত। ভাবতে পারছি না একজনই কেবল ব্যতিক্রম।

কার্লিসলে আমার চিন্তাভাবনার ক্ষেত্র ধরে ফেললেন। 'এ্যাডওয়ার্ড এক বিষয়ে আমার সাথে একমত। ঈশ্বর ও স্বর্গের অস্তিত্ব আছে...এবং সেই হিসাবে নরকেরও। কিন্তু

সে বিশ্বাস করে না যে আমাদের জন্য সেখানে আরেকটা পরবর্তী জীবন আছে।' কার্লিসলের কণ্ঠস্বর খুবই নরম। তিনি জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকালেন।

'তুমি দেখেছো, সে ভাবে আমরা আমাদের আত্মা হারিয়েছি।'

আমার ততক্ষণাৎ এ্যাডওয়ার্ডের আজ সন্ধ্যেয় বলা কথা মনে পড়ল-*যতক্ষণ না তুমি মরতে চাও- অথবা যাইহোক এটা আমরা করতে পারি।* বাল্বের আলো আমার মাথার উপর পড়ছিল।

'সেটাই আসল সমস্যা। তাই নয় কি?' আমি ধারনা করে বললাম 'সে কারণেই সে আমার প্রতি এতটা কঠোর। রূঢ়।'

কার্লিসলে খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি আমার সন্তানের প্রতি যত্নবান। তার শক্তিমত্তা. তার ভালমানুষী, যে উজ্জ্বলতা তার মধ্যে খেলা করে ওর উপর। আমার একমাত্র আশা হচ্ছে বিশ্বাস। অন্য যে কোন কিছুর চেয়েও। তাহলে বল কীভাবে এ্যাডওয়ার্ডের মত একজন বিশ্বাসী না হয়ে পারে না?'

আমি তার কথার সাথে একমত হলাম।

'কিন্তু সে যা করছে যদি তা আমি বিশ্বাস করি...' তিনি আমার দিকে বিচার্য দৃষ্টিতে তাকালেন, 'যদি তুমি বিশ্বাস করো সে যা করে তাই ঠিক, তবে কী তুমি তার আত্মা নিয়ে যাবে?'

প্রশ্নটা এমনভাবে এমনদিক থেকে এলো আমার উত্তর গুলিয়ে গেল। যদি তিনি আমাকে প্রশ্ন করতেন, আমি আমার আত্মা এ্যাডওয়ার্ডের জন্য উৎসর্গ করব কিনা? উত্তরটা আমার জন্য হতো সুস্পষ্ট। কিন্তু আমি কি এ্যাডওয়ার্ডের আত্মার জন্য হুমকিস্বরুপ? আমি অস্বস্তিতে জিব দিয়ে ঠোঁট ভেঁজালাম। সেটা কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা হবে না

'তুমি সমস্যাটা দেখেছো।'

আমি মাথা নাড়লাম।

কার্লিসলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'এটাই আমার পছন্দ।' আমি জোর গলায় বললাম।

'এটা তারও পছন্দ।' আমি তর্ক করতে যাচ্ছি দেখে তিনি হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন। 'সে তোমার জন্য দায়ী।'

'সে একাই যে এটা করে তা নয়।' আমি কার্লিসলের চোখের দিকে তাকালাম।

তিনি হাসলেন। ভারিক্কি হাসিতে তার ভাবগম্ভীরতা আরো বেড়ে গেল। 'ওহ না। তুমি বলছো তার সাথে কাজ করার জন্য বেরিয়ে যেতে।' কিন্তু তারপর তিনি শ্বাস ফেললেন 'সেটাই জটিল অংশ যেটা সম্বন্ধে আমি কখনও নিশ্চিত নই। আমি মনে করি, অন্য আরেকটা উপায়ে আমি ওর জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করছি। আমি ওর সাথে কাজ করেছি। কিন্তু এটা কী ঠিক অন্যের জীবন ধ্বংস করে দেয়ার ব্যাপারে? আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না...'

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

'এ্যাডওয়ার্ডের মা আমার মনটাকে ঠিক করে দিয়েছে।' কার্লিসলের কণ্ঠস্বর

ফিসফিসানিতে রূপ নিয়েছে। তিনি জানালার বাইরে দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'তার মা?' যখনই আমি এ্যাডওয়ার্ডকে তার পিতামাতার কথা জিজ্ঞেস করি তখনই সে উত্তর দিতো তারা অনেক আগে মারা গেছে। এবং তার স্মৃতিতে তার কথা মনে নেই। আমি বুঝতে পারছিলাম কার্লিসলের স্মৃতিতে তারা আছে। তাদের কথা তার পরিষ্কার মনে আছে।

'হ্যাঁ। তার নাম ছিল এলিজাবেথ। এলিজাবেথ ম্যাসন। তার পিতা এ্যাডওয়ার্ড সিনিয়র, কখনও হাসপাতাল থেকে সচেতন অবস্থায় ফেরেনি। তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথম ধাক্কায় মারা যান। কিন্তু এলিজাবেথ তার শেষ অবস্থা পর্যন্ত খুব সতর্ক ছিল। এ্যাডওয়ার্ড প্রায় অনেকটাই তার মায়ের মত দেখতে। সেই মহিলারও একইরকম অদ্ভুত ব্রোঞ্জ রঙের চুল ছিল। তার চোখ একই রকম সবুজ রঙের।

'তার চোখ সবুজ?' আমি গুনগুন করে উঠলাম। চেষ্টা করলাম সেটা স্মরণে আনতে।

'হ্যাঁ...' কার্লিসলে যেন একশ বছর পেছনে চলে গেল। 'এলিজাবেথ তার ছেলেকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। সে সর্বোত্তম চেষ্টা করছিল তার অসুস্থ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে। আমি আশা করেছিলাম সে আগে মারা যাবে। তিনি তার সম্পর্কে খুব বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। যখন শেষ সময় এলো খুব তাড়াতাড়িই এলো'। এটা ছিল সূর্যাস্তের পরপরই। এবং আমি সেই ডাক্তারকে মুক্তি দেয়ার জন্য পৌঁছলাম। সেই ডাক্তার সারাদিন ওখানে কাজ করেছিল। সেটা মনে করা অনেক কঠিন ছিল-সেখানে অনেক কাজ করার ছিল। এবং আমি কোন বিশ্রাম নিলাম না। নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে ঘৃণাবোধ করলাম। ঘৃণাবোধ করলাম অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ঘুমাতে যেখানে এত জন মারা যাচ্ছে।

'আমি এলিজাবেথকে দেখতে গেলাম। তার সন্তানকে দেখতে পেলাম। আমি সেখানে জড়িয়ে পড়লাম। সেটা বিপজ্জনক ব্যাপার। আমি দেখতে পেলাম তার অসুখ খারাপ দিকে মোড় নিচ্ছে। তার জ্বর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তার শরীর এত খারাপ যে আর টিকে থাকার মত অবস্থা ছিল না।

তাকে খুব একটা দুর্বল দেখাচ্ছিল না। সে তার খাট থেকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'ওকে বাঁচাও!' সে কর্কশ স্বরে আমাকে নির্দেশ দিল। যেন কথাগুলো অতিরিক্ত কষ্ট করে বলছে।

'আমার সাধ্যমত সবকিছু করব।' আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম। তার হাত তুলে নিলাম। জ্বর এত বেশি ছিল সে সম্ভবত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। তার সবকিছুই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

'তুমি অবশ্যই তা করবে।' সে জোর দিয়ে বলল, আমার হাত তার সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরল। আমি বিস্মিত সে তার এই সংকট অবস্থাকে টেনে নেয়ার ক্ষমতা দেখে। তার চোখে কাঠিন্য ভর করেছিল। পাথুরে কাঠিন্য। 'তুমি অবশ্যই তোমার সর্বশক্তি দিয়ে সবকিছু করবে। যেটা অন্যরা করতে পারে না। সেটা তুমি অবশ্যই আমার এ্যাডওয়ার্ডের জন্য করবে।

'এটা আমাকে ভীত করে তুলল। সে আমার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এক মুহূর্তের জন্য। আমার সেই মুহূর্তে মনে হলো সে আমার গোপনীয়তা জানে। তারপর জ্বর ছড়িয়ে পড়ল তার সমস্ত শরীরে। এবং তারপর সে আর কখনও সচেতনতায় ফিরে আসেনি। আমাকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়ার একঘণ্টা পর মারা গেল।

'আমি নিজের জন্য একজন সঙ্গীর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম। অন্য সৃষ্টির মতই যে আমাকে সত্যিকারের জানবে এবং সে কখনও আমি কি তা খুঁজে বের করবে না। কিন্তু আমি কখনও নিজের প্রতি সুবিচার করতে পারলাম না। আমার প্রতি কী ঘটছে।

'এ্যাডওয়ার্ড সেখানে শুয়েছিল। মৃতবৎ। এটা পরিষ্কার যে মাত্র এক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। তার পাশাপাশি, তার মা, তার মুখ তখনও অস্থিরতায় ভরা ছিল। এমনকি মরার পরেও।'

কার্লিসলে যেন সবকিছু চোখের সামনে দেখতে থাকেন। একশ বছর আগের ঘটনাও। আমিও যেন পরিষ্কার দেখতে পেলাম। যেভাবে সে বলছে- হাসপাতালের পরিবেশ। মৃত্যুর আবহাওয়া। এ্যাডওয়ার্ড জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তার জীবন ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি আবার ঝাঁকুনি খেলাম...এবং সেই ছবি আমার মন থেকে জোর করে মুছে ফেলতে চেষ্টা করলাম।

এলিজাবেথের কথা আমার মগজে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কীভাবে সে অনুমান করেছিলো আমি কী করব? কেউ কি সত্যিই তার সন্তানের জন্য এটা চাইতে পারে?

'আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সে দেখতে সুন্দর। তার মুখের মধ্যে খাঁটি এবং ভাল কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করছিলাম। সেই ধরনের মুখ যেটা আমি আমার নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে দেখতে চাই।

'সেই ঘটনার কথা বলছি, আমি সাধারণভাবে খেয়ালের বশে কাজ করতে থাকলাম। আমি তার মায়ের লাশ প্রথম মর্গ থেকে নিয়ে গেলাম। তারপর এ্যাডওয়ার্ডের কাছে ফিরে এলাম। কেউ খেয়াল করছিল না যে সে লাশ নিচ্ছিল। সেখানে তেমন কেউ ছিলও না। যারা রোগীদের দেখা শোনা করত তাদের কেউ ছিল। মর্গটা ছিল খালি অন্ততপক্ষে জীবন্ত মানুষ কেউ ছিল না। আমি তাকে পেছনের দরজা দিয়ে চুরি করে নিয়ে এলাম। তাকে আমার বাড়ির ছাদের উপরে নিয়ে এলাম।

'আমি বুঝতে পারছিলাম না এখন আমার কি করতে হবে। আমার নিজের ক্ষতটাই আগে সারালাম। সেই ক্ষতটা পরে আরো খারাপ হয়েছিল। সেটা অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক ছিল।

'আমি দুঃখিত ছিলাম না। আমি কখনইও এ্যাডওয়ার্ডকে বাঁচানোর জন্য দুঃখিত ছিলাম না।' তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বর্তমানে ফিরে এলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'আমি মনে করি আমার এখন তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেয়া উচিত।'

'আমি নিজেই তা করতে পারব।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। সে প্রায়ান্ধকার ডাইনিং রুম দিয়ে ভেতরে এসেছিল। ধীরে ধীরে কাছে এল। তার মুখ মসৃণ, দুবোর্ধ্য। কিন্তু তার চোখের মধ্যে অন্য কিছু খেলা করছিল। এমনকিছু যেটা সে জোর করে লুকিয়ে রাখতে

চাইছিল। আমি আমার পেটের মধ্যে অস্বস্তির গুড়গুড়ানি অনুভব করলাম।

'আঙ্কেল আমাকে নিয়ে যেতে পারবে।' আমি বললাম। আমি আমার জামার দিকে তাকালাম। হালকা নীল জামাটা ভেজা আর রক্তের দাগ লাগানো। আমার ডান কাঁধের উপর গোলাপি তোয়ালে দিয়ে ঢাকা।

'সমস্যা নেই, আমি বেশ আছি।' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর অনুভূতিহীন। 'তোমার কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া উচিত। তোমাকে এই অবস্থায় দেখলে চার্লির হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাবে। তোমাকে পরার জন্য কিছু দেয়ার জন্য এলিসকে ডেকে দিচ্ছি।' সে কিচেনের দরজা দিয়ে আবার বেরিয়ে গেল।

আমি চিন্তিতভাবে কার্লিসলের দিকে তাকালাম। 'সে খুবই আপসেট।'

'হ্যাঁ' কার্লিসলে একমত হলেন। 'আজ রাতটা এমন রাত ছিল যেটাকে সে সবচেয়ে বেশি ভয় করত। তুমি বিপদের মধ্যে পড়ে গেছ। আমরা যে অন্যায়টা করেছি সেটার কারণে।'

'এটা তার দোষ নয়।'

'এটা অন্যদিক থেকে তোমারও দোষ নয়।

আমি তার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। আমি তার সাথে একমত হতে পারলাম না।

কার্লিসলে আমার হাত ধরে আমাকে টেবিলের উপর থেকে উঠাতে চাইলেন। আমি তাকে অনুসরণ করে প্রধান রুমে এলাম। এসমে ফিরে এসেছেন। তিনি সেই জায়গাটা পরিষ্কার করছিলেন যেখানে আমি পড়ে গিয়েছিলাম।

'আন্টি এটা আমাকে করতে দিন।' আমি বুঝতে পারলাম আমার মুখ আবার লালচে হতে শুরু করেছে।

'আমি এর মধ্যে প্রায় শেষ করে ফেলেছি।' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'তুমি এখন কেমন বোধ করছ?

'আমি ভাল আছি।' আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। 'বাপরে! আঙ্কেলের স্টিচ আমার দেখা যে কোন ডাক্তারের চেয়ে অসম্ভব দ্রুত।'

তারা দুজনেই আনন্দ প্রকাশ করলেন।

এলিস ও এ্যাডওয়ার্ড পিছনের দরজা দিয়ে চলে এসেছে। এলিস তাড়াতাড়ি আমার পাশে চলে এল। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড দূরত্ব রেখে পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

'এদিকে এসো।' এলিস বলল। 'আমি পরার জন্য তোমাকে কিছু কাপড় দিচ্ছি।'

সে আমার জন্য এসমের একটা জামা খুঁজে বের করল যেটার রঙ আমার জামার রঙের খুব কাছাকাছি। আমি নিশ্চিত বাবা এটা খেয়াল করবেন না। হাতের লম্বা সাদা ব্যান্ডেজ খুব বেশি মারাত্মক দেখাচ্ছে না। বাবা এই জাতীয় ব্যান্ডেজ দেখে কখনওই বিস্মিত হন না।

'এলিস,' সে পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি ফিসফিস করে ডাকলাম।

'হ্যাঁ।' সেও নিচু স্বরে জবাব দিল। উৎসুক্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

'এটা কতটা খারাপ?' আমি নিশ্চিত নই আমার ফিসফিসানি কতটা জোরে শোনাচ্ছে। যদিও এখন আমরা উপরের সিঁড়িতে দরজা বন্ধ। কিন্তু সম্ভবত তিনি শুনতে পাবেন।

তার মুখ টানটান হয়ে গেল। 'আমি এখনও খুব একটা নিশ্চিত নই।'

'জেসপার কেমন আছে?

সে শ্বাস ফেলল। 'সে নিজেকে নিয়ে খুবই আপসেট। এটা এখন তার কাছে প্রায় একটা চ্যালেঞ্জের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে নিজেকে দূর্বল ভাবতে ঘৃণা করে।'

'এটা তার দোষ নয়। তুমি তাকে বলবে আমি ওর উপর আমার কোন খারাপ ধারণা নেই। এখনও না। বলবে না?

'অবশ্যই।'

সামনের দরজার কাছে এ্যাডওয়ার্ড আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। যখন আমি সিঁড়ির গোড়ায় চলে এলাম সে বিনাবাক্যে আমার জন্য দরজা খুলে দিল।

'তোমার জিনিসগুলো নাও।' আমি এ্যাডওয়ার্ডের পাশে হাঁটা শুরু করতেই এলিস চেঁচিয়ে উঠল। সে দ্রুত হাতে দুটো প্যাকেট তুলে নিল। একটার অর্ধেকটা খোলা। আমার ক্যামেরা যেটা পিয়ানোর নিচে পড়ে ছিল। সেগুলো আমার ভাল হাতে জোর করে চাপিয়ে দিল। 'তুমি আমাকে পরে ধন্যবাদ দিতে পার। যখন তুমি ওগুলো খুলবে।'

এসমে আর কার্ল শান্তস্বরে আমাকে শুভরাত্রি জানাল। আমি দেখতে পেলাম তারা চকিতে তাদের দুবোর্ধ্য সন্তানের দিকে তাকাচ্ছেন। যেমন করে আমি তাকাই।

বাইরে এসে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি দ্রুত গোলাপ ও লণ্ঠনের পাশ দিয়ে চলে এলাম। এখন সেগুলো আমার জন্য অস্বস্তিকর। এ্যাডওয়ার্ড নিরবে নিঃশব্দে আমার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে লাগল। সে আমার জন্য গাড়ির প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে দিল। আমি কোন অভিযোগ ছাড়াই উঠে বসলাম।

গাড়ির ড্যাশবোর্ডে বিশাল লাল ফিতে দিয়ে বাধা একটা নতুন স্টেরিও সেট। আমি এটা টান মেরে গাড়ির মেঝেতে ফেলে দিলাম। এ্যাডওয়ার্ড অন্যদিকে ঘোরার ফাঁকে আমি লাল ফিতেটা আমার সিটের তলে গুঁজে দিলাম।

সে স্টেরিও বা আমার কারোর দিকে খেয়াল করেনি। কেউ এটার সুইচ অন করেনি। হঠাৎ ইঞ্জিনের গর্জনে মুহূর্তের নিরবতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। সে খুব দ্রুততার সাথে লেন ধরে বেরিয়ে গেল।

দীর্ঘক্ষণের নীরবতা আমাকে যেন পাগল করে তুলতে থাকে।

'কিছু একটা বলো।' আমি শেষ পর্যন্ত কাতর গলায় বললাম। সে ততক্ষণে ফ্রিওয়েতে উঠে এসেছে।

'তুমি আমাকে কি বলতে বলো?' সে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

আমি তার কণ্ঠস্বরে ক্ষেপে গেলাম। 'আমাকে বলো তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ?

তার মুখের উপর দিয়ে জীবনের একটা চিহ্ন খেলে গেল। রাগের চিহ্নও। 'ক্ষমা করব তোমাকে? কিসের জন্য?'

'যদি আমি আরো বেশি সর্তক হতাম। তাহলে এসব কিছুই ঘটত না।

'বেলা, তুমি একটা পেপার কাটার নিয়েছিলে— সেটা খুব কম ক্ষেত্রেই মৃত্যুর ঝুঁকি হিসাবে দেখা দেয়।

'তবুও এটা আমারই দোষ।'

আমার কথায় যেন তার মনের দরজা খুলে গেল।

'তোমার দোষ? যদি তোমার হাত কেটে ফেলতে মাইক নিউটনের বাড়িতে। যেখানে জেসিকা থাকত। থাকত এঞ্জেলা এবং তোমার অন্যান্য স্বাভাবিক বন্ধুরা। তাহলে কি এই ঘটনা ঘটার কোন সম্ভবনা থাকত? তারা কি তোমার জন্য একটা ব্যান্ডেজ খুঁজে দিত না? যদি তুমি পা পিছলে নিজে নিজে কাচের গ্লাস প্লেটের উপর পড়ে যেতে—কেউ তোমাকে সেখানে তাদের মধ্য থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিত না, এমনকি তার পরেও, সবচেয়ে খারাপটা কি ঘটত? তুমি কী সিটের উপর রক্ত দেখতে যখন তারা তোমাকে ইমার্জেন্সি রুম থেকে তাড়িয়ে নিত? মাইক নিউটন সম্ভবত তোমার হাত ধরে থাকত সেলাই দেয়ার সময়। সে পুরোটা সময় ধরে নিশ্চয় তোমাকে হত্যা করার জন্য নিজের সাথে যুদ্ধ করে যেত না। এটাও তোমার নিজের দোষ হিসাবে ধরে নেয়ার চেষ্টা করো না, বেলা। এটাই একমাত্র বিষয় যা আমাকে অনেক বেশি বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে রেখেছে।

'গোল্লায় যাক। মাইক নিউটন এই কথোপকথন কীভাবে শেষ করত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'মাইক নিউটন এই কথোপকথন শেষ করত না, কারণ মাইক নিউটন তোমার জন্য অনেক বেশি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।' সে গুঙিয়ে উঠল।

'মাইক নিউটনের সাথে থাকার চেয়ে আমার মরে যাওয়াই ভাল।' আমি প্রতিবাদ করলাম। 'তোমার সাথে ছাড়া অন্য কারোর সাথে থাকার চেয়ে আমি মরে যাব।'

'অতি নাটকীয় কিছু করো না। প্লিজ।'

'বেশ, তাহলে তুমিও নিজেকে অতটা উপহাসের যোগ্য মনে করো না।'

সে কোন উত্তর দিল না। সে জানালার দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তার অভিব্যক্তি বোঝা গেল না।

আমি মনের মধ্যে আজ সন্ধ্যের ঘটনাটা নিয়ে আসতে চাইলাম। আমরা আমাদের বাড়ির সামনে চলে এলাম। সে কোন কিছুতে সাড়া দিল না।

সে ইঞ্জিন বন্ধ করল কিন্তু তার হাত তখনও স্টিয়ারিং হুইলের উপরেই।

'তুমি কি আজ রাত এখানে থাকবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার বাড়িতে যাওয়া উচিত।'

শেষমেষ আমি তার কাছ থেকে একটা হৃদত্যপূর্ণ বিদায় চাইছিলাম।

'আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে।' আমি তার হাতে চাপ দিলাম।

'এটা তুমি দুইভাবে পালন করতে পার না। হয় তুমি তোমার জন্মদিনকে লোকজনের অবহেলার উপর ছেড়ে দিতে পার। অথবা তুমি জন্মদিন পালন করতে পার না। একটা অথবা অন্যটা।' তার কণ্ঠস্বর শীতল। কিন্তু আগে যেমনটা ছিল অতটা সিরিয়াস নয়। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'ঠিক আছে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি তোমাকে আমার জন্মদিন অবহেলা করতে

দিব না। আমি উপরে তোমার সাথে দেখা করছি।'

আমি গাড়ি থেকে আশান্বিতভাবে বের হলাম। আমার প্যাকেটগুলো নিলাম। সে আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল।

'তুমি এগুলো নিতে পার না।'

'আমি এগুলো চাই।' আমি স্বতঃস্ফুর্তভাবে বললাম। তারপর বিস্মিত হলাম যদি সে পরিবর্তী সাইকোলজি ব্যবহার করে।

'না। তুমি নিও না। কার্লি আর এসমে তোমার জন্য পয়সা খরচ করেছে।'

'আমি এগুলো নিচ্ছি।' আমি প্যাকেটগুলো ভাল হাতে নিলাম। আমার পিছনের দরজা দড়াম করে লাগিয়ে দিলাম। সে মোটরলরি থেকে বেরিয়ে এল। সেকেন্ডের মধ্যে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কমপক্ষে সেগুলো আমাকে বহন করতে দাও।' সে বলতে বলতে সেগুলো নিয়ে নিল। 'আমি তোমার রুমে আসছি।'

আমি হাসলাম। 'ধন্যবাদ।'

'শুভ জন্মদিন।' সে বড় করে শ্বাস নিয়ে ঝুঁকে তার ঠোঁট আমার ঠোঁটের উপর নিয়ে এল।

আমি পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়ালাম যাতে অন্ততপক্ষে চুমুটাকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। সে আমার সেই প্রিয় পরিচিত হাসি হাসল। তারপর সে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

খেলাটা তখনও চলছিল যখন আমি সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম। আমি শুনতে পেলাম ধারাভাষ্যকার উত্তেজিত জনতার উপর তার কাজ করে চলেছে।

'বেলা?' চার্লি ডাকল।

'হেই, বাবা।' আমি কোণার দিকে আসতে আসতে বললাম। তিনি আমার হাত তার পাশে আঁকড়ে ধরলেন। তার মৃদু চাপে ব্যথা হচ্ছিল। আমি চোখ মুখ কুঁচকে ফেলছিলাম। এ্যানেসথেটিক এজেন্ট ধীরে ধীরে অবশকারক ক্ষমতা হারাচ্ছিল।

'এটা কেমন ছিল, পার্টিটা?' চার্লি সোফায় গিয়ে বসল।

'এলিস অনেক কিছুই করেছিল। ফুল, কেক, ক্যান্ডি, উপহার সামগ্রী—সবকিছুই।

'তারা তোমাকে কি দিয়েছে?'

'আমার মোটরলরির জন্য একটা স্টেরিও সেট।' এবং আরও অনেক কিছু যেটা আমার নিজেরও জানা নেই বাবা।'

'ওয়াও!'

'ইয়াহু!' আমি একমত হলাম। 'বেশ, আমি এটাকে একটা রাতের মত রাত বলতে পারি।'

'তোমার সাথে সকালে আমার দেখা হবে।'

আমিও বললাম 'দেখা হবে।'

'তোমার হাতে কি হয়েছে?'

আমি হতবিহবলভাবে মৃদু স্বরে বললাম 'আমি পড়ে গিয়েছিলাম। এটা কিছুই না।'

'বেলা,' তিনি শ্বাস নিলেন। তারপর মাথা ঝাঁকালেন।

'শুভরাত্রি বাবা।'

আমি তাড়াতাড়ি বাথরুমে গেলাম। যেখানে অন্যান্য রাত্রির মত আজ রাতেও আমার পাজামা রাখা আছে। আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার পোশাক পরিবর্তন করে রাতের পোশাক পরার চেষ্টা করলাম। শোয়ার জন্য একটা সোয়েটার পরতে যেয়ে আমার সেলাইগুলোতে বেশ টান লাগল। আমি একহাতে আমার মুখ ধুয়ে ফেললাম। ব্রাশ করলাম। তারপর আমার রুমে চলে এলাম।

সে আমার বেডের মাঝামাঝি বসে ছিল। একটা রুপালি বক্স নিয়ে অলসভাবে খেলছিল।

'হাই' সে বলল। তার কণ্ঠস্বরে বিষাদ মেশানো।

আমি বিছানায় গেলাম। তার হাত থেকে উপহার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। তারপর তার কোলের উপর উঠে পড়লাম।

'হাই' আমিও তার পাথুরে বুকের উপর মাথা ঘষতে লাগলাম। 'আমি কি এখন আমার উপহারগুলো খুলতে পারি?'

'কোথা থেকে তোমার ভেতরে এত প্রাণশক্তি আসে?' সে বিস্মিত হলো।

'তুমি আমাকে কৌতুহলী করে তুলছ।'

আমি লম্বা চারকোণা বক্সটা তুলে নিলাম। যেটা অবশ্যই কার্ল এবং এসমে দিয়েছে।

'আমাকে বের করতে দাও।' সে উপদেশ দিল। সে আমার হাত থেকে উপহারটা নিয়ে নিল। মুহূর্তের মধ্যেই রুপালি কাগজটা খুলে ফেলল। তারপর বক্সটা আবার আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

'তুমি কি নিশ্চিত আমি জিনিসটা উঁচু করতে পারি?' আমি বিড়বিড় করে বললাম। কিন্তু সে অবহেলা করল।

বাক্সের ভেতরে লম্বা মোটা কাগজের খণ্ড যেখানে কিছু একটা প্রিন্ট করা আছে। আমার কাছে কিছুটা সময় লাগল মূল তথ্যটা বের করতে।

'আমরা কি জ্যাকসনভেলীতে যাচ্ছি?' আমার এই অবস্থা সত্ত্বেও আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। এটা একটা প্লেনের টিকিটের ভাউচার। আমার আর এ্যাডওয়ার্ডের জন্য।

'সেটাই তো আইডিয়া...'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। মা বাকপটু হয়ে উঠবে যে কথা বলে শেষ করতে পারবে না। তুমি কিছু মনে করো না। মনে করবে কি? এখন রৌদ্র করোজ্জ্বল দিন। তোমাকে সেখানে সারাটাদিন থাকতে হবে।'

'আমি মনে করি আমি সেটা সামলাতে পারব।' সে বলল, তারপর ভ্রু কুঁচকাল, 'আমার যদি কোন ধারনা থাকত এই উপহার দেখে তুমি এত খুশি হবে, এত প্রশংসা করবে। আমি তাহলে এটা কার্ল ও এসমের সামনেই খুলতে বলতাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি অভিযোগ করবে।'

'কী বল, অবশ্যই এটা অনেক বেশি কিছু। আমি কিন্তু তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি।'

সে গলাখাঁকারি দিল। 'এখন আমি আশা করছি আমি তোমার জন্য উপহার হিসাবে টাকা খরচ করতে যাচ্ছি। কী বল?'

আমি টিকেট একপাশে সরিয়ে রাখলাম। তার দেয়া উপহারের কাছে গেলাম। আমার কৌতূহল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। সে উপহারটা আমার কাছ থেকে নিয়ে প্রথমটার মতই র‍্যাপিং পেপার ছাড়িয়ে দিল।

পেপার খুলে সে আমাকে রত্নখচিত একটা সিডির কেস দিল। ভেতরে একটা ফাঁকা রুপালি সিডি।

'এটা কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। কতকটা হতবুদ্ধি অবস্থায়।

সে কিছুই বলল না। সিডিটা নিয়ে নিল। আমার পাশ দিয়ে সিডি প্লেয়ারের কাছে চলে গেল। প্লেয়ারে চালিয়ে দিল। আমরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর মিউজিক শুরু হলো।

আমি শুনছিলাম। চোখ বড় বড় করে। আমাদের মুখে কোন কথা নেই। আমি জানতাম সে আমার প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আমি কথা বলতে পারছিলাম না। চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি চোখের পানি বইয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

'তোমার হাতের ব্যথা কি যন্ত্রণা দিচ্ছে?' সে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করল।

'না। এটা আমার হাতের ব্যথা নয়। এটা অপূর্ব কিছুর জন্য এ্যাডওয়ার্ড। তুমি এর আগে এমন কিছু আমাকে উপহার দাও নি যা আমি এর চেয়ে অনেক... অনেক ভালবাসি। আমি এটা বিশ্বাসও করতে পারছি না।' আমি কথা থামালাম যাতে আমি সুর শুনতে পাই।

এটা তার সিডি। তার সুর করা। এটাই আমার প্রিয় মানুষটির প্রথম সিডি।

'মনে হয় না তুমি আমাকে এখানে একটা পিয়ানো দেবে যাতে করে আমি এটা তোমাকে এখনই বাজিয়ে শোনাতে পারি।' সে ব্যাখ্যা করল।

'তুমি ঠিকই বলেছ।'

'তোমার হাতের ব্যথা কেমন অনুভব করছ?'

'বেশ ভালই আছে।' মুখে তা বললেও আসলে কিন্তু আমি ব্যান্ডেজের নিচে জ্বলুনি অনুভব করছিলাম। আমার দরকার ছিল বরফের। আমি তার ঠাণ্ডা হাতের উপরে ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে দূরে সরিয়ে দিল।

'আমি তোমার জন্য কিছু টাইলিনল নিয়ে আসব।'

'আমার কিছুর দরকার নেই।' আমি প্রতিবাদ করলাম, কিন্তু সে তার কোল থেকে আমাকে সরিয়ে দিল। তারপর দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল।

'বাবা।' আমি ফিসফিস করে বললাম। বাবা এ্যাডওয়ার্ডের উপস্থিতির ব্যাপারে জানেন না। এ্যাডওয়ার্ডকে এখানে দেখলে বাবার স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। অবশ্য আমি বাবাকে প্রতারণা করার ব্যাপারে নিজেকে খুব বেশি দোষী ভাবছিলাম না। এটা এই জন্য

নয় যে তার কাছ থেকে আমি যা চাই তা পাই না। এ্যাডওয়ার্ড এবং তার মধ্যের চুক্তি...

'উনি আমাকে ধরতে পারবেন না।' এ্যাডওয়ার্ড দরজা থেকে নিঃশব্দে সরে যেতে যেতে জোর গলায় বললো।

...এবং সে ফিরেও এলো। দরজাটা ফ্রেমে শব্দ করে বাড়ি খাওয়ার আগেই হাত দিয়ে ধরে ফেলল। সে গ্লাস এবং এক বোতল ওষুধ নিয়ে এলো।

আমি কোনরকম তর্ক না করে তার হাত থেকে ওষুধ নিলাম। আমি জানতাম আমি তর্ক করার প্রবণতা হারাচ্ছি। আমার হাত সত্যিসত্যি আমার জন্য যন্ত্রণাকর হয়ে পড়ছে।

ঘুমপাড়ানি গান চলতে থাকল। নরম এবং প্রশান্তিময়।

'দেরি হয়ে গেছে।' এ্যাডওয়ার্ড লক্ষ্য করল। সে এক হাত ধরে আমাকে বিছানার উপর শুইয়ে দিল। অন্যদিকে চাদর টেনে দিল। সে আমার মাথার নিচে বালিশ দিয়ে দিল। লেপ টেনে দিল। সে আমার পাশে শুয়ে পড়ল। কম্বলের একপাশে। যাতে আমি ঠাণ্ডায় কাতর না হই। তার হাত আমার উপরে রাখল।

আমি আমার মাথা তার কাঁধের উপর রাখলাম। খুশিতে ডগমগ অবস্থা আমার।

'ধন্যবাদ আবারও।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'তোমাকেও ধন্যবাদ।'

দুজনে বেশ কিছুক্ষণের জন্য নিরব হয়ে ঘুমপাড়ানি গান শুনতে লাগলাম। এরপর অন্য গান শুরু হলো। আমি এসমের গলা চিনতে পারলাম।

'তুমি কী নিয়ে কি ভাবছ?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

সে কিছু বলার আগে এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল। 'আমি একই সাথে ভাল মন্দ দুই দিকই ভাবছি।'

আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি বয়ে গেল।

'যাই হোক, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আমার জন্মদিনে তোমাকে অবহেলা করব না।' আমি তাড়াতাড়ি বললাম। আশা করছি এটা তার কাছে পরিষ্কার যে আমি তাকে ছাড়তে চাচ্ছি না।

'হ্যাঁ' সে স্বীকার করল। ওকে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাল।

'বেশ। আমি ভাবছি যদিও এখনও এটা আমার জন্মদিন, তারপরও আমি তোমাকে আবার চুমু খেতে পারি।

'আজ রাতে তুমি লোভী হয়ে উঠেছ।'

'হ্যাঁ। তাই— কিন্তু দয়া করে এমন কিছু করো না যা তুমি করতে চাও না।' আমি সেই সাথে যোগ করলাম।

সে হেসে উঠল। তারপর শ্বাস নিল, 'স্বর্গ নিষেধ করে দিয়েছে আমাকে কিছু না করার। আমি কিছু করতে চাই না।' সে অদ্ভুত সাহসী গলায় বলল। সে তার হাত আমার চিবুকের নিচে রেখে আমার মুখ তার দিকে টেনে নিল।

সে খুব সাধারণভাবেই আমাকে চুমু খেল। এ্যাডওয়ার্ড আগের মতই সর্তকতার সাথে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রাখল। আমার হৃৎপিণ্ড বরাবরের মতই অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে কিছু একটা যেন পরিবর্তিত হয়ে যেতে থাকে। সে

আমার চুল পেচিয়ে ধরে আমার মুখ আরো কাছে টেনে নিল। আমার হাত তার চুলের উপরে। আমি সর্তকতার সীমা অতিক্রম করে চলেছি। এক মুহূর্তের জন্য সে থামল না। তার শরীর পাতলা চাদরের মত ঠাণ্ডা। কিন্তু আমি নিজেকে আগ্রহের সাথে তার উপর সঁপে দিলাম।

যখন সে থামল এখন আমরা এলোমেলো। সে মৃদুভাবে শক্তহাতে আমাকে ধাক্কা দিল।

আমি বালিশের উপর অর্থবের মত পড়ে রইলাম। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলাম। আমার মাথা ঘুরছিল। কিছু একটা আমার স্মরণে আসি আসি করেও আসছিল না।

'দুঃখিত' সে বলল। সেও শ্বাস নিচ্ছিল। 'সেটা লাইনের বাইরে।'

'আমি কিছু মনে করিনি। ' আমি হাঁপাচ্ছিলাম।

সে অন্ধকারের মধ্যেও ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। 'বেলা, ঘুমানোর চেষ্টা করো।'

'না।' আমি চাই তুমি আবার আমাকে চুমু খাও।

'তুমি আমার আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর জোরজবরদস্তি চালাচ্ছ।'

'কোনটা তোমার উপর বেশি জোরজবরদস্তি করছি? আমার রক্ত নাকি আমার শরীর?'

'দুটোই।' সে সংক্ষেপে জবাব দিল। তারপর সে আবার সিরিয়াস হয়ে গেলো 'এখন কেন তুমি তোমার ভাগ্যকে সরিয়ে দিয়ে ঘুমাতে যাচ্ছ না?

'ঠিক আছে।' আমি সম্মত হলাম। তার কাছাকাছি হলাম। আমি সত্যিই ক্লান্তবোধ করছিলাম। এটা বিভিন্ন দিক থেকেই। এখনও পর্যন্ত আমি অনুভব করছিলাম এটা থেকে আমার কোন মুক্তি নেই। যদি খারাপ কিছু হয় তো সেটা আগামীকাল হবে। এটা একটা পূর্বলক্ষণ—আজকের দিনের চেয়ে খারাপ আর কি ঘটতে পারে? শুধু শকটা আমাকে ঘিরে ধরে আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চেষ্টা করছিলাম এটা গোপনে সরিয়ে দেয়ার জন্য। আমার ক্ষত হাতটা তার কাঁধের সাথে চেপে ধরেছিলাম। যাতে তার ঠাণ্ডা চামড়ার উপরে জ্বলুনি একটু উপশম হয়। আমি এক মুহূর্তের জন্য ভাল বোধ করছিলাম।

আমি আধাঘুমে ছিলাম। হতে পারে তার চেয়ে বেশি। তার চুমু আমাকে অনেক কিছু মনে করিয়ে দিল। বিগত বসন্তে, যখন সে আমাকে জেমসের ট্রেইলে ছেড়ে যায়। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বিদায় চুম্বন দেয়। তখনও জানি না কখন আবার আমাদের একত্রে দেখা হবে। সেই চুম্বনও আমার জন্য কোন একটা কারণে যন্ত্রণাদায়ক ছিল, যেটা আমি কল্পনাও করতে পারছি না। আমি অচেতন অবস্থায় কাঁপছিলাম। যেন আমি এর মধ্যে কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

তিন

সকালে নিজেকে জঘন্য লাগছিল। রাতে আমার ভাল ঘুম হয়নি। হাতের ব্যথা বেশ যন্ত্রণা দিচ্ছিল। আমার মাথা ব্যথা করছিল। আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। এ্যাডওয়ার্ডের মুখ বেশ শান্তই ছিল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি যেন কোন সুদূরে। সে আমার কপালে দ্রুত চুমু খেলো। তারপর জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেই সময়ে আমি অচেতন অবস্থায় ছিলাম ভেবে ভীত হয়ে পড়লাম। আমার অচেতন অবস্থায় এ্যাডওয়ার্ড ভাল মন্দ চিন্তা করে কাটিয়েছে। দুশ্চিন্তা আমার মাথা ব্যথা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

অন্যান্য দিনের মতই এ্যাডওয়ার্ড স্কুলে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তখনও তার মুখে অন্য কিছু ছিল। অন্যরকম কিছু। সে তার চোখের আড়ালে কিছু লুকাতে চাইছিল। আমি এটা নিশ্চিত ছিলাম না। এটা আমাকে ভীত করে তুলেছিল। আমি গতরাতের কথা মনে করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু আমি নিশ্চিত এটা এড়ানো আরো বেশি খারাপ।

সে আমার গাড়ির দরজা আমার জন্য খুলে ধরল।

'তুমি এখন কেমন বোধ করছ?'

'পুরোপুরি সুস্থ।' আমি মিথ্যে করে বললাম। দরজার লাগানো কচকচানির শব্দ আমার মাথার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

আমরা নিরবে হাঁটছিলাম। করার মত অনেক প্রশ্নই আমার মনে আসছিল। কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্নই পরে করার জন্য মূলতবি রাখলাম। কারণ প্রশ্নগুলোর সাথে এলিস জড়িত। আজ সকালে জেসপার কেমন আছে? আমি যখন চলে যাচ্ছিলাম তারা কি বলছিল? রোসালি কি বলেছিল? এবং তার অদ্ভুত দূরদৃষ্টি দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি ঘটতে দেখেছিল? সে কি এ্যাডওয়ার্ডের চিন্তা ধরতে পেরেছিল? কেন এ্যাডওয়ার্ড এতটা বিষণ্ন ছিল?

সকালের সময়টা খুব ধীরে ধীরে অতিবাহিত হচ্ছিল। আমি এলিসকে দেখার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। যদিও এ্যাডওয়ার্ডের উপস্থিতিতে আমি এলিসের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম না। এ্যাডওয়ার্ডকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে আমার হাতের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিল। আমি মিথ্যে বলছিলাম।

এলিস সাধারণত লাঞ্চের সময় আমাদের সাথে বসে। সে আমার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। কিন্তু সে সেখানকার টেবিলে ছিল না। অন্যদিনের মত একটা ট্রেতে খাবার নিয়ে না খেয়ে অপেক্ষাও করছিল না।

এ্যাডওয়ার্ড তার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই বলল না। আমি বিস্মিত হলাম। হয়তো আজ তার ক্লাস দেরিতে শুরু হবে। কিন্তু আমি তো কনার আর বেনকেও দেখলাম। তারাও ওর সাথে একই ফ্রেঞ্চ ক্লাসে।

'এলিস কোথায়?' আমি উদ্বিগ্নতার সাথে এ্যাডওয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে বারের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'সে জেসপারের সাথে।'

'জেসপার ঠিক আছে তো?'

'সে কিছু সময়ের জন্য বাইরে গিয়েছে।

'কী? কোথায়?'

এ্যাডওয়ার্ড কাঁধ ঝাকাল। 'নির্দিষ্ট কোন জায়গায় নয়।'

'আর এলিসও কী তার সাথে?' আমি কিছুটা শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম। অবশ্য এটা কোন ব্যাপার ছিল না। যদি জেসপার চায় তো সে তার সাথে যেতেই পারে।'

'হ্যাঁ। সেও তার সাথে গিয়েছে। সে তাকে ডেনালি নিয়ে গেছে।'

ডেনালি নির্দিষ্ট আরেকটা ভ্যাম্পায়ারদের দল। কুলিনের মতই ভালদের একটি। তারা- সেখানে বাস করে। তানিয়া আর তার পরিবার। আমি তাদের কথা প্রায়ই শুনি। এ্যাডওয়ার্ড গত শীতে তাদের ওখানে চলে গিয়েছিল। ফর্কে আমার কারণে তার থাকাটা বেশ কঠিন ছিল। জেমস কোভেনের সবচেয়ে সুসভ্য লরেনও সেখানে গিয়েছিল। কে জানে, এটাই হয়তো জেসপারকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

আমি ঢোক গিললাম। আমার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসছিল। নিজেকে দোষী ভেবে আমার মাথা নত হয়ে আসছিল। আমিই তাদেরকে তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। রোসালি এবং এমেটের মতই। তাদের আমি কাছে প্লেগের বীজাণুর মত।

'তোমার হাত কি তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে?' আমাকে যন্ত্রণাকাতর হতে দেখেই বোধহয় সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল।

'কে আমার এই হতভাগা হাত নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে?' আমি বিরক্তিকে বিড়বিড় করলাম।

সে উত্তর দিল না। আমি টেবিলের উপর মাথা রাখলাম।

দিনের শেষের দিকে, নিস্তব্ধতা ভয়ংকর অসহ্য হয়ে দেখা দিল। আমি নিজেই আগে থেকে এটা ভঙ্গ করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু আবার আমিই চাইছিলাম প্রথমে কথা বলতে।

'তুমি কী আজ শেষ রাতের দিকে আসবে?' সে আমার পাশাপাশি হাঁটতে থাকার সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম। সে নীরবে আমার মোটরলরির দিকে হাঁটছিল। সে সবসময়ই এ পর্যন্ত আসে।

'শেষ রাতে?

তার বিস্মিত অবস্থা দেখে আমি বেশ মজা পেলাম। 'আমাকে কাজে যেতে হবে। মিসেস নিউটনের সাথে আমার গত পরশু বন্ধের ব্যাপারে কথা বলতে হবে।

'ওহ্।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'তাহলে, আমি যখন বাড়িতে থাকব তখন তুমি আসবে । ঠিক আছে?' আমি হঠাৎ এই বিষয়টাকে অপছন্দ করতে শুরু করলাম।

'যদি তুমি আমাকে চাও তবে।"

'আমি সবসময় তোমাকে চাই।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

আমি আশা করেছিলাম সে হেসে উঠবে। অথবা আমার কথায় যেভাবেই হোক প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

'ঠিক আছে, তাহলে।' সে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল।

সে দরজা বন্ধ করে দেয়ার আগে আমার কপালে আবার চুমু খেল। তারপর সে ধীরে ধীরে তার গাড়ির দিকে গেল।

আমি পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এলাম। কতক্ষণে নিউটনের কাছে পৌছাব এটা নিয়ে আমি আসলেই চিন্তায় ছিলাম।

তার কিছুটা সময় দরকার, আমি নিজেকে বললাম। ব্যাপারটা সে কাটিয়ে উঠবে। হতে পারে সে দুঃখিত, কারণ তার পরিবার বিছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এলিস ও জেসপার তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। রোসালি ও এমেটও। যদি এটা কোন সাহায্য করত, আমি নদীর তীরে বিশাল সাদা বাড়িটা থেকে দূরে থাকতাম। আমি সেদিকে কখনও পা বাড়াতাম না। সেটা কোন ব্যাপার নয়। আমি এখনও স্কুলে এলিসকে দেখতে চাই। সে তার স্কুলের জন্যই ফিরে আসবে, ঠিক? এবং সে যেভাবেই হোক আমার সাথেই থাকবে। সে কোনভাবে চার্লির অনুভূতিতে আঘাত করতে চাইবে না।

কোন সন্দেহ নেই আমি কার্লের ইমাজেন্সি রুম থেকে দূরে থাকতে চাই।

মোটের উপর, গতরাতে যেটা ঘটেছে সেটা তেমন কিছুই না। খারাপ কিছুই ঘটেনি। আমি পড়ে গিয়েছিলাম-সেটা আমার জীবনের ঘটনা। তাছাড়া গতবারের বসন্তের সাথে তুলনা করলে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা নয়। জেমস আমাকে প্রায় শেষ করে ফেলেছিল। রক্তশূন্যতার কারণে আমাকে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যেতে হয়েছিল। এবং তখনও পর্যন্ত এ্যাডওয়ার্ড হাসপাতালের সবকিছু নিজে সামলেছিল। সেই এক সপ্তাহ। এইবারে, তার কোন শত্রু ছিল না, যার থেকে সে আমাকে রক্ষা করতে পারত? কারণ সে ছিল তার ভাই।

এটাই সবচেয়ে ভাল হতো যদি তার পরিবার বিছিন্ন হওয়ার আগেই সে আমাকে এখান থেকে দূরে কোথাও নিয়ে যেত পারত। কারণ আমি কিছুটা বিষণ্নতার মধ্যে বড় হচ্ছিলাম। এ্যাডওয়ার্ড যদি শুধু স্কুলের শেষ বর্ষে থাকত, চার্লি কোন ঝামেলা করত না। আমরা কলেজে যেতে পারতাম। অথবা আমরা কি করছি তা নিয়ে ভান করতে পারতাম। যেমনটি রোসালি ও এমেট এই বছর করছে। নিশ্চিত এ্যাডওয়ার্ড একবছর অপেক্ষা করবে। এক বছর অমর হয়ে থাকবে? আমার কাছে তেমনটি মনে হচ্ছে না।

মোটরলরি থেকে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি নিজের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলে চললাম। তারপর দোকানের দিকে গেলাম।

মাইক নিউটন কাজ করছিল। আমি ভেতরে ঢুকতেই সে হাসল এবং আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি আমার ভেস্ট নিলাম এবং তার দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়ালাম। আমি এ্যাডওয়ার্ডকে নিয়ে কিছু ঘটনার কথা চিন্তা করছিলাম।

ঠিক তখনই মাইক আমার জগতে ঢুকে পড়ল। 'তোমার জন্মদিন কেমন কাটল?'

'ওহ!' আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'আমি খুশি যে এটা শেষ হয়েছে।'

মাইক দূর থেকেই তার চোখের কোণা দিয়ে এমনভাবে দেখতে থাকে যেন আমি

পাগল-ছাগল কিছু একটা।

আমি এ্যাডওয়ার্ডকে আবার দেখতে চাইছিলাম। দোয়া করছিলাম যেন সে এগুলো কাটিয়ে ওঠে। এসব কিছুই না। আমি নিজেকে বারবার এটা বলছিলাম। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

রাস্তায় বের হয়ে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। দেখলাম এ্যাডওয়ার্ডের রুপালি রঙের গাড়িটা আমাদের বাড়ির সামনে পার্ক করা। ঘটনাগুলো একইভাবে ঘটতে চলেছে দেখে আমি বিরক্ত হলাম।

আমি তাড়াতাড়ি সামনের দরজার দিকে গেলাম। পুরোপুরি ভেতরে ঢোকার আগেই ডাক দিলাম।

'বাবা? এ্যাডওয়ার্ড?'

ডাক দেয়ার সময় ভেতরের রুম থেকে ইএসপিএনের খেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

'আমি এখানে। ' চার্লি উত্তর দিলেন।

আমি আমার রেইনকোট এক কোণায় ঝুলিয়ে রাখলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আর্মচেয়ারে বসেছিল। বাবা বসেছিলেন সোফায়। দুজনের চোখ টিভি পর্দায়। বাবার দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক। এ্যাডওয়ার্ডের নয়।

'হাই।' আমি দুর্বল গলায় বললাম।

'হেই বেলা' বাবা টিভি পর্দা থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দিলেন। 'আমরা কেবল ঠাণ্ডা পিৎজা খেয়েছি। আমার মনে হয় এখনও টেবিলের উপর ওটা আছে।'

'ঠিক আছে।'

আমি দরজাপথে অপেক্ষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত, এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রভাবে হাসি দিল। 'আমি তোমার কিছুক্ষণ আগে এসেছি।' সে বলল। তার চোখ টিভি পর্দা থেকে সরে এসেছে।

আমি মিনিট খানিক তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। শকড। কেউ সেটা লক্ষ্য করল না। আমি কিছু একটা অনুভব করছিলাম। ভয়ের ব্যাপারই সম্ভবত। যেটা আমার বুকের ভেতরে বেড়ে উঠছিল। আমি কিচেনের দিকে পালিয়ে বাঁচলাম।

পিৎজা খাওয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখালাম না। দুপা উপরে তুলে চেয়ারে বসলাম। হাত পায়ের উপর রাখলাম। কিছু একটা ভুল হচ্ছে। হতে পারে আমি যা ভাবছি সেটাই ভুল। টিভি থেকে শব্দই আসছে।

আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলাম। সবচেয়ে খারাপ কি ঘটতে পারে? আমি চমকে উঠলাম। এটা আমার জন্য মারাত্বক ভুল প্রশ্ন। কেননা আমার একটা খারাপ সময় যাচ্ছে এবং আমি তার ভেতরই আছি।

ঠিক আছে। আমি আবার ভাবলাম। সবচেয়ে খারাপ কি নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারি? আমি এই প্রশ্নটা বারবার করতে পছন্দ করি না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই আজ আমাকে যেতে হবে।

এ্যাডওয়ার্ডের পরিবার থেকে দূরে থাকতে হবে। অবশ্যই সে চাইবে না এলিস

তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। কিন্তু যদি জেসপার সীমা অতিক্রম করে, তাহলে তার সাথে আমার আরো কম সময় মেশা উচিত। আমি মাথা নাড়লাম—আমি সেটা পারব না।

অথবা অনেক দূরে কোথাও চলে যাওয়া। হতে পারে সে স্কুল শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেতে চাইবে না। কে জানে, হতে পারে সে এখনই হয়তো যেতে চাইবে।

আমার সামনে, টেবিলের উপরে, চার্লি ও রেনের দেয়া উপহারটা আছে। সেটা আমি রেখে গিয়েছিলাম। ক্যামেরাটা দিয়ে কুলিনদের পরিবারের ছবি তোলার ফুরসত পাইনি। আমি আমার মায়ের দেয়া স্ক্রাপবুকের উপরের কভারে হাত বুলালাম। মায়ের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। যেভাবে হোক, এত দীর্ঘ সময় তাকে ছাড়া বাস করা আমার কাছে বিচ্ছেদ ছাড়া আর কিছুই না। চার্লি সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছে। তারা দুজনেই এত কষ্ট পেয়েছে...

জানি, আমি যে পথ পছন্দ করেছি সেটা আমার জন্য কতটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আসলে, আমি ভাবছিলাম সবেচেয়ে খারাপ দৃশ্যটি— যে খারাপ অবস্থার মধ্যে আমি বর্তমানে বাস করছি।

আমি আবার স্ক্রাপবুকটা হাতে নিলাম। উপরের পাতা উল্টালাম। ভেতরে ছবি রাখার এ্যালবাম। এমন হলে মন্দ হয় না আমার যা কিছু ঘটে চলেছে তার সব ছবি তুলে এখানে সেটে দিলাম। এটা নিয়েও আমি নিজের ভেতরে দ্বন্দ্ব অনুভব করছিলাম।

আমি ক্যামেরাটা হাতে তুলে নিলাম। প্রথম ছবিটাতেই বিস্ময় প্রকাশ করলাম। এটা কি মূল ছবির কাছাকাছি কিছু এসেছে? আমার সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু এটা নিয়ে চিন্তা ছিল না যে একটা ফাঁকা থাকবে। আমি মুখে চুকচুক শব্দ করলাম। তার গতরাতের উচ্ছল হাসির কথা চিন্তা করলাম। সবকিছু এত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এত এলোমেলোভাবে। ব্যাপারটা মনে পড়তেই আমি কিছুটা অসুস্থবোধ করলাম। মনে হচ্ছিল, আমি উঁচু কোন একটা কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। এরপর চলার আর কোন পথ নেই, নেই পেছনোরও পথ।

আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। আমি ক্যামেরাটা নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

আমার রুমের ভেতরে তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। মা থাকার সময় যেমনটি ছিল তেমনটি আছে। দেয়ালটা এখনও হালকা নীল রঙের। জানালার সামনে সেই একই হলুদ রঙের পর্দা। সেখানে একটা বিছানা আছে। দাদীমার উপহার দেয়া সেই বালিশটাও সেখানে।

কোন কারণ ছাড়াই আমি আমার রুমের ছবি তুললাম। আজ রাতে আমার করার মত তেমন কিছু নেই। বাইরে গাঢ় অন্ধকার। আমার অনুভূতিগুলো ধীরে ধীরে অদ্ভুত রুপ নিচ্ছিল। সবকিছু বেশ জটিল হয়ে যাচ্ছিল। ফর্ক ছেড়ে যাওয়ার আগে ফর্ক সম্বন্ধে সবকিছু রেকর্ড করে রাখা উচিত।

পরিবর্তনটা আসছিল। আমি এটাই অনুভব করতে পারছিলাম। এটা কোন আরামদায়ক অনুভূতি ছিল না। বেশ তো ছিল জীবনটা একভাবে কেটে যাচ্ছিল।

আমি নিচে আসার আগে বেশ সময় নিলাম। হাতে ক্যামেরা। পেটের মধ্যে গুড়গুড়ানির মত অস্বস্তিকর অবস্থাকে পাত্তা না দিতে চেষ্টা করলাম। আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাতে চাচ্ছিলাম না। সম্ভবত সে উদ্বিগ্ন ছিল। আমাকে বলেছিল তার আপসেট অবস্থার কথা। আমি তার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখলাম।

আমি ওদের দিকে আসতে আসতে ক্যামেরা সেট করে ফেললাম। আমি নিশ্চিত এ্যাডওয়ার্ডকে বিস্মিত অবস্থায় ধরতে পারব। কিন্তু সে এদিকে তাকাল না। আমার পেটের মধ্যে অস্বস্তিকর কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করছিলাম। আমি সেটা উপেক্ষা করে ছবি নিলাম।

তারা দুজনেই তখন আমার দিকে তাকাল। চার্লি ভ্রু কুঁচকালেন। এ্যাডওয়ার্ডের মুখ অনুভূতিশূন্য।

'বেলা তুমি কি করছ?' চার্লি অভিযোগের সুরে বললেন।

'ওহ, এদিকে এসো।' আমি হাসির ভান করলাম। আমি সোফার সামনে চার্লির পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়লাম। 'তুমি জানো মা আমাকে শীঘ্রই ডেকে জিজ্ঞেস করবেন আমার উপহার ব্যবহার করেছি কিনা। আমি তার অন্তরে আঘাত দেয়ার আগেই এটা নিয়ে কাজ করছি।

'কেন তুমি আমার ছবি তুলছ তাহলে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'কারণ তুমি খুবই হ্যান্ডসাম।' আমি জবাব দিলাম। এটাকে হাল্কাভাবে নিয়ে 'অবশ্য আরেকটা কারণও আছে, তুমি যেহেতু আমার জন্য ক্যামেরা এনেছে। কাজেই তুমিই আমার বিষয় হতে বাধ্য।'

সে বোকার মত কিছু একটা নিয়ে বিড়বিড় করল।

'হেই এ্যাডওয়ার্ড' আমি দূরত্ব রেখেই বললাম। 'আমার আর বাবার একসাথে একটা ছবি নাও তো।'

আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ক্যামেরা ছুঁড়ে দিলাম। ক্যামেরা আরেকটু হলে তার চোখে লাগত। সে সাবধানে চোখ এড়িয়ে ক্যামেরা ধরে ফেলল।

আমি চার্লির মুখের কাছে সোফার হাতলে বসে পড়লাম। চার্লি শ্বাস নিলেন।

'একটু হাস না, বেলা' এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল।

আমি সুন্দরভাবে হাসার চেষ্টা করলাম। ক্যামেরা আলোর ঝলকানি দিল।

'এখন তোমাদের ছবি আমাকে তুলতে দাও।' চার্লি উপদেশ দিলেন। আমি জানি সে নিজের উপর থেকে আমাদের মনোযোগ সরাতে চাচ্ছে।

এ্যাডওয়ার্ড উঠে দাঁড়িয়ে হাল্কাভাবে ক্যামেরাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের পাশে দাঁড়ানোর জন্য গেলাম। আয়োজনটা সাধারণ কিন্তু আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো। সে তার একহাত আলতো করে আমার কাঁধে রাখল। আর আমার হাত তার কোমরে খুব নিশ্চয়তার সাথে রাখলাম। আমি চাইছিলাম তার মুখের দিকে তাকাতে। কিন্তু আমি সেটা নিয়ে ভীত ছিলাম।

'হাসো বেলা' চার্লি আমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আমি বড় করে শ্বাস নিয়ে হাসলাম। আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

'আজ রাতের জন্য অনেক ছবি তোলা হয়েছে।' চার্লি বললেন। তিনি ক্যামেরাটা সোফার কুশনের উপর রেখে দিলেন। 'তুমি আজই সমস্ত রিল খরচ করে ফেলবে নাকি?'

এ্যাভওয়ার্ড তার হাত আমার কাঁধ থেকে সরাল। খুব সাবধানে আমার হাত সরিয়ে দিল। সে আবার আর্মচেয়ারে বসল।

আমি দ্বিধান্বিত। তারপর আবার সোফায় গিয়ে বসলাম। আমি হঠাৎ এতটা ভীত হয়ে পড়লাম যে আমার হাত কাঁপতে লাগল। আমি হাতের কাঁপুনি লুকানোর জন্য পেটের উপর হাত চেপে ধরলাম। আমার থুতনি হাঁটুর মাঝে দিয়ে টিভির দিকে মনোযোগী হলাম। যদিও আমি কিছুই দেখছিলাম না।

শো শেষ হলো। আমি এক ইঞ্চিও নড়লাম না। চোখের কোণা দিয়ে দেখলাম এ্যাডওয়ার্ড উঠে দাঁড়াল।

'আমি এর চেয়ে বাড়ি চলে যাই।' সে বলল।

চার্লি বিজ্ঞাপন থেকে চোখ সরালেন না। 'আবার দেখা হবে।'

আমার পা যেন অবশ হয়ে গেছে। আমি বসা থেকে উঠতে যেয়ে জমে গেলাম। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম এ্যাডওয়ার্ড সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে সরাসরি তার গাড়ির কাছে চলে গেল।

'তুমি কি থাকবে?' আমি জিজ্ঞেস করছিলাম। ভেবেছিলাম গলা দিয়ে কথা বের হবে না।

আমি তার উত্তর জানতাম। সেটাই আমি আশা করছিলাম। কাজেই এটা আমাকে খুব আঘাত করল না।

'আজ রাতে নয়।

কি কারণে তা আর জিজ্ঞাসা করলাম না।

সে তার গাড়িতে উঠে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। নড়াচড়া করছিলাম না। আমি তেমনভাবে লক্ষ্য করলাম না যে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম না কিসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার পেছনের দরজা খুলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম।

'বেলা তুমি কি করছ?' চার্লি জিজ্ঞেস করলেন। আমাকে একাকী বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন।

'কিছুই না।' আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। তারপর বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

দীর্ঘ একটা রাত। বিশ্রামের জন্য খুব কম সময় পেলাম।

আমার জানালা দিয়ে ধূসর বিবর্ণ আলো বিছানায় এসে পড়তেই উঠে পড়লাম। আমি যন্ত্রের মত স্কুলের ড্রেস পরে নিলাম। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ উজ্জ্বল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি এক বাটি সুপ খেতে খেতে দেখলাম বাইরে ছবি তোলার জন্য বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমার মোটরলরির একটা ছবি তুললাম। আমাদের বাড়ির সামনের অংশের ছবি তুললাম। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। বাড়ির সামনের জঙ্গলের

কয়েকটা ছবি তুললাম। আমি বুঝতে পারলাম আমি সবুজ জঙ্গলের রহস্যময়তা এসব হারাচ্ছি। সবকিছুই।

বেরোনোর আগে আমার ক্যামেরা স্কুল ব্যাগে রাখলাম। আমার নতুন প্রজেক্টে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলাম। এ্যাডওয়ার্ডের কথা, কাল রাতের কথা এসব চিন্তা করা বন্ধ করলাম।

ভয়ের সাথে সাথে আমি অধৈর্যও হতে শুরু করেছি। আর কতক্ষণ এটা আমাকে ভোগাবে?

এটা সকাল পর্যন্ত থাকল। সে আমার পাশে নিঃশব্দে চলছিল। কখনও আমার দিকে তাকাচ্ছিল না। আমি ক্লাসে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এমনকি ইংলিশ ক্লাসও আমার মনোযোগ কাড়তে পারল না। মিস্টার ব্রেটি তার প্রশ্ন কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আমি বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে নিয়েই কথা বলছেন। এ্যাডওয়ার্ড আমার কানের কাছে সঠিক উত্তরটা ফিসফিস করে বলল। তারপর আমাকে কেমন যেন অবহেলা করল।

লাঞ্চের সময় সেই নীরবতা বজায় থাকল। আমি অনুভব করছিলাম যেকোন মুহূর্তে আমি চিৎকার করে উঠতে পারি। কাজেই নিজের মনটাকে অন্যদিকে ফেরানোর জন্য আমি টেবিলের অন্যদিকে তাকালাম। জেসিকার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম।

'হেই জেস।

'কি হয়েছে বেলা?

'তুমি কি আমার জন্য একটা কাজ করবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার ব্যাগে হাত দিলাম। 'আমার মা চান আমার বন্ধুদের কিছু ছবি এ্যালবামে রাখার জন্য। কাজেই এখানের সবারই কয়েকটা ছবি তোল। ঠিক আছে?

আমি তার হাতে ক্যামেরা দিলাম।

'অবশ্যই।' সে বলল। তারপর মাইকের মুখ ভর্তি খাবারের ছবি নিল। দৃশ্যটা ভীষণ হাস্যকর হল।

একের পর এক ছবি উঠতে লাগল। ক্যামেরা তাদের হাতে হাতে টেবিলে টেবিলে ঘুরতে থাকল। আর গুণগুণ করে কথা বলছিল, খোষামোদ করছিল এবং ক্যামেরার ফিল্ম নিয়ে অভিযোগ করছিল। এটা খুবই শিশুসুলভ আচরণ। কিংবা হতে পারে আমি নিজেই স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম না।

'ওহ-হো' জেসিকা ক্যামেরা ফেরত দিতে দিতে ক্ষমা সুন্দর গলায় বলল 'আমার মনে হয় আমরা তোমার সবগুলো ফিল্ম শেষ করে ফেলেছি।

'কোন অসুবিধা নেই। মনে হয় আমি যেসব জিনিসের ছবি নিতে চেয়েছিলাম সেগুলো ইতিমধ্যে নিয়ে ফেলেছি।' বললাম আমি।

স্কুলের পরে, এ্যাডওয়ার্ড নীরবে আমার সাথে পার্কিং লট পর্যন্ত এল। আমাকে আবার কাজে যেতে হবে। একবারের জন্য হলেও। সময় আমার ক্ষত উপশম হচ্ছিল না। হয়তো একাকী থাকলে সময় আমার জন্য ভাল যাবে।

আমি নিউটনের ওখানে কাজে যাওয়ার পথে আমার ফিল্ম ডেভেলপ করতে দিয়ে

গেলাম। কাজের শেষে ডেভেলপ করা ছবিগুলো নিয়ে নিলাম। চার্লিকে হাই বলতে বলতে বাসার ভেতরে ঢুকেই আগে কিচেনের দিকে গেলাম। গ্রান্ডোলা খাবার নিলাম এবং ছবির খামটা নিয়ে তাড়াতাড়ি আমার রুমে গিয়ে ঢুকলাম।

আমি বিছানার মাঝখানে গিয়ে বসলাম। কৌতুহলের সাথে খামটা খুললাম। আমি ভেবেছিলাম প্রথম ছবিটা ফাঁকা যাবে।

প্যাকেট থেকে ছবিগুলো টেনে বের করলাম। আমি সজোরে নিঃশ্বাস নিলাম। এ্যাডওয়ার্ডকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল, যেমনটি বাস্তবে তাকে দেখায়। সে ছবির ভেতর আমার দিকে উচ্ছ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল যেটা আমি কয়েকদিন ধরে মিস করছিলাম। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সবাইকে দেখাচ্ছিল এতটাই... মানে কী বলব, অবর্ণনীয়। হাজারটা শব্দ একটা ছবির সমান নয়।

আমি বাকি ছবিগুলো দ্রুততার সাথে বের করলাম। তারপর তার ভেতর থেকে তিনটাকে বিছানার উপর পাশাপাশি রাখলাম।

প্রথম ছবিটা এ্যাডওয়ার্ড কিচেনে থাকা অবস্থায়। তার উচ্ছল চোখজোড়া আনন্দের প্রতিমূর্তি। দ্বিতীয়টা এ্যাডওয়ার্ড এবং চার্লির। তারা ইসপিএন দেখছে। সেখানে এ্যাডওয়ার্ডের অভিব্যক্তি ভিন্ন। এখানে তার চোখ খুবই সতর্ক। এখানেও সে দম বন্ধ করা সুন্দর। কিন্তু তার চোখের চাহনি শীতল। কতকটা ভাস্কর্যের মত। প্রাণহীন।

শেষেরটা এ্যাডওয়ার্ড ও আমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তোলা ছবি। এ্যাডওয়ার্ডের মুখ আগের মতই। শীতল। প্রাণহীন। কিন্তু সেটাই ছবির সমস্যাপূর্ণ দিক নয়। আমাদের দুজনের সমন্বয় এখানে বেদনাদায়ক। তাকে এখানে দেবতার মত দেখাচ্ছে। আমাকে গড়পড়তা একজনের মতই। একজন মানবী হিসাবে খুবই সাধারণ। আমি বিরক্তির সাথে ছবিগুলো সরিয়ে নিলাম।

আমার বাড়ির কাজ করার পরিবর্তে ছবিগুলো এ্যালবামে সাজাতে লাগলাম। একটা বলপয়েন্ট কলম দিয়ে নাম ও তারিখসহ সবগুলো ছবির ক্যাপশন লিখে দিলাম। আমি এ্যাডওয়ার্ডের ও আমার ছবিটা নিলাম। সেটার দিকে বেশিক্ষণ তাকালাম না। এটাকে ভাঁজ করলাম এবং এ্যালবামের নিচে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিলাম যাতে এ্যাডওয়ার্ডের ছবিটা উপরে থাকে।

যখন কাজ শেষ হলো, আমি দ্বিতীয় খামগুলো থেকে বাকি ছবিগুলো বের করলাম। তারপর মাকে ধন্যবাদজ্ঞাপক একটা দীর্ঘ চিঠি লিখলাম।

এ্যাডওয়ার্ড এখনও এলো না। তার এত দেরির হয়তো কোন কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সে মোটেই এলো না। আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম শেষবার কখন সে কোন অজুহাত ছাড়াই আমার থেকে এভাবে দূরে ছিল। একটা ফোন কল...সে কখনও করে না।

আবারও আমি ভালমত ঘুমাতে পারলাম না।

স্কুলে নিরবতা কাম্য। হতাশা, ভয়-ভীতি গত দুদিন ধরে আমার ভেতরে বয়ে চলছে। আমি স্বস্তি অনুভব করলাম যখন দেখলাম এ্যাডওয়ার্ড আমার জন্য পার্কিংলটে

অপেক্ষা করছে।

নানান ধরনের সমস্যার কারণে হয়তো এমনটি হয়েছে।। আমার জন্মদিন এর মধ্যে দূরে সরে গেছে। যদি শুধু এলিস ফিরে আসত। এইসব বিষয় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আগেই।

কিন্তু আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যদি আজ তার সাথে কথা বলতে না পারি, সত্যিকারের মনের কথা, তাহলে আগামীকাল আমি কার্লিসলকে দেখতে যাব। আমার কিছু একটা করা দরকার।

স্কুলের পরে, এ্যাডওয়ার্ড এবং আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাইলাম। আমি নিজে নিজে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি কোন অজুহাত গ্রহণ করব না।

সে হেঁটে আমার ট্রাকের দিকে এল। আমি তখনও আমার প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

'তুমি কি কিছু মনে করবে যদি আমি আজ আসি?' আমরা ট্রাকে উঠার আগেই সে জিজ্ঞেস করল। যেন সে আমাকে কিল দিল।

'অবশ্যই না।

'এখন?' সে আবার জিজ্ঞেস করল। আমার জন্য গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে।

'অবশ্যই।' আমি গলার স্বর একই রাখলাম। যদিও আমি তার গলার স্বরে ব্যাকুলতা পাত্তা দিলাম না। 'আমি শুধু যাওয়ার পথে মায়ের জন্য একটা চিঠি মেইলবক্সে ফেলে দিয়ে আসব। আমি সেখানে তোমার সাথে দেখা করব।

সে প্যাসেঞ্জার সিটের উপর রাখা মোটা সাইজের এনভেলাপটার দিকে তাকাল। হঠাৎ সে আমার কাছে চলে এল এবং এটা ছিনিয়ে নিল।

'আমি চিঠি পোস্ট করব।' সে তাড়াতাড়ি বলল। 'এবং আমি এখনই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।' সে আমার প্রিয় হাসিটাই হাসল। কিন্তু এটা ছিল ভুল। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম না।

'ঠিক আছে।' আমি একমত হলাম। প্রতি উত্তরে আমি হাসলাম না। সে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে চালাতে শুরু করল।

সে আমাকে বাড়িতে নিয়ে এল। সে চার্লির স্পটে গাড়ি পার্ক করল। আমি বাড়ির সামনে নেমে পড়লাম। এটা একটা খারাপ লক্ষণ। সে থাকার পরিকল্পনা করেনি। আমি মাথা ঝাঁকালাম। বড় করে শ্বাস নিলাম। চেষ্টা করছিলাম কিছু সাহস সঞ্চয় করতে।

সে গাড়ি থেকে বের হয়ে এল। আমিও মোটরলরি থেকে বের হলাম। সে আমার দিকে এগিয়ে এল। সে আমার কাছ থেকে আমার বইয়ের ব্যাগ নিল। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু সে এটাকে আবার সিটের উপর ছুঁড়ে দিল। এটা অস্বাভাবিক।

'আমার সাথে একটু হাঁটবে এসো।' সে আমার হাত ধরে আবেগহীন গলায় বলল।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমি প্রতিবাদ করার কোন পথ খুঁজে পেলাম না। কিন্তু ততক্ষণাৎ জানতাম আমিও বোধহয় সেটাই চাই। কিন্তু আমার মনটা আবার এটা পছন্দও করছিল না। মনে হচ্ছিল এটা খারাপ। এটা খুবই খারাপ। আমার মাথার মধ্যে

একটা কণ্ঠস্বর বারবার এটা বলতে লাগল।

কিন্তু সে কোন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। সে আমাকে পূর্ব দিকে টেনে নিয়ে গেল। যেখানে বনের শুরু। আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করলাম। চেষ্টা করছিলাম ভয়ের থেকে রেহাই পেতে। মনে পড়ল, এখনই সকল বিষয়ে কথা বলার সুযোগ। কেন তাহলে ভয় আমাকে এভাবে আড়ষ্ট করে রেখেছে?

আমরা মাত্র কয়েকটা পদক্ষেপে বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আমরা তখনও রাস্তার কাছাকাছি। সেখান থেকে আমি আমাদের বাড়ি দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমরা আরও কিছুদুর হাঁটলাম।

এ্যাডওয়ার্ড একটা গাছের কাছে ঝুঁকল। তারপর সরাসরি আমার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিভঙ্গি দুর্বোধ্য।

'ঠিক আছে। এখন কথা বলা যাক।' আমি বললাম। কথাটা আমি যতটা সাহসী শোনাবে ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি সাহসী শোনাল।

সে বড় করে নিঃশ্বাস নিল।

'বেলা, আমরা চলে যাচ্ছি।'

আমিও গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। এটা একটা বাজে অপশন। আমি ভেবেছিলাম আমার প্রস্তুতি আছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার এখনও কিছু জানার আছে।

'এখনই কেন? আরেক বছর...' বললাম আমি।

'বেলা। এখনই সময়। আমরা আর কতদিন ফর্কে থাকব? বাবা তিরিশ বছর অতিবাহিত করেছে। এবং সে এখন তেত্রিশ। আমরা আমাদের শুরুটা এখনই করতে চাই।'

তার উত্তর আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিল। আমি ভেবেছিলাম তাদের চলে যাওয়া হয়তো তাদের শান্তিতে থাকার জন্য। যদি তারা চলে যায় তাহলে আমাদেরও চলে যেতে হবে? আমি তার দিকে তাকালাম। সে কি বলছে সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম।

সে শীতল চোখে তাকিয়ে রইল।

আমার গা মাথা ঘুরছিল। আমি বুঝতে পারলাম ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।

'যখন তুমি বল আমরা..' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'আমি বোঝাতে চাই আমার পরিবার এবং আমি।' সে প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করলো।

আমি যন্ত্রের মতো মাথা সামনে পিছনে নাড়ালাম। এটা বোঝার চেষ্টা করলাম। সে অধৈর্য হওয়ার কোন চিহ্ন না দেখিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আমার আবার কথা বলার আগে কয়েক মিনিট সময় লাগল।

'ঠিক আছে।' আমি বললাম 'আমি তোমার সাথে যাব।'

'তুমি সেটা পার না বেলা। আমরা যেখানে যাচ্ছি...সেটা তোমার জন্য সঠিক জায়গা নয়।

'তোমার কাছে আমার জন্য সঠিক জায়গা কোনটা বলে মনে হয়।

'আমি তোমার জন্য উপযুক্ত নই বেলা।

'হাস্যকর কথা বলবে না।' আমি চাইছিলাম রাগান্বিত স্বরে কথা কটি বলতে। কিন্তু এটা এমন শোনাল যেন আমি ভিক্ষা চাইছি। 'তুমি আমার জীবনের সর্বোত্তম অংশ।'

'আমার জগৎ তোমার জন্য নয়।' সে গোঙানির স্বরে বলল।

'জেসপারের কি ঘটেছে- সেটা কোন ব্যাপার না, এ্যাডওয়ার্ড। কিছুই না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ।' সে সম্মত হলো 'এটা কিন্তু এভাবেই আশা করা হয়েছিল।'

'তুমি ফনিক্সে প্রতিজ্ঞা করেছিলে। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে তুমি থাকবে-'

'যতদিন আমি তোমার জন্য ভাল।' সে কথার মাঝখানে বাধা দিল।

'না। এটা আমার আত্মার ব্যাপারে। তাই নয় কি?' আমি চিৎকার করে বললাম। রাগান্বিত। কথাটা আমার মুখ থেকে বিস্ফোরণের মত বের হলো। 'কার্লিসলে আমাকে সেই বিষয়ে বলেছিল। এবং আমি তার পরোয়া করি না, এ্যাডওয়ার্ড। আমি পরোয়া করি না। তুমিই আমার আত্মা হতে পার। আমি তোমাকে ছাড়া এটা চাই না।- এটা তোমারই মধ্যে।'

সে গভীরভাবে শ্বাস নিল। তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শূন্যদৃষ্টিতে। তার মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে গেল। সে শেষ পর্যন্ত তাকাল। তার চোখে ভিন্ন ছায়া। কঠিন দৃষ্টি। যেন তরল সোনা কঠিনে পরিণত হয়েছে।

'বেলা, আমি চাই না তুমি আমার সাথে আস।' সে কথাগুলো ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলল। তার শীতল চোখ আমার মুখের উপরে। লক্ষ্য করছে সে যা বলছে তা আমি বুঝতে পারছি কি না।

সেখানে এক মুহূর্তের নিরবতা। আমি মাথার মধ্যে কয়েকবার সেই কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলাম। তাদের প্রকৃত রুপ বোঝার চেষ্টা করলাম।

'তুমি.. পার না.. আমাকে চাও না?' আমি কথাগুলো বলতে চেষ্টা করলাম।

'না।'

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে রূঢ় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তার চোখ ধারালো ব্লেডের মতো। কঠিন এবং স্বচ্ছ। আমি অনুভব করলাম আমি তার ভেতর দিয়ে মাইলের পর মাইল দেখতে পাচ্ছি।

'বেশ, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।' আমি বিস্মিত হলাম কতটা শান্ত এবং যুক্তিপূর্ণ আমার কণ্ঠস্বর। এটা অবশ্যই এজন্য যে আমি কতটা অবশ। আমি এখনও বুঝতে পারছিলাম না সে আমাকে কি বলছে। এটা এখনও কোন যুক্তি দেখাচ্ছে না।

সে গাছের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। তারপর আবার কথা বলতে শুরু করল। 'অবশ্যই। আমি তোমাকে সবসময় ভালবাসব...যেকোন প্রকারে। কিন্তু ওই রাতে যে ঘটনাটা ঘটেছে তাতেই আমি বুঝতে পেরেছি পরিবর্তনের সময় এসেছে। কারণ আমি.. চেষ্টা করছিলাম এমন কিছু হওয়ার যেটা আমি নই, বেলা। আমি মানুষ নই।' সে পেছনের দিকে তাকাল। তার বরফ কঠিন মুখটা সত্যিই কোন মানুষের মুখ ছিল না। 'আমি এটা অনেক দিন ধরে এভাবে চলে যেতে দিয়েছি। এবং আমি সেজন্য সত্যিই দুঃখিত।

'দুঃখ করো না।' আমার কণ্ঠস্বর এখন শুধু ফিসফিসানির মত আমাকে ভাসিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এমনভাবে যেন আমার শিরার মধ্য দিয়ে তরল এসিড চলে যাচ্ছে।

সে আবার আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তার চোখের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম আমার কথাগুলো তার জন্য অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে। সে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

'তুমি আমার জন্য ভাল নও, বেলা।' সে তার আগের কথাগুলো ঘুরিয়ে বলল। সে কারণে আমি কোন তর্কে গেলাম না। যেভাবেই হোক আমি ভাল করেই জানতাম আমি তার জন্য ভাল ছিলাম না।

আমি কিছু বলার জন্য আমার মুখ খুললাম। এবং আবার মুখ বন্ধ করলাম। সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল। তার মুখ থেকে সব আবেগ কেউ যেন মুছে দিয়েছে। আমি আবার চেষ্টা করলাম।

'যদি... সেটাই হয় যেটা তুমি চাও।'

সে মাথা নিচু করল।

আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল। আমার গলার নিচ থেকে যেন অসাড় হয়ে গেছে।

'আমি একটা সুযোগের ব্যাপারে কথা বলতে পারি, যদিও সেটা খুব বেশি কিছু নয়।' সে বলল।

আমি বিস্মিত সে আমার মুখে কি দেখেছিল। কারণ কিছু একটা তার মুখের উপর খেলা করছিল। কিন্তু আমি এটা ধরতে পারার আগেই সে তার মুখ আগের মত মুখোশে পরিণত করে ফেলল।

'যে কোন কিছু।' আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমার কণ্ঠস্বর বেশ দৃঢ়।

ধীরে ধীরে তার চোখের কাঠিন্য কমে আসছিল। কঠিন সোনা তরলে পরিণত হচ্ছিল আবার। গলছিল।

'বোকার মত কোন কিছু করে বসো না।' সে আদেশ দিল। আগের মত বলল 'তুমি কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতে চেয়েছি?'

আমি অসহায়ের মত দুদিকে মাথা নাড়লাম।

তার চোখ আবার বরফ শীতল। দূরত্বটা আবার ফেরত এল। 'আমি অবশ্যই চার্লির ব্যাপারে ভাবছিলাম। তার তোমাকে প্রয়োজন। তার জন্য অন্তত নিজের প্রতি যত্ন নাও।'

আমি আবার মাথা নোয়ালাম। 'আমি চেষ্টা করব।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

তাকে এক মুহূর্তের জন্য বেশ স্বস্তিতে থাকতে দেখা গেল।

'আমি তার পরিবর্তে একটা প্রতিজ্ঞা করব।' সে বলল,'আমি প্রতিজ্ঞা করব এটাই শেষ সময় যখন তুমি আমাকে দেখবে। আমি আর ফিরে আসব না। আমি তোমাকে এমন কিছুর মধ্যে আর কখনও জড়াব না। আমার পক্ষ থেকে কোন ঝামেলা ছাড়াই তোমার জীবন কাটাতে পারবে। আমি এমনভাবে থাকব যেন আমি কখনও ছিলাম না।'

আমার হাঁটু জোড়া কাঁপতে শুরু করল। কারণ গাছগুলো হঠাৎ করে বাতাস ছেড়েছে। আমি বুঝতে পারলাম আমার কানের পিছনে রক্ত স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে বইছে। তার কণ্ঠস্বর যেন অনেক দূরের কোন জায়গা থেকে ভেসে আসছে।

সে ভদ্রভাবে হাসল। 'দুশ্চিন্তা করো না। তুমি মানবী-তোমার স্মৃতিশক্তি একটা বীজের চেয়ে বেশি কিছু নয়। সময় তোমার ক্ষত সারিয়ে তুলবে।

'আর তোমার স্মৃতিশক্তি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। এটা এমন শোনাল যেন কোন কিছু আমার গলায় আঘাত করেছে।

'বেশ।' সে এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত হলো। 'আমি কোন কিছুই ভুলতে পারব না। কিন্তু আমার প্রকৃতি এমনই...আমরা খুব সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি।' সে হাসল। সেই শান্ত হাসি যা তার চোখ ছুঁয়ে গেল না।

সে আমার থেকে দূরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। 'এসবই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। মনে হয় তোমাকে আর আমরা বিরক্ত করব না।'

আমরা শব্দটা আবার আমার মনোযোগ কাড়ল। সেটা আমাকে বিস্মিত করল। আমি ভেবেছিলাম আমি কোন কিছু লক্ষ্য করার উর্দ্ধে।

'এলিস ফিরে আসছে না?' আমি বুঝতে পারছিলাম। আমি জানি না সে কীভাবে এটা শুনেছে। শব্দটা এমনভাবে যেন কোন শব্দ নেই। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় সে বুঝতে পেরেছে।

সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল। সবসময় আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'না। তারা সবাই চলে গেছে। শুধু তোমাকে বিদায় জানানোর জন্য আমি থেকে গেছি।

'এলিস চলে গেছে?' অবিশ্বাসে আমার কণ্ঠস্বর শূন্য হয়ে যায়।

'সে তোমাকে বিদায় জানাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়েছি দেখা না করে বিদায় তোমার জন্য ভাল হবে।'

আমার মাথা ঘুরছিল। কোন কিছুতে মনোযোগ দেয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল। তার কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। আমি হাসপাতালের ডাক্তারের কথা শুনতে পেলাম। এটা ফনিক্সে থাকাকালিন গত বসন্তের কথা। ডাক্তার তখন আমাকে এক্সরে দেখাচ্ছিলেন। তুমি এটা দেখ, এটা পরিষ্কার ভাঙ্গা। তার আঙুল আমার ভাঙা হাড়ের ছবির উপর। সেটাই ভাল। এটা খুব সহজেই ভাল হয়ে যাবে। খুব তাড়াতাড়ি।

আমি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছিলাম। আমার মনোযোগের দরকার। এই দুঃস্বপ্ন থেকে বের হওয়ার জন্য একটা পথ দরকার।

'বিদায়, বেলা।' সে আগের মতই শান্ত স্বরে বলল।

'একটু দাঁড়াও।' আমি কোন মতে বললাম। তার কাছে পৌছে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার অসাড় পা জোড়াকে কোনমতে *ঠেলে ঠেলে* নিয়ে গেলাম।

আমি ভাবছিলাম সেও আমার জন্য এগিয়ে এসেছে। কিন্তু তার শীতল হাত আমার কবজির চারপাশে ধরল এবং সেগুলো আমার দিকে ঘুরিয়ে দিল। সে নিচের দিকে ঝুঁকে ছিল। তার ঠোঁট আমার কপালের উপর খুব জোরে অল্প সময়ের জন্য চেপে

গেল। আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

'নিজের প্রতি যত্ন নিও।' সে নিঃশ্বাস নিল। তার ত্বক আগের মতই শীতল।

সেখানে অতিপ্রাকৃত আলো। অস্বাভাবিক বাতাস। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ছোট ছোট আঙুলের পাতা কাঁপতে লাগল।

সে চলে গেছে!

আমার পা অসাড় হয়ে আছে। আমি সেটা উপেক্ষা করলাম। জানি শুধু শুধু এগিয়ে লাভ নেই। তবু আমি জঙ্গলের মধ্যে তাকে অনুসরণের চেষ্টা করলাম। তার গমন পথের চিহ্ন খুব দ্রুতই মুছে যাচ্ছিল। সেখানে কোন পদচিহ্ন ছিল না। পাতাগুলো আগের মত শান্ত। কিন্তু আমি কোনরকম চিন্তাভাবনা ছাড়া সামনের দিকে এগুতে থাকলাম। আমি এর চেয়ে বেশি আর কিছু করতে পারতাম না। আমাকে এগুতেই হবে। যদি আমি তাকে খোঁজ করা বন্ধ করি সব শেষ হয়ে যাবে।

ভালবাসা, জীবন, এসবের মানে...সবকিছুই শেষ।

আমি হাঁটছিলাম তো হাঁটছিলাম। সময় আমার মনের ভেতর কোন অনুভূতি তৈরি করছিল না। আমি আরো গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করছিলাম। ঘণ্টা খানেকের মত অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এটা আমার জন্য মাত্র যেন এক সেকেন্ডের মত। হতে পারে এটা এমন মনে হচ্ছিল যেন সময় স্থির হয়ে গেছে। কারণ জঙ্গলটাকে সবদিকে একইরকম দেখাচ্ছিল। যতদুরই যাই না কেন একইরকম। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, হয়তো আমি একটা বৃত্তের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছি। একটা খুব ছোট্ট বৃত্তের ভেতর। কিন্তু আমি যাওয়া অব্যহত রাখলাম। আমি প্রায়ই হোঁচট খাচ্ছিলাম। অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। আমি মাঝে মধ্যে পড়েও যাচ্ছিলাম।

শেষ পর্যন্ত, আমি পুরোপুরি গাঢ় অন্ধকারের দিকে এগুতে লাগলাম। আমার কোন ধারনাই ছিল না যে আমার পায়ে কী বিঁধল। আমি নিচে পড়ে যেতে লাগলাম। আমি একপাশে গড়িয়ে পড়লাম যাতে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারি। একটা ভেজা প্রাচীরের গায়ে কুকঁড়ে গেলাম।

আমি সেখানে শুয়ে ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল যতক্ষণ পড়ে আছি তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কেটে গেছে। আমি মনে করতে পারলাম না কতক্ষণ আগে রাত্রি শুরু হয়েছে। এখানে কি সবসময়ই রাতে এমনই অন্ধকার থাকে? নিশ্চিত, কোন কোন রাতে সামান্য হলেও চাঁদের আলো মেঘের ভেতর থেকে নিচে গাছের চাঁদোয়ার উপর পড়ে। আর মাটিও সেই আলোর অংশীদার হয়।

আজ রাতে নয়। আজ রাতে আকাশ গাঢ় অন্ধকার। সম্ভবত আজ রাতে চাঁদের অস্তিত্ব নেই। আজ রাতে চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ণ অমাবস্যা।

পূর্ণ অমাবস্যা। আমি ঠাণ্ডার ভেতর না থেকেও কাঁপছিলাম।

কারোর ডাক শোনার আগে অন্ধকারে আমার অনেকটা সময় কেটে গেছে।

কেউ একজন চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছে। আবার নিস্তব্দতা। শব্দটা আমার কাছে আসার আগেই চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা অবশ্যই আমার নাম। আমি কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারছি না। আমি উত্তর দেয়ার চিন্তা ভাবনা করছিলাম। কিন্তু

আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত। আমি অনেকটা সময় নিলাম উত্তর দেয়ার সিদ্ধান্তে আসতে। তারপর নাম ধরে ডাকা বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর, বৃষ্টির ফোঁটা আমাকে জাগিয়ে দিল। আমি মোটেই মনে করি না সত্যি সত্যিই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি শুধুমাত্র চিন্তাভাবনা করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার সমস্ত অনুভূতির জগৎ ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

বৃষ্টি আমাকে কিছুটা বিরক্ত করল। বৃষ্টির ফোঁটা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। আমি হাতের উপরের কাপড় খুলে আমার মুখ ঢেকে ফেললাম।

তারপর আমি আবার ডাক শুনলাম। শব্দের উৎস এই ফাঁকে আরো দূরে সরে গেছে। সময় সময় মনে হচ্ছে কয়েকটা কণ্ঠস্বর এক সাথে ডাকছে। আমি গভীরভাবে শ্বাস নিতে চেষ্টা করলাম। মনে হলো আমার উত্তর দেয়া উচিত। কিন্তু আমি ভাবলাম তারা আমার উত্তর শুনতে সমর্থ হবে কিনা। আমি কি খুব জোরে চিৎকার করার মত শক্তি অর্জন করেছি?

হঠাৎ, সেখানে অন্য আরেকটা শব্দ। খুব কাছাকাছিই। নিঃশ্বাস নেয়ার শব্দ। কোন প্রাণীর। এটার শব্দও অনেক বেশিই মনে হচ্ছে। এখন আমি ভীত হয়ে পড়লে সমস্যা হবে। আমি ভীত হলাম না। শুধু সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো যেন। এটা কোন ব্যাপার নয়। প্রাণীর শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ অন্য দিকে চলে গেল।

বৃষ্টি এক ধারায় পড়েই যাচ্ছে। আমি অনুভব করলাম বৃষ্টির পানি আমার চিবুক গড়িয়ে নিচে পড়ছে। আমি চেষ্টা করলাম আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মাথা ঘোরাতে। আমি আলো দেখতে পেলাম।

প্রথমে খুব মৃদু একটা আলোর রেখা দেখতে পেলাম। আলোর রেখা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল থেকে উজ্জলতর হচ্ছিল। ফ্লাশ লাইটের আলোর মত অনেকটা জায়গা আলোকিত হয়ে উঠল।

উজ্জল আলো আমার কাছাকাছি একটা ঝোঁপের ভেতর থেকে বের হলো। আমি দেখে বুঝতে পারলাম এটা একটা প্রোপেন লণ্ঠন। কিন্তু শুধুমাত্র উজ্জ্বল ধাঁধাঁনো আলোটাই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। আলোর উজ্জলতা আমাকে এক মুহূর্তের জন্য অন্ধ করে দিল।

'বেলা।'

কণ্ঠস্বরটা গভীর, গম্ভীর এবং অপরিচিত। কিন্তু সম্বোধনটা পরিচিতের ভঙ্গিতে। সে আমাকে আর খোঁজার জন্য ডাকছিল না। এটা জানানোর জন্য ডাকছিল যে আমাকে পাওয়া গেছে।

আমি তাকিয়ে রইলাম। অতটা উঁচুতে দেখা অসম্ভব। আমি একটা অন্ধকার মুখ দেখতে পেলাম। মুখটা এখন আমার উপরে দেখতে পাচ্ছি। আমি মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার কারণে লোকটাকে অতটা লম্বা দেখাচ্ছিল সেটা বুঝতে পারছিলাম না।

'তুমি কি আঘাত পেয়েছো?'

আমি বুঝতে পারছিলাম প্রশ্নটা কিছু একটা অর্থ বহন করছে। কিন্তু আমি হতবুদ্ধিকর অবস্থায় শুধু তাকিয়ে রইলাম। আমার এই পড়ে থাকা অবস্থায় সেটা কি

অর্থ বহন করে?

'বেলা, আমার নাম স্যাম উলি।'

নামটা আমার কাছে কোন মতেই পরিচিত মনে হচ্ছিল না।

'চার্লি তোমাকে খোঁজার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে।

চার্লি? বাবার কথা বলায় আমি ধাক্কা খেলাম। আগের চেয়ে অধিক মনোযোগ দিয়ে সে কি বলছে সেটা বোঝার চেষ্টা করলাম। চার্লিই বিষয়। আর অন্যকিছুই নয়।

লম্বা লোকটা আমার একটা হাত ধরল। আমি তার দিকে একবার তাকালাম। আমি জানি না আমি কি করতে চাচ্ছি।

তার কালো চোখ মুহূর্তের জন্য অবাক দৃষ্টিতে আমাকে দেখল। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। খুব দ্রুততার সাথে সে আমাকে মাটি থেকে টেনে তুলল। তারপর আমাকে তার কাধেঁর উপর তুলে নিল।

আমি সেখানে ঝুলতে থাকলাম। সে তাড়াতাড়ি ভেজা জঙ্গল থেকে বেরোনোর চেষ্টা করল। আমি আপসেট-একজন অপরিচিত মানুষ আমাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। কিন্তু আমার জন্য আপসেট হওয়ার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

দেখে মনে হচ্ছিল না অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। আলোকিত জায়গা এবং অনেকগুলো পুরুষের গলা শুনলাম। স্যাম উলি সেই লোকজনের কাছাকাছি এসে তার গতি ধীর করল।

'আমি তাকে পেয়েছি।' সে বিস্ফোরিত স্বরে বলল।

গুঞ্জন থেমে গেল। আমাকে আরো সাবধানের সাথে তুলে নেয়া হলো। একটা হতবুদ্ধ মুখ আমার পাশে পাশে চলছিল। স্যামের কণ্ঠস্বরটাই সেই গুঞ্জনের মধ্যে আমার পরিচিত লাগছিল। কারণ সম্ভবত আমার কান তার বুকের উপর।

'না। আমি মনে করি না সে আঘাত পেয়েছে।' সে কোন একজনকে বলল। 'সে শুধু এটাই বলছিল সে চলে গেছে...'

আমি কথাটা উচ্চস্বরে বলেছিলাম? আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

'বেলা সোনা, তুমি কি ঠিক আছো?'

সেটাই একমাত্র কণ্ঠস্বর যেটা আমি যেখানেই যেকোন অবস্থার মধ্যেও হোক না কেন চিনতে পারি। এই যেমন এখন। শত দুশ্চিন্তার মধ্যেও।

'বাবা?' আমার নিচু লয়ের কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শোনাল।

'এই তো আমি এখানে, সোনা।'

সেখানে আমাকে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে শিফট করা হচ্ছিল। বাবার শেরিফের চামড়ার জ্যাকেটের গন্ধ পাচ্ছিলাম। বাবা আমাকে বহন করে চলছিল।

'আমারও বোধ হয় ওকে ধরা দরকার।' স্যাম উলি উপদেশ দিল।

'আমি তাকে নিতে পারব।' চার্লি ছোট্ট করে শ্বাস নিয়ে বললেন।

তিনি ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। বেশ কষ্ট করেই। আমার মনে হচ্ছিল আমি তাকে বলি আমাকে নিচে নামিয়ে দিতে। আমি হেঁটে যেতে পারব। কিন্তু আমার গলা দিয়ে

কোন শব্দ বের হলো না।

আমরা চারিদিকে আলোর মধ্যে এসে পড়লাম। জনতা আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আমার কাছে সেটা কোন প্যারেডের মতই মনে হলো। অথবা কোন শেষকৃত্য অনুষ্ঠান। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

'আমরা এখন প্রায় বাড়ির কাছাকাছি সোনা।' চার্লি বিড়বিড় করে বললেন।

আমি চোখ খুললাম। দরজার তালা খোলার শব্দ পেলাম। আমরা এখন বাড়ির পোর্চে। লম্বা কালো লোকটা চার্লির জন্য দরজা খুলে ধরে রেখেছিল। একহাত আমাদের দিকে এমনভাবে বাড়িয়ে দিলো যদি চার্লির কাছ থেকে আমি পড়ে যাই তাহলে সে যেন ধরতে পারে।

কিন্তু চার্লি দরজার ভেতর দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে পারলেন। আমাকে লিভিং রুমের কোচের উপর শুইয়ে দিলেন।

'বাবা, আমার পুরো শরীরই ভেজা।' আমি বাধা দেয়ার স্বরে বললাম।

'সেটা কোন ব্যাপার নয়।' তার কণ্ঠস্বর ম্লান। তারপর তিনি অন্য কারোর সাথে কথা বললেন, 'সিঁড়ির উপরের তলার কাপবোর্ডের ভেতরেই কম্বলগুলো রয়েছে।

'বেলা?' একটা নতুন কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল। আমি ধুসর চুলের লোকটার দিকে তাকালাম। যিনি আমার মুখের উপর ঝুঁকে ছিলেন। কয়েক সেকেন্ড পর ধীরে ধীরে তাকে চিনতে পারলাম।

'ডা. জেরান্ডি আঙ্কেল?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'ঠিকই ধরেছো সোনামনি।' তিনি বললেন 'তুমি কি আঘাত পেয়েছো বেলা?'

কিছুটা সময় নিলাম আঘাতের বিষয়ে ভাবতে। আমি স্যাম উলির একই প্রশ্নের ব্যাপারে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম। একমাত্র স্যাম উলিই ঠিক একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল 'তুমি কি আঘাত পেয়েছো?' পার্থক্যটা যেভাবেই হোক মনে হলো।

ডা. জেরান্ডি অপেক্ষা করছিলেন। তার ভ্রু কুচঁকে ছিল।

'আমি আঘাত পাইনি।' আমি মিথ্যে বললাম।

তার উষ্ণ হাত আমার কপাল স্পর্শ করল। তার আঙুলগুলো আমার কবজির উপর চাপ দিচ্ছিল। আমি দেখলাম তার ঠোঁট মনে মনে কিছু একটা গুনে চলেছে। তার চোখ ঘড়ির উপরে।

'তোমার কি ঘটেছিল?' তিনি খুব সাধারণভাবেই জিজ্ঞেস করলেন।

তার হাতের নিচে আমি জমে যাচ্ছিলাম। আমার ভেতরে ভয়টা আবার ফিরে আসছিল।

'তুমি কি জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলে?' তিনি আঙুল দিয়ে আমাকে খোঁচা দিলেন। আশেপাশে আরো কয়েকজন শুনছিল সে ব্যাপারে আমি সচেতন ছিলাম। কালো মুখের তিনজন লম্বা মানুষ। একজন লা পুশের। আরেকজন ইন্ডিয়ান। আমি ধারণা করছি— স্যাম উলিও তাদের মধ্যে আছে। তারা সকলে আমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মি. নিউটন সেখানে মাউক এবং মি. ওয়েবারকে নিয়ে উপস্থিত। মি. ওয়েবার এঞ্জেলার বাবা। তারা সকলেই আমাকে

একজন অপরিচিতের ভঙ্গিতে দেখছে। আরেকটা গম্ভীর গভীর স্বর কিচেনের দিক থেকে ভেসে এল। দরজার বাইরে থেকেও। অর্ধেকটা শহর আমাকে দেখতে চলে এসেছে।

চার্লি ক্লজেটের কাছে ছিলেন। তিনিও আমার উত্তর শোনার জন্য ঝুঁকে এলেন।

'হ্যাঁ।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম।'

ডাক্তার চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন। তার হাত আমার চোয়ালের নিচের গ্লান্ডের উপর চাপ দিচ্ছিল। চার্লির মুখ কঠোর।

'তুমি কি ক্লান্তবোধ করছ?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিয়ে বাধ্যের মত চোখ বন্ধ করলাম।

'আমি মনে করি না ওর শরীরে সমস্যার কিছু আছে।' আমি শুনলাম কয়েক মুহূর্ত পর ডাক্তার চার্লিকে বললেন। 'শুধুই ক্লান্তি। তাকে একটানা ঘুমাতে দিন। আমি তাকে চেক করার জন্য আগামীকাল আবার আসব।' তিনি থামলেন। তিনি অবশ্যই তার ঘড়ি দেখছেন। কারণ তিনি যোগ করলেন, 'বেশ, আজকেই আবার আসব। নতুন দিন শুরু হয়েছে।

মচমচানির শব্দ পেলাম। তারা দুজনেই কোচের উপর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

'এটা কি সত্যি?' চার্লি ফিসফিস করে বললেন। তাদের কণ্ঠস্বর এখন মনে হচ্ছে অনেক দুর থেকে ভেসে আসছে। আমি তাদের দিকে তাকালাম।

'তারা কি চলে গেছে?'

'ডা. কুলিন আমাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন কিছু না বলার জন্য।' ডা. জেরান্ডি উত্তর দিলেন। 'এই অফারটা খুব হঠাৎ করেই। তারা সেটা বেশ পছন্দ করেছে। কার্লিসলে চায়নি তাদের চলে যাওয়া নিয়ে একটা বড় ধরনের হাঙ্গামা হোক।'

'একটু আগে জানান দিলে সেটা আমাদের সবার জন্য খুব ভাল হতো।' চার্লি গম্ভীর স্বরে বললেন।

ডা. জেরান্ডিকে উত্তর দেয়ার সময় একটু অস্বস্তিতে পড়েছেন বলে মনে হলো, 'হ্যাঁ। বেশ। এই পরিস্থিতিতে। একটু জানিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল।'

আমি আর বেশি কিছু শুনতে চাইছিলাম না। আমার মাথার নিচে কেউ একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে গেছে। আমি সেটা বের করে কানের উপর চাপা দিলাম।

আমি সর্তক অবস্থায় ছিলাম। আমি শুনলাম চার্লি ফিসফিস করে ভলেন্টিয়ারদের ধন্যবাদ জানালেন। একজনের পর একজন। তারা চলে গেল। বাবার আঙুল আমার কপালের উপরে অনুভব করলাম। তারপর আরেকটা কম্বল চাপা দেয়ার ওজন। ফোনটা কয়েকবার বেজে চলল। বাবা তাড়াতাড়ি দৌড়ে ফোন ধরতে গেলেন, যেন ফোনের রিংয়ের শব্দে আমার ঘুম না ভেঙে যায়। তিনি ফোনকারীকে নিচু স্বরে কোন একটা বিষয়ে নিশ্চিত করলেন।

'হ্যাঁ। আমরা তাকে পেয়েছি। সে ভাল আছে। সে হারিয়ে গিয়েছিল। সে এখন ভাল আছে।' তিনি বারবার এটা বলতে লাগলেন।

আমি আর্মচেয়ারের স্প্রিং গুঙিয়ে উঠার শব্দ শুনতে পেলাম। বাবা আজ রাতের

জন্য আর্মচেয়ারের উপর শুয়ে পড়লেন।

কয়েক মিনিট পরে, ফোনটা আবার বেজে উঠল।

চার্লি বিরক্তিসূচক শব্দ করে হেঁটে সেদিকে হেঁটে গেলেন। তারপর দৌড়ে কিচেনের দিকে গেলেন। আমি কম্বলের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিলাম। একই কথোপকথন আবার শুনতে চাচ্ছি না।

তার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল। এটা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক। তিনি কথা শুরু করলেন। 'কোথায়?' সেখানে এক মুহূর্তের নীরবতা। 'তুমি নিশ্চিত এটা রিজার্ভেশনের বাইরে?' আরেকটা ছোট্ট নিরবতা। 'কিন্তু সেখানে বাইরের দিকটা কী পুড়ে যাচ্ছে?' তিনি একই সাথে উদ্বিগ্ন এবং রহস্যময় গলায় শব্দ করলেন। 'ওকে, আমি সেখানে ফোন করছি এবং ব্যাপারটা চেক করছি।'

আমি আগের চেয়ে বেশি আগ্রহ নিয়ে কথোপকথন শুনতে লাগলাম। তিনি আরেকটা নাম্বারে ফোন দিলেন।

'হেই, বিলি। আমি চার্লি— দুঃখিত আমি এত সকালে ফোন দিয়েছি-না, সে ভাল আছে। সে ঘুমাচ্ছে... ধন্যবাদ। কিন্তু সেই কারণে আমি তোমাকে ফোন করিনি। আমি এই মাত্র মিসেস স্টানলির কাছ থেকে একটা ফোন পেয়েছি। তিনি জানিয়েছেন তার দোঁতলার জানালা থেকে সে সমুদ্রের ধারে আগুন দেখেছে।... কিন্তু আমি সত্যি সত্যি পারি না...ওহ" হঠাৎ তার কণ্ঠস্বরে অধৈর্য, বিরক্তি...অথবা রাগ। 'এবং কেন তারা এমনটি করবে? ওহ হো। সত্যিই?' তিনি সন্দেহজনকভাবে জিজ্ঞেস করলেন। 'বেশ, আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুধু নিশ্চিত হয়ে নাও আগুনের শিখা আশে পাশে ছড়াবে না... আমি জানি, আমি জানি, আমি বিস্মিত তারা এই আবহাওয়ার মধ্যেও আগুন জ্বালিয়েছে দেখে।'

চার্লি দ্বিধাগ্রস্ত। তারপর যোগ করলেন 'স্যাম এবং অন্যান্যদের পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। তুমিই ঠিক—তারা জঙ্গলকে অন্য যে কারোর চেয়ে ভাল চেনে। স্যামই ওকে পেয়েছিল। সুতরাং আমি তোমার কাছে ঋণী...হ্যাঁ। আমি তোমার সাথে পরে কথা বলব।' তিনি যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। ফোন রাখার পর রাগে গজগজ করতে লাগলেন।

চার্লি বিড়বিড় করে কাউকে বকাবকি করে লিভিং রুমে চলে এলেন।

'কি হয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি তাড়াতাড়ি আমার পাশে চলে এলেন।

'আমি দুঃখিত সোনা। আমি তোমাকে জাগিয়ে দিয়েছি।'

'কোন কিছু কি পুড়ে যাচ্ছে?'

'না তেমন কিছুই না।' তিনি নিশ্চিত করলেন। 'শুধু কিছু আগুন-উৎসবে কিছু আগুন ক্লিপ থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

'আগুন-উৎসব?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার কণ্ঠস্বর কৌতুহলে ফেটে পড়ল না। ভীষণ নিস্তেজ শোনাল।

চার্লি ভ্রু কুঁচকালেন। 'কয়েকটা ছেলেপেলে এই আগুন-উৎসব করছে।' তিনি

ব্যাখ্যা করে বললেন।

'কেন?' আমি বিস্মিত।

আমি বলতে পারি তিনি উত্তর দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি তার দু'হাঁটুর ফাঁক দিয়ে মেঝে দেখছিলেন। 'তারা ওই খবরটাতে আনন্দ উৎসব করছে।' তার গলার স্বরে তিক্ততা।

এখানে একটি মাত্র খবর আছে যেটার সম্বন্ধে আমি ভাবতে পারি। চেষ্টা করছি সেটা যেন না হয়। এবং তারপর তার কথা আমার মুখে যেন চপেটাঘাত করল। 'কারণ কুলিনরা চলে গেছে।' আমি ফিসফিস করে বললাম 'তারা কুলিনদের এই লা পুশে পছন্দ করে না। আমি সেই সম্বন্ধে ভুলে গিয়েছিলাম।

কুইলেটিসদের কুসংস্কার ছিল 'শীতলদের' সম্বন্ধে। রক্ত-পায়ীরা তাদের গোত্রের শত্রু। তাদের কাছে নেকড়ে-মানবদের পুর্বপুরুষ সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা ছিল। শুধু গল্পগাথাই। বেশিরভাগই লোককথা। তারপরও তাদের খুব কম লোকেই সেগুলো বিশ্বাস করত। চার্লির খুব ভাল বন্ধু বিলি ব্লাকও বিশ্বাস করত। এমনকি জ্যাকব ব্লাকও। বিলির ছেলে। সে ভাবত তারা স্টুপিড, কুসংস্কারে ভরা। বিলি আমাকে কুলিনদের থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করেছিল...

সেই নামটা আমার ভেতরে কিছু একটা ওলটপালট ঘটিয়ে চলছিল। কিছু একটা-যেটা তার থাবা বসাতে শুরু করেছিল। কিছু একটা আমি জানতাম। কিন্তু সেটার মুখোমুখি হওয়ার সাহস আমার ছিল না।

'এটা হাস্যকর।' চার্লি বললেন।

আমরা মুহূর্তের জন্য চুপচাপ বসে ছিলাম। জানালার বাইরের আকাশ আর বেশি একটা অন্ধকার ছিল না। বৃষ্টির পর, সূর্য উঠতে শুরু করেছে।

'বেলা?' চার্লি জিজ্ঞেস করলেন।

আমি তার দিকে অস্বস্তির সাথে তাকালাম।

'সে তোমাকে জঙ্গলে একা ফেলে চলে গেছে, তাই না?' চার্লি অনুমান করলেন।

আমি প্রশ্ন দিয়ে উত্তর দিতে চাইলাম। 'তুমি কীভাবে জানো আমাকে কোথায় খুঁজে পাওয়া গেছে?' আমার মন অন্য কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

'তোমার নোট।' চার্লি উত্তর দিলেন। বিস্মিত। তিনি তার জিন্সের পেছনের পকেট হাতড়ালেন। একটা কাগজ টেনে বের করলেন। এটা ছিল নোংরা এবং ভেজা। কয়েকটা ভাঁজে কুঁচকে ছিল। ভাঁজ হয়ে ছিল। তিনি সেটাকে সোজা করলেন। সেটাকে সাক্ষী হিসাবে মেলে ধরলেন। সেই জগাখিচুড়ির হাতের লেখা আমার চোখের সামনে ধরলেন।

এ্যাডওয়ার্ড এর সাথে হাটতে যাচ্ছি। সেই পথে। এতে লেখা ছিল। *ফিরে এসো বি।*

'যখন তুমি ফিরে আসছিলে না আমি কুলিনদের ডাকলাম। এবং কেউ উত্তর দিল না।' চার্লি নিচু স্বরে বললেন, 'তারপর আমি হাসপাতালে খোঁজ নিলাম এবং ডা. জেরাল্ডি জানালেন কার্লিসলেরা চলে গেছে।

'তারা কোথায় গেছে?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'এ্যাডওয়ার্ড তোমাকে সেটা বলেনি?

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। তার নাম শোনার পর আমার ভেতরে যেন কিছু ঘটে গেল। একটা ব্যথা আমার নিঃশ্বাস আটকে দিতে চাইল।

চার্লি উত্তর দেয়ার আগে আমার দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকালেন, 'কার্লিসলে লস এ্যাঞ্জেলসের একটা বড় হাসপাতালে চাকরি নিয়েছে। আমার ধারণা হাসপাতাল তাকে মোটা অংকের টাকা দিতে চেয়েছে।'

রৌদ্ররোজ্জল লস এ্যাঞ্জেলস। তারা সত্যি সেখানে গিয়েছে। আমি আয়নার মধ্যের আমার দুঃস্বপ্নের কথা মনে করতে পারলাম.. উজ্জল সুর্যোলোক তার ত্বকের উপর...

তার মুখ মনে পড়ায় একটা যন্ত্রণা আমার ভেতরে উথলে উঠতে চাইলো।

'আমি জানতে চাই এ্যাডওয়ার্ড তোমাকে জঙ্গলের মাঝামাঝি ছেড়ে চলে গেছে কিনা?' চার্লি জোর দিয়ে বললেন।

তার নাম আরেকটা শাস্তির মত আমার ভেতরে ধাক্কা দিল। আমি মাথা নাড়লাম। ব্যথাটাকে সামাল দিলাম। 'না বাবা, এটা আমারই দোষ ছিল। সে আমাকে এখানে পথের ধারে ছেড়ে চলে যায়। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি...কিন্তু আমি তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছিলাম।'

চার্লি শিশুসুলভভাবে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন। আমি চোখ ঢেকে ফেললাম। 'আমি এই বিষয় নিয়ে আর কোন কথা বলতে চাই না বাবা। আমি আমার রুমে যেতে চাই।'

তিনি উত্তর দেয়ার আগেই আমি কোচ থেকে লাফিয়ে উঠলাম এবং সিঁড়ি দিয়ে আমার রুমের দিকে এগুলাম।

কেউ একজন এই বাড়িতে একটা নোট রেখে গেছে চার্লির জন্য। একটা চিরকুট যেটাতে আমাকে খুঁজতে তাকে সাহায্য করে। সেই সময় থেকে আমি যখন বুঝতে পারলাম, একটা ভয়ানক উত্তেজনা আমার মাথার ভেতরে বাড়তে লাগল। আমি আমার রুমে ছুটে চলে এলাম। আমার পিছনে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে লক করে দিলাম। বিছানার কাছের সিডি প্লেয়ারের কাছে ছুটে গেলাম।

সবকিছুই আমি যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম সেরকম ছিল। সিডি প্লেয়ারের উপরের অংশটা নামানো। চাবিটা খোলা। এটা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

এটা খালি!

মায়ের দেয়া এ্যালবামটা বিছানার পাশে মেঝেতে পড়ে আছে। যেখানে আমি শেষবার রেখেছিলাম। আমি কাঁপা কাঁপা হাতে এটার কভার খুললাম।

আমি প্রথম পাতার ওপাশে উল্টাতে পারলাম না। প্রথম পাতায় কোন ছবি নেই। পাতাটা একেবারে খালি– শুধু নিচের দিকে আমার হাতের লেখাটা ছাড়া, 'এ্যাডওয়ার্ড কুলিন, চার্লিস কিচেন। সেপ্টেম্বর তের।

সেপ্টেম্বর তের।

আমি সেখানে থামলাম। আমি নিশ্চিত সে এখানে কিছু একটা করেছে।

'এটা' এমনই হবে যেন আমার কখনও কোন অস্তিত্ব ছিল না।' সে আমাকে তিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল।

আমি মসৃণ কাঠের মেঝের উপর হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলাম। প্রথমে হাতের তালু, তারপর আমার মুখ মেঝের উপর আছড় পড়ল। আমার মনে হচ্ছিল আমি মুর্ছা যাচ্ছি। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম জ্ঞান না হারাতে। ব্যথার অনুভূতির ঢেউ আমার ভেতরে ছিল, এখন সেটা বেড়ে গেল। মনে হচ্ছিল ব্যথাটা আমার মাথা পর্যন্ত উঠে এল। আমি নীচে পড়ে গেলাম।।

উঠে দাঁড়াতে পারলাম না।

চার

সময় চলে যাচ্ছে। এমনকি যখন মনে হচ্ছে এটা অসম্ভব। যখন নাড়ীর স্পন্দনের প্রতিটি টিক টিক ধ্বনি বয়ে যাচ্ছে। সময় যাচ্ছিল ঘটনাহীনভাবে। অদ্ভুত গতিহীনতায় এবং শান্ত বস্তায়। সময় কিন্তু ঠিকই চলে যাচ্ছিল। এমনকি আমার কাছেও।

চার্লির ঘুষি টেবিলের উপর নেমে এল। 'এটাই আমার সিদ্ধান্ত বেলা, আমি তোমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমি খাওয়া থেকে মুখ তুললাম। আমি খাওয়ার চেয়ে বেশি নষ্ট করছিলাম। চার্লির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। আমি সেই কথোপকথনে অংশ নেই নি। আমি এমনকি এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম না যে আমরা এখন একটা কথোপকথনের মধ্যে আছি। আমি নিশ্চিত নই তিনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন।

'আমি বাড়িতেই আছি।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। খানিকটা দ্বিধান্বিত।

'আমি তোমাকে রেনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। জ্যাকসনভিলে।' তিনি পরিষ্কার করলেন ব্যাপারটা।

চার্লি নিঃশ্বাস চেপে রাখলেন। আমি ধীরে ধীরে কথাটার অর্থ বুঝতে পারলাম।

'আমি কি করেছি?' আমি অনুভব করলাম আমার মুখের জড়তা। এটা মোটেই ভাল ব্যাপার নয়। আমার আচরণ বিগত চার মাসে কোন রকম আবেদন জানানোর উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল। প্রথম সপ্তার পর, যেটা আমরা কেউ উল্লেখ করলাম না। আমি একটা দিনও স্কুল অথবা কাজ কোনটাতে অনুপস্থিত ছিলাম না। আমার গ্রেড ভাল ছিল। আমি কখনও কার্ফু ভঙ্গ করিনি। আমি কখনও এমন জায়গায় অপেক্ষা করেনি যেটা কার্ফু ভঙ্গের প্রথম স্থান। আমি খুব কমই বাইরে বেরিয়েছি।

চার্লি গোমড়ামুখে বসেছিলেন।

'তুমি কোন কিছুই করোনি। সেটাই সমস্যা। তুমি কখনই কোন কিছু করো না।'

'তুমি আমাকে সমস্যার মধ্যে পাঠাতে চাও?' আমি বিস্মিত হলাম। বিস্ময়ে আমার ভ্রু কপালে উঠে গেল। আমি মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলাম। যদিও এটা মোটেও সহজ ছিল না। সবকিছুই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আমার কানে কোন কিছুই ঢুকছিল না।

'কোন রকম সমস্যায় থাকা বরং এর চেয়ে অনেক বেশি ভাল...এই রকম নিস্তেজভাবে থাকার চেয়ে।'

কথাগুলো যেন আমাকে আহত করল। আমি চেষ্টা করছিলাম সবধরনের জড়তা কাটিয়ে উঠতে। নিস্তেজ ভাবও কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছিলাম।

'আমি সবসময় নিস্তেজ হয়ে থাকি না।'

'ভুল কথা।' তিনি রাগী স্বরে বললেন। 'নিস্তেজতাও এর চেয়ে ভাল- সেটাও অন্তত কিছু একটা করার মধ্যে পড়ে। তুমি শুধুই...প্রাণহীন বেলা। মনে হয় এটাই উপযুক্ত শব্দ যেটা আমি তোমাকে বলতে চেয়েছি।'

এই অপবাদ আমাকে নিঃস্তব্দ করে রাখল। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'আমি দুঃখিত বাবা।' আমার ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিটা যেন চাটুকারিতার মত। এমনকি এটা আমার কাছেও। আমি ভেবেছিলাম তাকে বোকা বানাতে পারব। চার্লির সমস্ত অনুভূতি অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পারব।

'আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা চাই না।'

আমি জোরে শ্বাস নিলাম। 'তাহলে আমাকে বল তুমি আমাকে নিয়ে কি করতে চাও?'

'বেলা,' তিনি দ্বিধায় ভুগতে লাগলেন। বোধহয় আমার প্রতিক্রিয়া বুঝে দেখার চেষ্টা করছেন। 'সোনা, তুমিই প্রথম মানুষ নও যে এই জাতীয় জিনিসের ভেতর দিয়ে গেছো। তুমি তা জানো।'

'আমি তা জানি।' আমার সম্মতিসুচক অনুমোদন নিষ্প্রভ।

'শোন সোনা, আমি মনে করি- তোমার কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।'

'সাহায্য?

তিনি থেমে গেলেন। আবার কথা বলার জন্য শব্দ হাতড়াচ্ছেন।

'যখন তোমার মা আমাকে ছেড়ে চলে যায়,' তিনি ভ্রু কুঁচকে শুরু করেন 'এবং তোমাকে তার সাথে নিয়ে গেল।' তিনি গভীরভাবে শ্বাস নিলেন। 'বেশ, সেটা সত্যি আমার জন্য একটা খারাপ সময় ছিল।'

'আমি জানি বাবা।'

'কিন্তু আমি এটা সামলেছি।' তিনি নির্দিষ্ট বিষয়ে এলেন। 'সোনা, তুমি এটা সামলাওনি। আমি অপেক্ষা করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম এটা আরো ভাল কিছু হবে।' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলেন। 'আমি মনে করি আমরা দুজনেই জানি এটা ভাল কিছু হয়নি।'

'আমি ভাল আছি।'

তিনি আমাকে উপেক্ষা করলেন। 'হতে পারে, বেশ, হতে পারে। যদি তুমি এই বিষয়টা নিয়ে কারোর সাথে আলাপ করো। পেশাগত কারোর সাথে।'

'তুমি চাইছ আমি নিজের ভেতর আরো কুঁকড়ে যাই?' আমার কণ্ঠস্বর এত বেশি তীক্ষ্ম হয়ে উঠল যে আমি বুঝতে পারলাম তিনি উঠে যাবেন।

'হতে পারে এটা তোমাকে সাহায্য করবে।

'এবং হতে পারে এটা আমাকে সামান্যতম সাহায্য করবে না।

মনোবিশ্লেষণ সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল ছিল না। কিন্তু আমি কিছুটা নিশ্চিত ছিলাম এটা আমার উপর কাজ করবে না যতক্ষণ না এ বিষয়টাতে আমি সত্য প্রকাশ করব। নিশ্চিত, এটাতে সত্য বলতে হবে। যদি আমি আমার বাকি জীবনটা একটা আরামদায়ক কক্ষে কাটাতে চাই।

তিনি আমার অনুভূতিটা পরীক্ষা করলেন। তারপর আমাকে অন্যভাবে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

'এটা এখন আমার উপর বেলা। হতে পারে তোমার মা...

'দেখ,' আমি নিস্তরঙ্গ গলায় বললাম 'আমি আজ রাতে বাইরে যাব। যদি তুমি চাও। আমি জেস অথবা এঞ্জেলাকে ডাকব।

'তোমার বাইরে যাওয়াটাই সব নয়, আমি যা চাচ্ছি।' তিনি তর্ক করলেন। হতাশাগ্রস্ত। 'আমি মনে করি না তুমি কষ্ট করে এসব করছ দেখে আমি জীবনযাপন করব। আমি কখনও কাউকে এত কষ্ট করতে দেখিনি। এটা দেখাও যন্ত্রণার মত।'

আমি কঠিন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'আমি বুঝতে পারছি না, বাবা। প্রথমে তুমি পাগল হয়ে গেছো, কারণ আমি কিছুই করছি না। এবং তারপর তুমি বলছ তুমি আমাকে বাইরে যেতে দিতে চাইছ না।'

'আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই। না সেটাই সবকিছু নয়। আমি শুধু চাই যে তুমি কোন কষ্টের মধ্যে না থাক। আমি মনে করি তোমার জন্য এটা একটা ভাল সুযোগ যদি তুমি ফর্কের বাইরে কোথাও যাও।

আমার চোখজোড়া নেচে উঠল।

'আমি এখান থেকে যাচ্ছি না।' আমি বললাম।

'কেন নয়?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি আমার স্কুলের শেষ সেমিস্টারে। এটা আমার সবকিছু ওলোটপালোট করে দেবে।

'তুমি একজন ভাল ছাত্রী। তুমি এটাতে উতরে যাবে।

'আমি মা এবং ফিলের কোন ঝামেলা করতে চাই না।

'তোমার মা তোমাকে ফেরত পাওয়ার জন্য মরতে বসেছে।

'ফ্লোরিডা অনেক বেশি গরম।'

তার মুষ্টি আবার টেবিলের উপর নেমে এল। 'আমরা দুজনেই জানি প্রকৃতপক্ষে এখানে কি ঘটে চলেছে, বেলা। এবং এটা তোমার জন্য মোটেই ভাল কিছু নয়।' তিনি গভীরভাবে শ্বাস নিলেন। ' কয়েক মাস কেটে গেছে। কোন কল নেই। কোন চিঠি নেই। কোন যোগাযোগ নেই। তুমি আর তার জন্য অপেক্ষা করতে পার না।'

আমি দৃষ্টি দিয়ে তাকে ভস্মীভূত করতে চাইলাম। সেই উত্তাপ যেন আমার মুখে

লাগতে লাগল। আমি চোখের পলক না ফেলে অনেক সময় তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গোটা বিষয়টাই যেন নিষিদ্ধ বিষয়। যেটা সম্বন্ধে আমরা দুজনেই সচেতন।

'আমি কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছি না। আমি কোন কিছু আশাও করছি না।' আমি নিম্ন স্বরে বললাম।

'বেলা—' চার্লি শুরু করলেন। তার কণ্ঠস্বর কষ্ট জড়ানো।

'আমাকে স্কুলে যেতে হবে,' আমি কথার মাঝখানে বাঁধা দিলাম। উঠে দাঁড়ালাম এবং আমার না খাওয়া নাস্তা নিয়ে উঠে পড়লাম। এটা নিয়ে আর্বজনার পাত্রে ফেলে আমার প্লেট ধুয়ে ফেললাম। আমি আর কোন কথোপকথনের সুযোগ দিতে চাই না।

'আমি জেসিকার সাথে একটা পরিকল্পনা করেছি।' আমি কাঁধে স্কুল ব্যাগের স্ট্রাইপ বাঁধতে বাঁধতে বললাম। তার চোখের দিকে তাকালাম না। 'মনে হয় আমি ডিনারের জন্য নাও ফিরতে পারি। আমরা পোর্ট এ্যাঞ্জেলসে যাব এবং সেখানে একটা মুভি দেখব।'

তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই আমি দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

চার্লির সামনে থেকে বেরিয়ে স্কুলে এসে দেখি আমিই সবার আগেই স্কুলে এসেছি। এটার ভাল দিক হচ্ছে আমি খুব ভাল একটা পার্কিং লট পেয়েছি। তাছাড়া আমার হাতে এখন অনেক বেশি অবসর সময় আছে। আমি অবসর সময়টাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলাম।

আমি চার্লির কথাগুলো ভাবার আগেই ব্যাগ থেকে ক্যালকুলাস বই টেনে বের করলাম। যে অধ্যায় আজ শুরু হয়েছে সেই অধ্যায় পাতা উল্টিয়ে বের করলাম। চেষ্টা করলাম এই সম্বন্ধে কিছু একটা বুঝতে। বাবার কথা শোনার চেয়ে ম্যাথ পড়ার চেষ্টা করা আরো খারাপ। কিন্তু আমি সেটাতেই ভাল বোধ করতে থাকলাম। শেষ কয়মাস, আমি দশগুন বেশি সময় ক্যালকুলাসের পেছনে ব্যয় করেছি। ফলাফলে আমি এ ক্যাটাগরি রাখতে সমর্থ হয়েছি। আমি জানি মিস্টার ভার্নার আমার এই উন্নতিতে তার সবচেয়ে ভাল শিক্ষণীয় মেথড প্রয়োগ করেছেন। যদি এটাই তাকে খুশি করে তাহলে আমি তাকে কোন রকম সমস্যায় ফেলতে চাই না।

আমি পার্কিং লট পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এটা পড়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। শেষ হলে আমি ইংরেজি বই টেনে বের করলাম। আমরা এখন *এ্যানিম্যাল ফার্ম* নিয়ে কাজ করছিলাম। সহজ বিষয়। আমি কম্যুনিজমের ব্যাপারে কিছু মনে করি না। আমার কাছে এটা স্বাগতমই মনে হয়। এই সমাজের রীতিনীতি পরিবর্তনকে। ক্লাসে আমার সিটে যেয়ে বসলাম। মি বার্টির লেকচার শোনায় মনোযোগ দিলাম।

স্কুলে থাকলে আমার সময় শান্তভাবেই কেটে যায়। সবগুলো ঘণ্টা বেশ তাড়াতাড়িই কেটে গেল। আমি ব্যাগ গুছাতে শুরু করলাম।

'বেলা?'

আমি মাইকের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম। আমি জানি তার পরের কথাগুলো কি হবে?

'তুমি কি আগামীকাল কাজ করবে?

আমি তাকালাম। সে উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে তাকাল। প্রতি শুক্রবার সে আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। কিছু মনে না করলে আমি এখনও অসুস্থতার জন্য তেমন বেশি

ছুটি নেয়নি। বেশ, একটা ব্যতিক্রম ছাড়া। কয়েক মাস আগে। কিন্তু আমার দিকে এমন উদ্বিগ্নর দৃষ্টিতে তাকানোর কোন কারণ নেই। আমি একজন আদর্শ চাকুরিজীবী।

'আগামীকাল শনিবার, তাই নয় কি?' আমি বললাম। ঠিক যেভাবে আমি চার্লির সাথে কথা বলি। আমি বুঝতে পারলাম আমার কণ্ঠস্বর কত বেশি প্রাণহীন শোনায়।

'ইয়ে.. হ্যাঁ.. তাই।' সে একমত হলো। 'স্পানিশ ক্লাসে তোমার সাথে দেখা হবে।' সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে চলে গেল। সে আর আমাকে ক্লাসে কখনও বিরক্ত করবে না।

আমি ক্যালকুলাস ক্লাসে গোমড়ামুখে ঢুকলাম। এই ক্লাসে আমি জেসিকার পাশে বসি।

সপ্তাহ বা মাসখানিক আগেও জেসিকার পাশ দিয়ে গেলে সে আনন্দসূচক শব্দ করত। আমি জানি আমি প্রায় সময় আমার আভিজাত্যপূর্ণ আচরণ দিয়ে তাকে এড়িয়ে যাই। সে মুখভারী করে থাকে। এখন তার সাথে কথা বলা অতোটা সহজ নয়। বিশেষতঃ কিছু একটা করার জন্য।

আমি কোন একটা সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের রিপোর্ট না করে চার্লির মুখোমুখি হতে চাচ্ছি না। আমি জানি আমি মিথ্যে বলতে পারব না। যদিও আমার পোর্ট এ্যাঞ্জেলসে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা রয়েছে। একা একা ফিরে আসার ব্যাপারেও ভাবছি। আমার গাড়ির রিফ্রেকটরে মাইলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। যদি বাবা কোনভাবে চেক করে দেখেন। খুবই রাগান্বিত হবেন। জেসিকার মা এই শহরের সবচেয়ে বড় গপ্পোবাজ। আর বাবা আগে হোক পরে হোক মিসেস স্টানলির সাথে দেখা করবেন। বাবা দেখা করলে জেসিকার সাথে যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মিথ্যে বেরিয়ে আসবে।

আমি বুক ভরে শ্বাস নিয়ে দরজা খুললাম।

মিস্টার র্ভানার আমার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি এর মধ্যেই লেকচার শুরু করেছেন। আমি তাড়াতাড়ি আমার সিটে গিয়ে বসলাম। জেসিকা মোটেই দেখল না যে আমি তার পাশে গিয়ে বসেছি। আমি খুশি আমি মানসিকভাবে প্রস্তুতির জন্য কমপক্ষে মিনিট পনেরো সময় পাব।

এই ক্লাসটা ইংরেজি ক্লাসের চেয়ে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। আজ সকালে মোটরলরিতে বসে আমার টুকিটাকি প্রস্তুতি বেশ কাজ দিল।

মিস্টার ভার্নার পাঁচ মিনিট আগে ক্লাস শেষ করে দিলে আমি হাসলাম। আমাদের ভাল থাকতে বলে তিনিও হাসলেন।

'জেস?' আমি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। সে আমার দিকে ঘুরবে এজন্য অপেক্ষা করছিলাম।

সে তার সিটে বসেই আমার দিকে ঘুরল। অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, 'তুমি কি আমার সাথে কথা বলছো, বেলা?'

'অবশ্যই।' আমি সরলভাবে চোখ বড় বড় করলাম।

'কি? তোমার কি ক্যালকুলাসে কোন সাহায্য দরকার?' তার কণ্ঠস্বরে তিক্ততার আভাস।

'না।' আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। 'প্রকৃতপক্ষে, আমি আসলে জানতে চেয়েছি যদি তুমি... আমার সাথে আজ রাতে ছবি দেখতে যাবে কিনা? আমার আজ রাতে বাইরে যাওয়ার জন্য একজন সঙ্গী দরকার। একজন বান্ধবীর।' কথাগুলো বেশ কঠোর শোনাল। যেন খারাপ কিছু বলে ফেললাম। সে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল।

'কেন তুমি আমাকে বলছ?' সে অবন্ধুসুলভভাবে বলল।

'তুমিই প্রথম মেয়ে আমি যার কথা ভাবি যখন আমার কোন মেয়ের সঙ্গ দরকার হয়।' আমি হাসলাম। আশা করলাম আমার হাসিটা খাঁটি হাসির মতই হবে। হাসিটা বোধ হয় ভালই হলো। জেসিকাই একমাত্র ব্যক্তি যখন আমি চার্লিকে এড়ানোর জন্য কারোর কথা ভাবি। এটা আমার কাছে সবসময় একই জিনিস মনে হয়।

তাকে দেখে খোসামুদে কিছুটা কাজ ধরেছে মনে হলো 'বেশ, আমি জানি না।

'তোমার কোন পরিকল্পনা আছে?

'না.. আমি ধারনা করছি আমি তোমার সাথে যাব। তুমি কি ছবি দেখতে চাও?

'আমি নিশ্চিত নই এখন কি চলছে।' আমি দ্বিধান্বিত। এটা তাকে কাছে টানার কৌশল। আমি কোন একটা সূত্রের জন্য মগজ খাটাতে লাগলাম। সম্প্রতি কোন ছবি নিয়ে লোকজনের কথোপকথন কি আমি শুনিনে? পোস্টারও কি দেখিনি? 'সেই *মহিলা প্রেসিডেন্টেরটা* দেখলে কেমন হয়?

সে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল। 'বেলা, সেটা থিয়েটার থেকে চিরদিনের জন্য চলে গেছে।'

'ওহ!' আমি ভ্রু কুঁচকালাম। 'এমন কিছু কি আছে যেটা তুমি দেখতে পছন্দ কর?'

জেসিকার স্বভাবগত কথোপকথনের বুদবুদের ফোয়ারা বের হতে লাগল। সে বিষয়টা নিয়ে ভাবছিল। 'বেশ, সেখানে নতুন একটা রোমান্টিক কমেটির বেশ কয়েকটা রিভিউ আছে। আমি সেটাই দেখতে চাই। আমার বাবা সেটা সম্প্রতি শেষ দৃশ্য পর্যন্ত দেখেছে। বাবা এটা সত্যিই বেশ পছন্দ করেছে।

আমি তার কথায় মুখে আনন্দের ভাব ধরলাম। 'সেইটা কি সম্বন্ধে?'

'জম্বি অথবা এই জাতীয় কিছু একটা। তিনি বলেছেন এটা এত ভয়াবহ ছবি তিনি সম্প্রতি বছরগুলোতে আর দেখেননি।

'বেশ, ভালোই তো শোনাচ্ছে।' আমি একটা রোমান্টিক ছবির চেয়ে একটা সত্যিকারের জম্বি ছবি পছন্দ করব।

'ঠিক আছে।' আমি এক কথায় রাজি হয়ে যাওয়ায় সে বিস্মিত হলো। আমি মনে করার চেষ্টা করলাম সত্যি আমি জম্বি মুভি পছন্দ করি না কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। 'তুমি কি স্কুল শেষে আমাকে তুলে নেবে?' সে অফার করল।

'অবশ্যই,'

জেসিকা আমার দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্বের হাসি দিল। আমার হাসি ফেরত দিতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। কিন্তু আমি ভাবলাম সে এটা দেখেছে। সে চলে গেল।

বাকি দিনটা বেশ দ্রুতই কেটে গেল। আমি আজ রাতের জন্য পরিকল্পনা করতে লাগলাম। জেসিকার সাথে কথা বলার পরপরই বুঝলাম তার ব্যাপারে আমাকে সাড়া

দিতে হবে। অন্ততপক্ষে সামান্যতম হলেও।

কোন একটা ব্যাপার আমার মাথার মধ্যে এলোমেলো করে দিচ্ছিল। রুমে এসে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমার পুরোপুরি মনে নেই কখন আমি স্কুল থেকে ড্রাইভ করে বাসায় চলে এসেছি। অথবা কীভাবে দরজা খুলেছি। কিন্তু সেটা কোন ব্যাপার নয়। সময়ের এইসব অদ্ভুত ব্যাপার আমার জীবনের জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি এটা নিয়ে খুব একটা ভাবলাম না। আমি ক্লজেটের কাছে গেলাম। এরকম অবশকারী অবস্থাকে পাত্তা দেয়ার কিছু নেই। আমি ক্লজেটের কাপড়চোপড়ের স্তূপ একপাশে সরিয়ে রাখলাম। সেই সব পোশাক সরালাম যেগুলো আমি কখনও পরি না।

আমি সরাসরি আবর্জনার ব্যাগের দিকে তাকালাম না। সেখানে উপহারটা আছে, যেটা আমি গত জন্মদিনে পেয়েছি। কালো প্লাস্টিকের ভেতরের স্টেরিওটার দিকেও আমি তাকালাম না।

আমি যে পোশাকটা খুব কমই পরি সেটাই নিলাম। তারপর বেশ জোরে ক্লজিটের দরজা লাগিয়ে দিলাম।

ঠিক তার পরপরই হর্ণ বাজার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি তাড়াতাড়ি স্কুলব্যাগ থেকে ওয়ালেটটা বের করে আমার পার্সে রাখলাম। আমি ব্যস্ততা লাগলাম। আজ রাতটা যেভাবেই হোক খুব দ্রুত কেটে যাবে।

আমি হলঘরের আয়নায় এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে দেখে নিলাম। তারপর দরজা খুললাম। মুখে হাসি ফুঁটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করলাম হাসিটা ধরে রাখতে।

'আজ রাতে আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।' আমি প্যাসেঞ্জারের সিটে বসতে বসতে বললাম। আমার কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতা ফুঁটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। বাবাকে যখন বলেছি তখন থেকেই এটা কাজ করছিল। জেস বেশ কঠিন। কোনটা তার খাঁটি আবেগ আর কোনটা মেকি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

'নিশ্চয়। তো কি তোমাকে এমনভাবে বাইরে বের করল?' জেস বিস্মিত। সে আমাদের রাস্তা ছেড়ে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল।

'বের করে এনেছে মানে?

'কেন তুমি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলে... বাইরে যাওয়ার?' এটা এমন শোনাল যেন সে তার প্রশ্নের মোড় অর্ধেক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

আমি কাঁধ ঝাকালাম 'শুধু একটু পরিবর্তনের জন্য।'

আমি রেডিওতে বাজতে থাকা গানটা চিনতে পারলাম। আমরা আবার কথা শুরু করলাম । 'তুমি কিছু মনে করেছ নাকি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না। বলে যাও।'

আমি রেডিও স্টেশনটা একবার দেখে নিলাম। বুঝলাম সেটা ক্ষতিকর নয়। জেস রেডিওর নতুন মিউজিকের দিকে মনোযোগী হলো।

তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'তুমি কখন থেকে র‍্যাপ গান শুনতে শুরু করলে?'

'আমি জানি না।' আমি বললাম 'এই মুহূর্তেই।'

'তুমি এটা পছন্দ করো?' সে সন্দিহানভাবে জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই।'

সাধারণ অবস্থায় জেসিকার সাথে কথোপকথন খুব কঠিন ব্যাপার। যদি মিউজিক নিয়ে কথা বলি তবেই সেটা সহজ হয়ে যায়। আমি মাথা ঝাঁকালাম। আশা করছি আমি তার তালে তাল দিচ্ছি।

'ঠিক আছে...' সে চোখ বড়বড় করে জানালার বাইরে তাকাল।

'তো আজকের দিনে তোমার ও মাইকের মধ্যে কি ঘটেছে?' আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম।

'তুমি তাকেই বেশি দেখ যতটা না আমি।'

প্রশ্নটা তার কথার ভঙ্গিতে বোঝা গেল আমি যেভাবে বলতে চাইলাম সে সেভাবে নেয়নি।

'কাজের সময় কথা বলা কঠিন।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। তারপর আবার বললাম 'তুমি কি সম্প্রতি কারোর সাথে বাইরে গিয়েছো?'

'তেমনভাবে না। আমি কনারের সাথে মাঝে মধ্যে বাইরে যাই। আমি এরিকের সাথে দুই সপ্তাহ আগে বাইরে গিয়েছিলাম।' সে তার চোখ ঘোরাল। আমি সেখানে বড় একটা গল্প দেখতে পেলাম। আমি সুযোগটা খুঁজছিলাম।

'এরিক ইয়োর্কি? কে কাকে বলেছিল?'

সে গুঙিয়ে উঠল। কথা বলতে গিয়ে মুর্তির মত হয়ে গেল 'সেই বলেছিল অবশ্যই। আমি না বলার মত কোন উপযুক্ত পথ খুঁজে পাই নি।

'সে তোমাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?' আমি জানতে চাইলাম। জানতাম সে আমার আগ্রহের মধ্যে আসবেই। 'আমাকে এটা সম্বন্ধে সবকিছু বলো?

সে তার গল্প বলা শুরু করল। আমি সিটে ভালভাবে বসলাম। আগের চেয়ে আরামদায়কভাবে। আমি তার গল্পে গভীর মনোযোগ দিলাম। সহানুভূতি দেখালাম। ভয়ে আতকে উঠলাম। সে এরিকের গল্প শেষ করে কোনরকম বিরতি ছাড়াই কনারের গল্প শুরু করল।

মুভিটা একটু আগেই শুরু হয়েছে। কাজেই জেস ভাবছে সে গোধুলির শো্টা দেখবে। তারপর খেতে যাবে। সে যেখানে যেতে চায় বা যা করতে চায় আমি তাতেই রাজি। মোটের উপর আমি এসব কিছু বাবাকে দেখাতে চাচ্ছিলাম।

আমি জেসকে প্রিভিউর ব্যাপারে কথা বলায় ব্যস্ত রাখলাম। সুতরাং আমি সেগুলোকে আরো বেশি অবহেলা করতে পারলাম। কিন্তু ছবি শুরু হলে আমি নার্ভাস হয়ে পড়লাম। একজোড়া নব দম্পত্তি একাকী সমুদ্র সৈকত ধরে হাঁটছে। তাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে আলোচনা করছে। আমি তাদের তর্ক শুনতে প্রবুদ্ধ হলাম না। গুনগুন করা শুরু করলাম। আমি কোন প্রেমানুভূতির মধ্যে নেই।

'আমি ভেবেছিলাম আমরা কোন জম্বি মুভি দেখছি।' আমি ফিসফিস করে জেসিকাকে বললাম।

'এটাই সেই জম্বি মুভি।

'তাহলে কেউ কাউকে খাচ্ছে না কেন?' আমি উদ্বতভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

সে চোখ বড়বড় করে আমার দিকে তাকাল যেন সেখানে কোন সতর্ক সংকেত। 'আমি নিশ্চিত সেই অংশ আসবে।' সেও ফিসফিস করে বলল।

'আমি পপকর্ণ আনতে যাচ্ছি। তুমি কি চাও?' বললাম আমি।

'না। ধন্যবাদ।'

কেউ একজন আমাদের পিছন থেকে 'শশশ' শব্দ করে চুপ থাকতে বলল।

আমি 'মূল্য ছাড়' কাউন্টারে সময় কাটাতে লাগলাম। ঘড়ি দেখতে লাগলাম। এবং বির্তক করতে লাগলাম একটা নব্বই মিনিটের ছবিতে প্রেমের দৃশ্যের কি দরকার এটা নিয়ে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম দশ মিনিটের বেশি বাইরে কাটাব না। সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থমকে গেলাম। আমি ভেতর থেকে স্পিকারে ভেসে আসা ভয়ার্ত চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। সুতরাং আমি বুঝলাম আর দেরি করা চলে না।

'তুমি সব কিছুই মিস করেছ।' আমি সিটে ফিরে আসতেই জেস বিড়বিড় করে বলল। 'এখন এর ভেতরের সবকিছুই জম্বিকেন্দ্রিক।'

'লম্বা সময়।' আমি তাকে পপকর্ণ অফার করলাম। সে মুঠো ভর্তি করে নিল।

ছবির বাকি অংশটুকু ভয়াবহ ধরনের জম্বি আক্রমণে ভরা। ভয়ার্ত চিৎকারের ভেতর দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র জীবিত আছে। তাদের সংখ্যাও খুব দ্রুতই কমে আসছে। আমার মনে হলো সেখানে আমাকে বিরক্ত করার মত কিছুই নেই। কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। প্রথমে আমি বুঝতে পারলাম না কেন।

শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম। যখন দেখলাম একজন জম্বি শেষ জনের পিছু নিয়েছে। ভয়ে কাঁপতে থাকা মানুষটির পিছু নিয়েছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম সমস্যাটা কোথায়। দৃশ্যটা ছিল নায়িকার ভয়ার্ত মুখ এবং অনুসরণকারীর আবেগহীন মৃত মুখ। দুজনের দূরত্ব এই কাছে, এই দূরে।

আমি বুঝতে পারলাম কোন অংশটা আমার সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপুর্ণ মনে হচ্ছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ? আর মাত্র দুই মিনিটের মত ছবি বাকি আছে।' জেস ফিসফিস করে বলল।

'আমার পানীয়ের দরকার।' আমি বাইরের দরজার দিকে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বললাম।

থিয়েটারের দরজার বাইরের বেঞ্চে বসে পড়লাম। খুব ক্লান্ত লাগছিল। এটা খুবই অমানবিক। সবকিছুই বিবেচনার যোগ্য। শেষ পর্যন্ত আমি একজন জম্বির ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমি দেখিনি যে সেটা আসছে।

ব্যাপারটা এরকম নয় যে আমি একটা জম্বিকে অনুসরণ করতে দেখেছি। একটা আবেগহীন মৃতদেহ। এই চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে মাথা নাড়লাম। আমি কিছুটা ভয় পেয়েছি। যেটা নিয়ে আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছি সেই ভাবনায় যাওয়ার সামর্থ্য নেই।

এটা খুবই হতাশাজনক আমি আর সেই নায়িকা নই। আমার সেই গল্প শেষ হয়ে গেছে।

জেসিকা থিয়েটারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। দ্বিধান্বিত। সম্ভবত আমাকে খোঁজার

জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গার দিকে তাকাচ্ছে। তাকে স্বস্তিতে ফিরতে দেখলাম। কিন্তু মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। তারপর তাকে বেশ বিরক্ত দেখাল।

'ছবিটা কি তোমার জন্য খুব বেশি ভয়ের ছিল?' সে বিস্মিত।

'হ্যাঁ।' আমি সম্মত হলাম 'আমার মনে হয় আমি একটু বেশি ভীতু।

'সেটা মজার।' সে ভ্রু কুঁচকাল। 'আমি মনে হয় না তুমি ভয় পেয়েছো- আমি সর্বক্ষণ ভয়ে চিৎকার দিচ্ছিলাম কিন্তু আমি তোমাকে একবারও ভয়ে চিৎকার দিতে শুনলাম না। সুতরাং আমি জানি না কেন তুমি চলে এলে।'

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম 'শুধুই ভয়ে।'

সে কিছুটা স্বস্তিবোধ করল। 'এটা এতটাই ভয়ের ছবি! আমি মনে করি না এর আগে আমি এমন কিছু দেখেছি। আমি তোমার সাথে বাজি ধরতে পারি আজ রাতে তুমি দুঃস্বপ্ন দেখবে।

'সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।' আমি বললাম। চেষ্টা করছিলাম আমার গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে। এটা সাক্ষ্যাতীতভাবে প্রমাণিত আমি দুঃস্বপ্ন দেখব। কিন্তু সেটা জম্বি সম্বন্ধনীয় কিছু হবে না। তার চোখ আমার দিকে চেয়েছিল। পরে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। হতে পারে আমি স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে ব্যর্থ হয়েছি।

'তুমি কোথায় খেতে চাও?

'যেকোন জায়গায় হলেই হয়। আমার তেমন কোন পছন্দ নেই।

'ঠিক আছে।'

হাঁটতে হাঁটতে জেস ছবিতে দেখা পুরুষটাকে নিয়ে কথা বলতে লাগল। আমি মাথা ঝাঁকালাম যখন সে পুরুষটার পৌরুষত্ত নিয়ে এবং মানুষটার কোন জম্বি মুভিতে ছাড়া অভিনয়ের কথা মনে করার চেষ্টা করল।

জেসিকা আমায় কোথায় নিয়ে চলেছিল আমি দেখছিলাম না। শুধু এটুকু সচেতন ছিলাম এখন পুরোপুরি অন্ধকার, শীত আর নিস্তব্ধতা। এখানে কেন এত নিস্তব্ধতা তা পুরোপুরি বুঝতে আমার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। জেসিকা তার বকবকানি বন্ধ করল। আমি তার দিয়ে ক্ষমার্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। আশা করছি তাকে আমি কোনভাবে আঘাত দেয়নি।

জেসিকা আমার দিকে তাকাচ্ছিল না। তার মুখের রেখায় দুশ্চিন্তা। সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে জোরে হাঁটছিল। যেমনটি আমি দেখছিলাম, তার চোখ দ্রুত ডানদিকে ঘুরে গেল। রাস্তার উল্টোদিকে তাকাল। আবার আমার দিকে ফিরে এল।

আমি প্রথমবারের মত আমার চারিদিকে তাকালাম।

আমরা এখন একটা ছোট রাস্তায়। আজ রাতের জন্য রাস্তার দুপাশের ছোট ছোট দোকানগুলো সব বন্ধ। জানালাগুলো কালো। অর্ধেক ব্লক আগে রাস্তার আলোগুলো আবার শুরু হলো। আমি দেখতে পেলাম আরো নিচের দিকে ম্যাকডোনান্ডের দোকানের দিকে সে এগিয়ে চলেছে।

রাস্তার ওপাশে অন্যরকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ভেতর থেকে জানালার পর্দা টানা। নিওন সাইন জ্বলছে। বিভিন্ন ব্রান্ডের বিয়ারের এডভ্যাটাইজ। যেগুলো আলোকিত হয়ে

আছে। সবচেয়ে বড় সাইনটা যেটা খুবই সবুজ বারের নাম লেখা-একচোখা পেটির' আমি বিস্মিত সেখানে কোন জলদুস্যের থিম বাইরে না থাকায়। ধাতব দরজাটা কিছুটা খোলা। এর ভেতরে মৃদু আলো জ্বলছে। সেখানে নিচু গলার অনেকগুলো গলার গুনগুন। বরফ টুকরো করার শব্দ ভেসে আসছে। দরজার পাশে সেখানে চারজন পুরুষ মানুষ।

আমি চকিতে পিছন ফিরে জেসিকার দিকে তাকালাম। তার চোখ সরাসরি ভেতরের পথের দিকে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে ভীত মনে হচ্ছে না- কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। চেষ্টা করছে তার প্রতি কারো মনোযোগ যাতে আর্কষিত না হয়।

কোনরকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই আমি থমকে দাঁড়ালাম। পেছনে তাকিয়ে সেই চারজন মানুষকে দেখলাম। এটা অন্য জায়গা, অন্য আরেকটি রাত, কিন্তু দৃশ্যটা এতটাই একই রকম। এদের মধ্যেও একজন এমনকি খাটো এবং কালো। আমি থমকে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে ঘুরে গেলাম। সেই লোকটা আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'বেলা?' জেসিকা ফিসফিস করে বলল 'তুমি কি করছ?'

আমি মাথা নাড়লাম, যদিও আমি নিশ্চিত নই 'আমার মনে হয় আমি তাদেরকে চিনি...' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

এ আমি কি করছি? আমার সেই স্মৃতি থেকে যত তাড়াতাড়ি যত দূরে যাওয়া সম্ভব চলে যাওয়া উচিত। আমার মন থেকে সেই চারজন মানুষের স্মৃতি মুছে ফেলতে হবে। আমি সেসবের কিছুই করতে পারলাম না। কেন আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম?

জেসিকার সাথে আমার এখন পোর্ট এ্যাঞ্জেলসে যাওয়া উচিত। অন্ধকার নেমে আসার পরও। আমার চোখ খাটো লোকটার উপরে। চেষ্টা করছি আমার স্মৃতির সাথে তাকে মেলাতে। এক বছর আগে যে লোকটা সেই রাতে আমাকে হুমকি দিয়েছিল। আমি বিস্মিত যদি সেখানে কোন উপায় থাকতো যে আমি লোকটাকে চিনতে পারতাম। যদি সত্যি সেই লোকটা হয়। সেই সন্ধ্যায় সেই অংশটকু আমার কাছে ঝাঁপসামত। আমার শরীর আমার মনের চেয়ে এটা বেশি মনে করতে পারে। আমার পা ভারী হয়ে আসছিল। আমি দৌড়ে যাব অথবা মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকব। আমার মুখের ভেতরটা শুকিয়ে আসছিল যখন আমি চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। আমার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল যখন কালো চুলের লোকটা আমাকে ডাকল 'হাই হানি...'

একটা ব্যাপারে আমি আশান্বিত ছিলাম মানুষগুলো সেই রাতের মত আমাকে কিছু করবে না। মানুষগুলো অপরিচিত, এটাই আশার কথা। এখানে গাঢ় অন্ধকার। তারা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। এর চেয়ে বেশি আর কিছু ছিল না। কিন্তু এটাই যথেষ্ট জেসিকার কণ্ঠস্বর আমার ভয় ভাঙ্গাল। সে আমার নাম ধরে ডাকল।

'বেলা, চলে এসো।'

আমি তাকে উপেক্ষা করলাম। আস্তে আস্তে সামনে এমনভাবে এগিয়ে যেতে থাকলাম যেন কি করতে যাচ্ছি তা আমি ভালভাবেই জানি। আমি বুঝতে পারলাম না কেন। কিন্তু মানুষগুলো তাদের দিকে আমাকে আর্কষণ করছিল। এটা একটা চেতনাহীন অনুভূতি। কিন্তু আমি কখনও এত বেশি সময় ধরে এই ধরনের অনুভূতি লালন করিনি...

আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

অপরিচিত কিছু একটা আমার শিরার ভেতর আঘাত করছিল। এড্রেনালিন। আমি বুঝতে পারছিলাম। আমার সিস্টেমে কাজ করছে। আমার নাড়ীর স্পন্দন দ্রুততর হচ্ছে। এটা অদ্ভুত ব্যাপার- যেখানে কোন ভয় নেই সেখানে কেন এড্রেনালিন প্রবাহিত হচ্ছে? এটা প্রায় এমনটিই যেন এটা গতবারের প্রতিধ্বনি। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। পোর্ট এ্যাঞ্জেলসের অন্ধকার রাস্তায় অপরিচিত লোকের সাথে।

আমি ভয়ের কোন কারণ দেখলাম না। আমি এই জগতে কোন কিছুই ম্যানেজ করতে পারি না যেটার উপর ভয় নির্ভর করে। শারীরিকভাবে তো নয়ই। সবকিছু হারানোর কিছুটা সুবিধে তো আছেই।

আমি রাস্তার অর্ধেকটা পেরুতেই জেসিকা এসে আমাকে ধরে ফেলল। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগল।

'বেলা! তুমি বারের মধ্যে যেতে পার না!' সে হিসহিসিয়ে বলল।

'আমি ভেতরে যাচ্ছি না।' আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম। তার হাত ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিলাম 'আমি শুধু একটা কিছু দেখতে যাচ্ছি...

'তুমি কি পাগল হলে?' সে ফিসফিস করে বলল 'তুমি কি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ?

প্রশ্নটা আমার মনোযোগ কাড়ল। আমি তার দিকে তাকালাম।

'না। তা নয়।' আমার কণ্ঠস্বর অন্যরকম শোনাল। কিন্তু সেটা সত্য। এটা আত্মহত্যা নয়। এমনকি শুরুতেও না, যখন মৃত্যু প্রশ্নাতীতভাবেই স্বস্তিদায়ক কাজ করবে। আমি সেটাকে এড়াতে পারব না। আমি চার্লির কাছে অনেক দিক থেকে ঋণী। আমি রেনের জন্য অনেক বেশি দায়িত্ববোধ করি। আমাকে তাদের কথা ভাবতে হবে।

আমি এমন একটা প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমি এমন কিছু করব না যেটা বোকাম বা কাণ্ডজ্ঞানহীন। এইসব কারণেই আমি এখন দুনিয়ার বুকে শ্বাস নিচ্ছি।

সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে নিজেকে দোষী মনে হলো। কিন্তু এখন আমি যেটা করছি সেটা সত্যিই কোন কাজের মধ্যে পড়ে না। এটা এমন নয় যে আমি কব্জিতে একটা ব্লেড চালাতে যাচ্ছি।

জেসের চোখ ঘুরে গেল। তার মুখ খোলা। তার আত্মহত্যা বিষয়ক প্রশ্ন হাস্যরসে পরিণত হয়েছে। আমি সেটা অনেক পরে বুঝলাম।

'চল খেতে যাই।' আমি তাকে উৎসাহিত করলাম। ফাস্ট ফুডের দোকানের দিকে এগিয়ে গেলাম। সে যেভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল সেটা আমার পছন্দ হলো না। 'আমি তোমাকে এক মিনিটের মধ্যে ধরে ফেলব।'

আমি তার থেকে ঘুরে গেলাম। সেই মানুষগুলোর দিকে গেলাম যারা বিস্মিত চোখে আমাদের দেখছিল।

'বেলা, এই মুহূর্তে এসব বন্ধ কর।

আমার মাংসপেশী শক্ত হয়ে গেল। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে জমে গেলাম। কারণ এটা জেসিকার কণ্ঠস্বর ছিল না, যে আমাকে বকাবকি করছিল। এটা একটা ভীতিকর কণ্ঠস্বর, পরিচিত কণ্ঠস্বর, একটা মধুর কণ্ঠস্বর- এতটাই কোমল যেন

ভেলভেটের মত, যেটা আমাকে উত্তেজিত করার জন্য যথেষ্ট।

এটা তার কণ্ঠস্বর। আমি অতিরিক্ত সর্তকতার সাথে তার নাম মনে করতে চাই না। কণ্ঠস্বরের শব্দটা আমার হাঁটুতে আঘাত করে ফেলে দিচ্ছে না। এটা আমাকে কুঁকড়ে দিচ্ছে না। সেখানে কোন ব্যথা নেই। একটুও না।

তক্ষণি আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সবকিছু খুবই পরিষ্কার। স্পষ্ট। যেন আমার মাথা কোন অন্ধকার পুলের ভেতর থেকে পানির উপরে ভেসে উঠেছে। আমি সবকিছুর ব্যাপারে খুবই সচেতন। আশেপাশের দৃশ্যাবলি, শব্দ, শীতল হাওয়ার পরশ। শীতল পরশ আমার মুখের উপর দিয়ে শিরশিরানির মত বয়ে যাচ্ছিল। গন্ধটা বারের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল।

আমি যেন এক ধরনের ধাক্কার মধ্যে পড়ে গেলাম।

'জেসিকার কাছে ফিরে যাও।' মধুর কণ্ঠস্বরটি আদেশ করল। কণ্ঠস্বরটি এখনও রাগান্বিত। 'তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে- বোকার মত কিছু করবে না।'

আমি একাকী ছিলাম। জেসিকা আমার থেকে কয়েক ফিট দূরে দাঁড়িয়েছিল। আমার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ছিল। দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত লোকগুলোকে দেখছিল। দ্বিধান্বিত। আমি কি করছি সেটা ভেবে বিস্মিত। রাস্তার মাঝখানে আমি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমি মাথা নাড়লাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম। আমি জানতাম সে সেখানে নেই। এখনও নেই। সে সম্ভবত খুব কাছাকাছি আছে। তেমনটি অনুভূত হচ্ছে। প্রথমবারের মত কাছাকাছি। যখন এমনটি... শেষবার। তার কণ্ঠস্বরের রাগ সম্বন্ধে সে সচেতন। সেই রাগ যেটা আমার কাছে খুবই পরিচিত। এমন কিছু আমি আমার সারা জীবনে শুনিনি।

'তোমার প্রতিজ্ঞা রাখ।' কণ্ঠস্বর সরে সরে যাচ্ছিল, যেন রেডিও ভলিউম ধীরে ধীরে কমানো হচ্ছিল।

আমি ধারণা করতে শুরু করলাম আমার এক প্রকার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই, স্মৃতি শক্তিতে— অদ্ভুত পরিচিত পরিস্থিতিতে এমনটি হচ্ছে।

সম্ভবনাগুলো মাথা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইলাম।

প্রথম কথা আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। উত্তেজিত অবস্থায় নাকি মানুষ মাথার ভেতরে অন্যের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

সেটা সম্ভব।

দ্বিতীয় কথা, আমার অর্ধসচেতন মন আমি যেটা ভাবছিলাম সেটা এনে দিচ্ছে। এটা উইশফুল থিংকিং। এক মুহূর্তের জন্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটা অযৌক্তিক ধারণাকে সঙ্গী করে নেয়া। আমি যেখানে থাকি না কেন, জীবত অথবা মৃত সে আমাকে রক্ষা করবে। এই দিকটা বিবেচনা করলে সে আমাকে এটা বলতে পারে। আমার উপর খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে দেখে সে আমাকে সর্তক করছে।

সেই সম্ভবনাও আছে।

আমি কোন তিন নম্বর অপশন দেখতে পেলাম না। সুতরাং আমি আশা করেছিলাম এটা সেই দ্বিতীয় অপশন এবং এটা শুধু আমার অর্ধসচেতন মনের ব্যাপার। এমন কিছু

যেটা আমার জন্য প্রযোজ্য।

আমার প্রতিক্রিয়া মোটেই সুস্থ মানুষের মত ছিল না। যদিও আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। তার কণ্ঠস্বর এমন কিছু যেটা আমি হারানোর ভয় পাচ্ছিলাম। হারানোর চেয়ে বেশি কিছু। আমি খুবই কৃতজ্ঞবোধ করলাম, আমার অচেতন মন সচেতন মনের চেয়ে শব্দটা অনেক বেশি ধারণ করে রেখেছে।

তার ব্যাপারে ভাবতে মনের থেকে সায় পাচ্ছিলাম না। আমি এ ব্যাপারে খুব কঠিন হওয়ার চেষ্টা করলাম। আমি চাচ্ছি সেটাকে এড়িয়ে যেতে। আমি একজন মানুষ। আমি সুস্থবোধ করছিলাম। দিনের এই সময়ের জন্য যন্ত্রণাটা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে অনবরত অবশ ভাব ঘিরে আছে। যন্ত্রণা এবং শুণ্যতার মধ্যে তার অবস্থান।

আমি যন্ত্রণার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি অবশ বোধ করছিলাম না। আমার অনুভূতিগুলো কয়েকমাস পরে অস্বস্তিদায়ক ছিল। একটা যন্ত্রণাই পাচ্ছিলাম। তার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছিল।

সেখানে আরেকটা অপশন ছিল।

সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ পথ হচ্ছে এখান থেকে দৌড়ে চলে যাওয়া। সেটা হ্যালুসিনেশনকে বাধাগ্রস্ত করবে।

কিন্তু তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যাচ্ছিল।

আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্য।

'বেলা ঘুরে দাঁড়াও।' সে গুঙিয়ে উঠল।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তার রাগটাই আমি শুনতে চাচ্ছিলাম। তার এই মিথ্যে রাগের ব্যাপারে সে খুবই যত্মবান। আমার অবচেতন মনের কাছ থেকে এটা একটা উপহার।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরে আমি অনুভব করলাম সেটা চলে গেছে। কতিপয় দর্শক আমাকে দেখছিল। উৎসাহী। এটা দেখে হয়তো এমনটি মনে হচ্ছিল যে আমি তাদের দিকে যাচ্ছি অথবা যাচ্ছি না। তারা কীভাবে বুঝবে যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম এক ধরনের পাগলামীকে প্রশ্রয় দেয়ার জন্য?

'হাই।' তাদের ভেতর থেকে একজন ডাকল। তার কণ্ঠস্বর একই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী এবং কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক। সে সাদা চামড়ার। তার মাথার চুলও সাদা। সে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যেন তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি বলতে পারলাম না কোথায় সে ছিল অথবা ছিল না।

কণ্ঠস্বরটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকে গেল। আমি হাসলাম। আমার হাসি দেখে আত্মবিশ্বাসী মানুষটা উৎসাহর ভঙ্গি মনে করল।

'আমি কি তোমাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে হারিয়ে গেছো।' সে দাঁত খিঁচিয়ে বলল।

আমি খুব সাবধানে এগিয়ে যেতে লাগলাম। নর্দমাটা লাফ দিয়ে পেরুলাম। নর্দমাটার নিচ দিয়ে কালো পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

'না, আমি হারিয়ে যাইনি।'

এখন আমি তাদের অনেক কাছাকাছি। আমি ভরসা হারা দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকালাম। আমি সেই খাটো কালো মুখের মানুষটাকে দেখতে পেলাম। তাকে এখন আর কোনভাবে আমার পরিচিত মনে হচ্ছে না। আমি এক ধরনের কৌতুহলী আবেগ নিয়ে হতাশ হলাম। সেই লোকটা কোন ভয়ংকর লোক ছিল না যে এক বছর আগে আমাকে আঘাত করার চেষ্টা করেছিল। আমার মাথার মধ্য থেকে সেই কণ্ঠস্বর পুরোপুরি দূর হয়েছে।

খাটো লোকটা আমার একদৃষ্টিতে তাকানো লক্ষ্য করছিল। 'আমি কি তোমার জন্য একটা ড্রিংক কিনতে পারি?' সে অফার করল, নার্ভাস, কিছুটা চাটুকারিতার স্বরে, যেহেতু আমি শুধু তার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম।

'আমি খুবই ইয়াং।' আমি স্বতঃস্ফুর্তভাবে উত্তর দিলাম।

সে কিছুটা বিস্মিত। কেন আমি তাদের দিকে এভাবে এসেছি। আমি ব্যাখ্যা করার জন্য বাধ্যকতা অনুভব করলাম।

'রাস্তার ওপার থেকে আপনাকে এমন দেখাচ্ছিল যেন আপনাকে আমি চিনি। দুঃখিত। আমার ভুল হয়েছে।'

রাস্তার ওপাশ থেকে আসা সর্তক সংকেত বুঝতে পারছিলাম। তারা তেমন ক্ষতিকর মানুষ ছিল না যেমনটি আমি ভাবছিলাম। সম্ভবত তারা বেশ ভাল লোক। নিরাপদ। আমি আগ্রহ হারালাম।

'ঠিক আছে।' বিশ্বাসী ফর্সা লোকটা বলল 'আমাদের সাথে থাকো এবং পান করো।'

'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি সেটা সম্ভব না।' জেসিকা দ্বিধাগ্রস্তভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ রাগে বড় বড় হয়ে যাচ্ছিল। সে আমার বিশ্বাসঘাতকায় অবাক হয়ে গিয়েছিল।

'ওহ, সেটা মাত্র কয়েক মুহূর্ত।'

আমি মাথা নাড়লাম এবং জেসিকার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম।

'এখন চলো আমরা খেতে যাই।' আমি উপদেশ দিলাম। তার দিকে তাকাচ্ছিলাম না। যদিও দেখে মনে হচ্ছিল সেই মুহূর্ত থেকে জম্বির ধারণা থেকে আমি মুক্ত। আমি এখন অনেক দূরে। আমার মন আগের ঘটনায় পরিপূর্ণ। অসাড় মৃতদেহগুলো ফিরে আসতে পারবে না। আমি প্রতিটি মুহূর্ত তাদের ফিরে আসার ব্যাপারে আরো অনেক উদ্বিগ্নতার মধ্যে কাটাচ্ছিলাম।

'তুমি কী কী ভাবছিলে?' জেসিকা ধমক দিল। 'তুমি তাদের চেনোও না- তারা তো কোন ধরনের সাইকোপ্যাথিস্ট হতে পারত!'

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। আশা করছি সে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবে না। 'আমি শুধু ভেবেছিলাম আমি তাদের ভেতর থেকে একজনকে চিনি।

'তুমি এতটাই অদ্ভুত বেলা সোয়ান। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি তোমাকে চিনি না।'

'দুঃখিত।' আমি জানতাম না এর জবাবে আর কী বলতে হয়।

আমরা নিঃশব্দে হেঁটে মাকডোনাল্ডে পৌছুলাম। আমি বাজি ধরতে পারি সে আশা

করছিল হাঁটার পরিবর্তে এই ছোট দূরত্বটুকুও তার গাড়ি নেব। যাতে সে ড্রাইভের জায়গা চিনে রাখতে পারে। যখন থেকে আমি এমনটি শুরু করেছি, তখন থেকে সে এতটাই উদ্বিগ্ন ছিল যে খুব করে চাচ্ছিল– এই সন্ধ্যে যাতে এটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়।

আমি চেষ্টা করছিলাম খাওয়ার সময় কথা বলতে। আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু জেসিকা তাতে সাঁড়া দেয়নি। আমি সত্যিই তাকে আঘাত করেছি।

যখন আমরা গাড়িতে করে ফিরে চললাম সে তার স্টেরিওতে তার প্রিয় স্টেশনে টিউন করল। এতটাই জোরে সাউন্ড বাড়িয়ে দিল যাতে সহজে কোন কথোপকথন শুরু করা না যায়।

আমি এই মিউজিকটাকে অবহেলা করার কোনরকম চেষ্টা করলাম না। আমি এই গানের লিরিকগুলো শোনার জন্য খুব বেশি মনোযোগ দিলাম।

আমি আবার অবশকারী অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অথবা যন্ত্রণার জন্য। কারণ ব্যথাটা অবশ্যই আসবে। আমি আমার ব্যক্তিগত নিয়মকানুন ভেঙেছি। পরিবর্তে আমার স্মৃতিশক্তিকে উসকে দিয়েছি। আমি তাদের দিকে এগিয়ে গেছি এবং তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছি। আমি তার কণ্ঠস্বর শুনেছি। সেটা আমার মাথার মধ্যে খুবই স্পষ্টই। সেটার মূল্য আমাকে দিতে হবে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। বিশেষত যদি আমি নিজেকে আমার এর থেকে রক্ষা করতে না পারি। আমি খুব সতর্ক অবস্থা অনুভব করলাম। সেটাই আমাকে ভীত করে তুলল।

কিন্তু স্বস্তিটা আমার শরীরের সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগ হয়ে দেখা দিল। স্বস্তি যেটা আমার মনের একান্ত গভীর থেকে বেরিয়ে আসছিল।

যতই আমি যুদ্ধ করছিলাম তার বিষয়ে না ভাবতে, আমি ভুলে যাওয়ার জন্য যুদ্ধ করে পারছিলাম না। আমি শেষ রাতের কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। ক্লান্তির কারণে ঘুমের ভেতর আমার প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে যাবে। এটার পুরোটাই চলে যাবে। আমার মন একটা বীজক্ষেত্র। আমি তার চোখের রঙের এমন কাউকে স্মরণ করতে চাই না । তার শীতল ত্বকের স্পর্শের অথবা তার কণ্ঠস্বরের গঠনের। আমি সেগুলো সম্বন্ধে ভাবতে চাই না। কিন্তু আমি অবশ্যই সেগুলো মনে পড়বে।

কারণ সেখানে মাত্র একটা জিনিস যেটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, বেঁচে থাকার সামথ্য অর্জন করতে হলে। আমি জানি যে তার অস্তিত্ব আছে। সেটাই সবকিছু। বাকি সবকিছু সহ্য করতে হবে। যতদিন তার অস্তিত্ব থাকবে।

সে কারণেই আমি ফর্কে আটকা পড়েছি, ফাঁদে আটকা পড়ার মত। কেন আমি চার্লির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলাম যখন তিনি আমাকে পরিবর্তনের জন্য অন্যত্র পাঠাচ্ছিলেন। সত্যি বলতে, এটা কোন ব্যাপারই নয়। কেউ এখানে আর কখনও ফিরে আসবে না।

কিন্তু যদি আমি জ্যাকসনভিলে যাই। অথবা যে কোন জায়গায় যেখানে আরো প্রাণবন্ত এবং অপরিচিত। তাহলে আমি কীভাবে নিশ্চিত হব যে সে প্রকৃত? এমন একটা জায়গায় যেখানে আমি কখনও তাকে কল্পনাও করতে পারব না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আস্তে আস্তে বিবর্ণ হয়ে যেতে পারে...এবং সে কারণেই আমি বাঁচতে পারব না।

তাকে স্মরণ করা নিষেধ থাকা সত্বেও, ভুলে যাওয়াটা ভয়ংকর। এটা একটা কঠিন পথ।

জেসিকা গাড়িটা আমার বাড়ির সামনে থামালে আমি বিস্মিত হলাম। পথটা খুব বেশি সময় নেয়নি। কিন্তু খুব একটা কম পথও মনে হলো না। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না জেসিকা এতটা পথ কোন রকম কথাবার্তা ছাড়াই কীভাবে চলে এসেছে।

'আমার সাথে বাইরে বেরুনোর জন্য ধন্যবাদ, জেস।' আমি দরজা খুলতে খুলতে বললাম 'পুরো ব্যাপারটাই ছিল...বেশ মজার।' আমি আশা করি যে মজাটাই উপযুক্ত শব্দ।

'নিশ্চয়।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'আমি দুঃখিত ওই... মুভির পরের ব্যাপারটায়।'

'যাই হোক না কেন, বেলা।" সে এক পলকের জন্য জানালার ভেতর দিয়ে তাকাল আমার দিকে। তাকে দেখে মনে হলো ভেতরে ভেতরে রেগে উঠছে।

'সোমবারে দেখা হবে।

'ও হ্যাঁ। বিদায়।'

আমি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সে আমার দিকে কোনরকম না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

চার্লি হলের মাঝামাঝি অপেক্ষা করছিলেন। তার মুষ্ঠিবদ্ধ হাত বুকের কাছে ভাঁজ করা ছিল।

'ওহো, বাবা।' আমি অন্যমনস্কভাবে চার্লির দিকে ফিরলাম। সিঁড়ির ভেতর দিয়ে চলছিলাম। আমি তাকে নিয়ে অনেক বেশি ভাবছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম তিনি আমাকে ধরে ফেলার আগেই উপরে উঠে যেতে।

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বাবার দিকে তাকালাম। বিস্মিত 'আমি জেসিকার সাথে পোর্ট এ্যাঞ্জেলসে একটা মুভি দেখতে গিয়েছিলাম। তোমাকে তো আজ সকালে সেটা বললাম।

'হুম।' তিনি গম্ভীরভাবে শব্দ করলেন।

'সব ঠিক আছে?

তিনি আমার মুখ দেখে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করছিলেন। তার চোখ জোড়া বড় হচ্ছিল যেন আশা করেননি এমন কিছু দেখেছেন। 'হ্যাঁ। এটা তো ভালই। তুমি মজা পেয়েছো?

'নিশ্চয়।' আমি বললাম 'আমরা দেখলাম জম্বিরা মানুষ খেয়ে ফেলছে। এটা ছিল মজার।'

তার চোখ ছোট হয়ে গেল।

'শুভরাত্রি বাবা।

তিনি আমাকে যেতে দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি আমার রুমে চলে এলাম।

কয়েক মিনিট পরে আমার বিছানায় গেলাম। ব্যথাটা শেষ পর্যন্ত চলে আসবে আমি জানি।

এটা যেন হামাগুড়ি দেয়া জিনিসের মত ব্যথাটা চলে এল। যেন আমার বুকের ভেতরে একটা বিশাল গর্ত। গর্তটা বুকের ভেতর ফুটো করে দিয়েছে। আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বের করে নিয়ে আসছে। সেটা দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে। সেই ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃতপক্ষে, আমি জানতাম আমার ফুসফুস এখনও অকেজো। যদিও আমি বাতাসে শ্বাস নিচ্ছিলাম। আমার মাথা ঘুরছিল যেন ব্যাপারটা কোন কিছুই না। আমার হৃৎপিণ্ড খুব দ্রুত গতিতে বাড়ি খাচ্ছিল। কিন্তু আমি নাড়ীর স্পন্দনের কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমার হাত ঠাণ্ডায় জমে নীল হয়ে যাচ্ছিল। আমি হাঁমাগুড়ি দিয়ে সামনে এগুলাম। আমার পাজরার হাঁড়গুলো যেন একত্রে জড়ো হয়ে গেছে। আমি এই অবশ অবস্থার জন্য চিৎকার দিলাম। কিন্তু এটা কোন শব্দই করল না।

এখন আমি আবিষ্কার করলাম আমি বেঁচে যেতে পারি। আমি সর্তক ছিলাম। আমি যন্ত্রণাটা অনুভব করছিলাম। যে যন্ত্রণাটা আমার বুকের ভেতর থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। আমার হাতে পায়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল মস্তিষ্কে। কিন্তু এটা সহ্য করা যায়। আমি এটা নিয়েও বেঁচে থাকতে পারি। এটা এমন নয় যন্ত্রণার অনুভূতি সারাক্ষণ আমাকে দুর্বল করে রাখবে। আমি এটার জন্য অনেক বেশি শক্তপোক্তভাবে বেড়ে উঠছি।

যাই হোক, আজ রাতে যাই ঘটুক না কেন—এবং যেখানেই জম্বিরা থাকুক না কেন, এড্রেনালিন অথবা হ্যালুসিনেশন যেটাই হোক, বেশ সচেতনভাবে আমাকে জাগিয়ে রাখবে।

এই প্রথমবারের মত, দীর্ঘ সময় পর, আমি জানতাম না পরের দিন সকালে আমার জন্য কি অপেক্ষা করছে ।

পাঁচ

'বেলা, তুমি এখনও কেন চলে যাচ্ছ না।' মাইক উপদেশ দিল। সে চোখের কোণা দিয়ে আমাকে দেখছিল। সরাসরি তাকাচ্ছিল না। আমি বিস্মিত কতক্ষণ ধরে সে এভাবে আমাকে লক্ষ্য করে চলেছে।

মনে হচ্ছিল নিউটনের ওখানে একটা অলস বিকাল। এই মুহূর্তে মাত্র দুজন নিয়মিত খদ্দের দোকানে আছে। ব্যাক পেপার নিয়ে কিছু একটা বলছে। তাদের কথোপকথন থেকে সেটা ভেসে আসছে। মাইক শেষ দুই ঘণ্টা আপ্রাণ চেষ্টা করছে দুই কাষ্টমারকে তাদের চাহিদামত জিনিস গছিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্ত তারা চেষ্টা করছে এটা ওটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারপর তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে। সেটা তাদের কথোপকথন থেকে বোঝা যাচ্ছে। তাদের আলাপ আলোচনা মাইককে সেখান থেকে এক মুহূর্তের জন্য এদিকে আসার সুযোগ করে দিল।

'আমি এখানে থাকতে অসুবিধা বোধ করছি না।' আমি বললাম। আমি এখনও আগের সেই অবশ অবস্থা থেকে বের হতে পারছি না। সবকিছুর মধ্যে কেমন যেন মনে হয় অদ্ভুতভাবে যোগসূত্র আছে। আর আজ দিনটা শব্দে ভরা। যেন আমি আমার কান থেকে তুলা বের করে ফেলেছি। আমি চেষ্টা করছিলাম কোনরকম চেষ্টা ছাড়াই শব্দগুলো ধরতে।

'আমি তোমাকে বলেছি,' মোটা মানুষটা বলল, তার কমলা রঙের দাঁড়ি চুমড়ে আছে যেটা তার ধূসর চুলের সাথে মানাচ্ছিল না। 'আমি খুব কাছ থেকে হলুদ পাথর দেখেছি। কিন্তু সেগুলো এই ব্রুটের কাছে কিছুই না।' তার চুলগুলো ম্যাড়ম্যাড়ে। তার কাপড়চোপড় দেখাচ্ছে কয়েক দিন ধরে তারা পর্বত থেকে বেড়িয়ে এসেছে।

'কোন সুযোগ নেই। এতবড় কালো ভালুক হয় না। যে ধুসর বর্ণেরটা তুমি দেখেছিলে সেটা সম্ভবত ছিল অন্যকিছু।' দ্বিতীয় মানুষটা লম্বা ও শুকনো। তার মুখ টানটান এবং চামড়ার জ্যাকেট পরা।

'সিরিয়াসলি, বেলা, এই দুজন যত তাড়াতাড়ি চলে যাবে। আমি এই জায়গা বন্ধ করে দেব।' মাইক বিড়বিড় করে বলল।

'যদি তুমি চাও আমি যাই..' আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

'বাকি চারটে থেকে এটা তোমার চেয়ে অনেক লম্বা।' দাঁড়িওয়ালা লোকটা জোর গলায় বলল। আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। সেটা দেখতে একটা বাড়ির মতই বড় এবং আলকাতরার মত কালো। আমি এটা নিয়ে এখানকার রেঞ্জারের কাছে রিপোর্ট করতে যাচ্ছি। জনগণকে সতর্ক করে দেয়া দরকার- এইটা পর্বতে ছিল না। মনে করে দেখ- এটা মাত্র এখানকার ট্রেইল হেড থেকে কয়েক মাইল দূরে।'

টানটান মুখের লোকটা হাসল এবং তার চোখ ঘোরাল 'আমাকে অনুমান করতে দাও-তুমি তোমার পথে ঠিক আছো? এখনও পর্যন্ত কোন সত্যিকারের খাবার খাওনি অথবা মাটিতে এক সপ্তাহের মধ্যে ঘুমাওনি, ঠিক বলেছি না?

'হেই, আ, মাইক, ঠিক?' দাঁড়িওয়ালা লোকটা ডাকল, আমাদের দিকে তাকাল।

'আগামী সোমবার দেখা হবে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'বলুন স্যার।' মাইক ওদের দিকে ঘুরে উত্তর দিল।

'জিজ্ঞেস করো, সম্প্রতি কি এখানে কোন ধরনের সতর্ক বাণী প্রচার করা হয়েছে? কালো ভালুক সম্বন্ধে?'

'না স্যার। কিন্তু এটা সবসময়ই ভালো যে আপনাদের দূরত্ব বজায় রাখা এবং জায়গামত খাবার সংগ্রহ করে রাখা। আপনারা কি নতুন ভালুকের নিরাপদ ক্যানেস্তারা দেখেছেন?

দরজা একটুখানি সরে খুলে গেল। আমি এই বৃষ্টির মধ্যে বের হয়ে পড়লাম। নিচু হয়ে জ্যাকেট মাথার উপর তুলে আমার মোটরলরির দিকে এগিয়ে গেলাম। বৃষ্টির ফোঁটা আমার হুডের উপর অস্বাভাবিকভাবে জোরালো শব্দ করছিল। কিন্তু শিগগিরই ইঞ্জিনের গর্জন সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল।

আমি আমাদের খালি বাসায় ফিরে যেতে চাইছিলাম না। গত রাত সত্যিকারভাবেই

বেশ নির্দয় ছিল। সেই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে ফিরে যাওয়ার আমার কোন ইচ্ছেই নেই। যদিও তার পরে ব্যথাটা ছড়িয়ে গিয়ে ঘুমানোর মত করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা শেষ হয়নি। যেমনটি আমি জেসিকাকে ছবি শেষে বলেছিলাম। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমি আজ দুঃস্বপ্ন দেখব।

আমি এখন সবসময় দুঃস্বপ্ন দেখি। প্রতিরাতে। এটা প্রকৃতপক্ষে একটাই দুঃস্বপ্ন। অনেকগুলো নয়। কারণ আমি প্রতিরাতে একই দুঃস্বপ্ন দেখি। আপনি হয়তো মনে করতে পারেন কয়েক মাস চলে যাওয়ায় আমার বিরক্তি ধরে গেছে। একটা প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃস্বপ্নটা আমাকে ভয়ার্ত করতে কখনও ব্যর্থ হয় না। তখনই শুধুমাত্র শেষ হয় যখন ভয়ার্ত চিৎকার দিয়ে বিছানায় জেগে উঠি। আমার কি সমস্যা হচ্ছে সেটা দেখতে চার্লি কখনই আসেন না। সেখানে কোন অনুপ্রবেশকারী অথবা এরকম কেউ নেই সেটা নিশ্চিত করতে তিনি আসেন না। তিনি এখন এটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

আমার দুঃস্বপ্ন সম্ভবত এখন আর কাউকে ভয়ার্ত করছে না। কিছুই লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে না এবং চিৎকার দেয় না 'বু---উ।' সেখানে কোন জম্বি নেই। কোন ভূত নেই। কোন সাইকোপ্যাথ নেই। সেখানে প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই। শুধু অসীম গোলকধাঁধাঁর মসে আচ্ছাদিত গাছগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলা। এতই নিঃশব্দে যে একটা অস্বস্তিকর চাপ আমার কানের উপর দিয়ে যায়। এটা ছিল অন্ধকার। মেঘাচ্ছন্ন দিনে ধুলিধুসরের মত। সেখানে এমন আলো ছিল যা দিয়ে আসলে কিছুই দেখা যায় না। আমি অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কোন পথে না গিয়ে ব্যস্ততা লাগালাম। সবসময় খুঁজছি, খুঁজছি আর খুঁজছি। যতই সময় যাচ্ছে ততই উন্মত্ত হয়ে পড়ছি। চেষ্টা করছি আরো জোরে যেতে। যদিও গতি আমাকে ধীর করে দিচ্ছে। তারপর সেইখানে আমার স্বপ্নের ঠিক জায়গায় আসল। আমি অনুভব করলাম এটা আসছে। কিন্তু দেখে কখনও মনে হয় না এটা আঘাত করার আগেই আমি জেগে উঠব। যখন আমি মনে করতে পারি না এটা কি ছিল, যেটা আমি খুঁজছি। যখন আমি বুঝতে পারলাম সেখানে খোঁজার মত কোন কিছুই নেই। কিছু পাওয়াও যাবে না। সেখানে শূন্যতা ছাড়া কখনওই আর কোন কিছু ছিল না। নিষ্প্রাণ গাছপালা ছাড়া। সেখানে কখনও আমার জন্য বেশি কিছু ছিল না... কিছুই না... কিছুই না...

সেই সময়ই সাধারণত আমার চিৎকার শুরু হয়।

আমি কোন দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি সেদিকে মোটেই মনোযোগী হলাম না। শুধু বিস্ময়ের সাথে শূন্যতা অনুভব করছিলাম। ভেজা রাস্তা ধরে চালিয়ে আমি বাড়িতে পৌঁছুলাম। কারণ আমার যাওয়ার আর কোন জায়গা নেই।

আমি আশঙ্কা করছিলাম আবার হয়তো অবশ হয়ে পড়ব। কিন্তু আমার মনে নেই আমি কীভাবে এটাকে আগে শান্ত করলাম। দুঃস্বপ্নটা আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমাকে যন্ত্রণাদায়ক বিষয়ে ভাবার জন্য তৈরি করছিল। আমি সেই জঙ্গলটার কথা মনে করতে চাচ্ছিলাম না। এমনকি আমি সেই দৃশ্য কল্পনা করেও ভয়ে কম্পিত হয়ে পড়ি। আমি অনুভব করলাম আমার চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। বুকের গভীর ক্ষতের পাশ দিয়ে যন্ত্রণাদায়ক ব্যথাটা শুরু হচ্ছে। আমি এক হাত স্টিয়ারিং হুইল থেকে তুলে নিলাম।

এটা এমন হবে যে আমার কখনও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

এ্যাডওয়ার্ডের কথাগুলো আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। গতরাতের হ্যালুসিনেশনের ব্যাপারটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। সেগুলো ছিল শুধু বাক্য, শব্দহীন, যেন কোন কাগজে মুদ্রিত। শুধুই শব্দমালা। কিন্তু সেগুলো ক্ষতটাকে আরো বড় করে দিচ্ছিল। আমি ব্রেকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

আমি কুঁকড়ে গেলাম। স্টিয়ারিং হুইলের উপর আমার মুখ দিয়ে চাপ দিচ্ছিলাম। চেষ্টা করছিলাম ফুসফুস ছাড়াই শ্বাস নিতে।

কতক্ষণ ধরে এই রকম চলবে এটা ভেবে আমি বিস্মিত। হতে পারে কিছুদিন। হয়তো এখন থেকে বছরও পেরিয়ে যেতে পারে। যন্ত্রণাটা সময়ের সাথে আস্তে আস্তে শুধু কমে আসে। যেখান থেকে আমি যন্ত্রণাটা পেয়েছিলাম। আমি জীবনের পেছন দিকে ফিরে তাকানোর সামর্থ্য অর্জন করব। যদি এটা সম্ভব হয় যন্ত্রণাটা সহ্য করার মত নরম হয়ে আসে, নিশ্চিত আমি তার প্রতি এত বেশি কৃতজ্ঞ থাকব সে যেটুকু সময় দিয়েছে। যতটুকু আমি চেয়েছি, যতটকু আমি আশা করেছি। হতে পারে কোনদিন আমি এই পথে এটা দেখতে সমর্থ হব।

কিন্তু যদি এই ক্ষতটা আর কখনও ভাল না হয়? যদি কাঁচা অংশগুলো আর কখনও সেরে না ওঠে? যদি ক্ষতটা চিরস্থায়ী হয়? ভাল না হয়?

আমি নিজেকে কঠোরভাবে ধরে রাখলাম। *এটা এমন যেন আমার কখনও অস্তিত্ব ছিল না।* আমি এটা নিয়ে ভাবলাম। কত বোকা এবং অসম্ভব প্রতিজ্ঞা তৈরি করেছে! সে আমার ছবি চুরি করতে পারে। তার উপহারগুলোও। কিন্তু তার সাথে দেখা হওয়ার আগের সেই সময়টা আর ফেরত আসবে না। এই সমীকরণের অংশ হিসাবে শারীরিক সাক্ষ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি পরিবির্তিত হয়ে গিয়েছি। আমার ভেতরে এত পরিবর্তন যে সেটা চেনার মত নয়। এমনকি আমাকে বাইরের থেকেও ভিন্ন দেখায়। আমার মুখ ফোলা ফোলা। গোলাপি রঙ থেকে ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছি। চোখের নিচের দুঃস্বপ্নের কারণে কালি পড়ে গেছে। আমার ফ্যাকাশে রঙের তুলনায় চোখজোড়া অনেক বেশি কালো। যদি আমি সুন্দরী হয়ে থাকি, আগের কথা ধরলে, আমি এখন ভ্যাম্পায়ারদের পাশ দিয়ে চলে যেতে পারি। কিন্তু আমি সুন্দরী নই এবং সম্ভবত আমাকে খুব বেশি জম্বিদের মত দেখায়।

যদি তার কোন অস্তিত্ব না থাকত? হুহ্। সেটা পাগলের প্রলাপ। এটা এমন একটা প্রতিজ্ঞা যেটা সে কখনও রাখতে পারবে না। এমন প্রতিজ্ঞা যেটা খুব তাড়াতাড়িই সে ভেঙে ফেলবে।

আমি স্টিয়ারিং হুইল থেকে মাথা তুললাম। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা থেকে মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম।

প্রতিজ্ঞা পালনের ব্যাপারে নিজেকে অনেক বেশি বোকা ভাবতে শুরু করলাম। অন্য পক্ষ থেকে যে চুক্তি এরই মধ্যে ভাঙ্গা হয়ে গেছে সেই চুক্তি ধরে রাখার যুক্তিটা কি থাকতে পারে? কে গ্রাহ্য করবে আমি যদি বোকামি করে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেই? সেখানে হঠকারী না হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি কেন বোকামি করব না তার কোন কারণই নেই।

আমি নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলাম। এখন হা করে শ্বাস নিচ্ছি। ফর্কে এখন আশাহীন অবস্থা বিরাজ করছে।

অন্ধকার আমাকে রসিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করল। যন্ত্রণা থেকেও। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। আমি সিটে হেলান দিয়ে বসার মত অবস্থায় ফিরে এলাম। যদিও আজ বেশ ঠাণ্ডা, আমার কপাল ঘামে ভিজে গেছে।

আমি সেই তীক্ষ্ম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আশাহীন অবস্থার ব্যাপারে মনোনিবেশ করলাম। ফর্কের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে আমি সৃষ্টশীল অনেক কিছু দেখাতে পারি। হতে পারে আমি যা পারি তার চেয়ে বেশি। কিন্তু আমি আশা করছি আমি কোন একটা পথ খুঁজে পাব... আমি হয়তো আরো ভাল অনুভব করব যদি আমি এসব আঁকড়ে ধরে না থাকি। একাকী। একজন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী। যদিও আমি একজন শপথ ভঙ্গকারী। কিন্তু কীভাবে আমি আমার পক্ষ থেকে প্রতারণা করব। এই ছোট্ট নিষ্পাপ শহরে? অবশ্যই, ফর্ক সবসময় এতটা ক্ষতিকর থাকে না। কিন্তু এখন শহরটাকে ঠিক যেমনটি দেখায় তেমনটিই। এটা নিরানন্দ। নিরাপদ।

আমি অনেকক্ষণ ধরে জানালার কাঁচের বাইরে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমার চিন্তাভাবনা আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। আমি এই চিন্তাগুলোকে অন্যত্র যেতে দিলাম না। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলাম। যেটা এতক্ষণ ধরে উপেক্ষা করা সত্ত্বেও গর্জন করে চলছিল। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এলাম।

ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটা চুলের উপর পড়ছিল। বৃষ্টির ফোঁটা আমার চিবুক বেয়ে এমনভাবে গড়াচ্ছিল যেন কান্নার জল। এটা আমার মাথা পরিষ্কার করে দিল। আমি চোখে বৃষ্টির পানি নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কয়েক মিনিট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর, আমি কোথায় সেটা চিনতে পারলাম। আমি রাসেল এভিনিউয়ের উত্তর লেনের মাঝখানে পার্ক করে আছি। আমি চেনিয়ার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার ট্রাক তাদের ড্রাইভওয়ে বন্ধ করে দিয়ে আছে। এই রাস্তার উল্টোদিকে মার্কেজরা বাস করে। আমি জানি আমার ট্রাকটা সরানো দরকার। আমার বাড়িতে ফেরা উচিত। যেভাবে আমি আছি এটা বেআইনী। এখন আমি বিচ্ছিন্ন। একাকী। ফর্কের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। আশেপাশের কেউ একজন আমাকে দেখে ফেলতে পারে। তারপর চার্লির কাছে যেয়ে রিপোর্ট করতে পারে।

গভীর শ্বাস নিয়ে চলার প্রস্তুতি নিলাম। মার্কেজের উঠোনের একটা সাইনবোর্ড আমার নজরে পড়ল। এটা একটা বিশাল কার্ডবোর্ডের উপর তাদের মেইলবক্স পোস্টের খুঁটির সাথে লাগানো। কালো অক্ষরগুলো বড় বড় ভাবেই দেখা যাচ্ছে।

কখনো কখনো কাকতালীয় ব্যাপারও ঘটে।

কাকতালীয়? অথবা এটা কী তাই হতে পারে? আমি জানি না। কিন্তু এটা দেখে মনে হচ্ছে ওদের বাড়ির সামনে একটা মোটর সাইকেল বিক্রির জন্য সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখে দিয়েছে।

সুতরাং এটা কাকতালীয় নাও হতে পারে। হতে পারে সবধরনের উদাসীনতার ব্যাপারে। আমি শুধু সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছি।

উদাসীন এবং বোকা। মোটরসাইকেলের উপর প্রয়োগ করার জন্য এদুটো চার্লির খুব প্রিয় শব্দ।

বড় শহরের একজন পুলিশের মত চার্লির চাকরি এখানে এতটা মনোযোগ কাড়ে না। কিন্তু একটা সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তাকে ডাকা হয়।

অনেক বেশি প্রতিজ্ঞা আমি বহন করে চলেছি...

এটা আমার বেশ মনে ধরল। আমি বোকা এবং উদাসীন হতে চাই। আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙতে চাই। কেন এটা বন্ধ করতে হবে?

আমি যেমনটি ভেবেছিলাম সেটা প্রায় ততটুকুই দূরে। আমি বৃষ্টির মধ্যে মার্কেজদের দরজার সামনে চলে এলাম। বেল বাজালাম।

মার্কেজদের কোন একজন ছেলে দরজা খুলে দিল। সবচেয়ে ছোটজন। নিরীহ গোছের। তার নাম মনে করতে পারলাম না। তার ধুসর চুল আমার কাঁধের উপর এসে পড়েছিল।

আমার নাম মনে করতে তার কোন ঝামেলায় পড়তে হলো না। 'বেলা সোয়ান?' সে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি বাইকটার জন্য কত টাকা চাও?' আমার কাঁধের উপর দিয়ে বিক্রির ডিসপ্লের দিকে আঙুল তুলে দেখালাম।

'তুমি কি সিরিয়াস?' সে জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই আমি সিরিয়াস।'

'এগুলো কাজ করে না।'

আমি অধৈর্যভাবে শ্বাস নিলাম। এটা এমন কিছু যেটা আমি সাইনবোর্ড দেখেই ধারণা করে নিয়েছিলাম। 'কত দাম?'

'তুমি যদি সত্যিই একটা চাও। শুধু এটা নিয়ে যাও। আমার মা বাবাকে বলেছিল এটা এখন থেকে সরিয়ে কোন আবর্জনা ভাগাড়ে দিয়ে আসার জন্য।

আমি বাইকটার দিকে আবার তাকালাম। দেখলাম কতগুলো আর্বজনার সাথে সেগুলো রাখা আছে। 'তুমি কি এই ব্যাপারে নিশ্চিত?

'নিশ্চয়। তুমি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে চাও?

এসব কাজে বড়দের না জড়ানোই ভাল। ওরা সেটা চার্লির কাছে উল্লেখ করতে পারে।

'না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

'তুমি কি আমাকে কোন কিছু সাহায্য করতে বলো?' সে প্রস্তাব দিল। 'ওখানে কোন আলো নেই।'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ। আমার শুধু একটাই দরকার।

'যদি ভাল হয় দুটোই নিয়ে যাও।' ছেলেটা বলল 'হতে পারে তুমি অন্যটার থেকে কোন পার্টস খুলে নিতে পারবে।

সে এই ঝরঝরে বৃষ্টির মধ্যে আমার সাথে এল। দুটো ভারী মোটরবাইকই আমার ট্রাকের পিছনে তুলে দিতে সাহায্য করল। তাকে দেখে মনে হয় সে এগুলো থেকে মুক্ত

পেতে আগ্রহী। সে কারণে আমি আর তর্ক করলাম না।

'যাই হোক, তুমি এইগুলো নিয়ে গিয়ে কি করবে?' সে জিজ্ঞেস করল। 'এগুলো কয়েক বছর ধরেই কাজ করে না।

'আমিও দেখে সেটাই ভেবেছিলাম।' আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম। এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তে নিয়ে নেয়া জিনিসের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। 'হতে পারে আমি এগুলোকে ডাউলিংয়ে নিয়ে যাব।

সে গুঙিয়ে উঠল।'চালানোর চেয়ে ডাউলিংয়ে এগুলো ঠিক করে দেয়ার অনেক বেশি খরচ হবে।'

আমি সেটা নিয়ে তর্ক করতে পারতাম। জন ডাউলিংয়ের দাম হাঁকার ব্যাপারে বাজারে সুনাম আছে। কেউ জরুরি অবস্থায় ছাড়া তার কাছে যায় না। অধিকাংশই পোর্ট এঞ্জেলে নিয়ে যাওয়া পছন্দ করে। যদি তাদের গাড়ির সে সমর্থ থাকে। আমি সেই দিক দিয়ে খুব ভাগ্যবতী। তবে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যখন চার্লি প্রথমেই আমার ট্রাকের দিকে নজর দেবে যেটা আমি আর চালিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হচ্ছি না। কিন্তু আমার এটা নিয়ে কখনও সামান্যতম সমস্যায় পড়তে হয়নি। অন্যথায় জোর শব্দ করা ইঞ্জিন ছাড়া এবং পঞ্চাশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ গতিসীমা। জ্যাকব ব্লাক এটাকে খুব সুন্দর অবস্থায় রেখেছিল যখন সে এটা তার বাবার কাছ থেকে পায়।

বিদ্যুৎ চমকের আলোয় তাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল 'তুমি জানো সেটা? তাহলে ঠিক আছে। আমি এমন কাউকে চিনি যারা গাড়ি তৈরি করে।

'ঠিক আছে। সেটাই ভালো।' সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসল।

সে চলে গেল যখন আমি চালিয়ে চলে এলাম। তখনও হাসছে। বন্ধুত্বপুর্ণ ছেলে।

আমি তাড়াতিড়ি চালিয়ে চলে এলাম। চার্লির মনোভাব পরিবর্তন হওয়ার আগেই আমাকে কাজ করতে হবে। বড় ধরনের কোন অপছন্দের ঘটনা ঘটনার আগেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমি বাড়ির ফোনের কাছে চলে এলাম। আমার হাতে এখনও চাবি।

'চিফ সোয়ান, প্লিজ।' ডেপুটি ফোন ধরলে আমি বললাম। 'আমি বেলা।'

'ওহ হেই, বেলা।' ডেপুটি আনন্দিত স্বরে বলল 'আমি তাকে ডেকে দিতে যাচ্ছি।'

আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম।

'কি হয়েছে বেলা?' চার্লি ফোন তুলেই জানতে চাইলেন।

'গুরুত্বপুর্ণ কিছু না হলে কি আর আমি তোমার কাজের সময় ফোন করতে পারি না?

তিনি এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। 'তুমি এর আগে কখনও সেটা করনি। কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু কি?'

'না। আমি ব্লাক আঙ্কেলের বাড়ির যাওয়ার ডিরেকশনটাই শুধু জানতে চাচ্ছিলাম। আমি এখনও নিশ্চিত নই আমি সেই পথটা মনে করতে পারব কিনা। আমি জ্যাকবের সাথে দেখা করতে যেতে চাই। আমি কয়েক মাসের মধ্যে তাকে দেখেনি।

যখন চার্লি আবার কথা বললেন তার কণ্ঠস্বর অনেক বেশি আনন্দিত মনে হলো 'সেটা ভাল কথা, বেলা। তোমার কাছে কি কোন কলম আছে?

যে ডিরেকশন তিনি আমাকে দিলেন খুবই সোজা। আমি তাকে নিশ্চিন্ত করলাম,

আমি ডিনারের আগেই ফিরে আসব। যদিও তিনি আমাকে বলার চেষ্টা করছিলেন ব্যস্ত তার কিছু নেই। তিনি আমাকে লা পুশে যোগদানের কথা বলছিলেন। আমি সেটা করত চাই না।

আমাকে এখন এই ঝড় ও অন্ধকারের মধ্যে শহরে যেতে হবে। আমি আশা করছি জ্যাকবকে একাকীই পাব। বিলি সম্ভবত সেটা নিয়ে কি করতে পারব সে ব্যাপারে বলে দিতে পারবে।

আমাকে দেখার পর বিলির প্রতিক্রিয়া কি হবে ভেবে ভেবে গাড়ি চালাতে গিয়ে কিছুটা চিন্তিত ছিলাম। কে জানে, সে হয়তো খুবই খুশি হবে। বিলির মনের মধ্যে, কোন সন্দেহ নেই, এই সব অনেক ভাল কাজ করবে। তার আনন্দ এবং স্বস্তি আমাকে মনে করিয়ে দেয় আমি যেটা মনে করতে চাই না। আজ আবার নয়। আমি মনে মনে বললাম। আমি সেটা অতিবাহিত করেছি।

ব্লাকের বাড়ি খুবই পরিচিত। সরু সরু জানালার ছোট্ট কাঠের বাড়ি। বিবর্ণ লাল রঙের পেইন্টিং করা। এটা ছোট্ট একটা ঘরের মত। আমি ট্রাক থেকে নামার আগে. জ্যাকবের মাথা জানালা দিয়ে উঁকি দিল। কোন সন্দেহ নেই ট্র্যাকের পরিচিত ইঞ্জিনের গর্জন আমাকে কিছু বলার আগেই চিনিয়ে দিল। জ্যাকব খুবই কৃতজ্ঞ যখন চার্লি বিলির ট্রাক আমার জন্য এনে দিয়েছিল। জ্যাকবকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল এটা চালানোর থেকে যখন সে এটা একেবারে শেষ পর্যায়ে। আমার ট্রাকটা খুব পছন্দ করতাম। কিন্তু জ্যাকব দেখে মনে হয় কাছাকাছি আসার জন্য ব্যস্ত।

সে আমার দিকে এগিয়ে এসে দেখা করল।

'বেলা।' উত্তেজনা তার মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার উজ্জ্বল দাঁত আলো ছড়াচ্ছিল। আমি কখনও তাকে দেখিনি চুল পনিটেইল করে পিছনের দিকে বাঁধতে। এটাতে তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

জ্যাকব গত আট মাসে আরো শক্তপোক্ত হয়েছে। তার মুখ আমি আগে যেরকম দেখেছিলাম সেরকম সুন্দর। যদিও সেখানে কিছুটা কাঠিন্য ভর করেছে।

'হেই, জ্যাকব।' তার হাসির মধ্যে প্রাণময়তার উপস্থিতি অনুভব করলাম। তাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি এটা বুঝতে পারলাম। সেটা আমাকে বিস্মিত করল।

আমি প্রতি উত্তরে হাসলাম। দুজনার হাসির ভেতর দিয়ে কিছু একটা নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছিল। যেন দুজন মানুষ বহুদিন পর মিলিত হচ্ছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমি জ্যাকব ব্লাককে সত্যিই কতটা পছন্দ করি।

সে আমার থেকে কয়েক ফিট দূরে থাকতেই থেমে গেল। আমি তাকে বিস্মিত হতে দেখলাম। আমার মাথা থেকে বৃষ্টির পানি ঝরে ঝরে পড়ছে।

'তুমি আরও বড় হয়ে গেছো।' আমি আনন্দিত সুরে অভিযোগ করলাম।

সে হাসল। তার হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। 'পয়ষট্টি কেজি।' সে আত্মতৃপ্তির সাথে ঘোষণা করল। তার কণ্ঠস্বর গভীর কিন্তু এটা সেই হাস্কি ভয়েস যেটা আমি মনে করতে পারি।

'এটা কি কখনও শেষ হতে পারে?' আমি অবিশ্বাসের সাথে মাথা নাড়লাম। 'তুমি

দিন দিন বিশাল হয়ে যাচ্ছ।'

'এটা এইভাবে বেড়েই চলেছে।' সে মুখ ভেঙচাল। 'ভেতরে এসো। তোমার তো সব ভিজে গেছে।

সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। তার বিশাল হাতে পেছনের চুলগুলো মোচড়াতে লাগল। সে তার হিপ পকেট থেকে একটা রাবার ব্যান্ড বের করলো। এটা দিয়ে পিছনের চুল বাঁধল।

'হেই বাবা।' সে ডাকল যেন ডাকটা সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে যায়। 'দেখ, কে এখানে এসে থেমেছে।

বিলি ছোট্ট লিভিংরুমটাতে ছিলেন। তার হাতে একটা বই। তিনি বইটা কোলের উপর রাখলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে নিজেকে ঠেলে সামনের দিকে চালিয়ে নিয়ে এলেন।

'বেশ। তুমি কি জানো, তোমাকে দেখে কত খুশি হয়েছি বেলা!

আমরা হাতে হাত মেলালাম। তার বিশাল হাতের মধ্যে আমার ছোট হাত হারিয়ে গেল।

'কী তোমাকে এখানে টেনে এনেছে? চার্লির সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?'

'হ্যাঁ। আসলে আমি শুধু জ্যাকবকে দেখতে এসেছি। আমি অনেকদিন তাকে দেখি নি।'

আমার কথায় জ্যাকবের চোখ উজ্জল হয়ে উঠল। তিনি এত বড় করে হাসলেন যে আমার মনে হলো এটা তার দু'গালে ব্যথা দেবে।

'তুমি কি ডিনারের জন্য থাকবে?' বিলিও আগ্রহান্বিত।

'না। আমাকে সবসময় চার্লিকে খাওয়াতে হয়, আপনি জানেন।'

'আমি এখনই তাকে ডাকছি।' বিলি উপদেশ দিলেন। 'সে সবসময়ই আমন্ত্রিত।'

আমি অস্বস্তি এড়ানোর জন্য হাসলাম। 'এটা তো আর এমন নয় যে আপনি আর কখনওই আমাকে দেখবেন না। প্রমিজ করছি আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসব। এখানে এতবার আসব আপনি আমাকে দেখে অসুস্থ হয়ে পড়বেন।' এতসবের পরে, যদি জ্যাকব মোটরবাইকটা ঠিক করে দিতে পারে, কেউ একজন দরকার পড়বে যে আমাকে কীভাবে চালাতে হয় শিখিয়ে দেবে।

বিলি উত্তরে চুকচুক করে শব্দ করলেন 'ঠিক আছে, পরের বার দেখা যাবে।

'তো বেলা, তুমি কি করতে চাও?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল।

'যাই করি না কেন। আমি এখানে আসার আগে তুমি কি করছিলে?' হঠাৎ করে এইভাবে এখানে এসে বেশ স্বস্তিবোধ করছিলাম। আরাম পাচ্ছিলাম। এটা খুবই পরিচিত। কিন্তু শুধু দূরত্বসূচক। আমার সাম্প্রতিক অতীত নিয়ে এখানে কোন যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি নেই।

জ্যাকব ইতস্তত করতে লাগল 'আমি এইমাত্র আমার গাড়ি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আমরা অন্য কিছুও করতে পারি...

'না। সেটাই উপযুক্ত।' আমি বাঁধা দিলাম। 'আমি তোমার গাড়িটা দেখতে পছন্দ করি।

'ঠিক আছে।' সে বলল, 'গাড়িটা আমাদের গ্যারেজে। গ্যারেজটা বাড়ির পিছনে।

এটাতো ভালই। আমি তাই ভাবলাম। আমি বিলিকে হাত নাড়লাম। 'পরে দেখা হবে।

মোটামোটা গাছের গুড়ি তার গ্যারেজকে ঘিরে আছে। গ্যারেজটা কয়েকটা বিশাল ছাউনি দিয়ে ঢাকা ছাড়া আর কিছু না। সেই ছাউনির নিচে, কয়েকটা সিলিন্ডার উঠানো। যেটা দেখে একটা অটোমোবাইলের কারখানার মত লাগে। আমি কিছু পরিচিত জিনিস অন্ততপক্ষে সেখানে দেখতে পেলাম।

'একটা কোন প্রকারের ভক্সওয়াগান?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এটা একটা পুরানো র‍্যাবিট-১৯৮৬। একটা ক্লাসিক গাড়ি।

'কেমন চলছে? কতদুর?

'কাজ প্রায় বেশির ভাগ শেষ।' সে আনন্দিত স্বরে বলল। তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে নিচু হয়ে গেল। 'বাবা তার গত বসন্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন।

'ওহ!' আমি বললাম।

তাকে দেখে মনে হল সে আমার এই বিষয়ে কথা বলা নিয়ে বুঝতে পেরেছে। আমি গত মে মাসের কথা মনে করতে চেষ্টা করলাম। জ্যাকব তার বাবার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিল। গাড়ির যন্ত্রাংশগুলো সেই ধরনের একটা তথ্য দিচ্ছে। বিলি আমাকে একটা নিরাপদ দূরত্বে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল আমার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মানুষটার কাছ থেকে। এটা তার সচেতনতার রুপ নিয়েছিল।

কিন্তু আমি এখন দেখতে চাচ্ছি আমি এখান থেকে কোন ধরনের পরিবর্তন করে নিতে পারি।

'জ্যাকব, তুমি মোটরসাইকেল সম্বন্ধে কি জান?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'কিছুটা। আমার বন্ধু এমব্রির একটা ডার্ট বাইক আছে। আমরা এটা নিয়ে মাঝেমাঝে একত্রে কাজ করি। কেন?

'বেশ...'আমার ঠোঁটট চাটলাম। আমি নিশ্চিত নই সে এ ব্যাপারে তার মুখ বন্ধ রাখবে কিনা। কিন্তু আমার আর অন্য কোন পথ খোলা নেই। 'আমি সম্প্রতি এক জোড়া মোটরসাইকেল পেয়েছি। সেগুলো খুব একটা ভালো অবস্থায় আছে তা বলা যাবে না। আমি বিস্মিত হব যদি তুমি সেগুলো চালানোর মত করে দিতে পার?

'শান্ত হও।' তাকে দেখে মনে হলো চ্যালেঞ্জের জন্য সে সত্যিই আনন্দিত। তার মুখে হাসি। 'আমি একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

আমি সর্তকভাবে আঙুল উঁচু করে দেখলাম। 'এই জিনিসটা।' আমি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলাম 'চার্লি কখনও মোটরসাইকেল ব্যবহার করা অনুমোদন করে না। সত্যি বলতে কি, কোনভাবে এই ব্যাপারটা জানতে পারলে তার হয়তো মাথা খারাপের মত হয়ে যাবে । সে কারণেই তুমি এটা কখনও বিলিকে বলবে না।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' জ্যাকব হাসল। 'আমি বুঝতে পেরেছি।'

'আমি এটার জন্য তোমাকে পারিশ্রামিক দেব।' আমি বললাম।

এটা তাকে আঘাত করল। 'না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তুমি আমাকে

তার দাম দিতে পার না।

'বেশ... তাহলে তোমার ব্যবসা চলবে কীভাবে?' সবকিছুই সেভাবে ঘটছিল যেভাবে আমি চাচ্ছিলাম। কিন্তু এটা বেশ সস্তায় মনে হচ্ছিল। 'আমার শুধু একটা মাত্র বাইক দরকার। এবং সেটা চালানো শেখাও আমার দরকার। সুতরাং এভাবে হলে কেমন হয়? আমি তোমাকে অন্য মোটরসাইকেলটা দেব। তার পরে তুমি আমাকে এটা চালানো শিখাবে।'

'মধুর শোনাচ্ছে।' সে শব্দটাকে দুইভাগে ভাগ করে বলল।

'এক সেকেন্ড অপেক্ষা কর—তুমি কি এখনও আইনগতভাবে পারবে? তোমার জন্মদিন কবে?

'তুমি এটা মিস করেছ।' সে টিজ করল। বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে চোখ টিপল। 'আমি ষোল।'

'তোমার বয়স তুমি কখনও থামিয়ে দাওনি তো।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'তোমার জন্মদিন মনে না রাখার জন্য আমি দুঃখিত।

'এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না তো। আমি তোমারটা মিস করেছি। তোমার এখন কত? চল্লিশ?

আমি মুখ বাঁকালাম। 'কাছাকাছি।'

'জন্মদিনকে উপভোগ করার জন্য আমাদের একটা যৌথ পার্টির দরকার।

'এটা তো ডেটিংয়ের মতই শোনাচ্ছে।

এই কথায় তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'হতে পারে যখন বাইকটা ঠিক করা শেষ হবে। আমাদের উপহার আমাদের জন্য আনন্দের ব্যাপার হবে।' আমি যোগ করলাম।

'ডিল। তুমি কখন সেগুলোকে আমার জন্য নিয়ে আসবে?

আমি আমার ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। বিব্রত। 'সেগুলো এখন আমার ট্রাকে আছে।' আমি স্বীকার করলাম।

'বহুত আচ্ছা।' সে সেটাই বোঝাতে চাইল।

'চাচা কি দেখতে পাবে যদি আমরা সেগুলো এখানে নিয়ে আসি?

সে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালো। 'আমরা চোরের মত কাজ করব।'

আমরা পুর্বদিক থেকে গাছের গা দিয়ে জানালার কাছাকাছি এলাম। জ্যাকব ট্রাকের বেড থেকে বাইকগুলো খুব দ্রুততার সাথে নামিয়ে ফেলল। সেগুলোকে একের পর এক ঠেলে ছাউনির নিচে নিয়ে গেল। সেখানে লুকিয়ে রাখল। এটা দেখে খুব সহজই মনে হচ্ছে। আমার মনে হয় বাইকগুলো তার কাছে হাল্কা দেখাচ্ছে তার চেয়ে অনেকগুন বেশি ভারী।

'এগুলোর অর্ধেকটা খারাপ না।' জ্যাকব মন্তব্য করল। আমরা সেগুলোকে গাছের নিচে ঢাকা দিলাম। 'এইটা, এইখানেরটা, আসলে আমি যেগুলো নিয়ে কাজ করেছি তার চেয়ে ভাল। এটা একটা হার্লে স্প্রিন্ট।'

'তাহলে ওইটা তোমার।

'তুমি কি নিশ্চিত?

'সত্যিই।

'এগুলোর জন্য প্রথমেই কিছু ক্যাশ টাকার দরকার পড়বে।' সে বলল, সে নিচের ধাতব জিনিসগুলোর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। 'আমাদের আগে পার্টসগুলোর ব্যাপারে দেখতে হবে।'

'আমার কিছুই নেই।' আমি দ্বিধাগ্রস্ত। 'যদি তুমি এটা বিনামূল্যে করে দিতে পার, আমি পার্টসগুলোর জন্য দাম দেব।'

'আমি জানি না...' সে বিড়বিড় করে বলল।

'আমি কিছু টাকা সেভ করেছি। কলেজ ফান্ড থেকে, তুমি জানো।' কলেজ। আমি ভাবলাম। এটা এমন নয় আমি এতটা জমিয়েছি বিশেষ কিছুর জন্য। যেকোন জায়গায় যাওয়ার জন্য। পাশাপাশি, আমার কোন চাহিদা নেই ফর্ক ছেড়ে চলে যাওয়ার। সেটা কি পার্থক্য আনবে যদি আমি কিছুটা উপরে যাই?

জ্যাকব শুধু মাথা উপর নিচ করল। সেটাই তার জন্য সবকিছু ঠিকঠাক আছে বোঝাল।

যখন আমরা গ্যারেজে চলে এলাম, আমি নিজের ভাগ্যকে সাধুবাদ দিলাম। একমাত্র একজন টিনেজ বালক এতে একমত হবে। আমাদের দুজনের বাবা-মাকে প্রতারণা করে আমরা ভয়ানক বিপজ্জনক যানবাহন মেরামত করাচ্ছি। করাচ্ছি আমার কলেজ এডুকেশনের জমানো টাকা দিয়ে। সে এটাতে কোনরকম খারাপ বা ভুল কিছু দেখতে পেল না। জ্যাকব ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহার।

ছয়

মোটরসাইকেল লুকানোর কোন দরকারই হলো না। শুধুমাত্র জ্যাকবের সাধারণ ছাউনির নিচে রাখাতেই কাজ হলো। বিলির হুইলচেয়ার অসমতল জায়গায় চলাচল করতে পারে না। আমাদের জায়গাটা বাড়ির থেকে পৃথক।

জ্যাকব প্রথম বাইকটা ঠেলতে শুরু করল। লাল রঙেরটা। সেটা আমার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ঠিক করার জন্য। সে তার র‍্যাবিট গাড়ির প্যাসেঞ্জার দরজা আমার জন্য খুলে দিল, যাতে মাটিতে বসার পরিবর্তে সেটার সিটে আমি বসতে পারি। কাজ শুরু করে জ্যাকব আনন্দের শব্দ করতে লাগল। ছাউনির উপর থেকে আসা একমাত্র বাল্বের আলোর নিচে সে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছিল। সে আমাকে তার স্কুলের ব্যাপার-স্যাপার বলছিল। তার চলতি ক্লাসগুলো সম্বন্ধে বলছিল। বলছিল তার দুজন সবচেয়ে ভাল বন্ধু সম্বন্ধে।

'কুইল এবং এমব্রি?' আমি মাঝখানে বললাম। 'দুইটায় অপরিচিত নাম।

জ্যাকব হাসল। 'কুইল মানে হচ্ছে *হাত ধরে আমাকে নামাও।* আর আমার মনে হয় এমব্রি তার নামটা কোন সোপ অপেরার তারকার কাছ থেকে পেয়েছে। আমি এ সম্বন্ধে যদিও সঠিক বলতে পারি না। তারা খারাপভাবে ঝগড়া শুরু করবে যদি তুমি তাদের নাম নিয়ে লাগতে চাও। তারা তোমাকে হতচ্ছাড়া করে তুলবে।

'ভাল বন্ধু।' আমি এক ভ্রু উপরে তুললাম।

'না, তা তারা নয়। শুধু তাদের নাম নিয়ে কোন গোলমাল করো না।

ঠিক তার পরেই দুর থেকে একটা ডাক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

'জ্যাকব?' কেউ একজন ডাকছে।

'এটা কি বিলি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না।' জ্যাকব তার মাথা নাড়ল। তাকে দেখে মনে হলো সে একটু চমকেছে। 'শয়তানের কথাবার্তা।' সে বিড়বিড় করে বলল। 'এবং শয়তানগুলো এসে পড়েছে।'

'জ্যাক? তুমি কি ওখানে আছো?' চিৎকারের শব্দটা এখন আরো অনেক নিকটে।

'হ্যাঁ।' জ্যাকব প্রতি উত্তরে চেঁচাল।

আমরা সেই মৃদু শব্দের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, যতক্ষণ না দুইজন লম্বা, কালো চামড়ার ছেলে ছাউনির কোণা পর্যন্ত এল।

একজন হালকা পাতলা, প্রায় জ্যাকবের সমানই লম্বা। তার কালো চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা এবং সেটা কপালের উপর দিয়ে দুভাগ হয়ে প্রায় থুতনি পর্যন্ত পড়েছে। এক পাশ তার বাম কানের উপর দিয়ে পড়ছে যখন ডানপাশটা মুক্ত থাকছে। খাটো ছেলেটা আরো বেশি কালো। তার সাদা টিশার্ট তার বেশ চওড়া বুকের উপর এটে বসেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এই বিষয়ে সচেতন। তার চুল এতটাই ছোট দেখে মনে হয় যেন ন্যাড়া।

দুজনই থেমে গেল যখন তারা আমাকে দেখল। লম্বা ছেলেটি বারবার আমার ও জ্যাকবের দিকে তাকাচ্ছিল। শরীর সচেতন ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়েই ছিল। ধীরে ধীরে তার মুখে একটা হাসি ফুঁটে উঠছিল।

'হেই বন্ধুরা,' জ্যাকব তাদেরকে আন্তরিকভাবে সম্বোধন করল।

'হেই জ্যাক।' খাটো জন আমার দিকে থেকে চোখ না সরিয়েই বলল। আমিও প্রতি উত্তরে হাসলাম। সে আমার দিকে মুচকি হাসল। 'হাই, কেমন আছো?

'কুইল, এমব্রি-এ হচ্ছে আমার বন্ধু বেলা।

কুইল আর এমব্রি। আমি এখনও জানি না কোন জন কে। তারা দুজনেই নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'চিফ চার্লির মেয়ে, ঠিক?' বাদামী ছেলেটি আমাকে প্রশ্ন করল। তার হাত বাড়িয়ে দিল।

'সেটাই ঠিক।' আমি নিশ্চিত করলাম। তার সাথে হ্যান্ডশেক করলাম। তার হাতের মুষ্ঠি দৃঢ়। দেখে মনে হচ্ছে সে তার বাইসেপকে সংকুচিত করছে।

'আমি কুইল এটিরা।' সে আমার হাত ছেড়ে দেয়ার আগে সগর্বে ঘোষণা করল।

'তোমার সাথে দেখা হয়ে ভাল লাগল কুইল।'

'হাই বেলা। আমি এমব্রি। এমব্রি কল। তুমি সম্ভবত এরই ভেতরেই সেটা বুঝে

গেছো।' এমব্রি লজ্জিতভাবে একটু হাসল। তার এক হাত বাড়িয়ে দিল যেটা সে এতক্ষণ তার জিন্সের পকেটে ভরে রেখেছিল।

আমি মাথা উপর নিচ করলাম। 'তোমার সাথেও দেখা হয়ে খুশি হলাম।'

'তো তোমরা দুজনে এখানে কি করছ?' কুইল জিজ্ঞেস করল। সে এখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'বেলা আর আমি মিলে এই মোটরবাইকগুলো ঠিক করতে যাচ্ছি।' জ্যাকব ব্যাপারটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল। কিন্তু বাইক শব্দটা ম্যাজিকের মত কাজ করল। তারা দুজনেই জ্যাকবের প্রজেক্ট দেখার জন্য গেল। তাকে এই সম্পর্কিত নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। অনেকগুলো শব্দ যা তারা ব্যবহার করছিল আমার কাছে অপরিচিত লাগল। আমি বুঝতে পারলাম আমার একটা ওয়াই ক্রোমোজম আছে যে কারণে আমি সত্যিই বাইকের উত্তেজনার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

তারা এখনও পার্টসপাতি এবং টুকরো টাকরা নিয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হলো এখন আমার বাড়িতে ফেরা প্রয়োজন। চার্লি বাড়িতে আগেই ফিরতে হবে। আমি র‍্যাবিটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম।

জ্যাকব আমাকে দেখল। তার চোখের দৃষ্টিতে অনুনয়। 'আমরা তোমাকে বের করে দিয়েছি। তাই নয় কি?'

'না।' এটা কোন মিথ্যে ছিল না। আমি নিজেকে এখানে বেশ উপভোগ করছিলাম- কতই না অদ্ভুত। 'আমার এখনই চার্লির রাতের খাবার তৈরির জন্য যেতে হবে।'

'ওহ....বেশ। আমরা এই বিষয়ে আজ রাতে কথা বলে শেষ করে রাখব। এবং এই জিনিসটাকে আবার দাঁড় করানোর জন্য কি কি প্রয়োজন হতে পারে সেটা বের করার চেষ্টা করব। সেগুলোকে আবার কাজ করছে সেটা তুমি কখন দেখতে চাও?'

'আমি কি আগামীকাল ফিরে আসিতে পারি?' রবিবার আমার জন্য অকেজো হয়ে থাকার দিন। ওদিন আমার খুব বেশি হোমওয়ার্ক থাকে না।

কুইল এমব্রির কাঁধে চাপ দিল। তারা দৃষ্টি বিনিময় করল।

জ্যাকব আনন্দের সাথে হাসল। 'সেটাই সবচেয়ে ভাল হয়।'

'যদি তুমি একটা তালিকা তৈরি করো, তাহলে আমরা পার্টস কেনার জন্য দোকানে যেতে পারি।' আমি উপদেশ দিলাম।

জ্যাকবের মুখ শুকনো দেখাল। 'আমি এখনও নিশ্চিত নই যে আমি তোমার সবকিছু কেনাতে পারব।

আমি মাথা নাড়লাম। 'কোন উপায় নেই। আমি এই পার্টির সব বহন করব। তুমি শুধু শ্রম এবং অভিজ্ঞতা দান করবে।

এমব্রি কুইলের দিকে চোখ ঘোরাল।

'সেটা খুব একটা ঠিক মনে হচ্ছে না।' জ্যাকব তার মাথা নাড়ল।

'জ্যাকব, যদি আমি এটা কোন মেকানিকের কাছে নিয়ে যাই, সে আমার কাছ থেকে কত চার্জ নিতে পারে?' আমি নির্দিষ্ট বিষয়ে বললাম।

সে হাসল। 'ঠিক আছে, তোমার সাথে আমার একটা ডিল হচ্ছে।'

'আর চালানো শিখানোর কথা কিন্তু উল্লেখ করো নাই।' আমি যোগ করলাম।

কুইল এমব্রির দিকে চোখ ইশারা করল। ফিসফিস করে এমন কিছু বলল যেটা আমি ধরতে পারলাম না। জ্যাকবের হাত কুইলের মাথার পেছনে একটা চাটি মারল। 'এটাই তাই, বেরিয়ে যাও।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'না। সত্যিই আমাকে যেতে হবে।' আমি প্রতিবাদ করে দরজার দিকে এগুলাম। 'তোমার সাথে আগামীকাল দেখা হবে জ্যাকব।'

আমি তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই শুনতে পেলাম কুইল এবং এমব্রি একত্রে কোরাস ধরেছে 'ওয়াও। ওয়াও।

শব্দগুলো একটু পরেই 'আউচ' ও 'হেই, আউ'তে পরিণত হলো।

'যদি তুমি ছাড়া সেটা সেট করতে পার আমার এক বুড়ো আঙুলের উপর দাঁড়াব আগামীকাল...' আমি শুনতে পেলাম জ্যাকব তাদের ধমকাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল যখন আমি গাছপালার ভেতর দিয়ে হেটে এলাম।

আমি নিঃশব্দে মুখ চেপে হাসলাম। বিস্ময়ে আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। আমি হাসছিলাম। সত্যিই আমি হাসছিলাম। সেখানে কেউ সেটা দেখছিল না। আমি এতটাই হালকাবোধ করলাম যে আমি আবার হাসলাম। যাতে এই অনুভূতিটা আরো বেশিক্ষণ ধরে থাকে।

আমি চার্লির আগে বাড়িতে পৌঁছুলাম। চার্লি ভেতরে প্রবেশ করার সময়ে আমি কেবলমাত্র ফ্রায়েড চিকেন প্যান থেকে নামাচ্ছিলাম। এটা একটা পেপার টাওয়েলের উপর রাখছিলাম।

'হেই, বাবা।' আমি তার দিকে কপট হাসি দিলাম।

তিনি তার ভাবাবেগ প্রকাশ করার আগেই যেন একটা ধাক্কা খেলেন। 'হেই, হানি।' তার কণ্ঠস্বরে অনিশ্চয়তা। 'জ্যাকবের ওখানে বেশ মজা হয়েছে?

আমি টেবিলের উপর খাবারগুলো সাজাতে লাগলাম। 'হ্যাঁ, বেশ মজা করেছি।

'বেশ, সেটাই ভাল।' তিনি এখনও সতর্ক। 'তোমরা দুজনে মিলে কি করেছ?

এখন আমার সময় এসেছে সতর্ক হওয়ার। 'আমি তার গ্যারেজে ঢুকে গেলাম এবং তাকে কাজ করতে দেখলাম। তুমি কি জানো সে একটা ভক্সওয়াগন তৈরি করছে?

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় বিলি সেটা বলেছিল।

জেরা করা বন্ধ হয়ে গেল যখন চার্লি মুরগির রান চিবুতে লাগলেন। কিন্তু তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখের ভাব পড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ডিনারের পর, রান্নাঘর দুইবার ধোয়ামোছা করলাম। তারপর সামনের রুমে যেখানে বসে চার্লি টিভিতে হকি গেম দেখছিলেন সেখানে বসে ধীরে ধীরে আমার হোমওয়ার্ক করতে লাগলাম। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম যতক্ষণ পারা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চার্লি শেষ সময়টা লক্ষ্য করলেন। যখন আমি সাড়া দিচ্ছিলাম না তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাতপা টানটান করলেন এবং তারপর পেছনের লাইট অফ করে দিলেন। সাথে সাথে আমি তার পিছু নিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠার সময় আমি অনুভব করলাম গত সন্ধ্যের পর অস্বাভাবিক

অবস্থা থেকে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালর দিকে যাচ্ছে। আমি অহেতুক ভয় নিয়ে এতদিন বেঁচে ছিলাম সেইটার জায়গায় করে নিচ্ছে আনন্দময় অনুভূতি।

আমি এখন আর অবশ হয়ে পড়ছিলাম না। আজ রাতেও হয়তো হব না। কোন সন্দেহ নেই। আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কুঁকড়ে শুয়ে থাকলাম। আমি জোর করে চোখ বন্ধ করে কুঁচকালাম। এবং... পরবর্তী যে জিনিসটা আমি জানলাম, এটা ছিল সকাল।

আমি চমকে উঠলাম। হলদেটে রুপালি আলো আমার জানালা দিয়ে প্রবেশ করছে। আমি হতবুদ্ধ।

চার মাসের বেশি সময় পর প্রথমবারের মত, আমি কোনরকম স্বপ্ন দেখা ছাড়াই ঘুমিয়েছি। স্বপ্ন দেখা অথবা চিৎকার করা। আমি জানি না কোন আবেগটা বেশি শক্তিশালী- স্বস্তিকর অবস্থা নাকি শক।

আমি তখনও কয়েক মিনিট আমার বিছানায় শুয়ে থাকলাম, অপেক্ষা করলাম কিছু একটা আসার জন্য। কিছু একটা আসবেই। যদি যন্ত্রণাটা না ফিরে আসে অবশ করাটা আসবে। আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু কিছুই হলো না। আমি অনুভব করলাম অনেক সময় ধরে অনেক বেশি বিশ্রাম নেয়া হয়ে গেছে।

আমি এখনও পর্যন্ত এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। উঁচু কিনারায় দাঁড়ানোর মত একটা পিচ্ছিল অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে।

আমি সেই চিন্তাটা মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। আমি পোশাক পরলাম। জ্যাকবকে আজ আবার দেখতে যাচ্ছি। এই চিন্তাটা আমার মনকে পুরোপুরি ভরে ফেলল..আশাবাদী। হতে পারে এটা গতকালের মত একই রকম হবে। হতে পারে এটা আর আমার কাছে ততটা আর্কষণীয় নাও মনে হতে পারে...কিন্তু আমি এটাকে আর কোন মতেই বিশ্বাস করি না। এটা একই রকম বিশ্বাস—এতটাই সহজ গতকালের মত। আমি নিজেকে গতকালের মত আর অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না।

ব্রেকফাস্টের সময়ও চার্লি সর্তক থাকলেন। তিনি চেষ্টা করলেন তার জেরার ভাবটা লুকাতে, চোখ নামিয়ে ডিমের উপর রাখলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকিয়ে ছিলাম।

'আজ তুমি কি করতে চাচ্ছ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার হাতের জামার বোতাম লাগানোর দিকে নজর দিয়ে এমন ভাব করলেন যেন তিনি আমার উত্তরের দিকে কোন মনোযোগ দিচ্ছেন না।

'আমি আজ আবার জ্যাকবের সাথে থাকতে যাচ্ছি।

তিনি কোনরকম না তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'ওহ,' তিনি বললেন।

'তুমি কি কিছু মনে করলে?' আমি দুশ্চিন্তার ভান করলাম 'আমি থাকতে পারি..

তিনি তাড়াতাড়ি আমার দিকে তাকালেন। তার চোখে ভয়ের চিহ্ন। 'না, না। তুমি সেখানে যাও। হ্যারি আমার সাথে খেলা দেখতে যাচ্ছে, যাই হোক।

'হতে পারে হ্যারি বিলিকে একটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে।' আমি উপদেশ দিলাম। যত কম সাক্ষী হয় তত ভাল।

'সেটা একটা ভাল আইডিয়া।

আমি নিশ্চিত নই খেলার কথাটা বলাটা আমাকে বাইরে বের করার জন্য কিনা। কিন্তু তাকে এখন অনেক বেশি উত্তেজিত দেখাচ্ছে। তিনি ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি আমার রেইনকোট নিয়ে নিলাম। জ্যাকেটের পকেটে আমার চেক বই নেয়ার ব্যাপারে সচেতন হলাম। এটা এমন কিছু যেটা আমি কখনও ব্যবহার করি না।

বাইরে বৃষ্টি এমনভাবে ঝরছে যেন বালতি থেকে পানি ঢেলে দেয়া হচ্ছে। আমি যতটা আস্তে চালাতে চাচ্ছিলাম তার চেয়ে আস্তে চালাতে হচ্ছিল। আমার ট্রাকের সামনে খুব কম গাড়িই দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি জ্যাকবদের বাড়ির কাঁদা মাখা লেন দেখতে পেলাম। ইঞ্জিন বন্ধ করার আগেই সামনের দরজা খুলে গেল। জ্যাকব একটা বিশাল ছাতা নিয়ে দৌড়ে আমার কাছে চলে এল।

সে আমার গাড়ির দরজার সামনে ছাতা ধরল। আমি দরজা খুললাম।

'চার্লি ফোন করেছিল। বলল তুমি আমাদের বাড়ির পথে।' জ্যাকব দাঁত বের করে হেসে ব্যাখ্যা করল।

উত্তরে হাসি আমার মুখে ছড়িয়ে পড়ল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার গলার কাছে উষ্ণ বুদবুদ ছড়াচ্ছিল। যদিও আমার মুখের উপর বরফ শীতল বৃষ্টির পানি ঝরে পড়ছিল।

'হাই জ্যাকব।

'ভাল, ডাক বিলিকে উপরে ডাকার জন্য।' সে তার হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য।

আমি এতটা উপরে উঠে গিয়ে তার হাতে চাপড় মারলাম। সে হেসে উঠল।

হ্যারিকে কয়েক মিনিট পরেই বিলিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেখা গেল ।

জ্যাকব ব্রিফিং দেয়ার জন্য তার ছোট্ট রুমটাতে আমাকে নিয়ে গেল। যেখানে সে অপেক্ষা করছিল।

'তো কোথায় মিস্টার গুডরেন্স?' আমি জিজ্ঞেস করলাম যখন বিলির পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

জ্যাকব তার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ টেনে বের করল সমান করল। 'প্রথমে আমরা ডাম্প জিনিস দিয়ে শুরু করব। দেখব আমরা ভাগ্যবান কিনা। এইগুলো কিছুটা ব্যয়বহুল হবে।' সে আমাকে সর্তক করল। 'এই মোটরসাইকেলগুলো আবার চালাতে গেলে তাতে অনেক কাজ করতে হবে।' আমার মুখ ততটা উদ্বিগ্ন ছিল না। তাই সে বলে চলল 'আমি এখানে একশোর বেশি ডলার খরচের কথা বলছি।

আমি আমার চেক বই বের করে নিয়ে আসলাম। এটা দিয়ে নিজেকে বাতাস করলাম। তার দুশ্চিন্তার দিকে গোল গোল করে তাকালাম 'আমাদের হয়ে যাবে।

এটা খুব একটা অদ্ভুত রকমের দিন। আমি নিজেকে উপভোগ করলাম। এমনকি এই বৃষ্টি ভেজার মধ্যেও। ঝেড়ে আসা বৃষ্টি এবং গোড়ালি ডুবে যাওয়া কাঁদার মধ্যেও। আমি বিস্মিত প্রথমে যদি এটা মাত্র অবশ অবস্থা থেকে হারানোর প্রাথমিক শক হয়ে থাকে। কিন্তু আমি মনে করি না এটা এই ব্যাখ্যার জন্য অধিক কিছু।

আমি এখন যা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম তার অধিকাংশই জ্যাকবকে নিয়ে। এটা

এই জন্য নয় যে সে আমাকে দেখে সবসময়ই খুশি হয়। অথবা সে আমাকে তার চোখের কোণা দিয়ে লক্ষ্য করে না। অপেক্ষা করে আমার জন্য। এটা আমাকে নিয়ে কিছু নয়।

এটা জ্যাকব নিজেই। জ্যাকব সাধারণভাবেই একজন মন্ত্রমুগ্ধকর সুখী মানুষ। সে তার এই সুখীভাবটা সবসময় বহন করে চলে। এটা ভাগ করে নেয় যেই তার কাছাকাছি থাকে। যেন একটা পৃথিবীমুগ্ধ সুর্ভ। যেই তার আয়ত্বের মধ্যে আসুক না কেন জ্যাকব তাকে উষ্ণ রাখে। এটা তার মধ্যে স্বতস্ফুর্তভাবেই আছে। এটা তারই একটা অংশ। কোন বিস্ময় নয় এই কারণে তাকে দেখার জন্য আমি এত উদগ্রীব।

সে আমার ড্যাশবোর্ডের ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

'এখানকার স্টেরিও কি ভেঙে গেছে?' সে বিস্মিত।

'হ্যাঁ।' আমি মিথ্যে বললাম।

সে গর্তটার ভিতরে তাকাল। 'এটা কে খুলে নিয়েছে? সেখানে বেশ ক্ষতি হয়ে গেছে।

'আমি নিয়েছি।' আমি স্বীকার করলাম।

সে হাসল। 'হতে পারে তুমি এই মোটরসাইকেলটা খুব বেশি ব্যবহার করো নাই।

'সেটা কোন ব্যাপার নয়।'

জ্যাকবের কথামত, ডাম্পের ব্যাপারে আমরা বেশ সৌভাগ্যবান। সে কয়েকটা ধাতব জিনিস নিয়ে বেশ উত্তেজিত। সেগুলো সে পেয়েছে। আমি শুধু তাকে উৎসাহিত করে যাচ্ছিলাম। সে যা বলছিল তার পিঠে সায় দিয়ে গেলাম।

সেখান থেকে আমরা চেকার অটো পার্টসের দোকান হকিয়ামে গেলাম। আমার ট্রাক নিয়ে দুইঘণ্টা যাবৎ একটানা দক্ষিণ দিকের ফ্রিওয়ে দিয়ে চালিয়ে গেলাম। জ্যাকবের সাথে সময় বেশ ভালই কেটে যাচ্ছিল। সে তার স্কুল ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে বকবক করে চলেছিল। আমি নিজেও বেশ কিছু প্রশ্ন করলাম । এমন কি তার ভেতর কোন ভান ছিল না। সে যেটা বলছিল সেটার ব্যাপারে সত্যিকারের আগ্রহ ছিল।

'আমিই পুরো সময় ধরে বকবক করে চলেছি।' সে অনেকক্ষণ পর অভিযোগ করল। কুইলের একজন সিনিয়র গার্লফ্রেন্ডওকে নিয়ে প্রশ্ন করার পর। 'কেন তুমিও কিছু বলছো না? ফর্কে কি হয়? কি ঘটে চলে? এটা নিশ্চয় লা পুশের চেয়ে অনেক বেশি উত্তেজনাকর।

'ভুল'। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'সেখানে সত্যিকারেই কিছু নেই। তোমার বন্ধুরা আমার চেয়ে অনেক বেশি আর্কষণীয় মজার। আমি তোমার বন্ধুদের পছন্দ করি। কুইল বেশ মজার।

সে ভ্রু কুঁচকাল। 'আমার মনে হয় কুইলও তোমাকে পছন্দ করে।'

আমি হাসলাম। 'সে আমার চেয়ে এখনও কিছুটা ছোট।

জ্যাকবের ভ্রু কুঁচকানো আরো গভীর হলো। 'সে এখনও তোমার চেয়ে ততটা ছোট নয়। এটা মাত্র এক বছর কয়েক মাসের ব্যবধান।

আমার মনে হলো আমাদের আর কুইল সম্বন্ধে কথা বলা উচিত নয়। আমি কণ্ঠস্বর হালকা করলাম। 'নিশ্চয়। কিন্তু তুমি কি নারী ও পুরুষের ম্যাচুরিটির ভিন্নতার ব্যাপারটা ধরবে না? তুমি কি সেই ফাঁকের বছরগুলোকে গুনবে না? যেটাতে আমি তার চেয়ে বাগ

বছরের বড় মনে হয়?

সে হাসল। চোখ ঘোরাল। 'ঠিক আছে কিন্তু যদি তুমি তাকে পছন্দ করতে চাও তুমি তার মত গড়পড়তায় একই সাইজের। তুমিও ছোটখাট। আমি তাহলে তোমার চেয়ে দশ বছরের বেশি হব।

'পাঁচ ফুট চার সবচেয়ে গড়পড়তা।' আমি চোখ মটকালাম। 'এটা আমার দোষ নয় যে তুমি কিম্ভুতকিমাকার।

আমরা হকুইয়াম পর্যন্ত বয়সের ব্যাপারটা নিয়ে তর্কাতর্কি করতে করতে এগুলাম। সঠিক সুত্রটা বের করার হাস্যকর চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি দুবছর হারিয়েছি কারণ আমি জানি না কীভাবে একটা টায়ার চেঞ্জ করতে হয়। কিন্তু এক বছর ফিরে পেলাম আমার বুককিপিংয়ের দক্ষতার জন্য। চোকার যাওয়ার আগ পর্যন্ত এমনটি চলতে লাগল। তারপর জ্যাকব অন্যদিকে মনোযোগ দিল। আমরা তার তালিকায় যা কিছু আছে সবই খুঁজে পেলাম। জ্যাকব আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল যে তার ওটা তৈরির ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

তার পরের সময়টাতে আমরা লা পুশে ফিরে এলাম। আমি তেইশ কেজি আর সে তিরিশ কেজি জিনিস বহন করল। সে নিশ্চিতভাবে তার পক্ষে বেশি বহন করল।

আমি সেই কারণটা ভুলি নাই যে কারণে আমি এইসব করছি। এমনকি এখনও আমি নিজেকে অনেক বেশি উপভোগ করছিলাম। যেটুকু সম্ভব ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি। সেখানে আমার প্রকৃত আকাঙ্খার কোন প্রতিফলন ছিল না। আমি এখনও প্রতারণা করতে চাইছিলাম। এটা ছিল অনুভূতিহীন এবং আমি সত্যিই সেটার তোয়াক্কা করি না। আমি কিছুটা উদাসীন হয়েছিলাম যাতে আমি ফর্কে ফিরে সবকিছু গুছিয়ে নিতে পারি। জ্যাকবের সাথে সময় কাটানো আমার জন্য বিশাল কিছু, যতটা আমি আশা করেছিলাম তার চেয়েও।

বিলি এখনও ফিরে আসেনি। সুতরাং আমাদের আর এখন লুকোচুরির কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের জিনিসগুলো প্রকাশ্যে নামাতে কোন অসুবিধে নেই। আমরা আমাদের সব জিনিসপত্র জ্যাকবের টুলবক্সের পাশের প্লাস্টিকের উপর রাখলাম। জ্যাকব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দিল। এখনও সে কথা বলছে, হাসছে। তার আঙুলগুলো ধাতব জিনিসের উপর খেলে যাচ্ছে।

জ্যাকব এখনও দক্ষতার সাথে তার হাতের কাজ দেখিয়ে চলেছে। হাতগুলোকে কাজের জন্য অনেক বড়ো দেখাচ্ছিল। যখন সে কাজ করছিল তাকে দেখে বেশ তৃপ্ত, কৃতজ্ঞ মনে হচ্ছিল। যখন সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল, তার উচ্চতা এবং বিশাল পায়ের পাতার কারণে আমার কাছে তাকে বিপজ্জনক দেখাচ্ছিল।

কুইল আর এমব্রিকে দেখা গেল না। মনে হচ্ছে জ্যাকবের গতকালের হুমকি তারা সিরিয়াসলি নিয়েছে।

দিনটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। গ্যারেজের মুখের কাছটা অন্ধকার হয়ে গেল। যেটা আমি আশা করছিলাম। তারপর আমরা শুনলাম বিলি আমাদের ডাকছে।

আমি লাফিয়ে উঠে জ্যাকবকে জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলতে বললাম। দ্বিধাগ্রস্ত কারণ

আমি জানি না কোন জিনিসটা আমি নেব।

'এগুলো ছেড়ে দাও।' সে বলল। 'আমি এগুলো নিয়ে পরে আজ রাতে কাজ করব।'

'তোমার স্কুলের কাজ বা অন্য কিছু করতে ভুলো না।' আমি বললাম। এর জন্য নিজেকে কিছুটা দোষী মনে হলো। আমি চাই না সে কোন সমস্যার মধ্যে পড়ুক। পরিকল্পনাটা শুধু আমার জন্যই।

'বেলা?'

আমাদের দুজনের মাথা চকিতে ঘুরে গেল যখন আমি চার্লির পরিচিত গলার স্বর শুনতে পেলাম। সেটা গাছের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল। ধীরে ধীরে বাড়ির কাছাকাছি চলে আসছিল।

'ব্যস্ত।' আমি বিড়বিড় করে বললাম 'আসছে!' আমি বাড়িটির দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠলাম।

'যেতে দাও।' জ্যাকব হাসল, এই অবস্থাটাকে সে উপভোগ করছিল। সে হঠাৎ করে লাইট বন্ধ করে দিল এবং এক মুহূর্তের জন্য যেন আমি অন্ধ হয়ে গেলাম। জ্যাকব আমার হাত আঁকড়ে ধরল এবং গ্যারেজের দিকে নিতে লাগল। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে তার পা পরিচিত পথ সহজে খুঁজে পেল। তার হাত অমসৃণ এবং খুবই উষ্ণ।

এই পথে হেটেও অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমরা বাড়ির পথে এলাম। বাড়িটা নজরে এলে আমরা হেসে উঠলাম। হাসিটা শব্দ করে হল না। হালকা ভাসাভাসা টাইপের। কিন্তু তারপরেও এটা সুন্দর। আমি নিশ্চিত সে হিস্টিরিয়ার উপসর্গগুলো.খেয়াল করেনি। আমি আর হাসছিলাম না। একই সাথে ঠিক ও ভুলের দ্বৈত সত্ত্বা অনুভব করছিলাম।

চার্লি পেছনের ছোট্ট পোর্চে অপেক্ষা করছিলেন। বিলি অপেক্ষা করছিলেন দরজার পথে।

'হাই বাবা।' আমরা দুজনেই একসাথে দুজনের বাবাকে বললাম। সেটাতে আমাদের আবার হাসি শুরু হলো।

চার্লি চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছিলেন। জ্যাকবের হাত আমার হাতের মধ্যে এটাই তার দৃষ্টিতে ঘুরছিল।

'বিলি আজ ডিনারের জন্য আমাদের দাওয়াত করেছে।' চার্লি অন্যমনস্ক স্বরে আমাদেরকে এটা বললেন।

'আমার রাতের খাবারের গোপন রেসিপি হচ্ছে স্পার্গেটি। প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয়।' বিলি অভিসন্ধির স্বরে বললেন।

জ্যাকব নাক টানল 'আমি মনে করি না রঘুকে অনেক সময়ের জন্য আশে পাশে দেখা যায়নি।

বাড়িটা লোকজনে পূর্ণ হয়ে গেল। হ্যারি ক্লেয়ারওয়াট সেখানে ছিল। তার পরিবারও সাথে ছিল- তার স্ত্রী সু, ফরকসে যাকে আমি সেই শৈশব থেকেই চিনি। তাদের দুই সন্তান। লিহ আমার মত একজন সিনিয়র কিন্তু মাত্র এক বছরের। সে খুবই সুন্দরী-প্রকৃত উজ্বল রঙ, কালো চুল এবং প্রেমে আগেই বন্দি হয়ে আছে। সে তখন বিলির ফোনে ... ছিল যখন আমরা ভেতরে ঢুকলাম এবং সে সেটা ছাড়ছিল না। সেথের বয়স চৌদ্দ। ...

বোকা বোকা দৃষ্টিতে জ্যাকবের প্রতিটি শব্দ গিলছিল ।

কিচেন টেবিলে জায়গার তুলনায় আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলাম। ছোট জায়গা। সে কারণে চার্লি ও হ্যারি চেয়ার উঠোনে বের করে নিয়ে এলেন। আমরা স্পার্গোটি প্লেটে নিয়ে আমাদের কোলের উপর নিয়ে বসে খেলাম। তারা খেলাধুলা নিয়ে কথা বলছিলেন। হ্যারি আর চার্লি মাছ ধরার পরিকল্পনা করছিলেন। সু তার স্বামীকে কোলেস্টেরল বাড়া নিয়ে ঠাট্টা করছিলেন। তিনি চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। তাকে সবুজ এবং পাতা যুক্ত কিছু খেতে পরামর্শ দেয়া হলো। জ্যাকব বেশিরভাগ সময় আমার আর সেথের সাথে কথা বলছিল। সে আগ্রহের সাথে আমাদেরকে দেখছিল। চার্লি আমাদের দেখছিলেন, চেষ্টা করছিল এটা নিয়ে সন্দেহ না করতে। তিনি সন্তুষ্ট। কিন্তু তার চোখ সর্তক।

এটা ছিল জোরালো এবং বিভ্রান্তকর। সকলে সকলের সাথে কথা বলছিল। একজনের জোকসের হাসির কারণে অন্যের কথোপকথনে বাঁধা পড়ছিল। আমি প্রায় কোন কথাই বলছিলাম না। কিন্তু প্রচুর হাসছিলাম। কারণ আমি ভেতর থেকে তেমনটিই অনুভব করছিলাম।

আমি এখান থেকে যেতে চাইছিলাম না।

এই হচ্ছে ওয়াশিংটন। যদিও, এবং অনিবার্য বৃষ্টি হঠাৎ করে পার্টিটা ভেঙে দিল। বিলির লিভিংরুমটা এতটাই ছোট যে এই পার্টি সেখানে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব। হ্যারি চার্লিকে নামিয়ে দেবে। সুতরাং আমরা সবাই বাড়ি ফেরার জন্য আমার ট্রাকে উঠলাম। তিনি আমার আজকের দিনের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি সত্যটাই বলছিলাম—আমি জ্যাকবের সাথে পার্টস কেনা দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর ফিরে এসে সে গ্যারেজে কীভাবে কাজ করে সেটা দেখছিলাম।

'তুমি কি মনে করো তুমি তাড়াতাড়ি আবার এখানে আসবে?' তিনি বিস্মিত তারপরেও চেষ্টা করছেন স্বাভাবিক থাকার।

'আগামীকাল স্কুলের পরে।' আমি স্বীকার করলাম। 'আমি আমার হোম ওয়ার্ক করব। দুশ্চিন্তা করো না।'

'তুমি সেটা নিশ্চিত করবে।' তিনি আদেশ দিলেন, চেষ্টা করছেন তার স্বস্তিকে ছদ্মবেশে মুড়ে দিতে।

আমি নাভার্স হয়ে পড়লাম যখন আমরা বাড়িতে পৌছলাম। আমি উপরে যেতে চাইছিলাম না। জ্যাকবের উপস্থিতির সেই উষ্ণতা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল। তার অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্নতা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। আমি নিশ্চিত আমি পরপর দুইরাত শান্তিতে কাটাতে পারব না।

বিছানায় যাওয়ার আগে আমি ই-মেইল চেক করলাম। সেখানে মায়ের কাছ থেকে একটা নতুন ম্যাসেজ আছে।

তিনি তার দিনযাপন সম্বন্ধে লিখেছেন। একটা নতুন বুকক্লাব যেটা শুধুমাত্র মেডিটেশন ক্লাস নিয়েই ব্যস্ত তিনি সেটা বাদ দিয়েছেন। তার দিন যাচ্ছে স্কুল গ্রেডের কাজ করে। মিস করছেন তার কিন্ডারগার্ডেনকে। তিনি লিখেছেন ফিল তার নতুন

কোচিংয়ের চাকরিটা উপভোগ করছে। তারা ডিজনিওয়ার্ল্ডে আরেকটা দ্বিতীয় হানিমুন ট্যুর দেয়ার পরিকল্পনা করছে।

আর আমি লক্ষ্য করলাম গোটা জিনিসটাই যেন একটা জার্নালের রচনার মত। কাউকে চিঠি লেখার মত নয়। দুঃখবোধ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। একটা অস্বস্তিকর জীবনের কথা মনে করিয়ে দিল। আমি তার কেমন মেয়ে!

আমি তাড়াতাড়ি ই-মেইলের উত্তর দিলাম। তার চিঠির প্রতিটা অংশের ব্যাপারে। আমার নিজের থেকে বেশ কিছু তথ্য জানালাম। বিলের বাসায় রাতের স্পাগেটি পার্টির জানালাম। কীভাবে জ্যাকব কিছু ধাতব জিনিস দিয়ে একটা আস্ত কিছু দাঁড় করাচ্ছে সেটা দেখার কথা জানালাম। কিছুটা ঈর্ষান্বিতভাবে। বিগত কয়মাস আমার কীভাবে কেটেছে সে সম্বন্ধে মোটেই কোন রকম উল্লেখ করলাম না। আমি খুব কমই মনে করতে পারি কি আমি কয়েক সপ্তাহ আগে তার কাছে কি লিখেছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চিত এটা খুব একটা আবেগসুলভ কিছু ছিল না। যতই আমি এটা সম্বন্ধে ভাবছি ততই নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। আমি সত্যিই তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছি।

আমি তার পরে আরো একটা চিঠি তাকে লিখলাম। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হোমওয়ার্ক করে রাখলাম। কিন্তু ঘুম থেকে দূরে থেকে অথবা জ্যাকবের সাথে সময় কাটিয়ে নয়— আমি সবচেয়ে বেশি সুখী ছিলাম অন্য একটা কারণে। একটানা দু'রাত আমি সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন থেকে দূরে আছি।

আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠলাম। আমার চিৎকার বালিশের আড়ালে চাপা পড়ে গেল।

সকালের মৃদু নরম আলো পেছনের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। আমি তখন বিছানায় শুয়ে ছিলাম। চেষ্টা করছিলাম স্বপ্নটাকে মাথা থেকে ঝেঁড়ে ফেলতে। গতকাল রাতে খুব সামান্য একটা পাথর্ক্য ছিল। আমি সেটাতে মনোযোগ দিয়েছিলাম।

গতরাতের স্বপ্নে জঙ্গলে আমি একা ছিলাম না। স্যাম উলি— সেই লোকটা যে আমাকে জঙ্গলের মাটি থেকে টেনে তুলেছিল, যার কথা সচেতনভাবে আমি সে রাতে ভাবিনি—সেখানে ছিল। এটা একটা অদ্ভুত অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন। মানুষটার কালো চোখ অবন্ধুসুলভভাবে বিস্মিত হচ্ছিল। কোন একটা গোপন বিষয়ে পরিপূর্ণ যেটা সে আমার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছিল না। আমি তাকে চমকে দিলাম যখন সে আমার উন্মত্ত চিৎকার শুনতে পেল। এটা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল। সেখানে এত ভয়ের সবকিছু থাকা সত্ত্বেও ভয় পেলাম না। হতে পারে সেটা এইজন্য যে আমি সরাসরি তার দিকে তাকাচ্ছিলাম না। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে কাঁপছে এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হচ্ছে। যদিও সে এখনও কিছু করে নাই কিন্তু দাঁড়িয়েছিল এবং দেখছিল। বাস্তবের সেই সময়ের মত সে আমাকে কোন সাহায্যের জন্য অফার করেনি।

চার্লি ব্রেকফাস্টের সময় আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাকে পাত্তা না দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। আমার মনে হয় আমি এটা করতে পেরেছিলাম। আমি আশা করছিলাম না সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। আমি সম্ভবত জম্বির ফিরে আসার কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমি শুধু চেষ্টা করছিলাম এটা যাতে কোনমতে তাকে বিরক্ত না করে।

সর্বোপরি, আমি আবার জম্বির ফিরে আসা লক্ষ্য করব। দুটো দিন আমার সুস্থতার জন্য খুবই কম সময়।

স্কুলে তার বিপরীত। এখানে এখন আমি মনোযোগ দিচ্ছি। এটা নিশ্চিত কেউ এখানে আমাকে দেখছে না।

আমার মনে পড়ল ফর্ক হাইস্কুলে আমার আসার প্রথম দিনের কথা। কত সাহসের সাথে আমি সেখানে প্রবেশ করেছিলাম। এটা দেখে মনে হয় যেন কতটাই পরিবর্তিত।

এটা এমনটি যেন আমি সেখানে ছিলাম না। এমনকি আমার শিক্ষকদের চোখও আমার উপর থেকে সরে যাচ্ছিল যেন আমার সিটটা খালি।

আমি সারা সকাল ধরে সবকিছু শুনছিলাম। আমার চারপাশের লোকজনের কণ্ঠস্বর। আমি চেষ্টা করছিলাম সেগুলো ধরার, যে কি হতে চলেছে। কিন্তু সেই কথাবার্তাগুলো এত ছাড়া ছাড়া যে আমি সেটা বাদ দিলাম।

জেসিকা আমার দিকে তাকাল না যখন ক্যালকুলাস ক্লাসে আমি তার পাশে যেয়ে বসলাম।

'হেই জেস।' আমি খুব স্বাভাবিক ভাবেই বললাম। 'তোমার বাকি উইক্যান্ড কেমন কেটেছে?

সে আমার দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। সে কি এখনও আমার উপর রেগে আছে? অথবা সে কি আমার মত একজন উম্মুত্তকে নিয়ে খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছে?

'খুবই ভাল।' সে বইতে মনোযোগ দিতে দিতে বলল।

'সেটাই ভাল।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

তার ঠাণ্ডা শীতল আচরণ ও কথাবার্তায় কিছু সত্য বেরিয়ে আসছিল। আমি অনুভব করছিলাম গরম বাতাস মেঝের ফাঁকগুলো থেকে বের হচ্ছে। কিন্তু এখনও খুব ঠাণ্ডা। আমি চেয়ারে খুলে রাখা আমার জ্যাকেটটা নিয়ে আবার পরে ফেললাম।

আমার চতুর্থ ঘণ্টার ক্লাসে দেরি হয়ে গেল। যে লাঞ্চ টেবিলটাতে আমি সবসময় বসি আমি পৌছানোর আগেই ভর্তি হয়ে গেল। মাইক সেখানে ছিল। জেসিকা এবং এঞ্জেলা, কনার, টেইলার, এরিক, লরেন। কেট মার্শাল, সেই লাল মাথার জুনিয়র, যে আমাদের কর্ণারে বাস করে, সে এরিকের সাথে বসেছিল। অস্টিন মার্কস, ওই ছেলেটার বড় ভাই, যার মোটর সাইকেল আছে, তার পাশে বসে ছিল। আমি বিস্মিত তারা কতক্ষণ ধরে সেখানে বসে আছে। মনে করতে পারলাম না এটা কি প্রথম দিন বলেই, নাকি এটা প্রতিদিনের অভ্যাস। নিজের প্রতি মেজাজ খারাপ হতে শুরু করল।

আমি মাইকের পাশে গিয়ে বসলেও কেউ খেয়াল করল না। এমনকি চেয়ার অন্যখান থেকে টেনে নেয়া এবং তাতে শব্দ করে বসে পড়ার পরও সেদিকে কেউ মনোযোগ দিল না।

আমি চেষ্টা করছিলাম তাদের কথোপকথনের বিষয়বস্তু ধরতে।

মাইক আর কনার স্পোর্টস নিয়ে আলোচনা করছিল। কাজেই আমি তাদেরটা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিলাম।

'আজ বেন কোথায়?' লরেন এঞ্জেলাকে জিজ্ঞেস করল। আমি সেদিকে তাকালাম।

আগ্রহী। আমি বিস্মিত যদি সেইটার মানে হয় এঞ্জেলা আর বেন এখনও এক সাথে।

আমি লরেনকে যেন চিনতেই পারছিলাম না। সে তার চুল খাটো করে কেটে ফেলেছে। সে এতটাই ছোট করে চুল কাটিয়েছে যে পিছন দিক থেকে তাকে একটা বালকের মত দেখাচ্ছে। যেটা তার জন্য একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয় এর পিছনের কারণটা আমি জানি। তার চুলে কি কেউ গাম লাগিয়ে দিয়েছিল? সে কি এটা বিক্রি করে দিয়েছে? যেসব লোকের প্রতি সে খারাপ আচরণ করে তারা কি তাকে নোংরা অবস্থায় জিমনেসিয়ামের পিছনে দেখে ধরে ফেলেছে? চুল কেটে দিয়েছে? আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এটা আমার জন্য ভাল দেখায় না যে আমার মতামত নিয়ে আমি তাকে সুবিচার করছি। যতদুর জানি সে একজন ভাল মানুষে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছিল।

'বেনের পেটের সমস্যা হয়েছে।' এঞ্জেলা শান্ত অবিচল স্বরে বলল 'আশা করছি এটা মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাপার। সে সত্যিই গতরাতে অসুস্থ ছিল।

এঞ্জেলা তার চুলগুলো পরিবর্তন করে ফেলেছিল। সে তার মাপের চেয়ে বাড়িয়েছিল।

'তোমরা দুজনে এই উইকএন্ডে কি করে কাটালে?' জেসিকা জিজ্ঞেস করল। তার ভাব দেখে মনে হলো উত্তর শোনার তার দরকার নেই। আমি বাজি ধরতে পারি এটা মাত্র তার শুরুর একটা ডায়লগ যাতে সে তার নিজের উইকএন্ডের গল্পটা বলতে পারে। আমি বিস্মিত হব যদি সে পোর্ট এ্যাঞ্জেলে আমার সাথের ঘটনাটা বলে, যেখানে আমি মাত্র তার দুই সিট পরেই বসে আছি। আমি কি অদৃশ্য হয়ে গেছি যে কেউ আমার উপস্থিতিতে আমাকে নিয়ে আলোচনা করতে অস্বস্তিবোধ করছে না?

'আসলে আমরা শনিবার একটা পিকনিক পার্টিতে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু... আমরা আমাদের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলাম।' এঞ্জেলা বলল। তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা চূড়ান্ত ভাব ছিল যেটা আমি আগ্রহী হলাম।

জেস ততটা নয়। 'এটা খুব খারাপ কথা।' সে বলল। সে তার গল্প উপস্থাপন করতে যাচ্ছে। কিন্তু আমি শুধু মাত্র একজন না যে তার দিকে গভীর মনোযোগ দিচ্ছি।

'কি ঘটেছিল?' লরেন আগ্রহভাবে জিজ্ঞেস করল।

'বেশ।' এঞ্জেলা বলল, দেখে মনে হচ্ছে অনেক বেশি ইতস্তত করছে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে যদিও সে সবসময়ই একটু রিজার্ভ। 'আমরা উত্তরের দিকে যাচ্ছিলাম। যদিও সেখানে খুব গরম ট্রেইল থেকে এক মাইল এগিয়ে গেলেই খুব সুন্দর একটা স্পট আছে। কিন্তু যখন আমরা অর্ধেক পথ পেরুলাম... আমরা কিছু একটা দেখলাম।

'কিছু একটা দেখলে? কি?' লরেনের ধুসর চোখের পাতা উপরে উঠে গেল। এমনকি জেসও এখন মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

'আমি জানি না।' এঞ্জেলা বলল 'আমরা মনে করছি এটা একটা ভল্লুক। এটা ছিল কালো। যাইহোক, কিন্তু এটা দেখে মনে হয়...খুবই বড়।

লরেন নাক টানল। 'ওহ, তুমিই নও।' তার চোখজোড়া বিদ্রুপাত্মকভাবে ঘুরে গেল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার তাকে সন্দেহের পক্ষে যাওয়ার কোন দরকার নেই। সুস্পষ্ট

তার ব্যক্তিত্ব তার চুলের মত অতটা পরিবির্তিত হয়নি। ‘টেইলর আমাকে গত সপ্তাহে সেটা বলার চেষ্টা করেছিল।

‘তুমি রিসোর্টের কাছাকাছি কোন ভল্লুক দেখতে যাচ্ছ না।’ জেসিকা লরেনকে পাশ কাটিয়ে বলল।

‘সত্যিই!’ এঞ্জেলা নিচু স্বরে প্রতিবাদ করল। সে টেবিলের দিকে তাকিয়ে ছিল। ‘আমরা এটা দেখেছি।’

লরেন আবার নাক টানল। মাইক এখনও কনারের সাথে কথা বলে যাচ্ছে। আমাদের মত মেয়েদের দিকে কোন মনোযোগ দিচ্ছে না।

‘না, সে-ই ঠিক বলেছে।’ আমি অধৈর্যের সাথে বললাম। ‘আমরা একজন পর্বত আরোহীকে দেখেছিলাম, গত শনিবার যে ভল্লুকটা এঞ্জেল দেখেছিল। সে বলেছিল এটা খুবই বড় এবং কালো। আর এটা শহরের বাইরের পাশে, তাই কি সে বলেনি মাইক?

সেখানে এক মুহূর্তের নীরবতা। টেবিলের প্রতি জোড়া চোখ আমার দিকে ঘুরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নতুন মেয়ে কেটি মুখ এমনভাবে হা করে রেখেছিল যেন যেকোন মুহূর্তে সে একটা বিস্ফোরণ ঘটাবে।

‘মাইক?’ আমি বিড়বিড় করে বললাম। ‘তোমার সেই লোকের কথা মনে আছে যে ভাল্লুকের গল্প বলেছিল?

‘নিশ্চয়।’ মাইক এক সেকেন্ড পর বলে উঠল। আমি জানি না কেন সে আমার দিকে এতটা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিল। আমি কাজের সময় তার সাথে কথা বলি, তাই নয় কি? বলি কি? আমি ভেবেছিলাম যেহেতু...

মাইক ধাতস্থ হলো। ‘হ্যাঁ, দোকানে একজন লোক এসেছিল, যে বলছিল সে একটা বিশাল কালো ভাল্লুক দেখেছিল, ট্রেইলহেডের ডানদিকে। সেটা এত বড় যে একটা গ্রিজলির চেয়েও বড়।’ সে নিশ্চিত করল।

‘হুম।’ লরেন জেসিকার দিকে ঘুরে গেল। তার কাঁধ শক্ত হয়ে গেছে। সে বিষয় পরিবর্তন করল।

‘তুমি কি ইউএসসি ফেরার কথা শুনেছো?

প্রায় প্রত্যেকেই অন্যদিকে তাকাল। শুধু মাইক আর এঞ্জেলা ছাড়া। এঞ্জেলা আমার দিকে সচেতনভাবে একটু হাসল। আমি তাড়াতাড়ি হাসিটা ফিরিয়ে দিলাম।

‘তো, এই উইকএন্ডে তুমি কি করেছিলে বেলা?’ মাইক সতর্কতার সাথে কিছুটা অদ্ভুতভাবে জিজ্ঞেস করল।

লরেন ছাড়া প্রত্যেকেই পিছন ফিরে দেখল। আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

‘শুক্রবার রাতে জেসিকা আর আমি পোর্ট এঞ্জেলসে একটা ছবি দেখতে যাই। তারপর আমি শনিবার বিকেল এবং রবিবারের প্রায় সমস্ত দিন লা পুশে কাটাই।

চোখগুলো মুহূর্তের জন্য জেসিকার দিকে ঘুরে গেল। আবার আমার দিকে ফিরে এল। জেসিকাকে অধৈর্য দেখাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম সে চাইছিল না কেউ জানুক সে আমার সাথে গিয়েছিল। অথবা সে হয়তো নিজেই তার এই গল্পটা বলতে চেয়েছিল।

'তুমি কি ছবি দেখেছিলে?' মাইক হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'*ডেড এন্ড-জম্বি*র নিয়ে যে ছবিটা।' আমি উৎসাহের সাথে বললাম। বিগত মাসগুলো জম্বি নিয়ে আমি যেভাবে ভুগছি তার কিছুটা উপকার হতে পারে।

'আমি শুনেছি সেটা নাকি খুবই ভয়ের। তুমি কি তাই মনে করো?' মাইক এখনও কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ায় আগ্রহী।

'বেলা শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। সে এতটাই ভয় পেয়েছিল।' জেসিকা লজ্জাজনক হাসি দিয়ে কথার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আমি মাথা নোয়ালাম। চেষ্টা করছিলাম বিব্রত ভঙ্গি দেখাতে। 'এটা আসলেই খুব ভয়ের।'

মাইক আমাকে প্রশ্ন করা বন্ধ করল না যতক্ষণ না লাঞ্চ শেষ হলো। ধীরে ধীরে অন্যরাও আবার তাদের নিজস্ব কথাবার্তা আলোচনা শুরু করে দিল। যদিও তারা এখনও আমার দিকে মাঝে মধ্যে তাকাচ্ছিল। এঞ্জেলা বেশিরভাগ সময় মাইকের সাথে কথা বলছিল। যখন আমি আমার ট্রে পরিষ্কার করতে নিয়ে গেলাম সে আমার পিছু নিল।

'ধন্যবাদ।' সে খুব নিচু গলায় বলল যখন আমরা টেবিল থেকে দূরে।

'কিসের জন্য?'

'আমার পক্ষে, আমার সাথে কথা বলার জন্য।'

'না, ঠিক আছে।

সে আমার দিকে সর্তকতার সাথে তাকাল। কিন্তু মোটেই আক্রমণাত্মক দৃষ্টিতে নয়। হতে পারে সে তার প্রকৃতি হারিয়েছিল। 'তুমি ঠিক আছো তো?'

'পুরোপুরি নই।' আমি স্বীকার করলাম। 'কিন্তু আমি এখন আগের চেয়ে অনেকটা ভাল আছি।

'শুনে খুশি হলাম। ' সে বলল। 'আমি তোমাকে মিস করি।'

তারপর লরেন আর জেসিকা আমাদের পাশে চলে এল। আমি শুনতে পেলাম লরেন জোরে জোরে ফিসফিস করছে 'ওহ, কি ভালই না লাগছে, বেলা ফিরে এসেছে।'

এঞ্জেলা তাদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। আমার দিকে তাকিয়ে উৎসাহের হাসি দিল।

আমি লজ্জা পেলাম। এটা এমন যেন আমি সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করছি।

'আজ কত তারিখ?' আমি বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম।

'জানুয়ারির উনিশ।'

'হুম।'

'কি এটা?' এঞ্জেলা জিজ্ঞেস করল।

'গতকাল আমার এখানে আসার একবছরপূর্ণ হয়েছে।' আমি বিস্মিতভাবে বললাম।

'খুব বেশি কিছু পরিবর্তন হয় নাই।' এঞ্জেল বিড়বিড় করে বলল। তারপর লরেন আর জেসিকার দিকে গেল।

'আমি জানি।' আমি একমত হলাম। 'আমি শুধু সেই একই বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম।'

সাত

এই জঘন্য ব্যাপারটা যে কি সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। আমি এখানে কি করছি।

আমি কি আবার নিজেকে জম্বির হতচেতন অবস্থার মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি? আমি কি আবার নির্যাতনকে উস্কে দিচ্ছি? আমার এখনই সোজা লা পুশে যাওয়া উচিত। আমি জ্যাকবের আশেপাশে খুবই স্বস্তিবোধ করি। এটা যদিও কোন স্বাস্থ্যকর ব্যাপার নয়।

কিন্তু আমি লেনের মধ্য দিয়ে চালিয়ে যেতে থাকলাম। গাছগুলোর ভেতর দিয়ে। গাছগুলো ঝুঁকে পড়ে একটা ট্যানেলের সৃষ্টি করেছে। আমার হাত কাঁপছিল। সুতরাং আমি স্টিয়ারিং হুইলে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ছিলাম।

আমি জানতাম দুঃস্বপ্নের কারণে আমার এমনটি হচ্ছে। এখন আমি সত্যিকারের জাগ্রত। এই স্বপ্নটা আমাকে দুর্বল করতে পারবে না।

সেখানে খোঁজ করার জন্য কিছু একটা ছিল। অমনোযোগী এবং অসম্ভব। বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সে সেখানের বাইরে ছিল। অন্য কোথাও। আমি সেটা বিশ্বাস করি।

অন্য অংশটা হলো পুনারাবৃত্তির সেই অদ্ভুত সেন্স। যেটা আমি আজ স্কুলে অনুভব করেছিলাম। আজকের তারিখটার কাকতালীয় ব্যাপার নিয়ে। অনুভূতিটা ছিল আমি আবার শুরু করতে যাচ্ছি। সম্ভবত সেই পথে আমার প্রথম দিন যেভাবে চলে গিয়েছিল। ক্যাফেটেরিয়ায় সেই বিকালে আমি সত্যিই সবচেয়ে অসম্ভব মানুষ ছিলাম।

শব্দগুলো একঘেয়ে স্বরে আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। যেন আমি সেগুলো শোনার পরিবর্তে পড়ছিলাম।

এটা এমন হবে যেন আমার কখনও অস্তিত্ব ছিল না।

আমি নিজের সাথে মিথ্যে বলছিলাম। কারণগুলো খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়ে যেটা দুইভাগে আসছিল। আমি সবচেয়ে শক্তিশালী মোটিভেশন প্রবেশ করাতে চাইছিলাম না। কারণ এটা মানসিকভাবে অদৃশ্য।

সত্যটা হলো আমি তার কণ্ঠস্বর আবার শুনতে চাইছিলাম। যেমনটি শুক্রবার রাতে আমার একটা শক্তিশালী মতিভ্রম হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তার কণ্ঠস্বর আমার অন্যান্য অংশ হতে এসেছিল। যখন তার কণ্ঠস্বর নিশ্চিত সুপষ্ট এবং মধুর, শ্রুতিধর আমার স্মৃতিতে যেটা আছে তার চেয়েও। আমি সেটা কোনরকম যন্ত্রণা ছাড়াই স্মরণ করতে পারি। এটা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে না। যন্ত্রণা আমাকে ধরে ফেলে যখন আমি নিশ্চিত এটা আমাকে ভোগাবে। কিন্তু সেই দীর্ঘ মুহূর্তগুলো আমি শুনতে পাই। আবার তাকে যেটা প্রতিরোধ যোগ্য নয়। আমার কোন একটা পথ খুঁজতে হবে, এই অভিজ্ঞতাটা আবার পাওয়ার জন্য...অথবা হতে পারে সবচেয়ে ভাল শব্দ হচ্ছে সেই অধ্যায়টা।

আমি আশা করছি যে ডেজাভু হচ্ছে সেই চাবিটা। সুতরাং আমি তার বাসায় যাচ্ছি, এমন একটা জায়গা যেখানে আমি আমার জন্মদিনের পার্টির পর আর যাইনি। সেই দুভার্গ্যজনক ঘটনার পর থেকে বেশ কয়েক মাস আগে।

ঘন জঙ্গলের মত জায়গাটার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলাম। চালাচ্ছিলাম তো

চালাচ্ছিলাম। আমি আরো জোরে যেতে শুরু করলাম। কিছুটা অধৈর্য। কতক্ষণ ধরে আমি চালাচ্ছিলাম? এখন কি সেই বাড়িতে আমি পৌঁছাতে পারব না? সেই লেনটা এতটা জঙ্গলে ঢাকা যে এটা এতটা বেশি পরিচিত নয়।

যদি আমি সেটা খুঁজে না পাই তাহলে কি হবে? আমি কাঁপছিলাম। যদি সেখানে তেমন কোন প্রমাণ না পাই তাহলে কি হবে?

তারপর সেখানে একটা গাছ ভাঙ্গা দেখলাম, যেটা আমি খুঁজছিলাম। এটা এর আগে কখনও এমনভাবে নজর করিনি। গাছের ফুল এখানে তেমনভাবে ছড়াইনি যেমনটি এরকম অরক্ষিত জায়গায় ছড়িয়ে থাকে। উঁচু উঁচু ফার্ণ গাছ বাড়িটার চারিদিকে। সিডার গাছও গায়ে গায়ে লেগে আছে। এমনকি বিস্তৃত পোর্চেও। এটা এমন যেন লনটা সবুজ পালকওয়ালা গাছপালার স্রোতে ভেসে গেছে— ডুবে গেছে কোমর পর্যন্ত।

বাড়িটা সেখানে ছিল। কিন্তু এটা সেই আগের মত নয়। যদিও বাইরের থেকে কোন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। সেই ফাঁকা জানালাগুলো দিয়ে শূন্যতা হাহাকার করছিল। এটা ছিল ভয়ংকর। যখন আমি এই সুন্দর বাড়িটা প্রথম দেখি তার তুলনায়। এটা দেখতে এমনটি হয়েছিল যেন ভ্যাম্পায়ারদের জন্য উপযুক্ত বাড়ি।

আমি গাড়ির ব্রেক কষলাম। চারিদিকে তাকালাম। ভেতরে যাব, ভয় ভয় লাগছিল।

কিন্তু কোন কিছুই ঘটল না। আমার মাথার ভেতরে কোন কণ্ঠস্বর নেই।

সুতরাং আমি আবার ইঞ্জিন চালু করে ফার্ণের সমুদ্রের মধ্য থেকে বের হয়ে এলাম। হতে পারে, শুক্রবারের রাতের মত, যদি আমি সামনে এগিয়ে যেতাম...

আমি শূন্য মুখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। আমার ট্রাক পিছনে গর্জন করতে থাকল। পোর্চের সিঁড়ির কাছে পৌঁছে থামলাম। কারণ এখানে কিছুই ছিল না। তাদের উপস্থিতির কোনরকম অনুভূতি...আমার এই উপস্থিতিতে। বাড়িটা কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এটা খুব অল্প কিছু বোঝায়। এটার কংক্রিটের বাস্তবতা আমার দুঃস্বপ্নের সাথে কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

আমি আর খুব কাছে গেলাম না। আমি দেখতে চাইছিলাম না জানালার ভেতর দিয়ে। আমি নিশ্চিত নই কোনটা দেখতে সবচেয়ে কঠিন হবে। যদি কক্ষগুলো খালি থাকে, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত শূন্যতার প্রতিধ্বনি হয়। সেটা তাহলে আমার জন্য যন্ত্রণার হবে। আমার দাদীমার শেষকৃত্যের মত, যখন আমার মা আমাকে জোর করে সেই সব দেখা থেকে বাইরে রেখেছিল। তিনি বলেছিলেন সেই অবস্থায় দাদীমাকে দেখার দরকার নেই। তাকে স্মরণ কর বেঁচে থাকার স্মৃতিতে।

কিন্তু এটাই কি সবচেয়ে খারাপ হবে না যদি না সেখানে কোন পরিবর্তন থাকে? যদি কোচগুলো সেখানে থাকে যেখানে আমি দেখেছিলাম চিত্রকর্মগুলো দেয়ালে— খারাপভাবে আছে, পিয়ানোটা তার নিচু প্লাটফর্মে? এটা হতে পারে সেকেন্ডের ব্যাপার যে বাড়িটা একত্রে মুছে যাবে দেখাতে সেখানে কোনরকম কিছু নেই। সবকিছু মনে করিয়ে দিয়ে, অস্পর্শ এবং ভুলে যাওয়া, তাদের পিছনে।

শুধু আমার মতই।

আমি ফিরে এলাম শূন্যতা নিয়ে। তাড়াতাড়ি ট্রাকে ফিরে এলাম। আমি প্রায় দৌড়ে

এলাম। আমি যাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন। তাড়াতাড়ি মানুষের জগতে ফিরে যাওয়ার জন্য। আমি জঘন্যভাবে শূন্যতাবোধ করছিলাম। আমি জ্যাকবকে দেখতে চাইছিলাম। হতে পারে আমার আবার নতুন এক প্রকারের অসুস্থতায় ধরেছে। আরেকটা আসক্তি। আগের সেই অবশকারী অবস্থার মতই। আমি কিছুর তোয়াক্কা করি না। আমি ট্রাকটা নিয়ে এত জোরে চালিয়ে বেরিয়ে এলাম যে বলার অপেক্ষা রাখে না।

জ্যাকব আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার সহজে শ্বাস নেয়া সম্ভব হলো।

'হেই, বেলা।' সে ডাকল।

আমি স্বস্তির সাথে হাসলাম। 'হেই জ্যাকব।' আমি বিলিকে দেখলাম। তিনি জানালা দিয়ে আমাকে দেখছিলেন।

'চল, কাজের দিকে যাওয়া যাক।' জ্যাকব খুব নিচু কিন্তু আগ্রহান্বিত গলায় বলল।

যেভাবে হোক আমি হাসতে পারলাম। 'তুমি সত্যিই আমাকে দেখে অসুস্থ হয়ে পড়নি?' আমি বিস্মিত। সে অবশ্যই নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করবে আমি তার সঙ্গ পাওয়ার জন্য কতটা বেপরোয়া।

জ্যাকব তার বাড়ির পাশে গ্যারেজের দিকে আগে আগে এগিয়ে চলল।

'না। এখনও পর্যন্ত না।'

'দয়া করে সত্যিই বলো কখন আমি তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলতে শুরু করব। আমি কখনও তোমাকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।

'ঠিক আছে।' সে হাসল। অন্যরকম স্বরে, 'আমি সেজন্য তোমাকে দমবন্ধ অবস্থায় রাখতে পারি না।

আমি গ্যারেজের দিকে হেটে গেলাম। লাল মোটর সাইকেলটাকে দাঁড় করানো দেখে একটা বড় রকমের ধাক্কা খেলাম। একগাদা ধাতব জঞ্জালের স্তুপের পরিবর্তে এটা এখন একটা মোটর সাইকেলের মত দেখাচ্ছে।

'জ্যাক, তুমি বিস্ময়কর।' আমি শ্বাস নিলাম।

সে আবার হাসল। 'আমি যখন কোন কাজ হাতে পাই আমি ঘোরের মধ্যে থাকি।' সে কাঁধ ঝাকাল। 'যদি আমার মাথায় ঘিলু থাকে আমি সেটাকে বের করে নিয়ে আসি।

'কেন?

সে নিচের দিকে তাকাল। অনেক সময় ধরে সেভাবে থাকল যাতে আমার মনে হলো সে হয়তো আমার প্রশ্ন শুনতে পায় নাই। শেষ পর্যন্ত সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'বেলা, যদি আমি তোমাকে বলি আমি এই মোটরসাইকেল ঠিক করতে পারব না, তুমি তাহলে কি বলবে?

আমি সাথে সাথে সঠিক কোন উত্তর দিতে পারলাম না। সে আমার অনুভূতিটা উপভোগ করল।

'আমি বলতে চাই...সেটা খুব খারাপ। কিন্তু আমি বাজি ধরতে পারি আমরা কিছু একটা বের করে নিয়ে আসতে পারব। যদি আমরা সত্যিকারের বেপরোয়া হই, আমরা এমনকি হোমওয়ার্কও করতে পারব।

জ্যাকব হাসল। তার কাঁধ সহজ হলো। সে বাইকের পাশে বসে পড়ল। একটা রেঞ্চ তুলে নিল। 'তো তুমি ভাবছ আমার কাজ শেষ হয়ে গেলেই তুমি এখানে আর আসবে না, তারপর?

'আমি কি সেটাই বুঝাতে চাইছি নাকি?' আমি মাথা নাড়লাম। 'আমি ধারণা করছি আমি তোমার যান্ত্রিক দক্ষতার উপর সুযোগ নিচ্ছি। কিন্তু যত্দিন তোমার এটা হয়ে যাবে। তারপরেও আমি এখানে আসব।

'আশা করছ তুমি কুইলকে আবার দেখতে পাবে?" সে টিজ করল।

'তুমি বুঝতে পেরেছো?'

সে হাসল। 'তুমি সত্যি আমার সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করো?' সে আনন্দিত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'খুব, খু-উ-ব। আমি এটা প্রমাণ করে দেব। আমাকে কাল কাজে যেতে হবে। কিন্তু বুধবারে আমরা এমন কিছু করব যেটার সাথে যান্ত্রিক জিনিসের কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

'কিসের মত?'

'আমার কোন ধারণা নেই। আমরা আমাদের বাড়িতে যেতে পারি যাতে তুমি আবেগতাড়িত না হয়ে পড়। তুমি তোমার স্কুলের কাজ নিয়ে যেতে পার। তুমি সেটাতে আমার পিছনে থাকবে। কারণ আমি জানি কি।

'হোমওয়ার্ক করা একটা ভাল আইডিয়া হতে পারে।' তার মুখ প্রফুল্ল দেখাল। আমি বিস্মিত কীভাবে সে আমার সাথে থাকার জন্য ব্যস্ত।

'হ্যাঁ।' আমি সম্মত হলাম। 'আমাদের মাঝে মাঝে দায়িত্ব সচেতন হওয়া উচিত। না হলে বিলি এবং চার্লি এই বিষয়গুলো সহজভাবে নিবে না।' আমি এটা অনুমান করলাম তারা দুজন আমাদের এই একাকীত্বকে কীভাবে দেখছে। সে এটা পছন্দ করল। সে আনন্দিত হলো।

'সপ্তাহে একদিন হোমওয়ার্ক?' সে প্রস্তাব দিল।

'সবচেয়ে ভাল হয় এটাকে যদি আমরা সপ্তাহে দুদিন করি।' আমি উপদেশ দিলাম। ভাবছিলাম সেই স্তুপের কথা যেগুলোর এ্যাসাইনমেন্ট আমি আজ পেয়েছি।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সে তার টুলবক্সের কাছে গেল। একটা দোকানের ব্যাগ টেনে নিল। সে সোডার দুইটি ক্যান বের করল। একটার মুখ খুলল এবং সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। সে দ্বিতীয়টা খুলল এবং নিজে মুখে দিল।

'সেখানেই দায়িত্বপরায়ণতা।' সে টোস্ট করল।' সপ্তাহে দুদিন।'

'এবং এর মাঝের বাকি দিনগুলো দায়িত্বহীন এলোমেলো।' আমি জোর দিলাম।

সে মুখ ভেঙচাল এবং তার ক্যান আমারটার সাথে ছোয়াল।

আমি পরিকল্পনা করেই দেরিতে বাড়ি পৌছালাম। আমার জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে চার্লি একটা পিজার অর্ডার দিয়েছেন। তিনি আমাকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দিলেন না।

'আমি কিছু মনে করিনি।' তিনি আশস্ত করলেন। 'যাই হোক, তুমি এইসব রান্নাবান্নার ঝামেলা থেকে একটু ব্রেক আশা করেছিলে।

তিনি জানতেন আমি এখনও পর্যন্ত একজন সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের মত আচরণ করছি। তিনি সেই অবস্থার নৌকাকে মোটেই ধাক্কা দিতে চান না।

হোমওয়ার্কের আগে ই-মেইল চেক করলাম। সেখানে রেনের কাছ থেকে একটা মেইল-আছে। অনেক লম্বা মেইল। মা আমার দেয়া প্রতিটা ঘটনার ডিটেলস লিখেছে, যাতে আমি আজকের দিনের আরেকটা ক্লান্তিকর বর্ণনা দেই। সবকিছুই দেয়া যাবে কিন্তু মোটরসাইকেলের ব্যাপার নয়। এমন কি সদ্য হাস্যমুখি রেনেও এই ব্যাপারে আমাকে সর্তক করবে।

মঙ্গলবারের স্কুল ভাল মন্দ মিশিয়ে কাটল। এঞ্জেলা এবং মাইক আমার ফিরে আসার কারণে উষ্ণ অর্ভ্যথনা জানাল। আমার দিকে এত সদয়ভাবে ছিল যেটা গত কয়েক মাসে ছিল না। জেস আগের চেয়ে আরো বেশি প্রতিরোধমূলক। আমি বিস্মিত সেই পোর্ট এঞ্জেলা ঘটনার কারণে তাকে একটা আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে কিনা।

মাইক আগের মতই এবং কাজের মধ্যেই আলাপ চালিয়ে যায়। সে সেমিস্টারের কাজের চেয়ে কথা বলেই বেশি সময় নষ্ট করে। উষ্ণ অর্ভ্যথনা জানানো এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। আমি দেখতে পেলাম আমি আবার আগের মত হাসছি। তার সাথে হেসে কথা বলছি। যদিও এটা জ্যাকবের সাথে যতটা সহজে হয় ততটা সহজ নয়। এটা দেখতে অনেক ক্ষতিহীন মনে হয়।

মাইক জানালায় 'বন্ধ' নোটিশ টাঙিয়ে দিল যখন আমি আমার ভেস্ট ভাঁজ করতে শুরু করলাম। সে সেটা কাউন্টারের নিচে ঢুকিয়ে দিলাম।

'আজ রাতটা বেশ মজার।' মাইক আনন্দের সাথে বলল।

'হ্যাঁ।' আমি একমত হলাম। যদিও আমি সন্ধ্যেটা গ্যারেজে কাটাতেই বেশি স্বাছন্দ্য বোধ করি।

'এটা খুব খারাপ হয়েছে যে তুমি গত সপ্তাহের ছবিটা শেষ না দেখে বেরিয়ে গিয়েছিলে।'

তার এই লাইনে কথা বলার কারণে আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত। আমি কাঁধ ঝাকালাম। 'আমার কিছুটা সমস্যা হয়েছিল, আমি অনুমান করছি।

'যেটা আমি বুঝাতে চাইছি, তোমার উচিত একটা ভাল ছবি দেখা। যে রকম তুমি উপভোগ কর।' সে ব্যাখ্যা করল।

'ওহ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। এখনও দ্বিধান্বিত।

'যেমনটি হতে পারে এই শুক্রবারে। আমার সাথে। আমরা একসাথে এমন কিছু দেখতে পারি যেটা মোটেও ভয়ের নয়।'

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

আমি মাইকের সাথে এইসব বিষয় নিয়ে ঝামেলায় যেতে চাইছিলাম না। এমনকি তখনও নয় যখন সেই একমাত্র ব্যক্তি যে আমার প্রতি উন্মাদ ধারণা পোষণ করার

পরিবর্তে ক্ষমা করতে আগ্রহী। কিন্তু যেটা খুব পরিচিতের মত লাগে। যেন গতবছর জীবনে আসে নি। আমি আশা করছি জেসের কাছে এই সময়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

'এটা কি ডেটের মত?' আমি সৎভাবে জিজ্ঞেস করলাম। হয়তো নিষ্পত্তির জন্য এটাই সবচেয়ে ভাল পন্থা।

সে আমার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করল। 'যদি তুমি চাও। কিন্তু এটা আসলে সেই টাইপের কিছু হবে না।'

'আমি ডেট চাই না।' আমি ধীরে ধীরে বললাম। উপলব্ধি করছিলাম এটা কতটা সত্য। গোটা জগতটাই যেন মনে হয় একটা অসম্ভব ব্যাপার।

'শুধুই বন্ধুর মত?' সে পরামর্শ দিল। তার নির্মল নীল চোখ এখন আর ততটা উৎসুক্য নয়। আমি আশা করছিলাম সে সত্যিকারে ভেবেছিল যেভাবে হোক আমরা বন্ধু হতে পারি।

'সেটা খুব মজার হবে। কিন্তু আমি প্রকৃতপক্ষে এই শুক্রবারের পরিকল্পনা করে ফেলেছি। তো সেটা হতে পারে পরের সপ্তাহে?

'তুমি কি করতে যাচ্ছ?' সে স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করল। আমি তার কাছ থেকে সেটাই আশা করেছিলাম।

'হোমওয়ার্ক। আমার...একজন বন্ধুর সাথে পড়াশুনা নিয়ে একটা সেশনে বসার কথা আছে।

'ওহ, ঠিক আছে। হতে পারে এটা সামনের সপ্তাহে।

সে আমার সাথে সাথে আমার গাড়ির কাছে এল। আগের চেয়ে কম উচ্ছাস নিয়ে। এটা আমাকে পরিষ্কারভাবে মনে করিয়ে দিল ফর্কে আমার প্রথম মাসের কথা। আমি সবার সাথে মিশে ছিলাম। আর এখন এটা একটা প্রতিধ্বনির মত। একটা শূন্য প্রতিধ্বনি।

পরের রাতে, চার্লি সামান্যতম বিস্ময়ের ভাব দেখালেন না যখন জ্যাকবকে আমার সাথে দেখতে পেলেন। আমরা লিভিং রুমের মেঝেতে বইখাতা ছড়িয়ে হোমওয়ার্ক করছিলাম। সুতরাং আমি ধারণা করেছিলাম তিনি আর বিলি আমাদের আড়ালে আমাদের নিয়ে কথা বলেছেন।

'হেই তোমরা!' তিনি বললেন। তার চোখ রান্নাঘরের দিকে। সন্ধ্যের দিকে আমার বানানো ল্যাসগুনার ঘ্রাণ ভেসে আসছিল। সেটা আমি বানিয়েছিলাম। জ্যাকব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। আমি সেটা ভাল করার চেষ্টা করেছিলাম।

জ্যাকব ডিনারের জন্য থাকল। একটা প্লেটে বিলির জন্য বাসায় নিয়ে নিল। সে আবার আমার বয়সের মাপকাটি দিয়ে বিচার করে আরো একবছর বাড়িয়ে দিল আমার অসাধারণ রান্নার জন্য।

শুক্রবার গ্যারাজে কাটালাম। শনিবারে আমার স্কুলের পর নিউটনের ওখানে আমার শিফট থেকে ফিরে আবার হোমওয়ার্ক নিয়ে বসলাম। চার্লি এসব দেখে খুব নিরাপত্তা বোধ করছিলেন। সে কারণে তিনি হ্যারির সাথে তার মাছ ধরা নিয়ে সময় কাটাতে গেলেন। যখন ফিরে এলেন, আমাদের সব করা হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের বেশ খারাপ

এবং পরিণত লাগছিল। আমরা ডিসকভারি চ্যানেলে মনস্টার গ্যারেজ দেখছিলাম।

'আমার সম্ভবত এখন যাওয়া উচিত।' জ্যাকব শ্বাস ফেলল। 'আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে দেরি হয়ে গেছে।'

'ওকে, ঠিক আছে।' আমি বললাম 'আমি তোমাকে বাসায় পৌছে দেব।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় হাসল- দেখে মনে হলো সে খুশি হয়েছে।

'আগামীকাল, কাজে ফিরে যাও।' আমি বললাম ততক্ষণে আমরা নিরাপদে ট্রাকের কাছে চলে এসেছি। 'কোন সময়টা তুমি আমাকে সেখানে আসতে বলতে চাও?

সেখানে একটা অব্যাখ্যাত উত্তেজনা ফুটে উঠল। তার হাসির মধ্যে অন্য কিছু। 'আমি তোমাকে আগে ফোন করব। ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়।' আমি ভ্রু কুঁচকালাম। বিস্মিত কি ঘটতে চলেছে। তার হাসি বিস্তৃত হলো।

পরদিন সকালে আমি বাড়ি পরিষ্কার করলাম। জ্যাকবের ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আর চেষ্টা করছিলাম সর্বশেষ দু'ঘন্টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে। দৃশ্যাবলি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। গতরাতে একটা বিশাল ফার্ণের সমুদ্রের মধ্যে নিজেকে দেখে বিস্মিত হলাম। সেখানে প্রচুর পরিমাণে হেমলক গাছ। সেখানে আর কিছুই ছিল না।

আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। উদ্দেশহীন একাকী। কিছু খুঁজছিলাম না। আমি চাইছিলাম নিজেকে লাথি কষাতে গত সপ্তাহের বোকার মত মাঠের ভেতর দিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি সচেতনভাবে মন থেকে স্বপ্নটা ঝেড়ে মুছে ফেললাম। আশা করছি এটা কোথায় তালাবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং আবার বেরিয়ে আসবে না।

চার্লি বাইরের দিকটা পরিষ্কার করছিলেন। সুতরাং যখন ফোন বাজল আমি টয়লেট ব্রাশটা হাত থেকে ফেলে নিচে দৌড়ে এলাম।

'হ্যালো?' আমি হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম।

'বেলা,' জ্যাকব বলল, একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক স্বর তার কণ্ঠস্বরে।

'হেই জ্যাক।'

'আমি বিশ্বাস করি... আমাদের একটা ডেটের কথা ছিল।' সে বলল, তার গলার স্বরে যেন অন্য কিছু ভর করেছে।

এটা এক সেকেন্ড সময় লাগল ব্যাপারটা কি বুঝতে। 'সেগুলো হয়ে গেছে? আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।' কি উপযুক্ত সময়ে! আমার দরকার এরকম কিছু যেটা দিয়ে আমি দুঃস্বপ্ন এবং কিছু না করার থেকে মুক্ত হতে পারি।

'হ্যাঁ। সেগুলো চলছে। এবং সবকিছুই।'

'জ্যাকব, কোন সন্দেহ ছাড়াই, তুমি সত্যিকার অর্থে অবিশ্বাস্য কাজ করেছ। আমি যাদেরকে জানি তার মধ্যে তুমি সবচেয়ে মেধাবী এবং সবচেয়ে আশ্চর্য মানুষ। তুমি শুধু এইটার জন্য দশবছর বেশি পেয়ে যাচ্ছ।

'শান্ত হও। আমি এখন তাহলে মধ্যবয়সী!

আমি হাসলাম। 'আমি এখনই আসছি।'

আমি বাথরুমের কন্টেইনারে আমার পরিষ্কার করার জিনিস ছুড়ে দিলাম। জ্যাকেট

বের করলাম।

'জ্যাককে দেখতে যাচ্ছ।' আমি পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় বাবা জিজ্ঞেস করলেন। এটা আসলে কোন প্রশ্ন ছিল না।

'হ্যাঁ।' আমি ট্রাকে লাফ দিয়ে উঠতে উঠতে বললাম।

'আমি এর পরে স্টেশনে থাকব।' চার্লি আমাকে ডেকে বললেন।

'ঠিক আছে।' আমি প্রতি উত্তরে চেচালাম। চাবি ঘুরালাম।

চার্লি আরো কিছু বলছিলেন কিন্তু আমি ইঞ্জিনের গর্জনের কারণে সেটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম না। এটা শুনতে কতটা এমনটা মনে হলো, 'আগুন কোথায়?

আমি ব্লাকের বাড়ির পাশে ট্রাক পার্ক করে রাখলাম। গাছের কাছাকাছি রাখলাম যাতে এটার পাশ দিয়ে সহজেই বাইকগুলোকে বের করে নেয়া যায়। আমি বেরিয়ে আসতেই রঙের একটা ধাক্কা আমার চোখে লাগল। দুইটা উজ্জল রং এর মোটরসাইকেল, একটা লাল, অন্যটা কালো, ছাউনির নিচে দাঁড় করানো। সেগুলো বাড়ি থেকে দেখা যায় না। জ্যাকব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল।

প্রতিটা হান্ডেল বারের সাথে একটুকরো নীল ফিতে বাধা ছিল। আমি সেটা দেখে হাসছিলাম। জ্যাকব বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

'প্রস্তুত?' সে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল। তার চোখ মুখ জ্যোতি ছড়াচ্ছিল।

আমি তার কাঁধের উপর দিকে একবার তাকালাম। সেখানে বিলির কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

'হ্যাঁ।' আমি বললাম। কিন্তু আমি এখন আর আগের মত অতটা উত্তেজিতবোধ করছি না। আমি নিজেকে মোটর সাইকেলের উপরে কল্পনা করে দেখছিলাম।

জ্যাকব বাইক দুইটা আমার ট্রাকের পিছনের বেডে খুব সহজেই তুলে দিল। সেগুলোকে এমনভাবে একপাশে শুইয়ে দিল যাতে দেখা না যায়।

'এখন চলো।' সে বলল, তার কণ্ঠস্বর এত উঁচুতে উঠল যেটা সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি, উত্তেজিত। 'আমি সেই উপযুক্ত জায়গা জানি যেখানে কেউ আমাদের ধরতে পারবে না। খুঁজে পাবে না।

আমার শহরের দক্ষিণ দিকে চালিয়ে গেলাম। নোংরা রাস্তাগুলো জঙ্গলের পাশ দিয়েই। মাঝে মাঝে সেখানে গাছপালা ছাড়া আর কোন কিছুই নেই। তারপর সেখানে হঠাৎ করে দমবন্ধ করা সুন্দরের প্রশান্ত মহাসাগরের অংশ। সেটা দিগন্তের কাছে। মেঘের নিচে গাঢ় ধুসর। আমরা সমুদ্র সৈকতের উপরে। পাহাড়ের খাড়া উঁচুতে যেখান থেকে সৈকত বিস্তৃত। দৃশ্যটা যেন টেনে লম্বা করা হয়েছে।

আমি ধীরে ধীরে চালাচ্ছিলাম, যাতে আমি খুব সাবধানে নিরাপদে সমুদ্রের কাছাকাছি পৌছাতে পারি। রাস্তাটা খাঁড়া পাহাড়ের কাছাকাছি। জ্যাকব মোটরসাইকেল মেরামত নিয়ে কথা বলছিল। কিন্তু তার বর্ণনা এতবেশি টেকনিক্যাল কাজেই আমি তাতে খুব বেশি মনোযোগ দিচ্ছিলাম না।

আমি খেয়াল করলাম চারটে মূর্তি রকি লিজে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যা ধারণা করেছিলাম তার চেয়েও খুব কাছাকাছি। আমি বলতে পারব না এতদুর থেকে যে তাদের

বয়স কত। কিন্তু আমি ধারণা করছি তারা সবাই পুরুষ মানুষ। আজকের বাতাসের এত তীব্র শীত থাকা সত্ত্বেও তারা শুধু মাত্র শর্টস পরে আছে।

যখন আমি দেখছিলাম, সবচেয়ে লম্বা মানুষটা খাড়ির কিনারার কাছাকাছি চলে এসেছিল। আমি অটোমেটিকভাবেই গাড়ির গতি কমালাম। আমার পা ব্রেক প্যাডেলে দ্বিধান্বিত অবস্থায় ছিল।

তারপর লোকটা নিজেকে কিনারে থেকে নিচে ছুড়ে দিল।

'না।' আমি চিৎকার করে বললাম। ব্রেকে চাপ দিলাম।

'কি সমস্যা?' জ্যাকব পিছন থেকে চিৎকার জুড়ে দিল। সংকেত দিল।

'ওই লোকটা ওই লোকটা এই মাত্র খাড়ি থেকে নিচে লাফ দিয়ে পড়েছে। কেন তারা লোকটাকে থামাল না? আমাদের এখনই একটা এ্যাম্বুলেন্স ডাকা দরকার?' আমি গাড়ির দরজা খুলে ফেললাম এবং বের হতে চাইলাম। সেটা আসলে কাজের কিছু না। এখন সবচেয়ে দ্রুত যে কাজটা করা দরকার তা হলো বিলিকে একটা ফোন করা। কিন্তু এই মাত্র আমি যেটা দেখলাম সেটা যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হতে পারে, আমি এমন কিছু দেখেছি যেটা জানালার কাচের বাইরে ভিন্ন রকমের কিছু একটা।

জ্যাকব হাসছিল। আমি মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে বড়বড় চোখে তাকালাম। সে কীভাবে এতটা ক্যালাস মার্কা হয়? এতটা ঠাণ্ডা শীতল রক্তের?

'তারা হলো শুধুমাত্র ক্লিফ ডাইভার, বেলা। বিনোদন। লা পুশে একটা মলও নেই। তুমি জান।' সে টিজ করল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত বিরক্তির ছোয়া।

'ক্লিফ ডাইভিং?' আমি পুর্নরাবৃত্তি করলাম। আমি অবিশ্বাসের সাথে লক্ষ্য করলাম দ্বিতীয় মানুষটাও খাড়ির কিনারে এসেছে। থেমে দাঁড়িয়েছে এবং খুব শান্তিপূর্ণভাবে নিচে লাফ দিয়েছে। সে এমনভাবে পড়ছে যেটা আমার কাছে অনন্তকাল বলে মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত খুব সুন্দরভাবে গাঢ় সাগরের জলের নিচে হারিয়ে গেল।

'ওয়াও। এটা এতটা উঁচু!' আমি সিটে ফিরে এলাম। এখনও বাকি দুজন ডাইভারের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছি। 'এটা অবশ্যই একশ ফিট উঁচু হবে।

'বেশ, হ্যাঁ। বেশিরভাগ লোকই আরো নিচ থেকে জাম্প দেয়। সেটা এরকম ক্লিফের মাঝখানের দিকটা থেকে।' সে জানালা দিয়ে জায়গাটা নির্দেশ করল। যে জায়গাটা সে দেখাল সেটা অনেকটাই ঝুকিপূর্ণ বলে মনে হলো। 'এই লোকগুলো পাগলাটে। সম্ভবত তারা দেখাতে যাচ্ছে কতটা দৃঢ় চিত্তের তারা। আমি বলতে চাইছি, সত্যিই তারা তাই। আজকে খুবই ঠাণ্ডা। এই পানিতে তারা খুব ভালবোধ করবে না।' সে মুখের অভিব্যক্তিতে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটিয়ে তুলল। যেন সেই মানুষগুলো তাকে আক্রমণ করেছে। এটা আমাকে কিছুটা বিস্মিত করল। আমি ভাবতে বাধ্য হলাম জ্যাকব কিছুটা অসম্ভব চরিত্রের।

'তুমি এই ক্লিফ থেকে লাফ দিতে পার?

'অবশ্যই। অবশ্যই।' সে কাঁধ ঝাকাল এবং মুখ কুঁচকাল। 'এটা একটা মজা। কিছুটা ভয়ের। এক প্রকারের জমাট আনন্দের ব্যাপার।

আমি ক্লিফের দিকে তাকালাম। তৃতীয় ব্যক্তিটি কিনারের কাছে এসেছে। আমি

কখনও আমার জীবনে এমন বে্পরোয়া কিছুর মুখোমুখি হয়নি। আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। আমি হাসলাম 'জ্যাক, তুমি আমাকে ক্লিফ ডাইভিংয়ে নিয়ে যাবে?

সে ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। তার মুখে অনুমোদনহীনতার চিহ্ন। 'বেলা, তুমি একটু আগে স্যামের জন্য এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে চাচ্ছিলে।' সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল। আমি বিস্মিত হলাম এত দুর থেকেও সে মানুষটা কে তা বলে দিল।

'আমি চেষ্টা করে দেখতে চাই।' আমি জোর দিলাম। গাড়ি থেকে আবার বের হতে শুরু করলাম।

জ্যাকব আমার কব্জি এটে ধরল। 'আজ নয়। ঠিক আছে? আমরা কি একটা গরম দিনের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না?

'ঠিক আছে। সেটাই ভাল।' আমি সম্মত হলাম। দরজা খোলার সাথে সাথে ঠাণ্ডা শীতল হাওয়া আমার হাতে কাটা দিয়ে উঠল। 'কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি এটা করতে চাই।

'তাড়াতাড়ি।' সে চোখ ঘোরাল। 'কোন কোন সময় তুমি কিছুটা অদ্ভুত, বেলা। তুমি কি সেটা জান?

আমি শ্বাস নিলাম। 'হ্যাঁ।'

'এবং আমরা উঁচু থেকে মোটেই লাফ দিচ্ছি না।'

আমি দেখলাম তৃতীয় লোকটা কিছুটা দৌড়ে এসে উড়ার মত ভঙ্গিমায় নেমে গেল। সে এমনভাবে ঘুরল যেন সে একজন স্কি ডাইভার। তাকে দেখে সত্যিকারের মুক্ত চিন্তাহীন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে হচ্ছিল।

'বেশ।' আমি সম্মত। 'প্রথমবারে নয়, যাইহোক।'

এখন জ্যাকব শ্বাস নিল।

'তুমি কি আজকে মোটরসাইকেল চালানো শেখার চেষ্টা করবে, না করবে না?' জ্যাকব জানতে চাইল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আমি বললাম। চোখ জোড়া শেষ ব্যক্তির দিকে নিবদ্ধ ছিল যে খাড়িতে অপেক্ষা করছিল। আমি আমার সিটবেল্ট বেধে নিলাম এবং দরজা বন্ধ করলাম। ইঞ্জিন তখনও চালু ছিল। অলসভাবে গর্জন করে চলেছিল। আমরা আবার রাস্তার দিকে নামতে থাকলাম।

'তো কারা এইসব লোক-এইসব মাথা পাগলা?' আমি বিস্মিত।

সে পিছনে বসে তার গলা দিয়ে একটা বিরক্তির শব্দ বের করল। 'এরা লা পুশ গং।

'তোমাদের একটা গং আছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমার স্বর কিছুটা ইমপ্রেসড।

সে আমার প্রতিক্রিয়ায় হঠাৎ করে হেসে উঠল। 'সেরকম কিছু নয়। আমি শপথ করে বলতে পারি, তারা হলো হলের মনিটর খারাপ হওয়ার মত। তারা কোন মারামারি শুরু করে না। তারা শান্তি রক্ষা করে।' সে নাক টানল। 'সেখানে উপর থেকে আসা একজন লোক আছে তার নাম মাখরেজ। বিশাল লোক যদিও ভয়ানক দেখতে। বেশ

কথিত আছে যে সে মেথকে দুইটা বাচ্চা বিক্রি করেছিল। স্যাম উলি তার নিয়মনিষ্টা থেকে চলে গিয়েছিল। তারা সবাই আমাদের এখানকার এবং উপজাতীয়....এটা দিন দিন উপহাসের যোগ্য হয়ে যাচ্ছে। খারাপ অংশটা হলো কাউন্সিল তাদেরকে সিরিয়াসলি নিয়েছে। এমব্রি বলছিল কাউন্সিল প্রকৃতপক্ষে স্যামের সাথে দেখা করেছে।' সে তার মাথা নাড়ল। তার মুখ পুরোটাই কঠিন। 'এমব্রি আরো শুনেছিল লিও ক্লিয়ারওয়াটারের কাছ থেকে। তারা তাকে রক্ষাকারী বা এই জাতীয় কিছু নামে ডাকে।

জ্যাকবের হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হচ্ছিল যেন সে কোন কিছুকে আঘাত করবে। আমি কখনও তার দিক থেকে এমন কিছু দেখি নাই।

আমি স্যাম উলির নাম শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতিকে আর ফিরিয়ে আনতে চাইছিলাম না। সুতরাং আমি এটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি অবলোকন করা শুরু করলাম। 'তুমি তাদেরকে খুব বেশি পছন্দ করো না।

'দেখে কি তাই মনে হয়?' সে সন্দেহজনকভাবে জিজ্ঞেস করল।

'বেশ... এটা এরকম শোনাচ্ছে না তারা কোন কিছু করছে, খারাপ কিছু।' আমি তাকে শান্ত করার জন্য বললাম। তাকে আবার আনন্দময় করে তুলতে চেষ্টা করলাম। 'শুধু গংয়ের ব্যাপারটাই কেমন যেন বিরক্তিকর।

'হ্যাঁ। বিরক্তিকর একটা ভাল শব্দ। তারা সবসময় প্রর্দশিত হতে পছন্দ করে। এই যেমন ক্লিফের ব্যাপারটা। তারা আচরণ করে...যেমন ...যেমন আমি এটা জানি না। যেমন কঠিন লোকেরা। আমি এমব্রি ও কুইলের সাথে একবার গত সেমিস্টারে গিয়েছিলাম। স্যাম ফুল নিয়ে এসেছিল। জ্যারেড এবং পলও। কুইল কিছু একটা বলেছিল, তুমি জানো কীভাবে সে অতবড় মুখ পেয়েছে। সে পলকে বিরক্ত করে। তার চোখজোড়া গভীর কালো। তার মুখে হাসি নেই। সে তার দাঁত দেখায় কিন্তু সে হাসে না। এটা এরকম যেন সে এতটাই পাগল যে ঝাকাচ্ছে অথবা ওরকম কিছু। কিন্তু স্যাম পলের বুকে তার হাত রাখে এবং তার মাথা নাড়িয়ে দেয়। পল তার দিকে এক মিনিট তাকিয়ে থাকে এবং শান্ত হয়ে আসে। সত্যি বলছি, স্যাম তাকে ফিরিয়ে এনেছিল— যেন পল আমাদেরকে ছিড়ে ফেলত যদি না স্যাম চলে আসত।' সে গুঙিয়ে উঠল। 'একটা খারাপ ওয়স্টার্ণের মত। তুমি জানো, স্যাম খুব সুন্দর বিশাল মানুষ। তার বয়স বিশ। কিন্তু পল মাত্র ষোল। আমার চেয়ে খাট এবং কুইলের মত পেশীবহুল নয়। আমি মনে করি আমাদের যে কেউ একজন তাকে দেখে নিতে পারি।

'কঠিন লোক।' আমি একমত। আমি এটা আমার মাথার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যেন আমি বর্ণনা করছি। এটা আমাকে কিছু একটা মনে করিয়ে দিচ্ছে...তিনজন লম্বা কালো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি আমার বাবার লিভিং রুমে। চিত্রটা একপেশে। কারণ আমার মাথা কোচের একপাশে ঘোরানো ছিল যেখানে ডা. জেরান্ডি এবং চার্লি ঝুকে ছিল আমার উপরে...সেটাই কি তাহলে স্যামের গং ছিল?

আমি আবার তাড়াতাড়ি কথা শুরু করলাম যেন আমার সেই স্মৃতি না আসে। 'স্যাম কি এই জাতীয় কাজের জন্য কিছুটা বড় নয়?

'হ্যাঁ। তার এখন কলেজে যাওয়া উচিত। কিন্তু সে এখানে আছে এবং কেউ এই বিষয়ে তাকে কখনো কিছু বলে না। গোটা কাউন্সিল একটা সমঝোতায় এসেছিল যখন আমার বোন একটা আংশিক বৃত্তি পেয়েছিল এবং বিয়ে করেছিল। কিন্তু, ওহ না, স্যাম উলি কোন ভুল করতে পারে না।

তার মুখ একটা অপরিচিত রাগে ফুসে উঠছিল। উদ্ধত্য এবং ওই জাতীয় কিছু একটা যেটা আমি প্রথমে চিনে উঠতে পারি নাই।

'এইসব বিষয় সত্যিই কিছুটা বিরক্তিকর এবং..অদ্ভুত। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি এই জিনিসটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছ।' আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। আশা করছি আমি তাকে আঘাত করছি না। সে হঠাৎ শান্ত হয়ে পড়ল। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে লাগল।

'তুমি এই মাত্র বাকটাকে মিস করলে।' সে শান্ত স্বরেই বলল।

আমি খুব বড় ধরনের একটা ইউ টার্ণ নিলাম। একটা গাছকে প্রায় আঘাত করে বসেছিলাম। ট্রাকটা রাস্তার প্রায় অর্ধেকটা বাইরে চলে গিয়েছিল।

'এইভাবে দেখার জন্য ধন্যবাদ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। আমরা এখন পাশের রাস্তায়।

'দুঃখিত। আমি খুব একটা মনোযোগ দেই নাই।'

কিছুক্ষণের জন্য নিরব মুহূর্ত।

'তুমি এখানের যে কোন জায়গায় গাড়ি থামাতে পার।' সে নরম স্বরে বলল।

আমি গাড়ি থামলাম। ইঞ্জিন বন্ধ করলাম। আমার কানে চারিদিকে নিস্তব্ধতা এসে ভিড় করছিল। আমরা দুজনেই বেরিয়ে এলাম। জ্যাকব মোটরসাইকেল দুটো বের করার জন্য পিছনের দিকে গেল । আমি তার অনুভূতি পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কোন একটা কিছু তাকে খুব বিরক্ত করছিল। আমি তার স্নায়ু উত্তেজিত করে তুলেছিলাম।

সে লাল মোটরসাইকেলটা আমার দিকে এগিয়ে দেয়ার সময় আন্তরিকভাবে হাসল। 'শুভ জন্মদিন। তুমি কি এর জন্য প্রস্তুত?

'আমি তাই মনে করি।' মোটরসাইকেলটা হঠাৎ আমার কাছে ভীতিকর বিশাল কিছু মনে হলো, যখন আমি বুঝতে পারলাম শিগগির আমাকে এটার উপর চড়তে হবে।

'আমরা এটাকে খুব ধীর গতিতে নেব।' সে প্রতিজ্ঞা করল। আমি ট্রাকের ধারে মোটরসাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে তারটা নিয়ে আসতে গেল।

'জ্যাক...' আমি দ্বিধাগ্রস্ত যখন সে আমার কাছে চলে এল।

'হ্যাঁ?'

'তোমাকে সত্যিই কি বিরক্ত করছে? স্যামের ব্যাপারটা কি? আমি বোঝাতে চাইছি, সেখানে কি আরো বেশি কিছু আছে?' আমি তার মুখের দিকে লক্ষ্য রাখলাম। সে বিকট মুখ ভঙ্গি করল কিন্তু তাকে রাগতে দেখলাম না। সে মোটরসাইকেলে বেধে থাকা ময়লার দিকে দেখল এবং তার পা দিয়ে বারবার কিক দিয়ে সেটা ছাড়াতে চেষ্টা করল। যেন সে কিছুটা সময় নিচ্ছে।

সে শ্বাস নিল। 'এটা শুধুমাত্র...সেই পথ যেভাবে তারা আমার সাথে ব্যবহার করে। এটা আমাকে বেরুতে বাধ্য করে।' কথাগুলো খুব তাড়াতাড়িই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। 'তুমি জানো, কাউন্সিল সবসময় সবাইকে সমান রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি সেখানে একজন নেতা থাকে, সেটা হবে আমার বাবা। আমি কখনোই বুঝতে পারি না কেন সেখানে লোকজন তাকে সেইভাবে সেই চোখে দেখে। কেন তার মতামত সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য হয়। এটা এমনটি হতে পারে কিছু একটা তার বাবার কারণে এবং তার বাবার কারণে। আমার বড়দাদু এফিরাইম ব্লাক, শেষ প্রধান ছিলেন। এবং তারা এখনও বিলির কথা শোনে। হতে পারে সেটা সেই কারণে।

'কিন্তু আমি অন্যান্য সবার মতই। কেউ আমাকে বিশেষ বলে খাতির করে না... এখনও পর্যন্ত।

ব্যাপারটা আমি কিছুটা বুঝতে পারলাম। 'স্যাম তোমাকে বিশেষভাবে খাতির করে?

'হ্যাঁ।' সে একমত হলো। বিভ্রান্তিকরভাবে আমার চোখের দিকে তাকাল। 'সে আমাকে এমনভাবে দেখে যেন সে কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে...যেন আমি তার স্টুপিড গংয়ে যেকোন দিন যোগ দিতে যাচ্ছি। সে অন্য যেকোন ছেলেদের তুলনায় আমার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দেয়। আমি এটা ঘৃণা করি।'

'তুমি কোন কিছুতে যোগ দিতে যাচ্ছ না।' আমার কণ্ঠস্বর রাগান্বিত। এটা সত্যিই জ্যাকবকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। সেটা আমাকে রাগান্বিত করেছে। এইসব রক্ষাকর্তারা নিজেদেরকে কীভাবে?

'হ্যাঁ।' তার পা টায়ারের উপরের ময়লা ছাড়ানোর তালে চলতে লাগল।

'কি?' আমি বলতে পারি সেখানে আরো বেশি কিছু আছে।

সে ভ্রু কুঁচকাল। তার চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল সেখানে এক ধরনের বিষণ্ণতা খেলা করছে। সেখানে রাগের চেয়ে দুশ্চিন্তাই বেশি। 'এটা এমব্রি। সে ইদানিং আমাকে এড়িয়ে চলছে।

এই চিন্তাভাবনার কোন যোগসূত্র নেই। কিন্তু আমি বিস্মিত যদি আমি তার বন্ধুর সাথের সমস্যা নিয়ে কোন প্রকার দোষারুপ করি। 'তুমি আমার সাথে অনেক বেশি সময় দিচ্ছ।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম। কিছুটা স্বার্থপরের মত। আমি তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

'না। সেটা তা নয়। এটা শুধু আমি নই- এটা কুইলও। এবং সবাই। এমব্রি স্কুলের এক সপ্তাহ মিস দিয়েছে। কিন্তু সে কখনও বাসায় ছিল না। আমরা তাকে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। যখন সে বাড়ি ফিরে আসে, তাকে দেখায়... তাকে উদভ্রান্তের মত দেখায়। ভীত। কুইল এবং আমি দুজনেই সমস্যাটি কি বলানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু সে আমাদের দুজনের কারোর সাথে কথা বলে না।'

আমি জ্যাকবের দিকে তাকালাম। আমার ঠোঁট উদ্বিগ্নতায় কাঁপতে থাকে। সে সত্যিই ভয় পেয়েছে। কিন্তু সে আমার দিকে তাকাচ্ছে না। সে তার নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে লাথি কষে যাচ্ছে একভাবে যেন সে কাউকে আঘাত করছে। আঘাতের

পরিমাণ বাড়ছে।

'তারপর এই সপ্তাহে, সে বেরিয়েছে। এমব্রি স্যামের সাথে বেরিয়েছে। স্যামের গংয়ের সাথে। সে আজকে ক্লিফের এখানে এসেছে।' তার কণ্ঠস্বর নিচু, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

সে তারপর শেষ পর্যন্ত আমার দিকে তাকাল। 'বেলা, আমাকে বিরক্ত করার পরিবর্তে তারা তাকে কব্জা করেছে। সে তাদের সাথে কোন কিছু করতে চায় না। এখন এমব্রিকে দেখে মনে হচ্ছে সে স্যামের আশে পাশে মন্ত্রমুগ্ধের মত আছে।

'এবং সেটাই পলের সাথের থাকার একমাত্র পথ। শুধু একই ব্যাপার। সে এখন আর স্যামের বন্ধু নয়। সে কয়েক সপ্তাহ ধরে স্কুলে আসা বন্ধ করেছে। যখন সে ফিরে এসেছে, হঠাৎ স্যাম তাকে ঋণী করেছে। আমি জানি না এসবের মানে কি। আমি এটা এখনও বের করতে পারছি না। এবং আমি অনুভব করছি আমাকেও করতে হবে, কারণ এমব্রি আমার বন্ধু এবং....স্যাম আমার দিকে মজার দৃষ্টিতে তাকায়...এবং...' সে হঠাৎ কথা বন্ধ করল।

'তুমি কি বিলির সাথে এই ব্যাপারে কথা বলেছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তার ভয় আমার ভেতরেও ঢুকে গেল। আমার ঘাড়ের গোড়া দিয়ে ঠাণ্ডা শীতল স্রোত বেয়ে যেতে থাকে।

তার মুখে আবার রাগের আনাগোনা। 'হ্যাঁ।' সে নাক টানল। 'সেটা সাহায্যকারী।'

'তিনি কি বলেছেন?

জ্যাকবের অনুভূতি বেশ ব্যঙ্গাত্মক। যখন সে কথা বলল, তার গলার স্বর তার বাবার গলার স্বরের মত নকল হয়ে গেল। 'এটা নিয়ে তোমার এখনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই জ্যাকব। কয়েক বছরের মধ্যে, যদি তুমি না করো....বেশ। আমি এটার ব্যাখ্যা পরে দিচ্ছি।' তারপর তার কণ্ঠস্বর নিজের মধ্যে ফিরে এল। 'এটা থেকে আমি ধারণা করে নিতে পারি? সে বলার চেষ্টা করেছে এটা বয়ঃসন্ধির ব্যাপার স্যাপার বলার। উঠতি বয়সের কারণে? সেখানে আরো বেশি কিছু আছে। ভুল কিছু একটা।

সে তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। তার হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করল। তাকে দেখে মনে হলো সে কেদে ফেলবে।

আমি হাত বাড়িয়ে তার কোমরের চারপাশে জড়িয়ে ধরলাম। তার বুকে আমার মুখ চেপে ধরলাম। সে খুবই বিশাল। আমার মনে হলো আমি একটা বাচ্চা মেয়ে তার বুকে আছি।

'ওহ জ্যাক, এটা ঠিক হয়ে যাবে।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। 'যদি এটা খারাপ কিছু হয় তুমি আমার ওখানে এসে আমার আর বাবার সাথে থাকবে। ভয় পেয়ো না। আমরা কিছু একটা নিয়ে ভাবব।

সে সেকেন্ডের জন্য থমকে গেল। তারপর তার বিশাল হাত দিয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরল। 'ধন্যবাদ, বেলা।' তার কণ্ঠস্বর সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি হাস্কি।

আমরা এক মুহূর্তের জন্য সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এটা আমাকে আপসেট

করল না। আমি সেই জড়াজড়িতে স্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। জ্যাকব আমাকে তার শরীরের সাথে মিশিয়ে ফেলতে চাইলাম। তার তপ্ত ঠোঁট আমার অধরের উপর আছড়ে পড়ল। সে তার বিশাল হাত আমার বুকের উপর বোলাতে লাগল। সারা শরীর জুড়ে শিহরণ বয়ে গেল। এইটা অন্যরকম একটা অনুভূতি। এইটা সেরকম কোন অনুভূতি হলো না শেষবার আমি যখন কারোর সাথে এভাবে জড়িয়ে থাকি। এটা বন্ধুত্ব। জ্যাকব খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু।

এটা আমার কাছে অদ্ভুত। এইরকম কাছাকাছি আসা। শারীরিকভাবের চেয়েও আবেগগতভাবে। আমি আবেগগতভাবে উদ্বুদ্ধ হলেই শারীরিক সম্পর্কের দিকে এগোই। যদিও শারীরিক সম্পর্ক আমার কাছে অদ্ভুত। তারপরেও ব্যাপারটা আমি উপভোগ করি। সমস্ত শরীর জুড়ে, শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসা শিহরণের কোন তুলনা নেই। এটা উপভোগ করতে আমি পছন্দ করি।

অন্য আরেকটা মানুষের কাছ থেকেও অদ্ভুত মনে হয়। এটা আমার স্বাভাবিক অভ্যেস নয়। আমি সাধারণভাবে কোন মানুষের সাথে এত সহজভাবে মিশতে পারি না।

কোন মানুষের সাথে।

'যদি তুমি এইভাবে আমার সাথে প্রতিক্রিয়া দেখাও আমি আরো অনেক বেশি খেয়ালি হয়ে যাব।' জ্যাকবের গলার স্বর হালকা, স্বাভাবিক। তার হাসি আমার কানে ধাক্কা দিতে থাকে। তার আঙুলগুলো শান্তভাবে আমার চুল ছুয়ে যায়। তার হাত আমার শরীরের উঁচু নিচু পাহাড়, উপত্যকা, নদী ছুয়ে যায়। আমার ভাল লাগে।

বেশ, এটা আমার জন্য বন্ধুত্ব।

আমি তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে দিলাম। তার সাথে হাসলাম। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলাম একটা অবস্থানে থাকার।

'এটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন আমি তোমার চেয়ে দু'বছরের বড়।' আমি বললাম। বড় শব্দটার উপর জোর দিলাম। 'তোমার কাছে থেকে আমার মনে হচ্ছে আমি একটা বামন।' তার কাছাকাছি দাঁড়ালাম। তার মুখ দেখার জন্য সত্যিই আমার মাথা উঁচু করতে হচ্ছে।

'তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি মাত্র চল্লিশ। অবশ্যই।' বয়সের সেই হিসাবে সে বলল।

'ওহ, সেটা ঠিক।

সে আমার মাথায় চাপড় দিল। 'তুমি যেন একটা ছোট্ট পুতুল।' সে টিজ করল। 'একটা চীনামাটির পুতুল।

আমি চোখ ঘোরালাাম। আরেকটা ধাপ এগুলাম। 'এখন চল আমরা আমাদের জিনিসগুলো দেখি।

'সিরিয়াসলি, বেলা তুমি নিশ্চিত, তুমি তা নও।' সে তার হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। পার্থক্যটা হলো সেটা কোন চাটুকারিতা ছিল না। 'আমি কখনও তোমার চেয়ে এত ম্রিয়মাণ কাউকে দেখিনি...বেশ শুধু ব্যতিক্রম-' সে কথা বন্ধ করল। আমি দূরে তাকালাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম না সে কি বোঝাতে চাইছে।

'তো তুমি কি আজ চালানো শিখতে চাইছ? নাকি না?

'ঠিক আছে, চলো চেষ্টা করে দেখি।' আমি সম্মত হলাম। আগের চেয়ে বেশি প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে গেছি। তার অসমাপ্ত বাক্যটাই আমাকে মনে করিয়ে দিল যে কেন আমি আজ এখানে।

আট

'ঠিক আছে, তোমার ক্লাচ কোথায়?'

আমি আমার বাইকের বাম হ্যান্ডেলবারের দিকে দেখিয়ে দিলাম। মুষ্ঠিবদ্ধ করতে যেয়েই মনে হচ্ছে একটা ভুল কিছু আছে। বিশাল ভারী বাইকটা এখন আমার নিচে। আমাকে পাশে ফেলে দেয়ার উপক্রম করছে। আমি হ্যান্ডেলটা আবার আঁকড়ে ধরলাম। চেষ্টা করলাম এটা সোজা করে ধরে রাখতে।

'জ্যাকব, এটা খাড়াভাবে থাকছে না।' আমি অভিযোগ করলাম।

'এটা থাকবে যখন তুমি চলতে থাকবে।' সে প্রতিজ্ঞা করল 'এখন কোথায় তোমার ব্রেক দেখাও।

'আমার ডানপায়ের নিচে।

'ভুল'।

সে আমার ডান হাত আঁকড়ে ধরে বেকিয়ে থ্রটলের উপর লিভারের কাছে নিয়ে গেল।

'কিন্তু তুমি বলেছ...

'এই হলো সেই ব্রেক যেটা তুমি চাইছ। এখন তুমি পেছনের ব্রেক ব্যবহার করবে না। সেটা পরের জন্য। যখন তুমি জানবে তুমি কি করতে যাচ্ছ।'

'সেটা খুব ভাল শোনাচ্ছে না।' আমি সন্দেহজনকভাবে বললাম। 'দুইটা ব্রেকই কি একই রকমের গুরুত্বপূর্ণ নয়?

'পেছনের ব্রেকের কথা ভুলে যাও, ঠিক আছে? এখানে-' সে তার হাত আমার হাতের পেছনে জড়িয়ে ধরল। লিভারটা নিচে নামানোর জন্য আমার হাতে চাপ দিল। 'এটাই সেটা যেটা তুমি ব্রেক করতে চাইছ। এটা কখনো ভুলো না।' সে আমার হাত আরেকবার চাপ দিল।

'ঠিক আছে।' আমি সম্মত হলাম।

'থ্রটল?'

আমি ডান গ্রিপ মুচড়ে দেখালাম।

'গিয়ারশিফট?'

আমি এটা আমার বাম কাফ মাসলের নিচে দেখালাম।

'খুব ভাল। আমি মনে করি তুমি সব যন্ত্রপাতির ব্যাপারে জেনে গেছো। এখন

তোমার এটাকে শুধু চালাতে হবে।

'আহ-হা।' আমি বিড়বিড় করলাম। কিছু বলতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমার পেটের ভিতর অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমার গলা ভেঙে গেছে। আমি ভীত ছিলাম। আমি নিজেকে বলার চেষ্টা করছিলাম এই ভয়টা ভিত্তিহীন। আমার জীবনে এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জিনিস ঘটে গেছে। সেটার সাথে তুলনা করে দেখলে কেন কোন কিছু আর আমাকে ভীত করে তুলবে? আমার এখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও হাসা উচিত।

আমার পেটের ভেতর অস্বস্তি হচ্ছিল।

আমি সোজা সামনের লম্বা ময়লা রাস্তার দিকে তাকালাম। দুপাশে ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে। রাস্তাটা বালুময় এবং ভেজা। কাদার চেয়ে ভাল।

'আমি তোমাকে ক্লাচের নিচে ধরে রাখব।' জ্যাকব নির্দেশনা দিল।

আমি আঙুলগুলো দিয়ে ক্লাচটাকে ধরে রাখলাম।

'এখন এটাই সবচেয়ে সংকটময় জিনিস বেলা।' জ্যাকব জোর দিল।

'এটাকে কোনমতে যেতে দিও না, ঠিক আছে? আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে তুমি একটা জীবন্ত গ্রেনেড নিয়ে কাজ করছ। পিন খোলা হয়ে গেছে এবং তুমি এটা এখনও ধরে আছ।

আমি শক্ত করে চেপে বসলাম।

'ভাল। তুমি কি মনে করো তুমি কিক দিয়ে স্টার্ট দিতে পারবে?

'যদি আমি আমার পা নাড়াই আমি পড়ে যাব।' আমি দাঁতে দাঁত চেপে কোনমতে তাকে কথাটা বললাম। আমার আঙুলগুলো জীবন্ত গ্রেনেডটা শক্ত করে ধরে আছে।

'ঠিক আছে। আমি এটা করে দিচ্ছি। ক্লাচটাকে কোনমতেই যেতে দিও না।

সে একটু পিছিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ করে তার পা পেডালের কাছে নিয়ে চাপ দিল। সেখানে প্রথমে একটা মৃদু গোঙানীর শব্দ। তার শরীরের ভারে মোটরসাইকেল একটু নড়ে উঠল। আমি এক পাশে পড়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু এটা আমাকে মাটিতে ফেলে দেয়ার আগেই জ্যাকব ধরে ফেলল।

'স্থির হয়ে থাক।' সে উৎসাহ দিল। 'তুমি কি এখনও ক্লাচটাকে ধরে আছো?

'হ্যাঁ।' আমি শ্বাস ছাড়লাম।

'তোমার পা নামিয়ে রাখ- আমি আবার চেষ্টা করে দেখছি।' কিন্তু সে আমার নিরাপত্তার জন্য তার হাত পিছনের সিটের উপর রাখল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার জন্য তার আরো চারটে বেশি কিক দিতে হলো। আমি অনুভব করলাম মোটরসাইকেলটা আমার নিচে এমনভাবে কাঁপতে থাকে যেন এটা কোন রাগী জানোয়ার। আমি ক্লাচটা ধরে রাখলাম যতক্ষণ না আমার হাত ব্যথা হয়ে যায়।

'চেষ্টা করো থ্রটল থেকে বের হতে।' সে পরামর্শ দিল। 'খুব আস্তে আস্তে। কোনমতে ক্লাচটাকে ছেড়ে দিও না।

দ্বিধান্বিতভাবে, আমি ডান হ্যান্ডেলটা ঘুরালাম। যদিও নড়াচড়া খুবই অল্প ছিল, বাইকটা আমার নিচে গোঁঙাতে থাকে। এটাকে এখন রাগান্বিত এবং ক্ষুধার্ত মনে হতে

থাকে। জ্যাকব গভীর তৃপ্তি নিয়ে হাসল।

'তোমার কি মনে আছে কীভাবে প্রথম গিয়ারটাকে ছাড়তে হয়?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।

'বেশ এগিয়ে যাও এবং এটা করে দেখাও।

'ঠিক আছে।

সে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল।

'বাম পা।' সে বলে দিল।

'আমি জানি।' আমি গভীর শ্বাস নিয়ে বললাম।

'তুমি কি নিশ্চিত তুমি এটা করতে চাচ্ছ?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল। 'তোমাকে খুব ভীত দেখাচ্ছে।

'আমি ঠিক আছি।' আমি বললাম। আমি গিয়ারে কিক দিয়ে নিচে নামালাম।

'খুব ভাল।' সে প্রশংসা করল। 'এখন খুব শান্তভাবে ক্লাচটাকে তুলে ফেল। ছেড়ে দাও।

সে বাইকের পাশ থেকে এক ধাপ সরে গেল।

'তুমি আমাকে এই গ্রেনেডের হাতে ছেড়ে দিচ্ছ?' আমি অবিশ্বাসের সাথে জিজ্ঞেস করলাম। কোন আশ্চর্য নয় সে পিছিয়ে যাচ্ছে।

'এভাবে চলতে হয় বেলা। শুধু এটা একটু একটু করে এগুতে হয়।

আমি হাতের গ্রিফ ছাড়তে শুরু করতেই ধাক্কা খেলাম। এসবের মাঝে একটা কণ্ঠস্বর ঢুকে পড়েছে। সেটা এমনভাবে বলছিল যেন সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'এটা বেপরোয়া, শিশুসুলভ এবং ইডিয়োটিক, বেলা।' নরম ভালভেটের মত কণ্ঠস্বর আমাকে বলল।

মোটর সাইকেল আমাকে নিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ আমাকে মাটি থেকে উঁচুতে তুলে আছাড় দিয়ে আমার উপর পড়ল। ইঞ্জিনের গর্জন আস্তে আস্তে শান্ত হতে লাগল।

'বেলা?' জ্যাকব আমার উপর থেকে ভারী বাইকটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিল। 'তুমি কি ব্যথা পেয়েছো?

কিন্তু আমি কিছুই শুনছিলাম না।

'আমি তোমাকে সেটা বলেছিলাম।' সেই উপযুক্ত কণ্ঠস্বরটা বলে চলল। কাচের মত ঝকঝকে কণ্ঠস্বর।

'বেলা?' জ্যাকব আমার কাধ ধরে ঝাঁকি দিল।

'আমি ঠিক আছি।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। আমি এখনও ঘোরের মধ্যে আছি।

ভাল থাকার চেয়ে বেশি কিছু। আমার মাথার মধ্যে সেই কণ্ঠস্বর ফিরে এসেছে। এটা এখনও আমার কানের মধ্যে বাজছে। নরম মসৃণ প্রতিধ্বনির মত।

তাড়াতাড়ি সম্ভাব্য সম্ভবনাগুলো খতিয়ে দেখলাম। এখানে কোন পরিচিতিমূলক

কিছু ছিল না। এই রাস্তা আমি কখনো দেখিনি। এমন কিছু করছিলাম যা আমি এর আগে কখনও করিনি। সুতরাং এই হ্যালুসিনিশেন অবশ্যই অন্য কিছুর উপর নির্ভর করছে... আমি অনুভব করলাম আমার শিরাপথ দিয়ে এড্রেনালিন আবার প্রবাহিত হওয়া শুরু করেছে। আমি ভাবলাম আমার কাছে উত্তর আছে। কিছু এড্রেনালিনের সমন্বয় এবং বিপদের। অথবা হতে পারে শুধুমাত্র বোকামোর।

জ্যাকব আমাকে পায়ের উপর টেনে দাঁড় করাল।

'তুমি কি তোমার মাথায় আঘাত পেয়েছো?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি তা মনে করি না।' আমি চারিদিকে মাথা নাড়িয়ে দেখলাম। মাথা ঝাঁকিয়ে পরীক্ষা করলাম। 'আমি বাইকটার ক্ষতি করিনি, করেছি কি?' এই চিন্তা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। আমি আবার এই পদ্ধতিতে চেষ্টা করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলাম । বেপরোয়া হয়ে কোন কিছু করতে গেলেই মূল্য দিতে হচ্ছে। হতে পারে আমি কোন একটা পথ পাব এই হ্যালুসিনেশন একত্রিত করার। যেটা আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

'না। তুমি শুধু ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিয়েছো।' জ্যাকব বলল। আমার চিন্তাভাবনার মধ্যে বাধা দিল। 'তুমি ক্লাচটা খুব দ্রুত ছেড়ে দিয়েছিলে।

আমি স্বীকার করলাম। 'চল আরেকবার চেষ্টা করে দেখি।

'তুমি কি নিশ্চিত?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।

এইবার আমি নিজেই নিজেই কিক দিয়ে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করলাম। এটা বেশ জটিল ব্যাপার। বেশি শক্তি দেয়ার জন্য আমাকে প্যাডেলের উপর কিছুটা লাফ দিয়ে উঠতে হচ্ছিল। প্রতিবার আমি তাই করছিলাম। বাইক চেষ্টা করছিল আমাকে প্রতিহত করতে। জ্যাকবের হাত হ্যান্ডেলবারের উপর ছিল। প্রস্তুত ছিল আমাকে ধরার জন্য যদি সেটার দরকার হয়।

আমি বার কয়েক ভাল চেষ্টা করলাম। এমনকি কয়েকটা খারাপ হলেও। তারপর আমার নিচে ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। গ্রেনেড ধরার কথা মনে পড়ে গেল। আমি থ্রটলটা পরীক্ষা করে দেখলাম। এটা সামান্য স্পর্শেই কাজ করছে। আমার হাসি এখন জ্যাকবের মুখে প্রতিফলিত হচ্ছে।

'ক্লাচের ব্যাপারে সহজ হও।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল।

'তুমি কি নিজেকে মেরে ফেলতে চাও, তারপর? এটা কি হচ্ছে?' অন্য কণ্ঠস্বরটা আবার কথা বলা শুরু করল। সেই কণ্ঠস্বর খুবই তীব্র।

আমি জোর করে হাসলাম-এটা এখনও কাজ করছে—আমি প্রশ্নটা উপেক্ষা করে গেলাম। জ্যাকব আমার মধ্যে এখন আর সিরিয়াস কিছু হতে দেখল না।

'চার্লির কাছে বাসায় ফিরে যাও।' কণ্ঠস্বরটা আদেশ দিল। মোটর সাইকেলের চলন্ত সৌন্দর্য আমাকে মোহিত করল। আমি আমার স্মৃতিতে এটা কোন মতেই হারাতে দিতে চাই না। যেকোন মূল্যেই না।

'খুব ধীরে ধীরে সহজ হও।' জ্যাকব আমাকে উৎসাহিত করল।

'আমি চেষ্টা করব।' আমি বললাম। এটা আমাকে বিরক্ত করল যখন আমি বুঝতে পারলাম আমি দুজনের প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছি।

আমার মাথার ভেতরের কণ্ঠস্বরটা মোটরসাইকেলের গর্জনের বিপরীতে গর্জাতে লাগল।

এইবার চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরটা আর আমাকে চমকে দিতে পারল না। আমি আমার হাত খুব অল্প অল্প করে সহজ করতে থাকলাম। হঠাৎ গিয়ার ধরা পড়ল এবং আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল।

আমি যেন উড়ছিলাম।

বাতাস লাগছিল যেটা আগে সেখানে ছিল না। আমার মাথার পাশ দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল এবং আমার চুলগুলোকে পিছনের দিকে উড়িয়ে নিচ্ছিল।। আমি অনুভব করছিলাম আমার পেটের ভেতর সেই শুরুর সময়কার অনুভূতি ফিরে এসেছে। আমার শরীরের ভিতর দিয়ে এড্রেনালিন প্রবাহ হচ্ছে। আমার শিরায় আঘাত করছে। গাছগুলো আমার পাশ দিয়ে দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে। যেন একটা ঝাঁপসা সবুজের দেয়াল।

কিন্তু এটা কেবলমাত্র প্রথম গিয়ারে। আমার পা গিয়ারশিফটের উপর চুলকাচ্ছিল যখন আমি আরো গ্যাসের জন্য চাপ দিচ্ছিলাম।

'না, বেলা।' রাগান্বিত, মধুর স্বরের কণ্ঠস্বর আমার কানের কাছে আদেশ দিল। 'দেখ, তুমি কি করছ!

গতির কারণে আমি অনেক দূর চলে এসেছি। সামনের রাস্তা ধীরে ধীরে বাম দিকে বেকে গিয়েছে। আমি তখনও সোজানো চলেছি। জ্যাকব আমাকে বলে দেয় নাই কীভাবে ঘুরাতে হয়।

'ব্রেক, ব্রেক।' আমি নিজে নিজে বিড়বিড় করলাম। আমি স্বতঃস্ফুর্তভাবে আমার ডান পায়ের নিচে আঘাত করলাম, যেন আমি আমার ট্রাক চালাচ্ছি।

মোটরসাইকেলটা হঠাৎ করে আমার নিচে অস্থির হয়ে পড়ল। প্রথমে এক দিকে কাঁপছিল। তারপর অন্য দিকে। এটা আমাকে সবুজ দেয়ালের দিকে টেনে নিচ্ছিল। আমি তখনও বেশ বেগেই চলছিলাম। আমি চেষ্টা করছিলাম হ্যান্ডেলবারকে অন্যদিকে ঘুরাতে। হঠাৎ আমার ওজন বাইকটাকে মাটির দিকে ধাক্কা দিল। এখনও গাছের দিকেই ঘুরে যাচ্ছে।

মোটরসাইকেল আমাকে উপরে রেখেই আবার মাটিতে পড়ে গেল। জোরে জোরে শব্দ করছিল। আমাকে টেনে নিয়ে চলেছিল ভেজা বালির উপর। ধীরে ধীরে এটার গতি কমছিল। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার মুখ মসে ভরে গিয়েছিল। আমি মাথা উপরে তোলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সেখানে কিছু একটা ছিল।

আমার মাথা ঘুরছিল। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। এটা শুনে মনে হচ্ছিল সেখানে তিনটি জিনিসের উপস্থিতি ছিল। মোটর সাইকেল আমার উপরে, আমার মাথার ভেতরের কণ্ঠস্বর এবং আরো অন্য একটা কিছু...

'বেলা!' জ্যাকব চেচাচ্ছিল। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম অন্য মোটরসাইকেলটা আসার শব্দ।

মোটরসাইকেল আমাকে বেশিক্ষণ মাটিতে রাখতে পারল না। আমি নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য ঘুরলাম। গর্জন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেল।

'ওয়াও।' আমি বিড়বিড় করলাম। আমি বেশ উত্তেজিত। এটা তাহলে এটাই। হ্যালুসিনেশনের একটা রেসিপি- এড্রেনালিনের সাথে বিপদ, তার সাথে বোকামি। এই জাতীয় কোন কিছুর কাছাকাছি, যাই হোক।

'বেলা!' জ্যাকব উদ্বিগ্নতার সাথে হাঁমাগুড়ি দিয়ে আমার কাছে পৌঁছাল। 'বেলা, তুমি কি জীবিত আছো?

'আমি বেশ আছি।' আমি জোর দিয়ে বললাম। আমি আমার হাত এবং পা নাড়িয়ে দেখালাম। সবকিছুই দেখে মনে হচ্ছে ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে। 'চলো এটা আবার করা যাক।

'আমি সেটা মনে করি না।' জ্যাকবের গলায় এখনও উদ্বিগ্নতার আওয়াজ। 'আমি মনে করি আমি তোমাকে আগে হাসপাতালে চালিয়ে নিয়ে যাই। সেটাই ভাল হবে।

'আমি ভাল আছি।

'উম, বেলা? তোমার কপালে বেশ বড় রকমের একটা কেটে গেছে। এবং এটা থেকে রক্ত ঝরছে।' সে আমাকে জানাল।

আমি কপালের উপর হাত দিলাম। অবশ্যই অনেকটা কেটেছে। এটা বেশ ভেজা ভেজা এবং চটচটে। আমি কোনকিছুর গন্ধ পাচ্ছিলাম না। শুধু আমার মুখের উপরের ভেজা মসের গন্ধ ছাড়া। সেটা আমাকে বমিবমি ভাবের উদ্রেক করছিল।

'ওহ, আমি দুঃখিত জ্যাকব।' আমি কাটা জায়গাটায় বেশ জোরে চাপ দিলাম। যাতে বেরুনো রক্তটা আবার ভেতরে ঢুকে যায়।

'কেন তুমি রক্তপাতের জন্য ক্ষমা চাচ্ছ?' সে বিস্মিতভাবে একটা হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে আমাকে টেনে তুলল। 'চল যাই। আমি চালাব।' সে চাবির জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

'মোটরসাইকেলগুলোর কি হবে?' চাবিটা তার হাতে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলাম।

সে এক সেকেন্ডের জন্য ভাবল। 'এখানে অপেক্ষা কর। এইটা নাও।' সে তার টিশার্ট খুলে ফেলল। এর মধ্যে রক্তের দাগ লেগে গেছে। এটা আমার দিকে ছুড়ে দিল। আমি এটা লুফে নিলাম। এটা আমার কপালে জোরে চেপে বাঁধলাম। আমি এখন রক্তের গন্ধ পেতে শুরু করেছি। আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। চেষ্টা করলাম অন্য কিছুর দিকে মনোযোগ দিতে।

জ্যাকব কালো মোটরসাইকেলটার উপর চড়ে বসল। এমনভাবে কিক করলো যেন একবারেই স্টার্ট নেয়। রাস্তার পাশ দিয়ে চালাতে লাগল। বালি পিছনে উড়িয়ে চলতে লাগল। যখন সে পেশাগত লোকের মত হ্যান্ডেলবারের উপর ঝুঁকে পড়ে মাথা নিচু মুখ সামনে করে চলল, তার চুলগুলো উড়তে থাকে, তখন তাকে এ্যাথলেটের মত দেখায়। আমার চোখ ঈর্ষায় ছোট ছোট হয়ে গেল। আমি নিশ্চিত মোটরসাইকেলের উপর আমাকে কখনও অমনটি দেখায় না।

কতদূরে আমি চলে এসেছিলাম দেখে বিস্মিত হলাম। আমি খুব কমই দূরত্বটা দেখতে পেলাম। সে শেষপযর্ন্ত ট্রাকের কাছে পৌঁছাল। সে বাইকটা ট্রাকের পিছনের বেডে রেখে ড্রাইভারের সিটে বসল।

আমি খুব একটা খারাপবোধ করছিলাম না। সে আমার ট্রাকটা নিয়ে খুবদ্রুত চালিয়ে আমার কাছে ফিরে এল। আমার মাথা কিছুটা ব্যথা দিচ্ছিল। আমার পেটের ভেতরেও অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কিন্তু ক্ষতটা খুব বেশি কিছু নয়। মাথায় কাটলে যে কোন জায়গার চেয়ে বেশি রক্তপাত হয়। সেজন্য এত গুরুত্ব দেয়াটা অতোটা জরুরি নয়।

জ্যাকব ট্রাক নিয়ে আমার পাশে এল। নামল। আমার কোমর জড়িয়ে ধরল।

'ঠিক আছে। এখন চলো তোমাকে ট্রাকে তুলে দেই।

'আমি সত্যিই বেশ ভাল আছি।' আমি তাকে নিশ্চয়তা দিলাম যখন সে আমাকে সাহায্য করতে থাকে। 'এটা নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামিয়ো না। এটা শুধু মাত্র একটুখানি রক্তপাত।

'এটা বেশ খানিকটা রক্ত।' তাকে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম। সে আমার মোটরসাইকেলটা তুলতে গেল।

'এখন, এইসব নিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য ভাব।' সে আমার পাশে এলে আমি বলতে শুরু করলাম। 'তুমি এটার জন্য যদি আমাকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাও। চার্লি অবশ্যই এটা শুনতে পাবে।' আমি আমার জিন্সে লেগে থাকে বালি ও ময়লার দিকে তাকালাম।

'বেলা, আমি মনে করি তোমার সেলাইয়ের দরকার। আমি তোমাকে রক্তপাতে মারা যেতে দিতে পারি না।

'আমি মরব না।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। 'প্রথমে বাইকগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তারপর হাসপাতালে যাওয়ার আগে আমরা আমাদের বাড়িতে যাব যাতে আমি এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণকে মুছে ফেলতে পারি।

'চার্লির ব্যাপারটা কি?

'সে বলেছিল সে আজ কাজে যাবে।

'তুমি কি সে বিষয়ে সত্যিই নিশ্চিত?

'আমাকে বিশ্বাস করো। আমার খুব সহজেই রক্তপাত হয়। এটা দেখতে যত ভয়ংকর দেখায় প্রকৃতপক্ষে ততটা ভয়ংকর নয়।

জ্যাকব খুশি হলো না- তার মুখে ভ্রূকুটির একটা ছাপ লেগে রইল। কিন্তু সে আমাকে কোন সমস্যায় ফেলতে চাইল না। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। তার শার্টটা আমার মাথায় ধরে রাখলাম। সে ফর্কের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

আমি যেমনটি চেয়েছিলাম মোটরসাইকেলগুলো তার চেয়ে অনেক ভাল। এটা দিয়ে আমার আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। আমি প্রতারণা করেছি। আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি। আমি এখন উদ্দেশ্যহীনভাবে বেপরোয়া। যার জন্য আমি এখন কিছুটা হলেও দুভোর্গ অনুভব করছি। দুপক্ষ থেকেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হয়েছে।

তারপর হ্যালুসিনেশেনের চাবিকাঠি আবিষ্কার! অন্ততপক্ষে, আমি আশা করি আমি সেটা পেরেছি। আমি সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরীক্ষা করে দেখতে যাচ্ছি। হতে পারে তারা আমাকে খুব তাড়াতাড়িই জরুরি বিভাগ থেকে ছেড়ে দেবে। আজ রাতেই আমি সেটা চেষ্টা করে দেখতে পারব।

রাস্তার পাশ দিয়ে চালিয়ে যাওয়া বেশ বিস্ময়কর। বাতাসের চেয়ে আমার মুখের উপর গতি এবং স্বাধীনতা... এটা আমাকে অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কোন রাস্তা ছাড়াই যাওয়া। যখন সে দৌড়ে চলে গিয়েছিল—আমি সেই চিন্তা সেখানেই বন্ধ করলাম।

'তুমি এখনও ঠিক আছো?' জ্যাকব পরীক্ষা করতে চাইল।

'ইয়াও।' আমি চেষ্টা করলাম যেন স্বাভাবিক দেখায়।

'যাই হোক।' সে যোগ করল। 'আমি আজ রাতে তোমার পায়ের ব্রেকটা সংযোগহীন করতে চাইছি।

বাসায়, আমি প্রথমে আয়নায় নিজেকে দেখতে চাইলাম। এটা মোটামুটি ভয়াবহ অবস্থা। রক্ত জমাট বদ্ধ অবস্থায় আমার থুতনি ও কপালে লেগে আছে। আমার চুলে কাদা শুকিয়ে গেছে। আমি নিজেকে ক্লিনিকালি পরীক্ষা করে দেখলাম। ভান করলাম যে রক্ত যেভাবে লেগেছে তাতে আমার পাকস্থলী কোন সমস্যা করছে না। আমি মুখ দিয়ে শ্বাস নিলাম। বেশ ভালই আছি।

আমি নিজেকে যতটা পারা যায় পরিষ্কার করলাম। তারপর আমি নোংরাগুলো লুকিয়ে ফেললাম। রক্তমাখা জামাকাপড়গুলো আমার লন্ড্রী বাস্কেটের একেবারে তলায় রাখলাম। নতুন জিন্স ও গলাবন্ধ শার্ট পরলাম। খুব সাবধানেই পরতে হলো। আমি এগুলো সব এক হাতেই করলাম। সবগুলো জামাকাপড়ের রক্ত দূর করলাম।

'তাড়াতাড়ি করো।' জ্যাকব ডাকল।

'ঠিক আছে। ঠিক আছে।' আমিও প্রতি উত্তরে চেঁচালাম। আমি নিশ্চিত হয়ে নিলাম যে কিছুই আর ঝামেলা করার মত নেই। আমি নিচতলায় চলে এলাম।

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?' তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'বেশ ভাল।' সে স্বীকার করল।

'কিন্তু আমাকে কি এমনটি দেখাচ্ছে যে আমি তোমার গ্যারেজের ভেতরে ছিলাম এবং তোমার একটা হাঁতুড়ির আঘাত আমার মাথায় লেগেছে?'

'নিশ্চয়! আমার সেরকম ধারণা।'

'তাহলে চল যাই।'

জ্যাকব তাড়াতাড়ি বের হতে চাইল। আবার নিজে চালানোর জন্য জোর দিল। হাসপাতালের প্রায় অর্ধেক পথ চলে আসার পর বুঝতে পারলাম সে তখনও জামা ছাড়া।

আমি দোষীর মত ভ্রু কুঁচকালাম। 'তোমার জন্য একটা জ্যাকেট জোগাড় করা দরকার।'

'ঠিকই তো আমাকে কিছু একটা দেয়া দরকার।' সে টিজ করল। 'পাশাপাশি এটা

ঠাণ্ডা নয়।'

'তুমি কি মজা করছ নাকি?' আমি কাঁপছিলাম এবং হিটারটা অন করে দিলাম।

আমি জ্যাকবকে দেখছিলাম। সে শুধু কাঠিন্য নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ আরামেই আছে। সে একহাত আমার সিটের নিচে রেখেছিল যাতে সেটা বেশ উষ্ণ থাকে।

জ্যাকবকে সত্যিই ষোলর চেয়ে বেশি বড় দেখায়। যদিও সেটা চল্লিশের মত নয়, কিন্তু হতে পারে আমার চেয়ে বড়। কুইল তার মত এতটা পেশীবহুল নয়।

জ্যাকব বেশ মোটা হাড়ের মানুষ। তার মাংসপেশীগুলো লম্বাটে টাইপের। কিন্তু সেগুলো অবশ্যই তার মসৃণ চামড়ার নিচে। তার চামড়ার রঙ এত সুন্দর যেটা আমাকে ঈর্ষান্বিত করে।

আমি যে খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করছি জ্যাকব সেটা লক্ষ্য করল।

'কি?' সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'কিছুই না। আমি এটা আগে কখনও বুঝতে পারিনি। তুমি কি জানো তুমি খুবই সুন্দর।'

কথাটা আমার মুখ ফস্কে বেরুতেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম, সে কথাটার হয়তো অন্য কোন অর্থ বের করে বসবে।

কিন্তু জ্যাকব শুধু তার চোখ ঘোরাল। 'তোমার মাথায় বেশ আঘাত পেয়েছো, তাই না? ঘিলু নড়ে গেছে।'

'আমি সিরিয়াস।

'বেশ। একটুখানি ধন্যবাদ।'

আমি মুখ ভেঙচালাম। 'ধন্যবাদ দেয়ার জন্য তোমাকেও ছোটখাট ধন্যবাদ।'

আমার কপালের কাটা জোড়া লাগাতে সাতটা সেলাই দেয়া লাগল। লোকাল এ্যানেসথেশিয়ার কারণে সেখানে সেলাইয়ের সময় কোন ব্যথা ছিল না। জ্যাকব আমার হাত ধরে রেখেছিল যখন ডা. স্নো সেলাই দিচ্ছিলেন। ব্যাপারটা এতটা হৃদয়হীন কেন হয়— আমি চেষ্টা করছিলাম কথাটা চিন্তা না করতে।

আমরা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম। এই সময়ের মধ্যে আমি জ্যাকবকে তার বাসার সামনে নামিয়ে দিলাম। রাতে চার্লির জন্য রান্না করার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। চার্লিকে দেখে মনে হলো জ্যাকবের গ্যারেজে আমার পড়ে যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস করেছে। এতসবের পর, আমি জরুরি বিভাগে যাওয়াটার পূর্বে তাকে জানাইনি।

আজ রাতে প্রথম রাতের মত অতটা খারাপ ছিল না। পোর্ট এ্যাঞ্জেলে সে সঠিক কণ্ঠস্বর শোনার পরের মত। ক্ষতটা ফিরে এসেছে, সেই একইভাবে যখন আমি জ্যাকবকে থেকে দূরে থাকি। কিন্তু এটা এতটা খারাপভাবে চারিদিক থেকে আসেনি। আমি এর মধ্যেই সামনে এগোনোর পরিকল্পনা করে ফেলেছি। আরো সামনে দেখার, আরো বেশি বিভ্রান্তির জন্য। সেখানে একটা বিছিন্নতা ছিল। আমি জানতাম আমি আরো ভাল বোধ করব যখন আমি আগামীকাল আবার জ্যাকবের সাথে থাকব। সেটাই

এই ক্ষত এবং পরিচিত ব্যথাটা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জিত হলো। কিছুটা রিলিফও হলো। দুঃস্বপ্নও তার শক্তিমত্তা থেকে কিছুটা কমে এল। আমি কোন কিছুর জন্য ভীত ছিলাম না। সবসময়ের মতই। কিন্তু আমি খুব অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম, যখন আমি অপেক্ষা করছিলাম, সেই মুহূর্তের জন্য। চিৎকারের জন্য। আমি জানতাম দুঃস্বপ্ন শেষের দিকে চলে এসেছে।

পরবর্তী বুধবার, জরুরি বিভাগ থেকে বাসায় চলে আসার পর ডা. জেরান্ডি বাবাকে জানিয়েছিল আমার মাথা ঘোরা ভাবের সম্ভবনা আছে। তাকে উপদেশ দিয়েছিল প্রতি দুঘণ্টা অন্তর আমাকে জাগিয়ে দিতে, যাতে বোঝা যায় এটা ক্ষতিকর কিছু নয়। আমার দুর্বল ব্যাখ্যার জন্য। চার্লির চোখ জোড়া আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

'হতে পারে তুমি শুধু গ্যারেজ থেকে বাইরে থাক, বেলা।' তিনি সেই রাতের ডিনারের পরে এই উপদেশ দিলেন।

আমি ভীত হলাম। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম হয়তো চার্লি এমন কিছু করবে আমাকে লা পুশে যেতে নিষেধ করবে। আর সাথে সাথে আমার মোটরসাইকেল চালানোও বন্ধ হয়ে যাবে। আমি এটা সহজে ছেড়ে দিচ্ছি না—আমি আজ সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হ্যালুসিনেশনের মধ্যে ছিলাম। সেই অদ্ভুত নরম কণ্ঠস্বরটা আমি দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আগে কমপক্ষে পাঁচবার আমাকে ডেকেছে। আমাকে গাছের কাছে নিতে সাহায্য করেছে। আমি কোন অভিযোগ ছাড়াই আজ রাতে সবরকম ব্যথা সহ্য করে নিতে পারব।

'এইটা গ্যারেজের মধ্যে হয়নি।' আমি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করলাম। 'আমরা হাইকিংয়ে গিয়েছিলাম এবং আমি একটা পাথরের উপর পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কখন থেকে তুমি হাইক শুরু করেছ?' চার্লি অবিশ্বাসের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

'নিউটনের ওখানে কাজ করার সময় কিছু কাজে এটা করতেই হয়।' আমি নির্দেশ করলাম। 'প্রতিটি দিনই কিছুটা সময় বিক্রির ব্যাপারে বাইরে যেতে হয়। এমনকি এটাতে তুমি কৌতুহলী হয়ে উঠবে।'

চার্লি আমার দিকে তাকালেন। এখনও বিশ্বাস করেননি।

'আমি এখন থেকে আরো সর্তক থাকব।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, অবচেতনভাবে আমার আঙুল টেবিলের নিচে ঘোরাতে থাকলাম।

'লা পুশের চারপাশে তোমার হাইকিংয়ের ব্যাপারে আমি কিছু মনে করিনি। কিন্তু শহরের কাছাকাছি থাকবে, ঠিক আছে?'

'কেন?'

'বেশ, সম্প্রতি আমরা বেশ কিছু বন্যজন্তুর ব্যাপারে অভিযোগ পাচ্ছি। বন্য বিভাগ এটা কি ব্যাপার দেখতে যাচ্ছে। কিন্তু এই সময়ের জন্য...

'ওহ সেই বিশাল ভল্লুকটা,' আমি হঠাৎ করে এটা বলে ফেললাম। 'হ্যাঁ। কয়েকজন হাইকার নিউটনের ওখানে এসে বলেছিল, তারা এটা দেখেছে। তুমি কি মনে করো, সেখানে সত্যিই এই জাতীয় কিছু আছে?

তার কপাল কুঁচকে গেল। 'সেখানে কিছু একটা আছে। শহরের কাছাকাছি থাক। ঠিক আছে?

'নিশ্চয়, নিশ্চয়' আমি তাড়াতাড়ি বললাম। তাকে দেখে পুরোপুরি সন্তুষ্ট মনে হলো না।

'বাবা ব্যাপারটায় নাক গলাচ্ছে।' আমি জ্যাকবের কাছে অভিযোগ করলাম। শুক্রবারে স্কুলের পরে তাকে তুলে নিলাম।

'হতে পারে আমাদের মোটরসাইকেলের ব্যাপারে একটু এড়িয়ে চলতে হবে।' সে আমার মুখের ভাব দেখার জন্য তাকাল। তারপর যোগ করল, 'কমপক্ষে এক সপ্তাহ অথবা সেরকম। তুমি এক সপ্তাহ আগে হাসপাতাল থেকে বের হয়েছো, ঠিক না?

'তুমি এখন কি করবে?' আমি বললাম।

সে আনন্দের সাথে হাসল। 'তুমি যেটা চাও।'

আমি এক মুহূর্তের জন্য আমি কি চাই সে সম্পর্কে ভাবলাম।

যদি আমার মোটরসাইকেল না থাকত, আমি হয়তো আরো কোন বিপজ্জনক কিছু খুঁজে নিতাম। যেটা বিপজ্জনক এবং যাতে এড্রেনালিন প্রবাহিত হয়। সেটাই আমাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বলছে। এই মুহূর্তে কিছু করতে না পারাটা কোন কাজের কথা না। ধরা যাক, আমি আবার দুশ্চিন্তায় পতিত হলাম, এমনকি জ্যাকবের সাথে থাকা সত্ত্বেও? আমাকে কোন কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে।

হতে পারে সেখানে আরো অন্যকোন পথ খোলা আছে, আরো অন্যকোন উপাদান... অন্যকোন জায়গায়।

বাড়িটা সম্ভবত একটা ভুল হতে পারে। কিন্তু তার উপস্থিতি অবশ্যই কোথায় আছে, আমার ভেতরে ছাড়া কোথাও না কোথাও। সেখানে কোন একটা জায়গা আছে, যেখানে তাকে আরো বেশি বাস্তব মনে হবে, এখানকার এইসব পরিচিত জায়গার চেয়েও।

আমি একটা জায়গার কথা ভাবতে পারি যেটা হয়তো সত্য হতে পারে। একটা জায়গা যেটা সবসময় তার কাছে পরিচিত। কেউ সেখানে যায় না। একটা জাদুকরী জায়গা। আলোকিত। এমন সুন্দর জায়গা আমি আমার জীবনে মাত্র একবার দেখেছি। সূর্যালোকিত এবং তার ত্বকের উজ্জ্বল্য ছড়ায়।

ধারণাটার মধ্যে অনেকখানি প্রাণশক্তি আছে। হতে পারে এটা ভয়ানক চিন্তা। এটা সম্বন্ধে চিন্তা করেই আমার বুকটা খালি খালি লাগতে থাকে। নিজেকে ধরে রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু নিশ্চিতভাবে, সেখানে সব জায়গাই আছে, আমি তার কণ্ঠস্বর শুনেছি। আমি এর মধ্যেই চার্লিকে আমার হাইকিংয়ের কথা বলেছি...

'তুমি কোন বিষয় নিয়ে এত গভীর মনোযোগের সাথে ভাবছ?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল।

'বেশ...' আমি ধীরে ধীরে শুরু করলাম। 'আমি সেই জায়গাটা জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় খুঁজে পেয়েছি। আমি এটা পেরিয়ে এসেছিলাম। হাইকিংয়ে। একটা ছোট তৃণবহুল ক্ষেত্র, সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। আমি জানি না যদি আমি নিজে নিজে এই

জায়গাটা খুঁজে চলে যেতে পারতাম। এটা নিশ্চিতভাবেই নির্দিষ্ট কয়েকটা চেষ্টার পর...

'আমরা একটা কম্পাস ব্যবহার করতে পারি। তারপর একটা প্যাটার্ণ করে নিতে পারি।' জ্যাকব আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল। সে সাহায্য করতে আগ্রহী। 'তুমি কি জানো তুমি কোথা থেকে শুরু করেছিলে?'

'হ্যাঁ। ট্রেইলহেডের সোজা নিচ থেকে। আমি বেশির ভাগ দক্ষিণের দিকে গিয়েছিলাম। আমি মনে করি।

'শান্ত হও। আমরা এটা খুঁজে বের করব।' সবসময়ের মত, জ্যাকব আমার জন্য সবকিছু করে যা আমি চাই। সেটা কোন ব্যাপারই নয় এটা যত অদ্ভুতই হোক না কেন?

সুতরাং শনিবার বিকেল বেলায় আমি আমার নুতন হাইকিং বুট পরে নিলাম। এটা আজ সকালে কিনেছি। কর্মচারী হিসাবে বিশ পার্সেন্ট ছাড়ের ব্যাপারটা এই প্রথমবার ব্যবহার করেছি। আমার নতুন কেনা ম্যাপটা নিলাম। তারপর লা পুশের দিকে চললাম।

আমরা তখনই তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করতে পারলাম না। প্রথমত জ্যাকব তার লিভিংরুমের মেঝে স্প্রে করছিল—গোটা রুমে এটা বিশ মিনিট সময় নিল। সেই সময় আমি বিলির সাথে কথা বলছিলাম। বিলি আমাদের হাইকিংয়ের ব্যাপারে জানত বলে মনে হলো না। আমি বিস্মিত হলাম জ্যাকব তাকে বলেছিল আমরা কোথায় যাচ্ছি, কয়েকজনের কালো ভালুক দেখার ব্যাপারটাও জানিয়েছিল। আমি বিলিকে বলেছিলাম এই ব্যাপারে চার্লিকে কিছু না জানাতে। কিন্তু আমি ভীত যে এই অনুরোধ উল্টো ফল ফলবে।

'হতে পারে আমরা হয়তো সেই বিশাল ভালুকটা দেখতে পাব।' জ্যাকব মজা করল। সে তার কাজের প্রতি মনোযোগী।

আমি চকিতে বিলির দিকে তাকালাম। ভয় পাচ্ছিলাম চার্লির মত কোন প্রতিক্রিয়ায়।

কিন্তু বিলি শুধু ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'সেক্ষেত্রে তোমার এক বোতল মধু নিয়ে যাওয়া উচিত, শুধু এই ক্ষেত্রে।'

জ্যাকব মুখ ভঙ্গি করল। 'আশা করছি তোমার নতুন বুটো জুতো দ্রুতগামী, বেলা। একটা ছোট বোতলের মধু একটা ক্ষুধার্ত ভালুককে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না।

'আমি তোমার চেয়ে অনেক দ্রুত ছুটতে পারি।

'সেটা তোমার সৌভাগ্য!' জ্যাকব বলল। তার চোখ ঘুরিয়ে ম্যাপটা দেখে ভাঁজ করে রাখল। 'চল যাওয়া যাক।'

'মজা হবে।' বিলি বললেন। তার হুইলচেয়ার চালিয়ে ফ্রিজের দিকে গেলেন।

চার্লির সাথে বাস করা খুব কঠিন কিছু নয়। কিন্তু জ্যাকবকে দেখে মনে হচ্ছে সে তার চেয়ে সহজ জীবন যাপন করে।

আমি নোংরা রাস্তাটার শেষ মাথায় যেয়ে থামলাম। ট্রেইলহেড শুরুর চিহ্নফলকের কাছে চলে এলাম। দীর্ঘদিন পরে আমি এখানে। আমার পাকস্থলী খারাপভাবে

প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করল। এটা হতে পারে খুব একটা খারাপ জিনিস। কিন্তু এটা আরো খারাপ হবে যদি আমি তাকে না শুনে যাই।

আমি বেরিয়ে এলাম এবং গাছপালার সবুজ দেয়ালের দিকে তাকালাম।

'আমি এই পথে গিয়েছিলাম।' আমি বিড়িবিড় করে বললাম। সোজা দিকে নিদের্শ দিলাম।

'উমম।' জ্যাকব বিড়বিড় করল।

'কি?'

সে আমার নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পরিষ্কারভাবে ট্রেইলটা মার্ক করে ফিরে এল।

'আমি তোমাকে একজন ট্রেইল টাইপের মেয়ে হিসাবে দেখছি।

'আমি নই।' আমি হাসলাম। 'আমি একজন বিদ্রোহিনী।

সে হেসে ম্যাপ বের করল।।

'আমাকে এক সেকেন্ড সময় দাও।' সে কম্পাসটা দক্ষ হাতে ধরল। তারপর ম্যাপের উপর ঘুরিয়ে তার নির্দেশিত জায়গায় নিয়ে এল।

'ঠিক আছে- প্রথম লাইনটা গ্রীডের দিকে। চল সেদিকে যাই।

আমি বলতে পারি জ্যাকবকে উপরে দিকে ধীর গতির করে দিয়েছি কিন্তু সে কোন অভিযোগ করল না। আমি চেষ্টা করলাম না আমার শেষ ট্রিপটা জঙ্গলের কোন অংশে ছিল সেটা বের করতে। সেটা আসলেই খুব কঠিন ব্যাপার। সাধারণ স্মৃতিশক্তি এখনও ভয়ানক। যদি আমি পিছলে যাই, আমার বুকে ব্যথা হবে, শ্বাস নিতে সমস্যা হবে এবং আমি এগুলো জ্যাকবের কাছে কীভাবে ব্যাখ্যা করব?

আমি যেটা বর্তমানে ভাবছি সেটার আলোকপাত করা কঠিন নয়। জঙ্গলটা দেখতে পেনিনসুলার যেকোন অংশের মতই। আর জ্যাকব এখন একটা অন্যরকম মুডে আছে।

সে আনন্দের সাথে শিষ দিল। একটা অপরিচিত সুরে। তার হাত দোলাচ্ছে। সে খুব সহজভাবেই এবড়োখেবড়ো পথে নিচের দিকে যাচ্ছে। ছায়া ততটা অন্ধকার নয় যতটা মনে হয়।

জ্যাকব কয়েক মিনিট পরপরই কম্পাস দেখছে। আমাদেরকে একটা সোজা লাইনে রেখেছে। তাকে দেখে সত্যিই মনে হচ্ছে কি করতে যাচ্ছে তা সে ভালভাবেই জানে। আমি তাকে সৌজন্যতা দেখাতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আমি নিজেই ধরা পড়লাম। কোন সন্দেহ নেই তার বয়সের সাথে আরো কয়েক বছর যুক্ত হতে যাচ্ছে।

আমার মন বিস্মিত যখন আমি হাঁটছিলাম। কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। সমুদ্রের ক্লিফের ধারের সেই কথোপকথন আমি ভুলি নাই। আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেটা আবার আসার জন্য। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে সেটা এখুনি ঘটবে।

'হেই...জ্যাক?' আমি দ্বিধান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

'ইয়ে?'

'এমব্রির ব্যাপারটা কি? সে কি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছে?'

জ্যাকব এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল। এখনও সামনের দিকে লম্বা পা ফেলে

এগিয়ে যাচ্ছে। যখন সে প্রায় ফিট দশেক আগে সে থেমে গেল। আমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'না, সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে নাই।' জ্যাকব বলল যখন আমি তার কাছাকাছি গেলাম। আমি আবার হাঁটা শুরু করতে পারলাম না। আমার এখন কিছুটা সময় দরকার।

'এখনও স্যামের সাথে।'

'হুঁ।'

সে তার হাত আমার কাঁধে রাখল। তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।

তার হাত নিয়ে আনন্দিতভাবে ঝাঁকাতে পারলাম না।

'তারা কি এখনও তোমার দিকে মজার দৃষ্টিতে দেখছে?

জ্যাকব গাছের দিকে তাকিয়ে রইল। 'মাঝে মাঝে।'

'আর বিলি?'

'আগের মতই সাহায্যকারী।' সে রাগান্বিত স্বরে বলল, যেটা আমাকে বিরক্ত করল।

'আমাদের কোচ সবসময় খোলা মনের।' আমি বললাম।

সে হাসল।'কিন্তু চার্লির ব্যাপারে সেই অবস্থানটা চিন্তা করো। যখন বিলি পুলিশকে ফোন করেছিল আমার কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারে।

আমিও হাসলাম। খুশি যে জ্যাকব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে।

আমরা থামলাম যখন জ্যাকব জানাল আমরা ছয় মাইল এসেছি। এখন অন্যপথে যাওয়ার সময় হয়েছে। সে গ্রিডের অন্য লাইনে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। সবকিছু সব জায়গায় একই রকম লাগছিল। আমার এরকম অনুভূতি হচ্ছিল যেন আমার বোকামির দণ্ড সবকিছু পন্ড হয়ে গেছে। আমি আরো অন্ধকারের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যেটা রাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু জ্যাকব তখন আরো আত্মবিশ্বাসী।

'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিশ্চিত আমরা সঠিক জায়গা থেকে শুরু করেছি... সে আমার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ।' আমি নিশ্চিত।

'তাহলে আমরা এটা খুঁজে বের করব।' সে প্রতিজ্ঞা করল। আমার হাত আঁকড়ে ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ফার্নের জঙ্গলের মধ্যে। অন্যদিকে সেখানে একটা ট্রাক ছিল। সে অনুমানে সেদিকে গর্বিতভাবে গেল 'আমাকে বিশ্বাস করো।

'তুমি ভাল।' আমি স্বীকার করলাম। 'পরবর্তী সময়ে আমরা ফ্লাশ লাইট নিয়ে আসবো।'

'আমরা এখন থেকে রবিবারটা হাইকিংয়ের জন্য রেখে দেব। আমি জানতাম না তুমি এতটা ধীর গতির।

আমি হাত টেনে নিলাম এবং ড্রাইভারের পাশটাতে গিয়ে বসলাম, যখন সে আমার প্রতিক্রিয়া দেখছিল।

'সুতরাং তুমি আগামীকাল আবার চেষ্টা করে দেখতে চাও?' সে জিজ্ঞেস করল,

প্যাসেঞ্জারের সিটে বসল।

'অবশ্যই, না হলে তুমি কি চাও যে আমি একাকী তোমাকে ছাড়া সেখানে যাই, যাতে তুমি আমার মুখ দেখতে না পাও।

'আমি আসব।' সে নিশ্চিত করল। 'যদি তুমি আবার হাইকিংয়ে আস তোমার হয়তো নেয়ার জন্য কিছু জিনিস দরকার হতে পারে। আমি বাজি ধরতে পারি তুমি এই নতুন বটুজোড়া পরে এখন ভাল বোধ করছ।

'কিছুটা।' আমি স্বীকার করলাম। আমি অনুভব করছিলাম আগের চেয়ে অনেক বেশি অনুভূতি।

'আমি আশা করছি, আগামীকাল আমরা ভালুক দেখতে পাব। আমি এখন এই ব্যাপারে কিছুটা অসুবিধেয় আছি।

'হ্যাঁ। আমিও।' আমি হাসতে হাসতে একমত হলাম। 'হতে পারে আগামীকাল আমরা সৌভাগ্যের দেখা পাব।' কিছু একটা আমাদের খেয়ে ফেলবে।

'ভালুক মানুষ খেতে চায় না। তাদের কাছে আমরা খুব একটা সুস্বাদু নই।' সে মুখ ভেঙচে আমার দিকে তাকাল। 'অবশ্য। তুমি হয়তো একটা ব্যতিক্রম হতে পার। আমি বাজি ধরতে পারি তুমি খুব সুস্বাদু।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।' আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম। সেই প্রথম ব্যক্তি নয় যে এটা আমাকে বলেছে।

নয়

সময় আগের চেয়ে অনেক দ্রুততালে কেটে যাচ্ছে। স্কুল, বাড়ির কাজ, এবং জ্যাকবকে নিয়েই সময় কেটে যাচ্ছে। যদিও এই তালিকার ওভাবে প্রয়োজন নেই। তারপরেও একটা পরিচ্ছন্ন তালিকা তৈরি হয়েছে। চার্লির আশা পুরণ হয়েছে। আমি আর কোন দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে নেই। অবশ্যই আমি নিজেকে পুরোপুরি বোকা বানাতে পারছি না। যখন আমি আমার জীবনের সবকিছু থামিয়ে দেই, যেটা প্রায়ই হয় না, আমি আমার আচরণের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারি না।

আমি যেন একটা হারানো চাঁদ— আমার গ্রহ কোন না কোনভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। এমনটি যেন কোন উদ্দেশ্যে ছাড়াই আমি চলেছি। আমার কক্ষপথে থাকা গ্রহকে কেন্দ্রে করে মহাকর্ষের সুত্রকে অবহেলা করেই চলেছি আমি।

আমি মোটর সাইকেল চালানোয় আগের চেয়ে অনেক ভাল করছি। তার মানে মাত্র কয়েকটা ব্যান্ডেজ-যা চার্লিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। কিন্তু এটার আরো মানে— আমার মাথার ভেতরের কণ্ঠস্বরটা আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত আমি এটা শুনিনি। আমাকে শান্ত দেখালে ভীত হয়ে পড়েছি। আমি নিজেকে সেই তৃণভূমি খোঁজার কাজে রপ্ত

রেখেছি। আমি আমার মস্তিষ্ককে আরেকটা এড্রেনালিন প্রবাহের কাজে ব্যস্ত রাখছি।

আমি অতীতের দিনগুলি নিয়ে নিজেকে আর ব্যস্ত রাখছি না। তার কোন কারণও নেই। আমি এখন যতটা সম্ভব বর্তমানেই বেশি বাস করার চেষ্টা করছি। কোন অতীত দৃশ্যে নয়। কোন ভবিষ্যতের ভাবনা নয়। সুতরাং আমি বিস্মিত সেই তারিখটায় যখন জ্যাকব হোমওয়ার্কের কাজের দিন সপ্তাহে চারদিন এগিয়ে নিয়ে এল। সে অপেক্ষা করছিল যখন আমি তার বাড়ির সামনে থামলাম।

'শুভ ভালবাসা দিবস।' জ্যাকব বলল, হাসছিল, কিন্তু তার মাথা ঝুকাচ্ছিল আমাকে গ্রেটিং দেয়ার জন্য।

তার হাতে একটা ছোট গোলাপি বক্স, সে হাতের ভারসাম্য রাখছিল। কথোপকথন চলছিল।

'বেশ, আমি খুব আনন্দিতবোধ করছি।' আমি বিড়বিড় করলাম 'আজ কি ভ্যালেন্টাইনস ডে?

জ্যাকব দুঃখের সাথে মাথা ঝাকাল। 'তুমি মাঝে মাঝে এত বেশি অন্যরকম হয়ে যাও! হ্যাঁ। আজ ফেব্রুয়ারির চৌদ্দ তারিখ। তো, তুমি কি আমার ভ্যালেন্টাইন হতে যাচ্ছ? যদিও তুমি আমাকে পঞ্চাশ সেন্টেরও একটা গিফট বক্স দাওনি, এটাই কমপক্ষে তুমি আমার জন্য করতে পারতে।'

আমি অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করলাম। কথাগুলো ছিল বিদ্রুপাত্মক কিন্তু এটা শুধু উপরি উপরি।

'তাহলে অনিবার্য ফলস্বরুপ কি দাঁড়াচ্ছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সাধারণত জীবনের দাস, সেই জাতীয় কিছু একটা।

'ওহ বেশ, যদি তাই সব হয়...' আমি কান্ডি নিলাম। কিন্তু কোন পথে আমাদের সীমানাটা পরিষ্কার করা যায় সেটা নিয়ে ভাবছিলাম। জ্যাকবের সাথে এইসব অনেক বেশি ঝাঁপসা বিষয়।

'তো, তুমি আজকে কি করছ? হাইকিং অথবা জরুরি বিভাগ?

'হাইকিং।' আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। 'তুমিই একমাত্র ব্যক্তি নয় যার অবসেশন আছে। আমি ভাবতে চেষ্টা করছি যে আমি সেই জায়গাটা কল্পনা করতে পারছি...' আমি ভ্রু কুঁচকালাম।

'আমরা এটা খুঁজে পাব।' সে আমাকে আশস্ত করল। 'শুক্রবারে মোটরসাইকেল?' সে অফার করল।

আমি একটা সুযোগ দেখতে পেলাম। অনেক বেশি সময় নেয়ার আগেই সিদ্ধান্ত নিলাম।

'আমি শুক্রবারে একটা ছবি দেখতে যাচ্ছি। আমি ক্যাফেটেরিয়ার বসে বন্ধুদের বলেছি যে আমি চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছি।' মাইক খুশি হবে এটা শুনে।

কিন্তু জ্যাকবের মুখের ভাব বদলে গেল। সে নিচের দিকে তাকানোর আগেই আমি তার চোখের ভাষা পড়তে পারলাম।

'তুমিও আসতে পারবে, ঠিক আছে?' আমি তাড়াতাড়ি যোগ করলাম। 'অথবা এটা

হয়তো বেশ বিরক্তিকর দৃশ্যের ব্যাপার স্যাপার হতে পারে?' দুজনের মধ্যে ব্যবধান বাড়ানোর ব্যাপারে আমার এখনও অনেক সুযোগ আছে। আমি জ্যাকবকে আঘাত দিতে চাই না। আমরা যেকোনভাবে একত্রে সংযোজিত। তার ব্যথা আমারও একটু হলেও ব্যথা দেয়। তবুও তার সাথে সঙ্গদানের ব্যাপারটা স্বাভাবিক। আমি মাইককে কথা দিয়েছি। কিন্তু সত্যিই এটা আমার ভেতরে কোন প্রাণপ্রাচুর্য্য নিয়ে আসছে না।

'তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে আমার সেখানে যাওয়া পছন্দ করবে?'

'হ্যাঁ।' আমি সৎভাবেই স্বীকার করলাম। জানতাম এভাবে চালিয়ে গেলে নিজের পায়ে নিজে গুলি করা হবে। 'যদি তুমি আমার সাথে যাও তাহলে সেটা আরো বেশি মজা হবে।' কুইলকে সাথে নিয়ে এসো। আমরা এটাকে এটা পার্টি করে ফেলব।

'কুইল ব্যাপারটায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে, বয়োঃজ্যেষ্ঠ বালিকা।' সে টেনে টেনে হাসল। চোখ ঘুরাল। আমি এমব্রির কথা তুললাম না। সেও তুলল না।

আমিও হাসছিলাম 'আমি তাকে আমার তালিকার প্রথম দিকে রাখার চেষ্টা করব।

আমি ইংরেজি ক্লাসে বিষয়টা মাইকের কাছে তুললাম।

'হেই মাইক,' ক্লাস শেষ হলে আমি তাকে বললাম। 'তুমি কি শুক্রবার রাতে ফ্রি আছো?'

সে আমার দিকে তাকাল। তার নীলচে চোখ আশায় জ্বলে উঠেছে। 'হ্যাঁ। আছি। তুমি কি আমার সাথে বাইরে যেতে চাও?'

আমি আমার উত্তর খুব সর্তকতার সাথে দিলাম। 'আমি দলবদ্ধভাবে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলাম।' আমি জোর দিলাম সেই শব্দের উপরে 'আমরা একত্রে *ক্রসহেয়ার* দেখতে।' আমি এই সময়ে আমার হোমওয়ার্ক করে রেখেছিলাম- এমনকি ছবিটা সম্বন্ধে পড়েও রেখেছিলাম যাতে আমাকে বেরিয়ে যেতে না হয়। এই ছবিটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রক্তবণ্যা বইয়ে দেয়া। আমি এতটা সুস্থ হয়ে উঠিনি যে আমি কোন রোমান্টিক দৃশ্যে সুস্থভাবে দেখতে পারব। 'এটা কি একটা মজার ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না?'

'অবশ্যই।' সে একমত হলো। স্বভাবতই কম উৎসাহী।

'শান্ত হও।' এক সেকেন্ড পর, সে তার আগের উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় ফিরে গেল। 'কেমন হয় যদি আমরা এঞ্জেলা এবং বেনকে নেই? অথবা এরিক এবং কেটিকে?'

সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল কোন এক ধরনের দ্বৈত ডেটের ব্যাপারে।

'তারা দুই গ্রুপ হলেই কেমন হয়?' আমি পরামর্শ দিলাম। 'এবং জেসিকাও। অবশ্যই। এবং টেইলার আর কনার। এবং হতে পারে লরেন।' আমি কৌশলের সাথে বাড়িয়ে যাচ্ছিলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কুইলের বৈচিত্র্যের ব্যাপারে.।

'ঠিক আছে।' মাইক বিড়বিড় করে বলল।

'এবং' আমি বলে চললাম। 'লা পুশে আমার কয়েকজন বন্ধু আছে। আমি তাদের আসতে বলেছি। সুতরাং এখন দেখে মনে হচ্ছে যদি সবাই আসে তাহলে তোমার সুপারবার্ণ গাড়িটা লাগবে।'

মাইকের চোখ সন্দেহে ছোটছোট হয়ে গেল।

'এইটা কে সেই বন্ধু তুমি যার সাথে তোমার সারাটা সময় পড়াশুনা করে কাটাও?'

'হ্যাঁ। ওর ভেতরে সেও একজন।' আমি আনন্দিত স্বরে উত্তর দিলাম। 'তুমি যদি এটা পড়াশুনার ব্যাপারে ধরো তাহলে এটা শুধু সাময়িক।'

'ওহ।' মাইক বিস্মিত গলায় বলল। এক সেকেন্ড চিন্তাভাবনার পরে সে হাসল।

শেষ পর্যন্ত তার সাবারবার্ণ গাড়ির প্রয়োজন হলো না।

জেসিকা এবং লরেন মাইককে জানাল তারা এত ব্যস্ত থাকবে যে তারা এই পরিকল্পনায় অংশ নিতে পারছে না। এরিক এবং কেটির এর ভেতরে পরিকল্পনা করা হয়ে গেছে। এটা তাদের তিন সপ্তাহ উদযাপন বা এই জাতীয় কিছু একটা। লরেন টেইলার ও কনারকে নিয়ে যাচ্ছে মাইকের বলার আগেই। সুতরাং এই দুজনও ব্যস্ত থাকবে। এমনকি কুইলও পর্যন্ত বাইরে— তার স্কুলের কাজে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল শুধুমাত্র এঞ্জেলা, বেন এবং অবশ্যই জ্যাকব যেতে পারবে।

কমে যাওয়া সংখ্যা মাইকের পূর্বধারণাকে স্তিমিত করল না। এটা সব সে শুক্রবার সম্বন্ধে বলছিল।

'তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি *টুমরো এন্ড ফরএভার* এর পরিবর্তে দেখবে না?' সে লাঞ্চের সময় জিজ্ঞেস করল। নাম বলছিল বর্তমানে চলিত রোমান্টিক কমেডি যেটা বক্স অফিস মাতিয়ে তুলেছিল। 'পচা টমোটা এটা সম্বন্ধে খুব ভাল একটা রিভিউ ছেপেছে।

'আমি *ক্রসহেয়ার* দেখতে চাই।' আমি জোর দিলাম। 'আমি এখন একশন মুভির মুডে আছি। যেটাতে সাহস এবং রক্তপাত আছে।

'ঠিক আছে।' মাইক ঘুরে গেল। কিন্তু তার আগেই আমি তার মুখের ভাবভঙ্গি ধরতে পারলাম। আমাকে সে উন্মত্ত ভাবছে।

আমি স্কুল শেষে বাসায় ফিরে দেখলাম, খুব পরিচিত একটা গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে পার্ক করা। জ্যাকব হুডের দিকে ঝুঁকে ছিল। একটা বিশাল আলো তার মুখের উপর পড়ছিল।

'কোন উপায় নেই!' আমি চিৎকার দিয়ে উঠে ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নামলাম। 'তুমি এটা করেছ! আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি রাবিটটা শেষ পর্যন্ত তৈরি করেছ।

সে হাসল। 'এই তো গতরাতে। এটাই সে কুমারী যাত্রা।'

'অবিশ্বাস্য!' আমার হাত ঘুষির মত করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

সে তার হাত আমার হাতে ঠেকাল। তারপর হাত তুলে ধরে আঙুল দিয়ে চাপ দিতে লাগল। 'তো আমি কি আজ রাতে চালাতে পারি?'

'অবশ্যই।' আমি শ্বাস নিয়ে বললাম।

'সমস্যাটা কি?'

'আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি— আমি এই ব্যাপারে উপরে যেতে পারলাম না।' সুতরাং তুমি জিতে গেছো। তুমিই বড়ো।

সে কাধ ঝাঁকাল। আমার হঠাৎ এধরনের কথায়ও সে বিস্মিত হলো না। 'অবশ্যই আমি বড়।'

মাইকের সাবারবার্ন এক কোণের দিকে ছিল। আমি জ্যাকবের হাত থেকে আমার হাত টেনে নিলাম। সে এরকম একটা মুখভঙ্গি করল যেন আমি সেটা দেখতে পায়নি।

'আমি এই লোককে চিনি।' সে নিচু স্বরে বলল। মাইক রাস্তার ওধারে গাড়িটা পার্ক করে রাখছিল। 'এই ছেলে যে তোমাকে তার গার্লফ্রেন্ডভাবে। সে কি এখনও দ্বিধান্বিত?

আমি এক চোখের ভ্রু উপরে তুললাম। 'কিছু মানুষ আছে যাদেরকে অনুৎসাহীত করা খুব কঠিন ব্যাপার।'

'তারপর আবার' জ্যাকব চিন্তাভাবনা করে বলল 'ধৈর্যধারণের মূল্য দিতে হয়।'

'অধিকাংশ সময়ই এটা শুধুই বিরক্তিকর।

মাইক তার গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পার হলো।

'হেই বেলা' সে আমাকে সম্ভাষণ করল। তার চোখ ইতস্ততভাবে ঘুরে গেল যখন সে জ্যাকবকে দেখল। আমিও চকিতে জ্যাকবের দিকে তাকালাম। চেষ্টা করছিলাম কিছু না বলতে। জ্যাকব এতটাই বড় যে মাইকের মাথা তার কাধের কাছে। আমি এখনও চিন্তা করতে চাই না যে আমি তার কত নিচে। তার মুখ বেশ বয়স্ক দেখায় সময়ের চেয়ে, এমনকি এক মাস আগের চেয়েও।

'হেই মাইক, তুমি কি জ্যাকব ব্লাককে মনে করতে পার?'

'না, সত্যিই।' মাইক তার হাত ধরল।

'পুরোনো পারিবারিক বন্ধু।' জ্যাকব নিজেকে পরিচয় দিল। হ্যান্ডশেক করল। তারা প্রয়োজনের তুলনায় জোরে জোরে হাত ঝাঁকাল। যখন তাদের কব্জি ভেঙে যাওয়ার জোগাড় মাইক তার আঙুল বাঁকাল।

আমি শুনতে পেলেন রান্না ঘরে ফোন বাজছে।

'আমাকে ভেতরে যেতে হবে—এটা মনে হয় চার্লি।' আমি তাদের বলে ভেতরে চলে এলাম।

ফোন ছিল বেনের। এঞ্জেলা পাকস্থলীর সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে তাকে ছাড়া আসাটা ভাল মনে করছে না। সে না আসার জন্য আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

আমি আস্তে আস্তে হেটে অপেক্ষারত ওদের দুজনের কাছে এলাম। মাথা ঝাঁকালাম। আমি সত্যিই আশা করি এঞ্জেলা খুবদ্রুত সেরে উঠবে। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে স্বার্থপরের মত আমি এই ব্যাপারে আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। শুধুই আমরা তিনজন। জ্যাকব মাইক আর আমি। এই সন্ধ্যেয় একত্রিত হয়েছি। সেটা খুব ভালভাবেই কাজ করেছে। আমি ব্যঙ্গত্বকভাবে মুখ ভেঙচালাম।

এটা দেখে মোটেই মনে হলো না যে আমার অনুপস্থিতেতে জ্যাকব এবং মাইক নিজেদের মধ্যে কোনরকম বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। তারা বেশ কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়েছিল। দুজনে দুদিকে। তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। মাইক গোমড়ামুখে, কিন্তু জ্যাকব সবসময়ের মতই আনন্দিত ভঙ্গিতে আছে।

'এঞ্জেলা অসুস্থ' আমি বিষণ্নমুখে তাদের বললাম। 'সে আর বেন আসছে না।'

'আমি ধারণা করছি এই ফ্লু আবার আরেক রাউন্ড আসবে। অস্টিন এবং কনার আজ বাইরে গেছে। হতে পারে আমরা এটা অন্য সময়ে করতে পারি।' মাইক পরামর্শ দিল।

'আমি একমত হওয়ার আগেই,' জ্যাকব কথা বলল।

'আমি এখন যাওয়ার পক্ষেই। কিন্তু যদি তুমি থেকে যেতে চাও। মাইক—

'না আমি আসছি।' মাইক মাঝখানে বলল। 'আমি শুধু এঞ্জেলা আর বেনকে নিয়ে চিন্তা করছিলাম। চলো যাওয়া যাক।' সে তার সাবারবানের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

'হেই, তুমি কি কিছু মনে করবে যদি জ্যাকব ড্রাইভ করে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'আমি তাকে বলেছিলাম সে করবে। সে এইমাত্র তার গাড়ি তৈরি শেষ করেছে। সে একটা ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল থেকে তৈরি করেছে। পুরোটাই নিজে নিজে।' আমি নিজেই যেন জ্যাকবের কাজে গর্ববোধ করতে শুরু করলাম।

'বেশ ভাল।' মাইক বলল।

'ঠিক আছে তাহলে।' জ্যাকব বলল, এমনভাবে যেন সেই সবকিছু ঠিক করে রেখেছে। তাকে দেখে অন্য যে কারোর তুলনায় বেশ আনন্দে আছে বলে মনে হচ্ছে।

জ্যাকবকে সবসময় আনন্দিত মনে হয়। সে এমনভাবে আমার সাথে কথা বলতে লাগল যেন পেছনের সিটে মাইক নেই।

তারপর মাইক তার পদ্ধতি পরিবর্তন করল। সে সামনের দিকে ঝুঁকে এল। আমার সিটের উপর কাঁধের কাছে তার থুতনি রাখল। তার থুতনি আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

'রেডিওটা কি কাজ করছে না?' মাইক কিছুটা ব্যঙ্গত্মক স্বরে জিজ্ঞেস করল। আমার ও জ্যাকবের কথোপকথনে ইচ্ছে করে বাঁধা দিল।

'হ্যাঁ।' জ্যাকব উত্তর দিল। 'কিন্তু বেলা মিউজিক পছন্দ করে না।

আমি জ্যাকবের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। বিস্মিত। আমি কখনও সেটা তাকে বলি নাই।

'বেলা?' মাইক জিজ্ঞেস করল। বিরক্ত।

'সে ঠিক বলেছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। এখনও আমি জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে আছি।

'তুমি কীভাবে মিউজিক পছন্দ না করে থাকতে পার?' মাইক জানতে চাইল।

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। 'আমি জানি না। এটা শুধু আমাকে বিরক্ত করে।'

'হুম।' মাইক পিছিয়ে গেল।

আমরা থিয়েটারে পৌঁছে গেলে জ্যাকব আমার হাতে একটা দশ ডলারের বিল ধরিয়ে দিল।

'এইটা কি?' আমি প্রতিবাদ করলাম।

'আমি এখনও এতটা বড় হই নাই যে আমি টিকিট কাটতে পারি।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল।

আমি জোরে জোরে হাসলাম। 'তো তোমার সেই আনুষঙ্গিক বছর। বিলি আমাকে খুন করে ফেলবে যদি জানতে পারে?

'না। আমি তাকে বলব তুমি পরিকল্পনা করে আমার ইয়োথফুল ইনোসেন্স নষ্ট করেছ।'

আমি এগিয়ে গেলাম। মাইক আমার সাথে পা মিলিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এল।

আমি আশা করেছিলাম মাইক চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। সে সুলেন গোত্রের-

পার্টির প্রতি খুববেশি আসক্ত নয়। কিন্তু আমি শুধুমাত্র জ্যাকবের সাথে একাকী একটা ডেট শেষ করতে চাইছিলাম না। সেটা কোন কাজে দেবে না।

মুভিটি ছিল ঠিক তাই যেটা প্রতিজ্ঞা করেছিল। শুরুর নাম দেখানো শেষ হলে, চারজন লোক উড়ে গেল এবং একজনের মাথা বিছিন্ন হয়ে গেল। আমার সামনের মেয়েটা চোখের সামনে হাত দিয়ে ঢেকে দিল। মুখ ঘুরিয়ে তার প্রেমিকের বুকের উপর নিল। ছেলেটা মেয়েটার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরে চাপ দিচ্ছিল। ছেলেটা চোখ মুখ শক্ত করে সামনের পর্দার দিকে তাকিয়ে ছিল।

দুই ঘণ্টা আমি পর্দার উপরের আলোকপাত, রঙ এবং চলাচল দেখে কাটালাম, লোকজনের আকৃতি এবং গাড়ি আর বাড়ি। কিন্তু তারপর জ্যাকব কাঁপতে শুরু করল।

'কি?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'ওহ, এদিকে এসো।' সে হিসহিসিয়ে বলল 'রক্ত লোকটার ভেতর থেকে বিশ ফুট দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। কতটা কৃত্রিম বলে তুমি মনে করো?

সে আবার মুখবিকৃতি করল যখন পর্দায় আরেকটা মানুষের রক্তপাতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখানো হলো।

তারপরে, আমি সত্যিই শোটা উপভোগ করলাম। তার সাথে হাসতে লাগলাম যখন কর্মকাণ্ডগুলো আরো বেশি হাস্যকর হতে লাগল। আমি কীভাবে বুঝে যাচ্ছি ওর সাথে সম্পর্কটা ঝাঁপসা করে দেয়ার ব্যাপারে, যখন আমি তার সঙ্গ এতটাই বেশি পছন্দ করি? উপভোগ করি?

জ্যাকব ও মাইক দুজনেই আমার চেয়ারের দুপাশের চেয়ারে বসে ছিল। দুজনের হাতই চেয়ারের হাতলের উপর। জ্যাকবের একটা স্বভাব হলো আমার হাত ধরা, যখনই সেরকম কোন সুযোগ আসে। কিন্তু এখানে এই অন্ধকার মুভি থিয়েটারে যেখানে মাইক দেখছে এটা একটা ভিন্ন কারণ হতে পারে। আমি নিশ্চিত সে সেটা জানে। আমি বিশ্বাস করি না মাইক একই জিনিস চিন্তা করছে। কিন্তু তার হাতও একইভাবে জ্যাকবের মতই আমার হাতের উপরে।

আমি আমার বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে রাখলাম। আশা করলাম তাদের দু'জনের হাতই শান্ত হবে।

মাইকই প্রথম ছেড়ে দিল। ছবির অর্ধেকখানি হয়ে গেলে সে তার হাত নিজের দিকে টেনে নিল। সামনের দিকে ঝুকে তার কপালে হাত ঠেকিয়ে রাখল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম সে পর্দার কিছু একটা দেখে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। কিন্তু তারপর সে গুঙিয়ে উঠল।

'মাইক, তুমি কি ঠিক আছো?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

আমাদের সামনের জুটি পেছন ফিরে তাকে দেখল যখন সে আবার গুঙিয়ে উঠল।

'না।' সে শ্বাস নিল। 'আমার মনে হয় আমি অসুস্থ।'

পর্দার উপর থেকে আসা আলোয় আমি দেখতে পেলাম তার কপালের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

মাইক আবার গুঙিয়ে উঠল। তারপর দরজার দিকে ছুটে গেল। আমি তাকে

অনুসরণ করতে উঠে দাঁড়ালাম। জ্যাকবও তাড়াতাড়ি আমার পিছু নিল।

'না থাক।' আমি ফিসফিস করে বললাম ' আমি নিশ্চিত, আমি তাকে ভাল করে দিতে পারব।'

যাই হোক, জ্যাকব আমার সাথে আসতে লাগল।

'তোমাকে আমাদের স্যাথে আসতে হবে না। তোমার শুধু শুধু টাকাগুলো নষ্ট হবে।' প্যাসেজের দিকে যেতে যেতে জোর দিয়ে বললাম।

'সেটা ঠিক আছে। তুমি নিশ্চিত তুমি তাকে নিতে পারবে, বেলা। এই ছবিটা সত্যিই জঘন্য।' তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক ফিসফিস করে যখন আমরা থিয়েটারের বাইরে চলে এলাম।

হলওয়ের পথে মাইকের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। আমি বেশ খুশি হলাম জ্যাকবের আমার সাথে আসার জন্য। সে পুরুষের বাথরুমগুলোতে খোঁজ করল, মাইক সেখানে আছে কিনা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জ্যাকব ফিরে এল।

'ওহ্, সে ওখানে আছে। সব ঠিক আছে।' সে চোখ ঘুরিয়ে বলল। 'কি একটা ব্যাপার ঘটে গেল। তোমার এমন কাউকে নিয়ে আসা উচিত ছিল যার পাকস্থলী বেশ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। এমন কাউকে যে এইসব জগাখিচুড়ি দৃশ্য দেখে হাসতে পারে। দুর্বল লোকের মত বমি করে না।

'আমি সেরকম কারোর জন্য আমার চোখ কান খোলা রাখব।

আমরা দু'জনেই সেইখানে একাকী দাঁড়িয়ে রইলাম। দুপাশের থিয়েটারেই অর্ধেক পথ। সেটা বেশ ফাঁকা জায়গা। বেশ নির্জন জায়গা।

জ্যাকব দেয়ালের কাছে ভেলভেট মোড়ানো একটা বেঞ্চে বসল। তার পাশের জায়গা চাপড় দিয়ে আমাকে দেখালো।

'হেই, শব্দ শুনে মনে হচ্ছে তার ওখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে।' সে তার লম্বা পা সামনের দিকে মেলে দিতে দিতে বলল।

আমি একটু পরে তার সাথে যোগ দিলাম। তাকে দেখে মনে হলো সে কিছু একটা নিয়ে চিন্তা করছে। আমি নিশ্চিত হলাম যখন আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। সে সিটের উপর থেকে হাত তুলে আমার কাঁধের উপর রাখল।

'জ্যাক' আমি সামনে ঝুকে প্রতিবাদ করলাম। তার হাত নেমে গেল। সে আমাকে বিরক্ত করার জন্য আমার দিকে তাকাচ্ছে না। সে এবার আমার হাত দৃঢ়ভাবে নিয়ে নিল। আমার হাতের উপর রাখল যখন আমি সেটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম। সে এই জাতীয় আত্মবিশ্বাস কোথেকে পাচ্ছে?

'এখন, মাত্র মিনিট খানিক আমাকে ধরতে দাও, বেলা।' সে শান্ত স্বরে বলল 'আমাকে কিছু বলতে দাও।'

আমি বিরক্তিকর মুখ ভঙ্গি করলাম। আমি মোটেই এ বিষয়টা চাচ্ছি না। শুধু যে এখন না তাই নয়, কখনই না। আমার জীবনে আর কিছুই বাকি নেই। সেটা জ্যাকব ব্লাকের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে সবকিছু ধ্বংস

করে দেয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

'কি?' আমি তিক্তভাবে বিড়বিড় করে বললাম।

'তুমি আমাকে পছন্দ করো, ঠিক?'

'তুমি জানো আমি করি।'

'ওর চেয়ে ওই যে জোকারটা ভয়ে বেরিয়ে এসে বমি করে ভাসাচ্ছে?' সে বাথরুমের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল।

'হ্যাঁ।' আমি শ্বাস নিলাম।

'অন্য যে কোন ছেলের চেয়ে তুমি জানো?' সে শান্ত— এমনভাবে যেন আমার উত্তর তার কাছে কোন ব্যাপার নয়। অথবা সে এর ভেতরে জানে উত্তরটা কি হবে।

'ওই মেয়েগুলোর তুলনায়ও।' আমি নির্দেশ করলাম।

'কিন্তু সেটাই সব?' সে বলল। এটা কোন প্রশ্ন ছিল না।

এটার উত্তর দেয়া শক্ত। সে কি তাহলে ব্যথিত হবে এবং আমাকে এড়িয়ে চলবে? তাহলে আমি কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকব?

'হ্যাঁ।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

সে আমার দিকে কপট হাসি দিল। 'তাহলে ঠিক আছে। তুমি জানো। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে পছন্দ করো সেটাই উৎকৃষ্ট। এবং তুমি জানো আমি দেখতে ভাল- কিছুটা হলেও। আমি যেকোন বিরক্তিকর বিষয়গুলো নিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারব।

'আমি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছি না।' আমি বললাম। যদিও আমি চেষ্টা করছিলাম আমার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার, কিন্তু আমি এর ভেতরে বিষণ্নতার সুর শুনতে পেলাম।

তার মুখ চিন্তাযুক্ত, আর কোন টিজিং নেই, 'এটা এখনও অন্য আরেকজনের, তাই নয় কি?'

আমি অবনত মস্তকে ছিলাম। মজার ব্যাপার কীভাবে সে জেনেও নামটা বলল না— আগের মতই গাড়িতে মিউজিকের ব্যাপারটার মতই। সে আমার সম্বন্ধে এত কিছু জেনে বসে আছে যেসব বিষয়ে আমি কখনও তাকে কিছু বলিনি।

'তুমি এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাও না।' সে আমাকে বলল।

আমি কৃতজ্ঞতায় মাথা নোয়ালাম।

'কিন্তু কখনও তোমার দিকে আমাকে পাগল করো না, ঠিক আছে? জ্যাকব আমার হাতের পিছনে চাপড় দিতে লাগল। 'কারণ আমি ছেড়ে দিচ্ছি না। আমার হাতে প্রচুর সময় আছে।'

আমি শ্বাস নিলাম। 'তোমার আমার জন্য সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।' আমি বললাম, যদিও আমি তাকে চাই। বিশেষত, যদি সে আমি এখন যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় আমাকে গ্রহণ করে— ক্ষতিকর ভালটুকু তাহলে।

'এটাই সেটা যেটা আমি চাইছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে পছন্দ করবে।

'আমি কল্পনা করতে পারি না কীভাবে আমি তোমাকে পছন্দ না করে থাকব।' আমি তাকে সততার সাথেই বললাম।

জ্যাকব বিস্মিত। 'আমি সেটা নিয়ে বাঁচতে পারব।

‘শুধু ওর চেয়ে বেশি কিছু আশা করো না।’ আমি তাকে সতর্ক করলাম, চেষ্টা করছিলাম আমার হাত টেনে নিতে। সে সেটা অবচেতনভাবে ধরে রেখেছিল।

‘এটা তোমাকে সত্যিই বিরক্ত করছে না, করছে কি?’ সে আমার আঙুলগুলো চাপতে চাপতে বলল।

‘না।’ আমি শ্বাস নিলাম। সত্যিকারার্থে এটা বেশ ভাল অনুভূত হচ্ছিল। তার হাত আমার হাতের চেয়ে অনেক উষ্ণ ছিল। আমি প্রায়ই এই দিনগুলোতে ঠাণ্ডা অনুভব করতাম।

‘এবং তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করছো সে কি ভাবছে তা নিয়ে।’ জ্যাকব তার আঙুল তুলে বাথরুমের দিকে দেখাল।

‘আমার মনে হয় না।’

‘তো সমস্যাটা কি?’

‘সমস্যাটা’ আমি বললাম, ‘এটা তোমার কাছে এক রকম অর্থ বহন করলেও আমার কাছে অন্যরকম।’

‘বেশ।’ সে হাত দিয়ে আমার চারদিকে বেশ শক্ত করে ধরল। ‘এটাই আমার সমস্যা, নয় কি?

‘সুন্দর।’ আমি অসন্তুষ্ট ‘এটা ভুলে যেও না।’

‘আমি ভুলব না। গ্রেনেড থেকে পিন তুলে ফেলা হয়েছে আমার জন্য, এখন, হ্যাঁ?’ সে আমার রিবে চাপ দিল।

আমি চোখ ঘুরালাম। আমি অনুমান করছি যদি সে কোন কৌতুক করা শুরু করে।

সে কয়েক মিনিটের জন্য শান্ত থাকল যখন তার আঙুল আমার হাতের পাশে চাপ দিচ্ছিল।

‘বেশ মজার ক্ষত তুমি এখানে পেয়েছো।’ সে হঠাৎ বলল, আমার হাত ঘুরিয়ে নিলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য। ‘এটা কীভাবে হয়েছিল?

তার মুক্ত হাতের তর্জনী দিয়ে সে লম্বা কাঁটা দাগটার উপর বুলিয়ে নিয়ে গেল।

আমি ভ্রুকুটি করলাম। ‘তুমি কি সত্যিকারেই আশা করো মনে করিয়ে দেবে আমার সব ক্ষতগুলো কোথা থেকে এসেছে?’

আমি স্মৃতিটা ধাক্কা দেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। গভীর ক্ষতের মুখ খুলে যাওয়ার। কিন্তু প্রায় সময়ই যেটা হয় জ্যাকবের উপস্থিতি এটা ভুলিয়ে রাখল।

‘খুব ঠাণ্ডা।’ সে বিড়বিড় করে বলল, আস্তে আস্তে সেই ক্ষতটার উপর চাপ দিচ্ছিল যেটা জেমসের দাঁতের কারণে হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ করে মাইক বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। তার মুখ ফ্যাকাশে এবং ঘামে ভেজা। তাকে ভয়ানক দেখাচ্ছিল।

‘ওহ মাইক।’ আমি শ্বাস নিলাম।

‘আগে চলে আসায় তুমি কি কিছু মনে করেছ?’ সে ফিসফিস করে বলল।

‘না, অবশ্যই না।’ আমি জ্যাকবের কাছ থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিলাম। মাইককে হাঁটতে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলাম। তাকে দেখে ভারসাম্যহীন মনে হচ্ছিল।

'মুভিটা তোমার জন্য খুব বেশি কিছু ছিল।' জ্যাকব হৃদয়হীনভাবে জিজ্ঞেস করল।

মাইক ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাল। 'প্রকৃতপক্ষে আমি এর কিছুই দেখি নাই।' সে বিড়বিড় করে বলল 'আমি বমিবমিবোধ করছিলাম আলো নিভে যাওয়ার আগে থেকেই।

'কেন তুমি আমাদেরকে কিছু বল নাই?' বেরনোর পথ দিয়ে বেরুবার সময় তাকে বকলাম।

'আমি আশা করেছিলাম এটা চলে গেছে।' সে বলল।

'এক সেকেন্ড,' আমরা দরজার কাছে পৌঁছুলে জ্যাকব বলল। সে তাড়াতাড়ি ছাড়ের দোকানগুলোতে ফিরে গেল।

'আমি কি একটা খালি পপকর্ণের বক্স পেতে পারি?' সে বিক্রেতা মেয়েটাকে বলল। মেয়েটা একবার মাইকের দিকে তাকাল তারপর একটা বাকেট জ্যাকবকে দিল।

'দয়া করে তাকে বাইরে নিয়ে যাও।' মেয়েটা কাতরকণ্ঠে বলল। সে অবশ্যই সেই একজনের মধ্যে পড়ে যে মেঝেটা সবসময় পরিষ্কার দেখতে অভ্যস্ত।

আমি মাইককে সেখানের ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস থেকে বাইরে নিয়ে গেলাম। সে গভীরভাবে শ্বাস নিল। জ্যাকব আমাদের ঠিক পিছনে। সে আমাকে সাহায্য করল মাইককে গাড়িতে কাছে নিয়ে যাওয়ায়। তার কাছে বাকেটটা সে সিরিয়াসভাবেই দিল।

'দয়া করে।' এইটুকুই শুধু জ্যাকব বলল।

আমরা জানালার কাচ নামিয়ে দিলাম। যাতে বাইরের রাতের ঠাণ্ডা বাতাস গাড়ির ভেতর চলাচল করতে না পারে। আশা করছি এতে মাইকের কিছুটা সাহায্য হবে। আমার হাত গরম রাখতে দু'হাঁটুর মাঝে ঢুকিয়ে রাখলাম।

'ঠাণ্ডা লাগছে?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল, আমি উত্তর দেয়ার আগেই তার হাত আমার পাশে রাখল।

'তোমার লাগছে না?'

সে তার হাত ঘষল।

'তোমার অবশ্যই জ্বর বা ওই জাতীয় কিছু হবে।' আমি মুখ ভঙ্গি করলাম। এটা ছিল জমে যাওয়ার মত। আমি আমার আঙুল তার কপালে ছোয়ালাম। তার কপাল বেশ গরম।

'ওহ্ জ্যাক, তোমার গা তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।'

'আমি ভাল বোধ করছি।' সে কাঁধ ঝাকাল। 'বেহালার মতই ফিট আছি।

আমি ভ্রু কুঁচকালাম এবং আবার তার কপালে হাত ছোয়ালাম। আমার হাতের নিচে তার ত্বক জ্বলছিল।

'তোমার হাত বরফের মত ঠাণ্ডা।' সে অভিযোগ করল।

'হতে পারে, এটাই আমি।' আমি মেনে নিলাম।

মাইক পিছনের সিটে বসে গোঙাচ্ছিল। সে বাকেট ছুড়ে ফেলে দিল। আমি মুখ ব্যাদান করলাম। আশা করছি আমার নিজের পাকস্থলী ভাল থাকবে ও ভাল আচরণ করবে। জ্যাকব তার কাঁধের উপর দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকাচ্ছিল যেন তার গাড়ি আবার না অপরিষ্কার হয়ে যায়।

রাস্তাটা ফেরার সময় বেশি লম্বা মনে হচ্ছিল।

জ্যাকব শান্ত। চিন্তাভাবনা করছে। সে তার হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। সেটা এতটাই উষ্ণ যে সেটাতে আমি ভাল বোধ করছিলাম।

আমি অপরাধী দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে লাগলাম।

জ্যাকবকে উৎসাহী করা খুবই ভুল হয়েছে। পুরোপুরি স্বার্থপরতা। এটা কোন বিষয় নয় যে আমি আমার অবস্থান পরিষ্কার করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। যদি সে কোন কিছু আশা করে থাকে সেটা এমন কিছু হতে পারে যেটা বন্ধুত্ব থেকে অন্য কিছুতে মোড় নিচ্ছে। তারপরও আমি বিষয়টা নিয়ে পুরোপুরি পরিষ্কার নই।

কীভাবে আমি ব্যাখ্যা করব যাতে সে বুঝতে পারে? আমি একটা ফাঁকা খোলস। এখন আমার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সামনের রুমটা বেশ ভালই সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু সেটাই সব— শুধু একটা ছোট অংশ মাত্র। সে সেটার চেয়ে ভাল কিছু আশা করে— একটা রুমের চেয়ে বেশি কিছু। তার দিক থেকে যে অংকের বিনিয়োগ হোক না কেন এটা এখনও বসবাসের উপযোগী হয়নি।

এখনও আমি জানতাম যে আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারছি না। কোনক্রমেই। আমাকে তার খুব বেশি দরকার। আর আমিও স্বার্থপর। আমি আমার দিক থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে থাকব। যাতে সে আমাকে ছেড়ে যায়। এই চিন্তা আমাকে ভয়ে কম্পিত করে তুলল। জ্যাকব তার হাত দিয়ে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

আমি মাইককে তার বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। তখন জ্যাকব আমাদের পিছু নিল আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্য। আমি বিস্মিত যদি সে একই জিনিস ভেবে থাকে যেটা আমি ভেবে রেখেছি। হতে পারে সে তার মনমানসিকতার পরিবর্তন করেছে।

'আমি নিজেকে বাড়ির ভেতরে নিজেই আমন্ত্রণ করতে পারি, যেহেতু আমরা আগেভাগে এসে পড়েছি।' সে আমার ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে বলল। 'কিন্তু আমি মনে করি তুমি আমার জ্বরের ব্যাপারে ঠিক ধরেছিলে। আমি এখন কিছুটা জ্বরজ্বর বোধ করতে শুরু করেছি...'

'ওহ না, তুমিও না। তুমি কি চাও আমি তোমাকে ড্রাইভ করে বাড়িতে পৌঁছে দেই?

'না।' সে তার মাথা নাড়ল। তার ভ্রু জোড়া একত্র হলো। 'আমি এখনও ওরকম অসুস্থবোধ করছি না। শুধু....ভুল হতে পারে। যদি সেরকম হয়। আমি থেমে যাব।'

'যখনই তুমি পৌঁছে যাবে তুমি কি আমাকে ফোন করবে?' আমি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' সে ভ্রু কুঁচকাল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ঠোঁটজোড়া কামড়ে ধরে রাখল।

আমি বাইরে বের হওয়ার জন্য দরজা খুললাম। কিন্তু সে হালকা করে আমার কব্জি ধরে ফেলল এবং সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখল। আমি আবার লক্ষ্য করলাম তার ত্বক কতটা গরম।

'এটা কি জ্যাক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সেখানে এমন কিছু আছে যেটা আমি তোমাকে বলতে চাই বেলা... কিন্তু আমি মনে করি সেটা তোমার কাছে কিছুটা অদ্ভুত শোনাতে পারে...।

আমি শ্বাস নিলাম। এটা থিয়েটারের ওখানের চেয়ে বেশি কিছুই হবে। 'চালিয়ে যাও।'

'এটা শুধু এই যে, আমি জানি তুমি কতখানি বেশি অসুখী। এবং হতে পারে এটা কোনভাবেই সাহায্য করছে না। কিন্তু আমি তোমাকে জানাতে চাই যে, আমি সবসময় এখানে। আমি তোমাকে আর নিচে নামতে দিতে পারি না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তুমি সবসময়ই আমাকে তোমার গোনার মধ্যে ধরবে। ওয়াহ, সেটা কি শুনতে খুব অদ্ভুত শোানাচ্ছে। কিন্তু তুমি সেটা জানো, তাই না? যে আমি তোমাকে কখনও কোনভাবে আঘাত দেব না?

'হ্যাঁ জ্যাক, আমি সেটা জানি। আমি এর মধ্যেই তোমাকে আমার গুনতির মধ্যে ধরে রেখেছি। সম্ভবত তুমি যেটুকু জানো তার চেয়ে অনেক বেশি ।

তার সারামুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল যেভাবে মেঘের কোলে রোদ হাসে। আমি এ বিষয়ে আর কথা বলতে চাইলাম না। আমি এ বিষয়ে একটা শব্দও বলি নাই যেটা মিথ্যে। কিন্তু আমাকে মিথ্যে বলতে হবে। সত্যটা ভুল। এটা তাকে আঘাত করবে। আমি তাকে নিচে ফেলে দিতে পারি।

একটা অদ্ভুত ভাব তার মুখে খেলে গেল। 'আমি সত্যিই মনে করি আমার এখন বাড়িতে যাওয়া ভাল।' সে বলল।

আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

'ফোন করো।' সে বেরিয়ে যাওয়ার সময় চেচিয়ে বললাম।

আমি তাকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। তাকে দেখে মনে হয় গাড়ির নিয়ন্ত্রণে অন্ততপক্ষে সমস্যা হবে না। সে চলে গেলে ফাকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিজেও কিছুটা অসুস্থবোধ করতে লাগলাম। কিন্তু সেটা কোন শারীরিক কারণে নয়।

আমি কতই না আশা করি জ্যাকব ব্লাক যদি আমার ভাই হিসাবে জন্মাত! আমার রক্ত সম্পর্কের ভাই। তাইতো আমি তার উপরে কিছুটা দাবী করি। খোদায় ভাল জানেন আমি কখনও জ্যাকবকে ব্যবহার করি নাই। কিন্তু আমি সেটা পারছিলাম না। যে সমস্যাটা আমাকে দোষী করে তুলেছে সেটা এড়াতে পারছিলাম না।

তার উপরে, আমি তাকে কখনও ভালবাসতে বোঝায়নি। একটা জিনিস আমি সত্যিই জানি—এটা আমার পাকস্থলীর অতল থেকে, আমার হাড়ের ভেতর থেকে, আমার মাথার মগজ থেকে, আমার পায়ের তলা থেকে, আমার খালি হয়ে যাওয়া বুকের ভেতর থেকে—যে কতটা ভালবাসা পেলে একজনের শক্তি নিঃশেষ হয়। সে ফতুর হয়ে যায়।

আমি এমনভাবে ভেঙেছি যে আমার পুনরুদ্ধারের উপায় নেই।

কিন্তু এখন আমার জ্যাকবকে প্রয়োজন। তাকে আমার একটা ড্রাগের মতই দরকার। আমি দূরে যাওয়ার জন্য তাকে ক্রাচের মত ব্যবহার করছি। এখন তাকে আঘাত করাটা সহ্য করতে পারব না। আমি তাকে আঘাত করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারব না। সেভাবে সময় এবং ধৈর্য আমাকে বদলে দেবে। কিন্তু যদিও আমি জানি সে কতটা ভুলের মধ্যে আছে। আমি আরো জানতাম যে আমি তাকে চেষ্টা করার সুযোগ দিয়েছি।

সে আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু। আমি তাকে সবসময় ভালবাসি। আর এটা কখনই যথেষ্ট কিছু নয়।

আমি ফোনের পাশে বসতে ভেতরে গেলাম। ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

'ছবি কি এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে?' আমি ভেতরে ঢুকলে চার্লি বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলেন। তিনি মেঝেতে বসে ছিলেন। টিভি থেকে মাত্র একফুট দূরে। নিশ্চয় কোন উত্তেজনাপুর্ণ খেলা।

'মাইক অসুস্থবোধ করছিল।' আমি ব্যাখ্যা করলাম। 'কোন এক ধরনের পাকস্থলীর সমস্যা।

'তুমি ঠিক আছো?

'আমি এখন ভালবোধ করছি।' আমি সন্দেহজনকভাবে বললাম। পরিষ্কারভাবে নিজেকে প্রকাশ করলাম।

আমি কিচেনের সামনে ঝুকে ছিলাম। আমার হাত ফোন থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি। আমি ভাবছি জ্যাকবের মুখে সেই ভয়ের অদ্ভুত ছায়া, যেটা সে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখেছিলাম। আমার আঙুল কিচেন কাউন্টারে তবলা বাজাতে শুরু করল। আমার উচিত ছিল জোর করে তাকে ড্রাইভ করে বাড়ি পৌঁছে দেয়া।

আমি ঘড়ি দেখতে থাকলাম। মিনিট চলে যাচ্ছিল। দশ মিনিট। পনের মিনিট। এমনকি আমি যখন গাড়ি চালাই তখনও পনের মিনিট মাত্র লাগে। জ্যাকব আমার চেয়ে অনেক দ্রত চালায়। আঠারো মিনিট পর আমি ফোন তুলে নিয়ে ডায়াল করলাম।

ফোন বেজেই যাচ্ছিল। হতে পারে বিলি ঘুমিয়ে পড়েছে। হতে পারে আমি ভুল নাম্বার ডায়াল করেছি। আমি আবার চেষ্টা করলাম।

আটবার রিং বাজার পর যখন আমি ছেড়ে দেব ভাবছিলাম, বিলি উত্তর দিল।

'হ্যালো?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তার কণ্ঠস্বর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যেন সে কোন খারাপ খবর আশা করছে।

'আঙ্কেল, আমি বেলা।। জ্যাক কি বাড়িতে ফিরেছে? সে এখান থেকে বিশ মিনিট আগে বেরিয়েছে।

'সে বাড়িতে।' বিলি একঘেয়ে স্বরে বললেন।

'তাকে আমার কাছে ফোন করার কথা ছিল।' আমি কিছুটা উত্তেজিত, বিরক্ত। 'যখন সে এখান থেকে যায় তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল।' আমি কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও ছিলাম।

'সে এতটাই অসুস্থ....কল করার জন্য। সে এখন খুব একটা ভালবোধ করছে না।' বিলির কথা দূর থেকে ভেসে আসছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম সে জ্যাকবের সাথে কোথাও যাচ্ছে।

'আপনার যদি কোন সাহায্যের দরকার হয় আমাকে জানাবেন।' আমি অফার করলাম। 'আমি আসতে পারব।' আমি বিলির কথা চিন্তা করলাম। তিনি চেয়ারে বসে থাকেন এবং জ্যাকবই তাকে চালিয়ে নেয়।

'না, না।' বিলি তাড়াতাড়ি বললেন। 'আমরা ভাল আছি। তুমি তোমার জায়গায় থাক।'

যেভাবে তিনি কথা বলছিলেন তা পুরোপুরি রূঢ় আচরণ ছিল।

'ঠিক আছে।' আমি সম্মত হলাম।

'বাই, বেলা।'

লাইন কেটে গেল।

'বাই' আমি বিড়িবিড় করে বললাম।

বেশ, অন্ততপক্ষে সে বাড়িতে পৌঁছেছে। অদ্ভুত ব্যাপার আমি তেমন দুশ্চিন্তাবোধ করছিলাম না। আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। হয়তো আমি কাল কাজে বের হওয়ার আগে তাকে দেখতে যাব। আমি তার জন্য সুপ নিতে পারি। তাকে দেখতে যাওয়ার আগে এক ক্যান ক্যাম্পবেল কোথা থেকে জোগাড় করা দরকার।

আমি বুঝতে পারলাম আমার সমস্ত পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল যখন আমি সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। আমার ঘড়ি জানাল সকাল সাড়ে চারটা। দৌড়ে বাথরুমে গেলাম। চার্লি আধাঘন্টা পর আমাকে সেখানে পেল। মেঝেতে শুয়ে আছি। আমার থুতনি বাথটাবের ঠাণ্ডা কিনারের উপর রাখা।

তিনি আমার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

'পাকস্থলীর সমস্যা।' তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন।

'হ্যাঁ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'তোমার কিছু দরকার?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আমার পক্ষ থেকে নিউটনকে ফোন করো প্লীজ।' আমি ঘড়ঘড়ে গলায় নির্দেশ দিলাম। 'তাদেরকে বল মাইকের যা হয়েছে আমারও তাই হয়েছে। সে কারণে আজ কাজে যেতে পারছি না। তাদেরকে বলো আমি দুঃখিত।

'অবশ্যই, কোন সমস্যা নেই।' চার্লি আমাকে আশস্ত করলেন।

আমি দিনের বাকি সময়টাও প্রায় বাথরুমের মেঝেতেই কাটালাম।

মাথার নিচে তোয়ালে পাকিয়ে নিয়ে কয়েক ঘন্টা সেখানেই ঘুমিয়ে নিলাম। চার্লি জানালেন তিনি কাজে যাচ্ছেন কিন্তু আমি সন্দেহ করলাম তিনি বাথরুমে প্রবেশ করছেন। তিনি আমার পাশে মেঝেতে একগ্লাস পানি ঢেলে দিলেন যাতে মেঝেটা ভেজা থাকে এবং আমাকে ভেজা রাখে।

তিনি বাড়ি ফিরে এসে আমাকে জাগিয়ে দিলেন। আমি রুমের ভেতর অন্ধকার দেখতে পেলাম। রাত্রি নেমে গেছে। তিনি আমাকে দেখার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন।

'এখনও বেঁচে আছো?'

'কিছুটা।' আমি বললাম।

'তুমি কি কোন কিছু চাও?'

'না।' ধন্যবাদ।

তিনি দ্বিধান্বিত। 'ঠিক আছে, তারপর।' এটা বলেই তিনি নিচে নেমে কিচেনে গেলেন।

কয়েক মিনিট পর আমি ফোন বাজার শব্দ শুনতে পেলাম। বাবা কারোর সাথে খুব

নিচু স্বরে কথা বলছিলেন এবং তারপর রেখে দিলেন।

'মাইক ভালবোধ করছে।' বাবা আমাকে ডেকে বললেন।

বেশ, সেটা অবশ্যই ভাল খবর। সে মাত্র আমার আটঘণ্টাখানেক আগে অসুস্থ হয়েছে। আটটা অতিরিক্ত ঘণ্টা। সেই চিন্তা আমার পাকস্থলীতে আবার মোচড় দিল। আমি আবার বাথরুমের দিকে দৌড়ে গেলাম।

আমি আবার তোয়ালের উপর ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু যখন আমি জেগে উঠলাম আমি আমার বিছানায় শোয়া। আমার জানালার বাইরের চারিদিকে আলোকিত। আমি এখানে আসার কথা স্মরণ করতে পারলাম না। বাবা অবশ্যই আমাকে রুমে বয়ে নিয়ে এসে থাকবে। আমার বিছানার পাশের টেবিলে একগ্লাস পানিও রেখে দিয়েছেন। আমি পিপাসার্ত বোধ করলাম। আমি পানিটুকু পান করলাম। এটার স্বাদ এমন মনে হলো যে আমি সারারাত কিছুই খায়নি।

আমি ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। আবার যেন বমিবমি ভাবটা না আসে সেই চেষ্টা করছিলাম। আমি খুব দুর্বলবোধ করছিলাম। আমার মুখের স্বাদ ভয়ানক। কিন্তু আমার পাকস্থলী ভালবোধ করছিল না। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম।

চব্বিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে।

আমি এর মধ্যে কিছুই করতে পারলাম না। নাস্তার জন্য শুধু নোনতা বিস্কুট ছাড়া কিছুই খেতে পারলাম না। বাবা আমাকে ভাল অবস্থায় দেখে বেশ স্বস্তি পেলেন বলে মনে হলো।

যখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমি গোটা দিনটা আর বাথরুমের মেঝেতে কাটাতে যাচ্ছি না, আমি জ্যাকবকে ডাকলাম।

জ্যাকব সেখানে থাকার কারণে উত্তর দিল। কিন্তু যখন আমি তার আনন্দ অভিবাদন পেলাম আমি বুঝতে পারলাম সে এখনও ঠিক হয়নি।

'হ্যালো?' তার কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা।

'ওহ জ্যাক,' আমি সহানুভূতির সাথে বললাম। 'তোমার গলা ভয়ানক শোনাচ্ছে।

'আমি ভয়ানক অনুভব করছি।' সে ফিসফিস করে বলল।

'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত যে আমি তোমাকে বাইরে নিয়ে গেছি। এই জঘন্য জিনিসে।'

'আমি খুশি যে আমি গিয়েছিলাম।' তার কণ্ঠস্বর এখনও ফিসফিসানির মত। 'নিজেকে দোষ দিও না। এটা তোমার কোন দোষ ছিল না।'

'তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবে।' আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। 'আমি আজ সকালে জেগে উঠে ভালবোধ করছি।'

'তুমি অসুস্থ হয়েছিলে?' সে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' আমিও এটা পেয়েছি। কিন্তু আমি এখন ভাল আছি।

'সেটাই ভাল।' তার কণ্ঠস্বর মৃতবৎ।

'সুতরাং সম্ভবত তুমিও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভাল হয়ে উঠবে।' আমি উৎসাহ দিলাম।

আমি তার উত্তর খুব অস্পষ্টভাবে শুনলাম। 'আমি মনে করি না আমারও তোমার

মত একই জিনিস হয়েছে।'

'তোমারও কি একই রকম পেটের সমস্যা হয়নি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। দ্বিধান্বিত।

'না।' এটা অন্যকিছু।

'তোমার কি সমস্যা হয়েছে?'

'সবকিছু।' সে ফিসফিস করে বলল। 'আমার শরীরের সমস্ত অংশই ব্যথা হয়ে গেছে।

তার কণ্ঠস্বরের ব্যথাটাও বোঝা যাচ্ছে।

'আমি তোমার জন্য কি করতে পারি জ্যাক? আমি তোমার জন্য কি আনতে পারি?'

'কিছুই না। তুমি এখানে আসতে পার না।' সে বেশ উদ্ধত্য। এটা আমাকে বিলির গতরাতের কথা মনে করিয়ে দিল।

'আমি এর মধ্যে বের করে ফেলেছি তোমার কি হয়েছে।' আমি নির্দেশ করলাম।

সে আমাকে অবহেলা করল। 'যখন পারি আমি তোমাকে ফোন করব। আমি তোমাকে জানাব কখন তুমি আবার এখানে আসবে।

'জ্যাকব—'

'আমাকে যেতে হবে।' সে তাড়াতাড়ি জরুরিভাবে জানাল।

'যখন তুমি ভালবোধ করো আমাকে কল করো।'

'ঠিক আছে।' সে একমত হলো। তার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত। কিছুটা তিক্ত।

সে এক মুহূর্তের জন্য নিরব হলো। সে বিদায় জানাবে এজন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সেও অপেক্ষা করছিল।

'আমি তোমাকে শীঘ্রই দেখতে যাব।' আমি শেষ পর্যন্ত বললাম।

'আমার কলের জন্য অপেক্ষা করো।' সে আবার বলল।

'ঠিক আছে... বাই জ্যাকব।'

'বেলা,' সে ফিসফিস করে আমার নাম ধরে ডাকল তারপর ফোন রেখে দিল।

দশ

জ্যাকব ফোন করেনি।

প্রথমবার আমি যখন ফোন করলাম বিলি উত্তর দিলেন। জানালেন, জ্যাকব তখনও বিছানায় পড়ে আছে। আমি নাক গলালাম। বিলিকে বললাম, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিনা। না হলে নিয়ে যেতে। বিলি বললেন, তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকটা কারণে আমি সেটা মেনে নিতে পারলাম না। আমি সত্যিই তাকে বিশ্বাস করি না। আমি আবার ফোন করলাম। দিনের ভেতর কয়েকবার। পরের

দুদিনই। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। যেন কখনও কেউ ছিল না।

শনিবারে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে দেখতে যাব। তার আমন্ত্রণ গোল্লায় যাক। কিন্তু সেই ছোট লাল বাড়িটা ফাঁকা। সেটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। জ্যাকব কি এতটাই অসুস্থ যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে? আমি বাড়ি ফেরার পথে হাসপাতালের সামনে থামলাম। কিন্তু ফ্রন্ট ডেস্কের মেয়েটা জানাল জ্যাকব অথবা বিলি কেউ এখানে নেই।

আমি বাবাকে বাধ্য করলাম ক্লিয়ারওয়াটারকে ফোন করতে যখন সে কাজ থেকে বাসায় ফিরবে। আমি অপেক্ষা করছিলাম। বাবা তার পুরানো বন্ধুর সাথে কথা বলার সময় আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। কথোপকথন অনন্তকাল চলতে থাকলেও সেখানে জ্যাকবের কোন উল্লেখ নেই। এটা শুনে মনে হলো হ্যারি হাসপাতালে... তার হার্টের কিছু টেস্টের জন্য। বাবার কপাল কুঁচকে ছিল কিন্তু হ্যারি তার সাথে কৌতুক করছিলেন। তিনি এটা চালিয়েই যাচ্ছিলেন যতক্ষণ না বাবা আবার হাসছিলেন। তারপরেই শুধুমাত্র জ্যাকবের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তাদের কথোপকথন আমার বোধগম্যের মত তেমন কিছু ছিল না। শুধুমাত্র কয়েকটা হুম এবং ইয়ে শব্দ ছাড়া। আমি আঙুল দিয়ে বিছানার পাশের টেবিলে তবলা বাজিয়ে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তার হাত দিয়ে আমার হাত থামিয়ে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত, বাবা ফোন রেখে আমার দিকে ঘুরে গেলেন।

'হ্যারি বলল সেখানে টেলিফোন লাইনে কিছু একটা সমস্যা আছে। সে কারণেই তুমি এতবার দিয়েও তাদের পাও নাই। বিলি জ্যাকবকে নিচে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। তার মনো হয়েছে। এবং দেখে মনে হচ্ছে তারা একাকীত্ব পছন্দ করছে। সে সত্যিই ক্লান্ত। বিলি বলেছে কোন দর্শনার্থী নয়।' বাবা জানালেন।

'কোন দর্শনার্থী নয়?' আমি অবিশ্বাসের সাথে জিজ্ঞেস করলাম।

বাবা ভ্রু উপরে তুললেন। 'এখন তুমি তাদের ওখানে যেয়ে নিজেকে তুচ্ছ করে তুল না, বেলা। বিলি জানে জ্যাকের জন্য কোনটা সবচেয়ে ভাল। সে শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবে এবং উঠে দাঁড়াবে। ধৈর্য ধরো।'

আমি এটা মেনে নিতে পারলাম না। বাবা হ্যারির ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। সেটাই তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন তাকে আমার সামান্য বিষয় নিয়ে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। পরিবর্তে, আমি সোজা উপরে চলে গেলাম এবং আমার কম্পিউটার চালু করলাম। আমি অনলাইনে একটা মেডিকাল সাইট পেলাম। সার্স বক্সে 'মনোনিউক্লিউসিস' টাইপ করলাম।

আমি এই মনো সম্বন্ধে যা জানালাম তা হলো, ধরো এটা তুমি চুমু থেকে পেতে পার, যেটা অবশ্যই জ্যাকবের ক্ষেত্রে ঘটেনি। আমি তাড়াতাড়ি এর উপসর্গগুলো পড়লাম। যে জ্বরটা উল্লেখ করল তা তার ছিল। কিন্তু বাকিগুলো সম্বন্ধে কি? কোন রকম ভয়াবহ গলাব্যথা নেই। কোন ক্লান্তি নেই। কোন মাথাব্যথা নেই। অন্ততপক্ষে যখন সে থিয়েটার শেষ করে বাসায় গেল তার আগ পযর্ন্ত এসব ছিল না। সে বলেছিল সে অনুভব করছিল 'বেহালার মত ঝরঝরে।' এটা কি তাহলে সত্যিই এত দ্রুত আসে?

এই আর্টিকেলটায় বলা হয়েছে, গলাব্যথাটাই সাধারণত প্রথমে আসে।

আমি কম্পিউটার স্ক্রিণে তাকিয়ে রইলাম। কেন আমি এটা নিয়ে খোঁজ খবর করছি এজন্য অবাক লাগল। কেন আমি এতটা...এতটা সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, যেমন, আমি বিলির কথা বিশ্বাস করিনি? কেন বিলি হ্যারিকে মিথ্যে বলবে?

আমি সম্ভবত কিছুটা বোকা। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমি ভীত ছিলাম যে আমি আর জ্যাকবকে দেখতে অনুমতি পাব না।

আমি আরো বেশি তথ্যের জন্য বাকি আর্টিকেলটুকুতে মনোযোগ দিলাম। যেখানে মনো কীভাবে মাসখানিকের উপরে থাকতে পারে লেখা আছে সেদিকে বেশি মনোযোগ দিলাম।

একমাস? আমার মুখ হা হয়ে গেল।

কিন্তু বিলি সেই লম্বা সময়ে কোন দর্শনার্থীকে দেখতে না দিয়ে থাকতে পারে না। অবশ্যই না। জ্যাকব সেই দীর্ঘ সময়ে কারোর সাথে কথা না বলতে পারলে উন্মত্ত হয়ে উঠবে।

যাই হোক, বিলি কি নিয়ে ভয় পাচ্ছে? আর্টিকেলটাতে বলা হয়েছে একজন মনো আক্রান্ত ব্যক্তির দরকার কোনরকম শারীরিক পরিশ্রমের কাজ এড়ানো। কিন্তু সেখানে দর্শনার্থীদের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। সেই অসুখটা খুব একটা সংক্রামক নয়।

আমি বিলিকে এক সপ্তাহ সময় দেব, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তারপর সেখানে যাব। এক সপ্তাহটাই বেশ ভদ্র দেখাবে।

এক সপ্তাহ বেশ দীর্ঘ সময়। বুধবারে বুঝতে পারলাম আমি শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছি না।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে জ্যাকবদের ওখানে এক সপ্তাহ যাব না। আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছি না জ্যাকব বিলির নিয়মকানুনের মধ্যে থাকবে। প্রতিদিন আমি স্কুল থেকে বাসায় ফিরে ফোনের কাছে ছুটে যেতাম, সে কোন ম্যাসেজ রেখেছে কিনা দেখতে। সেখানে কোন ম্যাসেজ ছিল না।

আমি তিনবার নিজের সাথে প্রতারণা করে তাকে ফোন করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফোন লাইন তখনও কাজ করছিল না।

আমি বাড়িতে অনেক বেশি সময় কাটাতে লাগলাম। অবশ্যই, একা একা। জ্যাকব ছাড়া এবং এড্রেনালিন প্রবাহ ছাড়া এই ছিন্নভিন্ন অবস্থায়, সবকিছু আমার কাছে অসহ্য লাগতে লাগল। স্বপ্নটা আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হয়ে গেল। আমি আর এখন এর শেষটা দেখতে পারি না। অর্ধেকটা সময় জঙ্গলের ভেতরে, অর্ধেকটা সময় ফাঁকা ফার্ণের সমুদ্রের ভেতরে—সেই সাদা বাড়িটার আর কোন অস্তিত্ব নেই। কোন কোন সময় স্যাম উলি সেই বনের ভেতরে থাকে। আমাকে আবার দেখতে থাকে। আমি তার দিকে কোন মনোযোগ দেই না। তার উপস্থিতিতে আমি স্বস্তি পাই না। এটা আমাকে একাকীত্বের চেয়ে অধিক কিছু ভাবতে সাহায্য করে না। এটা আমাকে একাকী চিৎকার দেয়া থেকে জাগিয়ে তোলা ছাড়া আর কিছুই করে না। রাতের পর রাত এভাবেই চলে।

আমার বুকের ক্ষত গর্তটা আগের চেয়ে খারাপ অবস্থায় রুপ নিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম এটা আমার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। কিন্তু আমি আবার নিজেকে কুঁকড়ে কুঁজো হয়ে যেতে দেখলাম। দিনের পর দিন। নিজেকে জড়ো সড়ো করে পড়ে থাকি। বাতাসের জন্য হাসফাস করতে থাকি।

আমি এটা কোনমতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না।

আমি সকালে চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে উঠে স্বস্তি পেলাম। মনে পড়ে গেল আজ শনিবার। আজ আমি জ্যাকবকে ফোন করতে পারব। যদি তাদের ফোন আজও কাজ না করে তাহলে আজ আমি লা পুশে চলে যাব। যেভাবেই হোক, আজ গত সপ্তাহের তুলনায় আমি অনেক বেশি ভাল থাকব।

আমি ফোন করলাম। উচ্চাশা নিয়ে অপেক্ষা করলাম। বিলি ফোনের ওপ্রান্ত থেকে সাড়া দিলে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

'হ্যালো?'

'ওহ, হেই, ফোনটা তাহলে আবার কাজ করছে! হাই আঙ্কেল। আমি বেলা। আমি শুধু ফোন করেছি জ্যাকব এখন কেমন আছে, কি করছে এটা জানতে। এখন কি তার কাছে দর্শনার্থীরা যেতে পারে? আমি ভাবছিলাম যে আমি ওদিকে একবার...

'আমি দুঃখিত বেলা।' বিলি কথার মাঝখানেই বললেন, আমি বিস্মিত যে সে হয়তো টিভি দেখছে, শব্দ শুনে তেমনটি মনে হলো। 'সে বাড়ি নেই।'

'ওহ।' এটা বুঝতে এক সেকেন্ড সময় নিল। 'তো সে এখন তাহলে বেশ ভালবোধ করছে?'

'হ্যাঁ।' বিলিকে দ্বিধান্বিত মনে হলো। 'শেষ পর্যন্ত এটা মনোতে রুপ নেয়নি। শুধু কোন অন্য ভাইরাস।

'ওহ । তো....সে কোথায়?

'সে কয়েকজন বন্ধুর সাথে পোর্ট এ্যাঞ্জেল বেড়াতে গিয়েছে। আমার মনে হয় তারা দুটো প্রোগ্রাম করে বেরিয়েছে বা এই জাতীয় কিছু একটা। সে আজ সারা দিনের জন্য বেরিয়ে গেছে।

'বেশ। সেটা খুবই স্বস্তির কথা। আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। আমি খুশি সে বাইরে যাওয়ার মত সুস্থ হয়ে গেছে।' আমার কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে ভয়ানকভাবে বিড়বিড়ানির মত হয়ে গেল।

জ্যাকব সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতটাই সুস্থ যে আমাকে ফোন করার মত সময় নেই। সে তার বন্ধুদের নিয়ে বাইরে বেরিয়েছে। আমি বাড়িতে বসে আছি। তাকে মিস করছি প্রতি ঘন্টায়। আমি একাকী। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বিরক্ত। ছিন্নভিন্ন। এখন আমি বুঝতে পারছি যে এক সপ্তাহ তার থেকে দূরে থাকাটা তার কাছে কোনমতেই তার ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়া হয়নি।

'তোমার কি নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে কিছু বলবার বা জানবার আছে?' বিলি ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

'না। সত্যি না।

'বেশ, তাহলে আমি তাকে বলব যে তুমি ফোন করেছিলে।' বিলি প্রতিজ্ঞা করলেন 'বাই, বেলা।'

'বাই।' আমি উত্তর দিলাম, কিন্তু তিনি এর ভেতরে ফোন রেখে দিয়েছেন।

ফোনের রিসিভার হাতে ধরে রেখে আমি তখনও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম।

জ্যাকব অবশ্যই তার মন পরিবর্তন করেছে। যেটা নিয়ে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। সে আমার উপদেশ মেনে নিয়েছে। আর কোন সময় নষ্ট করতে চাচ্ছে না, এমন কারোর জন্য যে তার অনুভূতিগুলোর কোন প্রতিদান দেবে না। আমি বুঝতে পারলাম আমার মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে।

'কোন সমস্যা?' বাবা সিঁড়ির কাছে নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

'না।' আমি মিথ্যে বললাম। ফোনের রিসিভার তখনও ধরে রাখা। 'আঙ্কেল বলছিলেন জ্যাকব এখন ভাল আছে। এটা মনো ছিল না। তো সেটাই ভাল।'

'সে কি এখানে আসছে? না তুমি তার ওখানে যাচ্ছ?' বাবা ফ্রিজের দিকে এগিয়ে যেয়ে অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

'কোনটাই না।' আমি স্বীকার করলাম। 'সে তার অন্য বন্ধুদের সাথে বাইরে বেরিয়েছে।

আমার কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত বাবার মনোযোগ কাড়ল। তিনি হঠাৎ করে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এক প্যাকেট জমাট বাধা স্লাইস নিয়ে তার হাত থেমে গেল।

'এটা কি লাঞ্চের জন্য কিছুটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?' আমি হালকাভাবে জিজ্ঞেস করলাম যেন আমি সেটা ঠিক করে নিয়েছি। চেষ্টা করছিলাম তার মনোযোগ অন্য দিকে নিতে।

'না।' আমি শুধু কিছু জিনিস প্যাকিং করে নিচ্ছিলাম নদীর দিকে যেতে হবে বলে...

'ওহ আজকে ফিশিং। মাছ ধরা।'

'বেশ। হ্যারি ফোন করেছিল... এবং এখন বৃষ্টি হচ্ছে না।' তিনি কথা বলতে বলতে খাবারের একটা ছোটখাট স্তুপ তৈরি করে ফেললেন। হঠাৎ আবার আমার দিকে তাকালেন যেন কিছু একটা বুঝে উঠার চেষ্টা করছেন। 'বেলা, তুমি কি চাও যে আমি তোমার সাথে থাকি, যখন জ্যাক বাইরে বেরিয়ে গেছে?

'সেটা ঠিক আছে বাবা।' আমি বললাম, চেষ্টা করলাম যাতে অন্যরকম শোনা যায় 'মাছগুলো আবহাওয়া ভাল থাকলে বেশ ধরা পড়ে।'

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার মুখেরভাব সিদ্ধান্তহীনতা খেলা করছে। আমি জানতাম তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমাকে একা ছেড়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন। যদি আমি আবার সেই 'নিস্তেজ' অবস্থায় ফিরে যাই।

'সিরিয়াসলি বাবা। আমি ভাবছি জেসিকাকে ফোন করব।' আমি তাড়াতাড়ি সামলে নিলাম। তিনি আমাকে চোখে চোখে রাখার চেয়ে ভাল সারাদিন একা একা থাকব। 'আমাদের একটা ক্যালকুলাস টেস্ট আছে। তার জন্য পড়াশুনা করতে হবে। আমি তার কাছ থেকে সাহায্য নেব।' এই অংশটা সত্য। কিন্তু আমি সেটা তার [illegible]

ছাড়াই বেশ ভালভাবে চালিয়ে নিতে পারব।

'সেটা বেশ ভাল কথা। তুমি জ্যাকবের সাথে এত বেশি সময় কাটিয়েছে যে তোমার অন্য বন্ধুরা ভাবছে যে তুমি হয়তো তাদের ভুলে গেছো।

আমি হাসলাম এবং তার দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়ালাম, যেন আমি আমার অন্য বন্ধুদের চিন্তাভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাই।

বাবা এগুতে শুরু করলেন কিন্তু তারপর হঠাৎ ফিরে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন 'হেই, তুমি কি এখানে পড়াশুনা করবে, নাকি জেসের ওখানে যাবে, তাই না?

'নিশ্চয়, এক জায়গায় হলেই হয়।

'বেশ, শুধু আমি তোমাকে সর্তক করে দিচ্ছি, বনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সতর্ক থাকবে। যেমনটি আমি আগে তোমাকে বলেছিলাম।'

আমার এক মিনিট সময় লাগাল ব্যাপারটা বুঝতে। অন্যমনস্ক ছিলাম। 'আবারো ভালুক সমস্যা?'

বাবা মাথা নাড়ালেন। ভ্রু কুঁচকালেন। 'আমরা একজন হারিয়ে যাওয়া হাইকারকে খুঁজে পেয়েছি—রেঞ্জাররা আজ খুব সকালে তার ক্যাম্পে তাকে পেয়েছে, কিন্তু সেখানে কোন চিহ্ন নেই। সেখানে কোন একটা বিশাল প্রাণীর পায়ের ছাপ...অবশ্যই সেটা পরে আবার ফিরে আসবে, খাবারের গন্ধে...। যাই হোক, তারা এটার জন্য ফাঁদ পাতছে।

'ওহ্।' আমি শূন্যভাবে বললাম। আমি সত্যিই তার সর্তক বাণী শুনছিলাম না। আমি এখনও জ্যাকবের ব্যাপারটা নিয়ে অনেক বেশি আপসেট। একটা ভালুকে খেয়ে ফেলার সম্ভাবনার চেয়ে সেটা বেশি কিছু।

আমি খুশি যে বাবার তাড়া ছিল। তিনি জেসিকাকে ডাকার জন্য অপেক্ষা করলেন না। সুতরাং আমি আর ওই ব্যাপারটার দিকে গেলাম না। আমি জড়ো করে রাখা স্কুলের বইগুলোর দিকে এগুলাম। সেগুলোকে রান্নাঘরের টেবিলের উপর রাখলাম। তারপর আমার ব্যাগে ঢুকালাম। সেটা সম্ভবত খুব বেশি কিছু। যদি সে ক্ষতগুলোকে আঘাত করায় আগ্রহী না হয়, আমি তাকে হয়তো সন্দেহগ্রস্ত করে তুলতে পারি।

আমি নিজেকে খুবই ব্যস্ততার মধ্যে রাখি। তারপরও সারাটা দিন আমি কি করব বুঝে উঠতে পারে না। বাবা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে গেলে আমি ব্যস্ততার ভাব বন্ধ করি। আমি শুধুমাত্র মিনিট দুই রান্নাঘরের ফোনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সিদ্ধান্ত নেই, আমি আজ বাড়িতে থাকছি না। আমি আমার অপশনগুলো খতিয়ে দেখছি।

আমি জেসিকাকে ফোন করতে যাচ্ছি না। যতই আমি বলি না কেন, জেসিকা এই অন্ধকারের দিকে আসবে না।

আমি লা পুশে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারি। আমার মোটরসাইকেল নিতে পারি। এটা ভাল চিন্তা কিন্তু একটা ছোটখাট সমস্যা আছে। কে আমাকে জরুরি বিভাগে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করাবে, যদি আমার সেটার দরকার হয়?

অথবা...ট্রাকিংয়ের জন্য আমাদের মানচিত্র ও কম্পাস আছে। আমি মোটামুটি নিশ্চিত আমি প্রক্রিয়াটা অনেক ভাল বুঝতে পেরেছি। আমি সেখানে হারিয়ে যাব না।

হতে পারে আমি আজ আরেকটু বেশি এগিয়ে যাব। এই কাজটা করে রাখতে পারি যখন আবার জ্যাকব এটাতে যেতে আগ্রহী হবে। আমি এই ভাবনা ছেড়ে দিলাম, কেননা সেটা কত দীর্ঘদিন হবে কে জানে। অথবা এমনও হতে পারে এটা আর কখনই হবে না।

আমি নিজেকে অপরাধী ভাবলাম। বাবা যখন এসব ব্যাপার বুঝতে পারবেন কি মনে করবেন। কিন্তু আমি সেটাকে অবহেলা করলাম। আমি এই বাড়িতে আজ আর কাটাতে চাচ্ছি না।

কয়েক মিনিট পরে আমি সেই পরিচিত অপরিছন্ন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কোন নির্দিষ্ট দিকে নয়। আমি জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলাম। আমার ট্রাকের পক্ষে যত জোরে সম্ভব চালিয়ে যেতে লাগলাম। চেষ্টা করছিলাম আমার মুখের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাস উপভোগ করতে। এটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন কিন্তু পুরোপুরি শুকনো আবহাওয়া। ফর্কের জন্য একটা ভাল দিন।

এটা শুরু করতে জ্যাকবের চেয়ে বেশি সময় নিল। আমি নির্দিষ্ট স্পটে পার্ক করার পরে, পনের মিনিট সময় কাটালাম খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে। কম্পাসের সুঁচের মত কাঁটার ওঠানামা ও মানচিত্রটা পর্যালোচনা করলাম। যখন আমি প্রায় নিশ্চিত যে আমি নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমি বনের দিকে দিক ঠিক করে নিলাম।

জঙ্গলটা আজ প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপুর। সমস্ত ছোটপ্রাণগুলো আজকের শুষ্কতা উপভোগ করছে। এমনকি পাখিগুলো কিচিমিচি করছে। কীটপতঙ্গ গুঞ্জন করছে। আমার মাথার চারিদিকে যেন প্রাণের সমারোহ। জঙ্গলটাকে আজকে আরো বেশি লতানো মনে হচ্ছে। এটা আমাকে আমার সম্প্রতি দেখা দুঃস্বপ্নের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি জানতাম এটা হবেই, কারণ আমি একাকী। জ্যাকবের সর্তক সংকেত সেখানে নেই। আরেক জোড়া পায়ের শব্দ আমার পিছু পিছু ভেজা মাটিতে পড়ছে না।

জঙ্গলের আরো গভীরে প্রবেশ করার পর অস্বস্তি আরো বাড়তে লাগল। নিঃশ্বাস নেয়া আগের চেয়ে আরো কষ্টকর হয়ে পড়ল। সেটা মোটেই ক্লান্তির জন্য নয়। আমি আমার বুকের সেই গভীর ক্ষতের সমস্যায় পড়লাম। আমি দুহাত বুকের উপর চেপে ধরে রাখলাম। আমার চিন্তাভাবনা থেকে সেই জিনিসটার চিন্তা সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করছিলাম। আমি প্রায় ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু যে শক্তি আমি এর মধ্যে খরচ করে ফেলেছি সেটাকে ঘৃণা করি ।

আমার পায়ের শব্দের ছন্দ আমার মনে অবশ ভাব এনে দিল। আমার নিঃশ্বাস আগের মত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি না বলে আমি খুশি। এই ঝোঁপজঙ্গলের মধ্যে হেটে আমার বেশ ভালই লাগছে। আমি এখন বলতে পারি আগের চেয়ে বেশ জোরেই যাচ্ছি।

আমি বুঝতে পারছিলাম না কতটা আন্তরিকতার সাথে আমি এগিয়ে চলছিলাম। কতদুর এগিয়ে গেছি। আমি ভেবেছিলাম সম্ভবত মাইল চারেক গেছি। এখন আর শুরুর জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি না। তারপর বেপরোয়াভাবে একটা ছোট নিচু জায়গা মত পথ দিয়ে আঙুরের ক্ষেতের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেগুলো আমার বুকে ফার্ণের ধাক্কা

দিচ্ছিল। আমি সেই তৃণভূমিতে পৌছুলাম।

এটা সেই একই জায়গা। আমি তৎক্ষণাৎ নিশ্চিত হলাম। আমি কখনও এমন সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিস এর আগে দেখি নাই। এটা এতটাই গোল যেন দেখে মনে হয় কেউ একজন ইচ্ছাকৃতভাবে এই বৃত্তটা তৈরি করেছে। গাছগুলো সরিয়ে দিয়েছে কিন্তু কোন প্রমাণ রাখেনি। পূর্বদিকে পানির বুদবুদের শব্দ শুনতে পেলাম।

জায়গাটায় সূর্য্যের আলো পড়ে না। কিন্তু এটা এখনও খুবই সুন্দর এবং শান্ত। এটা বন্য ফুলের জন্য ভুল সময়। জমিন লম্বা জমাট ঘাসে ভরে আছে। হালকা বাতাসে লেকের জলের মত ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

এটা সেই একই জায়গা...কিন্ত আমি যেটা খুঁজছি তা এখানে নেই।

এটা আমাকে খুবই হতাশ করল। জায়গাটা পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিলাম। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম। বসে ভালভাবে চারিদিকে দেখতে লাগলাম।

আরো বেশিদুর যাওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে? এখানে কিছুই নেই। আমার সেই স্মৃতিটুকু ছাড়া কিছুই নেই। আমি যখন চাই স্মৃতিটাকে ডেকে আনতে পারি। যদি আমি চাই সেই ব্যথাটুকু ফিরে আসুক। ওর সাথে ছাড়া এই জায়গাটার কোন বিশেষত্ব নেই। আমি প্রকৃতপক্ষে ঠিক জানি না আমি আসলে এখানে কি অনুভব করব আশা করেছিলাম। কিন্তু তৃণভুমি শূন্য। সবকিছুর মতই শূন্য। সবখানের মতই। আমার দুঃস্বপ্নের মতই। আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

অন্ততপক্ষে আমি একাকী এসেছি। আমি নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম যে আমি সেই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি। যদি আমি এই তৃণভূমিটা জ্যাকবের সাথে খুঁজে পেতাম... বেশ সেখানে কোন পথ ছিল না তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার। কীভাবে আমি তাকে বুঝিয়ে বলতাম আমি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছি। আমার বুকের ভেতর গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে? এটা অনেক বেশি ভাল হয়েছে আমার আশেপাশে কোন দর্শক নেই।

আমার কারো কাছে কোন ব্যাখ্যা দিতে হবে না, কেন আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ততা লাগিয়েছি। জ্যাকব হয়তো কিছু একটা অনুমান করে নিত। এত ঝামেলা করে গাধার মত জায়গাটা খুঁজে বের করা, আমি আর কয়েক সেকেন্ডের বেশি এখানে ব্যয় করতে চাই না। কিন্তু আমি এর মধ্যেই চেষ্টা করছি পায়ে ফিরে যাওয়ার মত শক্তি নিয়ে আসতে। নিজেকে জোর করলাম যাতে আমি এই জায়গা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। এই ফাঁকা জায়গায় বহন করার মত অনেক বেশি ব্যথা পেয়েছি। আমি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

আমি কত সৌভাগ্যবতী যে আমি একাকী!

একাকী। আমি বেশ আত্মতৃপ্তির সাথে কথাটা বারবার আওড়ালাম। আমি পায়ে বেশ জোর পেলাম। তার পরের মুহূর্তে আমি দক্ষিণ দিকে গাছের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। তিরিশ পা এর মত।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য মাথা ঘুরানির মত একটা অনুভূতি আমাকে ঘিরে ধরল।

প্রথমত আমি বিস্মিত হলাম। আমি যে কোন ট্রেইল থেকে এখন বেশ দূরে। আমি কোন সঙ্গ আশা করতে পারি না। তারপর, যখন আমার চোখজোড়া সেই স্থবির মূর্তির দিকে গেল। আমি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই পান্ডুবর্ণের ত্বক, আমার আশাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। আমি এটা অভিশপ্তের মত চেপে গেলাম। আমি নিজের সাথে লড়তে লাগলাম। আমার চোখ কালো চুলের নিচে সেই মুখের দিকে। সেই মুখ যেটা আমি কখনও দেখতে চাই না। ভয় ঘিরে ধরেছে আমাকে, এটা সেই মুখ নয় যেটা আমি দেখতে পারি। কিন্তু এটা এতটাই কাছাকাছি। যে মানুষটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে কোন হাইকার নয়। এবং শেষ পর্যন্ত, আমি তাকে চিনতে পারলাম।

'লরেন্ট!' আমি আনন্দে কেদে উঠলাম।

এটা ছিল একটা বিরক্তিকর সাড়া। আমার সম্ভবত ভয় পাওয়া বন্ধ করা উচিত।

লরেন্ট হলো জেমসের কোভেনের একজন। সে সময়ই তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। সে সেই শিকারের সাথে জড়িত ছিল না যেটা আমাকে তাড়া করেছিল। সেই শিকার যেখানে আমি ছিলাম পাথরের খাদে। কিন্তু সেটা ছিল একমাত্র এইজন্য যে আমি ভীত ছিলাম। আমি তাদেরটা থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম একটা বড় কোভেনের দ্বারা। এটা ভিন্ন হতে পারে যদিও সেটা সেই কেস ছিল না। তার সেই সময়ে কোন ভূমিকা ছিল না। সেই সময়ে আমাকে তাদের খাবার কথা ছিল। অবশ্যই সে পরিবর্তিত হয়ে থাকবে। কারণ আলাস্কায় গিয়েছিল অন্যান্য সভ্য কোভেনদের সাথে বাস করার জন্য। অন্যান্য পরিবার যারা নৈতিক কারণে মানুষের রক্তপান করতে অস্বীকৃতি জানায়। অন্যান্য পরিবার যেমনটি... কিন্তু আমি সেই নামটা আর চিন্তাও করতে চাই না।

হ্যাঁ, ভয় আমাকে আরো বেশি অনুভূতিপ্রবণ করে তুলল। কিন্তু যেটা আমি সব থেকে অনুভব করছিলাম অতিরিক্ত সন্তুষ্টি। তৃণভূমিটা আবারো জাদুকরী জায়গা। একটা কালো গাঢ় ম্যাজিক যেমনটি আমি আশা করেছিলাম। নিশ্চিত হতে কিন্তু ম্যাজিকগুলো একই। এখানেই সেই সংযোগ আছে যেটা আমি অনুমান করেছিলাম। প্রমাণ যেভাবেই হোক হয়ে গেছে— একই পৃথিবীর যেকোন জায়গায় যেখানে আমি বাস করি— তার অস্তিত্ব আছে।

লরেন্ট কীভাবে একই রকম দেখতে থাকে? এটা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সেখানে অন্য কিছু ছিল... আমি এটা এড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারছিলাম না।

'বেলা?' সে জিজ্ঞেস করল। তাকে দেখে যতটা আমি অনুভব করছিলাম সে তার চেয়ে অধিক বিস্মিত মনে হচ্ছে ।

'তোমার মনে আছে।' আমি হাসলাম। এটা খুবই হাস্যকর যে আমি খুবই আনন্দিত কারণ একজন ভ্যাম্পায়ার আমার নাম জানে।

সে মুখ ভঙ্গি করল। 'আমি তোমাকে এখানে দেখবো আশা করিনি।' সে আমার দিকে এগিয়ে এল। তার অভিব্যক্তি অন্যরকম।

'এটা কি অন্য দিক দিয়েও তাই নয় কি? আমি এখানে বাস করি। আমি

ভেবেছিলাম তুমি আলাস্কায় চলে গেছো।

সে আমার সামনে দশ পা এগিয়ে থেমে গেল। তার মাথা পাশে ঘুরাল। আমি দেখেছি তার মুখ সবচেয়ে সুন্দর। মুখটাতে একটা স্বর্গীয় আভা আছে। আমি অদ্ভুতভাবে তাকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। এখানে কেউ একজন আছে আমি জানি না তার সাথে কেমন আচরণ করব। কেউ একজন যে এর মধ্যে জানে সবকিছু আমি যা কখনও বলি নাই।

'তুমি ঠিক।' সে একমত। 'আমি আলাস্কায় গিয়েছিলাম। এখনও। আমি আশা করি নাই....যখন আমি দেখতে পেলাম কুলিনের জায়গা খালি। আমি ভেবেছিলাম তারা চলে গেছে।

'ওহ।' নামটা আমার কানে আসার সাথে সাথে আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। ক্ষতের কিনারাগুলো ব্যথা দিতে শুরু করেছ। নিজেকে ঠিক রাখতে এক সেকেন্ড সময় নিলাম। লরেন্ট কৌতুহলী চোখে অপেক্ষা করছিল।

'তারা এখান থেকে চলে গেছে।' আমি শেষ পর্যন্ত নিজেকে গুছিয়ে তাকে বলতে পারলাম।

'উমম।' সে বিড়বিড় করে বলল। 'আমি বিস্মিত যে তারা তোমাকে ফেলে চলে গেছে। তুমি কি তাদের এক প্রকার পোষা হয়ে ছিলে না?' তার চোখ জোড়া যেকোন ব্যাপারে নিষ্পাপ ধরনের।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাসলাম। 'সেরকম কিছু একটা।

'হুমমম।' সে ভেবে বলল।

সেই মুহর্তে আমি বুঝতে পারলাম সে সেই একইভাবে তাকাচ্ছে। অনেক বেশি সেই একইভাবে। কার্ল আঙ্কেল আমাদেরকে বলেছিলেন লরেন্ট তানিয়ার পরিবারের সাথে থাকে। আমি তাদের দেখতে শুরু করেছিলাম। খুব কম উপলক্ষে আমি তার কথা ভাবতাম। সেই একই রকম সোনালি চোখ...কুলিন— আমি জোর করে সেই নাম মনে আনলাম না।

আমি অজান্তেই কিছুটা পিছিয়ে গেলাম। সে কৌতুহলী গাঢ় লাল চোখ আমার নড়াচড়া দেখল।

'তারা কি প্রায়ই দেখতে আসে?' সে জিজ্ঞেস করল। এখনও স্বাভাবিক, কিন্তু তার আমার দিকে ঝুকে আসছে।

'মিথ্যে!' সেই সুন্দর ভেলভেটের মত মসৃণ কণ্ঠস্বর আমাকে ফিসফিস করে বলল।

আমি ওর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। কিন্তু এটা আমাকে মোটেই বিস্মিত করল না। আমি কি এখন কল্পনাতীত বিপদের মুখে পতিত হয়নি? মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা এই বিপদের পাশে বিড়াল ছানার মতই সুবোধ একটা জিনিস।

সেই কণ্ঠস্বর আমাকে যা করতে বলল আমি সেটাই করলাম।

'এখন এবং আবার' আমি চেষ্টা করলাম আমার কণ্ঠস্বর খুব হালকা স্বস্তিদায়ক করার 'সময়টা আমার কাছে বেশ লম্বাই মনে হচ্ছে। আমি কল্পনা করতে পারি। তুমি জানো তারা কীভাবে এখান থেকে চলে গেছে...' আমি অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু

করলাম। আমার এখন চুপ করে যাওয়া উচিত।

'হুমম।' সে আবার বলল। 'বাড়িটার গন্ধ এমন মনে হয় যেন এটা এই মাত্র খালি করা হয়েছে।'

'তার চেয়ে ভাল হয় তুমি মিথ্যে কথা বলো, বেলা।' কণ্ঠস্বরটা সম্মত হলো।

আমি চেষ্টা করলাম 'আমি আঙ্কেলকে জানাবো তুমি এখানে এসেছিলে। তিনি দুঃখিত হবেন। তারা তোমাকে মিস করেছে।' আমি অনুমান করলাম এক সেকেন্ডের জন্য 'কিন্তু আমি সম্ভবত এটা উল্লেখ করতে পারব না...এ্যাডওয়ার্ড, আমি মনে করি-' আমি অনেক কষ্টে তার নাম উল্লেখ করলাম এবং এটা আমার আবেগ অনুভূতিকে ঘুলিয়ে দিল, আমার ধাপ্পাবাজিও '—সে ছিল এমন মেজাজের...বেশ, আমি নিশ্চিত তুমি মনে করতে পার। সে এখনও সেই জেমসের গোটা ব্যাপার নিয়ে স্পর্শকাতর।' আমি চোখ ঘোরালাম। একহাত এমনভাবে নাড়ালাম যেন এসব খুব প্রাচীন ইতিহাস। কিন্তু আমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে হিস্টোরিয়ার মত একটা লক্ষণ ছিল। আমি বিস্মিত যদি সে সেই জিনিসটা বুঝতে পারে।

'তা কি সত্যি?' লরেন্ট সন্তুষ্টভাবে জিজ্ঞেস করল...এড়িয়ে যাওয়ার মত করে।

আমার উত্তর সংক্ষিপ্ত করে রেখেছিলাম। যাতে আমার কণ্ঠস্বর দিয়ে ভয়ের ব্যাপারটা প্রকাশ না পায়। 'উমম।'

লরেন্ট পাশের দিকে একটা সাধারণ পদক্ষেপ নিল। ছোট্ট তৃণভূমির দিকে একবার তাকিয়ে নিল। আমি সেই পদক্ষেপটা মিস করলাম না যেটা তাকে আমার আরো কাছে নিয়ে এসেছিল। আমার মাথার মধ্যে, কণ্ঠস্বরটা নিচুলয়ের গর্জনে সাড়া দিচ্ছিল।

'তো ডেনালিতে দিনগুলো কেমনভাবে যাচ্ছে? কার্ল আমাকে বলেছিল তুমি তানিয়াদের সাথে থাকছ?' আমার কণ্ঠস্বর বেশ উঁচু।

প্রশ্নটা তাকে থামিয়ে দিল। 'আমি তানিয়াকে খুব পছন্দ করি।' সে বলল 'এবং তার বোন আরিনাকে আরো বেশি...আমি এর আগে কখনও এক জায়গায় এত বেশি সময় ছিলাম না। আমি এই সুযোগ সুবিধাগুলো উপভোগ করেছি। এর মহত্বের দিকটাও। কিন্তু নিয়মকানুনগুলো খুবই কঠিন...আমি বিস্মিত যে কেউ এটা খুব বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না।' সে আমার দিকে ষড়যন্ত্রীর মত হাসল। 'মাঝে মাঝে আমি প্রতারণা করি।'

আমি ব্যাপারটা হজম করতে পারলাম না। আমার পা সহজভাবে পিছাতে লাগল। কিন্তু আমি থেমে গেলাম যখন দেখলাম তার লাল চোখ আমার চলাচলের দিকে নজর রাখছে।

'ওহ।' আমি মুছির্ত স্বরে বললাম 'জেসপারের সেই ধরনের সমস্যা হচ্ছিল।'

'নড়ো না।' সেই কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে বলল। আমি চেষ্টা করলাম সে যা নির্দেশ দিচ্ছিল সেটা মানতে। এটা খুব কঠিন। কণ্ঠস্বরের স্বতঃস্ফূর্ত আসা প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন।

'সত্যিই?' লরেন্টকে দেখে বেশ উৎসাহী মনে হলো। 'এটা কি তাহলে তাদের চলে যাওয়ার কারণ?

'না।' আমি সৎভাবে উত্তর দিলাম। 'জেসপার বাড়িতে অনেক বেশি সতর্ক।

'হ্যাঁ।' লরেন্ট একমত হলো। 'আমিও।

সে যে পদক্ষেপে সামনের দিকে এগুচ্ছিল সেটা আরো বেপরোয়া।

'ভিক্টোরিয়া কি কখনও তোমাকে খুঁজে পেয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। তাকে অন্য দিকে আকর্ষণ করানোর জন্য বেপরোয়া। এটাই প্রথম প্রশ্ন যেটা আমার মাথায় প্রথমে এসেছে। আমি কৃতজ্ঞ এই কথাটাই মাথায় এসেছে। ভিক্টোরিয়া—যে আমাকে জেমসের সাথে শিকার করতে চেয়েছিল। তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। সে এরকম একজন যাকে আমি এই বিশেষ মুহূর্তে ভাবতে চাই না।

কিন্তু এই প্রশ্নটা তাকে থামিয়ে দিল।

'হ্যাঁ।' সে বলল। পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে ইতস্তত করছে। 'আমি প্রকৃতপক্ষে এখানে এসেছে তার জন্যই।' সে মুখ ভঙ্গি করল 'সে এই ব্যাপারে খুশি হবে না।'

'কোন ব্যাপারে?' আমি আগ্রহীভাবে জিজ্ঞেস করলাম। বিষয়টা সে যাতে চালিয়ে যায় সেটাই চাচ্ছিলাম। সে গাছগুলোর দিকে একবার তাকাল। আমার দিক থেকে সরে এল। আমি তার সেই সরে যাওয়ার সুযোগ নিলাম। কয়েক পা পিছিয়ে এলাম।

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তাকে একজন কালো চুলের দেবতার মত লাগছিল।

'তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে।' সে নেশাতুর গলায় উত্তর দিল।

আমি আরেক ধাপ পিছিয়ে এলাম। আমার মাথার মধ্যের উন্মত্ত গোঙানীর কারণে এসব শুনতে সমস্যা হচ্ছিল।

'সে চেয়েছিল সেই দিকটা রক্ষা করতে।' সে বলে চলল। 'সে যে-কোন এক প্রকারে...তোমাকে নিয়ে যেতে চায়, বেলা।

'আমাকে?' আমি চিঁচিঁ করে বললাম।

সে মাথা নেড়ে মুখ ভঙ্গি করল। 'আমি জানি, ব্যাপারটা তোমার কাছে কিছুটা পুরাতন মনে হবে। কিন্তু জেমস তার সঙ্গী ছিল এবং তোমার এ্যাডওয়ার্ড জেমসকে হত্যা করেছে।

এমন কি এইখানে, মৃত্যুর প্রসঙ্গে তার নাম উচ্চারণে আমার ভেতরের ক্ষত যেন আরো ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল।

লরেন্ট অবশ্যই আমার প্রতিক্রিয়ায় অবাক হলো। 'সে ভেবেছিল এ্যাডওয়ার্ডের চেয়ে তোমাকে হত্যা করা বেশি উপযুক্ত হবে। উপযুক্ত প্রতিশোধ। সঙ্গীর বদলে সঙ্গী। সে আমাকে বলেছিল সেই জায়গাটুকু তার জন্য ধার দিতে, এভাবেই বলা যায়। আমি কখনও কল্পনাও করিনি তোমাকে এত সহজে পেয়ে যাওয়া যাবে। তো, হতে পারে তার পরিকল্পনা তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করা—দেখে মনে হয় সে যে প্রতিশোধ কল্পনা করেছে তা হবে না। যেহেতু তুমি এখন আর এ্যাডওয়ার্ডের কাছে তেমন কেউ নয়। সে তোমাকে এখানে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গেছে।

আরেকটা রক্তপাত, আরেকটা কাটাছেঁড়া, আমার বুকের ভেতরে হতে থাকে।

লরেন্ট তার দিক থেকে একটুখানি এগিয়ে আসে। আমি হতবুদ্ধ অবস্থায় আরেক

পা পিছিয়ে যাই।

সে ভ্রু কুঁচকাল। 'আমার মনে হয় সে রাগান্বিত হবে। একই কথা।

'তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করছ না কেন?' আমি তাকে বললাম।

তার অভিব্যক্তিতে অদ্ভুত ভংয়কর একভাব ফুটে উঠল। 'বেশ, তুমি খুব খারাপ সময়ে আমার হাতে ধরা পড়েছ, বেলা। আমি এই জায়গায় ভিক্টোরিয়ার মিশন সফল করতে আসিনি। আমি শিকার খুঁজছিলাম। আমি কিছুটা তৃষ্ণার্ত। এবং তোমার গন্ধ পাচ্ছি....সাধারণভাবে বলতে গেলে আমার মুখ দিয়ে লালা ঝরছে।

লরেন্ট আমার দিকে সম্মতির দৃষ্টিতে তাকাল যেন আমি তার কাছে সৌজন্যবশত এসেছি।

'তাকে হুমকি দাও।' সেই মনোরম কণ্ঠস্বর আদেশ করল। তার কণ্ঠস্বর আমার মাথার ভেতরে ফাঁকা শোনাল।

'সে জানে এটা তুমি।' আমি বাধ্যবাধকের মত ফিসফিস করে বললাম 'তুমি এটা থেকে রেহাই পাবে না।

'এবং কেন নয়?' লরেন্টের হাসি প্রসারিত হলো। সে আশেপাশের গাছগুলোর দিকে তাকাল। 'এই গন্ধটা পরবর্তী বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে। কেউ তোমার মৃতদেহ খুঁজে পাবে না। তুমি সাধারণভাবে শুধু হারিয়ে যাবে। অন্য অনেকের মত। অন্য অনেক মানুষের মত। সেখানে এ্যাডওয়ার্ডের আমার ব্যাপারে চিন্তা করার কিছু নেই, যদি সে এই ব্যাপারে কোন অনুসন্ধান করতে চায়। এটা কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমাকে আগে নিশ্চিত করতে দাও বেলা। আমি শুধুই তৃষ্ণার্ত।

'করুণা ভিক্ষা চাও।' আমার হ্যালুসিনেশন বলল।

'দয়া করো।'

লরেন্ট মাথা নাড়ল। তার মুখে দয়ালুর ভাব। 'এই দিকে দেখ, বেলা। তুমি খুবই ভাগ্যবতী যে আমিই তোমাকে খুঁজে পেয়েছি।

'আমি কি?' আমি আরেক পদক্ষেপ পিছিয়ে গিয়ে বললাম।

লরেন্ট খুশি মনে আমাকে অনুসরণ করল।

'হ্যাঁ।' সে আশ্বস্ত করল। 'আমি খুবদ্রুত তার সাথে কাজ করব। তুমি একটু কিছুও বুঝতে পারবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। ওহ, স্বাভাবিকভাবেই এ ব্যাপারে পরে ভিক্টোরিয়াকে মিথ্যে বলব। শুধু তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তুমি যদি জানতে সে তোমাকে নিয়ে কি পরিকল্পনা করেছে বেলা....' সে ধীরে ধীরে তার মাথা নাড়ল। যেন সে খুবই বিরক্ত। 'আমি অনুমান করছি তুমি এটার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেবে।

আমি ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকালাম।

সে নাক টানল, আমার চুলের উপর দিয়ে তার নিঃশ্বাসের বাতাস প্রবাহিত হলো। 'লালা ঝরছে। মুখে পানি এসে গেছে।' সে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল।

আমি স্প্রিংয়ের মত টানটান হয়ে গেলাম। আমার চোখ চারিদিক দেখতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ডের আগত গোঙানী আমার মাথার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আমি যে

প্রতিরোধের দেয়াল তৈরি করেছিলাম তার চারিদিকে তার নাম প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এ্যাডওয়ার্ড, এ্যাডওয়ার্ড, এ্যাডওয়ার্ড। আমি মারা যেতে চলেছি। এটা আর এখন কোন ব্যাপার নয় যদি আমি তাকে নিয়ে চিন্তা করি। *এ্যাডওয়ার্ড, আমি তোমাকে ভালাবাসি।*

আমার চোখ ছোট ছোট হয়ে গিয়েছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, লরেন্ট শ্বাস নেয়ার জন্য থেমে গেল। বাম দিকে থেকে তার মাথার উপর যেন চাবুকের আঘাত পড়তে লাগল। তার কাছে থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। তাকে দেখতে লাগলাম। যদিও তার অন্যমনস্ক হওয়ার প্রয়োজন নেই। অথবা অন্যকোন কৌশল আমার উপরে প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। আমি খুবই বিস্মিত হলাম। স্বস্তি র সাথে দেখলাম সে ধীরে ধীরে আমার দিক থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে।

'আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।' সে বলল। তার কণ্ঠস্বর এত নিচু যেটা আমি এর আগে কখনও শুনিনি।

আমি তার দিকে তাকালাম। আমার চোখ তৃণভূমিটায় ঘুরে পরখ করে এল। সেই কারণটা খুঁজছিলাম যেটা আমার মৃত্যুকে কয়েক সেকেন্ড পিছিয়ে দিয়েছে। প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। আমার চোখের দৃষ্টি পলকে লরেন্টের উপর থেকে ঘুরে এল। সে এখন আগের চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করছে। তার চোখ বিরক্তি নিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে।

তারপর আমি এটাকে দেখলাম। একটা বিশাল কালো আকৃতি গাছের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। ছায়ার মত বিশাল এবং শান্ত। এটা বেপরোয়াভাবে ভ্যাম্পায়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা বিশাল একটা ঘোড়ার মত উচু কিন্তু বিশালদেহী, আরো বেশি মাংসপেশীবহুল। বিশাল জন্তুটা মুখ খিচাচ্ছিল, দাঁত বেরিয়েছিল। ছুরির মত ধারালো দাঁত। জন্তুটা ঝড়ের মত গর্জন করে আসছিল।

একটা ভাল্লুক।

এটাকে শুধু ভাল্লুক বললে ভুল বলা হবে। একটা দূরত্ব থেকে, যে কেউ ধারণা করবে যে এটা একটা ভালুক। এতটাই বিশাল ও শক্তিশালীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

আমি ভাগ্যবতী যে এটাকে এত কাছ থেকে দেখতে পারছি। পরিবর্তে, এটা নিঃশব্দে ঘাসের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। এটা আমার থেকে মাত্র দশ ফিট দূরে।

'এক ইঞ্চিও নড়ো না।' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে বলল।

আমি এক দৃষ্টিতে সেই দানবীয় প্রাণীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার মন বলছিল আমি এর কিছু একটা নাম দিয়ে দেই। এটার নড়ার সময়, দুর থেকেই দাঁত ঘর্ষণের শব্দ ভেসে আসছিল। আমি শুধু একটাই সম্ভবনা দেখতে পাচ্ছি, যেভাবে আমি সেভাবে ভয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। যদিও আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে একটা বন্য নেকড়ে এতটাই বড় হতে পারে।

আরেকটা গোঙানী এটার গলার ভেতর থেকে ভেসে এল। সেই গোঙানীতে আমি কেঁপে উঠলাম।

লরেন্ট গাছের দিকে পিছু ফিরে যেতে লাগল। আমি ভয়ে জমে দাঁড়িয়ে রইলাম।

নানা প্রশ্ন মনের ভেতর খেলা করছিল। কেন লরেন্ট এরকম আচরণ করছে? মানলাম এই নেকড়েটা দৈত্যকৃতির। কিন্তু এটা শুধু মাত্র একটা প্রাণী। একটা ভ্যাম্পটায়ারের একটা প্রাণীকে ভয় করার কি কারণ থাকতে পারে? লরেন্ট ভয় পেয়েছে। তার চোখ জোড়া আমার মতই ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে।

আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে গেলাম, হঠাৎ করে আসা এই বিশাল নেকড়েটা একা নয়। অন্য দুই দিক থেকে আরো দুটো বিশাল নেকড়ে সেই তৃণভূমির দিকে এগিয়ে আসছে। একটা হলো, গাঢ় ধুসর রঙের। অন্যটা বাদামী রঙের। তবে প্রথমটার মত কোনটাই অতো উঁচু নয়। ধুসর নেকড়েটা গাছপালার ভেতর দিয়ে আসছে। এটা আমার থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে। এটা সোজাসুজি লরেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে, আরো দুটো নেকড়ে অনুসরণ করল। একটা ভি অক্ষরের মত লাইন করে এগুতে লাগল। এর ভেতরে বাদামী নিকড়েটা আবার আমার এত নিকটে যে ইচ্ছে করলেই সে আমাকে স্পর্শ করতে পারে।

আমি অজান্তেই নিঃশ্বাস নিয়ে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলাম। যেটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বোকাম। আমি আবার জমে স্থির হয়ে রইলাম। অপেক্ষা করছিলাম নেকড়েটা ঘুরে আমার দিকে আসার জন্য। আমি আশা করছিলাম লরেন্ট নেকড়েগুলোর দিকে এগিয়ে যাবে এবং এগুলোকে শেষ করে ফেলবে। এটা তার জন্য খুব সাধারণ ব্যাপার হবে। আমি অনুমান করলাম দুজনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে নেকড়েগুলোর কাছে আমাকে না খাওয়া হবে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার।

একটা নেকড়ে আমার খুব কাছে চলে এল। লাল বাদামী রঙেরটা। এটা মাথা ঘুরিয়ে আমার নিঃশ্বাসের শব্দের দিকে লক্ষ্য করল।

নেকড়ের চোখ গাঢ় অন্ধকার। কালো। এটা আমার দিকে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে তাকিয়ে থাকল। গাঢ় চোখ জোড়ায় একটা বন্যপ্রাণীর চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তা খেলা করছে।

এটা আমার দিকে তাকালে হঠাৎ কৃতজ্ঞতার সাথে জ্যাকবের কথা মনে পড়ল। অন্ততপক্ষে আমি এই রুপকথার তৃণভূমিতে একাকী এসেছি। রুপকথার তৃণভূমি ভয়ংকর দৈত্যে ভরা। কমপক্ষে, জ্যাকব অন্তত মারা যাচ্ছে না। অন্ততপক্ষে তার মৃত্যু আমার হাত দিয়ে হচ্ছে না।

নিচু স্বরে গোঙানো নেতা গোছের অন্য নেকড়েটা হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে লরেন্টের দিকে তাকাল। তারপর সেদিকে এগিয়ে গেল।

লরেন্ট এতগুলো দৈত্যের মত নেকড়ের এভাবে আক্রমণে প্রচণ্ড শক পেয়ে ভয়ে জমে গেল। প্রথমে আমি এটা বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম যখন কোন রকম সর্তক সংকেত ছাড়াই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বনের গাছপালার মধ্যে ঢুকে গেল।

সে দৌড়ে পালাল।

নেকড়েগুলো এক সেকেন্ডের মধ্যে তাকে অনুসরণ করল। তার পিছু নিল। গর্জন

করতে লাগল। এত জোরে জোরে সেই শব্দ হতে লাগল যে আমি অজান্তেই দুহাতে আমার কান ঢেকে ফেললাম। শব্দটা আস্তে আস্তে খুবদ্রুত তার সাথে কমে গেল। প্রাণীগুলো জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তারপর আমি আবার একাকী হয়ে গেলাম।

আমার হাঁটুতে জোর রইল না। হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম। আমি হাতের উপর পড়লাম। আমার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল।

আমি জানতাম আমার এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। এখনই চলে যাওয়া উচিত। নেকড়েগুলো আবার আমার দিকে ফিরে না এসে কতক্ষণ লরেন্টের পিছু নিবে? অথবা লরেন্ট কি নিজেই এদিকে ঘুরে আসবে না? সে কি আবার আমাকে খুঁজতে চলে আসবে না?

আমি প্রথমে নড়তে পারলাম না। যদিও আমার হাত ও পা কাঁপছিল।

আমি জানি না কীভাবে আমি আবার নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়াব।

আমার মন থেকে ভয় তাড়াতে পারছিলাম না। আতঙ্ক অথবা দ্বিধা। বুঝতে পারছিলাম না এইমাত্র আমি কোন ঘটনার সাক্ষী হলাম।

একটা ভ্যাম্পায়ার এভাবে কয়েকটা তেড়ে আসা নেকড়ে দেখে পালিয়ে যাবে না। নেকড়ের দাঁত কীভাবে ওই গ্রাণাইটের মত পাথরের চামড়ার উপর বসবে?

নেকড়েগুলো লরেন্টকে ধাওয়া করেছে। এমনকি যদি তাদের বিশাল সাইজ তাদের কোন কিছু ভয় না করতে শেখায়, এটা কোন কাজের কথা নয় যে তারা তাকে অনুসরণ করে বেড়াবে। আমার সন্দেহ আছে তার বরফের মত পাথরের চামড়ায় এমন গন্ধ পেয়েছে যেটা খাবারের গন্ধের মত। কেন সেগুলো আমার মত উষ্ণ রক্তের এবং দুর্বল একজনকে পাশ কাটিয়ে লরেন্টের পিছু নেবে?

আমি এটা কোনভাবে মিলাতে পারছিলাম না।

একটা ঠাণ্ডা বাতাস তৃণভূমির ভেতর দিয়ে বয়ে গেল। সেটা চাবুকের মত আমার গায়ে এসে লাগল। এমনভাবে ঘাসের উপর দিয়ে বয়ে গেল যেন কিছু একটা এর উপর দিয়ে চলে গেল।

আমার পা কাঁপতে লাগল। সেই ঝড়ো বাতাস আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল। পিছিয়ে এলাম। হতবুদ্ধিকর অবস্থায় ঘুরে দাঁড়ালাম। মাথা ছাড়ানো গাছগুলোর ভেতর দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা দুঃসহ যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে গেল। গাছগুলোর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি সময় নিল।

কোন দিকে যাচ্ছি সে বিষয়ে প্রথমে আমি কোন মনোযোগ দেয়নি। আমি শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে দৌড়াচ্ছিলাম। এই সময়ে আমি মনে মনে আমার কম্পাসের ব্যাপারে স্মরণ করছিলাম। আমি এখন গভীর অপরিচিতি জঙ্গলের ভেতরে। আমার হাত এতটাই কাঁপতে লাগল যে কম্পাসটা সেই কাঁদামাখা ভূমিতে রেখে এটার দিক নির্দেশনা পড়তে অসুবিধা হচ্ছিল। কম্পাসটা নিচে রাখার জন্য প্রতি কয়েক মিনিট অন্তর আমি থমকে দাঁড়াচ্ছিলাম। পরীক্ষা করে দেখছিলাম আমি এখনও উত্তর পশ্চিম দিকে

এগিয়ে যাচ্ছি। আমার পায়ের শব্দের পিছনে পিছনে আরেকটা শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, যেটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু সেটা চলছিল।

অন্ততপক্ষে সেখানে একটা গাছের ভাঙা অংশ ছিল। আমি ফাঁকা রাস্তার উপর এসে পড়লাম। এক মাইল অথবা ওই রকম দক্ষিণে আমার ট্রাক রেখে এসেছিলাম। আমি খুব বেশি ক্লান্ত ছিলাম না। জগিং করতে করতে সেই লেন ধরে এগুতে এগুতে আমি ট্রাকটা পেয়ে গেলাম। সেই সময়ে কোনমতে গাড়িতে উঠে বসলাম। আমি তখনও ফোঁপাচ্ছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম। পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করলাম। ইঞ্জিনের গর্জন আমার স্বস্তি এনে দিল। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। এটা আমাকে কান্না আটকাতে সাহায্য করল। আমি এত জোরে চালাতে লাগলাম যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাক হাইওয়েতে উঠে এল।

আমি শান্ত ছিলাম। কিন্তু তখনও ভেতরে ভেতরে আমি ভেঙে পড়েছিলাম। আমি বাড়িতে পৌঁছুলাম। বাবার ক্রুসার গাড়ি ড্রাইভওয়েতে ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কতটা দেরি করে ফেলেছি। আকাশ তখনও ধোয়াচ্ছন্ন।

'বেলা?' বাবা জিজ্ঞেস করলেন যখন আমি দরজা ধাক্কা দিয়ে আমার পেছনে সামনের দরজা বন্ধ করে দিলাম। তাড়াতাড়ি দরজাটা লক করে দিলাম।

'হ্যাঁ। আমিই বাবা।' আমার কণ্ঠস্বর অস্থির।

'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' বাবা বিস্মিত। কিচেনের দরজা দিয়েও তার বিস্মিকয়কর অনুভূতি বোঝা যাচ্ছিল।

আমি দ্বিধা করছিলাম। তিনি সম্ভবত স্টানলিকে ফোন করেছিলেন। সত্য কথা বলাই ভাল।

'আমি হাইকিংয়ে গিয়েছিলাম।' আমি স্বীকার করলাম।

বাবার চোখ জোড়া স্থির হয়ে আছে। 'জেসিকার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কি ঘটেছিল?

'আজ আর আমার ক্যালকুলাস করতে ইচ্ছে করছিল না।'

বাবা বুকের কাছে হাত ভাঁজ করে রাখলেন। 'আমার মনে হয় আমি তোমাকে জঙ্গল থেকে দূরে থাকতে বলেছিলাম।

'হ্যাঁ। আমি জানি। দুশ্চিন্তা করো না। এটা আর হবে না।' আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললাম।

বাবা সত্যিকারভাবে প্রথমবারের মত ভালভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমার মনে পড়ল আমি আজ জঙ্গলের ভূমিতে কিছু সময় শুয়ে কাটিয়েছিলাম। আমি নিশ্চয় খুব বিশ্রি অবস্থায় আছি।

'কি হয়েছিল?' বাবা জানতে চাইলেন।

আমি আবার সত্যিটাই বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। অথবা কিছুটা সত্য, যাই হোক। সেটাই সবচেয়ে ভাল। আমি এতটাই কাঁপছিলাম যে দেখে অনুমান হয় আমি কিছুটা সময় জঙ্গলের গাছপালার মধ্যে কাটিয়েছি।

'আমি ভালুকটাকে দেখেছিলাম।' আমি চেষ্টা করছিলাম এটা শান্তভাবে বলতে।

কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর খুব উঁচু এবং কাঁপছিল। 'এটা যদিও একটা ভাল্লুক ছিল না- এটা এক প্রকার নেকড়ে। সেখানে সংখ্যায় পাঁচটা ছিল। একটা বিশাল কালো বড়। ধুসর লালচে বাদামী...

বাবার চোখ ভয়ে বিস্ফোরিত হলো। তিনি তাড়াতাড়ি আমার কাছে চলে এলেন। আমার হাত ধরে ফেললেন।

'তুমি ঠিক আছো তো?'

আমি দুর্বলভাবে মাথা নাড়লাম।

'আমাকে বলো কি ঘটেছিল।'

'সেগুলো আমার দিকে মোটেই মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু সেগুলো চলে যাওয়ার পর আমি দৌড়ে পালিয়েছি এবং কয়েকবার পড়েঁ গিয়েছি।'

বাবা হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বেশ অনেকক্ষণ তিনি কিছুই বললেন না।

'নেকড়ে।' তিনি বিড়বিড় করে বললেন।

'কি?'

'রেঞ্জাররা বলেছিল তারা যেটার ট্রাক করেছিল তা একটা ভালুকের নয়- কিন্তু নেকড়েরা কখনওই অতোটা বড় হয় না।

'এইগুলো ছিল খুবই বিশাল।'

'তুমি কতগুলো দেখেছো বললে?'

'পাঁচটা।'

বাবা মাথা নাড়লেন। দুশ্চিন্তায় ভ্রু কুঁচকে গেল। তিনি শেষ পর্যন্ত যে স্বরে কথা বললেন তাতে কোন তর্ক চলবে না। 'আর কোন হাইকিংয়ে যাওয়াযায়ী নেই।'

'কোন সমস্যা নেই।' আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করলাম।

আমি যা দেখেছি তা রিপোর্ট করার জন্য বাবা স্টেশনে ফোন করলেন। কোথায় নেকড়েগুলোকে দেখেছি সে ব্যাপারে আমি কিছুটা হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়লাম। জানালাম আমি এগুলোকে উত্তর দিকের ট্রেইলের দিকে দেখেছি। আমি বাবাকে মোটেই জানাতে চাই না জঙ্গলের কতটা গভীরে আমি গিয়েছিলাম। তার ইচ্ছে ব্যতিরেকে এবং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমি কাউকেই জানাতে চাই না কোথায় লরেন্ট আমাকে খুঁজছিল। সম্ভবত এখনও খুঁজে ফিরছে। এই চিন্তা আমাকে অসুস্থ করে তুলছে।

'তুমি কি ক্ষুধার্ত?' ফোন রেখে দিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। যদিও আমার অবশ্যই খিদে পেয়েছে। আমি আজ সারাদিন খাই নাই।

'শুধুই ক্লান্ত।' আমি তাকে বললাম। আমি সিঁড়ির দিকে ঘুরলাম।

'হেই।' বাবা হঠাৎ সন্দেহজনকভাবে ডাকলেন। 'তুমি কি আমাকে বলো নাই জ্যাকব আজ দিনের জন্য বেরিয়ে গেছে?'

'সেটাই তো আঙ্কেল আমাকে বলেছিলেন।' আমি তাকে বললাম। তার প্রশ্নে

কনফিউজড।

তিনি মিনিট খানিক ধরে আমার অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করলেন। তাকে দেখে মনে হলো তিনি যা দেখতে চেয়েছিল সেটা পেয়ে সন্তুষ্ট।

'হাই।'

'কেন?' আমি জানতে চাইলাম। এটা শুনে মনে হচ্ছিল আমি আজ সকালে তাকে মিথ্যে বলেছিলাম এমনটিই তিনি ধারণা করে আছেন। জেসিকার সাথে পড়তে না যেয়ে অন্য কিছু।

'বেশ। আমি হ্যারিকে তুলে নেয়ার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। আমি দেখলাম জ্যাকব তার কয়েকটা বন্ধুবান্ধবের সাথে ওখানে আছে। আমি তাকে হাই করলাম। কিন্তু সে....বেশ, আমি ধারণা করছি আমি জানি না সে আমাকে দেখেছিল কিনা। আমি মনে করি, হতে পারে সে তার বন্ধুদের সাথে তর্ক করছিল। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। যেন সে কোন একটা বিষয় নিয়ে বেশ আপসেট। এবং... ভিন্ন। এটা দেখে মনে হয় তুমি দেখেছো সেই ছেলেটাকে বেড়ে উঠতে। প্রতিবারে যখনই আমি তাকে দেখি বিশাল হয়ে উঠছে।

'আঙ্কেল বলেছিলেন জ্যাক এবং তার বন্ধুরা কোন একটা মুভি দেখতে পোর্ট এ্যাঞ্জেলসে যাবে। তারা সম্ভবত কোন একজনের আসার জন্য অপেক্ষা করছিল।

'ওহ।' বাবা মাথা ঝাঁকিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

আমি হলঘরে দাঁড়িয়ে রইলাম। জ্যাকব সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম। জ্যাকব তার বন্ধুদের সাথে তর্ক করছিল। আমি বিস্মিত যদি সে এমব্রির স্যামের সাথের ব্যাপার নিয়ে তর্ক করে থাকে। হতে পারে সেই কারণে সে আমার সাথে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এটা শুধু এমব্রির ব্যাপার হলে আমি খুশি।

আমি আমার রুমে যাওয়ার আগে লকটা আবার পরীক্ষা করে দেখলাম। এটা এটা বাজে বিষয়। কি পার্থক্য হবে যদি সে দৈত্যগুলো এখানে এসে পড়ে তাহলে? সামান্য তালা দেয়ায় কোন কাজই হবে না। আমি ধারণা করলাম, এই হাতলটা নেকড়ের এক ধাক্কায় খুলে যাবে। যদিও তাদের বুড়ো আঙুল নেই। এবং যদি লরেন্ট এখানে আসে...

অথবা.. ভিক্টোরিয়া!

আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমের আশাবাদ দিয়ে ভয়ে কাঁপছিলাম। আমি বিছানায় একটা গোটানো বলের মত কুঁকড়ে পড়েছিলাম।

সেখানে আমার করার মত কোন কিছুই ছিল না। সেখানে কোন পুর্বসর্তকতা নেই যেটার জন্য আমি পদক্ষেপ নিতে পারি। সেখানে কোন লুকানোর জায়গা নেই যেখানে আমি লুকাতে পারি। সেখানে কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করতে পারে।

আমি বুঝতে পারছিলাম, একটা বমিবমি ভাব আমার পাকস্থলীর মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। অবস্থা যেরকম হয়েছে তার চেয়ে আরো খারাপ হতে পারত। কারণ বাবার উপরেও এর প্রভাব পড়েছে। বাবা আমার থেকে এক রুম দূরে ঘুমাচ্ছে। আমার উপর নিশানা থাকলে সেটা এখানেও প্রভাবিত হবে। আমার গন্ধ তাদেরকে আমি এখানে থাকি বা না থাকি এখানে টেনে নিয়ে আসবে। সেটা বাবার উপর পড়বে।

ভয়ংকর ব্যাপারটা আমাকে কাঁপাতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার দাঁতে দাঁতে বাড়ি লেগে কাঁপতে থাকে।

আমি নিজেকে শান্ত করলাম। আমি অসম্ভব কল্পনা করতে লাগলাম।

আমি কল্পনা করলাম সেই বিশাল নেকড়েগুলো বনের মধ্যে লরেন্টকে ধরে ফেলেছে। তার অমরত্ব থাকা সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের মতই তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে। এটা ঘটা প্রায় অসম্ভব জেনেও এই ধারণাটা আমাকে স্বস্তি দিল। যদি সেই নেকড়েগুলো তাকে মেরে ফেলে, তাহলে সে ভিক্টোরিয়াকে বলতে পারছে না আমি এখন একাকী এখানে আছি। যদি সে ফিরে না আসে তাহলে হয়তো ভিক্টোরিয়া ভাববে কুলিনরা এখনও আমাকে রক্ষা করে চলেছে। যদি সেই নেকড়েগুলো এই যুদ্ধে জয়ী হয়।

আমার ভাল ভ্যাম্পায়ারটা আর কখনও ফিরে আসবে না। এটা কত শান্তিদায়ক কল্পনা করা অন্যান্য প্রকারেরগুলোও আসবে না।

আমি জোর করে চোখ বন্ধ করে রাখলাম। অপেক্ষা করতে থাকলাম ঘুমানোর জন্য। আমার দুঃস্বপ্ন শুরু হওয়ার সময় এসেছে। তার চেয়ে ভাল সেই ধুসর সুন্দর মুখ আমার পিছন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে।

আমার কল্পনায়, ভিক্টোরিয়ার চোখ পিপাসার্ত, আশায় উজ্জল এবং তার ঠোঁট জোড়া আনন্দে বেকে গেছে। তার লাল চুল আগুনের মত উজ্জল। এটা তার বন্য মুখের উপর এলোমেলো হয়ে ঝুলছে।

লরেন্টের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। *যদি তুমি জানতে সে তোমার জন্য কি পরিকল্পনা করে রেখেছে...*

আমি চিৎকার দেয়া বন্ধ রাখতে মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে রাখলাম।

এগারো

প্রতিবার সকালের আলোয় চোখ খুলে বুঝতে পারি, আমি বেঁচে আছি। তখনও আমার মনে ভেসে ওঠে আরেকটা ভয়াল রাতের আগমনের আশঙ্কা। আমার হৃৎপিণ্ডর গতি দ্রুততর হয়। হাতের তালু ঘেমে একাকার হয়ে যায়। আমি সত্যিই শ্বাস নিতে পারি না। উঠে বসি এবং নিশ্চিত হই বাবাও ভালভাবে বেঁচে আছেন।

আমাকে এভাবে জোরে শব্দ করে লাফিয়ে উঠতে দেখে তিনি চিন্তিত হলেন। অথবা কোন কারণ ছাড়াই আমার মুখ হঠাৎ করে সাদা হয়ে যেতে দেখে।

এই রকম আতঙ্কের মধ্য দিয়েই আরেকটা সপ্তাহ চলে গেল। জ্যাকব এখনও আমাকে ফোন করেনি। কিন্তু যখন আমি আমার স্বাভাবিক সাধারণ জীবনযাপনে মনোযোগ দিচ্ছি। কে জানে সত্যি আমার জীবন স্বাভাবিক যদি হয়ে থাকে— তাও সেটা আমাকে আপসেট করে দিচ্ছে।

আমি তাকে ভয়ানকভাবে মিস করছি।

আগে আমি একাকী থাকতে ভয় পেতাম। এখন, আগের চেয়েও অনেক বেশি, আমি তার উচ্ছল হাসি এবং তার সংক্রমিত মুখ ভেঙচি দেখি। তার বাড়ির গ্যারেজে নিজেকে অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করি। তার উষ্ণ হাত আমার ঠাণ্ডা আঙুল জড়িয়ে থাকা অনেক বেশি ফিল করি।

আমি আশা করেছিলাম, সে সোমবারে আমাকে ফোন করবে। যদি এমব্রির সাথে কিছুটা উন্নতি হয়ে থাকে, সে কি সেটা আমাকে জানাতে চাইবে না? আমি বিশ্বাস করতে চাই এটা তার জন্য দুশ্চিন্তার ব্যাপার তার বন্ধু সবসময় ব্যস্ত থাকে। এজন্য আমার সাথে বেড়ানো ছেড়ে দিয়েছে।

আমি মঙ্গলবারে তাকে ফোন করলাম। কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। এখনও কি ওই ফোন লাইনে সমস্যা আছে? অথবা বিলি কি কোন একটা কলার আইডি লাগিয়েছে?

বুধবারে আমি প্রতি আধাঘণ্টা পর পর রাত এগারোটা পর্যন্ত ফোন করলাম। জ্যাকবের উদাত্ত উষ্ণ গলা শোনার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম।

বৃহস্পতিবারে আমি আমার বাড়ির সামনে ট্রাকে উঠে বসলাম। লকটা আবার ভাল করে লাগিয়ে দিলাম। এক ঘণ্টার জন্য চাবি হাতে নিলাম। আমি নিজের সাথে অনেক লড়েছি, লা পুশের একটা দ্রুত ট্রিপের ব্যাপারে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। কিন্তু আমি এটা না করে পারছি না।

আমি জানি লরেন্ট এখন ভিক্টোরিয়ার কাছে ফিরে গেছে। যদি আমি লা পুশে যাই, আমি তাদেরকেও সেখানে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেব। যদি জ্যাকব নিকটে থাকা অবস্থায় তারা আমাকে ধরে ফেলে? এটা যতই আমাকে আহত করছে, আমি জানি এটা জ্যাকবের জন্য ভাল যে সে আমাকে এড়িয়ে চলছে। এটা তার জন্য নিরাপদ।

এটা খুব খারাপ যে আমি কোনভাবেই বাবাকে নিরাপদে রাখতে পারছি না। আমাকে খুঁজতে আসার জন্য দুঃস্বপ্নই তাদের কাছে বেশি পছন্দনীয়। আমি কীভাবে বাবাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলতে পারি? যদি আমি তাকে সত্যটা বলি, তিনি তাহলে আমাকে কোন একটা রুমে তালাবদ্ধ করে রাখবেন। আমি এটাও সহ্য করব—স্বাগতম জানাব, যদি এটা তাকে নিরাপদ রাখে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া আমাকে খোঁজার জন্য প্রথমেই এই বাড়িতেই আসবে। যদি সে আমাকে এখানে পেয়ে যায়, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। হতে পারে সে আমাকে তখনই ছেড়ে যাবে যখন আমার সাথে তার কাজ শেষ হয়ে যাবে।

সুতরাং আমি আর এগিয়ে গেলাম না। আমি কি মায়ের কাছে যেতে পারি? আমি কাঁপতে কাঁপতে এই চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিলাম। আমার মায়ের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করলাম। আমি কখনও তাকে এইভাবে বিপদের মুখে ফেলতে পারি না।

দুশ্চিন্তা আমার পাকস্থলীকে কুরে কুরে খেয়ে গর্ত করে ফেলেছে। শিগগিরই আমার সেটা সারার দরকার হবে।

সেই রাত্রে, বাবা আমার পক্ষে আরেকটা কাজ করলেন। তিনি আবার হ্যারিকে ফোন করলেন ব্লাকরা শহরের বাইরে গিয়েছে কিনা দেখতে। হ্যারি রিপোর্ট করল বিলি কাউন্সিল

মিটিংয়ে বুধবার রাতে যোগ দিয়েছিল। সে একবারও কোথায় যাওয়ার ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করে নাই। বাবা আমাকে আর এই জাতীয় কোন ঝামেলা সৃষ্টি না করতে সর্তক করে দিলেন। জ্যাকবের যখন প্রয়োজন হবে আমাকে ফোন করবে।

শুক্রবার বিকালে আমি স্কুল থেকে গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফিরলাম।

পরিচিত রাস্তা বলে ততটা মনোযোগ দেই নাই। আমার মস্তিষ্কের ভেতর ইঞ্জিনের শব্দ ধীরে ধীরে থেমে যেতে থাকে। দুশ্চিন্তাও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তখন আমার অবচেতন মন এটা আমার জ্ঞানবহিভূত কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে মনে করিয়ে দেয়।

এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেই নিজের বোকামির জন্য নিজেকেই গালি দেই। কেন আমি আরো আগে এই ব্যাপারটা ধরতে পারিনি। আমার বুকের মাঝে ক্ষত, বিশালদেহী নেকড়ে, ভ্যাম্পায়ারদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের নেশা এসব এড়িয়ে ব্যাপারটা আমার নজরে আসে।

জ্যাকব আমাকে এড়িয়ে চলছে। বাবা বলেছিলেন তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আপসেট...বিলির ফোনের উত্তর দিতে অসহযোগীতা, রূঢ় ব্যবহার।

ধর্মের কাক! আমি ঠিকভাবেই জানি জ্যাকবের মধ্যে কি হতে চলেছে।

এটা স্যাম উলি। এমনকি আমার দুঃস্বপ্নেও সেটা সে আমাকে বলার চেষ্টা করেছে। স্যাম জ্যাকবকে ধরেছে। অন্য ছেলেদের ক্ষেত্রে যেটা ঘটেছে জ্যাকবের ক্ষেত্রেও তাই। স্যাম আমার বন্ধুদের চুরি করেছে। জ্যাকবও স্যামের ধর্মানুষ্ঠানের শিকার হয়েছে।

সে আমাকে একেবারের জন্য ছেড়ে যায় নাই। আমি অনুভূতির তোড়ে সেটা বুঝতে পারলাম।

আমাদের বাড়ির সামনে অলসভাবে ট্রাকটা রাখলাম। আমি এখন কি করব? আমার বিপদটা এখন অন্যেদের ঘাড়েও ফেলে দিয়েছি।

যদি আমি জ্যাকবকে দেখতে যাই, আমি ভিক্টোরিয়া অথবা লরেন্টকে আমার সাথে তাকে পাওয়ার একটা সুযোগ করে দেব ।

যদি আমি জ্যাকবকে উদ্ধার না করি, স্যাম তাহলে তাকে আরো শক্ত করে সেই ভয়াবহ বাধ্যবাধকতামূলক গংয়ে যোগ দেয়াবে। যদি আমি খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু না করি এটা আরো দেরি হয়ে যাবে ।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। কোন ভ্যাম্পায়ার এখনও আমার কাছে আসেনি। এক সপ্তাহ তাদের ফিরে আসার জন্য অনেক বেশি সময়। সুতরাং আমাকেই তারা সবচেয়ে বেশি গুরত্ব দিচ্ছে না। তারা রাতের বেলায় আমার কাছে আসতে পারে। আমাকে লা পুশ পর্যন্ত অনুসরণ করার সুযোগটা তাদের অনেক কম। তার চেয়ে জ্যাকবকে স্যামের পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

জঙ্গলের নির্জন রাস্তায় আরো বেশি বিপদের সম্ভবনা আছে। সেখানে কি কোন অলস দর্শনার্থী নেই কি হচ্ছে সেটা দেখার? আমি জানতাম কি ঘটতে চলেছে। এটা একটা উদ্ধার মিশন। আমি জ্যাকবের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি। তাকে অপহরণ করে নিয়ে আসব যদি আমি পারি। আমি একবার এটা টিভি শোতে এই রকম মগজধোলাই জাতীয়

জিনিস দেখেছিলাম। সেখানে কোন এক ধরনের প্রতিকারও ছিল।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সবচেয়ে ভাল হয় আমি আগে বাবাকে ফোন করি। হতে পারে লা পুশে যেটা ঘটে চলেছে তাতে কোন না কোনভাবে পুলিশের সংলগ্নতা থাকতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলাম। ফোনের কাছে চলে এলাম

বাবা স্টেশন থেকে নিজেই ফোনের উত্তর দিলেন।

'চিফ সোয়ান।'

'বাবা, আমি বেলা।'

'কি সমস্যা?'

আমি এখন কোন রকম তর্কবির্তকে যেতে চাচ্ছি না। আমার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

'আমি জ্যাকবকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।'

'কেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। এরকম অপ্রত্যাশিত বিষয় নিয়ে আলাপের কারণে তিনি বিস্মিত।

'আমার মনে হচ্ছে... আমার মনে হচ্ছে ওখানে কিছু একটা খারাপ ব্যাপার ঘটছে। জ্যাকব আমাকে বলেছিল তার বয়েসী ছেলেদের কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। এখন সে নিজেই সেরকম অদ্ভুত আচরণ করছে। আমি এ ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি।

'কি ধরনের ব্যাপার?' তিনি তার পেশাগত পুলিশী গলায় জিজ্ঞেস করলেন। সেটাই ভাল। তিনি আমাকে সিরিয়াসলি নিয়েছেন।

'প্রথমত সে ভয় পাচ্ছে। তারপর সে আমাকে এড়িয়ে চলছে। এবং এখন... আমি ভীত.. সে সম্ভবত সেই উচ্ছৃংখল গ্যাংয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। স্যামের গ্যাং। স্যাম উলির গ্যাং।

'স্যাম উলি?' বাবা আবার বিস্মিত গলায় বললেন।

'হ্যাঁ।

উত্তর দেয়ার সময় বাবার কণ্ঠস্বর অনেক বেশি স্বস্তিকর মনে হলো 'আমার মনে হয় তুমি এটা ভুলভাবে নিচ্ছ, বেলা। স্যাম উলি খুব ভাল ছেলে। বেশ, সে এখন একজন পুরুষ মানুষ। ভাল পরিবারের সন্তান। তুমি অবশ্যই শুনে থাকবে বিলি তার ব্যাপারে কথা বলছিল। সে সত্যিই বিস্ময়করভাবে যুবকদের নিয়ে এই এলাকায় কাজ করছে। সেই একজন যে...' বাবা বাক্যের মাঝখানেই কথা বন্ধ করে দিলেন। আমি অনুমান করতে পারছি আমাকে উদ্ধারের সেই রাত্রের কথা উল্লেখ করতে চাচ্ছেন, যে রাতে আমি জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাড়াতাড়ি কথা বললাম।

'বাবা, এটা সেই জাতীয় কিছু না। জ্যাকব তার ব্যাপারে ভয় পায়।

'তুমি কি বিলির সাথে এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলেছ?' তিনি এখন আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমি স্যামের ব্যাপারে কথা বলে তার থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা হারালাম।

'আঙ্কেল এ ব্যাপারে অবগত নয়।'

'বেশ বেলা, তাহলে আমি নিশ্চিত এটা ঠিক আছে। জ্যাকব একটা বাচ্চা ছেলে। সে সম্ভবত তার চারপাশের সবকিছু নিয়ে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছে। আমি নিশ্চিত সে

ভাল আছে। যাই হোক, সে তার প্রতিটি পদক্ষেপ তোমার সাথে ফেলতে পারে না।

'এটা আমাকে নিয়ে নয়।' আমি জোর দিলাম। কিন্তু সেই যুদ্ধ হেরে গেলাম।

'আমি মনে করি না এটা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া উচিত। বিলিকেই জ্যাকবের ব্যাপারে ছেড়ে দাও।

'বাবা...' আমার কণ্ঠস্বর কিছুটা একঘেয়ে শোনাল।

'বেলা। আমি এখন আমার নিজের কাজে খুব ব্যস্ত আছি। দুজন সন্ত্রাসী ক্রিসন্ট লেকের বাইরে থেকে হারিয়ে গেছে।' তার উদ্বিগ্ন গলা একবারে চরম 'সেই নেকড়ে সমস্যা আমাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।'

এই সংবাদ শুনে আমি কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধ হয়ে গেলাম। নেকড়েগুলো লরেন্টের সাথে যুদ্ধে টিকে আছে...

'তুমি কি তাদের কি হয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সেটা নিয়েই ভীত সোনা। সেখানে—' তিনি দ্বিধান্বিত। 'সেখানে তাদের পায়ের দাগ আছে এবং... এইবারে রক্তও দেখা গেছে।

'ওহ!' তাহলে তারা মুখোমুখি হয়নি। লরেন্ট অবশ্যই সাধারণভাবে নেকড়েগুলোকে রেখে পালিয়ে গেছে, কিন্তু কেন? যেটা আমি তৃণভূমিতে দেখেছিলাম তা শুধু অদ্ভুত থেকে অদ্ভুততর হচ্ছে। বোঝার জন্য আরো বেশি অসম্ভব।

'দেখ। আমাকে সত্যিই এখন যেতে হবে। জ্যাকবের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ো না, বেলা। আমি নিশ্চিত এটা কিছুই না।

'ভাল।' আমি হতাশভাবে বললাম। হতাশ এইজন্য যে ব্যাপারটা আরো বেশি সংকটময় অবস্থায় চলে গেছে।

'রাখি।' আমি ফোন রেখে দিলাম।

আমি দীর্ঘক্ষণ এক দৃষ্টিতে ফোনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। গোল্লায় যাক। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম।

দুটো রিং হওয়ার পর বিলি উত্তর দিলেন।

'হ্যালো?'

'হেই আঙ্কেল।' আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। আমি আরো বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ গলায় বলতে চেষ্টা করলাম। আমি শুরু করলাম। 'আমি কী জ্যাকবের সাথে কথা বলতে পারি, প্লীজ।

'জ্যাকব এখানে নেই।'

বেশ একটা ধাক্কা খেলাম। 'আপনি কি জানেন সে কোথায়?'

'সে তার বন্ধুদের সাথে বাইরে বেরিয়ে গেছে।' বিলির কণ্ঠস্বরে অহেতুক সর্তকতা।

'ওহ, ইয়ে? আমি কি তাদের কাউকে চিনি? কুইল?' নামটা যতটা সাধারণভাবে বেরিয়ে এল ততটা স্বাভাবিক না।

'না।' বিলি আস্তে আস্তে বললেন 'আমি মনে করি না সে আজ কুইলের সাথে বেরিয়েছে।

আমি জানতাম এটা স্যামের নাম উল্লেখ করার চেয়ে ভাল।

‘এমব্রি?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বিলিকে এখন উত্তর দেয়ার সময় বেশ সুখী সুখী মনে হলো। ‘হ্যাঁ। সে এমব্রির সাথে।’

এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। এমব্রি তাদের মধ্যের একজন।

‘বেশ, সে যখন বাসায় ফেরে তখন তাকে বলবেন আমাকে ফোন করতে। ঠিক আছে?

‘নিশ্চয়, নিশ্চয়। কোন সমস্যা নেই।’ ক্লিক।

‘শিগগিরই দেখা হবে আঙ্কেল।’ আমি রেখে দেয়া ফোনে বিড়বিড় করে বললাম।

আমি লা পুশে ড্রাইভ করে অপেক্ষা করার মনস্থির করলাম। আমি তার বাড়ির সামনে সারারাত বসে থাকব যদি আমার তা করতে হয়। আমি স্কুল মিস দেব। যে ছেলে বাড়ির বাইরে গেছে তাকে কোন না কোন সময় বাড়িতে আসতেই হবে। সে এলে তাকে আমার সাথে কথা বলতে হবে।

আমি লা পুশে এত তাড়াতাড়ি পৌছুলাম যেন কয়েক সেকেন্ডে লেগেছে মনে হলো। আমি সেই ছোট্ট বাড়িখানা দেখতে পেলাম।

রাস্তার বাম পাশ দিয়ে বেসবল ক্যাপ মাথায় বেশ লম্বা চওড়া গোছের একছেলে এদিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য গলার কাছে নিঃশ্বাস আটকে গেল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠলাম। জ্যাকব কোন রকম চেষ্টা ছাড়া চলে যাচ্ছে দেখে থমকে গেলাম। কিন্তু এই ছেলেটা অনেক বেশি চওড়া গোছের। ক্যাপের নিচে তার চুলগুলো বেশ ছোট ছোট করে ছাটা মনে হলো। এমনকি পিছন দিক থেকেও আমি নিশ্চিত হলাম যে এটা কুইল। যদিও শেষবার যখন তাকে দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বড় লাগছে। এই ছেলেটার কি হয়েছে? তারা কি পরীক্ষামূলকভাবে এমন কিছু খাওয়াচ্ছে যেটা হরমোনকে বাড়িয়ে দেয়?

তার পাশে গাড়ি থামাতে রাস্তার ভুল পাশ দিয়ে গাড়ি চালালাম। গাড়ির ইঞ্জিন তার পাশে গজরাতে লাগলে সে আমাকে দেখতে পেল।

কুইলের অভিব্যক্তি বিস্মিত হওয়ার পরিবর্তে আমাকে ভীত করে তুলল। তার মুখ বিবর্ণ। সে গুম হয়ে আছে। তার কপালে দুশ্চিন্তায় কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে।

‘ওহ্, হেই বেলা।’ সে নিরুৎসাহের সাথে আমাকে সম্বোধন করল।

‘হাই কুইল...তুমি ঠিক আছো তো?’

সে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল ‘ফাইন’।

‘আমি কি তোমাকে কোথায় নামিয়ে দিতে পারি?’ আমি প্রস্তাব করলাম।

‘নিশ্চয়, আমি ধারণা করছি।’ সে বিড়বিড় করে বলল। সে লাফ দিয়ে ট্রাকের সামনের দিকে চলে এল। প্যাসেঞ্জারের দরজা খুলে ভেতর উঠে পড়ল।

‘কোথায় যেতে চাও?’

‘আমাদের বাড়ি উত্তর দিকে। দোকানগুলোর ঠিক পিছনেই।’ সে আমাকে বলল।

‘তুমি কি আজ জ্যাকবকে দেখেছো?’ প্রশ্নটা আমার দিক থেকে এমনভাবে এল যে

সে তার কথা শেষ করতে পারল না।

আমি কুইলকে আগ্রহের সাথে দেখতে থাকলাম। তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে কথা বলার আগে সেকেন্ডের জন্য জানালার বাইরে তাকাল।

'একটা দুরত্ব থেকে।' সে শেষ পর্যন্ত বলল।

'একটা দুরত্ব?' আমি প্রতিধ্বনি করলাম।

'আমি চেষ্টা করছিলাম তাদেরকে অনুসরণ করার। সে এমব্রির সাথে আছে।' তার কণ্ঠস্বর নিচুলয়ের, ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে শোনা খুব কঠিন। আমি কাছাকাছি ঝুকে এলাম। 'আমি জানি তারা আমাকে দেখেছে। কিন্তু তারা ঘুরে গেল। তারা গহীন জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল। আমি মনে করি না তারা একাকী ছিল। আমি মনে করি স্যাম এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা তাদের সাথে হয়তো থাকতে পারে।

'আমি গাধার মত জঙ্গলের চারধারে ঘণ্টাখানিকের মত ঘুরেছি। তাদেরকে ডেকেছি। আমি আবার রাস্তায় এলাম এবং তখন তুমি গাড়ি চালিয়ে আসছিলে।

'তো স্যাম তাকেও পেয়েছে।' আমি দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম।

কুইল আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল 'তুমিও তাহলে সে সম্বন্ধে জানো?

আমি মাথা ঝাকালাম 'জ্যাক আমাকে বলেছিল....আগে।

'আগে।'

'জ্যাকব কি এখন অন্যদের মতই খারাপ?'

'কখনও স্যামের পিছু ছাড়া হয় না।' কুইল মাথা ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে থুতু ফেলল।

'এবং তার আগে— সে কি সবাইকে এড়িয়ে গিয়েছিলো? সে কি আপসেট হয়েছিল?

তার কণ্ঠস্বর নিচু এবং রুক্ষ 'না। অন্যদের সাথে অনেক আগে থেকে না। হতে পারে সেটা এক দিনই। তারপর স্যাম তাকে তার সাথে নিয়ে নেয়।'

'তুমি এটাকে কি মনে করো? মাদকদ্রব্য অথবা অন্যকিছু?

'আমি কখনও দেখিনি জ্যাকব বা স্যাম এই জাতীয় কোন কিছু নিচ্ছে... কিন্তু আমি আর কতটুকু জানতে পারি? এটা আর কি হতে পারে? এবং কেন বড়রা এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছে না?' সে মাথা নাড়ল। তার চোখের পাতায় ভয় ছায়া ফেলল। 'জ্যাকব এসব কিছুর অংশ হতে চাইনি...ধর্মানুষ্ঠানের এই মোহাচ্ছন্নতায় জড়াতে চাইনি। আমি বুঝতে পারি না কি তাকে পরিবর্তিত করে দিচ্ছে।' সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখে ভয়ের ছাপ। 'আমি পরবর্তীজন হতে চাই না।

তার সেই ভয় আমার চোখেও খেলে গেল। দ্বিতীয়বার আমি এই জাতীয় জিনিসের কথা শুনছি। আমি কাঁপতে লাগলাম 'তোমার বাবা মা কোন সাহায্য করতে পারে কি?'

সে মুখ ভেঙাল। 'ঠিক, আমার দাদা জ্যাকবের বাবার কাউন্সিলের একজন। স্যাম উলি এর আগে এই জাতীয় ঘটনা ঘটিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সচেতন আছে।

আমরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমরা এখন লা পুশে। আমার ট্রাক খালি রাস্তা দিয়ে রাজকীয় হালে চলছে। আমি গ্রামের একমাত্র দোকানটা দেখতে পেলাম। এটা বেশি দূরে নয়।

'আমি এখন বেরোব।' কুইল বলল। 'আমাদের বাড়িটা এটার ঠিক ডান দিকে।' সে

আমাকে গাছপালা ঢাকা দোকানের পিছনের জায়গাটা দেখাল। আমি গাড়ি থামালাম। সে লাফ দিয়ে বেরোল।

'আমি এখন জ্যাকবের জন্য অপেক্ষা করতে যাচ্ছি।' আমি বেশ কঠোর স্বরে বললাম।

'তোমার সৌভাগ্য ভাল হোক।' সে ধাক্কা দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল এবং লাফ দিয়ে একাকী রাস্তায় উঠে গেল। তার মাথা সামনের দিকে ঝুকে আছে।

গাড়ির ইউটার্ন নেয়া পর্যন্ত কুইলের মুখ আমাকে তাড়িয়ে বেড়াল। আমি ব্লাকদের বাড়ির দিকে এগুলাম। সে ভয় পাচ্ছে সেই পরবর্তীজন কি না। এখানে কি ঘটে চলেছে?

আমি জ্যাকবের বাড়ির সামনে থামলাম। ইঞ্জিন থেমে গেল এবং আমি জানালার কাচ নামিয়ে দিলাম। আজ খুব গুমোট। কোন বাতাস নেই। আমি ড্যাশবোর্ডে পা তুলে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমার চোখের সামনে একটা নড়াচড়ার আভাস দেখতে পেলাম। আমি ঘুরে লক্ষ্য করলাম বিলি জানালা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মুখ ভঙ্গিতে দ্বিধাগ্রস্ত। আমি তার দিকে তাকিয়ে শুষ্ক হাসি দিলাম। কিন্তু যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকলাম।

তার চোখ সরু হয়ে গেল। তিনি জানালার কাঁচের উপরের পর্দা ফেলে দিলেন।

যত সময়ই লাগুক না কেন থাকার প্রস্তুতি নিলাম। আশা করছি আমার কিছু করার আছে। আমি আমার ব্যাকপ্যাক থেকে একটা কলম বের করলাম। পরীক্ষার প্রস্তুতির বইও বের করলাম। আমি সেটাতে দাগ টানা শুরু করলাম।

শুধু একসারি দাগ কেটে শেষ করেছি এমন সময় একটা তীক্ষ্ম শব্দ আমার পিছনের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

আমি লাফ দিয়ে উঠলাম। সেদিকে তাকালাম। আশা করছিলাম বিলি।

'তুমি এখানে কি করছ বেলা?' জ্যাকব গুঙিয়ে উঠল।

আমি তার দিকে অনুভূতিহীনভাবে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

জ্যাকব এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ তাড়াতাড়িই বদলে গেছে। আমি যেরকম দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বদলে গেছে। প্রথম যে জিনিসটা তার আমার চোখে পড়ল সেটা হচ্ছে তার চুল— তার সুন্দর চুলগুলো সব চলে গেছে। এটা খুব ছোট ছোট করে ছাটা। একটা কালো কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢাকা। তার মুখের রেখাগুলোও খুব শক্ত পোক্ত কাঠিন্যে ভরা। তার কাঁধ ভিন্নরকম। সেগুলো আগের চেয়ে দৃঢ়। জানালা ধরা হাতটা খুব পেশীবহুল। শিরা আর ধমনীগুলো চামড়ার নিচে আগের চেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই সকল শারীরিক পরিবর্তন খুবই অপ্রতুল।

তার চোখ মুখের অভিব্যক্তি তাকে প্রায় অপরিচিতের মত করে তুলেছে। তার সেই উদাত্ত বন্ধুত্বসুলভ হাসি চুলের মতই চলে গেছে। তার কালো চোখের সেই উষ্ণতাও চলে গেছে। তার পরিবর্তে একটা গুমোট ভাব সেখানে ভর করেছে। যেটা দেখে মনে হয় সে খুব বিরক্ত। জ্যাকবের ভেতর এখন একটা অন্ধকার কাজ করছে। যেন সূর্যের উপর কালোয় ছেয়ে গেছে।

'জ্যাকব?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ টান টান, রাগান্বিত।

আমি বুঝতে পারলাম আমরা একাকী নই। তার পিছনে আরো চারজন এসে থেমেছে। সবাই লম্বা এবং রুক্ষ্ম স্বভাবের। ঠিক জ্যাকবের মত করেই চুল ছাটা। তারা হয়তো ভাই হতে পারে— এমনকি সেই দলের মধ্য থেকে এমব্রিকেও আলাদা করতে পারলাম না। তাদের সবার চোখের ভেতর একই রকম ঔদ্ধত্য।

একজন বাদে সবার চোখে মুখেই রুক্ষতা খেলা করছে। সবচেয়ে বড়জন। কয়েক বছরের বড়। স্যাম সবার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখ ভঙ্গি শান্ত এবং নিশ্চিত। আমি ঢোক গিলালাম। আমি তার দিকে তাকাতে চাইলাম না। আমি তার চেয়ে বেশি কিছু করতে চাইলাম। যে কোন কিছুর চেয়ে বেশি। আমি সাহসী এবং ভংয়কর হতে চাইলাম। এমন একজন যাকে এই দলের সবাই ভয় পায়। এমন কেউ যাকে স্যাম উলি ভয় পায়।

আমি একজন ভ্যাম্পায়ার হতে চাইলাম।

এই ভয়ংকর চাওয়া ধরা পড়ায় বাতাস প্রবাহিত হলো। এটা সমস্ত ইচ্ছের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নিষিদ্ধ চাওয়া। এমনকি আমি একমাত্র এই বিদ্বেষপূর্ণ ইচ্ছে পোষণ করি শত্রুর বিরুদ্ধে সুবিধা নেয়ার জন্য। কারণ এটাই সবচেয়ে কার্যকরী। চিরদিনের জন্য আমার ভবিষ্যৎ হারাব। সত্যিকার অর্থে কখনো ফিরে আসতে পারব না। আমি ভিতরে ভিতরে গুঙিয়ে উঠলাম। আমার বুকের ভেতর ক্ষতের আভাস শূন্যতা সৃষ্টি করতে থাকে।

'তুমি কি চাও?' জ্যাকব জানতে চাইল। তার অভিব্যক্তি আগের চেয়ে আরো বেশি রুক্ষ হয়ে উঠল। সে আমার মুখের মধ্যে আবেগের উঠাপড়া দেখতে পেল।

'আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।' আমি দুর্বল গলায় বললাম। আমি সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি এখনও আমার সেই অদ্ভুত স্বপ্ন থেকে বেরুনোর চেষ্টা করতে থাকলাম।

'চালিয়ে যাও।' সে হিসহিস করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল। তার চাহনি ভয়ংকর। আমি কখনও তাকে কারোর প্রতি ওভাবে তাকাতে দেখেনি। আমার দিকে তো নয়ই। এটা আমাকে বিস্ময়করভাবে আঘাত করল। একটা শারীরিক ব্যথা। যেন আমার মাথায় ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।

'একাকী!' আমিও হিসহিসিয়ে বলাম। আমার কণ্ঠস্বর বেশ দৃঢ়।

সে তার পিছনের দিকে তাকাল। আমি জানি তার চোখ কোনদিকে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই স্যামের প্রতিক্রিয়ার জন্য তার দিকে ঘুরে গেল।

স্যাম একবার মাথা ঝাকাল। তার মুখের ভাব অপরিবর্তনীয়। সে একটা অপরিচিত গ্রাম্যভাষায় একটা ছোটখাট মন্তব্য করল। আমি শুধু এটুকু নিশ্চিত হলাম যে এটা ফরাসি বা স্প্যানিশ নয়। কিন্তু আমি ধারণা করলাম এটা কুইলেট। সে ঘুরে জ্যাকবের বাড়ির দিকে হেটে গেল। অন্যরাও, পল জ্যারেড এবং এমব্রিও। আমি অনুমান করলাম, তার তাকে অনুসরণ করছে।

'ঠিক আছে।' অন্যরা চলে যাওয়ায় জ্যাকবকে এখন আগের চেয়ে একটু কম রাগান্বিত মনে হচ্ছে। তার মুখ এখন কিছুটা শান্ত। কিন্তু এখনও আগের চেয়ে আশাহত। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সেটা চিরস্থায়ীভাবে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে।

আমি গভীর করে শ্বাস নিলাম। 'তুমি জানো আমি তোমার কাছে কি জানতে চাই।

সে উত্তর দিল না। সে আমার দিকে তিক্ত চোখে তাকিয়ে রইল।

আমি পেছনে তাকালাম। নিঃশব্দতা দীর্ঘায়িত মনে হলো। তার মুখের ব্যথা আমাকে উত্তেজিত করে তুলল। আমি আমার গলায় আবার একটা কিছু আটকে গেছে অনুভব করলাম।

'আমরা কি হাঁটতে পারি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম যাতে আমি এখনও কথা বলতে পারি।

সে কোনভাবেই সাঁড়া দিল না। তার মুখের ভাব পরিবর্তিত হলো না।

আমি গাড়ি থেকে বের হলাম। উত্তর দিকের গাছগুলোর দিকে হাঁটা শুরু করলাম। আমার পা ভিজে ঘাসে ডুবে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশের কাঁদার সাথে শুধু সেই শব্দই ছিল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম সে আমাকে অনুসরণ করছে না। কিন্তু যখন আমি চারিদিকে তাকালাম, সে আমার ঠিক ডানপাশে। তার পা যেভাবে হোক আমার চেয়ে কম শব্দকারী কোন পথ খুঁজে পেয়েছে।

আমি গাছপালাগুলোর ভেতর বেশি ভালবোধ করছিলাম। যেখানে স্যামের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। যখন আমরা হাঁটছিলাম, আমি সঠিক জিনিসটা বলার জন্য আসছিলাম। কিন্তু কিছুই এলো না। আমি শুধু আগের চেয়ে আরো বেশি রেগে যাচ্ছিলাম। জ্যাকব এই চক্রের মধ্যে পড়েছে... আর বিলি সেটার অনুমোদন দিয়েছে.. যে কারণে স্যাম সেখানে অমন নিশ্চিত আর শান্তভাবে দাঁড়িয়েছিল।

জ্যাকব হঠাৎ রাস্তার উপরে উঠে পড়ে আমার সামনে চলে আসে। তারপর সে আমার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। সে আমার পথের সামনে এমন বাধা হয়ে দাঁড়ায় যাতে আমি থামতে বাধ্য হই।

আমি তার হঠাৎ ওরকম চলাচলে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। জ্যাকব আমার এত কাছে যেমনটি এর আগে আমরা একত্রে সময় কাটিয়েছে। কখন এই পরিবর্তনটা শুরু হলো?

কিন্তু জ্যাকব আমাকে ভাবার মত যথেষ্ট সময় দিল না।

'এখন কি বলবে বলে ফেল।' সে বলল দৃঢ় কিন্তু হাস্কি স্বরে।

আমি অপেক্ষা করছিলাম। সে জানত আমি কি চাচ্ছি।

'এটা তাই নয় যেটা তুমি ভাবছ।' তার কণ্ঠস্বর বেপরোয়া। 'আমি ওই পথ ছেড়ে দিয়েছি।

'তো, তাহলে এটা কি?

সে অনেক সময় ধরে আমার মুখের ভাব পড়ার চেষ্টা করল। রাগ পুরোপুরি তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল না। 'আমি তোমাকে বলতে পারি না।' সে শেষ পর্যন্ত বলল।

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে কথা বললাম 'আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু।

'আমরা ছিলাম।' অতীতের 'ছিলামে'র উপর কিছুটা জোর দিয়ে সে বলল।

'কিন্তু তোমার এখন আর কোন বন্ধুর দরকার নেই।' আমি তিক্তস্বরে বললাম 'তুমি স্যামকে পেয়েছ। এটাই কি ঠিক নয়—তুমি সবসময় তাকে এতবেশি অন্য চোখে দেখতে।

'আমি তাকে আগে বুঝতে পারি নাই।'

'আর এখন তুমি আলোকিত পথের সন্ধান পেয়েছ।

'আমি যেমনটি ভেবেছিলাম এটা তেমন কিছু ছিল না। সেটা স্যামের কোন দোষ ছিল না। সে আমাকে তার পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য করেছে।' তার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে ভাঙা ভাঙা হয়ে গেল। সে আমার মাথার দিকে তাকাল। রাগ তার চোখ মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছিল।

'সে তোমাকে সাহায্য করেছে।' আমি সন্দেহজনকভাবে পুনরাবৃত্তি করলাম। 'স্বাভাবিকভাবে।'

কিন্তু জ্যাকবকে দেখে মনে হলো না যে সে শুনছে। সে বড় বড় করে গভীর শ্বাস নিচ্ছে। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। সে এতটাই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যে তার হাত কাঁপছে।

'জ্যাকব, প্লিজ।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'তুমি কি আমাকে বলবে না কি ঘটেছিল? হতে পারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

'আমাকে এখন আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না।' কথাগুলো নিচু স্বরের গোঙানীর মত বের হলো। তার কণ্ঠস্বর এখানো ভাঙা ভাঙা।

'সে তোমার উপর কি করেছে?' আমি জানতে চাইলাম। আমার চোখে কান্না জমছে। আমি আগের মতই তার কাছে গেলাম। আমার হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

এইবারে সে কুঁকড়ে গেল। তার হাত প্রতিরক্ষা মূলকভাবে ধরে রাখল। 'আমাকে স্পর্শ করো না।' সে ফিসফিস করে বলল।

'স্যাম কি তোমাকে ধরবে?' আমি বিড়বিড় করে বললাম। কান্না আমার চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। আমি সেগুলো আমার হাতের পেছন দিয়ে মুছে ফেললাম। আমার হাত বুকের কাছে ভাঁজ করে রাখলাম।

'স্যামকে দোষ দেয়া বন্ধ করো।' তার এই কথাগুলো দ্রুত বেরিয়ে এলো। যেন এটা একটা প্রতিক্রিয়া। তার হাত মাথার উপর তার সেই লম্বা চুলগুলো ধরতে গেল যেগুলো এখন আর নেই। তারপর হাত অসাড়ের মত পাশে পড়ে রইল।

'তাহলে আমি কাকে দোষ দেব?' আমি বললাম।

সে হাসার চেষ্টা করল। ম্লান হাসি।

'তুমি সেটা শুনতে চেয়ো না।'

'কারণটা কি আমি জানি না।' আমি জোর গলায় বললাম। 'আমি জানতে চাই। এবং আমি এখনই জানতে চাই।'

'তুমি ভুল করছো।' সে কথা ফিরিয়ে দিল।

'তুমি কোন সাহসে বল আমি ভুল করেছি। আমি সেই একজন নেই যে তোমার

মগজ ধোলাই করিয়েছে! এখন আমাকে বল এগুলো কার দোষ। যদি এটা তোমার সেই মহামতি স্যামের না হয়ে থাকে তো কার?

'তুমি এটা জিজ্ঞেস করছো।' সে আমার দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল। সে কঠোরভাবে তাকিয়ে আছে। 'তুমি যদি কাউকে দোষ দিতে চাও, কেন তুমি তোমার আঙুল সেই সব কুৎসিত নোংরা দুষ্ট চরিত্রের রক্ত পিপাসুদের দিকে দিচ্ছ না যাদের তুমি এত ভালবাস?

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার শ্বাস একটা হুসহুস শব্দের মত বের হতে থাকল। আমি যেন সেই জায়গায় জমে যেতে থাকলাম। তার দুমুখী কথার ছোরায় যেন আমি ক্ষত বিক্ষত হতে থাকলাম। সেই ব্যথাটা পরিচিত ভঙ্গিতে আমার শরীর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। ভেতর বাহির সেই ব্যথার গর্তটা ভরে উঠতে লাগল। কিন্তু এটা দ্বিতীয় জায়গা। আমি বিশ্বাস করতে চাই যে আমি তার কাছ থেকে সঠিক কথা শুনছি। তার মুখে কোনরকম সিদ্ধান্তহীনতার চিহ্ন দেখা গেল না। শুধুই উন্মত্ততা।

আমি এখনও হা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি এটা শুনতে চেয়ো না।' সে বলল।

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছো?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

সে অবিশ্বাসে এক চোখের ভ্রু তুলল। 'আমি মনে করি তুমি বুঝতে পেরেছো, প্রকৃতপক্ষে আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। তুমি আমাকে দিয়ে এটা বলিয়ে নিতে পার না। পার কি? আমি তোমাকে আঘাত করা পছন্দ করি না।

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছ?' আমি যান্ত্রিকভাবে পুনরাবৃত্তি করলাম।

'কুলিনরা।' সে ধীরে ধীরে বলল। শব্দটা খুব ধীরে তার মুখ দিয়ে বের করল। যখন সে এটা বলল আমার মুখ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল। 'আমি সেটা দেখেছিলাম। আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারি এটা তোমার কাছে কি যখন আমি তাদের নাম বললাম।

আমি অবিশ্বাসে মাথা আগে পিছে নাড়ালাম। কিছু সময় ধরে একই সাথে বিষয়টি পরিষ্কার হতে চেষ্টা করছিলাম। সে কীভাবে এই ব্যাপারটা জানে? এবং এটা কীভাবে স্যামের সাথে যোগ দেয়ার ব্যাপারে কাজ করছে? কি দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে এরকম একটা সংগঠন গড়ার, যখন ফর্কে এখন আর কোন ভ্যাম্পায়াররা বাস করে না? কেন জ্যাকব বিশ্বাস করতে শুরু করেছে কুলিনদের নিয়ে এই জাতীয় গল্প, যখন দীর্ঘ সময় আগে তাদের সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ চলে গেছে, তারা আর কখনও ফিরে আসবে না?

আমার সাড়া দিতে বেশ সময় লাগল । 'আমাকে বলো না তুমি বিলির কুসংস্কারা৬ঃ। আবোল তাবোল শুনেছো।' আমি বিদ্রুপাত্মকভাবে এটা বললাম।

'সে অনেক বেশি জানে। আমি তার এ জন্য যতটা প্রশংসা করতে চাই তার চেয়ে বেশি।

'সিরিয়াস হও। জ্যাকব।'

সে আমার দিকে সংকটময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'কুসংস্কারের ব্যাপার।' আমি তাড়াতাড়ি বললাম। 'তুমি কোন ব্যাপারে দোষ দিচ্ছ আমি এখনও বুঝতে পারছি না ..কুলিনরা... তারা প্রায় অর্ধ বছর আগে এখান থেকে চলে গেছে। স্যাম যা করছে তার জন্য তুমি তাদেরকে এখন কীভাবে দোষারুপ করতে পার?

'স্যাম কিছুই করছে না, বেলা। আমি জানি যে তারা চলে গেছে। কিন্তু কোন কোন সময়...জিনিসগুলো চলমান হয় এবং তারপর এটা খুব দেরি হয়ে যায়।

'কি চলমান হয়? কি বেশি দেরি হয়ে যায়? তুমি কি জন্য তাদেরকে দোষারুপ করছ?

সে হঠাৎ আমার ঠিক মুখোমুখি এসে পড়ল। একেবারে মুখের উপরে। তার রাগ চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছিল। 'অস্তিত্বের জন্য।' সে হিসহিসিয়ে উঠল।

আমি বিস্মিত হলাম। মাথার ভেতর থেকে আসা এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বরের সতর্কবাণীর শুনলাম। যদিও আমি ঠিক ভীতকর অবস্থায় ছিলাম না।

'শান্ত হও বেলা। তাকে রাগিয়ে দিও না।' এ্যাডওয়ার্ডের সর্তকবাণী আমার কানে পৌছাল।

এ্যাডওয়ার্ডের নাম সেই সর্তকতার দেয়াল ভেঙে দিয়েছে। আমার পিছনেই কবর দিয়েছে। আমি এখন সেটা আবার তালাবদ্ধ করতে সমর্থ। আমি এখন আর ব্যথা পাই না। যখন আমি তার সেই মূল্যবান কণ্ঠস্বর শুনি তখনও না।

জ্যাকব আমার সামনে রাগে কাঁপছিল। বিস্ফোরিত হচ্ছিল।

আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন জ্যাকবের ভ্রান্তি আমার মনের মধ্যে কাজ করছে। জ্যাকব উপস্থিত কিন্তু সে হলো জ্যাকব। সেখানে কোন এড্রেনালিন ক্ষরণ নেই। বিপদেরও কোন কারণ নেই।

'তাকে শান্ত হওয়ার জন্য কিছুটা সময় দাও।' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর আমাকে জোর দিয়ে বলল।

আমি দ্বিধাগ্রস্তভাবে মাথা নাড়লাম। 'তুমি হাস্যকর।' আমি তাদের দুজনেই বললাম।

'বেশ ভাল।' জ্যাকব উত্তর দিল। সে গভীরভাবে শ্বাস নিল। 'আমি এটা নিয়ে তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না। এটা আর যে কোনভাবেই হোক কোন ব্যাপার নয়। ক্ষতিটা হয়েই গেছে।'

'কি ক্ষতি?'

আমি চিৎকার করে তার মুখের উপর প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলেও সে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

'চলো, ফিরে যাওয়া যাক। আর বেশি কিছু বলার নেই।

'এখনও অনেক কিছুই বলার জন্য বাকি আছে।' তুমি এখনও কিছুই বল নাই।

সে আমার পাশে পাশে হাটতে লাগল। আমরা বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলাম।

'আমি আজ কুইলের সাথে ছিলাম।' আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম।

সে হঠাৎ করে থেমে গেল কিন্তু ঘুরল না।

'তুমি তোমার বন্ধুকে মনে করতে পার? কুইল? হ্যাঁ। সে ভীত।

জ্যাকব আমার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। তার অভিব্যক্তিতে ব্যথার ছাপ।

'কুইল' সে এইটুকুই বলল।

'সেও তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সে উন্মত্তর মত হয়ে গেছে।

জ্যাকব আমার দিকে বেপরোয়া চোখে তাকাল।

আমি বলে চললাম 'সে ভীত এ কারণে যে সেই পরবর্তী শিকার।'

জ্যাকব এটা গাছকে আশ্রয়ের জন্য হাত দিয়ে ধরল। তার মুখ লালচে বাদামী অদ্ভুত সবুজাভে রুপ নিল। 'সে পরবর্তী শিকার হতে পারে না।' জ্যাকব নিজে নিজে বিড়বিড় করল। 'সে হতে পারে না। এটা এখন শেষ হয়ে গেছে। এটা এখন আর ঘটবে না। কেন?' তার মুষ্টিবদ্ধ হাত গাছের গায়ে আঘাত করতে থাকে। এটা খুব বড় একটা গাছ ছিল না। চিকন এবং জ্যাকবের চেয়ে মাত্র কয়েক ফিট উচু। কিন্তু এটা এখনও আমার কাছে বিস্ময় যে যখন গাছের গুড়ি উপড়ে পড়ল এবং বেশ শব্দ করেই সেটা নিচে পড়ল।

জ্যাকব দ্রুততার সাথে সরে এল। ভাঙা গাছ তাকে ভীত করে তুলে তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দিয়েছে।

'আমার এখন ফিরে যাওয়া দরকার।' সে ঘুরে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। তার সাথে তাল মিলাতে আমাকে প্রায় দৌড়াতে হলো।

'স্যামের কাছে ফিরে যাবে?'

'সেটাই এখন একমাত্র পথ।' সে এটাই বলেছিল। সে তাড়াতাড়ি চলতে চলতে বিড়বিড় করছিল।

আমি গাড়ির কাছে ফিরে তাকে ডাকলাম। 'অপেক্ষা করো।' আমি বাড়ির দিকে ঘুরছিলাম।

সে আমার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। আমি দেখতে পেলাম তার হাত আবার কাঁপছে।

'বাড়ি যাও, বেলা। আমি আর তোমার সাথে এক মুহূর্তেও থাকতে পারছি না।

আমার বুকের ভেতর আবার ক্ষতের যন্ত্রণা শুরু হলো। কান্না ঠেলে আসতে চাইল। 'তুমি কি...আমার সাথে সম্পর্কটা ভেঙে দিচ্ছ?' কথাগুলো পুরোটাই ভুল। কিন্তু সেটাই সবচেয়ে ভাল পন্থা আমি ওভাবেই জিজ্ঞেস করতে পারতাম। সর্বোপরি, যেটা জ্যাক এবং আমার মধ্যে হয়েছিল সেটা স্কুলের প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। অনেক বেশি শক্তিশালী।

সে একটা তিক্ত হাসি দিল। 'খুবই কম। যদি এটা সেই কেস হয়। আমি বলব বন্ধু হয়েই থাকো। আমি এমনকি তাও বলতে পারি না।'

'জ্যাকব... কেন? স্যাম কি তোমাকে অন্য বন্ধুদের সাথে যেতে দিতে পারে না? প্লিজ, জ্যাক। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে। আমার তোমাকে প্রয়োজন।' আবার সেই আগের মতই শূন্যতা আমার জীবনে চলে এসেছে। জ্যাকব আমার জন্য কিছু আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিল। আবার আগের মতই অবস্থা আমার। একাকীত্ব আমার গলার কাছে বাস্প হয়ে জমা হয়েছে।

'আমি দুঃখিত বেলা।' জ্যাকব প্রতিটা শব্দ দুর থেকে শান্ত স্বরে বলল যেন সেটা তার কণ্ঠস্বর নয়।

আমি এখনও বিশ্বাস করি না এটা জ্যাকব সত্যিই বলতে চেয়েছে বা বলেছে। এটা দেখে মনে হয় সেখানে কিছু একটা ছিল। তার রাগী চোখের আড়ালে কিছু একটা সে বলতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি সেই ম্যাসেজটা ধরতে পারিনি।

হতে পারে এটা আদৌ স্যাম সংক্রান্ত কোন কিছু নয়। হতে পারে এটা কুলিনদের ব্যাপারেও কিছু নয়। হতে পারে সে শুধু চেষ্টা করছিল তাকে এই আশাহীন অবস্থা থেকে বের করে নিয়ে আসতে। হতে পারে আমার তাকে সেটা করতে দেয়া উচিত। যদি সেটা তার জন্য সবচেয়ে ভাল হয়। আমার সেটা করা উচিত। এটাই ঠিক হতে পারে।

কিন্তু আমি শুনতে পেলাম আমার কণ্ঠস্বর ফিসফিসানির মত সরে সরে যাচ্ছে।

'আমি দুঃখিত এই জন্য আমি পারি নাই...আগে...আমি আশা করি আমি পারব পরিবর্তন করতে। কীভাবে আমি তোমাকে অনুভব করি জ্যাকব।' আমি বেপরোয়া। সত্যের কাছে পৌঁছে গিয়েছি। 'হতে পারে....হতে পারে আমি পরিবর্তিত হব।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'হতে পারে, তুমি যদি আমাকে কিছুটা সময় দাও...শুধু আমাকে এখন ছেড়ে চলে যেও না, জ্যাক। আমি এটা সহ্য করতে পারব না।

মুহূর্তেই তার রাগ বিষাদে রুপান্তরিত হয়ে গেল। তার কাঁপতে থাকা একটা হাত আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'না। এইভাবে চিন্তা করো না বেলা, প্লীজ। নিজেকে দোষ দিও না। ভেবো না যে এটা তোমার দোষ। এটা পুরোটাই আমার। আমি প্রতিজ্ঞা করছি। এটা তোমার ব্যাপার নয়।'

'এটা তুমি নও। এটা আমি।' আমি ফিসফিস করে বললাম 'সেখানে নতুন একজন আছে।

'আমি এটাই বুঝাতে চেয়েছি বেলা। আমি নই...' সে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। তার কণ্ঠস্বর আরো ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেল যখন সে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে লাগল। তার চোখ যেন ব্যথিত 'আমি তোমার বন্ধু থাকার মত আর সেরকম যথেষ্ট ভাল নই। অথবা সেরকম কিছু নই। আমি আগে যেরকম ছিলাম এখন আর সেরকম নই। আমি ভাল নেই।'

'কি?' আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দ্বিধান্বিত। অত্যন্ত ভীত। 'তুমি কি বলছ? তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাল আছ, জ্যাক। তুমি ভাল। তোমাকে কে বলেছে তুমি নও? স্যাম? এটা একটা জঘন্য মিথ্যা জ্যাকব। তাকে আর সেটা বলতে দিও না।' আমি আবার হঠাৎ রাগে ফেটে পড়লাম।

জ্যাকবের মুখ কঠোর ও নিস্প্রাণ দেখাতে থাকে। 'কেউ আমাকে কোন কিছু বলে নাই। আমি জানি আমি কি।

'তুমি আমার বন্ধু। সেটাই তুমি। জ্যাক—তাই নয় কি?'

সে আমার দিক থেকে ফিরল।

'আমি দুঃখিত বেলা।' সে আবার বলল। এইবার এটা বিড়বিড়ানির মত শোনাল। সে ঘুরে প্রায় দৌড়ে বাড়িটার দিকে চলে গেল।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে নড়ার শক্তি হারালাম। আমি ছোট বাড়িটার

দিকে তাকিয়ে রইলাম। চারজন বিশাল শরীরের বালক এবং দুজন পুর্নবয়স্ক বিশাল মানুষের জন্য এটা খুব ছোট দেখাচ্ছিল। সেখানে ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। পর্দা টেনে দেয়ার কোন ব্যাপার নয়। কোন কথার শব্দ নয়। কোন চলাচল নয়। দেখে মনে হয় খালি।

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। আমার গায়ের উপর এখানে ওখানে পড়তে লাগল। আমি বাড়িটা থেকে চোখ সারাতে পারলাম না। জ্যাকব ফিরে আসবে। সে আসতে বাধ্য।

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সেই সাথে বাতাসও। বৃষ্টির ফোঁটা এখন আর উপর থেকে সরাসরি পড়ছিল না। সেটা পশ্চিম দিক থেকে আসছিল। আমি সাগরের বাতাসের গন্ধ পাচ্ছিলাম। আমার চুল আমার মুখের উপর এসে পড়েছিল। বৃষ্টির পানি লেপ্টে যাচ্ছিল। আমি অপেক্ষা করছিলাম।

শেষ পর্যন্ত দরজা খুলল। আমি স্বস্তির সাথে এক পা সামনে এগুলাম।

বিলি দরজার মুখের কাছে তার হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে এলেন। আমি তার পিছনে কাউকে দেখলাম না।

'চার্লি এই মাত্র ফোন করেছিল। আমি তাকে বলেছি তুমি তোমার বাড়ির পথে।' তার চোখ সমবেদনায় পরিপূর্ণ।

সমবেদনা শেষপর্যন্ত যেভাবেই হোক এসেছে। আমি কোন মন্তব্য করলাম না। আমি শুধু রোবটের মত ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার ট্রাকে উঠলাম। আমি জানালা খোলা রেখেছিলাম। সিটগুলো সব ভিজে একাকার। এটা কোন ব্যাপার নয়। আমি এর মধ্যে ভিজে গেছি।

খুব খারাপ নয়! খুব খারাপ নয়! আমার মন আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। এটা সত্য। এটা ততটা খারাপ নয়। এটাই পৃথিবীর শেষ নয়। এটা শুধু সেটারই শেষ যে ছোট্ট সুখটুকু আমার ছিল। এটাই সবটুকু।

খুব খারাপ নয়! আমি একমত হলাম। তারপর যোগ করলাম কিন্তু যথেষ্ট খারাপ।

আমি ভেবেছিলাম জ্যাকব আমার বুকের ভেতরের ক্ষত সারিয়ে তুলেছিল। অথবা অন্ততপক্ষে এমনভাবে ঢেকে দিয়েছিল যাতে ব্যথা না পাই। এটা ভুল ছিল। সে শুধু তার নিজের ক্ষতটাই ঢেকে রেখেছিল। সুতরাং আমি এখন একটা ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে গেলাম। আমি বিস্মিত কেন আমি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছি না।

বাবা পোর্চে অপেক্ষা করছিলেন। আমি গাড়ি থামালে তিনি আমার সাথে দেখা করতে বেরিয়ে এলেন।

'বিলি ফোন করেছিল। সে বলল তুমি নাকি জ্যাকের সাথে একটা ফাইট দিয়েছো। বলল তুমি কিছুটা আপসেট।' তিনি ব্যাখ্যা করতে করতে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন।

তারপর তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। একটা ভয়ানক পরিচিত অবস্থা দেখতে পাওয়া তার অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠল। আমি চেষ্টা করছিলাম আমার মুখের অবস্থা বাইরের সেই ঘটনা থেকে দূরে রাখতে। জানি না তিনি কি দেখেছিলেন। আমার মুখের ভাব শূন্য এবং শীতল। আমি বুঝতে পারছিলাম কি আমার মনে করিয়ে দিতে পারে।

'এটা সত্যিই সেটা নয়, কীভাবে এটা ঘটেছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে গাড়ি থেকে বের হতে সাহায্য করলেন। তিনি আমার ভিজে কাপড় নিয়ে কোন প্রশ্ন তুললেন না।

'তাহলে কি ঘটেছে?' ভিতরে ঢোকার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সোফা থেকে তোয়ালে তুলে নিয়ে আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম আমি তখনও কাঁপছিলাম।

আমার কণ্ঠস্বর প্রাণহীন 'স্যাম উলি বলেছে জ্যাকব আর আমার বন্ধু থাকতে পারবে না।

বাবা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। 'তোমাকে এটা কে বলেছে?

'জ্যাকব।' আমি বললাম। যদিও ঠিক এই কথাটাই সে আমাকে বলে নাই। তবুও এটা এখনও সত্য।

বাবার ভ্রু কুঁচকে গেল। 'তুমি কি সত্যিই মনে করো ওই উলি ছেলেটার মধ্যে খারাপ কিছু আছে?

'আমি জানি আছে। জ্যাকব যদিও আমাকে সেটা কি তা বলে নাই।' আমি শুনতে পেলাম আমার জামাকাপড় থেকে পানির ফোঁটা মেঝেতে পড়ছে। 'আমি কাপড় পাল্টাতে যাচ্ছি।

বাবা চিন্তাভাবনা গুলিয়ে ফেললেন। 'ঠিক আছে।' তিনি অন্যমস্কভাবে বললেন।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম একটা হট শাওয়ার নেব। কারণ আমি খুব ঠাণ্ডা লাগছিল। কিন্তু সেই গরম পানিও আমার শরীরের তাপমাত্রা উষ্ণ করতে পারল না। পানির কল বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে আসার পরও আমি জমে যেতে থাকলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, বাবা নিচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কারোর সাথে কথা বলছে। আমি তোয়ালেটা আমার চারিদিকে পেচিয়ে নিলাম এবং বাথরুমের দরজার বাইরে কান পাতলাম।

বাবার গলার স্বর রাগান্বিত। 'আমি সেটা কিনে দেই নাই। এটা কোন অর্থ বহন করে না।

তারপর কিছুটা শান্ত। আমি বুঝতে পারলাম বাবা ফোনে কথা বলছেন। এক মিনিট অতিবাহিত হলো।

'তুমি এটা বেলার উপর ফেলো না।' বাবা হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠলেন। আমি লাফিয়ে উঠলাম। যখন সে আবার কথা বলা শুরু করল, তার কণ্ঠস্বর বেশ সর্তক এবং নিচুলয়ের। 'বেলা, এটা বেশ পরিষ্কার করেছে যে সে একাকী এবং জ্যাকব শুধু বন্ধুই....বেশ, যদি সেটা এটা হয়ে থাকে, তাহলে তুমি এটা কেন আগে বলো নাই? না বিলি, আমি মনে করি সে এই ব্যাপারে ঠিক... কারণ আমি আমার মেয়েকে জানি। যদি সে বলত জ্যাকব আগে থেকে ভয় পেতো...' তিনি কথার মাঝখানে থামলেন এবং যখন আবার উত্তর দিলেন প্রায় চিৎকার শুরু করে দিলেন।

'তুমি কি বলতে চাইছো আমি জানি না। আমার মেয়ে যেটা মনে করে আমি করি!' তিনি অল্প কিছুক্ষণের জন্য শুনলেন এবং তারপর তার উত্তর এত নিচুলয়ে হলো যে আমি সেটা শুনতে পেলাম না। 'তুমি যদি মনে কর আমি তাকে ব্যাপারটা মনে করিয়ে দেব তাহলে সবচেয়ে ভাল হয় তুমি ব্যাপারটা নিয়ে আরেক বার ভাব। সে এটা থেকে

উত্তরণের দিকে এগুতে শুরু করেছিল। আমি মনে করি তার বেশিরভাগই জ্যাকবের কল্যাণে। যদি জ্যাকব সেই স্যাম ছোকরার সাথে যেতে থাকে তাহলে সেটা আবার তাকে বিষণ্ণতার মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তাহলে জ্যাকবকে এ ব্যাপারে আমার কাছে উত্তর দিতে হবে। তুমি আমার বন্ধু বিলি। কিন্তু এটা আমার পরিবারকে আঘাত করছে।

সেখানে বিলির কাছ থেকে উত্তর শোনার জন্য আরেকটা বিরতি।

'তুমি ঠিক ধরেছো- এই ছেলেগুলো সহ্যের শেষ সীমায় চলে যাচ্ছে। আমি এই ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করছি। আমরা এই পরিস্থিতির উপর চোখ রাখছি। তুমি এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার।' তিনি এখন আর মোটেও চার্লি নন। তিনি এখন চীফ সোয়ান।

'বেশ, হ্যাঁ। বিদায়।' ফোন রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

আমি তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে হলঘর থেকে আমার রুমে চলে এলাম। বাবা কিচেনে দাঁড়িয়ে রাগে বিড়বিড় করছিলেন।

সুতরাং বিলি এই ব্যাপারে আমাকে দোষারুপ করতে শুরু করেছে। আমি জ্যাকবকে ওদিকে নিয়ে গেছি।

এটা অদ্ভুত। আমি নিজেকে নিয়ে ভয় পাচ্ছিলাম। জ্যাকব আজ সন্ধ্যেয় যেটা আমাকে বলেছে সেটা বলার কারণে। আমি এটা এখন আর বিশ্বাস করি না। সেখানে আরো বেশি কিছু আছে। আমি বিস্মিত যে বিলি এ ব্যাপারে আমাকে দোষ দিচ্ছে। এটা আমাকে এই চিন্তা করতে বাধ্য করছে যে আমি যেরকম ভেবেছিলাম এটা তার চেয়ে অনেক বড় ধরনের গোপনীয় কিছু একটা। অন্ততপক্ষে, বাবা এখন আমার পক্ষে আছে।

আমি পাজামা পরে বিছানায় গেলাম। এই মুহূর্তে জীবনটা অনেক অন্ধকারাচ্ছন্নই মনে হচ্ছে। আমি নিজেকে প্রতারিত করতে দিয়েছি। ক্ষতটা এখন—এর ভেতরে যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছে। কেন নয়? আমি সেই স্মৃতিটা টেনে বের করে এনেছি। সেটা প্রকৃত স্মৃতি নয় যেটা আমাকে আরো বেশি আঘাত করে। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বরের সেই হালকা স্মৃতিটা আছে। এটা বারবার মনে পড়ছে। যতক্ষণ না আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এবং চিৎকার শুরু করলাম।

আজ রাতে নতুন স্বপ্ন শুরু হলো। বৃষ্টি পড়ছিল এবং জ্যাকব হঠাৎ করে আমার পাশে পাশে হাঁটা শুরু করল। যদি ও আমার পায়ের নিচের মাটি শুষ্কই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে আমার জ্যাকব ছিল না। সে নতুন একজন। কৃতজ্ঞ জ্যাকব। তার সেই হাঁটা আমাকে আরো একজনের কথা মনে করিয়ে দিল। যখন আমি দেখলাম তার বৈশিষ্ট্য পরিবির্তত হতে শুরু করেছে। তার গায়ের রঙ পরিবর্তিত হচ্ছে। তার মুখ ধুসর থেকে সাদা হাড়ের মত হয়ে যাচ্ছে। তার চোখ সোনালি হয়ে যাচ্ছে। তারপর তার গায়ের রঙ সোনালি হয়ে যাচ্ছে। তার খাটো চুল বাতাসে উড়ছে। তার মুখ এতটাই সুন্দর যে আমার হৃদয় আনন্দে কাঁপতে লাগল । আমি তার কাছে পৌছুলাম। সে এগিয়ে গেল। তার হাত উপরে তুলল। তারপর এ্যাডওয়ার্ড ভ্যানিস হয়ে গেল।

আমি নিশ্চিত ছিলাম না। আমি অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠলাম। যদি আমি কাঁদতে পারতাম অথবা কান্না চোখ ফেটে বেরিয়ে আসত। আমি অন্ধকার সিলিংয়ের দিকে

তাকিয়ে রইলাম। অনুভব করতে পারলাম এটা মধ্যরাত। আমি কাঁচা ঘুম থেকে জেগেছি। দুশ্চিন্তায় চোখ বন্ধ করলাম এবং স্বপ্নহীন ঘুমের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলাম।

একটা গুঞ্জন আমাকে জাগিয়ে তুলল। কিছু একটা তীক্ষ্ম আঁচড়ের শব্দ আমার জানালার উপর। তীক্ষ্ম শব্দ। যেন কাঁচের উপর নখের আঁচড়।

বারো

ভয়ে আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। যদিও আমি খুবই ক্লান্ত ছিলাম। এমন অবস্থায় ছিলাম যে আমি ঘুমে না জেগে সেটাই বুঝতে পারছিলাম না।

কিছু একটা আমার জানালায় নখ ঘষছে। সেই একই রকমের উচ্চ তীক্ষ্ম শব্দে।

আমি হঠাৎ করে বিছানার উপর উঠে বসলাম। আমার চোখের কোণা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

একটা বিশাল অন্ধকার ছায়া আমার জানালার উপর দিয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে যেন এই মুহূর্তেই জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলবে। আমি ভয়ে পিছিয়ে গেলাম। আমার গলা দিয়ে চিৎকার ফুটে বের হলো না।

ভিক্টোরিয়া!

সে আমার জন্য এসেছে।

আমি মৃত।

বাবা নয়।

আমি চিৎকার গিলে ফেললাম। এখন যে কোনভাবে নিজেকে শান্ত রাখতে হবে। যে কোনভাবে, বাবাকে তার রুমে ধরে রাখতে হবে, যাতে এখানে কি হচ্ছে তিনি তা তদন্ত করতে না আসেন...

তারপর একটা পরিচিত, হাস্কি স্বর সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে আমাকে ডাকল।

'বেলা!' কণ্ঠস্বরটা হিসহিস করে বলল, 'আউচ! ড্যাম ইট। জানালা খোলো। আউচ!

আমার দু'সেকেন্ড লাগল সেই ভীতিকর অবস্থা থেকে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গেলাম এবং কাঁচ উঠিয়ে দিলাম। জানালার ওপাশ দিয়ে মেঘগুলো কিছুটা যেন আলোকিত। আমার জন্য জিনিসটা কি সেটা দেখার জন্য সেটুকু আলোই যথেষ্ট ছিল।

'তুমি এখানে কি করছ?' আমি এক নিঃশ্বাসে বললাম।

আমাদের উঠানের সামনের দিকে বেড়ে ওঠা বিশাল গাছটায় জ্যাকব চড়ে বসে আছে। তার চড়ে বসা ডালটাকে বাড়ির দিকে নিয়ে এসেছে। সে এখন ডালে বসে

দুলছে। তার পা মাটি থেকে প্রায় বিশ ফিট উপরে। আমার থেকে এক গজও দূরে নয়। গাছের উপরের দিকের চিকন ডালগুলো ঝুকে একেবারে আমার জানালার কাছে এসে পড়েছে।

'আমি চেষ্টা করছি রাখতে,' সে হাঁপাতে হাঁপাতে তার ওজন শিফট করল। গাছের উপরের যে ডাল তাকে দোলাচ্ছিল তা থেকে অন্য ডালে। 'আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে।'

আমি ভেজা চোখ মেলে তাকালাম। হঠাৎ করে নিশ্চিত হলাম আমি স্বপ্ন দেখছি না।

'তুমি কখন প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে তুমি আমাদের গাছ থেকে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করবে?'

সে শুকনো মুখে নাক টানল। তার ভারসাম্য রক্ষার জন্য পা দুলিয়ে দিল। 'পথ থেকে সরে দাড়াও।' সে আদেশ করল।

'কি?'

সে আবার সামনে পিছনে তার পা দোলাল। তার গতি বাড়িয়ে দিল। আমি বুঝতে পারলাম সে কি করতে চেষ্টা করছে।

'না, জ্যাক।

কিন্তু আমি পাশে সরে গেলাম। কারণ তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। একটা গোঙানির সাথে সে আমার খোলা জানালার ভেতর তার শরীর ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আরেকটা চিৎকার আমার গলার কাছে তৈরি হলো যখন আমি অপেক্ষা করছিলাম তার পড়ে মরার জন্য। অথবা কমপক্ষে এই পাশ থেকে পড়ে যাওয়ার। আমাকে হতভম্ব করে, সে আমার রুমের মধ্যে ঢুকে যেতে পারত। তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে সে একটা থপ শব্দ করে রুমে ঢুকে গেল।

আমরা দুজনেই অটোমেটিকভাবে দরজার দিকে তাকালাম। নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে অপেক্ষা করলাম। এই গ্যাঞ্জাম বাবাকে জাগিয়ে দেয় কিনা সেটা দেখতে অপেক্ষা করছিলাম। কিছুটা সময় দুজনে নিঃশব্দেই কাটালাম। তারপর বাবার নাক ডাকার পরিচিত শব্দটা শুনতে পেলাম।

একটা চওড়া দেতো হাসি ধীরে ধীরে জ্যাকবের মুখে ছড়িয়ে পড়ল। তাকে দেখে মনে হলো নিজেকে নিয়ে সে সত্যিই খুব খুশি। এটা সেই হাসি নয় যেটা আমি চিনতাম এবং ভালবাসি। এটা একটা নতুন ধরনের হাসি। সেই পুরাতন পবিত্রতার বিরুদ্ধে তিক্ত বিদ্রুপ। নতুন ধরনের হাসি যেটা সে সামের সাথে থেকে পেয়েছে।

সেটাই আমার জন্য অনেক বেশি।

আমি তাকে দেখে কেঁদে উঠলাম। তার কর্কশ প্রত্যাখান আমার বুকে একটা নতুন ব্যথাযুক্ত ক্ষত করেছে। সে আমার জন্য একটা নতুন দুঃস্বপ্ন রেখে গেছে, যেন সেটা ক্ষতের উপর নতুন করে সংক্রমণ। সেটা ক্ষতটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এখন সে আমার রুমে। আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমাদের এর আগে কোন কিছু হয় নাই। তার চেয়ে খারাপ যেটা, যদিও তার আগমন বেশ ঝামেলাপূর্ণ। এটা আমাকে এ্যাডওয়ার্ডের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এ্যাডওয়ার্ড ঠিক এভাবেই জানালা

দিয়ে রাতে আমার রুমে প্রবেশ করত। সেটা মনে পড়ার কারণে আমার সেই ক্ষতের ব্যথাটা যেন আরো তীব্র হয়ে উঠল।

তার উপরে, মূল ঘটনা হলো আমি হাপানো কুত্তার মত ক্লান্ত। আমার এখন কোন বন্ধুত্বপূর্ণ মনের অবস্থা নেই।

'বেরিয়ে যাও!' আমি হিসহিস করে বললাম। চেষ্টা করলাম ফিসফিসানির মধ্যেও গলায় যতটা জোর দেয়া যায়।

সে চোখ পিটপিট করল, তার মুখ বিস্ময়ে যেন সাদা হয়ে যেতে থাকে।

'না।' সে প্রতিবাদ করে। 'আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'আমি সেটা গ্রহণ করছি না।'

আমি চেষ্টা করলাম তাকে জানালা দিয়ে আবার বাইরে পাঠিয়ে দিতে।

সর্বোপরি, যদি এটা একটা স্বপ্ন হতো, এটা তাহলে আমাকে সত্যিই দুঃখ দিত না। এটা হতো অকার্যকর। আমি তাকে কোন রকম ছাড় দিলাম না। আমি তাড়াতাড়ি নেমে তার থেকে কিছুটা পিছিয়ে এলাম।

সে একটা জামাও গায় দেই নাই। আর জানালা দিয়ে যে বাতাসটা আসছিল সেটা এতটাই ঠাণ্ডা ছিল যে সে কাঁপছিল। এটা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল। আমার হাত তার বুকে রাখলাম। তার শরীর আগুনের মত পুড়ে যাচ্ছে। শেষবার যখন আমি তার কপালে হাত দিয়েছিলাম তখন যেমনটি ছিল। যেন সে এখনও সেই জ্বরেই অসুস্থ হয়ে আছে।

তাকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে না। তাকে বিশাল দেখাচ্ছে। সে আমার দিকে ঝুকে এল। সে এতটাই বিশাল যে জানালাটা তার শরীরের আড়ালে ঢেকে গেছে।

হঠাৎ, এটা যেন এমনটি যে আমি আর নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছি না। যেন আমার সকল নির্ঘুম রাত্রি সব একত্রিত হয়ে ঘুমে চোখ জুড়ে দিয়েছে। আমি এতটাই ক্লান্ত ভাবলাম তার চেয়ে এই মেঝেতেই শুয়ে পড়ি। আমি ভারসাম্যহীনভাবে দুলতে লাগলাম। চোখ খোলা রাখার জন্য আমাকে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

'বেলা?' জ্যাকব উদ্বিগ্ন স্বরে ফিসফিস করল। সে আমার কনুই ধরে ফেলল। আমি আবার দুলতে থাকলাম। আমাকে টেনে বিছানার উপর নিয়ে গেল। বিছানার কিনারায় পৌছে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি ধপাস করে বিছানার উপর পড়লাম।

'হেই, তুমি কি ঠিক আছো?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল। দুশ্চিন্তায় তার কপালে ভাঁজ পড়েছে।

আমি তার দিকে তাকালাম। আমার চোখের নিচে এখনও কান্নার জল শুকাইনি। 'কেন আমি এই পৃথিবীতে ভাল থাকব, জ্যাকব?

তার মুখে তিক্ততার চিহ্ন ফুটে উঠল। 'ঠিক।' সে একমত হলো। গভীরভাবে শ্বাস নিল। 'বেশ, ভাল...আমি ...আমি খুবই দুঃখিত। বেলা।' তার ক্ষমা প্রার্থনা আন্তরিক। সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যদিও তার মুখের ভেতরে একটা রাগান্বিত ভাব খেলা করছে।

'তুমি কেন এখানে এসেছো? আমি তোমার কাছ থেকে কোন ক্ষমাপ্রার্থনা চাই না,

জ্যাক।'

'আমি জানি।' সে ফিসফিস করে বলল। 'কিন্তু আমি এইভাবে ব্যাপারটা ছেড়ে যেতে চাই নাই যেভাবে আজ সন্ধ্যেয় হয়েছে। সেটা খুবই ভয়ানক। আমি দুঃখিত।

আমি চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লাম। 'আমি কোন কিছুই বুঝতে পারছি না।

'আমি জানি। আমি সেটা ব্যাখ্যা করতে চাই-' সে হঠাৎ বসে পড়ল। তার মুখে খুলে গেল যেন তার সামনে থেকে কেউ বাতাস সরিয়ে নিয়েছে। তারপর সে গভীরভাবে শ্বাস নিল। 'কিন্তু আমি এটার ব্যাখ্যা করতে পারি না।' সে বলল। এখনও রাগান্বিত। 'আমার ইচ্ছে আমি পারব।

আমার মাথা হাতের উপর রাখলাম। আমার প্রশ্নটা হাতের ভেতর থেকেই যেন বের হলো। কেন?

সে এক মুহূর্তের জন্য শান্ত থাকল। আমি সেদিকে মাথা ঘুরালাম। আমি এত ক্লান্ত যে এটা ধরে রাখতে পারছি না। তার অভিব্যক্তি আমাকে বিস্মিত করল। তার চোখ জোড়া ঘুরছে। সে তার দাঁতে দাঁত ঘষছে। তার কপাল কুঁচকে আছে।

'কি সমস্যা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে বড় করে শ্বাস ফেলল। আমি বুঝতে পারলাম সে নিঃশ্বাস আটকে রেখেছিল। 'আমি এটা করতে পারি না।' সে হতাশাগ্রস্তভাবে বিড়বিড় করল।

'কি করতে?'

সে আমার প্রশ্নটা উপেক্ষা করে গেল। 'দেখ, বেলা। তোমার কি কোন গোপন কথা নেই যেটা তুমি এখনও কাউকে বলনি?

সে আমার দিকে চেনা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমার চিন্তাভাবনা হঠাৎ লাফিয়ে কুলিনদের দিকে গেল। আমি আশা করছি আমার অভিব্যক্তিতে দোষী ভাব দেখাচ্ছে না।

'তুমি কিছু একটা অনুভব করো যেটা তুমি চার্লি থেকে গোপন রাখ। গোপন রাখ তোমার মায়ের কাছ থেকে...' সে চাপ দিল। 'এমন কিছু যেটা নিয়ে তুমি এমনকি আমার সাথেও কথা বলনি? এমন কি এখনও না?

আমি জোর করে চোখ বন্ধ রাখলাম। আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। যদিও আমি জানি সে এ ব্যাপারে একেবারে সুনিশ্চিত।

,'তুমি কি বুঝতে পারছ আমারও সেই প্রকারের অবস্থা হতে পারে?' সে আবার নিজের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল, দেখে মনে হলো সঠিক শব্দের জন্য যুদ্ধ করছে। 'কিছু কিছু সময়, বিশ্বস্ততা সেই পথেই যায় যে পথে তুমি নিয়ে যেতে চাও। কিছু কিছু সময়, এটা তোমার গোপন কথা নয় যা বলার।

সুতরাং আমি ব্যাপারটা নিয়ে তার সাথে তর্ক করতে পারি না। সে প্রকৃতপক্ষেই ঠিক। আমার এমন একটা গোপন ব্যাপার আছে যেটা আমি নিজেকেও বলতে পারি না। এমন একটা গোপনীয়তা যেটা আমি রাখতে বাধ্য। এমন একটা গোপনীয়তা, হঠাৎ করে দেখে মনে হয় সে গোটা ব্যাপারটাই জানে।

আমি এখনও দেখেনি কীভাবে তার উপরে এটার প্রয়োগ করা হয়েছে। তার

উপরে অথবা স্যাম অথবা বিলির। এটা তাদের কাছে কি? এই যে কুলিনরা এখন চলে গেছে সেটা?

'আমি জানি না তুমি এখানে কেন এসেছো. জ্যাকব। তুমি কি শুধু উত্তর দেয়ার পরিবর্তে আমার সাথে ধাঁধাঁই করে যাবে?'

'আমি দুঃখিত।' সে ফিসফিস করে বলল। 'এটা এতটাই হতাশাজনক।'

আমরা সেই অন্ধকার রুমের মধ্যে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের দুজনের মুখই আশাশূন্য।

'যে অংশটা আমাকে মেরে ফেলছে।' সে এলোমেলোভাবে বলল। 'এটা তুমি এর মধ্যেই জান। আমি এর মধ্যেই তোমাকে সবকিছু বলেছি।'

'তুমি কি নিয়ে কথা বলছ?

সে চমকে শ্বাস নিল। তারপর আমার দিকে ঝুকে এল। তার মুখ আশাহীনতা থেকে সেকেন্ডের মধ্যে উজ্জল হয়ে উঠল। সে আমার দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে রইল। তার কণ্ঠস্বর দ্রুত এবং উৎসুক্য। সে আমার মুখের উপরেই যেন কথাগুলো বলল। তার নিঃশ্বাস তার ত্বকের মতই উষ্ণ।

'আমি মনে করি আমি বেরিয়ে আসার একটা পথ দেখতে পেয়েছি। কারণটা তুমি জানো বেলা। আমি তোমাকে বলি নাই। কিন্তু তুমি যদি এটা অনুমান করে নিতে পার। তাহলে সেটা আমার জন্য ভাল হতে পারে।

'তুমি চাও আমি অনুমান করি? কি অনুমান করব?'

'আমার গোপনীয়তা। তুমি সেটা করতে পার—তুমি উত্তরটা জানো।

আমি দুইবার চোখ পিটপিট করলাম। আমার মাথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম। আমি এত ক্লান্ত। সে কি বলছে কোনটাই আমার ধারণায় এলো না।

সে আমার শূন্য অভিব্যক্তি বুঝতে পারল। তারপর তার মুখে আবার সেই আগের মত জোরালো ভাব দেখা দিল। 'চেষ্টা করো। দেখ আমি যদি তোমাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারি।' সে বলল। সে যাই করতে চেষ্টা করুক না কেন এটা এত কঠিন যে সে হাপাচ্ছে।

'সাহায্য?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। চেষ্টা করছিলাম জেগে থাকতে। আমার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যেতে চাইল। কিন্তু আমি জোর করে সেগুলোকে খোলা রাখলাম।

'হ্যাঁ।' সে জোরে শ্বাস নিয়ে বলল। 'সুত্রের মত।'

সে আমার মুখ তার হাতে তুলে নিল। তার হাত এত গরম আমার মুখ পুড়ে যেতে লাগল। সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ফিসফিস করে কথা বলছিল। যেন সে তার আশেপাশের কারোর সাথে কথা বলছে।

'মনে করতে পার প্রথম যেদিন আমাদের দেখো হয়েছিল। লা পুশের সুমুদ্র সৈকতে?'

'অবশ্যই আমি মনে করতে পারি।'

'আমাকে এটা সম্বন্ধে বল।'

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। মনোসংযোগ করার চেষ্টা করলাম।

'তুমি আমার ট্রাক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলে...'

সে মাথা নোয়াল, আমার কথা মেনে নিয়েছে।

'আমরা র‍্যাবিট সম্বন্ধে কথা বলছিলাম।'

'বলে যাও।'

'আমরা সীবিচের দিকে হাঁটতে নিচে গেলাম...' আমার চিবুক তার হাতের তালুর নিচে গরম হয়ে উঠতে লাগল। আমি সেসব মনে করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে সেটা লক্ষ্য করল না। তার চামড়া আগের মতই গরম। আমি তাকে আমার সাথে হাঁটতে বলেছিলাম। কিছুটা খোসামোদের সাথে কিন্তু সফলতার সাথে। তাকে তথ্যের জন্য কিছুটা চাপও দিয়েছিলাম।

সে মাথা নোয়াল, তার চেয়ে উদ্বিগ্ন।

আমার কণ্ঠস্বর প্রায় শব্দহীন। 'তুমি আমাকে ভয়ংকর ভীতিকর গল্প বলেছিলে...কুইলেটের কিংবদন্তী।'

সে তার চোখ বন্ধ করল এবং সেগুলো আবার খুলল। 'হ্যাঁ।' শব্দটা বেশ টানটান। যেন সে গুরুত্বপূর্ণ কিছুর উপসংহারে চলে এসেছে। সে ধীরে ধীরে কথা বলল। যেন প্রতিটি শব্দ বোঝা যায়। 'তুমি কি মনে করতে পার আমি কি বলেছিলাম?

'এমনকি অন্ধকারের মধ্যেও, সে আমার মুখের রঙ পরিবর্তিত হতে দেখে থাকবে। কীভাবে আমি তা কখনও ভুলে যাব? কোন রকম না বুঝেই সে যা করেছিল, জ্যাকব আমাকে বলেছিল, প্রকৃতপক্ষে যেটা আমার সেদিন জানার প্রয়োজন ছিল—এ্যাডওয়ার্ড একজন ভ্যাম্পায়ার।

সে সেই চোখে আমার দিকে তাকাল যে চোখ আমি খুব ভাল করেই চিনি। 'ভালভাবে চিন্তা কর।' সে আমাকে বলল।

'হ্যাঁ। আমি মনে করতে পারি।' আমি শ্বাস নিলাম।

সে গভীরভাবে শ্বাস নিল। লড়ছে। 'তুমি কি পুরো গল্পটাই মনে করতে পারছ...' সে প্রশ্নটা শেষ করল না। তার মুখ এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেল যেন কিছু একটা তার গলায় আঘাত করছে।।

'পুরো গল্পটাই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

আমার গল্পটা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

একমাত্র একটি গল্পের ব্যাপার। আমি জানতাম সে অন্যদের সাথে শুরু করেছে। কিন্তু আমি মনে করতে পারলাম না সেই পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলো। বিশেষত যখন আমার মস্তিষ্ক ক্লান্তিতে মেঘাচ্ছন্ন। আমি মাথা ঝাকাতে লাগলাম।

জ্যাকব গুঙিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তার কপালে চেপে ধরল এবং রাগান্বিত ভঙ্গিতে দ্রুত নিশ্বাস নিতে লাগল। 'তুমি সেটা জানো।' সে নিজে নিজে বিড়বিড় করতে লাগল।

'জ্যাক? জ্যাক, প্লিজ! আমি ক্লান্ত। আমি এই মুহূর্তে খুব একটা ভাল নেই। এ...

পারে কাল সকালে...

সে শান্তভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে মাথা নোয়াল। 'হতে পারে এটা তোমার কাছে ফিরে আসবে। আমি অনুমান করছি, আমি বুঝতে পারছি কেন তুমি মাত্র একটি গল্প মনে করতে পার।' সে তিক্ত স্বরে ব্যঙ্গাত্মকভাবে যোগ করল। সে আমার পিছনের বিছানাটা উঁচু করল। 'তুমি কি কিছু মনে করবে যদি আমি তোমাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করি?' সে জিজ্ঞেস করল। এখনও ব্যঙ্গাত্মক স্বরে 'আমি জানার জন্য মরে যাচ্ছি।'

'একটা প্রশ্ন কোন বিষয়ে?' আমি দুশ্চিন্তার স্বরে বললাম।

'সেই ভ্যাম্পায়ারের গল্প যেটা আমি তোমাকে বলেছিলাম।'

আমি তার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। উত্তর দিতে পারলাম না। সে তার প্রশ্ন যাই হোক করল।

'তুমি কি এ ব্যাপারে জানো সঠিক কিছু জানো?' সে আমাকে প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বর হাস্কির দিকে। 'আমি কি সেই যে তোমাকে বলেছিল সে কি ছিল?'

সে কীভাবে সেটা জানে? কেন সে এখন এসব বলার সিদ্ধান্ত নিল? আমার দাঁতে দাঁত লেগে গেল। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কথা বলার কোন আগ্রহ নেই। সে সেটা দেখল।

'দেখলে আমি বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কি বলেছিলাম?' সে বিড়বিড় করে বলল। এখনও আগের মতই হাস্কি স্বর। 'এটা আমার জন্য একই, শুধুই খারাপ। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কতটা শক্তভাবে আমি বাধা...

সেটা পছন্দ করছিলাম না— যেভাবে তার চোখ বন্ধ হচ্ছিল আমি সেটা পছন্দ করছিলাম না। যদি সে ব্যথায় থাকে যখন সে বাধ্যতার কথা বলল। তার চেয়ে বেশি অপছন্দনীয়—আমি বুঝতে পারলাম আমি এটা ঘৃণা করি। ঘৃণা করি যেকোন জিনিস যেটা তাকে কষ্ট দেয়। এটা আমি তীব্রভাবেই ঘৃণা করি।

স্যামের মুখ আমার মনের মধ্যে উকি দিচ্ছিল।

'আমার জন্য এইসব ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ। আমি ভালাবাসার বাইরে কুলিনদের গোপনীয়তা রক্ষা করছিলাম। অপ্রয়োজনীয় কিন্তু সত্য। জ্যাকবের জন্য, এটা দেখে মনে হয়নি এই পথে যাবে।

'তোমার কি মুক্ত হয়ে আসার কোনও পথ নেই ?' তার চুলের নিচের দিকের শক্ত গোড়াগুলো ধরে ফিসফিস করে বললাম।

তার হাত কাঁপতে শুরু করল। কিন্তু সে তার চোখ খুলল না। 'না। আমি এটা জীবনের জন্য ঢুকেছি। এটা সারা জীবনের ব্যাপার।' একটা ফাঁকা হাসি। 'দীর্ঘতর হতে পারে।'

'না, জ্যাক।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'যদি আমি পালিয়ে যাই তো কি হবে? শুধু তুমি আর আমি।' যদি আমরা স্যামকে পিছনে ফেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাই?

'এটা এমন কিছু নয় যে আমি পালিয়ে যেতে পারি বেলা।' সে ফিসফিস করে বলল। 'আমি তোমার সাথে চলে যেতাম যদি আমি পারতাম।' তার কাঁধও কাঁপতে লাগল এখন। সে বড় করে শ্বাস নিল। 'দেখ। আমাকে এখন যেতে হবে।'

কেন?

'একটা জিনিসের জন্য। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেকোন মুহূর্তে ঘুমিয়ে যাবে। তোমার ঘুমের প্রয়োজন। আমি তোমাকে পিস্টনের মুখে ফেলে দিয়েছি। তুমি এটা বের করে দেয়ার চেষ্টা করছ। তোমার করতে হবে।

'এবং কেন এত কিছু?'

সে ভ্রু কুঁচকাল। 'আমাকে গোপনে সরে পড়তে হবে। আমি তোমাকে দেখতে আসতে পারি না। তারা হয়তো বিস্মিত হবে যে আমি কোথায়।' তার মুখ ঘুরে গেল। 'আমার মনে হচ্ছে আমি তাদেরকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছি।

'তুমি তাদেরকে কোন কিছু বলো না।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'সব একই। আমি করব।'

আমার মধ্য থেকে আগুনের হলকার মত রাগ বের হতে থাকল। 'আমি তাদের ঘৃণা করি।'

জ্যাকব বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকাল। বিস্মিত। 'না, বেলা। এইসব লোকেদের ঘৃণা করো না। এটা স্যাম অথবা অন্যদের দোষ নয়। আমি তোমাকে আগেও বলেছি— এটা আমার দোষ। স্যাম প্রকৃতপক্ষে... বেশ, অবিশ্বাস্যভাবে শীতল। জ্যারেড এবং পলও মহৎ। যদিও পল এক প্রকার... এবং এমব্রি সবসময়ই আমার বন্ধু। সেখানে কোন কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে না। শুধু মাত্র একটা জিনিস যেটা পরিবর্তিত হচ্ছে। আমি সত্যিই খারাপ বুঝছি আমি যে জিনিসটা আমাকে স্যামের ব্যাপারে ভাবতে...

স্যাম অবিশ্বাস্যভাবে ঠাণ্ডা? আমি তার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু এটা যেতে দিলাম।

'তাহলে তুমি কেন আমাকে দেখতে আসতে পারছ না?' আমি জানতে চাইলাম।

'এটা নিরাপদ নয়।' সে বিড়বিড় করে বলল। নিচের দিকে তাকাল।

তার কথাগুলোয় একটা আমার ভেতরে ভয়ের রোমাঞ্চ খেলে গেল।

সেও কি তা জানে? আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু সে ঠিক— এখন মধ্যরাত। এটাই শিকারের জন্য উপযুক্ত সময়। জ্যাকব আমার রুমে থাকতে পারবে না। যদি কেউ আমার জন্য আসে, আমাকে একাকী থাকতে হবে।

'যদি আমিও এটা নিয়ে ভাবি... খুবই সংকটপূর্ণ।' সে ফিসফিস করে বলল। 'আমি আসতে পারব না। কিন্তু বেলা।' সে আবার আমার দিকে তাকাল। 'আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছি। আমার কোন ধারণা ছিল না এটা রক্ষা করা এত কঠিন হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি সেটার ব্যাপারে চেষ্টা করব না।

সে আমার মুখে অন্যরকম অনুভূতি দেখতে পেল। 'সে জঘন্য ছবিটার পরে।' সে আমাকে মনে করিয়ে দিল। 'আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি তোমাকে কখনও আঘাত দেবো না....তো আমি সত্যিই আজ সন্ধ্যেয় আমি তোমাকে আঘাত দিয়েছি, তাই কি দেই নাই।'

'আমি জানি তুমি সেটা করতে চাও নাই, জ্যাক। এটা ঠিক আছে।

'ধন্যবাদ বেলা।' সে আমার হাত তুলে নিল। 'আমি সেটাই করতে যাচ্ছি। আমি তোমার জন্য এখন যা করতে পারি। যেমনটি আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।' সে আমার দিকে হঠাৎ মুখ ভঙ্গি করল। সেই মুখভঙ্গি আমার জন্য নয়। স্যামের উদ্দেশ্যেও নয়। কিন্তু এই দুজনের জন্যর অদ্ভুত কম্বিনেশন।। 'এটা সত্যিই তোমাকে সাহায্য করবে যদি তুমি নিজে নিজেই এটা বের করতে পার, বেলা। সত্যিকারের সৎ শক্তি এর পিছনে প্রয়োগ করো।

আমি দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করলাম। 'আমি চেষ্টা করব।'

'এবং আমি চেষ্টা করব খুব শিগগিরই তোমার সাথে দেখা করতে।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'এবং তারা চেষ্টা করবে এই ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কথা বের করে নিতে।

'তাদের কথা শুনো না।'

'আমি চেষ্টা করব।' সে মাথা নাড়ল। যেন সে তার সাফল্য নিয়ে সন্দিহান। 'এসো এবং আমাকে বলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ থেকে তুমি বেরিয়ে আসবে।' তারপরই তার ভিতরে কিছু একটা হলো। কিছু একটা যেটার জন্য তার হাত কাঁপতে লাগল। 'যদি তুমি... যদি তুমি সেটা চাও তাহলে।'

'কেন আমি তোমাকে দেখতে চাইব না?'

তার মুখ আবার কঠিন এবং তিক্ততায় ভরে গেল। স্যামের সাথে থাকার সময়ের মতই। 'ওহ, আমি সেই কারণটা ভাবতে পারি।' সে কর্কশ কণ্ঠে বলল। 'দেখ, আমাকে সত্যিই যেতে হবে। তুমি কি আমার জন্য কিছু করবে?

আমি শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম। তার মধ্যের এই পরিবর্তন দেখে ভয় পাচ্ছিলাম ।

'অন্ততপক্ষে আমাকে ফোন করো—যদি তুমি আমাকে আর দেখতে না চাও। আমাকে জানতে দাও এটা সেই জাতীয় কিছু।'

'সেটা ঘটবে না...'

সে তার এক হাত উঁচু করে আমাকে থামিয়ে দিল। 'শুধু আমাকে জানতে দাও।'

সে দাঁড়িয়ে জানালায় মাথা গলিয়ে দিল।

'বোকার মত করো না, জ্যাক।' আমি অভিযোগ করলাম। 'তুমি তোমার ঠাং ভাঙবে। দরজা ব্যবহার করো। চার্লি তোমাকে ধরতে পারবে না।

'আমি আঘাত পাবো না।' সে বিড়বিড় করে বলল। কিন্তু সে দরজার দিকে ঘুরে গেল। সে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন কিছু একটা তার পিঠে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সে এক হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি তার হাত ধরলাম। হঠাৎ সে আমাকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরল। আমার বিছানার ঠিক পাশেই। আমি তার বুকের উপর ধপ করে পড়লাম।

'শুধু যদি ধরো।' সে আমার চুলে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল। আমাকে এমনভাবে ধরল যে আমার পাঁজরের হাঁড় ভেঙে যাওয়ার জোগাড়।

'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।'

সে আমাকে হঠাৎ ছেড়ে দিল। একহাত আমার কোমর জড়িয়ে রাখল। যাতে আমি পড়ে না যাই। সে আমাকে খুবই নরমভাবে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিল।

'একটু ঘুমিয়ে নাও, বেলা। তোমাকে মাথার কিছু কাজ করতে হবে। আমি জানি তুমি সেটা করতে পারবে। আমাকে তোমার বোঝা প্রয়োজন। আমি তোমাকে হারাতে চাই না বেলা। এইজন্যই না।

সে তারপর দরজার দিকে গেল। দরজাটা বেশ তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল। তারপর সে এটা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি শুনতে পেলাম যে খুব সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে পা ফেলছে। কিন্তু সেখানে তেমন কোন শব্দ হলো না।

আমি বিছানায় শুয়ে থাকলাম। আমার মাথা ঘুরছে। আমি খুবই দ্বিধান্বিত। পুরোপুরি ভেঙে পড়েছি। আমি চোখ বন্ধ করলাম। চেষ্টা করলাম এটার ব্যাপারে ভাবতে। শুধু উপরি উপরি চিন্তা করলাম। চিন্তা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

এটা শান্তিপূর্ণ ঘুম ছিল না। স্বপ্নহীন ঘুমে আমি চেচিঁয়েছিলাম- অবশ্যই না। আমি আবার সেই জঙ্গলে। আমি বিস্ময়ে ছিলাম যে রকম আমি সবসময় করে থাকি।

আমি তাড়াতাড়ি সর্তক হলাম। এটা সেই একই রকম স্বপ্ন নয় যেরকমটি আমি সাধারণত দেখে থাকি। একটা জিনিসের জন্য, আমি কোনরকম খোঁজার বাধ্যবাধকতা অনুভব করলাম না। আমি কদাচিৎ অভ্যাস বশে সেটা করে থাকি। কারণ সেটাই আমি আশা করি। প্রকৃতপক্ষে, এটা সেই একই জঙ্গল নয়। এটার গন্ধ আলাদা। এটা অনেক হালকা। এটার গন্ধ সেই বনের ভ্যাপসা সোদা ভেজা গন্ধ নয়। কিন্তু এটাতে সাগরের ঘ্রাণ মিশে আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি না। এটা দেখে মনে হচ্ছে সুর্য অবশ্যই আলো ছড়াবে— গাছের পাতায় আলো পড়বে।

এটা সমুদ্র সৈকতের ধারের লা পুশের জঙ্গল। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। আমি জানতাম যদি আমি সমুদ্র সৈকত পেয়ে যাই, আমি সুর্য দেখতে সমর্থ হব। সুতরাং আমি তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগুতে থাকলাম। দুর থেকে সাগরের ঢেউ ধরে এগুলাম।

তারপর জ্যাকব সেখানে ছিল। সে আমার হাত আঁকড়ে ধরল। আমাকে জঙ্গলের গহীন অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

'জ্যাকব, কি সমস্যা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। তার চোখমুখ ভয়ার্ত বালকের মুখ। তার চুল আবারো আগের মতই সুন্দর। ঘাড়ের কাছে ছোট করে পনিটেইল করা। সে আমাকে তার সর্বশক্তি দিয়ে টানতে লাগল কিন্তু আমি প্রতিরোধ করলাম। আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে যেতে চাই না।

'দৌড়াও, বেলা দৌড়াও। তোমাকে দৌড়াতে হবে।' সে ফিসফিস করে ভয়ার্ত গলায় বলল।

সেই বেপরোয়া তরঙ্গ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে আমাকে জাগিয়ে দিল।

আমি জানতাম কেন আমি এখন সেই জায়গাটা চিনতে পেরেছি। এটা এই [illegible] আমি সেখানে আগে গিয়েছিলাম। অন্য স্বপ্নে। শত বছর আগে। সেটা ছিল আমার

জীবনের অন্য অংশ। সেটা সেই স্বপ্ন ছিল আমি সেই রাত্রে বিচে জ্যাকবের সাথে হাঁটছিলাম। সেটাই প্রথম রাত যে রাতে আমি জানতে পারি এ্যাডওয়ার্ড একজন ভ্যাম্পায়ার। সেদিনের সেই জ্যাকবের সাথের স্বপ্নের স্মৃতিকে আমি কবর দিয়েছিলাম।

স্বপ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি এটা নিয়ে খেলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিচ থেকে একটা আলো আমার দিকে আসছিল। এক মুহূর্তের মধ্যে, এ্যাডওয়ার্ড গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তার চামড়া ফ্যাকাশেভাবে আলো ছড়াচ্ছিল। তার চোখ কালো এবং ভয়ংকর। সে আমাকে পথ দেখাতে থাকে এবং হাসে। সে এতটাই সুন্দর যেন একটা দেবতা। তার দাঁত তীক্ষ্ম এবং ধাঁরালো এবং সূচালো...

কিন্তু আমি নিজে নিজে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছু একটা প্রথমে ঘটছিল।

জ্যাকব আমার হাত ছেড়ে দিল এবং তীব্র চিৎকার দিল। কাঁপছে এবং হেঁচকা টান দিচ্ছে। সে আমার পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে গেল।

'জ্যাকব!' আমি চিৎকার দিলাম। কিন্তু সে চলে গেছে।

তার জায়গায় একটা বিশাল, লালচে বাদামী রঙের, কালো বুদ্ধিদীপ্ত চোখের নেকড়ে।

স্বপ্নটা অবশ্যই দিক পরিবর্তিত করেছে।

এটা সেই একই নেকড়ে ছিল না যেটা আমি অন্য জীবনে স্বপ্নে দেখেছি। এটা একটা বিশাল নেকড়ে যেটা আমার থেকে অর্ধফুট দূরে তৃণভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিল। মাত্র এক সপ্তাহ আগে। এই নেকড়েটা বিশাল দৈত্যকৃতির একটা ভালুকের চেয়ে বড়।

নেকড়েটা আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখে কিছু একটা বহন করতে চেষ্টা করছে। যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সেটা খুবই পরিচিত জ্যাকব ব্লাকের কালো বাদামী চোখ।

আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম।

আমি আশা করেছিলাম এইবার বাবা দেখতে আসবেন। এটা আমার সেই চিরপরিচিত চিৎকার নয়। আমার মাথা বালিশের মধ্যে গুজে দিয়ে আছি। চেষ্টা করছি সেই হিস্টোরিয়ার মত উন্মত্ত চিৎকারটাকে এর মধ্যে সমাহিত করতে। আমি বালিশটা মুখের উপর শক্ত করে চেপে ধরলাম।

কিন্তু বাবা এলেন না। সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা মনে করতে পারলাম।

আমি এটা এখন পুরোপুরি স্মরণ করতে পারলাম। জ্যাকব সেদিন বিচে যেটা বলেছিল তার প্রতিটা শব্দ। এমনকি সেই অংশটা যেটা ভ্যাম্পায়ারের গল্পের আগে বলেছিল। সেই 'ঠাণ্ডা একটা।' বিশেষত সেই প্রথম অংশটা।

'তুমি কি আমাদের কোন পুরানো গল্প জানো? আমার কোথা থেকে এসেছি সেই সম্বন্ধে? কুইলেটিসরা— আমি বুঝাতে চাচ্ছি?' সে জিজ্ঞেস করল।

'না, সত্যিই না।' আমি স্বীকার করলাম।

'বেশ, সেখানে অনেক রকম কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে কিছু বর্ণিত, সে বন্যার সময় থেকে— ধরা যাক। প্রাচীন কুইলেটরা বেঁচে থাকার জন্য তাদের কানো পাহাড়ের মধ্যের সবচেয়ে উঁচু গাছে বাধত। যেমনটি নুহ নবী ও তার নৌকার ক্ষেত্রে

হয়েছিল।' তারপর সে হাসল, আমাকে দেখানোর জন্য কতটা ইতিহাসের গল্পের স্টক তার আছে। 'অন্য কিংবদন্তীটা বলে, আমরা নেকড়ে থেকে এসেছি। এবং সেই নেকড়েরা এখনও আমাদের ভাই হিসাবে আছে। এটা আমাদের প্রাচীন উপজাতীয় আইন, যে তাদের হত্যা করা যাবে না।'

'তারপর সেখানে শীতল রক্তের নিয়েও একটা গল্প আছে।' তার কণ্ঠস্বর কিছুটা নিচু লয়ে হলো।

'শীতল রক্তের?'

'হ্যাঁ। সেখানে শীতল রক্তের নিয়ে গল্প আছে সেটাও নেকড়ে কিংবদন্তীর মতই পুরাতন। এবং আবার কিছু আছে খুবই সাম্প্রতিক কালের। কিংবদন্তী অনুসারে, আমার নিজের প্রপিতামত তাদের মধ্যের কিছু জানত। তিনি তাদের মধ্যের একজন— যিনি আমাদের সম্প্রতি রক্ষা করেছিলেন।' জ্যাকব তার চোখ ঘোরাল।

'তোমার প্রপিতামত?'

'তিনি ছিলেন একজন উপজাতীয় নেতা। আমার বাবার মতই। তুমি দেখেছো, শীতলরা নেকড়ের প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক শত্রু। বেশ। শুধু নেকড়েই নয় প্রকৃতপক্ষে। কিন্তু নেকড়েরা মানুষে রুপান্তরিত হয়, আমাদের পুর্বসূরীদের মতই। তুমি তাদেরকে নেকড়ে মানুষ বলতে পার।

'নেকড়ে মানুষদের শত্রু আছে?'

'শুধুমাত্র একটি।'

সেখানে কিছু একটা আমার গলার আটকে ছিল। ঢোক গিলতে দিচ্ছিল না। আমি চেষ্টা করছিলাম এটাকে নিচে নামাতে। কিন্তু এটা সেখানে আটকে ছিল। নড়াচড়া করছিল না। আমি চেষ্টা করছিলাম এটা বের করে দিতে।

'নেকড়ে মানব।'

'হ্যাঁ।' এটাই সেই শব্দ যেটা আমি কোনমতে বের করে আনতে পারলাম।

গোটা দুনিয়া আমার কাছে দুলতে লাগল। যেন এটা তার ভুল কক্ষপথে চলেছে।

এটা কি জাতীয় জায়গা? পৃথিবীতে সত্যিই প্রাচীন কিংবদন্তীর অস্তিত্ব আছে? সেই কিংবদন্তী একটা ছোট্ট শহরে নেমে এসেছে, সেই প্রাচীন দৈত্যের মুখোমুখি? তার মানে কি প্রত্যেকটা অসম্ভব রুপকথা কি পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রকৃত সত্যের মত বিরাজ করছে? সেখানে কি কোন কিছু বাস্তব অথবা স্বাভাবিক অথবা সবকিছুই কি শুধুই জাদুবিদ্যা অথবা ভূতের গল্প?

আমার মাথা দুহাতে চেপে ধরলাম যাতে এটা বিস্ফোরিত না হতে পারে।

একটা ছোট্ট, শুষ্ক কণ্ঠস্বর আমার মনের পেছন থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল সেই বিশাল ব্যাপারটা কি ছিল। অনেক আগেই কি আমি ভ্যাম্পায়ারের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়নি— এবং সেই সময়ের সকল ইতিহাস ছাড়াই?

প্রকৃতপক্ষে, আমি চাইছিলাম সেই কণ্ঠস্বরের বিপরীতে চিৎকার দিতে। একটা মিথই যে কোন একজনের জন্য যথেষ্ট নয়, একজনের জন্য যথেষ্ট?

পাশাপাশি, এক মুহূর্তের জন্য আমি পুরোপুরি সচেতন ছিলাম যে [illegible]

কুলিন এসব সাধারণের উর্ধ্বে। এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না যে সে কি ছিল তা খুঁজে বের করা— কারণ সে সুস্পষ্টত কিছু একটা ছিল।

কিন্তু জ্যাকব? জ্যাকব, যে শুধু জ্যাকব এবং তার চেয়ে বেশি কিছু নয়? জ্যাকব আমার বন্ধু? জ্যাকব একমাত্র মানুষ আমি যার উপর নির্ভর করতে সমর্থ হয়ে...

এবং সেও এমনকি মানুষ নয়!

নিজের সাথে সেই বিষয়ে বুঝতে বুঝতে আমি আবার চিৎকার দিলাম।

আমি একসময় সেই উত্তরটা জানতাম। এটা বলেছিল যে সেখানে আমার মধ্যে কিছু একটা ভুল আছে। কেন আমার জীবন শুধু ভূতের ছবির চরিত্রের দ্বারা পুরিপূর্ণ হয়ে থাকবে? কেন?

আমার মাথার মধ্যে সবকিছু ঘুরছিল আর জায়গা বদল করছিল। এখন সেটা অন্য কিছু মনে হচ্ছে।

সেখানে কোন ধর্মানুষ্ঠান ছিল না। সেখানে কখনও কোন ধর্মানুষ্ঠান ছিল না। সেখানে কখনও কোন গ্যাং ছিল না। না, এটা তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। এটা একটা দল।

পাঁচজন বিশালাকার নেকড়ের দল যারা এ্যাডওয়ার্ডের তৃণভূমিতে ছিল...

হঠাৎ আমি খুব তড়িঘড়ি লাগালাম। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। এটা খুব সকাল সকাল কিন্তু আমি সেটার পরোয়া করি না। আমাকে এখনই লা পুশে যেতে হবে। আমাকে জ্যাকবের সাথে দেখা করতে হবে যাতে সে সবকিছু বলতে পারে।

আমি প্রথমে যে পরিষ্কার কাঁপড়চোপড়গুলো পেলাম সেটাই টেনে বের করলাম। তাই সেগুলো আমাকে মানাক আর না মানাক। এক সাথে দুটো করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলাম। আমি প্রায় দৌড়ে চার্লির পাশ কাটালাম।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' তিনি যেমন আমাকে দেখে বিস্মিত হলেন, আমিও তেমনি তাকে। 'তুমি কি জানো এখন কয়টা বাজে?'

'হ্যাঁ। আমার জ্যাকবের সাথে দেখা করতে হবে।'

'আমি ভেবেছিলাম স্যামের সাথের সেই ব্যাপারটার পর।'

'সেটা কোন ব্যাপার নয়। আমাকে তার সাথে এখুনি কথা বলতে হবে।'

'এটা খুব সকাল সকাল।' আমার অভিব্যক্তি পরিবর্তন হলো না দেখে তিনি ভ্রু কুঁচকালেন। 'তুমি কি তোমার ব্রেকফাস্ট করবে না?'

'আমার খিদে নেই।'

তিনি আমার বেরুনোর পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তার তলা দিয়ে চলে এলাম এবং দৌড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু আমি জানি বাবার কাছে পরে আমার ব্যাখ্যা করতে হবে। 'আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, ঠিক আছে?

চার্লি ভ্রু কুঁচকালেন। 'সোজা জ্যাকবের বাড়িতে যাবে তাই না? পথে কোথায় থামবে না?'

'অবশ্যই না। আমি কোথায় থামব?' কথা বলতে বলতে আমি চলছিলাম।

তের

যদি এটা জ্যাকব ছাড়া আর কেউ হত তাহলে আমি চিন্তা করে দেখতাম। ফরেস্ট লাইন হাইওয়ে ধরে যেতে যেতে আমি মাথা ঝাঁকালাম।

আমি তখনও নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি ঠিক কাজ করছি কিনা? কিন্তু আমি একটা সমাধানপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি।

আমি জ্যাকব আর ওর বন্ধুদের ক্ষমা করব না। সে যা করেছে। এখন আমি বুঝতে পারছি গতকাল রাতে সে আমাকে কী বলেছিল– আমি ওকে আর দেখতে চাই না। সে উপদেশ দিলেই আমি তোমাকে ডাকব, কিন্তু তারপরও তাদের কেমন যেন একটা কাপুরুষচিত মনোভাব ছিল।

যাই হোক, আমি ওর সাথে একটা সামনা-সামনি আলাপচারিতা করতে চাইছিলাম। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতাম যে যা ঘটে চলেছে এমনি তা আমি এড়িয়ে চলছি না। আমি একজন হত্যাকারীর সাহায্যকারী হতে চাই না, এটুকু ছাড়া আমি ওকে আর কিছু বলব না। খুনোখুনি চলতে দাও... যেটা আমাকে দানবীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আমি তাকে তখনও সাবধান করতে পারলাম না। আমাকে এমন কিছু করতে হয়েছিল যাতে করে আমি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি।

আমি ঠোঁট চেপে ধরে ব্লাকের বাড়ির দিকে চললাম। এটা অনেক বাজে ব্যাপার, আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুই একটা নেকড়েমানব। তাকেও কী দানবের পর্যায়ে যেতে হবে?

বাড়িটা ছিল অন্ধকার, জানালাতেও কোন আলো ছিল না। আমি ওদের জাগিয়ে দেয়াকে থোড়াই কেয়ার করলাম। সামনের দরজার কাছে আসতেই আমার পায়ের পাতা প্রচণ্ড শক্তিতে থেমে গেল।

'ভেতরে এসো,' এক মিনিট পর আমি বিলির ডাক শুনতে পেলাম। আর সাথে সাথে আলো জ্বলে উঠল।

আমি দরজার নক ঘুরালাম। এটা খোলাই ছিল। দরজা থেকে একটা লম্বা পথ রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে। বিলি সেখানেই ছিলেন। চেয়ারে নয়, ওনার কাঁধে একটা বাথরুম টাওয়েল। যখন তিনি দেখলেন কে এসেছে তা দেখে ওনার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সামান্য সময়ের জন্যই। আর ওর মুখটাও বিরক্তিতে ছেয়ে গেল।

'বেশ, শুভ সকাল বেলা। এত সকালে তুমি কী করছ?'

'ওহো চাচা, আমার আসলে একটু জ্যাকের সাথে কথা বলা দরকার— কোথায় সে?'

'উমম...আমি আসলে ঠিক জানি না।' তিনি সরাসরি মিথ্যে কথা বললেন।

'আপনি কী জানেন বাবা আজ সকালে কী করেছে?' আমি চোখমুখ শক্ত করে বললাম।

'জানতে পারি?'

'বাবা আর গ্রামের অর্ধেক লোকজন মিলে বন্দুক-টন্দুক নিয়ে বনে গেছে। যত নেকড়ে আছে সব শিকার করতে।'

বিলি চমকে উঠে ফাঁকা ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন।

'আর সে কারণেই আমি জ্যাকবের সাথে কথা বলতে চাই, যদি আপনি কিছু মনে না করেন।' আমি কথা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

বিলি দীর্ঘ সময়ের জন্য তার মোটা ঠোঁট কামড়ে ধরে রাখলেন। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে এখনও ঘুমাচ্ছে।' মাথা নেড়ে নেড়ে তিনি সামনের ঘরের দিকে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন। 'সে অনেক সময় ধরে বাড়ির বাইরে ছিল, বাচ্চাদের বিশ্রাম দরকার— সম্ভবত তুমি ওকে জাগাতে পারবে না।'

'এটা আমার ব্যাপার,' আমি হলওয়ে ধরে এগাতে এগাতে বিড়বিড় করে বললাম। বিলি লজ্জিতবোধ করলেন।

উঠোন সমান হলওয়ের ওই একটাই দরজা যেটা ওর সংকীর্ণ ঘরে প্রবেশ করার পথ। আমি দরজা নক করার ঝামেলার মধ্যে গেলাম না। আমি দরজাটা খুলে ফেললাম। দরজাটা প্রচণ্ড শব্দে বাড়ি খেল।

জ্যাকব এখনও কালরাতের কালো হাত কাটা পোশাক পরে আছে যা গতকাল রাতে ঘামে ভিজে গিয়েছিল—ডবল খাট জুড়ে সে কোণাকুণিভাবে শুয়ে আছে। এমনকি গড়াগড়ির জন্যও এটা অনেক বিশাল। ওর পা এক কোণায় আর মাথা অন্য কোণায়। সে এখনো গভীর ঘুমে। মুখ হা করে খোলা রেখে মৃদু নাক ডাকছে। দরজার শব্দও ওকে বিরক্ত করল না।

ওর ঘুমন্ত মুখ গভীর প্রশান্তিতে রয়েছে। রাগের কোন চিহ্নই নেই। ওর চোখের নিচে গোল চাকা দাগ আমি আগে কখনও খেয়াল করিনি। ওর অস্বাভাবিক শরীরি আয়তন থাকা স্বত্বেও ওকে অনেক তরুণ দেখায়। ওর কোমলতা আমাকে নাড়া দিল।

আমি বের হয়ে এসে নীরবে দরজাটা বন্ধ করলাম।

বিলি কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন, রুমের সামনে দিয়ে যেতে যেতে তিনি চোখ বড় বড় করে তাকাতে লাগলেন।

'মনে হয় আমার ওকে আর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে দেওয়া উচিত।'

বিলি মাথা নাড়লেন। আমরা বারান্দার দিকে এগিয়ে এসে কয়েক মিনিট দাঁড়ালাম। আমি ওকে এখানে ওর অংশগ্রহণের কথা বলতে চাইছিলাম। একটুকু শুধু বলতে চাচ্ছিলাম তিনি কী মনে করেন, যে তার ছেলে কী হতে যাচ্ছে? কিন্তু আমি জানতাম, প্রথম থেকেই তিনি স্যামকে সায় দিয়েছেন। তাই আমি ধারণা করছি, খুনটা ওনাকে তেমন নাড়া দেয়নি। তিনি নিজেকে যে কী মনে করেন আমি ভাবতে পারি না।

আমি ওর কালো চোখে আমার সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসা দেখলাম। কিন্তু তিনি তার কোনটাই তখন আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারল না।

'দেখুন,' দীর্ঘ সময় নীরবতার পর আমি বললাম। 'আমি বিচের দিক যাচ্ছি, ও জাগলে ওকে বলবেন আমি সেখানে ওর জন্য অপেক্ষা করছি। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' বিলি রাজী হলেন।

আমি অবাক হলাম ভেবে যদি তিনি ওকে না জাগান বা আমার কথা না বলেন তাহলে আমি সত্যি ক্লান্ত হয়ে যাব।

আমি খালি জায়গায় গাড়ি পার্ক করে প্রথমে বিচের দিকে গেলাম। এখনও অন্ধকার—মেঘাচ্ছন্ন গুমোট পরিবেশ। আমি হেডলাইটটা অফ করে দিলে দেখতে সমস্যা হচ্ছিল। কাঁটাযুক্ত আগাছা ঘেরা লম্বা পথটুকু চোখে পড়ার আগেই অন্ধকারে আমার চোখ সয়ে আসল। আমি জ্যাকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। শেষ পর্যন্ত তাহলে বৃষ্টিটা থামল।

আমি উত্তর দিকের সাগরের দিকে নেমে গেলাম। অন্তহীন জলরাশিমালা ছাড়া আমি সেন্ট জেমস্ বা কোন অন্য কোন দ্বীপ দেখতে পেলাম না। আমি পাথর, কাঠের টুকরো ইত্যাদি সাবধানে এড়িয়ে আমার পথ করে নিতে লাগলাম।

আমি যা খুঁজছিলাম তা খোঁজার আগেই পেয়ে গেলাম। মাত্র কিছু দূরে সেটা, সমুদ্র তটের শেষ প্রান্তে একটা হাড়ের মত সাদা নড়তে চড়তে থাকা বড় গাছ। একশটা শাখা পল্লব। আমি ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না এটাই কী সেই গাছ যার তলে আমি আর জ্যাকব প্রথম আলাপ করেছিলাম। আলাপটা হয়েছিল অনেকটা অন্যরকমভাবে, আমার জীবনের সাথে জড়িত একটা হুমকি— কিন্তু এটা সেই জায়গাই মনে হচ্ছে। আমি বসে পড়লাম। পূর্বেও যেখানটায় বসছিলাম, আমি ঝাঁপসা হয়ে যাওয়া চোখে সাগরের দিকে তাকালাম।

জ্যাকবকে অমন নিষ্পাপ আর ঘুমন্ত দেখে আমার সব রাগ দূর হয়ে গেছে। মনে যত ক্ষোভ ছিল সব চলে গেছে। বিলি থাকা স্বত্বে আমি আমার চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। কিন্তু আমি তাকে দোষ দিতে পারছিলাম না। ভালবাসা সেখানে কাজ করছিল না। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যদি তুমি কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হও তখন সেখানে তোমার যুক্তিতর্ক কাজ করবে না। জ্যাকব আমার বন্ধু তাই সে মানুষজনকে হত্যা করুক, আর নাই করুক। আর আমি জানি না সেখানে কি ঘটে চলেছে।

যখন আমি ওকে অমন শান্তিতে ঘুমাতে দেখলাম, আমি একটা শক্তি অনুভব করলাম ওকে রক্ষা করার। পুরোপুরি অবাস্তব একটা ব্যাপার।

হয়ত অবাস্তবও নয়।

'হেই বেলা।'

অন্ধকারের ভেতর থেকে জ্যাকবের গলার আওয়াজ শুনে আমি চমকে লাফিয়ে উঠলাম। কেমন লজ্জিত আর কোমল গলা। আমি ওর আসার কোন পাথরের শব্দও শুনতে পেলাম না। যে কারণে আরও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সূর্যোদয়ের নরম আলোয় অপূর্ব লাগছে জায়গাটা।

'জ্যাক?'

সে কিছু দূরে পায়ের ওপর ভর সামলে দাঁড়িয়ে ছিল।

'বাবা আমাকে বলেছিল তুমি এসেছ— বেশি সময় লাগে বল? মনে হয় তুমিই এটা ভাল বলতে পারবে।'

'হ্যাঁ। আমি আসল কাহিনীটা এখন বুঝতে পারছি।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

সেখানে দীর্ঘ সময়ের জন্য নীরবতা। এখনও ভাল করে দেখার পক্ষে অনেক অন্ধকার। আমার শরীর কাটা দিয়ে উঠল যখন সে আমার মুখের দিকে তাকাল। সেখানে তখন আমার মুখের অভিব্যক্তি পড়ার জন্য যথেষ্ট আলো ছিল। যখন সে কথা আরম্ভ করল তখন তার গলাটা কেমন রুক্ষ হয়ে গেল।

'তোমার কেবল ডাকলেই হল।' সে কর্কশ স্বরে বলল।

আমি মাথা নাড়লাম, 'আমি জানি।'

জ্যাকব পাথরের দিকে হাঁটা শুরু করল। যদি আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি তাহলেও আমি স্রোতের শব্দের কারণে তার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না।

'তুমি এখানে কেন এসেছ?' সে জানতে চাইল।

'আমি ভাবলাম কথাগুলো সামনা-সামনি হওয়া উচিত।'

সে নাক দিয়ে ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করল, 'ওহ। অনেক ভাল হয়েছে।'

'জ্যাকব, আমি তোমাকে সাবধান করতে চাই—'

'রেঞ্জার আর শিকারিদের বিষয়ে? এটা নিয়ে চিন্তা করো না। এটা আমি এরই মধ্যে জানি।'

'এটা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই?' আমি যেন বধির হয়ে গেলাম। 'জ্যাক, ওদের বন্দুক আছে! তারা ফাঁদ পাঁতছে আর পুরস্কারও ঘোষণা করছে—'

'আমরা আমাদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে জানি।' সে ঠোঁট ওল্টাল। 'তারা কিছু ধরতে যাচ্ছে না, তারা শুধু ব্যাপারটা ঘোলাটে করে তুলতে চাইছে— তাদের শীঘ্র বিশৃঙ্খলতা ঘটতে যাচ্ছে।'

'জ্যাক?' আমি হিসিয়ে উঠলাম।

'কী? এটাই নিয়তি।'

আমার কণ্ঠস্বর বিরক্তিতে বদলে গেল। 'তুমি কীভাবে এমন... এমন করে জানলে? তুমি জানো লোকগুলোকে.। বাবা আছেন সেখানে!' চিন্তা করতেই আমার পেটের ভেতর মোচড় দিল।

সে একটু বিরতি দিয়ে বলল, 'আমরা কী আর এমন করতে পারি?'

সূর্য মেঘের আড়ালে সোনালি রঙ ছড়াতে ছড়াতে আমাদের মাথার উপর উঠে এল। আমি ওর অভিব্যক্তি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওকে খুব রাগান্বিত আর হতাশ দেখাচ্ছে।

'তুমি কী... বেশ, নেকড়েমানব হওয়ার চেষ্টা করো না যেন?' আমি ফিসফিস করে বললাম।

সে বাতাসে ওর হাত মেলে দিল। 'এ ব্যাপারে আমার একটা পছন্দ আছে।' সে চিৎকার করে বলল। 'আর তুমি যদি লোকের বিশৃঙ্খলতা নিয়ে চিন্তা কর তাহলে কীভাবে সেটা কাজ করবে?'

'তুমি কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সে আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকাল। ওর মুখ গোল হয়ে গেল। চোখও

সরু হয়ে গেল। 'তুমি কী জানো ব্যাপারটা আমাকে পাগল বানানোর জন্য যথেষ্ট।'

আমি ওর এমন আচরণে অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল ও আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি মাথা ঝাকালাম।

'তুমি একটা ভণ্ড, বেলা। তুমি আমাকে ভীষণ রকমের দুর্বল করার চেষ্টা করছ। কীভাবে তা জান?' রাগের চোটে ওর হাত ঝাঁকি খেল।

'ভণ্ড? দানবের ভয় আমাকে কীভাবে ভণ্ড বানাবে?'

'আহ্!' সে গুঙ্গিয়ে উঠল। দু'আঙুলে সে তার চোখ চেপে ধরল। 'তুমি কী তোমার জন্য একটা কথা রাখবে?'

'কী?'

সে আমার দিকে এগিয়ে এল। 'শোন, আমি দুঃখিত যে আমি তোমার জন্য সেরকমের দানব হতে পারিনি, বেলা। আমার মনে হয় একটা রক্তচোষার চেয়ে আমি এমন বেশি কিছু নই। তাই নই কি?'

আমি ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এলাম। 'না, তুমি তা নও!' আমি চিৎকার করে বললাম। 'তুমি বোকা নও, তুমি যেটা করবে সেটাই আসল বোকামি।'

'কী বোঝাতে চাইছ?' সে গর্জে উঠল।

আমি ভীষণ আশ্চর্য হলাম যখন আমি মাথার ভেতর এ্যাডওয়ার্ডের সাবধানী গলা শুনতে পেলাম। 'সাবধান হও, বেলা।' ওর ভেলভেটের মত কোমল গলা আমাকে সাবধান করে দিল। 'ওকে এভাবে রাগিয়ে দিও না। তোমার উচিত ওকে শান্ত রাখা।'

ওর আওয়াজ মাথায় ঢোকার পর থেকে আর কোন হুশ কাজ করছিল না। আমি এই গলার আওয়াজের জন্য যা কিছু সম্ভব করতে পারি।

'জ্যাকব,' গলার স্বরকে যথা সম্ভব নরম করে আমি বললাম। 'মানুষ হত্যা করা কী এতটাই জরুরি জ্যাকব? এছাড়া আর কোন উপায় কী নেই? আমি বলতে চাচ্ছিলাম, ভ্যাম্পায়াররা যদি মানুষ হত্যা ছাড়াই সংগ্রাম করে বাঁচতে পারে, তাহলে তোমরা কেন চেষ্টা করে দেখবে না?'

সে একটা ঝাঁকি খেল যেন আমার কথাগুলো ওকে বৈদ্যুতিক শক করল। ওর ভ্রু কুঁচকে চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

'মানুষ খুন করে?' সে জানতে চাইল।

'তুমি কী মনে করেছিলে আমরা কী নিয়ে কথা বলছি?'

তাকে আর দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল না। সে কিছুটা আশা আর অবিশ্বাস নিয়ে আমার দিকে তাকাল। 'আমি মনে করেছিলাম নেকড়েমানবদের প্রতি তোমার বিরক্তি নিয়ে কথা বলছিলে।'

'না, জ্যাক না। এটা এজন্য না যে তুমি একটা...নেকড়ে। এটার কোন সমস্যা নেই?' আমি যা জানি তা ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। ও যদি বিশাল একটা নেকড়ের রুপ ধারণ করে তাও আমি কিছু মনে করব না– যদিও এখনও সে জ্যাকবই আছে। 'তুমি যদি লোকেদের আঘাত না করে একটা পথ বের করতে পার... আসলে এ ব্যাপারগুলো আমাকে কষ্ট দেয়। ওই লোকগুলো নিষ্পাপ। জ্যাক, বাবার মত লোক

ওরা, আমি অন্য কিছু দেখব না যদি তুমি–'

'এটাই কী বলতে চাচ্ছ? সত্যি এতটুকু?' একটা বাকা হাসি হেসে ও আমাকে বিব্রত করে তুলল, 'তুমি একটু আগে ভয় পেয়েছিলে কারণ আমি একজন খুনি? শুধু এ কারণে?'-

'এটা সে কারণ নয়?'

সে হাসতে শুরু করল।

'জ্যাকব ব্ল্যাক, এটা কী হাস্যকর নয়!'

'অবশ্যই, অবশ্যই।' সে সায় দিল। সে লম্বা পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং ভালুকের মত বিশাল হাতে আমাকে আলিঙ্গন করল।

'সত্যি বলছি, যদি কিছু মনে না করো, আমি বিশাল একটা নেকড়ের রুপ ধারণ করি।' তার কণ্ঠস্বর আনন্দিত।

'না,' আমি গুঙ্গিয়ে উঠলাম। 'আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না— জ্যাক!'

সে তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিল, আমি আমার দুহাত ছাড়িয়ে নিলাম।

'আমি খুনি নই, বেলা?'

আমি জ্যাকবের মুখখানা পড়তে পারলাম, সত্যি ভাবটা ওতে ফুটে আছে।

'সত্যি?'

'সত্যি।' সে ধীরে ধীরে বলল।

আমি দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। এটা আমাকে প্রথম দিনের কথা মনে করিয়ে দিল যখন আমি ওর সাথে মটর সাইকেলে ছিলাম। সে ছিল বিশাল, তারপরও আমি বাচ্চাদের মত করছিলাম।

অন্যান্যবারের মত সে আমার চুলের মুঠি ধরে বলল, 'দুঃখিত, আমি তোমাকে ভণ্ড বলেছি।' সে ক্ষমা চাইল।

'দুঃখিত, আমিও তোমাকে খুনি বলেছি।'

সে হাসল।

আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম যাতে করে আমি আরও স্পষ্ট ওর মুখখানা দেখতে পারি। আমার ভ্রু জোড়া দুঃশ্চিতায় কুঁচকে গেল। 'স্যামের কী খবর? আর অন্যান্যরা?'

সে এমনভাবে মাথা ঝাকাল যেন কাঁধের ওপর থেকে এই মাত্র কোন বড় একটা বোঝা সরে গেল।

'অবশ্যই না। তুমি কী জানো না আমরা আমাদের নিজেদের কী বলি?'

আমার মাথা পরিষ্কার— আমি আজ সকালেও সেটা নিয়ে ভাবছিলাম।

'প্রতিরক্ষাকারী?'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না বনে এসব কী ঘটে চলেছে? লোকেদের হারিয়ে যাওয়া, রক্ত?'

ওর মুখটা মুহূর্তে কঠোর হয়ে গেল, কেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্তও। 'আমরা আমাদের কাজ করার চেষ্টা করছি, বেলা। আমরা তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের

প্রতিবারই দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'কিসের থেকে রক্ষা? সেখানে কোন ভালুক বা সেরকম কিছু?'

'বেলা, লক্ষী, আমরা কেবল একটা জিনিস থেকে লোকেদের রক্ষা করছি— আমাদের একটাই শত্রু। এই কারণেই আমরা অবস্থান করছি— কারণ তার তা চাচ্ছে। যদিও জানি না সে কে?'

আমি বুঝে ওঠার আগে ওর দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকালাম। আমার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল, বোবা আতঙ্কে ঠোঁট কেঁপে উঠল আমার।

সে মাথা নাড়ল। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি, তোমরা সবাই বুঝতে পারবে সত্যি কী ঘটে চলেছে।'

'লরেন্ট।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। 'সে এখন এখানে আছে।'

জ্যাকব আশে পাশে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। 'লরেন্ট কে?'

আমি মাথা থেকে সব গোলমাল সরাতে চাইছিলাম যাতে করে ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। 'তুমি জানো— তুমি ওকে তৃণভূমির মধ্যখানে দেখেছিলে। তুমি সেখানে ছিলে...' শব্দগুলো এমন আশ্চর্যভাবে আসছিল যেন ডুবে যেতে যেতে কথাগুলো বললাম। 'তুমি সেখানে ছিলে, আর আমাকে খুনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে...'

'ওহ্, সেই কালো চুলের জোঁকটা?' সে ঠোঁট ওল্টাল। 'ওটা ওর নাম ছিল?'

আমি লাফিয়ে উঠলাম। 'তুমি কী ভাবছিলে?' ফিসফিসিয়ে বললাম। 'সে তোমাকে খুন করতে পারে! জ্যাক তুমি জানো না সে কেমন বিপজ্জনক–'

ওর আরেকটা হাসি আমাকে থমকে দিল। 'বেলা, একটা মাত্র ভ্যাম্পায়ার আমাদের কাছে এমন কোন ব্যাপার ছিল না। এটা ভীষণ সহজ ছিল, এমনকি মজা করারও অযোগ্য।'

'কী সোজা ছিল?'

'রক্তচোষাটিকে খুন করা, যে তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল, খুনের এই ব্যাপ্পারটিতে আমি ওকে গুনতে পারছি না।'

কয়েকটা শব্দ ছাড়া আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুলো না। 'তুমি... খুন করেছ... লরেন্টকে?'

সে মাথা নাড়ল। 'বেশ, খুনটা ছিল সম্মিলিত শক্তিতে।' জ্যাকব ব্যাখ্যা করল।

'লরেন্ট মৃত?' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

ওর অভিব্যক্তিও বদলে গেল। 'তুমি তো এ ব্যাপারে মন খারাপ করে নেই, তাই নয় কী? সে তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল— সে নিজেই খুন হয়ে গেল। বেলা, আমরা কাউকে আক্রমণ করার আগে নিশ্চিত হয়ে নেই। তুমি অন্তত এ ব্যাপারটা জানো। ঠিক না?'

'আমি জানি। আমি মন খারাপ করছি না— আমি...' আমাকে বসে পড়তে হল। আমি গাছটা ধরে বসলাম। না হলে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলাম। 'লরেন্ট মৃত। সে আমার জন্য আর আসবে না।'

'তুমি কী পাগল হয়ে গেছ? সে আমাদের কোন বন্ধু ছিল না, ছিল কি?'

'আমার বন্ধু?' আমি দ্বিধা নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। আমি বিড়বিড় করলাম, আমার চোখ মুদে এল।

'না জ্যাক, না। আমি খুব... খুব হালকাবোধ করছি। আমি ভেবেছিলাম সে আমাকে খুঁজে বের করবে—আমি প্রতিরাতে আতঙ্ক নিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতাম, এটা ভেবে যে আমাকে সে যাই করে করুক, বাবাকে যেন ছেড়ে দেয়। আমি খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম জ্যাকব... কিন্তু কীভাবে? সে ছিল একটা ভ্যাম্পায়ার! কীভাবে ওকে খুন করলে? সে অনেক শক্তিশালী, অনেক কঠিন ছিল যেন মার্বেল...'

জ্যাকব আমার পাশে বসে পড়ল। আমার কাঁধে আরামদায়কভাবে একটা হাত রাখল, 'এটা এ কারণে পেরেছি যে, আমরাও অনেক শক্তিশালী। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে তোমার ভয়ের কথা জানাবে। কিন্তু তোমাকে সেটা করা লাগেনি।'

'তুমি তো সেখানে ছিলে না।'

'হ্যাঁ। সেটাও ঠিক।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, জ্যাক— আমি ভেবেছিলাম তুমি সেটা জানতে, গতরাতে, তুমি বলেছিলে আমার রুমে তুমি নিরাপদ নও। আমি ভেবেছিলাম কোন একটা ভ্যাম্পায়ার আসছে হয়ত, তুমি কী এর কথাই বলছিলে না?'

এক মিনিটের জন্য ওকে ভীষণ দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল। তারপর সে ডানে বায়ে মাথা দুলিয়ে বলল, 'না তো, আমি সেটা বলতে চাইনি।'

'তাহলে তুমি কীভাবে ভেবেছিলে বাইরেই তুমি নিরাপদ থাকবে?'

সে আমার দিকে বিব্রত চোখে তাকাল। 'আমি বলিনি যে এটা আমার জন্য নিরাপদ নয়। আমি তোমাকে নিয়ে চিন্তা করছিলাম।'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ তুমি?'

সে মাথা নিচু করে পাথরের দিকে তাকাল। 'তোমার আশেপাশে না থাকার পেছনে আরেকটা কারণও ছিল, বেলা। আমি সে সময় তোমাকে আমাদের গোপন তথ্য বলতে চাইনি, একটা কারণে, অন্য অংশটা তোমার জন্য নিরাপদ ছিল না। যদি আমি আরও ক্রুদ্ধ হয়ে যেতাম... আরও ব্যথিত হতাম... তাহলে হয়ত তোমাকে আঘাত করে বসতাম।'

আমি খুব সতর্কভাবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। 'কখন তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলে যখন আমি... তোমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছিলাম... যখন তুমি কেঁপে উঠেছিলে...?'

'হ্যাঁ।' ওর মুখ আরও কালো হয়ে গেল। 'সেটা ছিল আমার মুর্খতা। আমাকে আমার উপর আরও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হত। আমি শপথ করে বলছি হয়ত আমি ক্রুদ্ধ হয়ে যেতাম না, তখন তুমি যাই বলতে না কেন। কিন্তু... তোমাকে হারাতে হবে এই চিন্তা মাথায় আসতেই আমার ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল... আমি যা হতে গিয়েছিলাম তুমি তার সাথে তাল মেলাতে পারতে না...'

'কী হত... যদি তুমি সত্যি ক্রুদ্ধ হয়ে যেতে?' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

'আমি নেকড়েমানবে-রুপ নিতাম। মায়ানেকড়ে।' সেও ফিসফিসিয়ে বলল।

'তোমার কী পূর্ণিমার চাঁদের দরকার হয় না?'

সে তার চোখ ঘোরাল। 'হলিউডের সিনেমাটিক ব্যাপার-স্যাপারই সব ঠিক না।' সে লজ্জা পেয়ে মুহূর্তেই সিরিয়াস হয়ে গেল। 'তোমাকে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না বেলা। আমরা এটা দেখছি। আমরা তোমার বাবা আর অন্যান্যদের প্রতিও কড়া নজর রাখব—আমরা তার কিছুই হতে দেব না। এ ব্যাপারে আমার উপর আস্থা রাখতে পার।'

কিছু একটা খুবই সুস্পষ্ট। জ্যাকব ও তার বন্ধুরা মিলে লরেন্টের সাথে লড়াই করেছে। আমি সেই সময় পুরোপুরি সেটা মিস করেছি।

আমরা এটার সুরক্ষা নিশ্চিত করব।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়।

'লরেন্ট মৃত।' আমি বিড়বিড় করলাম, আর আমার ভেতরটা বরফ শীতল হয়ে গেল।

'বেলা?' জ্যাকব চিন্তিতভাবে আমার কাঁপতে থাকা চিবুক স্পর্শ করে বলল।

'যদি লরেন্ট মরে গিয়ে থাকে... আজ থেকে এক সপ্তাহ আগে... তাহলে এখন এমন কেউ একজন আছে যে মানুষগুলোকে খুন করছে।'

জ্যাকব মাথা নাড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এর মধ্যে দুজন হতে পারে। আমরা ভেবেছিলাম ওর বন্ধুই আমাদের সাথে লড়তে চায়, কিন্তু মেয়েটা পালাল, পরে আবার ঠিকই ফিরে এল। সে মেয়ে কীসের জন্য এমন করছে তা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে ওকে রুখতে পারাটা আমাদের জন্য আরও সহজ হবে। কিন্তু ওর যেন কোন হুশ বুদ্ধি নেই। সে পুরো তল্লাট জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে, যেন সে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা আচ করতে চাইছে, কোন একটা পথ বের করতে চাইছে— কিন্তু কোথায় সে? সে কোথায় যেতে চাইছে? স্যাম ভাবছে মেয়েটা আমাদের আলাদা করতে চাইছে যেন সে সুযোগটা সে নিতে পারে...'

ওর কণ্ঠটা অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল যেন বহু দূরের কোন টানেল থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো। আমি আলাদা করে আর কোন কথা বুঝতে পারলাম না। ঘামে আমার কপাল ভিজে গেল। পেটের ভেতর মোচড়াতে লাগল।

আমি ওর কাছ থেকে সরে গেলাম। পেটের ব্যথায় আমার পুরো শরীর মোচড়াতে লাগল, বমিবমিও লাগছিল খানিকটা, যদিও জানি কিছুই বের হবে না।

ভিক্টোরিয়া এখানে ছিল। আমাকেই খুঁজছে। অতর্কিতে হামলা করছে বনের ভেতর আসা যাওয়া করতে থাকা লোকেদের। বনের মধ্যে আমার বাবা খুঁজছে...

আমার মাথা হঠাৎ ঘুরে উঠল।

জ্যাকব আমার কাঁধ ধরে পাথরের উপর পড়ে যাওয়া ঠেকাল। আমার চিবুকের ওপর ওর গরম নিঃশ্বাস পড়ল। 'বেলা! কী হয়েছে?'

'ভিক্টোরিয়া।' শ্বাসরোধ হয়ে আসা স্বত্বেও আমি কষ্ট করে বললাম।

নামটা শুনলে এ্যাডওয়ার্ড ক্ষেপে উঠত।

আমি অনুভব করলাম জ্যাকব সাবধানে আমাকে ওর কোলের ওপর রাখল।

আমার মাথা ওর কাঁধের সাথে ঠেস দেওয়া। সে আমাকে নিয়ে ভারসাম্য করার চেষ্টা করল। আমার মুখের ওপর থেকে ঘামে লেপ্ট যাওয়া চুলগুলো সরিয়ে দিল।

'কে?' জ্যাকব প্রশ্ন করল। 'তুমি কী আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? বেলা? বেলা?'

'সেই মেয়ে লরেন্টের ঘনিষ্ট বন্ধু নয়,' আমি ওর কাঁধে মাথার ভার ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'সে কেবল পুরোনো বন্ধু...'

'তুমি পানি খাবে? ডাক্তার ডাকব? কী করব বেলা, বল আমাকে?' সে স্বভয়ে জানতে চাইলো।

'আমি অসুস্থ নই— আমি ভীষণ ভীত।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

জ্যাকব বলল, 'এই ভিক্টোরিয়ার কারণে ভীত?'

আমি কেঁপে উঠে মাথা নাড়লাম।

'ভিক্টোরিয়া কী সেই লাল চুলো মেয়েটা?'

আমি কেঁপে যাওয়া ঠোঁট দিয়ে বললাম, 'হ্যা'

'তুমি কীভাবে জানো যে সে লরেন্টের ঘনিষ্ট বন্ধু না?'

'লরেন্ট আমাকে একবার বলেছিল যে ওর ঘনিষ্ট বন্ধু হচ্ছে জেমস।' আমি হাত নেড়ে ব্যাখ্যা করার মত করে বললাম।

জ্যাকব বড় বড় দুই হাতে আমার মুখখানা ধরে রেখে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে কী তোমাকে আর কিছু বলেছিল, বেলা? এটা খুব জরুরি। তুমি কী জানো ও কী চায়?'

'অবশ্যই।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, 'সে আমাকে চায়।'

ওর চোখজোড়া বড় বড় হয়ে গেল, 'কেন?' জানতে চাইল সে।

'এ্যাডওয়ার্ড জেমসকে হত্যা করেছিল।' আমি বললাম।

জ্যাকব আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

'সে পেয়ে গেছে...এটা পেয়ে গেছে। কিন্তু লরেন্ট বলেছিল এ্যাডওয়ার্ড যেমন করে খুন করেছিল সে আমাকে তার চাইতেও কঠিনভাবে খুন করবে। বন্ধুর বদলে বন্ধু। প্রেমিকার বদলে প্রেমিকা। সে জানত না– এখনও জানে না, ধারণা করছি– যেটা যেটা...' আমি ঢোক গিললাম। 'সে জিনিসগুলো আর আমাদের কাছে একইরকম নয়। এ্যাডওয়ার্ডের জন্যও নয়। যাইহোক।'

জ্যাকবকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। একই সাথে ওর মুখে অনেকগুলো অনুভূতি প্রকাশ পেল। 'এটাই কী ঘটেছিল? তাহলে কুলিনরা কেন চলে গেল?'

'আমি তো মানুষ ছাড়া কিছুই নই। বিশেষ কিছু তো নই-ই।' আমি দুর্বলভাবে ব্যাখ্যা করলাম।

জ্যাকবের বুক ছিল আমার কানের কাছে। সে বলল, 'যদি সেই মুর্খ রক্তচোষাটা আর কোন উল্টাপাল্টা করতে চায় তাহলে–'

'প্লিজ,' আমি গুঙ্গিয়ে উঠলাম। 'প্লিজ, না।'

সে দ্বিধাগ্রস্তের মত মাথা নাড়ল।

'এটার দরকার আছে।' সে আবার বলল। 'এটা এ কারণে যে আমাদের আরও

অনেক কিছু জানতে হবে। ঠিক সেভাবে অন্যদেরও তা জানাতে হবে।'

সে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকেও দাঁড়াতে সাহায্য করল। সে আমার হাত ছাড়ল না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারি।

'আমি ঠিক আছি।' মিথ্যে বললাম।

সে একহাতে আমার হাত ধরে রেখে বলল, 'চল যাই।'

সে আমাকে ট্রাকের দিকে নিয়ে চলল।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই।' সে বলল। 'আমি একটা মিটিং ডাকব। এই, এক মিনিট অপেক্ষা কর তো।' সে আমাকে ট্রাকের একটা ধার ধরিয়ে দিয়ে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'এই তো, এখনই চলে আসব।' সে ওয়াদা করল। সে পার্কিং লট ছেড়ে, রাস্তার ধার দিয়ে বনের প্রান্ত ঘেষে চলতে লাগল। এতই দ্রুত যেন সে একটা হরিণ শাবক।

'জ্যাকব!' আমি চিৎকার করে ডাকলাম কিন্তু সে ততক্ষণে চলে গেছে।

এটা একা থাকার পক্ষে ভাল সময় নয়। দ্বিতীয়ত জ্যাকব চলে গেছে চোখের আড়ালে। আতঙ্কে আবার হাত পা অবশ হয়ে আসছিল। আমি নিজেকে ট্রাকের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললাম। দরজা লক করে দিলাম। কিন্তু তারপরও ভাল বোধ করছিলাম না।

ভিক্টোরিয়া এমনিতেই আমাকে হত্যা করতে বের হয়েছে। এটা আমার ভাগ্য যে সে এখনও পর্যন্ত আমাকে খুঁজে পায়নি। আমি গভীর নিঃশ্বাস ফেললাম। জ্যাকব যা বলেছে এটা কোন বিষয়ই না, ওর ধারণা ভিক্টোরিয়ার সাথে যে কোন জায়গায় সাক্ষাৎই হবে বিভীষিকাময়। জ্যাকব ক্রুদ্ধ হয়ে গেলে কী হবে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি যেন ভিক্টোরিয়ার বন্য মুখটা আমার মানষ চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ওর আশের মত সোনালি চুল, মৃত্যুদূত, ধ্বংসহীন...

জ্যাকবের মতে লরেন্ট মরে গেছে। এটা কী আদৌ সম্ভব? এ্যাডওয়ার্ড– ওর কথা ভাবতেই আপনাআপনি আমার বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল। সে আমাকে বলেছিল একটা ভ্যাম্পায়ারকে মারা কী পরিমাণ কষ্টকর। একমাত্র ভ্যাম্পায়াররাই পারে সেটা। কিন্তু জ্যাকব বলেছে যে তারা নেকড়ে মানবেরাই এ কাজটা করতে পেরেছে...

সে বলেছে সে বাবার দিকে বিশেষ নজর রাখবে। আর আমি যেন নেকড়েমানবদের উপর এই বিশ্বাস রাখি যে তারা বাবাকে নিরাপদে রাখবে। কীভাবে আমি বিশ্বাস করব? আমরা কেউই নিরাপদ নই। জ্যাকবও খুব কম সঙ্গ দিতে পারবে, কেননা তাকে দুটো জায়গায়ই থাকতে হবে, বাবার আর ভিক্টোরিয়ার মধ্যবর্তী এবং আমার আর ভিক্টোরিয়ার।

আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আবার পড়ে যাচ্ছি।

ট্রাকের জানালায় হঠাৎ একটা মুখাকৃতির উপস্থিতি আমাকে আচমকা ভয় পাইয়ে দিল। কিন্তু সেটা জ্যাকব। সে এরই মধ্যে চলে এসেছে। আমি লক খুলে দিলাম।

'তুমি তো সত্যি সত্যি খুব ভয় পেয়ে গেছ, তাই না?' সে ভেতরে আসতে আসতে

জিজ্ঞেস করল।

আমি মাথা নাড়লাম।

'ভয় পেও না। আমরা তোমার আর তোমার বাবার নিরাপত্তা রক্ষা করব। আমি ওয়াদা করছি।'

'তোমার ভিক্টোরিয়াকে খুঁজে বের করার বুদ্ধির চাইতে আমাকে ভিক্টোরিয়ার খুঁজে পাওয়াটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

সে হাসল। 'তোমার মনে হয় আমাদের চাইতেও আত্মবিশ্বাস একটু বেশি। এটা অপমানজনক।'

আমি কেবল মাথাটা ঝাকালাম। আমি অনেক ভ্যাম্পায়ারকেই এ্যাকশনে যেতে দেখেছি।

'তুমি একটু আগে কোথায় গিয়েছিলে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে কেবল ঠোঁট ওলটাল, কিছুই বলল না।

'কী? এটা গোপন কোন কিছু?'

সে মুখ ভেঙচাল। 'সেটাও না। এটা এক ধরনের কুহক। আমি তোমাকে যে কারণে সঙ্গে নিয়ে যাইনি।'

'তুমি জান, আমিও কুহকে সাড়া দিতে পারি।' আমি হাসার চেষ্টা করলাম।

জ্যাকব নাক সিটকাল। 'ধরে নিচ্ছি, তুমি তা পার। ঠিক আছে শোন, আমরা নেকড় হওয়ার কারণে, আমরা... প্রত্যেকে নিজেদের সাথে কথা বলতে পারি।

আমার ভ্রু ভীষণ একটা দ্বিধায় কুঁচকে গেল।

'শুধু শব্দ নয়,' সে বলে চলল, 'আমরা... একে অন্যের চিন্তাও বুঝতে পারি। সেটা যতদূরে থাকি না কেন, আমরা তাও পারি। আমরা যখন শিকারে বের হই তখন এটা আমাদের সাহায্য করে। এটার আবার অসুবিধাও আছে। এটা ভীষণ বিব্রতকর যে আমাদের মধ্যে কোন গোপনীয়তা থাকে না। বুঝেছ?'

'তার মানে তুমি বোঝাতে চাইছ গতকাল রাতে তুমি ওদের মাধ্যমে আমাকে দেখতে পেয়েছিলে।'

'খুবদ্রুত ধরতে পেরেছো।'

'ধন্যবাদ।'

'তুমিও কুহকে খুব পারদর্শী। এতদিন ভাবতাম এটা তোমাদের বিরক্ত করে।'

'মোটেও না... বেশ, আমার জানা মতে তুমি প্রথম ব্যক্তি নও যে এটা করতে পারে। তাই এটা আমার কাছে কুহকের পর্যায়ে পড়ে না।'

'সত্যি... ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা কর। তুমি— তুমি রক্তচোষাদের নিয়ে ভাবছ?'

'আমি মনে করি তুমি তাদের সে নামে ডাকবে না।'

সে হেসে ফেলল। 'কুলিনদের ব্যাপারে কেমন?'

'এইতো... এই তো এ্যাডওয়ার্ড।' আমি আনন্দের অতিসায্যে ওর একহাত ধরে ঠেলা দিলাম।

জ্যাকব আমার দিকে আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে তাকাল—খানিকটা অসন্তোষ নিয়েও। 'আমি ভেবেছিলাম এগুলো কেবল গল্পেই সম্ভব। আমি ভ্যাম্পায়ারদের সম্পর্কে কিংবদন্তি জানি যে তাদের অতিরিক্ত কর্মী আছে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম সেগুলো কেবলই একটা মিথ।'

'এখনও কী সেগুলো মিথ বলে মনে হয়?' আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে আগে বাড়ল। 'মনে হয় না। ভাল কথা। আমরা এখন স্যামের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। সেই সাথে অন্যদের সাথেও দেখা করতে আমরা বাইক নিয়ে যাব।'

আমি ট্রাকে স্টার্ট দিলাম এবং রাস্তার দিকে মুখ রেখে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চললাম।

'তাহলে তুমি এখন নেকড়েমানবে পরিণত হবে যদি তুমি স্যামের সাথে দেখা করতে চাও?' আমি কৌতুহলে জিজ্ঞেস করলাম।

জ্যাকব মাথা নাড়ল। তাকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল। 'আমি সত্যিকারে সেটাতে পরিণত হব। চেষ্টা করব তোকে নিয়ে না ভাবতে, তাহলে তারা জানতে পারবে না কী ঘটেছিল। আমি ভয় পাচ্ছি স্যাম আমাকে বলতে পারে তোমাকে এখানে আনার কথা।'

'সেটা আমাকে থামাতে পারবে না।' স্যাম যে একটা খারাপ লোক এই ধারণা আমার মন থেকে মুছবে না। নামটা শোনার সাথে সাথে আমি দাঁতে দাঁত ঘষলাম।

'কিন্তু, এটা আমাকে থামিয়ে দেবে,' জ্যাকব বলল, 'মনে করে দেখ, আমি কিন্তু গতকাল রাতে আমার বাক্য সম্পূর্ণ করিনি। আমি কীভাবে সেই পুরো গল্পটা বলি?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছিল তখন তোমার শ্বাস রোধ করে গিয়েছিল বা সেরকম কিছু।'

সে গভীর নিঃশ্বাস নিল। 'যথেষ্ট কাছে। স্যাম আমাকে বলেছিল তোমাকে না বলতে। সে হচ্ছে... আমাদের নাটের গুরু। জানোই তো। সে হচ্ছে আলফা। যখন সে আমাদের কিছু করতে বলে অথবা না করতে বলে তখন আমাদের সে রকমই করতে হয়। মানে আমরা ওকে এড়াতে পারি না।'

'কুহক,' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'সেটাই।' জ্যাকব সায় দিল। 'সেটা এক ধরনের নেকড়ের ব্যাপার স্যাপার।'

'হাহ্।' এটাই ছিল আমার একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট জবাব।

'হ্যাঁ। এখানে নেকড়ের বিষয়ে অনেক জানার আছে। আমি নিজেও এখনও শেখার পর্যায়ে আছি। স্যাম যেভাবে পারে আমি সেভাবে কল্পনা করতে পারি না। একা একা নিজের সাথে চুক্তি করি। যদিও পুরো দলের জন্য এটা ক্ষতিকর।'

'স্যাম কী একা ছিল?'

'হ্যাঁ।' জ্যাকবের কণ্ঠস্বর অনেক নিচে নেমে গেল। 'যখন আমি... বদলে যাই, এটা খুব... ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যা আমি জীবনে খুব কম প্রত্যক্ষ করেছি— এত খারাপ যে আমি কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমি একা থাকি না— আমার মাথার ভেতর অনেকের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়, তারা আমাকে বলে দেয় যে আমাকে কী করতে হবে। তখন আমি আমার স্মৃতি থেকে সব মুছে যায়। কিন্তু স্যাম...' সে মাথা ঝাকাল, 'ওর কারো সাহায্য লাগে না।'

এটার জন্য কিছু সময় দরকার। জ্যাকব যখন ব্যাখ্যা করছিল আমি অনুভব

করছিলাম স্যামকে খারাপ মনে করার কোন কারণ নেই।

'আমি তোমার সাথে আছি এটা জানলে কি তারা খুব রাগ করবে?' আমি জানতে চাইলাম।

সে মুখ কালো করে ফেলল, 'খুব সম্ভবত।'

'তাহলে আমার হয়ত–'

'না, ঠিক আছে,' সে আমাকে আশ্বস্ত করল। 'তুমি জানো অনেক জিনিস আছে যা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। এটা এ কারণে না যে তুমি একটা সাধারণ মানুষ। তুমি হচ্ছ একটা... আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, গুপ্তচর বা সে রকম কিছু। তুমি আমাদের শত্রুপক্ষের ভেতরের ব্যাপারস্যাপার জানিয়ে দাও।'

কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। জ্যাকব আমার কাছ থেকে কী সেটাই চায়? শত্রুকে ধ্বংস করার পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি? আমি আগে কখনো গুপ্তচরের কাজ করিনি। এধরনের তথ্য জোগাড় করা তো নয়-ই। আমি চাই ওই নারীর কাছ থেকে জ্যাকব একশ হাত দূরে থাকুক।

'মন পড়ে ফেলার ক্ষমতা সম্পন্ন রক্তচোষারা,' সে বলে যেতে লাগল, 'এটা একটা বিষয় যা আমাদের জানতে হয়। এ গল্পগুলো সত্যি। এটা সবকিছু আরও জটিল করে তোলে। এই, তুমি কী মনে কর এ ভিক্টোরিয়া বিশেষ কিছু ঘটাতে পারে?'

'আমার মনে হয় না।' আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললাম। পরে লজ্জাও পেলাম। 'সে এ সম্পর্কে ভাল বলতে পারত।'

'সে? ওহ্। এ্যাডওয়ার্ডের কথা বলছ—ওপস্, স্যরি, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি ওর নাম বলতে পছন্দ কর না বা শুনতেও।'

আমি আমার বুক ধুকপুককে যথাসম্ভব এড়াতে চাইলাম, 'না, এটা আসলে ঠিক নয়।'

'দুঃখিত।'

'তুমি কীভাবে আমার সব বুঝতে পার জ্যাকব? মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি আমার মনের ভেতরটা পড়ে ফেলছ।'

'এখন, আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

সামান্য নোংরামত একটা জায়গায় এসে পৌঁছালাম যেখানে জ্যাকব আমাকে সর্বপ্রথম মটরসাইকেল চড়তে শিখিয়ে ছিল।

'এখানটা ভাল?'

'অবশ্যই, অবশ্যই।'

আমি গাড়ি একপাশে থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করলাম।

'তুমি এখনও খানিকটা অসুখী, তাই নও কী?' সে বিড়বিড় করে বলল।

আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন বনের দিকে তাকিয়ে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

'তুমি কী কখনও ভেবেছিলে...যে হতে পারে...তোমার এ ব্যাপারে থেমে যাওয়াই উচিত।

আমি ধীর একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলাম তারপর সেটা ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'না।'

'কারণ সে সর্বোত্তম ছিল না যে—'

'প্লিজ জ্যাকব,' আমি ওকে বাধা দিলাম। 'তুমি কী এ বিষয়টা বাদ দিয়ে কথা বলবে। আমি এ নিয়ে আর কথা বলতে চাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে ।' সেও একটা গভীর নিঃশ্বাস নিল। 'যা কিছু বলেছি এর জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।'

'মন খারাপ করো না। পরিস্থিতির যদি উন্নতি হয় তাহলে এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি সবার সাথেই এক সময় কথা বলতে পারব।'

সে মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ। একটা গোপন ব্যাপার তোমার কাছ থেকে লুকাতে গিয়ে এ দু সপ্তাহ আমাকে আমার ভীষণ খারাপ গিয়েছে। এটা কাউকে বলতে না পারলে নরকে যাব আমি।

'তাই যাও।' আমি মত দিলাম।

জ্যাকব একটা তীক্ষ্ম শ্বাস নিল। 'ওরা সব এখানেই আছে। চল যাই।'

'তুমি শিওর তো?' সে যখন দরজা খুলছিল তখন আমি বললাম। 'আমার মনে হয় এখানে থাকাটা উচিত হবে না।'

'তারা এ ব্যাপারটা দেখবে।' সে বলল। 'বড়, খারাপ নেকড়েকে কে না ভয় করে?'

'হা, হা,' আমি বললাম। আমি দ্রুত ট্রাক থেকে নেমে এসে জ্যাকবের কাছে চলে এলাম। আমি মনে করতে পারলাম কেবল দুটি দানব আমার মাঝখানে ছিল। আমার হাত জ্যাকবের হাতে ধরা ছিল। কিন্তু সীমানা থেকে দূরে।

জ্যাকব আমার হাত ধরল, 'চল ওই জায়গায়।'

চৌদ্দ

আমি ভীত সন্ত্রস্তের মত জ্যাকবের পাশে পাশে হাঁটতে লাগলাম। আমার চোখ অন্যান্য নেকড়েমানবদের দেখার আশায় তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। যখন তারা গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে আসল, তখন বুঝলাম আমি যেমন মনে করেছিলাম তারা তা নয়। আমার মাথার ভেতর কাজ করছিল যে আমি নেকড়েরুপী ওদের দেখতে পাব। কিন্তু এরা চারজন বিশালদেহী অর্ধনগ্ন ছেলে।

আবার, তারা আমাকে ভাইয়ের কথা মন করিয়ে দিল। তারা আমাদের পাশে পাশে সমান দূরত্ব রেখে রাস্তা ধরে চলতে লাগল। তাদের একই বাদামী রঙের চামড়ার নিচে মাংসল পেশী, একই রকম ঘন কালো চুল, তাদের প্রত্যেকের অনুভূতি প্রকাশও প্রায় একই সময়ে হচ্ছে।

তাদের দু চোখে বিস্ময় এবং সতর্কতা। তারা যখন আমাকে জ্যাকবের পেছনে দেখল, তখন তারা সবাই এক সাথে খিচিয়ে উঠল।

স্যাম সবচেয়ে বিশাল, যদিও জ্যাকব ওর সমকক্ষ নয়। স্যামকে ঠিক ছেলে বলা যাবে না। ওর চেহারায় বয়সের একটা ছাপ আছে— সেটা মুখের রেখায় নয়। প্রাপ্তবয়স্কতারর কারণে, তার অনুভূতি প্রকাশের ধৈর্যের কারণে।

'তুমি কী করেছ, জ্যাকব?' সে জানতে চাইল।

অন্যদুজনের একজনকে আমি চিনতে পারলাম না— জারেড বা পল হতে পারে—স্যামের পেছনে, জ্যাকব নিজেকে বাঁচানোর জন্য কিছু বলার আগেই সে বলে উঠল, 'তুমি কেন নিয়ম-নীতি মানলে না, জ্যাকব?' সে বাতাসে তার হাত ছুড়ে দিয়ে জানতে চাইল। 'তুমি কী মনে করেছ? এই মেয়ে কী সবকিছুর চাইতে জরুরি—পুরো দলের চাইতেও? যে লোকগুলো খুন হয়েছে তাদের চাইতেও?'

'সে আমাদের সাহায্য করতে পারবে।' জ্যাকব আস্তে করে বলল।

'সাহায্য!' রাগী ছেলেটা চিৎকার করে উঠল। ওর হাত যেন উন্মত্ত হয়ে গেল। 'ওহ্, তাই বল! আমি নিশ্চিত রক্তচোষার প্রেমিকা আমাদের সাহায্য করার জন্য মরতে এসেছে!'

'ওকে নিয়ে এভাবে কথা বলবে না!' ছেলেটার সমালোচনা শুনে জ্যাকব গর্জে উঠল।

একটা ছেলে এসে ওর কাঁধে ধাক্কা দিয়ে ওকে ঠেলে সরাল।

'পল! শান্ত হও!' স্যাম আদেশ দিল।

পল মাথা ঝাঁকিয়ে সরে দাঁড়াল। প্রতিরক্ষার কারণে নয়, যেন তারা মনোযোগ দিতে পারে।

'বেশ পল,' ছেলেগুলোর একজন— খুব সম্ভবত জারেড—বিড়বিড় করে বলল, 'ওকে শক্ত করে ধর।'

পল জারেডের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাকাল, ঠোঁট বাকিয়ে হাসল। তারপর তাদের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ হল। জ্যাকব এক পা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল।

'তাই নাকি, রক্ষা করছ ওকে!' পল ওর গায়ে আবারও প্রবল ধাক্কা দিয়ে ভীষণ রকম গর্জে উঠল। সে হঠাৎ মাথাটা হেলিয়ে দিল, সত্যি সত্যি তীক্ষ্ম দাঁত বেরিয়ে এল।

'পল!' স্যাম আর জ্যাকব দু'জনেই চিৎকার করে উঠল।

ছেলেটার গায়ে ঘন ধূসর লোম বেরিয়ে এল, যা তাকে তার অবয়বের পাঁচগুণ দেখাল। ভীষণ ভয়ঙ্কর, যেন এখনি স্প্রিং এর মত লাফ দেবে। ওর ঘন কালো চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ হল।

ঠিক সে সময়ে জ্যাকব সামনে এগিয়ে গেল। ওর গলা চিরে তীক্ষ্ণ শব্দ বেরুলো। ওর চামড়া ফেটে লোম বেরিয়ে এল। সাদাকালো স্টাইপওয়ালা কাপড় ফেটে চৌচির হয়ে গেল। এসব এতদ্রুত ঘটে গেল যে আমি থমকে গেলাম।

এক সেকেন্ডের জন্য জ্যাকব শূন্যে উঠে গেল। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল ভীষণ ভয়ঙ্কর। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল জ্যাকবের রুপালি বুকের নিচে কিছু একটা যন্ত্র চালু হয়ে গেছে।

জ্যাকব অন্য নেকড়েমানবের সাথে মাথা ঠোকাঠোকি করল। তাদের রাগী ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ায় এমন শব্দ হল যেন গাছের গায়ে বাজ পড়ল।

সাদা কালো ডোরা জামা মানে সেটা জ্যাকব– সে হঠাৎ মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

'জ্যাকব!' আমি ওর দিক দৌড়ে যাচ্ছিলাম।

'তুমি যেখানে আছ সেখানে থাক বেলা।' স্যাম আমাকে আদেশ করল। লড়াই করতে থাকা নেকড়েমানবদের গর্জন ছাপিয়ে সে কথা শোনা বেশ কষ্টকর হল। ওরা দাঁত খিচিয়ে একে অন্যকে কামড়ে ফালাফালা করার চেষ্টা করছে। নেকড়েমানব জ্যাকবকে অন্য নেকড়েটার তুলনায় আকারে অনেক বড় দেখাচ্ছে। শক্তিশালীও। সে কাঁধ দিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে ধূসর রঙা নেকড়েমানবটাকে ঠেলে গাছের দিকে নিয়ে চলল।

'এই মেয়েটিকে এমিলির কাছে নিয়ে চল।' স্যাম দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটা ছেলের দিকে তাকিয়ে আদেশ করল, যে এতক্ষণ লোলুপ দৃষ্টিতে লড়াই দেখছিল। জ্যাকব আর নেকড়েমানবটা লড়াই করতে করতে রাস্তা থেকে নেমে বনের দিকে সরে গেল। তখনও ওদের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। স্যাম পা ছুড়ে জুতো-টুতো খুলে ওদের দিকে দৌড় দিল। সে যখন গাছের আড়ালে চলে যাচ্ছিল, দেখতে পেলাম রাগে ওর মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত কাঁপছিল।

দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে ওদের গর্জন আর হুঙ্কার হালকা হয়ে এল। এক সময় শব্দ শোনা গেল না। রাস্তাটা ভীষণ নির্জন হয়ে গেল।

ছেলেগুলো ভীষণ হাসতে শুরু করল।

কে হাসছে দেখার জন্য আমি ঘুরে তাকালাম—সাথে সাথে আমি বরফের মত জমে গেলাম। চোখে দুপাতা এক করতে পারছিলাম না।

আমার অবস্থা দেখে ছেলেটা আরও হেসে উঠল।

'তো, এ জিনিসগুলো তোমার নিশ্চয় প্রতিদিন দেখা পড়ে না?' সে খিকখিক করে হাসতে লাগল। ওর মুখটা আমার কেমন যেন চেনাচেনা লাগল—অন্য সবার চেয়ে হালকা পাতলা... এমব্রি কল।

'আমি দেখি।' আরেকজন যে, জারেড, সে গম্ভীর মুখে বলল, 'প্রত্যেক দিন।'

'ও-ও, পল তো প্রতিদিন এভাবে রেগে যায় না।' এমব্রি ওর কথায় দ্বিমত পোষণ করল। 'হতে পারে, দুই কী তিনবার।'

জারেড মাটি থেকে সাদা রঙের কিছু একটা তুলে নিল। সেটা এমব্রির দিকে তুলে দেখাল।

'একেবারে ফালিফালি হয়ে গেছে,' জারেড বলল। 'বিলি বলেছিল এই শেষ জোড়া জুতা, এরপর আর সে কিনে দিতে পারবে না– ধারণা করছি জ্যাকবকে এখন থেকে খালি পায়ে চলাফেরা করতে হবে।

'এটা দেখ। অনেক কষ্ট করে টিকে আছে।' থ্যাবড়া মেরে জাওয়া জুতার অন্য পাটিটা দেখাতে দেখাতে জারেড বলল, 'জ্যাককে এবার খুড়িয়ে চলতে হবে।' সে হাসতে হাসতে বলল।

জারেড ময়লার স্তুপ থেকে কাপড়ের টুকরো-টাকরা খুঁজে খুঁজে তুলতে লাগল। 'স্যামের জুতো জোড়াও নেয়া উচিত, খুঁজবে একটু? জঞ্জালের মধ্যে কোথাও আছে।'

এমব্রি মুঠোয় ধরে রাখা জুতার পাটিটি শক্ত করে ধরে রেখে সামনের গাছের দিকে

এগোলো। সেখানে স্যাম রাগে কিড়মিড় করছিল। কয়েক সেকেণ্ড পর সে যখন ফিরে আসল তখন ওর হাতে পল এর জিন্সের টুকরো। সে জ্যাকব আর পলের কাপড়ের ছেড়াফাটা টুকরোগুলো বলের মত পাকাল। তারপর হঠাৎ আমার কথা খেয়াল হল।

'এই তুমি আবার জ্ঞান-টান হারাবে না তো?'

'আমি তা মনে করি না।' আমি তাচ্ছিল্যের স্বরে বললাম।

'তোমার অবস্থা তো ভাল ঠেকছে না। তোমার বসা উচিত।'

'ঠিক আছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। সকাল থেকে এই পর্যন্ত এই দ্বিতীয়বারের মত আমি হাঁটুতে আমার মাথা ঠেকাতে পারলাম।

'জ্যাকের উচিত ছিল আমাদের সর্তক করে দেয়া।' এমব্রি নালিশ করল।

'ওর গার্লফ্রেন্ডকে এর মধ্যে নিয়ে আসা ওর মোটেও উচিত হয়নি। সে চাচ্ছিল কী?'

'যাক গে, নেকড়েগুলো এখন সীমানার বাইরে।' এমব্রি বলল। 'ওই পথে যাও, জ্যাক।'

আমি মাথা তুলে হাস্যালাপ করতে থাকা দুজনের দিকে তাকালাম। 'তোমাদের কী ওদের জন্য একটুও দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে না?' আমি জানতে চাইলাম।

বিস্ময়ে এমব্রির চোখ পিটপিট করে উঠল। 'দুশ্চিন্তা? কেন?'

'ওরা একে অন্যকে আঘাত করতে পারে।'

এমব্রি আর জারেড ফোঁস করে উঠল।

'আমি আশা করছি পল ওকে একচোট নিয়েছে,' জারেড বলল। 'ওর উচিত শিক্ষা প্রয়োজন।'

আমি চমকে উঠলাম।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ!' এমব্রি আরও বলল, 'তুমি কী জ্যাককে দেখেছিলে? স্যামের ওদের দিকে ওভাবে উড়ে যাওয়ার দরকার পড়ত না। সে দেখেছিল পল হেরে যাচ্ছে তাই সে সেদিকে আক্রমণ করতে গিয়েছে। ছেলেটা ভালই পুরষ্কার পেয়েছে।'

'পল তো অনেক সময় ধরে লড়াই করেছিল, আমি দশটা মুদ্রা বাজি ধরে বলতে পারি সে হেরে যাবে।'

'ঠিকই বলেছ, জ্যাকের শক্তি আছে, পল তো কোন প্রার্থনাও করে না।'

আমি ওদের কথা বলার বিরতিতে নিজেকে স্বস্তিদায়ক অবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমি মাথা থেকে নেকড়েমানবদের লড়াইয়ের দৃশ্যগুলো কিছুতেই সরাতে পারলাম না। আমার পেটটাও মোচড় দিয়ে উঠল। ক্ষিধে পেয়েছে। মাথাও ভীষণ ব্যথা করছিল।

'চল এমিলির কাছে যাই। সে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে।' এমব্রি আমার দিকে তাকিয়ে বলল। 'মন বলছে গাড়ি চড়ে গেলে হয়।'

'কোন সমস্যা নেই। চল।' আমি সায় দিলাম।

জারেড একটা ভ্রু তুলে আমার দিকে তাকাল। 'মনে হয় গাড়ি তোমারই চালানো উচিত এমব্রি। সে আবার উল্টাপাল্টা কিছু করে বসতে পারে।'

'ভাল বুদ্ধি। চাবিটা কোথায়?' এমব্রি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'ইগনিশনে।'

এমব্রি প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজাটা খুলে দিয়ে উৎফুল্ল ভঙ্গিতে আমাকে উঠতে বলল। 'তুমি ওঠো এতে।' আমার একটা হাত ধরে আমাকে মাটি থেকে উঠাতে উঠাতে বলল। সে আমার ড্রাইভিং সিটের বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে জারেডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে পেছনে বসতে হবে জারেড।'

'বেশ তো। কিন্তু আমি একটু দুর্বল পাকস্থলীর। ওর সাথে ওখানে বসতে চাচ্ছি না। যদি আঘাত-টাঘাত করে বসে।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে সেটা করবে না। সে ভ্যাম্পায়ারদের সাথে চলে।'

'পাঁচ টাকা?' জারেড জিজ্ঞেস করল।

'রাজী। আমি খুব দুঃখিত যে তোমার কাছ থেকে এভাবে টাকা গছিয়ে নেয়ার জন্য।'

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই সে আমার দিকে ফিরে বলল, 'লাফ-টাফ দিও না বুঝলে?'

'ঠিক আছে।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

এমব্রি গ্রামের দিকে গাড়ি ছোটাল।

'হেই, জ্যাকের আদেশ-উপদেশ কীভাবে মিলবে?'

'কেমন?'

'এই ধর, আদেশ, জানো বোধহয়, জিনিসগুলো নষ্ট করো না।. সে কীভাবে তোমাকে এ সম্পর্কে বলেছিল?'

'ওহ্, সেটা। আমি বললাম। চেষ্টা করলাম গতরাতে জ্যাকব যেসব সত্য বলেছিল 'সে জানে না। মনে হয় আমার ধারণায় ভুল নেই।'

এমব্রি *ঠোঁট* বাঁকাল, চোখে একরাশ বিস্ময়, 'হুম। মনে হয় এটা কাজ করবে।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এমিলির বাসায়। সে স্যামের গার্লফ্রেন্ড... না, *বাগদত্তা,* এখন আমি যেটা ধারণা করছি। ওরা ফিরে এসে ওখানে দেখা করবে। আর পল আর জ্যাকের কিছু নতুন জামা কাপড়ও দরকার।'

'এমিলি কী এসব বিষয়ে জানে...?'

'হ্যাঁ। আর শোন, ওর দিকে বেশি তাকিয়ে থেকো না। ও স্যামের সম্পত্তি।'

আমি ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে বললাম। 'কেন আমি তা করব?'

এমব্রিকে অপ্রস্তুত দেখাল। 'যেমনটি তুমি এখন দেখাচ্ছ। নেকড়েমানবের চারিদিকে বিপদের ঝুকি নিয়ে আছো।' সে দ্রুত বিষয় পরিবর্তন করল। 'হেই, তুমি কি গোটা বিষয়টা নিয়ে ঠিক আছো। সেই যে তৃণভূমিতে কালো চুলের রক্তচোষার ব্যাপারে? আমার তাকে দেখে মনে হয়নি যে সে তোমার কোন একজন বন্ধু, কিন্তু...' এমব্রি শ্রাগ করল।

'না, সে আমার বন্ধু ছিল না।'

'বেশ ভাল। জানো বোধহয়, আমরা কোন কিছু শুরু করতে চাই না, কোন সন্ধিভঙ্গও নয়।'

'ওহ্, হ্যাঁ, জ্যাকব একবার আমাকে এই সন্ধির ব্যাপারে বলেছিল। লরেন্টকে খুন করা কেন সন্ধি ভঙ্গ নয়?'

'লরেন্ট,' নাক কুঁচকে সে দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল। যেন ভ্যাম্পায়ারদের নাম থাকাতেই সে বিস্মিত। 'বেশ, আমরা টেকনিক্যালি কুলিনদের বিপক্ষে। যত্ক্ষণ না কুলিনরা আমাদের মাটিতে তাদের সন্ধি ভঙ্গ করে, তার আগ পর্যন্ত ওদের আক্রমণ করার আমাদের কোন নিয়ম নেই। কালো চুলের একজন তাদেরই আত্মীয় কি না বুঝতে পারছি না। মনে হয় তুমি তাকে চেনো।'

'ওরা কীভাবে তোমাদের নিয়ম ভঙ্গ করতে পারে?'

'যদি তারা কোন মানুষকে দাঁত ফুঁটায়। জ্যাকবের অত দূর যাওয়ার মত ধীশক্তি নেই।'

'ওহ্। উম, ধন্যবাদ। আমি আনন্দিত যে তুমিও সেটার জন্য অপেক্ষা করবে না।'

'আমাদেরও আনন্দ।'

কিছুক্ষণ হাইওয়ে ধরে চলার পর সে সরু নোংরা একটা গলির দিয়ে চলল। 'তোমার ট্রাকটা ধীরগতির।' সে বলল।

'দুঃখিত।'

লেনের শেষ মাথায় ছোটখাট একটা ধূসর রঙা বাড়ি দেখা গেল। নীল রঙের দরজার পাশে এ বাড়িটার বাইরের দিকে এই একটাই মাত্র জানালা। কিন্তু সেই জানালার নিচটা কমলা রঙের ম্যারীগোল্ড ফুলে পূর্ণ থাকায় চমৎকার শোভাময় দেখাচ্ছে।

এমব্রি ট্রাক থেকে নেমে নাচ উঁচু করে ঘ্রাণ নিল। 'উমম, এমিলি রান্না করছে।'

জারেড লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নেমে দরজার দিকে গেল। কিন্তু এমব্রি ওর হাত জারেডের বুকে ঠেকিয়ে ওকে থামাল। সে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আর গলাটাও কেশে পরিষ্কার করে নিল।

'আমার সাথে আমার টাকার থলেটা নেই।' জারেড বলল।

'ঠিক আছে। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে ভুলছি না।'

সে একসিঁড়ি দু সিঁড়ি বেয়ে দরজা নক করা ছাড়াই ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। আমি ধীরে ধীরে তাদের অনুসরণ করলাম।

সামনের রুমটা বিলির ঘরের মতই, বিশেষ করে রান্নাঘরটা। সিঙ্কের পাশে একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, চুলগুলো সোজা আর ঘন কৃষ্ণবর্ণের। কাগজের প্লেটে বড় একটা টিন থেকে বড় বড় মাফিন বের করে রাখা হয়েছে। এক সেকেণ্ডের জন্য আমার মনে পড়ে গেল এমব্রি কেন আমাকে বলেছিল এমিলির দিকে তাকিয়ে না থাকতে, কারণ আসলেই সে অসম্ভব রুপবতী।

সে আমাদের বলল, 'তোমাদের কী ক্ষিদে লেগেছে?' চমৎকার মধুর গলা, যখন সে পুরোপুরি মুখটা ঘুরাল তখন ওর ঠোঁটে মৃদু হাসি।

ওর মুখের ডান পাশটায় ক্ষতচিহ্ন, কপালের গোড়া থেকে চিবুক পর্যন্ত তিনটা লাইনে ঘন লাল দাগ। একটা লাইন ওর জলপাই রঙা চোখের ওপর ছড়িয়ে আছে। বাকি দু'ভাগ মুখের ডানপাশটায় যেন স্থায়ীভাবে আছে।

এমব্রির করা পূর্বসতর্কতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ হলাম। আমি দ্রুত আমার চোখ সরিয়ে ওর হাতের মাফিনের দিকে ফেরালাম। চমৎকার গন্ধ আসছে ওগুলো থেকে– যেন ফ্রেশ

ব্লুবেরী।

'ওহ্,' এমিলি অবাক হয়ে বলল, 'কে এ?'

আমি ওর দিকে তাকালাম, যথা সম্ভব চেষ্টা করলাম ওর মুখের বাম পাশে তাকাতে।

'বেলা সোয়ান,' শ্রাগ করার ভঙ্গিতে জারেড তাকে বলল, দৃশ্যত, আমাকে আগেও বেশ কয়েকবার আলোচনার বিষয়বস্তু হতে হয়েছিল। 'আর কে জানো নাকি?'

'এটা জ্যাকব এর ওপর ছেড়ে দাও।' সে বিড়বিড় করে বলল। আমার দিকে তাকল, ওর একটু আগের সুন্দর মুখটা আর আগের মত সুন্দর দেখাচ্ছিল না। 'তাহলে, তুমিই সেই ভ্যাম্পায়ার গার্ল?'

আমি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলাম। 'হ্যাঁ। আর তুমিই বুঝি সেই নেকড়ে গার্ল?'

সে হাসল, এমব্রি আর জারেডও সে হাসিতে যোগ দিল। ওর মুখের বামপাশ লালাভ হয়ে উঠল। 'মনে হয় আমি তাই।' সে জারেডের দিকে ফিরল। 'স্যাম কোথায়?'

'বেলা, আজ সকালে পলকে চমকে দিয়েছিল।'

এমিলি তার সুন্দর চোখ দুটো ধীরে বন্ধ করে ফেলল, 'ওহ্, পল,' সে লজ্জা পেল যেন। 'তুমি কী মনে কর তাদের আসতে দেরি হবে? আমি মাত্র ডিম রান্নাটা মাত্র শুরু করেছি।'

'চিন্তা করো না,' এমব্রি ওকে বলল, 'ওরা যদি দেরি করেও আসে তাহলেও আমরা কোনটাই নষ্ট হতে দেব না।'

এমিলি খিলখিল করে হেসে উঠল এবং ফ্রিজটা খুলল। 'কোন সন্দেহ নেই,' সে বলল। 'বেলা তুমি কী ক্ষুধার্ত? যাও, মাফিনটা নিয়ে নাও।'

'ধন্যবাদ,' আমি প্লেট থেকে একটা উঠিয়ে নিলাম। ভীষণ মজার হয়েছে খেতে, খালি পেটে বেশ ভালই লাগল। এমব্রি তৃতীয়বারের মত আরেকটা উঠিয়ে নিল আর পুরোটাই মুখের ভেতর পুরে দিল।

'আরে ভাইদের জন্যও কিছু তো রাখ,' এমিলি কাঠের চামচের আগা দিয়ে এমব্রির মাথায় একটা বাড়ি দিয়ে বলল। কথাগুলো শুনে আমি বেশ আশ্চর্য হলাম।

'শুয়োর,' জারেড মন্তব্য করল।

আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের পরিবারের মত আচরণ দেখছিলাম। এমিলির রান্নাঘরটা চমৎকার সাজানো-গোছানো। সাদা রঙের কাপবোর্ড আর মেঝেটাও কেমন সুন্দর কাঠের বোর্ডের। গোল খাবার টেবিলটা নীল সাদা চীনা পাথরের তৈরি যেটা এখন বর্ণিল সব বনফুলে সাজানো। এমব্রি আর জারেড বোধহয় প্রায় এখানে আসে।

এমিলি একটা বড়পাত্রে বেশ কয়েক ডজন ডিম ফোটাচ্ছিল। ওর শার্টের হাতা গুটানো এবং তখনই আমি খেয়াল করলাম ক্ষতটা ওর ডান হাত পর্যন্তও আছে। এমব্রি যা বলছিল, নেকড়েমানবদের সাথে থাকাটা আসলেই বিপজ্জনক।

সামনের দরজাটা খুলে গেলে স্যামকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

'এমিলি,' এত আবেগ ঝরে পড়ছিল ওর গলা দিয়ে আমি রীতিমত বিব্রতবোধ করলাম, খানিকটা অপ্রস্তুতও হলাম। দেখলাম সে ওকে রুমের একপাশে নিয়ে গিয়ে তার বিশাল হাতে ওর মুখটা ছুয়ে দিল। ওর মুখের ক্ষতস্থানের জায়গায় একটা চুমু দিল,

তারপর বাম গালে এবং ঠোঁটেও চুমু খেল।

'হে, করছ কী, এর কোনটাই পারব না।' জারেড বলল, 'আমি কিন্তু খাচ্ছি।'

'তাহলে চুপ কর আর খেতে থাক।' স্যাম শ্রাগের ভঙ্গিতে বলল। সে এমিলির মুখের ক্ষতভরা জায়গাটায় আবারও চুমু খেল।

এটা যে কোন রোমান্টিক মুভিকে হার মানিয়ে দেবে। এটা এতটাই বাস্তব যা ঘোষণা করছিল জীবনের আনন্দ আর সত্যিকারের ভালবাসা। আমি হাতের মাফিনটা নামিয়ে রাখলাম এবং বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করলাম। ফুলের দিকে তাকিয়ে ওদের শান্তিময় মুহূর্তকে এড়িয়ে আমি একে একে আমার দুঃখের কথা স্মরণ করলাম।

আমি সত্যি কৃতজ্ঞ যে জ্যাকব আর পল দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার কারণে আমার ভাবনা ছুটে গেল, আমি শকড হলাম যখন দেখলাম ওরা হাসছে। আমি যখন ওদের দেখছিলাম তখন পল জ্যাকবের ঘাড়ে একটা গুতো দিল, জ্যাকবও পাল্টা ওর পেটের কাছ আরেকটা দিল। ওরা আবারও হেসে উঠল। ওদের দুজনকেই একই রকম সুখী দেখাচ্ছিল।

জ্যাকব সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজল, এবং যখন দেখল আমি রান্না ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছি তখন সে থমকে তাকাল।

'হেই, বেলা এস' আনন্দপূর্ণ গলায় আমাকে ডাকল। সে দুটো মাফিন তুলে নিয়ে আমার পাশে এসে বসল। 'আগের ঘটনাটার জন্য দুঃখিত।' সে চাপা স্বরে বিড়বিড় করল, 'এখানে কোন সমস্যা হচ্ছে?'

'চিন্তা করো না, আমি ভালোই আছি। চমৎকার হয়েছে মাফিনটা।' আমি নামিয়ে রাখা মাফিনটা উঠিয়ে নিলাম, আবার ডিমের কোণা খুঁজতে লাগলাম। জ্যাকব ফিরে আসায় আমার বুকটা শান্তিতে ভরে গেল।

'ওহ্ হো!' জারেড আমাদের বাধা দিয়ে বলল।

আমি তাকালাম আর দেখলাম সে আর এমব্রি গভীর মনোযোগে পলের কুনই থেকে কব্জির আগ পর্যন্ত বিস্তৃত একটা লালচে দাগ দেখছে। এমব্রি গুঙ্গিয়ে উঠল।

'পনের ডলার।' সে চিৎকার দিল।

'তুমি এটা করেছ?' বাজির কথা মনে পড়তেই আমি ফিসফিসিয়ে জ্যাকবকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি সামান্যই আঘাত দিয়েছি। সে সূর্যডোবার সাথে সাথেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'সূর্যডোবার পরে মানে?' পলের হাতের অদ্ভুত দাগের দিকে তাকাতে তাকাতে আমি দুর্বল গলায় প্রশ্ন করলাম।

'নেকড়ের ব্যাপার-স্যাপার আর কি,' জ্যাকব ফিসফিসিয়ে বলল।

আমি মাথা নাড়লাম, ওদিকে না তাকানোর যথা সম্ভব চেষ্টা করলাম।

'তুমি ঠিক আছ তো?' আমি বন্ধ করা দম নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'একটা দাগও পড়তে দেই নি।' ওর অভিব্যক্তি ছিল নিখুঁত।

'এই যে শোন সবাই,' ছোট ঘরের ভেতর আলাপ করতে থাকা সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য স্যাম জোরাল গলায় বলল। এমিলি চুলার কাছে ছিল। সে ডিমের

মিশ্রণটিকে বড় একটা হাড়িতে ঢালছিল। স্যামের একটা হাত ওর পিঠের দিকে স্পর্শ করা। খানিকটা সন্দেহ মেশানো ধারণায় বলল, 'জ্যাকব আমাদের একটা তথ্য দেবে।'

পল আশ্চর্য হল বলে মনে হল না। জ্যাকব হয়ত ইতোমধ্যে ওকে বলেছে সে বিষয়ে এবং হয়ত স্যামকেও বলেছে। অথবা... ওরা হয়ত জ্যাকবের মাথার ভেতরের চিন্তা এইমাত্র পড়ে ফেলেছে।

'আমি জানি লালচুলো কী চায়,' জ্যাকব সরাসরি জারেড এবং এমব্রির দিকে তাকিয়ে বলল। 'যে কারণে আমি আগেই এটা তোমাদের বলতে চেয়েছিলাম।' সে পলের চেয়ারের একটা কোণায় লাথি দিলে ওটা সামান্য সরে গেল।

'আর?' জারেড জানতে চাইল।

জ্যাকবের মুখটা সিরিয়াস হয়ে গেল। 'সে তার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে– শুধু এ কারণে না যে আমরা সেই কালো চুলো রক্তচোষাটাকে খুন করেছি বলে। কুলিনরা গত বছর তার নতুন বন্ধু পেয়েছে, এজন্য এবার সে বেলার পেছনে লেগেছে।'

এটা আমার কাছে উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ ছিল না তবু আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম।

জারেড, এমব্রি আর এমিলি মুখ হা করে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'সে সামান্য একটা মেয়ে,' এমিলি বলল।

'আমি সে অর্থে এ কথা বলিনি। কিন্তু এ কারণেই সে রক্তচোষাটা চেষ্টা করছে ওর পিছু নিতে। সে দুর্গে ঢোকার জন্য মুখিয়ে আছে।'

তারা বেশ কিছু সময়ের জন্য আমার দিকে মুখ হা করে তাকিয়ে রইল। আমি মাথা দোলালাম।

'চমৎকার,' জারেড ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসি ঝুলিয়ে শেষ পর্যন্ত বলল। 'আমরা তাহলে একটা টোপ পেয়েছি।'

অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে জ্যাকব ক্যান খোলার চিমটেটা জারেডের মাথার দিকে ছুড়ে মারল। আমার কল্পনাকে হার মানিয়ে জারেডের হাত আরও গতিতে দ্রুত উঠে গেল, সেটা ওর মুখে আঘাত করার ঠিক আগ মুহূর্তে সে লুফে নিল।

'বেলা কোন টোপ নয়।'

'তুমি জানো আমি কী বোঝাতে চাইছি।' সে বিব্রত হয়ে বলল।

'তাহলে আমরা আমাদের পরিকল্পনা বদলাচ্ছি।' স্যাম ব্যাপারটা উপেক্ষা করে বলল। 'আমরা চেষ্টা করছি ওর জন্য কয়েকটা গর্ত খুড়তে। আমি দেখতে চাই ও সে গর্তে পড়ে কী না। গর্তগুলো তরলে ভর্তি করে রাখবো, যদিও আমি সেটা পছন্দ করি না। কিন্তু যদি এমন হয় যে সত্যি সে বেলার পেছনে লেগেছে, তাহলে খুব সম্ভবত সে আমাদের বিভক্ত হয়ে যাওয়া সদস্যদের কারণে একটা সুযোগ পেতে চাইবে।'

'কুইলও আমাদের সাথে যোগ দিতে আসছে।' এমব্রি বিড়বিড় করে বলল। 'তারপর আমরা পুরোপুরি সেগুলো উপচে দিতে পারব।'

প্রত্যেকে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি জ্যাকবের মুখের দিকে তাকালাম। ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে ওকে। যেন এটা গতকালই তার ঘরের সামনে ঘটেছে। এই চমৎকার কিচেনে তাদের মুখটা যতটাই স্বস্তির মনে হোক না কেন, কেউ বন্ধুর একই

রকম পরিণতি চায় না।

'বেশ, আমরা আগেরটা কাউন্ট করব না।' সে বেশ নিচু গলায় বলতে লাগল। পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক গলায় বলল, 'পল, জারেড আর এমব্রি বাইরের দিকটা দেখবে, আর জ্যাকব আর আমি ভেতরের দিকটা। ওকে ফাদে না ফেলা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি নেই।'

আমি খেয়াল করলাম স্যাম এত ছোট একটা দলে থাকবে সেটা সে চাচ্ছে না। ওর দুঃশ্চিন্তার কারণে আমি জ্যাকবকে নিয়েও চিন্তিত হলাম।

স্যামের সাথে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। 'জ্যাকব মনে করে এটাই সবচেয়ে ভাল হবে যদি তোমরা এখানে এই লা পুশে থাক। এ ক্ষেত্রে সে ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না যে তোমরা কোথায় আছ।'

'বাবার কী হবে?' আমি জানতে চাইলাম।

'প্রতিরক্ষা বাহিনী এখনও কাজে আছে,' জ্যাকব বলল। 'আমি মনে করি যখন তোমার বাবা কাজে থাকবে না তখন হ্যারি আর বিলি তাদের সরাতে পারবে।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' একহাত তুলে স্যাম বলল, ওর চোখ একবার এমিলি আরেকবার আমার দিকে নিবদ্ধ হল। 'জ্যাকব যেটা চিন্তা করেছে সেটা বেশ চমৎকার মনে হচ্ছে, কিন্তু তোমাদেরও একটা মতামত আছে। এই ঝুকি বহনের ক্ষেত্রে তোমাদের দুজনকেই বেশ সিরিয়াস হতে হবে। আজ সকালেই তো দেখতে পেয়েছ, সামান্য একটা ব্যাপার কত ভয়ঙ্কর রুপ ধারণ করল। আর কত দ্রুত ওরা হাত ছাড়া হয়ে গেল। তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তোমরা আমাদের সাথেই থাকতে পার, কিন্তু আমরা তোমাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারব না।'

'আমি ওকে আঘাত করব না।' জ্যাকব মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল।

স্যাম এমন ভান করল যে সে ওর কথা শুনতেই পায়নি। 'আর কোন জায়গা যদি থাকত যেখানে তোমরা নিরাপদ...'

আমার ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। আমি যেখানে যাব সেখানে কী আরেকজনকেও বিপদে ফেলব না? 'আমি ভিক্টোরিয়াকে অন্য কোথাও দাবড়িয়ে নিতে চাই না,' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম।

স্যাম মাথা নাড়ল। 'ঠিকই বলেছ। ওকে এখানে আনাটাই সবচেয়ে ভাল হবে, আমরা এখানেই ওকে শেষ করতে পারি।'

আমি কুণ্ঠাবোধ করলাম। আমি চাই না জ্যাকব কিংবা ওদের কেউ একে শেষ করুক। আমি জ্যাকের মুখের দিকে তাকালাম। ওকে বেশ রিলাক্স দেখাচ্ছে। এমনও হতে পারে নেকড়ের জাদুগুণে সে আমার মাথার ভেতরের সবতথ্য পড়ে ফেলেছে, আমি এখন যা ভাবছি তা জেনে গেছে। আমি আসলে অন্যমনস্কভাবে ভ্যাম্পায়ারদের কথা ভাবছিলাম।

'তোমাদের সবাইকে সাবধান থাকতে হবে, ঠিক আছে?' আমি যথা সম্ভব গলায় আওয়াজ তুলে বলার চেষ্টা করলাম।

বসে থাকা সবাই হেসে খুন হওয়ার জোগাড়। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে

লাগল– বিশেষত এমিলি। আমার সাথে ওর চোখাচোখি হল। ওর মুখের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটাও চোখে পড়ল। সে এখনও অনেক সুন্দর কিন্তু ও যখন কোন ব্যাপারে মেতে ওঠে তখন ওকে আমার চেয়েও ভয়াবহ দেখায়। ওদের ভালবাসা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো আমাকে আরেকবার বিদ্ধ করার আগেই আমাকে চোখ ফেরাতে হল।

'খাবার তৈরি।' সে ঘোষণা দিল। কৌশলগত আলাপগুলো মুর্হূতে অতীত হয়ে গেল। সবাই হুড়মুড় করে খাবার টেবিল ঘিরে বসল। এতটাই ঘিঞ্জি আর বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল যে আরেকটু হলে বুঝি ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় আছে। এমিলি খুব অল্প সময়েই বিশাল সাইজের ডিমের অমলেট এনে দিল। এমিলি আমার মত কাউন্টার টেবিলের উপর ঝুকে ছিল। সে বিছানার পাশের টেবিল এড়িয়ে গেল। তাদেরকে স্নেহাতুর চোখে দেখতে লাগল। তার অভিব্যক্তিতে এটা স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছিল যে এটা তার পরিবার।

মোটামুটি এই ছিল, যা আমি একটি নেকড়েমানবদের পরিবার থেকে আশা করেছিলাম।

আমি সেদিনটা লা পুশেই বিলিদের বাসায় অন্যান্যদের সাথে কাটিয়ে দিলাম। তিনি স্টেশনে বাবাকে ফোনে একটা মেসেজ দিয়েছিলেন। আর বাবাও ডিনারটাইম হওয়াতে দুটো বড় পিৎজ্জা নিয়ে দেখা করলেন। একদিক থেকে বেশ ভালই হয়েছিল যে পিৎজ্জা দুটো আকারে বেশ বড় ছিল। জ্যাকব পুরো একটা একাই খেয়ে সাবাড় করে ফেলল।

আমি বাবাকে আমাদের দুজনের দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতে দেখেছিলাম। ব্যাপারটা জ্যাকবের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। বাবা ওর চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। জ্যাকব শ্রাগ করে বলল যে এটা হচ্ছে কেবলই সুবিধার জন্য।

আমি জানতাম যখনই আমি আর বাবা বাড়ির দিকে রওনা হব, তখন জ্যাকবও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে নেকড়েমানবরূপে আমাদের সাথে সাথে আসবে। ও আর ভাইরা সর্বোচ্চ সর্তক দৃষ্টি রাখবে যে ভিক্টোরিয়া আসছে কিনা? কিন্তু গতরাত থেকে তারা ওকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল, খুঁজতে খুঁজতে কানাডার দিকে অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে গেল। জ্যাকব ধরে নিল— সে আক্রমণের আরেকটা নতুন ফন্দি আটছে।

আমি আশা ছাড়লাম না। সে আমাদের প্রতি হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমার সে ধরনের ভাগ্যের দরকার নেই।

ডিনারের পর জ্যাকব আমার সাথে সাথে ট্রাকের কাছে এগিয়ে দিতে আসল। গাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িয়ে উঠি উঠি করেও উঠলাম না। অপেক্ষা করলাম যতক্ষণ না বাবা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসেন।

'আজ রাতে ভয় পেও না।' বাবা সিট বেল্ট বাধা নিয়ে বিপত্তি পড়লে সে ফাঁকে জ্যাকব আমাকে বলল। 'আমরা বাইরে থাকব। নজর রাখব।'

'আমি আমাকে নিয়ে কোন চিন্তাই করব না।' আমি কথা দিলাম।

'তুমি আসলে একটা বোকা মেয়ে। শিকারি ভ্যাম্পায়ারগুলো একটা মজার বিষয়। যত ঝামেলার এরাই মূল।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'আমি যদি বোকা হয়ে থাকি তবে তাই, কিন্তু তুমি তো তারও চেয়ে বিপজ্জনকভাবে ভারসাম্যহীন।'

'আমি চেষ্টা করব।'

বাবা অধৈর্য হয়ে হর্ণ বাজালেন।

'কাল দেখা হবে।' জ্যাকব বলল। 'ঘুম ভাঙতেই চলে এসো।

'তাই হবে।'

বাবা বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে নিতে লাগলেন। আমি রিভিউ মিরের দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখতেই চমকে উঠলাম, স্যাম ও জারেড আর এমব্রি ও পল অন্ধকারে আমাদের সাথে সাথে এগিয়ে আসছে। জ্যাকব এখনই তাদের সাথে যোগ দিয়েছে কিনা এ ব্যাপরটাও আমাকে রোমাঞ্চিত করল।

বাড়ি পৌছে যথা সম্ভব দ্রুতগতিতে আমি সিঁড়ে বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। বাবা আমার ঠিক পেছনেই ছিলেন।

'এসব কী ঘটে চলেছে বেলা?' আমি পালানোর আগেই বাবা জানতে চাইলেন। 'আমি তো মনে করেছিলাম জ্যাকব একটা গ্যাং এর সদস্য আর তোমরা দুজন তর্কাতর্কি করছিলে।'

'আমরা কী তাই করেছি নাকি?'

'আর গ্যাংএর ব্যাপারটা?'

'আমি জানি না— টিন এজদের ব্যাপার স্যাপার কেই বা বুঝতে পারে? এখানে আসলে একটা রহস্য আছে। তারপর দেখ স্যাম আর ওর বাগদত্তার সাথেও দেখা হয়ে গেল। ওদের আমার খুব পছন্দ হয়েছে।' আমি শ্রাগের ভঙ্গি করলাম। 'মনে হয় সবটায় একটা ভুল বোঝাবুঝি ঘটছে।'

বাবার চোহারাটা বদলে গেল। 'আমার এটা কানে আসেনি যে সে আর এমিলি এটা অফিসিয়ালভাবেই করেছে। যাই হোক, ভালোই। দুঃখী মেয়েটা।'

'তুমি কী জানো ওর এটা কীভাবে হয়েছে?'

'ভাল্লুকের দ্বারা জখম হয়েছিল, উত্তরের দিকে স্যামন মাছের প্রজননের সময়- বিভীষিকাময় দুর্ঘটনা। এটা এখন থেকে একবছর আগে ঘটেছিল। শুনেছিলাম স্যাম এতে খুব ভেঙে পড়েছিল।'

'সত্যি বিভীষিকাময়।' আমি প্রতিধ্বনির মত করে বললাম। এক বছর আগে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এটা ঘটেছিল যখন লা পুশে একটাই মাত্র নেকড়েমানব ছিল। আমি কেঁপে উঠলাম এই ভেবে, যখন স্যাম এমিলির মুখের দিকে তাকায় তখন ওর কেমন অনুভূতিই না জানি হয়।

সে রাতে আমি শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিনের ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো ভাবতে লাগলাম। বিলি, জ্যাকব আর বাবার সাথে ডিনার, ব্লাকদের বাড়িতে সারাটা বিকেল কাটানো, জ্যাকবের কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য উদগ্রীব অপেক্ষা, এমিলির রান্নাঘর, আজকের নেকড়ে লড়াই, বিচে জ্যাকবের সাথে কথাবার্তা।

আমি ভাবতে লাগলাম আজ সকালে জ্যাকব ভণ্ডামি সম্পর্কে যা বলছিল। আমি অনেক সময় ধরে তা নিয়ে ভাবলাম। আমি একটা ভণ্ড এই চিন্তাটা আমার ভাল লাগল না। শুধু এই ব্যাপারটাই কী আমার সম্পর্কে মিথ্যা ছিল।

আমি একটা ছোট্ট বলের মত কুঁকড়ে গেলাম। না। এডওয়ার্ড কোন খুনি নয়। ওর অন্ধকার জীবনে ও কখনও কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে খুন করেনি।

কিন্তু এটা ছাড়া ওর কী-ইবা বা আর করার ছিল? কী হত যদি সে সময় আমি ওকে চিনতাম, সে কী অন্যান্য ভ্যাম্পায়ারের মত ছিল না? কী হত এখনকার মত লোকজন বনকে নিয়ে বিভীষিকায় থাকলে? এগুলো কী আমাকে ওর কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে পারত?

আমি ব্যথা ভরা মনে দুদিকে মাথা ঝাকালাম। আমি নিজেকে নিজে স্মরণ করিয়ে দিলাম ভালবাসা বিচারশক্তিহীন। যতবেশি কাউকে ভালাবাসা যায়, ততই সবকিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়।

আমি কুঁকড়ে গেলাম এবং আরো কিছু নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম। আমি জ্যাকব ও তার ভাইদের ব্যাপারে ভাবছিলাম। যারা অন্ধকারের ভেতরে দৌড়ে গিয়েছিল। আমি নেকড়েমানবের কল্পনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। যেগুলো রাতে অদৃশ্য হয়ে আমাকে বিপদ থেকে পাহারা দেয়। যখন আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমি সেই বনে আবার দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু আমি বিস্মিত হলাম না। আমি এমিলির ক্ষত বিক্ষত হাত ধরে ছিলাম। আমরা ছায়ার দিকে মুখ করে ছিলাম। আর উদ্বিগ্ন মুখে আমাদের নেকড়ে মানবদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

পনের

ফর্কে আবার বসন্ত দোলা দিয়েছে। সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে এটা হজম করতে বিছানায় কয়েক মুহূর্ত বসে রইলাম। গত বসন্তেও আমি একজন ভ্যাম্পায়ারের শিকারের কবলে পড়েছিলাম। আমি আশা করছি এই ব্যাপারটা একটা প্রথার মত হয়ে দাঁড়াবে না।

এরই মধ্যে লা পুশে আমি এই ধরনের ব্যাপারের মধ্যে পড়ে গেছি। আমি রবিবারের অধিকাংশ সময়ই সমুদ্র সৈকতে কাটিয়েছি। সে সময়ে বাবা চার্লি ব্লাকদের বাড়িতে বিলির সাথে ছিলেন। আমি জ্যাকবের জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু জ্যাকবের অন্য জিনিস করার ছিল। সে কারণেই আমি একাকী ঘুরেছি। বাবার কাছ থেকে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম।

যখন জ্যাকব আমাকে নামিয়ে দিয়ে আসতে গেল, সে আমাকে সময় দিতে না পারার জন্য ক্ষমা চাইল। সে আমাকে বলল, তার নিয়মকানুন সবসময় এমন উল্টাপাল্টা ছিল না। কিন্তু যতক্ষণ ভিক্টোরিয়া না থামবে, নেকড়েরা সবসময় রেড এলার্ট হয়ে থাকবে।

আমরা সমুদ্র সৈকত দিয়ে হাটার সময় সে সবসময় আমার হাত ধরে রইল।

এটা আমাকে কিছুটা গোমড়ামুখো করে রাখল। জারেড বলেছিল জ্যাকবের গার্লফ্রেন্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে। আমি বুঝতে পারলাম বাইরের থেকে দেখলে এটা সত্যিই ঠিক সেরকমই দেখায়। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্যাকব এবং আমি জানতে পারছি সত্যিকারের ব্যাপারটা কি, আমার এই রকমের ব্যাপারে বিরক্ত হওয়ার কোন দরকার নেই। হয়তো তারা সেটা নাও ভাবতে পারে, যদি আমি না জানি জ্যাকব অন্য জিনিসকে ভালবাসে। কিন্তু তার হাত আমার কাছে বেশ উষ্ণ ও আরামদায়ক মনে হচ্ছিল। আমি এটার প্রতিবাদ করলাম না।

আমি মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত কাজ করলাম। আমি নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছেছি কিনা জ্যাকব সেটা মোটরসাইকেল নিয়ে দেখতে এল। মাইক সেটা লক্ষ্য করল।

'তুমি কি লা পুশের ওই ছেলের সাথে ডেটিং করছ নাকি? ওই গাধাটার সাথে?' সে বিরক্তকর এক ধরনের স্বরে আমাকে প্রশ্ন করল।

আমি শ্রাগ করলাম। 'এটা তোমার ওই টেকনিক্যাল দিক দিয়ে বলা যাবে না। আমি যদিও আমার অধিকাংশ সময়ই জ্যাকবের সাথে কাটাই। সে আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু।'

ঈর্ষায় মাইকের চোখ সরু হয়ে গেল। 'নিজেকে হাস্যকর করো না বেলা। ওই ছেলের মাথা তোমার জন্য খারাপ হয়ে আছে। ও তোমার নখের যোগ্য নয়।

'আমি জানি।' আমি নিঃশ্বাস নিলাম। 'জীবন জটিল ব্যাপার।'

'এবং মেয়েরা নির্দয়।' মাইক নিঃশ্বাস চেপে বলল।

আমি মনে করলাম এটা আমার প্রতি তার সহজ ধারণা।

সেই রাতে স্যাম আর এমিলি বাবা আর আমার সাথে বিলির বাড়িতে মিলিত হলো। এমিলি একটা কেক নিয়ে এসেছিল যেটা চার্লির মত কঠিন মানুষের মন জয় করেছিল। আমি দেখতে পেলাম, কথাবার্তা স্বাভাবিক গতিতে সাধারণ বিষয় নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। চার্লির লা পুশের ওই গ্যাংকে উঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই।

জ্যাকব আর আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। আমাদের কিছু গোপনীয় ব্যাপার আছে। আমরা তার গ্যারেজে গিয়ে র‍্যাবিট গাড়িতে বসলাম। জ্যাকব তার মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়েছিল। তাকে কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

'তোমার কিছুটা ঘুমের দরকার জ্যাক।'

'সবকিছু শেষ হলে আমি ঘুমের জন্য যাব।'

সে আমার কাছে এসে আমার হাত তুলে নিল। তার ত্বকের স্পর্শ আমাকে মোহিত করছিল।

'এটা সেই যেকোন একটা নেকড়ের ব্যাপার স্যাপার?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। 'এই উত্তাপ, আমি এইটা বুঝাতে চেয়েছি।'

'হ্যাঁ। আমরা সাধারণ মানুষের চেয়ে কিছুটা উষ্ণ রক্তের হয়ে থাকি। আমি কখনও মোটেই শীতল হই না। আমি এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি-' সে তার খালি গায়ের দিকে দেখাল 'তুষারঝড়ের মধ্যেও এটা আমাকে বিরক্ত করতে পারে না। আমি

যেখানে দাঁড়িয়ে থাকি সেখানে বরফ কুঁচি পানিতে পরিণত হয়।'

'এবং তোমরা সবাই খুবদ্রুত সেরে ওঠো— সেটাও নেকড়ের ব্যাপারস্যাপার, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ। দেখতে চাও? এটা খুবই ঠাণ্ডা।' তার চোখ খুলে গেল এবং সে মুখ কুঁচকাল। সে আমার আরো কাছের গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের কাছে এল এবং আমার চারিদিকে এক মিনিটের জন্য কি যেন খুঁজল। তার হাতে একটা পকেট ছুরি নিয়ে বেরিয়ে এল।

'না। আমি দেখতে চাই না!' আমি জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলাম যখন আমি বুঝতে পারলাম সে কি করার চিন্তা ভাবনা করছে। 'ওটা এখনই সরাও।'

জ্যাকব মুখ চেপে হাসল। কিন্তু সে ছুরিটা যেখান থেকে বের করেছিল সেখানে আবার রাখল। 'ঠিক আছে। এটা খুব ভাল ব্যাপার যে আমরা সেরে উঠি যদিও। তুমি কোন ডাক্তারকে দেখাতে যাচ্ছ যখন তুমি এরকম তাপমাত্রায় উঠে গেছে যেটা মৃতের মত।

'না। আমি অনুমান করছি না।' আমি সেটা সম্বন্ধে মিনিট খানেক ভাবলাম।

এবং এতটাই বড় হয়ে যাওয়া—সেটাও এটার একটা অংশ? এটাই কি তাই যে কারণে তোমরা কুইলকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত?

'সেটাই এবং ঘটনা হলো কুইলের দাদা জানায় যে এই ছেলে তার কপালের উপর রেখে ডিম ভাঁজতে পারে।' জ্যাকবের মুখ আশা শূন্য হয়ে গেল। 'এটা এখন আর দীর্ঘ নয়। সেখানে কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই... এটা শুধু গড়তে থাকে। গড়তে গড়তে এবং তারপর হঠাৎ—' সে থেমে গেল। আবার কথা শুরুর আগে সে কয়েক মুহূর্ত দেরি করল, 'কিছু কিছু সময়, যদি তুমি সত্যিই আপসেট হয়ে যাও অথবা এই জাতীয় কিছু, সেটা তাহলে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি কখনও কোন কিছু নিয়ে আপসেট হই না— আমি সুখী।' সে তিক্তভাবে হাসল 'তার কারণ তুমি। সে কারণেই এটা খুব তাড়াতাড়ি আমার ক্ষেত্রে ঘটতে পারছে না। আমার ভেতরে এটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। আমি যেন একটা টাইম বোমার মত। তুমি কি জানো কি আমার ভেতরে গড়ে উঠছে? আমি সেই মুভি থেকে ফিরে এসেছিলাম এবং বাবা আমাকে জানাল আমাকে বেশ দুশিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। সেটাই সবকিছু। কিন্তু আমি শুধু যেন থাপ্পড় খেয়েছিলাম। তারপর আমি বিস্ফোরিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি প্রায় আমার বাবার মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিলাম। আমার নিজের বাবা!' সে কাঁপতে লাগল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

'এটা কি সত্যিই খারাপ, জ্যাক?' আমি উদ্বিগ্নতার সাথে জিজ্ঞেস করলাম। আশা করছিলাম আমি যে কোনভাবে তাকে সাহায্য করতে পারব। 'তুমি কি দুর্দশার মধ্যে আছ?'

'না। আমি কোন কষ্টের মধ্যে নেই।' সে আমাকে বলল। 'এখন আর নেই। তুমি জানো এখন আর নেই। সেটা আগে খুবই কঠিন অবস্থা ছিল।' সে এমনভাবে ঝুঁকল যাতে তার থুতনি আমার মাথার উপরে থাকে।

সে এক মুহূর্তের জন্য নিরব হয়ে থাকল। আমি বিস্মিত সে কি বিষয় নিয়ে ভাবছিল। হতে পারে আমি সেটা জানতে চাই না।

'সবচেয়ে কঠিন অংশটা কি?' আমি ফিসফিস করে বললাম। এখনও আশা করছি তাকে সাহায্য করতে পারব।

'সবচেয়ে কঠিনতম অংশটা হচ্ছে অনুভূতি...নিয়ন্ত্রণহীণ অনুভূতি' সে ধীরে ধীরে বলল। 'অনুভূতি এমন যেটা সম্বন্ধে আমি নিজেও নিশ্চিত নই— এমনটি যেন হতে পারে তুমি আমার পাশে থাকবে না। এমনটি যেন কেউ আমার পাশে থাকবে না। এমনটি যেন আমি একটা দৈত্য যে যেকোন মুহূর্তে যে কাউকে আঘাত করতে পারি। তুমি এমিলিকে দেখেছো। স্যাম শুধুমাত্রও এক সেকেন্ডের জন্য তার নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল... এবং এমিলি খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। এখন সেখানে আর কোন কিছুই নেই যেটার দ্বারা সে আবার এটা ঠিক করতে পারে। আমি তার চিন্তাভাবনা শুনতে পাই— আমি জানি সেটা কিরকম অনুভূতি হয়...

'কে দুঃস্বপ্নের মধ্যে যেতে চায়, কেইবা একজন দৈত্য হতে চায়?

'এবং তারপর, যে পথে এটা খুব সহজেই আমার কাছে আসে, যেভাবে তাদের বাকি সবার চেয়ে অনেক বেশি ভাল— সেটা কি আমাকে অনেক কম মানুষে পরিণত হলে এমব্রি অথবা স্যামের চেয়ে? মাঝে মাঝে আমার ভয় করে যে আমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছি।

'এটা কি খুব কঠিন? নিজেকে আবার খুঁজে পাওয়া?

'প্রথমত' সে বলল 'এরকম আগে পিছে যাওয়ার জন্য কিছুটা প্রশিক্ষণের দরকার হয়। কিন্তু এটা আমার কাছে অনেক সহজ বিষয়।

'কেন?" আমি বিস্মিত।

'কারণ ইফ্রাইম ব্লাক হচ্ছে আমার বাবার দাদা। আর অন্য দিকে কুইল এরিয়েটা আমার মায়ের দাদা।'

'কুইল?' আমি দ্বিধান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

'তার বড় দাদার দাদা।' জ্যাকব বিষয়টা পরিষ্কার করল 'তুমি কি জানো কুইল হচ্ছে আমার দ্বিতীয় কাজিন।

'কিন্তু কে তোমার দাদার পরদাদা এসব বিষয়গুলো কেন আসছে?

'কারণ ইফ্রাহিম এবং কুইল হচ্ছে শেষ দল। লেভি উলি হচ্ছে তৃতীয় দল। এটা দুই দিক থেকেই আমার রক্তে আছে। আমার কখনও কোন সুযোগ নেই। যেমনটি কুইলেরও কোন সুযোগ নেই।

তার অনুভূতি যেন অভিব্যক্তি শূন্য।

'এর ভেতরে সবচেয়ে ভাল অংশটি কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আশা করছিলাম আমি তাকে খুশি করে তুলতে পারব।

'সবচেয়ে ভাল অংশ' সে হঠাৎ হেসে ফেলে বলল 'সেটা হচ্ছে গতি।'

'মোটরসাইকেলের চেয়ে বেশি?

সে মাথা নোয়াল। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। 'সেখানে কোন তুলনা নেই।'

'কতটা দ্রুত তুমি পার...?'

'দৌড়ানো?' সে আমার প্রশ্ন শেষ করল 'যথেষ্ট দ্রুত। আমি এটার পরিমাপ কি দিয়ে করব? আমি কল্পনা করতে পারি এটা অন্য যে কারোর কাছে যা বোঝাবে তোমার কাছে তার চেয়ে বেশি বোঝাবে।

এটা আমার কাছে কিছু একটার অর্থ বহন করে। আমি সেটার কল্পনা করতে পারি না। নেকড়েরা ভ্যাম্পায়ারের চেয়ে অনেক জোরে দৌড়াতে পারে। যখন কুলিনরা দৌড়ায়, তারা সবাই কিন্তু গতির কাছে অদৃশ্য হয়ে যায়।

'তো, আমাকে এমন কিছু বলো যেটা আমি জানি না।' সে বলল, 'ভ্যাম্পায়ার সম্বন্ধে কিছু বল। তুমি কীভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাক? এটা কি তোমাকে ভীত করে না?

'না।' আমি শান্ত স্বরে বললাম।

আমার কণ্ঠস্বরের ঝাঁঝ তাকে কয়েক মিনিটের জন্য ভাবতে বাধ্য করল।

'বল, কেন তোমার সেই রক্তচোষা সেই জেমসকে হত্যা করেছিল, যাই হোক?' সে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল।

'জেমস আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল— এটা তার কাছে একটা খেলার মতই ছিল। সে হেরে গিয়েছিল। তুমি কি গত বসন্তে যখন আমি ফনিক্সে হাসপাতালে ছিলাম সেটার কথা মনে করতে পার?

জ্যাকব গাঢ় করে শ্বাস নিল। 'সে ততটা কাছাকাছি চলে গিয়েছিল?

'সে খুবই কাছে চলে এসেছিল।' আমি সেই ভয়ের ব্যাপারটা মনে করলাম। জ্যাকব সেটা লক্ষ্য করল। কারণ আমি যে হাতটা নাড়ছিল সে সেইটা ধরে রাখা ছিল।

'সেটা কি ছিল?' সে হাতটা ধরে পরীক্ষা করতে লাগল। 'এটা তোমার সেই মজার ক্ষত, সেই ঠাণ্ডা একটা।' সে আমাকে খুব কাছ থেকে দেখতে লাগল। নতুন দৃষ্টিতে এবং শ্বাস নিল।

'হ্যাঁ। এটা তাই যেটা তুমি ভাব।' আমি বললাম 'জেমস আমাকে কামড়ে দিয়েছিল।'

তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তার মুখ অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তার ত্বকের রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হলো সে আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

'কিন্তু যদি তোমাকে সে কামড়ে দেয়...? তুমিও কি তাহলে হবে না...?' সে ঢোক গিলল।

'এ্যাডওয়ার্ড আমাকে দ্বিতীয়বারের মত বাঁচায়।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'সে চুষে শিরা থেকে রক্ত বের করে ফেলে। তুমি জানো, একটা র‍্যাটল সাপের মতই।' আমার ক্ষতের ভেতরে ব্যথার স্রোত বয়ে গেল।

কিন্তু শুধু আমি কাঁপছিলাম না। আমি অনুভব করলাম জ্যাকবের গোটা শরীর আমার পরে কাঁপছে। এমনকি গাড়িটাও কাঁপছে।

'সতর্ক হও, জ্যাক। সহজ হও। শান্ত হও।

'হ্যাঁ।' সে বিবর্ণ হয়ে গেল। 'শান্ত।' সে দ্রুতবেগে তার মাথা সামনে পিছনে নাড়তে লাগল। এক মুহূর্ত পর, শুধুমাত্র তার হাত কাঁপছে।

'তুমি ঠিক আছো?'

'হ্যাঁ। প্রায় পুরোটাই। আমাকে আরো বেশি কিছু বলো। আমাকে আরো কিছু এ ব্যাপারে ভাবার মত কিছু বল।'

'তুমি কি ব্যাপারে জানতে চাও?'

'আমি জানি না।' সে তার চোখ বন্ধ করল। মনোযোগ দিচ্ছে। 'আরো অতিরিক্ত কিছু আমি অনুমান করছি। অন্য কোন কুলিনদের মধ্যে কি... অতিরিক্ত মেধা আছে? যেমন ধরো তারা কি মন পড়তে পারে?'

আমি এক সেকেন্ডের জন্য দ্বিধা করলাম। সেটা আমার কাছে এমন মনে হলো যেন সে একজন গুপ্তচরের কাছ থেকে তথ্য নিচ্ছে। তার বন্ধুর কাছ থেকে নয়। কিন্তু আমি যা জানি তা লুকিয়ে রাখার কি কারণ থাকতে পারে? এটা আমার কাছে এখন আর কোন ব্যাপার নয়। এটা তার নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে।

সুতরাং আমি তাড়াতাড়ি বললাম। এমিলির ধ্বংসপ্রাপ্ত মুখটা আমার মনে পড়ে গেল। জ্যাকবের চুল আমার হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল। আমি কল্পনা করতে পারি না যে একটা ভংয়কর ক্ষ্যাপা নেকড়ে এই র‍্যাবিট গাড়ির মধ্যে বসে আছে। জ্যাকবের গ্যারেজের সব কিছু শেষ করে দিতে পারে যদি সে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

'জেসপার পারে...তার আশেপাশের মানুষদের আবেগকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটা খারাপ পথে নয়। শুধু কাউকে শান্ত রাখার জন্য করে। সেই জাতীয় জিনিস। এটা সম্ভবত পলকে অনেকখানি সাহায্য করতে পারে।' আমি কিছুটা টিজিংয়ের স্বরে যোগ করলাম। 'এবং তারপর এলিস কোথাও কিছু ঘটতে থাকলে বা ঘটবে সেটা দেখতে পারে। সে ভবিষ্যত দেখতে পারে। তুমি জানো কিন্তু সেটাও পুরোপুরি নয়। সে যে জিনিস দেখতে পারে সেটাও পরিবর্তিত হয়ে যায় যদি কেউ একজন সেই পথ পরিবর্তিত করে দেয়...

কীভাবে সে আমার মৃত্যুর ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিল... এবং সে আমাকে দেখেছিল তাদের একজন হয়ে গেছি। এই দুটো জিনিস কখনওই ঘটে নাই। আরেকটা তো কখনও ঘটবে না। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আমি বাতাসে টেনে নেয়ার মত যথেষ্ট অক্সিজেন পাচ্ছিলাম না।

জ্যাকব এখন পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে। আমার পাশে খুব শান্তভাবে বসে আছে।

'কেন তুমি সেটা করেছিলে? সে জিজ্ঞেস করল। সে শক্ত করে আমার হাত ধরে রইল। আমি এখনও বুঝতে পারছি না আমি সেখান থেকে নড়ব কিনা। 'তুমি সেটা করো যখন তুমি আপসেট থাকো, কেন?

'তাদের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা আমাকে ব্যথিত করে।' আমি ফিসফিস করে বললাম। 'এটা এমনটি যেন আমি শ্বাস নিতে পারি না।...এমনটি যেন আমি অসংখ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছি...' আমি ব্যাপারটা জ্যাকবকে কীভাবে বলব সেটা তালগোল

পাকিয়ে ফেললাম। আমাদের দুজনের এখন আর কোন গোপন বিষয় নেই।

সে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। 'এটা ঠিক আছে। বেলা। এটা ঠিক আছে। আমি আবার আর এটা টেনে আনব না। আমি দুঃখিত।'

'আমি ঠিক আছি।' আমি শ্বাস নিলাম। 'এটা সবসময়ে ঘটে থাকে। এটা তোমার দোষ নয়।'

'আমরা এক জোড়া হতভাগ্য তালগোল পাকানো জোড়া, তাই নয় কি?' জ্যাকব বলল 'আমাদের কেউ নিজেদেরকে সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারি না।

'দুর্ভাগ্যজনক।' আমি সম্মত হলাম। এখনও শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'অন্ততপক্ষে, আমাদের দুজনে একে অন্যের জন্য আছি।' সে পরিষ্কারভাবে বলল।

আমি স্বস্তিবোধ করছিলাম। 'অন্ততপক্ষে সেখানে সেটা আছে।' আমি সম্মত হলাম।

আমরা এক সাথে থাকলে ভাল থাকি। কিন্তু জ্যাকবের আছে ভয়ানক, বিপজ্জনক কাজ যেটা সে করতে বাধ্য। সে কারণেই আমি প্রায়ই একাকী থাকি। লা পুশে চলে আসি আমার নিরাপত্তার জন্য। সেখানে আমার করার তেমন কিছুই নেই।

আমি ভয়ানক অনুভব করলাম। সবসময় বিলির ওখানেই সময় কাটাচ্ছি। সামনের সপ্তাহে যে ক্যালকুলাস টেস্ট আসছে সেটার জন্য আমার কিছু পড়াশোনা করা দরকার। কিন্তু আমি অনেকদিন ধরে অংকের ব্যাপারটা তেমন দেখছি না। যখন আমার হাতে সুস্পষ্ট করার কিছু থাকে না— আমি অনুভব করি আমি বিলির সাথে কথোপকথন চালিয়ে যাব। সাধারণ সামাজিক নিয়মকানুন সম্বন্ধে। কিন্তু বিলি আমার সেই চাহিদা পূরণ করে না। সুতরাং আমার সেই ভয়ানকত্ব চলতেই থাকে।

বুধবার বিকালে আমি একটা পরিবর্তনের জন্য এমিলির বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমত সে একজন বেশ অসাধারণ চরিত্রের মানুষ। এমিলি একজন আনন্দদায়ক মানুষ যে কখনো এক জায়গায় স্থির বসে থাকে না। আমি তার বাড়িতে যেয়ে দেখি সে মেঝে পরিষ্কার করছে। পরে রান্না শুরু করবে। সে ছেলেদের ক্ষুধা একের পর এক বাড়িয়ে চলছে। কিন্তু এটা খুব সহজ বিষয় হয়ে গেছে ছেলেদের কাছে। এটা তার জন্য কঠিন কিছু নয়। সর্বোপরি আমরা দুজনেই এখন নেকড়েমানবের গার্লফ্রেন্ড।

কিন্তু কয়েক ঘন্টা পরে স্যাম চলে এল। আমি আরো কিছুক্ষণ সেখানে কাটালাম যে নিশ্চিত হতে যে জ্যাকব ভাল আছে। সেখানে কোন সংবাদ নেই। তারপর আমি সেখান থেকে চলে এলাম। তাদের দুজনের ভেতরে যে গভীর ভালবাসা দুজনকে ঘিরে আছে, সেখানে তৃতীয় কারোর প্রবেশাধিকার নেই।

সে কারণে আমি সেখান থেকে একাকী সমুদ্র সৈকতে চলে এলাম।

একাকী সময় আমার জন্য ভাল ছিল না। জ্যাকবের নতুন সততাকে ধন্যবাদ। আমি কথা বলছিলাম এবং চিন্তাভাবনা করছিলাম কুলিনদের ব্যাপারে। সেটা কোন ব্যাপার নয় আমি তাদের থেকে কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। আমার অনেক কিছু চিন্তাভাবনা করার আছে। আমি সত্যিকারের সততার সাথে এবং বেপরোয়াভাবে জ্যাকব

এবং তার নেকড়ে ভাইদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম। আমি চার্লির ব্যাপারে ভীত হয়ে উঠছিলাম। অন্যদিকে তারা প্রাণী শিকার করে বেড়াচ্ছিল। আমি গভীর থেকে গভীরভাবে জ্যাকবের সাথে জড়িয়ে পড়ছিলাম। আমি জানি না এটা কি। যেগুলোর কোন কিছুই বাস্তবসম্মত নয়। আমি এমনকি ভালমত হাঁটতে পারি না। কারণ আমি নিঃশ্বাস নিতে পারি না। আমি একটা পাথরের উপর বসে বলের মত কুঁকড়ে থাকলাম।

জ্যাকব আমাকে সেই অবস্থায় খুঁজে পেল। আমি তার অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারলাম সে আমাকে বুঝতে পারল।

'দুঃখিত।' সে ঠিক সেই কথাটাই বলল। সে আমাকে মাটি থেকে টেনে তুলল। সে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। আমি তার আগ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যে আমার ঠাণ্ডা লাগছিল। তার উষ্ণতা আমাকে কাঁপিয়ে তুলল। কিন্তু অন্ততপক্ষে সেখানে সে থাকার কারণে আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম।

'আমি তোমার এই বসন্তের সময়টা নষ্ট করে দিয়েছি।' জ্যাকব বিচ থেকে দূরে সরে যেতে যেতে নিজেকে অভিযুক্ত করল।

'না। তুমি তা করোনি। আমার কোন পরিকল্পনা ছিল না। আমি মনে করি না আমার কোন সময় নষ্ট হয়েছে।'

'আমি আগামীকাল সকালে ছুটি নেব। অন্যরা আমাকে ছাড়াও বেশ যেতে পারবে। আমরা দুজনে মজাদার কিছু করব।'

এই কথাগুলো শুনে মনে হলো আমার জীবন খুব স্বাভাবিকভাবে চলে যাচ্ছে। 'মজাদার?'

'মজাদার কিছু যেটাই তোমাকে প্রকৃতপক্ষে দরকার, হুম...' সে আমাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার চোখ তারপর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল।

'পেয়ে গেছি!' সে চেচিয়ে রইল। 'আরেকটা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য।'

'তুমি কি নিয়ে কথা বলছ?'

সে আমার হাত ছেড়ে দিল এবং বিচের দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করল। সেদিকে সমুদ্রের খাড়ির কাছে অর্ধ চাঁদের মত পাথর ছড়িয়ে আছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

'আমি কি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করি নাই যে ক্লিফ ডাইভিংয়ে নিয়ে যাব?'

আমি কাঁপতে লাগলাম।

'হ্যাঁ— এটা কিছুটা শীতল হতে পারে- এতটাই হবে না যতটা আজকে ঠাণ্ডা। তুমি কি আবহাওয়া পরিবর্তিত হচ্ছে সেটা অনুভব করতে পারছ? ওই চাপটা? আগামীকাল বেশ উষ্ণ হতে থাকবে। তুমি এটার জন্য উপযুক্ত হবে?'

সেই কালো জল আমাকে কোন আমন্ত্রণ জানালো না। এই দিক থেকে ক্লিফটাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি উঁচুতে মনে হচ্ছে।

কিন্তু এটা অনেকদিন গত হয়েছে আমি এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর শুনেছি না। সেটাই আমার সমস্যার একটা অংশ হতে পারে। আমি আমার বিভ্রান্তির শব্দে আসক্ত হয়ে পড়েছি। এটা আরো খারাপ হবে যদি আমি আরো অনেক বেশি দিন এভাবে যেতে

দেই। ক্লিফ থেকে নিচে লাফ দিয়ে পড়া সেই ধরনের সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে।

'নিশ্চয়, আমি এটার জন্য প্রস্তুত, মজার।

'এটা বিপজ্জনক সাহসী।' সে বলল। আমার কাধের উপর তার হাত রাখল।

'ঠিক আছে— এখন যাও, যেয়ে একটু ঘুম দাও।' আমি তার এইভাবে তাকানোটা পছন্দ করছিলাম না।

পরবর্তী দিন সকালে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। পোশাক পরিবর্তন করে বাইরের পোশাক পরলাম। আমার একটা অনুভূতি হয়েছিল যে চার্লি আমার আজকের এই পরিকল্পনা অনুমতি দেবে না যেভাবে তিনি কখনও আমার মোটরসাইকেলের ব্যাপারে অনুমোদন দেবেন না।

আমার সমস্ত দুশ্চিন্তাকে খণ্ডবিখন্ড করে দেয়ার ধারণাটা আমাকে উত্তেজিত করে তুলল। হতে পারে এটা একটা মজা হবে। জ্যাকবের সাথে একটা ডেট। এ্যাডওয়ার্ডের সাথেও একটা ডেট.... আমি গভীরভাবে হেসে উঠলাম। জ্যাকব বলতে পারে আমাদের এই উল্টোপাল্টা জুটিকে সে চায়। আমিই সেই একজন যে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে ফেলি। আমি দেখেছি নেকড়েমানব দেখে মনে হয় স্বাভাবিক সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসছে।

আমি আশা করেছিলাম জ্যাকব আমার সাথে বাইরে দেখা করবে। সেই একইভাবে যখন আমার শব্দ করা ট্রাকটা আমার উপস্থিতি ঘোষণা করে। তখন সে বেরিয়ে এল না। আমি অনুমান করলাম যে সে সম্ভবত এখনও ঘুমাচ্ছে। আমি অপেক্ষা করব— তার যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছে ততক্ষণ সে বিশ্রাম নিক। তার ঘুমের দরকার। সেটুকু হলে দিনের বেলা তাকে আরো অনেক বেশি প্রাণবন্ত হবে। জ্যাকব আবহাওয়ার ব্যাপারে ঠিক বলেছিল। এটা রাতেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। একটা ঘন মেঘের স্তর বাতাসকে ভারী করে রেখেছে। এটাকে এরই মধ্যে লবণাক্ত করে ফেলেছে। এটা ছিল উষ্ণ এবং এটা ধুসর কম্বলের মত লাগছিল। আমি আমার সোয়েটার ট্রাকে রেখে এলাম।

আমি শান্তভাবে দরজায় নক করলাম।

'এদিকে এসো বেলা।' বিলি বললেন।

তিনি রান্নাঘরের টেবিলের কাছে ছিলেন। ঠাণ্ডা সিরিয়াল খাচ্ছিলেন।

'জ্যাক ঘুমাচ্ছে?'

'অরর, না।' তিনি তার চামুচ নিচে নামিয়ে রাখলেন। তার ভ্রুজোড়া একত্রিত হয়ে গেল।

'কি হয়েছে?' আমি জানতে চাইলাম। তার অভিব্যক্তি দেখেই আমি বুঝতে পারছিলাম খারাপ কিছু একটা ঘটে গেছে।

'এমব্রি, জারেড এবং পল আজ সকালে একটা পরিষ্কার ট্রেইলের জন্য বেরিয়েছে। স্যাম আর জ্যাক তাদের সাহায্যের জন্য বেরিয়েছে। স্যাম আশাবাদী-

তারা সেই মেয়েটাকে পাহাড়ের পিছনে পাবে বলে আশা করছে। তারা ভাবছে ওকে শেষ করে দেয়ার একটা ভাল সুযোগ পাওয়া গেছে।

'ওহ, না চাচা' আমি ফিসফিস করে বললাম 'ওহ না।'

তিনি নিচু স্বরে গভীরভাবে শব্দ করলেন। 'তুমি কি সত্যিই লা পুশের এখানে তোমার থাকা এখানে পছন্দ করো?

'মজার কথা বলো না, চাচা। এটা খুবই ভয়ের ব্যাপার।

'তুমি ঠিক বলেছ।' তিনি একমত হলেন। তার প্রাচীন চোখজোড়া দুবোর্ধ্য মনে হলো। 'এই ব্যাপারটা কৌশলগত।

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম।

'তুমি যতটা বিপজ্জনক ভাবছ এটা তাদের জন্য ততটা বিপজ্জনক নয়। স্যাম জানে সে কি করতে যাচ্ছে। তুমি একমাত্র একজন যে ব্যাপারটা নিয়ে এতটা দুশ্চিন্তা করছ। ভ্যাম্পায়ার তাদের সাথে লড়াই করতে চায় না। সে শুধু একটা পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে...তোমার জন্য।'

'স্যাম কীভাবে জানে সে কি করছে?' আমি জানতে চাইলাম 'তারা শুধুমাত্র একটা ভ্যাম্পায়ারকে হত্যা করেছে- সেটা তো তাদের সৌভাগ্যক্রমে হতে পারে।'

'আমরা যেটাই করি সেটা খুবই সিরিয়াসলিই নেই, বেলা। কোনকিছুই ভুলে যাই না। তাদের সবকিছুই জানতে হয় যেগুলো তারা বাবা থেকে ছেলেতে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জানতে পারে।

তাদের সেই পদ্ধতি আমাকে তেমন কোন স্বস্তি দিল না। ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি আমার স্মৃতিতে জাগরুক। সে বন্য, বিড়ালের মত, হিংস্র এবং খুবই শক্তিশালী। যদি সে নেকড়েগুলোর আশেপাশে নাও থাকে, সে সম্ভবত তাদেরকে খুঁজে নেবে।

বিলি সকালের নাস্তায় ফিরে গেলেন। আমি সোফায় বসে থাকলাম। বসে বসে অসংলগ্নভাবে টিভির চ্যানেল পরিবর্তন করে চললাম। সেটাও বেশিক্ষণ করলাম না। আমি সেই ছোট রুমটাকে নিজেকে বদ্ধ বদ্ধ অনুভব করলাম। ঘাবড়ে গেলাম যে রুমটাকে আমি কোন জানালা দেখতে পাচ্ছিলাম না।

'আমি সীবিচে থাকব।' আমি বিলিকে বেপরোয়াভাবে বললাম। তারপর দ্রুত বেগে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

বাইরে বেরিয়ে আমি যেমনটি ভেবেছিলাম তেমন কোন সাহায্য হলো না। আকাশের মেঘগুলো যেন আরো নিচে নেমে এসেছে। জঙ্গলটা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক বেশি শূন্য মনে হলো। আমি কোন জীবজন্তু দেখতে পেলাম না। কোন পাখি নয়, কোন কাঠবিড়ালী নয়। আমি কোন পাখির কলকাকলী শুনতে পেলাম না। নিঃশব্দটা অন্যরকম। সেখানে এমনকি গাছের পাতার বাতাসেরও কোন শব্দ নেই।

আমি জানতাম এ সবকিছুই আবহাওয়ার কারণে ঘটছে। কিন্তু আমাকে এখনও এটা অন্যরকম ভাবাচ্ছে। সেটা খুব ভারী। উষ্ণ চাপের কারণে আবহাওয়ার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেটা আমার মানবিক অনুভূতিতে এটা জানিয়ে দিচ্ছে যে ঝড় বিভাগে কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। আকাশের মেঘগুলোর কারণে বাতাস অন্যভাবে

প্রবাহিত হচ্ছে। কাছের মেঘগুলো ধোয়াটে বিবর্ণ। কিন্তু দুইটা স্তরের মাঝে আরেকটা স্তর অন্য রঙের। আকাশকে আজ খুবই ভয়ংকর মনে হচ্ছে। জন্তুগুলোও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে মনে হয়।

সীবীচে পৌঁছে মনে হলো আমার না আসায় ভাল ছিল। আমি এর মধ্যেই এই জায়গা সম্বন্ধে অনেক বেশি জানি। আমি প্রায় প্রতিদিনই এখানে কাটাই। একাকী কাটাই। এটা কি আমার দুঃস্বপ্ন থেকে অনেক বেশিই ভিন্ন? কিন্তু আমি আর কোথায় যেতে পারি? আমি গাছের কাছাকাছি গেলাম। গাছের শিকড়গুলোর ওখানে ঝুকে বসলাম। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমি জ্যাকব আর তার বন্ধুদের বিপদ সম্বন্ধে না ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। কারণ জ্যাকবের কোন কিছু ঘটতে পারে না। এই চিন্তা অমোচনীয়। আমি এরই মধ্যে অনেক বেশি হারিয়ে ফেলেছি। শেষ কিছুটা কি আমার জন্য থাকতে পারে না? সেটা দেখে খুবই আনফেয়ার মনে হচ্ছে। ভারসাম্যের বাইরে। কিন্তু হতে পারে আমি কিছু অজানা নিয়ম ভাঙতে পারে। হতে পারে মিথ এবং কিংবদন্তীর মধ্যে কাটানো ভুল ব্যাপারে, সেখান থেকে মানবীয় জগতে ফিরে আসাটা অন্যরকম। হতে পারে...

না। জ্যাকবের কিছুই হতে পারে না। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না অথবা এটা মোটেই কাজ করতে পারবে না।

'আহ!' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। গাছের গুড়ির উপর থেকে লাফ দিয়ে উঠলাম। আমি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছি না। এটা দৌড়ানোর চেয়ে খারাপ কিছু।

আমি সত্যিই এই সকালে এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর শুনতে চেয়েছিলাম। এটাই মনে হয় একমাত্র জিনিস যেটার কারণে আমি গোটা দিন কাটাতে পারি। আমার ব্যথার ক্ষত তীব্র যাতনা নিয়ে ফিরে আসছে। জ্যাকবের উপস্থিতিতে এটা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে এখন যেন তার প্রতিশোধ নিতে চাইছে। ক্ষতের যন্ত্রণা আমাকে পুড়িয়ে দিতে চাইছে।

আমি হাঁটতে থাকলে সমুদ্র স্রোত আমার পিছু নিল। পাথরের উপর আছড়ে পড়তে লাগল। কিন্তু সেখানে তখনও কোন বাতাস ছিল না। আমি ঝড়ের উপস্থিতি বুঝতে পারছিলাম। আমার চারদিকের সবকিছুই ঘুরছে। কিন্তু আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাতাসের যেন অবশকারী বৈদ্যুতিক আবেশ ছিল। আমার চুলে স্থির বিদ্যুতের উপস্থিতি বুঝতে পারছিলাম।

সমুদ্রের স্রোত তীরের কাছে এসে আরো প্রবল উন্মত্ত হয়ে উঠছিল। আমি দেখতে পেলাম সেগুলো ক্লিফের নিচে জড়ো হচ্ছে। সাদা ফেনার মেঘ তৈরি করছে। তখনও বাতাসের কোন চলন ছিল না। যদিও এখন মেঘগুলো আগের চেয়ে অধিক বেগে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এটা দেখে মনে হচ্ছে যেন মেঘগুলো তাদের ইচ্ছেমত ঘোরাফেরা করছে। আমি কাঁপছিলাম। যদিও আমি জানতাম এটা শুধুমাত্র ঝড়ের চাপ।

জীবন্ত আকাশের নিচে ক্লিফটাকে ধারালো ছুরির মত মনে হচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে আমি জ্যাকবের সেদিনের কথা মনে করতে পারলাম। যেদিন জ্যাকব আমাকে স্যাম এবং তার দলের কথা বলেছিল। আমি ছেলেগুলোর কথা চিন্তা করলাম। সেই মায়ানেকড়েরা। যারা নিজেদের শূন্য বাতাসে ছুড়ে দেয়। তাদের সেই পড়ার দৃশ্য,

শূন্যে ডিগবাজি খাওয়ার দৃশ্য এখন আমার মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে। আমি মুক্ত বাতাসে পড়ার সেই দৃশ্য কল্পনা করতে পারি...এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর আমার মাথার মধ্যে কীভাবে চলে আসে আমি সেটাও কল্পনা করতে পারি। রাগান্বিত, মসৃণ, উপযুক্ত...যেটা আমার বুকের ভেতর জ্বলতে থাকে।

সেখানে কোন একটা উপায় থাকা উচিত এটা থেকে বের হওয়ার জন্য। যন্ত্রণাটা দিন দিন আরো বেশি অসহ্য হয়ে উঠছে। আমি ক্লিফ এবং ভেঙে পড়া স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বেশ, তাহলে কেন নয়? কেন এখনওই আমি সেটা করছি না?

জ্যাকব আমাকে ক্লিফ ডাইভিং শেখানোর ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছিল, করেনি কি? শুধুমাত্র এই কারণে যে সে এখন তাকে খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি আমার যেটা এতটা প্রয়োজন সেটা আমি ত্যাগ করব? খুবই খারাপভাবে প্রয়োজন কারণ জ্যাকব তার জীবনের ঝুকি নিতে যাচ্ছে? আমার জন্য ঝুকি। যদি এটা আমার জন্য না হয়ে থাকে, ভিক্টোরিয়া সেখানে মানুষকে হত্যা করে বেড়াত না...শুধু অন্য কোথাও চলে যেতো। অনেক দূরে। যদি জ্যাকবের কোনকিছু ঘটে যায়, তাহলে এটা আমার দোষেই ঘটবে। এই উপলব্ধি আমাকে খুব বেশি ভাবাল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বিলির বাড়ির দিকে দৌড়ানো শুরু করলাম। যেখানে আমার ট্রাক রাখা আছে।

আমি ক্লিফের কাছাকাছি দিয়ে যাওয়ার সেই পথটাকে চিনতাম। কিন্তু আমি সেই ছোট্ট পথটা খুঁজছিলাম যেটা আমাকে আরো সহজে সেখানে নিয়ে যাবে।

যখন আমি সেদিকে গেলাম আমি ফর্কের দিকে তাকালাম। জানতাম যে জ্যাকব আমাকে একেবারের উপরে না উঠিয়ে মাঝামাঝি নিচু জায়গা থেকে ডাইভিং দেয়া শেখাবে। কিন্তু উপরের সেই হালকা জায়গাটার উপর আমার অন্যরকম আর্কষণ। আমি নিচে আরো কোন ভাল জায়গা খুঁজে বের করার মত সময় পেলাম না। ঝড় এখন খুব দ্রুত বেগে চলাচল করছে। শেষ পর্যন্ত বাতাস আমাকে ছুয়ে ছুয়ে যাচ্ছে। মেঘগুলো মাটির কাছাকাছি নেমে আসতে চাইছে। যখন আমি সেই জায়গাটায় পৌছুলাম যেখানে নোংরা পথ শেষ হয়ে গেছে, বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা আমার মুখে পড়ল।

আমার এখন অন্যকোন পথ খুঁজে নেয়ার মত পর্যাপ্ত সময় হাতে নেই। আমি একেবারে সুউচ্চ থেকে লাফ দিতে চাই। সেটাই সেই প্রতিমূর্তি যেটা আমি আমার মস্তিষ্কে ধারণ করে রেখেছি। আমি দীর্ঘ পতন চাইছিলাম যেটা আমাকে উড়ার মত আনন্দ দেবে।

আমি জানতাম এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বোকার মত, সবচেয়ে বেপরোয়া বিপজ্জনক কাজ হবে যা এতদিন করেছি তার চেয়ে। ব্যথার যন্ত্রণাটা এরই মধ্যে সহজ হয়ে এসেছে। এটা এমন যেন আমার শরীর এখনই জানে যে এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর মাত্র সেকেন্ড দূরে...

সমুদ্রের শব্দ এখান থেকে অনেক দূরে। যেভাবেই হোক আগের চেয়ে অনেক দূরে। যখন আমি গাছের ভেতরের পথ দিয়ে ছিলাম তার চেয়ে দূরে। আমি শিহরে উঠলাম যখন আমি সম্ভাব্য তাপমাত্রার ব্যাপারটা চিন্তা করলাম। কিন্তু এটা এখন আর

আমাকে থামাতে পারবে না।

বাতাস এখন অনেক শক্তিশালীভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা চাবুকের মত আমার উপরে পড়ছে।

আমি হেটে হেটে সুউচ্চ খাড়ির একেবারে কিনারায় গেলাম। আমার চোখ সামনের শূন্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। আমার পায়ের আঙুলগুলো যেন ভোতা অনুভূতি হচ্ছিল। খুব সাবধানে খাড়ির উপরের কিনারার পাথরের উপর একটু একটু করে এগুচ্ছিলাম। আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম এবং এটা ধরে রাখলাম... অপেক্ষা করছি।

'বেলা।'

আমি হাসলাম এবং শ্বাস ছাড়লাম।

হ্যাঁ? আমি জোরে শব্দ করে উত্তর দিলাম না। এই ভয়ে দিলাম না যে আমার শব্দে এখনকার এই অপূর্ব বিভ্রান্তি হয়তো দূর হয়ে যাবে। তার কণ্ঠস্বর এতটাই বাস্তব, এতটাই কাছাকাছি। এটা শুধুমাত্র যখন আমি তার প্রকৃত স্মৃতি স্মরণ করতে পারি। সেই মসৃণ কণ্ঠস্বর এবং সংগীতপূর্ণ কণ্ঠস্বর যেটা আমাকে সমস্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে উপযুক্ত রাখে।

'এটা করো না।' সে কাতর কণ্ঠে বলল।

তুমি চেয়েছিলে আমি মানুষ হিসাবে থাকি। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। বেশ, লক্ষ্য কর।

'দয়া করো। আমার জন্য।

কিন্তু তুমি আমার সাথে যেকোন উপায়ে থাকছ না।

'প্লিজ' এটা ফিসফিসানির মত বৃষ্টির ফোঁটার সাথে আমার উপর এসে পড়ল। বৃষ্টি আমার জামাকাপড় ভিজিয়ে দিল। সেটা আমাকে এমনভাবে ভিজিয়ে দিল যেন আমি সেইদিনে দ্বিতীয়বারের মত লাফ দিচ্ছি।

'না, বেলা!' সে এখন রাগান্বিত। তার সেই রাগ এতটাই ভালবাসাপুর্ণ।

আমি হাসলাম এবং আমার দুহাত সোজা দুইদিকে প্রসারিত করলাম। আমি এখন ডাইভ দিতে যাচ্ছি। বৃষ্টির মধ্য থেকে মুখ তুললাম। কিন্তু এটা সাধারণ প্লাবিক পুলে সাতার কাটার চেয়ে অনেক বেশি অন্যরকম। প্রথমে পা, প্রথমবারে। আমি সামনে ঝুকে পড়লাম। বেশি শক্তির জন্য হামাগুড়ি দিলাম...

এবং আমি ক্লিফের উপর থেকে যেন উড়ে চললাম।

আমি চিৎকার দিলাম যখন আমি শূন্য বাতাসে একটা উল্কাপিন্ডের মত উড়তে লাগলাম। কিন্তু এই চিৎকার আনন্দের চিৎকার। ভয়ের নয়। বাতাস বাধা দিচ্ছিল। ব্যর্থভাবে চেষ্টা করছিল মধ্যাকর্ষণে রাখতে। আমাকে ধাক্কা দিচ্ছিল এবং এমনভাবে ঘোরাচ্ছিল যেন একটা রকেট মাটিতে ক্রাশ করতে যাচ্ছে।

হ্যাঁ! এই শব্দ আমার কানে মাথার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আমি পানির উপরে পতিত হলাম। এটা ছিল বরফের মত ঠাণ্ডা, আমি যেমনটি ভয় পাচ্ছিলাম তার চেয়ে অধিক ঠাণ্ডা। আর সেই সাথে উপর থেকে পতিত হওয়ার কারণে ভয়ের স্রোত

বয়ে গেল।

আমি নিজেকে নিয়ে গর্বিত ছিলাম যখন গভীর কালো বরফ শীতল জলের ভেতর সেধিয়ে যাচ্ছিলাম। এক মুহূর্তের জন্য আমি আতংকের কোন কারণ দেখলাম না। শুধুই এড্রেনালিন প্রবাহিত হতে লাগল। সত্যিই, এই পতনটা আদৌ কোন ভয়ের ব্যাপার নয়। তাহলে সেই চ্যালেঞ্জটা কোথায়?

সেটা তখনই হলো যখন স্রোত আমাকে পাকড়াও করে ফেলল।

আমি আগের থেকেই ক্লিফের উচ্চতা, উচ্চতা থেকে পতনের বিপদ এইসব নিয়ে এতটাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম যে কালো জলের ভেতরেই বিপদ অপেক্ষা করছিল। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে প্রকৃত বিপদটা আসবে পানিতে পতনের পর, গভীর স্রোতের ভেতরে।

আমি এরকম অনুভব করছিলাম স্রোত আমার উপরে লড়াই করে চলেছে। আমাকে সামনে পিছনে ঝাকি দিয়ে নিয়ে চলেছে। যদিও আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম অর্ধেকটা টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। আমি জানতাম কীভাবে স্রোতের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে হয়। তীরের কাছে যাওয়ার জন্য লড়াই করার চেয়ে বিচের সমান্ত রালে সাতার কাটাই শ্রেয়। কিন্তু সেই জ্ঞান আমাকে সামান্য ভাল লাগা দিল। আমি জানতাম না সমুদ্রের তীর কোন দিকে।

আমি এমনকি এই বলতে পারি না কোন দিকে পানির উপরিতল।

ফুসতে থাকা পানি সবদিক থেকে অন্ধকার করে চেপে আছে। সেখানে আমাকে উপরে উঠানোর জন্য কোনরকম উজ্জ্বলতা নেই। বাতাসের সাথে তুলনা করলে এখানে ভেতরের মধ্যাকর্ষণ অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু স্রোতের ভেতরে এটা কিছুই না। আমি নিচের দিকে কোন কিছু অনুভব করতে পারলাম না। যেকোন দিকে ডুবে যাওয়া। শুধু স্রোতটা আমাকে একটা পুতুলের মত একের পর এক ঘোরাতে লাগল।

আমি নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলাম। ঠোঁট চেপে বন্ধ করে রাখলাম ভেতরের শেষ অক্সিজেনটুকু ধরে রাখার জন্য।

আমি মোটেই সেই বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হলাম না যে এ্যাডওয়ার্ড সেখানেও আছে। সে আমার কাছে অনেক ঋণী। আমি মারা যাচ্ছি এটার সাথে তুলনা করলে। এই জ্ঞান উপলব্ধি করে আমি বিস্মিত হলাম। আমি ডুবে যাচ্ছি। আমি ডুবে মারা যাচ্ছি।

'সাঁতার কাটতে থাকো!' এ্যাডওয়ার্ড গুরুত্বের সাথে আমার মাথার ভেতর বলতে লাগল।

কোথায়? সেখানে শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কোন কিছুই নেই। সেখানে সাঁতার কাটার মত কোন জায়গাও নেই।

'থামো তাহলে!' সে আদেশ করল 'তোমার ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সাহস করো কীভাবে!

ঠাণ্ডা পানির শীতলতা আমার হাত পা অবশ করে দিতে লাগল। আমি এর আগে কখনও এতটা অবশ অবস্থায় পড়ি নাই। এটা এখন তন্দ্রাচ্ছন্নতার চেয়ে বেশি কিছু। পানির ভেতরে সাহায্যহীনভাবে ঘূরতে থাকা।

কিন্তু আমি তাকে শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি হাত ছুড়ে সেদিকে পৌঁছনোর চেষ্টা করছিলাম। আমার পা দিতে আরো জোরে আঘাত দিতে থাকলাম। যদিও প্রতি সেকেন্ডে আমি আরেকটা নতুন অভিমুখে যাত্রা করছিলাম। এটা কোন ভাল কিছু হচ্ছিল বলে মনে হলো না। সেখানে পয়েন্টটা কি?

'লড়াই করো!' সে চিৎকার দিল। 'গোল্লায় যাক বেলা, লড়াই অব্যহত রাখো।

কেন?

আমি আর কোন রকম লড়াই করতে চাই না। আর এটা কোন সহজ কাজ ছিল না। সেই ঠাণ্ডা। সেই ব্যর্থতা। আমার হাতের মাংসপেশী শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সেটা আমি যেখানে আছি সেখানে থাকতে বাধ্য করছে। আমি এর মধ্যেই সুখী ছিলাম যে এটা শেষ হতে চলেছে। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে সহজ শত্রু অন্য যেগুলোর আমি মুখোমুখি হয়েছি তার চেয়ে। আরামদায়ক মৃত্যু।

আমি সংক্ষিপ্তভাবে গোটা ব্যাপারটা ভেবে দেখলাম। কীভাবে জীবনটা চোখের উপর একের পর এক ভেসে ওঠে। আমি অনেক বেশি সৌভাগ্যবতী। কে এখন আর আবার সেখানে ফেরত যেতে চায়, যেভাবেই হোক?

আমি তাকে দেখেছিলাম। আমার আর লড়াই করার কোন ইচ্ছে ছিল না। এটা এতটাই সুস্পষ্ট, এতটাই পরিষ্কার যেকোন স্মৃতির চেয়ে। আমার অবচেতন মন এ্যাডওয়ার্ডের সবকিছু ধারণ করে রেখেছে। তাকে শেষ মুহূর্তের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে। আমি তার প্রকৃত মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম যেন সে সত্যিকারেই সেখানে আছে। তার বরফ শীতল ত্বকের প্রকৃত রুপ, তার ঠোঁটের গড়ন, তার চোয়ালের ওঠানামা, তার স্বর্ণাভ চোখের দৃষ্টি। সে খুবই রাগান্বিত, স্বাভাবিকভাবেই। কারণ আমি বাচার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। তার দাঁত রাগে গিড়মিড় করছিল। রাগে তার নাকের পাটা ফুলে উঠছিল।

'না! বেলা, না!

আমার কান ঠাণ্ডা পানির তোড়ে ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু বরাবরের মতই তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার। আমি তার কথাতে গুরুত্ব দিলাম না। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের শব্দে মনোযোগী হলাম। কেন আমি লড়তে যাব যখন আমি যেভাবে আছি এভাবেই এতটা সুখী? যদিও আমার ফুসফুস আরো অধিক বাতাসের জন্য পুড়ে যাচ্ছিল এবং আমার পা বরফ শীতল পানিতে জমে যাচ্ছিল। আমি সেগুলো ধারণ করছিলাম। আমি ভুলে গিয়েছিলাম প্রকৃত সুখী থাকাটা কীভাবে অনুভূত হয়।

সুখী হওয়া। এটা আমাকে গোটা মৃত্যুর ব্যাপারটাকে সহ্যের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

সেই মুহূর্তে স্রোত আমাকে পেয়ে গেল। আমাকে বেপরোয়াভাবে কোন কিছুর দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। শক্ত কিছু, এক মুহূর্তের জন্য পাথর দেখতে পেলাম। এটা সরাসরি আমার বুকে আঘাত করল। আমাকে একটা লোহারপাতের মত তার উপরে নিয়ে ফেলল। আমার বুকের ভেঁতর থেকে ফুস করে বাতাস বেরিয়ে গেল। রুপালি বুদবুদের মেঘ উঠল। পানি আমার গলার ভেতরে ঢুকে গেল। এটা আমাকে যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল। লোহারপাত যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলছিল। আমাকে এ্যাডওয়ার্ড

থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আরো গভীর অন্ধকারের দিকে। সাগরের অতলের দিকে।

বিদায়, আমি তোমাকে ভালবাসি, সেটাই আমার শেষ চিন্তাভাবনা।

ষোল

সেই মুহূর্তে আমার মাথা পানির উপরিতলে ভেসে উঠলো।

কীভাবে সম্ভব! আমি তো নিশ্চিত ছিলাম আমি ডুবে যাচ্ছি।

স্রোত আমাকে যেতে দিল না। ঢেউ আমাকে আরো বেশি পাথরের উপর আছড়ে ফেললো। সেগুলো আমার পিঠের মাঝখানে তীব্রভাবে আঘাত করছিল। ছন্দের তালে তালে ধাক্কা দিয়ে আমার ভেতর থেকে পানি বের করে দিচ্ছিল। এককেবারে বিপুল পরিমাণ পানি বের হয়ে আসছিল। এগুলো আমার নাক মুখ দিয়ে একভাবে বেরিয়ে যাচ্ছিল। লবণাক্ততা আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। আমার ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গিয়েছিল। আমার গলায় এতবেশি পরিমাণ পানি ছিল যে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। পাথরগুলো আমার পিঠে আঘাত করছিলো। যেভাবেই হোক আমি এক জায়গায় স্থির ছিলাম। যদিও আমার চারিদিকে তখনও স্রোতের ব্যাপক আনাগোণা। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। চারিদিকে পানি। আমার মুখের দিকে আসছিল।

'শ্বাস নাও!' একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। উদ্বিগ্নতায় বন্য হয়ে গেছে। আমাকে আদেশ করল। আমি একধরনের ব্যথা পেলাম যখন আমি কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারলাম। এটা এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর ছিল না।

আমি আদেশ মানলাম না। আমার মুখ থেকে পানি বের হওয়া বন্ধ হচ্ছে না। শ্বাস নেয়ার মত যথেষ্ট অবস্থা এখনও আমার হয়নি। কালো বরফ শীতল পানি আমার বুকে ভর্তি হয়ে আছে। আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

পাথর আমার পিঠে আবারও আঘাত করছে। আমরা দুই শোল্ডার বেল্ডের ঠিক মাঝখানে আঘাত করছে। আরেক দমকা পানি আমার ফুসফুসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

'শ্বাস নাও বেলা! ফিরে এসো।' জ্যাকব কাতর কণ্ঠে বলল।

আমার চোখের সামনে কালো মুর্তি দেখা গেল। সেটা ধীরে ধীরে বড় থেকে আরো বড় হচ্ছে। আমার চোখের সামনের আলো আড়াল করে রেখেছে।

পাথর আবার আমাকে আঘাত করল।

পাথর পানির মত ঠাণ্ডা ছিল না। এটা আমার ত্বকের উপর গরম অনুভূতি দিলো। আমি বুঝতে পারলাম এটা জ্যাকবের হাত। আমার ফুসফুসের ভেতর থেকে পানি বের করার চেষ্টা করছে। যে লোহার মত জিনিসটা আমাকে পানি থেকে টেনে তুলেছে...সেটাও উষ্ণ...আমার মাথা ঘুরতে লাগল। কালো জিনিস চারিদিকে ঘিরে

আছে...

আমি কি তাহলে আবার মারা গেছি, তারপর? এখন শুধুমাত্র অন্ধকার। এখানে আনন্দদায়ক কিছুই দেখছি না। স্রোতের তীরে ভেঙে পড়া ধীরে ধীরে মুছে হারিয়ে যাচ্ছে। শান্ত হয়ে যাচ্ছে। হুইশ শব্দটাও আমার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আমার কানে আসছে...

'বেলা?' জ্যাকব জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠস্বর এখনও উদ্বিগ্ন। কিন্তু আগের মত ততটা বন্য নয়। 'বেলা, সোনা, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

আমার মাথার ভেতরে ঘুরতে লাগল। আমি অসুস্থবোধ করতে লাগলাম। যেন মনে হচ্ছিল সবকিছু এখন পানির ভেতরে...

'সে কতক্ষণ ধরে ওরকম অজ্ঞান অবস্থায় আছে?' কেউ একজন প্রশ্ন করল।

যে কণ্ঠস্বরটা জ্যাকবের ছিল না, সেটা আমাকে যেন ধাক্কা দিল। আমার আরো অধিক সচেতন করে তুলল।

আমি বুঝতে পারলাম আমি স্থির হয়ে আছি। আমার চারপাশে এখন আর স্রোতের কোন যুদ্ধ নেই। ভারী ভাবটা আমার মাথার ভেতরেই। আমার শরীরের নিচের জায়গাটা সমতল এবং গতিহীন। আমার খোলা হাতে আমি সেটার স্পর্শ পেলাম।

'আমি জানি না।' জ্যাকব রিপোর্ট করল। এখনও উন্মত্ত। তার কণ্ঠস্বর খুব কাছাকাছি। তার হাত খুবই উষ্ণ। সেটা আমার চুলের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। 'এই তো কয়েক মিনিট? খুব আগে তো সে সমুদ্রে সৈকতে আসে নাই।'

আমার কানের ভেতরের শো শো শব্দটা সমুদ্র স্রোতের শব্দ নয়। এটা আমার ফুসফুসের ভেতরে বাতাস চলাচলের শব্দ। প্রতিটা নিঃশ্বাস জ্বলে যাচ্ছিল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের পথটা এতটা অমসৃণ হয়ে আছে যেন ইস্পাতের তৈরি। কিন্তু আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম।

আমি জমে যাচ্ছিলাম। হাজার হাজার বরফ কুচি যেন আমার মুখ হাত পা জমিয়ে দিচ্ছিল।

'সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সে ফিরে আসছে। আমাদের তাকে এখন এই ঠাণ্ডার মধ্য থেকে বাইরে বের করে নেয়া উচিত। ওর মুখের রঙ যেভাবে বদলাচ্ছে আমার সেটা পছন্দ হচ্ছে না...' আমি এইবারে স্যামের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম।

'তুমি কি মনে করো তাকে এখন থেকে নড়ানো এখন ঠিক হবে?

'সে যখন পড়ে গেছে তখন তার পিছনে অথবা অন্য কোথাও আঘাত পায় নি তো?

'আমি জানি না।

তারা দ্বিধা করতে লাগল।

আমি আমার চোখ খুলতে চেষ্টা করলাম। এটা মিনিট খানেক সময় নিল। কিন্তু তারপর আমি অন্ধকার দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম পার্পল রঙের গাঢ় মেঘ যেটা ঠাণ্ডা বৃষ্টি নামাচ্ছিল। 'জ্যাক?' আমি কেঁদে উঠলাম।

জ্যাকবের মুখ আকাশ আড়াল করে দাঁড়াল। 'ওহ!' সে শ্বাস নিল। তার শরীরের

উপর দিয়ে স্বস্তির একটা ঢেউ বয়ে গেল। তার চোখ বৃষ্টির পানিতে ভিজে গিয়েছিল। 'ওহ, বেলা! তুমি কি ঠিক আছো? তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমার কি কোথাও আঘাত লেগেছে?

'শু-ধু আ-মার গলায়।' আমার কথা আটকে আটকে গেল। ঠাণ্ডায় আমার ঠোঁট কাঁপছিল।

'তাহলে আগে চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই।' জ্যাকব বলল। সে আমার নিচে তার হাত ঢুকিয়ে দিল। কোন শক্তি খরচ ছাড়াই আমাকে টেনে তুলল যেন একটা খালি বক্স উঁচু করছে। তার বুক নগ্ন এবং উষ্ণ। সে কাঁধ কুজো করে আমার উপর থেকে বৃষ্টি পড়া আড়াল করল। আমার মাথা তার হাতের উপর ঝুলতে লাগল। আমি শূন্যদৃষ্টিতে পেছনের উন্মত্ত পানির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'তুমি তাকে পেয়েছো?' আমি শুনতে পেলাম স্যাম জিজ্ঞেস করছে।

'হ্যাঁ। আমি তাকে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি। হাসপাতালে ফিরে যাও। আমি তোমার সাথে পরে যোগ দেব। ধন্যবাদ স্যাম।

আমার মাথা তখনও ঘুরছিল। প্রথমে তার কোন কথায় আমি বুঝতে পারছিলাম না। স্যাম কোন উত্তর দিল না। সেখানে কোন শব্দ ছিল না।

জ্যাকব আমাকে বহন করে নিয়ে চলল। আমি চিন্তিতভাবে পানির দিকে তাকালাম। আমার চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ফুলকির মত কি যেন কালো পানির উপর খেলা করছিল। সমুদ্রের সৈকত থেকে সেটা বেশ দূরে। সেই আকৃতিটা আমার মনে কোন সেন্স তৈরি করল না। আমি বুঝতে পারলাম আমি এখনও কতটা অচেতন অবস্থায় আছি। আমার মাথা সেই কালো পানির স্মৃতি খেলা করতে থাকে— এতটাই হারিয়ে গেছি যে আমি পড়া অথবা উঠার কথা মনে করতে পারছি না। এতটাই হারিয়ে...কিন্তু যেভাবেই হোক জ্যাকব...

'তুমি আমাকে কীভাবে খুঁজে পেয়েছো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি তোমাকে খোঁজ করছিলাম।' সে আমাকে বলল। সে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাকে নিয়ে কিছুটা দৌড়ানোর মত করে এগুচ্ছিল। বিচের নিকটবর্তী রাস্তার দিকে চলছিল। 'আমি তোমার ট্রাকের টায়ারের দাগ ধরে এগিয়েছিলাম। তারপর আমি তোমার চিৎকার শুনতে পাই...' সে কেঁপে উঠল। 'তুমি কেন লাফ দিয়েছিলে, বেলা? তুমি কি খেয়াল করে দেখোনি যে বাইরে তখন ঝড়ো হাওয়াটা হ্যারিকেনের রুপ নিতে শুরু করেছে? তুমি কি আমার জন্য দেরি করতে পারো নি?' তার সেই স্বস্তিকর অবস্থা আবার রাগে পরিণত হলো।

'দুঃখিত।' আমি বিড়বিড় করে বললাম 'আমি একটা বোকা গাধা।

'হ্যাঁ। সত্যিই এটা বোকার মত কাজ।' সে একমত হলো। সে ঝুঁকে এলে তার চুল থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। 'দেখ, তুমি কি কিছু মনে করবে যখন আমি আশেপাশে থাকি তখনকার জন্য? আমি মনোসংযোগ করতে পারছি না যদি আমি মনে

করি তুমি আমার পেছনেই ক্লিফ থেকে লাফ দিয়ে পড়েছিলে।

'নিশ্চয়।' আমি সম্মত হলাম। 'কোন সমস্যা নেই।' আমি একজন চেইনস্মোকারের মত স্বরে বললাম। আমি গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলাম। তারপর কেঁপে উঠলাম। গলা পরিষ্কার করতে গিয়ে মনে হলো কেউ আমার ফুসফুসে ছুরি চালিয়েছে। 'আজ কি ঘটেছিল? তুমি কি তাকে...তাকে খুঁজে পেয়েছিলে?' এখন আমার কেঁপে ওঠার কথা। যদিও সেখানে ততটা ঠাণ্ডা ছিল না। তার হাস্যকার শরীরের তাপমাত্রা পাচ্ছিলাম আমি।

জ্যাকব দুদিকে তার মাথা নাড়ল। সে এখনও হাঁটার চেয়ে অনেক বেশি দৌড়ানোর মত করে চলছে। সে রাস্তা থেকে তার বাড়ির দিকে চলেছে। 'না, সে পানিতে লাফিয়ে পড়েছিল। সেই রক্তচোষার সেখানে সেই সুযোগটা ছিল। সেটার কারণেই আমি বাড়িতে ছুটে এসেছিলাম। আমি ভীত ছিলাম যে সে দ্বৈত সাঁতার কেটে এদিকে আসবে। তুমি এত বেশি সময় সীবিচে কাটাও ' সে কথা বন্ধ করে দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল।

'স্যাম তোমার সাথে ফিরে এসেছিল... প্রত্যেকেই কি বাড়িতে ফিরে এসেছে?' আমি আশা করছি তারা এখনও তাকে খুঁজে ফিরছে না।

'হ্যাঁ। সেই রকমই।'

আমি তার অভিব্যক্তি বোঝার চেষ্টা করলাম। তার চোখ খুব কঠোর হয়ে আছে সেটা দুশ্চিন্তায় অথবা ব্যথায়ও হতে পারে।

হঠাৎ করে তাদের বলা ওই কথাগুলো আমার কাছে কোন অর্থ বহন করল না। 'তুমি বলেছিলে...হাসপাতালে। এর আগে স্যামকে। কেউ কি আহত হয়েছে? সে কি তোমাদের সাথে লড়াই করেছে?' আমার কণ্ঠস্বর লাফিয়ে চড়া সুরে উঠে গেল। অদ্ভুত কর্কশ শোনাল।

'না, না। আমরা যখন ফিরে এলাম, এমিলি আমাদের জন্য একটা সংবাদ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। হ্যারির আজ সকালে একটা হার্ট এ্যাটাক হয়েছে।

'হ্যারি?' আমি মাথা নাড়লাম। চেষ্টা করছিলাম সে যেটা বলেছে সেটা বুঝে উঠার। 'ওহ, না! বাবা কি ব্যাপারটা জানেন?

'হ্যাঁ। তিনিও এখান সেখানেই আছে। আমার বাবার সাথে।

'হ্যারি কি তাহলে ঠিক হতে চলেছে?

জ্যাকবের চোখ হঠাৎ করে কঠিন হয়ে গেল। 'তাকে এখন এই মুহূর্তে ততটা ভাল দেখাচ্ছে না।'

বেপরোয়াভাবে আমি সত্যিই এই ব্যাপারে নিজেকে দোষীভেবে অসুস্থবোধ করতে লাগলাম। এইরকম বোকার মত ক্লিফ ডাইভিংয়ের ব্যাপারে নিজেকে ভয়ানক লাগছিল। এখন এই মুহূর্তে আমাকে নিয়ে কারো দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়। এই রকম একটা সময়ে আমি কেন এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠলাম।

'আমি এখন কি করতে পারি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সেই মুহূর্তে বৃষ্টি থেমে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমরা এরই মধ্যে

জ্যাকবের বাড়িতে পৌঁছে গেছি। আমরা দরজা পর্যন্ত হেঁটে এসে বুঝতে পারলাম। ঝড় তাদের ছাদে আঘাত হানছিল।

'তুমি এখানে অপেক্ষা করতে পার।' সে আমাকে ছোট্ট কোচের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল। 'আমি এটাই বোঝাচ্ছি—ঠিক এখানেই। আমি তোমার জন্য কিছু কাপড়চোপড় আনতে যাচ্ছি।

অন্ধকার রুমে আমার চোখ সয়ে নিতে লাগলাম। জ্যাকব সে সময়ে তার বেডরুমে গেল। বিলিকে ছাড়া এই ছোট্ট রুমটা খুবই ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। খুবই নির্জন। এটা সত্যিই অন্যরকম— সম্ভবত তিনি এখন কোনখানে এটা আমি জানি বলেই।

জ্যাকব কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল। সে আমার দিকে কাপড়ের স্তুপ ছুড়ে দিল। 'এগুলো তোমার জন্য মনে হয় অনেক বড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল এইগুলি আমি পেয়েছি। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি যাতে তুমি পোশাক পরিবর্তন করতে পার।

'কোথাও যেও না।' আমি এতটাই ক্লান্ত যে নড়তে পারছি না। শুধু আমার সাথে থাক।

জ্যাকব আমার পাশে মেঝেতে বসে পড়ল। সে কোচের গায়ে হেলান দিয়ে বসল। আমি বিস্মিত কখন সে শেষবার ঘুমিয়েছিল। আমি যেরকম অনুভব করছিলাম তাকে ততটাই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

সে আমার পাশের কুশন তার মাথা এলিয়ে দিয়ে বলল 'তার চেয়ে ভাল হয় আমি মিনিট খানিকের জন্য বিশ্রাম নেই...'

সে তার চোখ বন্ধ করল। আমিও আমার চোখ বন্ধ করলাম।

বেচার হ্যারি। বেচারা সুই। আমি জানি চার্লি এখন তাদের পাশে আছে। হ্যারি তার ভাল বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। জ্যাকবের ওই নৈব্যক্তিক আলাপের পরও আমি আশা করতে পারি হ্যারি ভাল হয়ে উঠবে। চার্লির জন্য। সুই, লেহ এবং সেথের জন্য...

বিলির সোফা রেডিয়েটরের একেবারে কাছাকাছি। আমি উষ্ণ হয়ে উঠলাম। আমার ভেজা কাপড়চোপড় সত্ত্বেও। আমার ফুসফুস ব্যথা করছিল যে আমি জেগে উঠার পরিবর্তে অচেতন হয়ে পড়তে লাগলাম। আমি জানি এখানে ঘুমিয়ে পড়াটা খারাপ ব্যাপার হবে...জ্যাকব মৃদু স্বরে নাক ডাকতে শুরু করেছে। সেটার শব্দ একটা ছোট্ট ঘুমন্ত বাচ্চার মত। আমি নিজেও খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লাম।

এই প্রথমবারের মত দীর্ঘ সময়ের পরে, আমার স্বপ্ন একটা সাধারণ স্বপ্ন হলো। শুধু পুরানো স্মৃতির ঝাঁপসা ব্যাপারস্যাপার—ফনিক্সের উজ্বল সূর্যালোক, আমার মায়ের মুখ, গাছের উপরের ঘর, দেয়ালভর্তি আয়না, কালের পানির উপর আগুনের শিখা...আমি প্রত্যেকটাকে ভুলে গেলাম যখন একের পর এক সেটা পরিবর্তিত হয়ে গেল।

শেষের ছবিটাই আমার মাথার মধ্যে গেঁথে রইল। এটা পুরোপুরি অর্থহীন

স্বপ্ন—শুধু দেখতে পেলাম একটা স্টেজ শো। রাতের বেলকনি। আঁকানো চাদ আকাশে ঝুলানো আছে। আমি লক্ষ্য করলাম রাতের পোশাক পরা মেয়েটি বেলকনির রেলিং ধরে ঝুকে আছে। এবং সে নিজের সাথে কথা বলে চলেছে।

অর্থহীন... কিন্তু আমি যখন ধীরে ধীরে সচেতন হলাম আমি বুঝতে পারলাম, জুলিয়েটই আমার মনের মধ্যে।

জ্যাকব তখনও ঘুমিয়ে ছিল। সে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল এবং তার নিঃশ্বাস আরো গাঢ় ও একই রকম হয়ে গেল। বাড়িটা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি অন্ধকার। জানালার ওপাশে এখন গাঢ় অন্ধকার। আমি শক্ত হয়ে ছিলাম। কিন্তু উষ্ণ এবং পুরোপুরি শুকিয়ে গেছি। আমার ভেতরে প্রতিবার নিঃশ্বাস নেয়ার সাথে সাথে জ্বলে যাচ্ছে।

আমি উঠতে যাচ্ছি। অন্তত পক্ষে, আমার একটা পানীয়ের দরকার। কিন্তু আমার শরীর চাচ্ছে এই মুহূর্তে এখানে শুয়ে পড়তে। আর কখনও না নড়তে।

নড়াচড়া করার পরিবর্তে, আমি জুলিয়েট সম্বন্ধে আরো বেশি চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম।

আমি বিস্মিত সে কি করবে রোমিও যদি তাকে ছেড়ে চলে যায়? শুধু এই কারণে নয় যে তাকে যেতে হবে কিন্তু এই কারণে যে সে আগ্রহ হারিয়েছে? কি হবে যদি রোসালি তাকে সেই সময়টুকু দেয় এবং তার মন পরিবর্তিত করে ফেলে? কি হবে জুলিয়েটকে বিয়ে করার পরিবর্তে সে যদি শুধু অদৃশ্য হয়ে যায়?

আমি ভাবলাম, আমি জানি জুলিয়েটের কেমন লাগে।

সে বাস্তবিক পক্ষে তার পুরানো জীবনে ফিরে যেতে পারবে না। সে এমনকি এখান থেকে চলেও যেতে পারবে না। আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। এমনকি যদি সে বৃদ্ধা হওয়া পর্যন্তও বেঁচে থাকে, প্রতিবার সে যখন তার চোখ বন্ধ করবে সে ততবারই রোমিওর মুখ দেখতে পাবে। তাকে সেটা গ্রহণ করতে হবে ঘটনাক্রমে।

আমি বিস্মিত সে যদি শেষ পর্যন্ত প্যারিসকে বিয়ে করে ফেলে। শুধু তার পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। শান্তি রক্ষা করার জন্য। না, সম্ভবত না। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু তারপর, গল্পটা প্যারিস সম্বন্ধে খুববেশি কিছু বলে নাই। সে শুধুমাত্র একটা জড়িত চরিত্র। একটা জায়গাপূর্ণকারী, একটা আতংক। একটা ডেডলাইন।

কি হবে যদি সেখানে প্যারিসকে আরো বেশি মনোযোগ দেয়া হয়?

কি হবে যদি জুলিয়েট প্যারিসের বন্ধু হয়? তার সবচেয়ে ভাল বন্ধু? কি হবে যদি সেই একমাত্র একজন হয় যে রোমিরও ব্যাপারটাকে ভুলিয়ে দিতে পারবে? সেই একমাত্র ব্যক্তি যে তাকে বুঝতে পাবে এবং তাকে আবার আগের অনুভূতিতে ফেরত নিয়ে আসবে? কি হবে যদি সে ধৈর্যশীল ও দয়ালু হয়? কি হবে যদি সে তার প্রতি যত্ন নেয়? কি হবে যদি জুলিয়েট তাকে ছেড়ে বেঁচে থাকতে না পারে? কি হবে যদি সে সত্যিই তাকে ভালবেসে এবং তাকে সুখী দেখতে চায়?

এবং... কি হবে যদি সে প্যারিসকে ভালবাসে? রোমিওর মত নয় হয়তো। সেরকম কিছু নয় অবশ্যই। কিন্তু তাকে সুখী করার জন্য যথেষ্ট?

জ্যাকবের ধীর, গভীর নিঃশ্বাসের শব্দই সেই রুমের একমাত্র শব্দ। মনে হচ্ছে যেন কোন শিশুকে ঘুমপাড়ানি গান শোনানো হচ্ছে। রকিং চেয়ারের ফিসফিসানির মত। পুরানো ঘড়ির শব্দের মত। এটা এক ধরনের স্বস্তিকর শব্দ।

যদি সত্যিই রোমিও চলে যায়, আর কখনও ফিরে না আসে, এটা কি জুলিয়েটের কাছে কোন ব্যাপার হবে সে প্যারিসের অফার গ্রহণ করবে কি না? হতে পারে সে জীবনটাকে অন্যভাবে সাজাতে চাইবে। হতে পারে সেটা সুখের খুব কাছাকাছি কিছু একটা হবে।

আমি শ্বাস নিলাম। তারপর গুঙিয়ে উঠলাম যখন সেই বাতাস আমার গলাকে টুকরো টুকরো করতে লাগল। আমি এই গল্পটা খুববেশি পড়ে ফেলেছি। রোমিও তার মন পরিবর্তন করবে না। সে কারণেই লোকজন এখনও তার নাম মনে রেখেছে। সবসময় সেটা জোড়া বেধেই বলে 'রোমিও আর জুলিয়েট। সেকারণেই এটা একটা ভাল গল্প। *'জুলিয়েট জেগে উঠলো এবং প্যারিসের সাথে সম্পর্ক করল!* এই গল্প কখনই হিট হতো না।

আমি চোখ বন্ধ করলাম এবং আমার মন থেকে এই বোকার মত নাটক মুছে ফেলার চেষ্টা করলাম। এটা নিয়ে আমি আর ভাবতে চাইলাম না। আমি তার পরিবর্তে বাস্তবতা ভাবার চেষ্টা করলাম। ক্লিফের উপর থেকে লাফ দেয়া নিনয়ে। সেটা কোন উর্বর মস্তিষ্কের একটা কাজ হয়েছে। এবং শুধু সেই ক্লিফই নয়। কিন্তু সেই মোটরসাইকেল। কি হতো যদি খারাপ কিছু একটা আমার হয়ে যেতো? তাহলে সেটা চার্লির উপর কেমন হতো? হ্যারির হার্টএ্যাটার্ক আমাকে হঠাৎ করে সবকিছু একটা দৃশ্যমান করে তুলল। যেটা আমি এর আগে দেখি নি কারণ— যদি আমি স্বীকার করি সত্যটা আমি আমার পথ পরিবর্তেনের কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি কি সেভাবে জীবন যাপন করতে পারি?

হতে পারে, এটা কোন সহজ কিছু হবে না। এই হ্যালুসিনেশন ত্যাগ করা আমার জন্য দুঃখ দুর্দশার কারণ হবে। আমাকে বড় হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু হতে পারে আমি এটা করতে পারব। এবং হতে পারে আমি এটা পারব। যদি জ্যাকব আমার সাথে থাকে।

আমি এই মুহূর্তে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলাম না। এটা আমাকে খুবই আঘাত করল। আমাকে আরো অধিক কিছু ভাবতে হবে।

সেই বিকালের খারাপ ঘটনা আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। আমি যতই ভাল কিছু চিন্তা করতে চাইলাম খারাপ বিষয়গুলো এসে গেল...পতনের সময় বাতাসের অনুভূতি, কালো জলের অন্ধকার, স্রোতের তীব্রতা... এ্যাডওয়ার্ডের মুখ... আমি সেটা অনেক সময় ধরে মনে করতে পারলাম। জ্যাকবের উষ্ণ হাত, আমাকে আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আঘাত... ঘন মেঘের মাঝখান দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা... স্রোতের উপর অদ্ভুত আগুনের মত...

সেখানে সেই স্রোতের উপরে আমার পরিচিত কোন রঙের ঢেউ মনে হচ্ছে খেলে গিয়েছিল। অবশ্যই এটা কখনই আগুনের হালকা হতে পারে না—

আমার চিন্তাভাবনা বাধাগ্রস্ত হলো। বাইরের কাদার উপর গাড়ির চাকার থামার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি শুনতে পেলাম এটা বাড়ির সামনে এসে থামল। শুনলাম দরজা খুলে গেল এবং আবার বন্ধ হয়ে গেল। আমি উঠে বসার চিন্তাভাবনা করছিলাম। তারপর আবার সেই চিন্তা বাদ দিলাম।

বিলির কণ্ঠস্বর খুব সহজেই চিনতে পারলাম। কিন্তু তিনি খুব নিচু স্বরে কথা বলছিলেন। সেটা শোনার জন্য খুব একটা যথেষ্ট ছিল না।

দরজা খুলে গেল। ঘরের ভেতরের আলো জ্বলে উঠল। মুহূর্তের জন্য আমি আলোতে যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। আমি চোখ বন্ধ করলাম। জ্যাক চমকে জেগে উঠল। বড় করে শ্বাস নিয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'দুঃখিত।' বিলি বললেন, 'আমরা কি তোমাকে জাগিয়ে দিয়েছি?

আমার চোখ ধীরে ধীরে তার মুখের উপর পতিত হলো। তারপর যখন আমি তার মুখের অভিব্যক্তি পড়তে পারলাম, তার চোখ কান্নার জলে পরিপূর্ণ।

'ওহ, না, চাচা!' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

তিনি ধীরে ধীরে মাথা নোয়ালেন। তার অভিব্যক্তি দুঃখে পরিপূর্ণ। জ্যাক তাড়াতাড়ি তার বাবার কাছে গেল। বাবার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল। ব্যথার যন্ত্রণাটা তার মুখের ভাব হঠাৎ করে শিশুসুলভ হয়ে গেল। এটা ওরকম একজন মানুষের জন্য খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

স্যাম বিলির ঠিক পিছনে। দরজা দিয়ে তার চেয়ার ঠেলে নিয়ে আসছিল। তার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি মুখ থেকে সরে গিয়ে দুঃখে ভরে আছে।

'আমি খুবই দুঃখিত।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

বিলি মাথা নোয়ালেন। 'চারিদিকের সবকিছু খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে।'

'বাবা কোথায়?'

'তোমার বাবা এখনও সুইয়ের সাথে হাসপাতালে আছে। সেখানে অনেক কিছুই...এখনও অনেক কিছুই জোগাড়যন্ত্র করার দরকার আছে।'

আমি ঢোক গিললাম।

'সবচেয়ে ভাল হয় আমি সেখানে ফিরে যাই।' স্যাম বিড়বিড় করে বলল। সে তড়িঘড়ি করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিলি জ্যাকবের হাত থেকে তার হাত টেনে নিলেন। তারপর তিনি নিজেকে ঠেলে ঠেলে কিচেনের দিকে নিয়ে গেলেন।

জ্যাক মিনিট খানিক ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আমার পাশে এসে মেঝেতে আবার বসে পড়ল। সে তার মুখ হাতের উপর রাখল। আমি তার কাঁধ ঘষে দিলাম। আশা করছি আমি যেকোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

দীর্ঘক্ষণ পর, জ্যাকব আমার হাত টেনে নিল এবং তার মুখে ঘষল।

'তুমি কেমন বোধ করছ? তুমি ঠিক আছো তো? আমার সম্ভবত তোমাকে একজন ডাক্তার বা এই জাতীয় কারোর কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।' সে নিঃশ্বাস নিল।

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।' আমি বললাম।

সে আমার দিকে তাকানোর জন্য মাথা ঘোরাল। তার চোখ জোড়া লাল হয়েছিল। 'তোমাকে খুব একটা ভাল দেখাচ্ছে না।'

'আমি খুব একটা ভালবোধ করছি না। মানে আমি অনুমান করছি।'

'আমি তোমার ট্রাক আনতে যাব এবং তারপর তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাব। তোমার সম্ভবত সেখানে থাকা উচিত। আর চার্লিও তখন বাড়িতে ফিরে আসবে।'

'ঠিক।'

আমি চিন্তাহীনভাবে সোফার উপর কাত হয়ে শুয়েছিলাম। বাবার জন্য অপেক্ষা করছি। বিলি অন্য রুমে নীরবেই আছেন। আমার নিজেকে একজন পিপিং টমের মত মনে হলো। মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখের মধ্যে নাক গলিয়ে আমি তাদের প্রাইভেসি নষ্ট করেছি।

জ্যাকব খুববেশি সময় নিল না। আমার ট্রাকের ইঞ্জিনের গর্জন নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিল। এটা আমি আশা করার আগেই এসে গেছে। সে কোন কথা না বলে আমাকে সোফা থেকে বাইরে নেয়ায় সাহায্য করল। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বাইরে নিয়ে এল যখন বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস আমাকে কাঁপিয়ে দিল। তারপর আমাকে কোলে তুলে শক্ত করে ধরে রাখল। আমার মাথা তার বুকের উপর ঝুঁকে ছিল।

'তুমি কীভাবে বাড়িতে ফিরে আসবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি বাড়িতে ফিরে আসতে যাচ্ছি না। আমরা এখনও সেই রক্তচোষাকে ধরতে পারি নি, সেটা মনে আছে?

আমি আবারও কেপে উঠলাম, সে কাঁপুনি কোনমতেই শীতের কারণে নয়।

এটা তারপর খুব নীরব একটা যাত্রা হলো। ঠাণ্ডা বাতাস আমাকে জাগিয়ে দিল। আমার নীরব মন সচেতন ছিল। এটা খুব কাঠোরভাবে এবং খুবদ্রুত গতিতে কাজ করে চলছিল।

কি হবে তাহলে? এখন সবচেয়ে সঠিক কি কাজ করার আছে?

আমি এখন নিজের জীবনকে জ্যাকব ছাড়া কল্পনাও করতে পারি না। আমি সেটা ব্যতীত কোন কিছু কল্পনাতে জানি না। যেভাবেই হোক, আমার বেঁচে থাকার জন্য সে খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু যেভাবে তারা আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে...সেটা খুবই নিষ্ঠুর, যেভাবে মাইক দোষী হয়েছিল?

আমি মনে করতে পারলাম আমার সেই ইচ্ছে, যদি জ্যাকব আমার ভাই হতো। আমি এখন বুঝতে পারলাম আমি সত্যিই চাই আমি তার প্রতি দোষারোপ করি। আমি তেমন ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভব করি না যখন সে আমাকে এভাবে ধরে রাখে। এটা শুধু অদ্ভুত সুন্দর একটা অনুভূতি। উষ্ণ এবং আরামদায়ক এবং পরিচিত। নিরাপদ। জ্যাকব আমার জন্য ঠিক একটা নিরাপদ জলাশয়।

আমি অবশ্য একটা দোষ দিতে পারি। আমার সেরকম শক্তি আছে।

আমি তাকে সবকিছু বলতে পারি। আমি সেটা জানি। এটাই একমাত্র পথ যে পথে তার কাছে নিষ্কলুষ থাকা যায়। আমার ঠিক এই মুহূর্তে এটা ব্যাখ্যা করা উচিত। যাতে

সে জানতে পারে আমি সেটা সেটেল করছি না। সে আমার জন্য কতটা ভাল। সে এরই মধ্যে জেনে গেছে আমি ভাঙা সম্পর্কের। সেই অংশ তাকে বিস্মিত করে নাই। কিন্তু তার সেটার ব্যাপ্তি জানা প্রয়োজন। আমার স্বীকার করার উচিত যে আমি উন্মত্ত। সেই কণ্ঠস্বর শোনার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা উচিত। তার সবকিছু জানা প্রয়োজন। সে যেকোন একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে।

কিন্তু, এমনকি আমি সেই প্রয়োজনটা ধরতে পারার পরও, আমি জানতাম সে আমার এ সবকিছুর পরিবর্তে গ্রহণ করবে। সে এমনকি থেমে যাওয়ার ব্যাপারটা চিন্তাও করতে পারে না।

আমার এই ব্যাপারে কথা রাখা উচিত। প্রত্যেকেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। এটাই একমাত্র পথ তার কাছে নিষ্কলঙ্ক থাকা। আমি কি সেটা পারব?

এটা কি খুব ভুল কিছু হবে যে জ্যাকবকে সুখী দেখার চেষ্টা করা? এমনকি যদি তার প্রতি আমি যে ভালবাসা পোষণ করি সেটা মাত্র দুর্বলতার ব্যাপার না হয়ে থাকে। এমনকি যদি আমার হৃদয় অনেক দূরেও থাকে, সেই রোমিওর প্রতি দৃঢ়তা থাকতে হবে, সেটা কি খুব ভুল কিছু হবে?

জ্যাকব আমাদের বাড়ির অন্ধকারের সামনে ট্রাক থামাল। হঠাৎ করে ইঞ্জিন থামানোর কারণে চারিদিক নিস্তব্ধতায় ভরে গেল। অন্যান্য অসংখ্যবারের মত, সে আমার চিন্তাভাবনার যোগসূত্র ধরে ফেলতে পারল।

সে তার অন্যহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ফেলল। আমাকে তার বুকের উপর রাখল। এক হাতে জড়িয়ে ধরল। দারুণ অনুভূতি হলো। প্রায়ই পুরো একজন মানুষের মতই মনে হলো তাকে।

আমি ভাবছিলাম সে হয়তো হ্যারির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছে। কিন্তু তারপর যখন সে কথা বলল। তার কণ্ঠস্বর ক্ষমাপ্রার্থনা সূচক। 'দুঃখিত, আমি জানি তুমি আমার মত একইভাবে একই রকম অনুভূতি পোষণ করো না বেলা। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি তাতে কিছু মনে করি নি। আমি শুধু এটুকুতেই খুশি যে তুমি ভাল আছো ঠিক আছে যেকারণে আমি গান গাইতে পারছি— এবং সেটা কেউ কখনো শুনতে পায় না।' সে আমার কানের কাছে আনন্দিত স্বরে হেসে উঠল।

আমার শ্বাস প্রশ্বাস গলার কাছে যেন বেঁধে গেল।

এ্যাডওয়ার্ড কি এইসব ঘটনার পর আমাকে সুখী করতে চায় যতটা সম্ভব? তার কাছ থেকে কি পর্যাপ্ত বন্ধুত্ব আমি পেয়ে যাই নাই যেটা সে আমাকে দিয়েছে? আমি ভাবছি সে করেছে। সে আমাকে এইভাবে প্রতিহিংসা পরায়ণ হতে দেয় নাই। দিয়েছে এই ছোট্ট ভালবাসা যেটা সে আমাকে জ্যাকবের বন্ধু হতে দিতে চায় নি। সর্বোপরি, এটা সেই একই প্রকারের ভালবাসা নয়।

জ্যাকব তার উষ্ণ চিবুক আমার মাথার চুলের উপরে চেপে ধরল।

যদি আমি আমার মুখ তার দিকে ঘোরাই... যদি আমি আমার ঠোঁট তার খোলা কাঁধে চেপে ধরি...আমি সন্দেহাতীতভাবেই জানি সেটা তাহলে কোন দিকে নিয়ে যাবে। এটা খুব সহজ ব্যাপার হবে। সেখানে আজ রাতে কোন ব্যাখ্যারই কোন দরকার

হবে না।

কিন্তু আমি কি সেটা করতে পারি? আমি কি আমার অনুপস্থিত হৃদয়কে দু ভাগ জীবনের জন্য রক্ষা করতে পারি?

আমি সেসব কথা চিন্তা করতেই আমার পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল।

তারপর একদম পরিষ্কারভাবে যেন আমি কোন বিপদের মধ্যে পতিত হয়েছি তেমনভাবে এ্যাডওয়ার্ডের মসৃণ কণ্ঠস্বর আমার কানের কাছে ফিসফিস করল।

'সুখী হও।' সে আমাকে বলল।

আমি জমে গেলাম।

জ্যাকব আমার শক্ত হয়ে যাওয়া বুঝতে পারল এবং আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছেড়ে দিল। তারপর দরজার কাছে পৌঁছাল।

অপেক্ষা করো। আমি সেটা বলতে চাইল। শুধু এক মিনিটের জন্য। কিন্তু আমি তখনও সে জায়গায় জমে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার মাথার মধ্যে এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম।

ট্রাক থেকে নামার সাথে সাথে ঠাণ্ডা শীতল বাতাস বয়ে গেল।

'ওহ!' জ্যাকবের ভেতর থেকে শব্দটা এমনভাবে বের হলো যেন কেউ একজন তার মুখে ঘুষি মেরেছে। 'হলি কাউ!

সে দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। তার হাত এতটাই কাঁপছিল যে আমি জানি না কীভাবে সে এটি ম্যানেজ করবে।

'কি সমস্যা?'

সে খুব দ্রুততার সাথে আবার ইঞ্জিন চালু করে দিল এবং সেটা চালু হলো না।

'ভ্যাম্পায়ার।' সে বলল।

আমার মাথার ভেতরে ঝলকে রক্ত চলে এল এবং সেটা আমার মাথা ঘোরাতে লাগল। 'তুমি কীভাবে সেটা জানো?

'কারণ আমি এটার গন্ধ পাই! গোল্লায় যাক!

জ্যাকবের চোখ বন্য হয়ে উঠেছে। সে অন্ধকার রাস্তার দিকে খুঁজে ফিরছে। তার শরীরের উপর দিয়ে কাঁপুনির একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। 'মুখোমুখি হও অথবা তাকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসো?' সে হিসহিসিয়ে নিজেকে বলল।

সে মুহূর্তের জন্য একবার আমার দিকে তাকাল। আমার ভয়ার্ত চোখ দেখতে পেল। আমার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। সে আবার রাস্তার দিকে দেখতে লাগল। 'ঠিক, বেরিয়ে যেয়ে ধরো তাকে।'

ইঞ্জিনের গর্জন শোনা গেল। ট্রাক ঘোরার সময় টায়ারের ঘর্ষণের শব্দ শোনা গেল। ট্রাকের হেডলাইট পথের দিকে আলোকিত করল। অন্ধকার জঙ্গলের দিকে সে আলোর মুখ ঘোরাল। শেষ পর্যন্ত সে আমাদের বাড়ির বিপরীতে একটা গাড়ি পার্ক করা দেখতে পেল।

'থামো!' আমি নিঃশ্বাস নিলাম।

এটা একটা কালো গাড়ি। এই গাড়িটা আমি চিনি। আমি হয়তো গাড়ি সম্বন্ধে খুব

বেশি কিছু জানি না। কিন্তু আমি এই গাড়িটা সম্বন্ধে সবকিছুই বলতে পারি। এটা একটা মার্সিডিজ এএমজি গাড়ি। আমি এটার অশ্বশক্তির ব্যাপারেও জানি। এর ভেতরে রঙও বলে দিতে পারি। আমি এর শক্তিশালী ইঞ্জিন সম্বন্ধে জানি। আমি এর ভেতরের চামড়ার সিটের গন্ধ পর্যন্ত জানি।

এটা কার্লিসলের গাড়ি।

'থামো!' আমি গুঙিয়ে কেঁদে উঠলাম। এইবারে বেশ শব্দ করে। কারণ জ্যাকব ট্রাকটা সেদিকে নিয়ে চলেছিল।

'কি?

'এটা ভিক্টোরিয়া নয়। থামো, থামো! আমি পেছনের দিকে যেতে চাই।

সে এত জোরে ব্রেক কষল আমি প্রায় ড্যাশবোর্ডের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

'কি?' সে আবার জিজ্ঞেস করল। সে আমার দিকে ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'এটা কার্লিসলের গাড়ি! এটা কুলিনরা। আমি এটা জানি।

সে আমার মুখের দিকে তাকাল। একটা ভয়াবহ কাঁপনি তার শরীরের উপর দিয়ে বয়ে গেল।

'হেই, শান্ত হও জ্যাক। এটা ঠিক আছে। কোন বিপদ নেই। দেখ? শান্ত হও।

'হ্যাঁ। শান্ত।' সে হাঁপাতে লাগল। সে মাথা নিচের দিকে করল এবং তার চোখ বন্ধ করল। যখন সে মনোযোগ দিচ্ছিল সে নেকড়ে হিসাবে বিস্ফোরিত হলো না। আমি পেছনের জানালা দিয়ে সেই কালো গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এটা শুধুই কার্লিসল আমি নিজেকে বললাম। তার চেয়ে আর বেশি কিছু আশা করো না। হতে পারে এসমে....এখনি এখানে থামো। আমি নিজেকে বললাম। শুধু কার্লিসল। সেটাই অনেক কিছু। আমি আবার যাক কিছু ভাবছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

'সেখানে তোমার বাড়িতে একটা ভ্যাম্পায়ার আছে।' জ্যাকব হিসহিসিয়ে উঠল. 'এবং তুমি সেখানে ফেরত যেতে চাইছ?

আমি তার দিকে তাকালাম। অনেক কষ্টে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মার্সিডিজের উপর থেকে চোখ ফেরালাম। ভয় পাচ্ছিলাম দ্বিতীয়বার যখন ওদিকে তাকাব দেখব সেটা চলে গেছে।

'অবশ্যই।' আমি বললাম। তার এই প্রশ্নে আমার কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে ফাঁকা হয়ে গেছে। অবশ্যই আমি সেখানে ফিরে যেতে চাই।

জ্যাকবের মুখ কঠোর হয়ে গেল। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। চাইছিলাম সে শান্ত হয়ে উঠুক। আমি তার চোখেমুখে অন্যরকম আলো খেলা করতে দেখলাম। তার হাত তখনও কাঁপছিল। তাকে আমার চেয়ে দশ বছরের বেশি বয়স্ক মনে হচ্ছিল।

সে গভীরভাবে শ্বাস নিল। 'তুমি নিশ্চিত যে এটা কোন ধোকাবাজি নয়?' সে ধীরে ধীরে ভারী স্বরে আমাকে প্রশ্ন করল।

'এটা কোন ধোঁকাবাজি নয়।' এটা কার্লিসল। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও!

তার চওড়া কাঁধের উপর দিয়ে একটা কাঁপুনি বয়ে গেল। কিন্তু তার চোখ জোড়া নিরুত্তাপ অভিব্যক্তিহীন। 'না।'

'জ্যাক, সবকিছু ঠিক আছে...

'না, নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও বেলা' তার কণ্ঠস্বর যেন চড় মারার মত। আমি তার সেই কণ্ঠস্বরে কেঁপে উঠলাম। তার চোয়াল বাড়ি খাচ্ছিল।

'দেখ বেলা।' সে আগের মতই কঠোর স্বরে বলল। 'আমি ফিরে যেতে পারি না। চুক্তি হোক বা না হোক। সেখানে আমার শত্রু আছে।

'এটা সেরকম কিছু নয়—'

'আমাকে এখনই স্যামকে এ ব্যাপারে বলতে হবে। এই পরিবর্তের ব্যাপারটা। আমরা তাদের এই কৌশল ধরতে পারছি না।'

'জ্যাক, এটা কোন যুদ্ধ নয়!'

সে সেটা শুনল না। সে ট্রাকটাকে গতিহীন করে রাখল। তারপর দরজা দিয়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং দৌড়াতে শুরু করল।

'বিদায় বেলা।' সে পেছন দিক থেকে ডেকে বলল। 'আমি সত্যিই আশা করি তুমি মারা যাবে না।' সে অন্ধকারের মধ্যে দৌড়াতে শুরু করল। এত জোরে নিজেকে নাড়াল যে তার শরীর ঝাঁপসা হয়ে গেল। আমি তাকে মুখ খুলে ডাকার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি এক সেকেন্ড সিটে অর্থবের মত বসে রইলাম। আমি জ্যাকবের প্রতি কি এমন করেছি?

কিন্তু আমাকে সেভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকতে দিল না।

আমি সিট থেকে সরে ড্রাইভিং সিটে এলাম। আমার হাত জ্যাকবের হাতের মতই কাঁপছিল। এটা মিনিটখানিক সময় নিল মনোযোগ দেয়ার জন্য। তারপর আমি সর্তকতার সাথে ট্রাকটাকে ঘুরালাম এবং এটা আমার বাড়ির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম।

আমি বাড়ির সমানে যখন হেডলাইট অফ করে দিলাম তখন সেখানে খুব অন্ধকার হয়ে গেল। চার্লি এতটাই দ্রুততার সাথে চলে গেছেন যে তিনি সামনের পোর্চের আলো জ্বালতে ভুলে গেছেন। আমি সন্দেহের দোলায় পড়ে গেলাম। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। গভীর ছায়ার দিকে। কি হবে যদি এটা সত্যিই একটা ট্রিক হয়ে থাকে?

আমি পিছনের কালো গাড়িটার দিকে আবার তাকালাম। রাতের অন্ধকারে এটা প্রায় অদৃশ্যই বলা চলে। না। আমি এই গাড়িটাকে চিনি।

এখনও, আমার হাত আগের চেয়ে খারাপভাবে কাঁপতে লাগল। আমি যখন দরজার চাবি হাতে নিলাম তখনও হাত কাঁপতে লাগল। যখন আমি দরজার নকে হাত দিলাম এটা খোলার জন্য, এটা আমার হাতের নিচে খুব সহজেই ঘুরে গেল। আমি বুঝতে পারলাম দরজাটা খোলা। হলওয়ের পথটা অন্ধকারে ঢাকা।

আমি কোন কিছু সম্বোধন করতে চাইলাম কিন্তু আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি নিঃশ্বাস স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছি না।

আমি ভেতরে এক পা দিলাম এবং আলোর সুইচ খুঁজতে লাগলাম। এটা এতটাই অন্ধকার— যেন সেই কালো জলের মত...কোথায় সেই সুইচটা?

সেই কালো জলের মত, সেই কমলা রঙের অগ্নিশিখার মত যেটা কালো জলের উপরে ছিল। অগ্নিশিখার মত কিন্তু যেটা অগ্নিশিখা নয় কিন্তু তাহলে সেটা কি...? আমার আঙুল দেয়াল সুইচ খুঁজতে লাগ। এখনও খুঁজছি, এখনও কাঁপছি—

হঠাৎ করে, আজ সন্ধ্যেয় জ্যাকব যেটা বলেছিল সেটা আমার মাথার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম...*সে পানিতে চলে যায়,* সে বলেছিল, *সেই রক্তচোষার সেই সুবিধাটা আছে। সে কারণেই আমি বাড়িতে ফিরে এসেছি। আমি ভীত ছিলাম যে সে হয়তো সাঁতার কেটে সেখানে চলে যাবে। যেখানে তুমি...*

আমার হাত খুঁজতে যেয়ে থমকে থেমে গেল। আমার সমস্ত শরীর ভয়ে জমে গেল। যখন আমি বুঝতে পারলাম পানির উপরের সেই অদ্ভুত কমলা রঙের অগ্নিশিখার ব্যাপারটা।

ভিক্টোরিয়ার চুল, বাতাসে বেপরোয়াভাবে ভাসছিল, যেটার রঙ অগ্নিশিখার মত...

সে এখানে থাকতে পারে। সেখানে থাকতে পারে সেই জলাশয়ে আমার আর জ্যাকবের সাথে। যদি স্যাম সেখানে না থাকে, এটা শুধুমাত্র আমাদের দুজনের মধ্যে হয়ে থাকে...? আমি শ্বাস নিতে বা নড়তে পারছি না।

আলো জ্বলে উঠল হঠাৎ করে। আমি দেখতে পেলাম সেখানে কেউ একজন আছে। আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

সতের

অস্বাভাবিকভাবে স্থির এবং সাদা, বড় বড় কালো চোখ মেলে সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার দর্শনার্থী প্রকৃতপক্ষে স্থিরভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে অপেক্ষা করছিল হলঘরের মাঝখানে। আমার কল্পনার চেয়ে সে সুন্দরী।

আমার হাঁটু কাঁপতে শুরু করল। আমি প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম করলাম। কোন মতে সামলে নিলাম।

'এলিস, ওহ, এলিস!' আমি কেঁদে উঠলাম যখন আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম সে কতটা শক্ত। এটা এমনটি মনে হলো যেন আমার মাথা কোন শক্ত সিমেন্টের দেয়ালে আঘাত করেছে।

'বেলা?' সেখানে তার কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক ধরনের স্বস্তি এবং একইসাথে এক ধরনের দ্বিধা খেলা করছে।

আমি আমার বাহু দিয়ে তার চারিদিকে জড়িয়ে ধরলাম। নিশ্বাস নিচ্ছিলাম এত

বেশি যাতে তার ত্বকের গন্ধ আমার নাকে লাগে। এটা অন্য কিছুর মত ছিল না। ফুলের গন্ধও না মশলার গন্ধও না। পৃথিবীর কোন সুগন্ধী এর সাথে তুলনা চলে না। আমার স্মৃতিতে এটার বিচার্য কিছু নেই।

আমি লক্ষ্য করলাম না কখন আমার শ্বাস নেয়া অন্য কিছুতে রুপান্তরিত হয়ে গেল। আমি শুধু বুঝতে পারলাম আমি ফুঁপিয়ে কাঁদছি যখন এলিস আমাকে লিভিংরুমের কোচের উপর টেনে নিয়ে গেল। আমাকে তার কোলের উপর টেনে তুলল। এটা এমন যেন একটা ঠাণ্ডা পাথরের উপর কুঁকড়ে আছি। কিন্তু এই পাথরটা আমার শরীর সাথে আরামদায়ক অবস্থানে ছিল। সে আমার পিঠে সহজ ছান্দিক ছন্দে পিট চাপড়ে দিতে লাগল। অপেক্ষা করছিল যাতে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতে পারি।

'আমি...দুঃখিত।' আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'আমি শুধু...এতটাই সুখী...তোমাকে দেখতে পেয়ে!

'এটা ঠিক আছে বেলা। সবকিছুই ঠিক আছে।'

'হ্যাঁ।' আমি বললাম এবং একবারের জন্য এটা তেমনটিই মনে হলো।

এলিস শ্বাস নিল। 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি কতটা এলোমেলো।' সে বলল। তার কণ্ঠস্বর অন্যরকম।

আমি চোখের পানি গড়িয়ে পড়া চোখ দিয়ে তাকে দেখতে লাগলাম। এলিসের ঘাড় শক্ত হয়ে আছে। আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তার ঠোঁট জোড়া শক্তভাবে চেপে আছে। তার চোখের দৃষ্টি পিচের মত কালো।

'ওহ!' আমি নিঃশ্বাস নিলাম। আমি সমস্যাটা বুঝতে পারলাম। সে তৃষ্ণার্ত। আমি তার ক্ষুধার উদ্রেক করছি। তেমন গন্ধ দিচ্ছি। আমি সেই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলাম। 'দুঃখিত।'

'এটা আমার নিজের দোষ। আমি দীর্ঘ দিন ধরে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমি নিজেকে এতটা তৃষ্ণার্ত হতে দিতে চাইনি। কিন্তু আমার আজ বেশ ব্যস্ততা রয়েছে।' সে আমার দিকে সরাসরি যেভাবে তাকিয়ে রইল সেটা একদৃষ্টিতে তাকানো। 'কোন বিষয়ে কথা বলা তুমি কি আমাকে ব্যাখ্যা করবে কীভাবে তুমি জীবিত আছো?

সেটা সহজেই আমাকে ঘটনায় নিয়ে এল এবং আমি ফুঁপিয়ে কান্না বন্ধ করলাম। আমি বুঝতে পারলাম তাড়াতাড়ি কি ঘটে চলেছে এবং কেন এলিস আজ এখানে।

আমি তাড়াতাড়ি ঢোক গিললাম 'তুমি আমাকে পড়তে দেখেছিলে?

'না।' সে অসম্মত হলো। তার চোখ জোড়া ছোট হয়ে গেল। 'আমি তোমাকে লাফ দিতে দেখেছিলাম।

আমি ঠোঁট চেপে ধরে চিন্তা করতে লাগলাম। সেই ব্যাখ্যাটা খুব ভাল শোনাচ্ছে না।

এলিস তার মাথা নাড়ল। 'আমি তাকে বলেছিলাম এটা ঘটতে পারে।' কিন্তু সে আমাকে বিশ্বাস করে নাই। *'বেলা প্রতিজ্ঞা করেছে।'* তার কণ্ঠস্বর সে এমনভাবে নকল করল যে আমি একটা ধাক্কা খেলাম। ব্যথার যন্ত্রণাটা আবার আমার ভেতর ছড়িয়ে

পড়ল। *'তার ভবিষ্যতের দিকে নজর দিয়ো না।'* সে এখনও তাকে কোট করে চলেছে 'আমরা এর মধ্যে অনেক ক্ষতি করে ফেলেছি।'

'কিন্তু শুধু সে কারণে আমি দেখছিলাম না। তার অর্থ হচ্ছে আমি দেখছিলাম না।' সে বলে চলল, 'আমি শুধুমাত্র তোমার উপর নজর রাখছিলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করছি বেলা। এটা শুধু এই যে আমি এরই মধ্যে তোমার উপর নজর রেখেছি...যখন আমি তোমাকে লাফ দিতে দেখলাম, আমি কোন চিন্তাভাবনা করিনি। আমি শুধু প্লেনে উঠে বসেছি। আমি জানতাম আমি হয়তো খুব দেরি করে ফেলব। কিন্তু আমি আর কিছু করতে পারতাম না। তারপর আমি এখানে চলে এলাম। ভাবছিলাম হতে পারে আমি যেকোনভাবে চার্লিকে সাহায্য করতে পারব। এবং তুমি চলে এলে।' সে তার মাথা নাড়ল, এবার সে পুরোপুরি দ্বিধার মধ্যে। তার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শোনাল 'আমি দেখেছিলাম তুমি পানির মধ্যে চলে গেছো। আমি অপেক্ষার পর অপেক্ষা করছিলাম, তোমার উপরে উঠে আসার জন্য কিন্তু তুমি ওঠো নাই। কি হয়েছিল? এবং তুমি কীভাবে চার্লির প্রতি এটা করতে পারলে? তুমি কি এটা চিন্তা করা বন্ধ করে দিয়েছিলে যে সেটা তার জন্য কেমন হবে? এবং আমার ভাইয়ের জন্য? তোমার কি কোন ধারণা আছে যে এ্যাডওয়ার্ড কীভাবে...

আমি তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে দিলাম যখন সে তার নাম উচ্চারণ করল। আমি তাকে তারপরও বলতে দিতাম যদিও আমি বুঝতে পারছিলাম কীভাবে ভুল বোঝাবুঝি তার মধ্যে আছে। শুধুমাত্র তার সেই উপযুক্ত কণ্ঠস্বর শুনতে চাচ্ছি। কিন্তু এইবারে আমি তাকে বাধা দিলাম।

'এলিস, আমি আত্মহত্যা করতে যাই নি।

সে আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল। 'তুমি কি বলতে চাইছো তুমি ক্লিফ থেকে লাফ দিয়ে পড়ো নি?

'না, কিন্তু...' আমি মুখভঙ্গী করলাম 'এটা শুধুমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যে।

তার অভিব্যক্তি কঠোর হয়ে গেল।

'আমি জ্যাকবের কয়েকজন বন্ধুকে ক্লিফ থেকে লাফ দিতে দেখেছিলাম।' আমি জোর দিয়ে বললাম 'এটা দেখে মনে হয়েছিল....মজার কিছু এবং আমি খুবই বোর ফিল করছিলাম...

সে অপেক্ষা করতে লাগল।

'আমি মোটেই ঝড় কীভাবে স্রোতের উপর প্রভাব ফেলছে সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করি নি। প্রকৃতপক্ষে, আমি পানির ব্যাপারটা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাই নি।

এলিস এটা মেনে নিতে পারল না। আমি দেখতে পেলাম সে এখনও ভাবছে যে আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। আমি সরাসরি কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। 'তো যদি তুমি আমাকে সেখানে লাফ দিতে দেখ, তাহলে কেন তুমি জ্যাকবকে দেখতে পাও নি?

সে দুপাশে তার মাথা নাড়াল। তাকে বিভ্রান্ত দেখাল।

আমি বলে চললাম, 'এটা সত্য যে সম্ভবত আমি ডুবেই মারা যেতাম যদি সেই

সময় জ্যাকব আমার কাছে লাফ দিয়ে না পড়ত। বেশ, ঠিক আছে, সেখানে এ ব্যাপারে কোন সম্ভবনা নেই। কিন্তু সে করেছিল। সে আমাকে পানি থেকে টেনে বের করেছে। আমি ধারণা করছি সে আমাকে টেনে সৈকতের দিকে নিয়ে গেছে। যদিও আমি সেই সময়ে সে ব্যাপারে অবগত ছিলাম না। এটা সম্ভবত এক মিনিটেরও বেশ হবে না যখন আমি পানির তলে ছিলাম। তারপর সে আমাকে ধরে ফেলে। কীভাবে তাহলে সেটা তুমি দেখতে পাও নাই?

সে দ্বিধান্বিতভাবে ভ্রু কুঁচকাল। 'কেউ একজন তোমাকে টেনে তুলে এনেছে?

'হ্যাঁ। জ্যাকব আমাকে বাঁচিয়েছে।'

আমি কৌতুহলের সাথে লক্ষ্য করলাম তার মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা তাকে বিরক্ত করছে। সেটা কি তার দুরদর্শনের অসাধুতা? কিন্তু সেটা সত্য নয়। তারপর সে আমার দিকে ঝুকে এল এবং আমার কাঁধের উপর নাক গুঁজে ফুঁপাতে লাগল।

আমি জমে গেলাম।

'হাস্যকর হয়ো না।' সে বিড়বিড় করে বলল। আরো বেশি করে ফুঁপাতে লাগল।

'তুমি কি করেছ?'

সে আমার প্রশ্ন উপেক্ষা করে গেল। 'কে এখন এই মুহূর্তে বাইরে তোমার সাথে ছিল? তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল তোমরা তর্ক করছিলে।'

'জ্যাকব ব্লাক। সে আমার...সে আমার এক প্রকারের সবচেয়ে ভাল বন্ধু। আমি মনে করি। অন্ততপক্ষে, সে হচ্ছে...' আমি জ্যাকবের রাগের ব্যাপারে চিন্তা করলাম। তার প্রতারিত মুখ এবং এখন সে আমার প্রতি কেমন আচরণ করছে সেই বিষয়টা।

এলিস মাথা নোয়াল। দেখে মনে হচ্ছে আগের থেকেই জানত।

'কি?'

'আমি জানি না।' সে বলল 'আমি নিশ্চিত নই এটার মানে কি।

'বেশ, অন্ততপক্ষে, আমি মারা যাই নাই।'

সে তার চোখ ঘোরাল। 'সে এতটাই বোকা যেভাবে তুমি একাকী বেঁচে থাকতে পারবে। আমি কখনও কাউকে দেখি নাই যে এতটাই জীবনের ঝুকি নিয়ে বোকামি করতে পারে।

'আমি বেঁচে আছি।' আমি সেটা জোর দিয়ে বললাম।

সে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিল। 'তো, যদি স্রোতটা তোমার জন্য অত বেশি হয়ে থাকে, তাহলে জ্যাকব সেটা কীভাবে ম্যানেজ করতে পারল?

'জ্যাকব এতটাই...শক্তিশালী।'

সে আমার কণ্ঠস্বরের দ্বিধার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। সে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল।

আমি সেকেন্ডের জন্য ঠোঁট চেপে রইলাম। এটা কি একটা গোপনীয় বিষয় অথবা না? যদি এটা তাই হয়ে থাকে তাহলে কে আমার সবচেয়ে বেশি শুভাকাঙ্খী জ্যাকব না এলিস?

এটা খুব কঠিন যে গোপনীয়তা বজায় রাখা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। জ্যাকব সবকিছুই জানে। তাহলে এলিসও কেন জানবে না?

'দেখ, বেশ, সে একজন...সে আসলে একরকমের নেকড়েমানব।' আমি তাড়াতাড়ি সেটা স্বীকার করলাম। 'কুইলেটেরা নেকড়েতে রুপান্তরিত হয়ে যায় যখন তাদের আশেপাশে কোন ভ্যাম্পায়ার থাকে। তারা কার্লিসলে অনেক আগে থেকেই জানত। তুমি কি কার্লিসলের সাথে ফিরে এসেছো?

এলিস আমার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইল। তারপর আবার নিজের অবস্থানে ফিরে গেল। দ্রুত শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'বেশ, আমি অনুমান করছি সেটাই গন্ধের ব্যাখ্যা করে।' সে বিড়বিড় করে বলল 'কিন্তু এটার কি ব্যাখ্যা যেটা আমি দেখতে পাই নি?' সে ভ্রু কুঁচকাল। তার কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল।

'গন্ধটা?' আমি পুনরাবৃত্তি করলাম।

'তোমার গন্ধ ভয়ানক।' সে অন্যমনস্কভাবে বলল। এখনও ভ্রু কুঁচকে আছে। 'একজন নেকড়েমানব? তুমি কি সে বিষয়ে নিশ্চিত?

'খুবই নিশ্চিত।' আমি জোর গলায় প্রতিজ্ঞা করলাম। রাস্তায় জ্যাকব ও পলের সেই লড়াইয়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল। 'আমি অনুমান করছি তুমি তখন কার্লিসলের সাথে ছিলে না, শেষবার যখন এই ফরকসে্ নেকড়েমানবরা ছিল?

'না। আমি এখনও তাদেরকে খুঁজে পাই নাই।' এলিস এখন তার চিন্তাভাবনা হারানোর মধ্যে আছে। হঠাৎ, তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সে আমার দিকে ঘুরে এক দৃষ্টিতে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল। 'তোমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু একজন নেকড়েমানব?

আমি লজ্জিতভাবে মাথা উপর নিচ করলাম।

'সেটা কতদিন ধরে এরকম চলছে?'

'খুব বেশিদিন নয়।' আমি আত্মরক্ষামূলক স্বরে বললাম। 'সে শুধুমাত্র কয়েক সপ্তাহের আগে ওয়ারউলফের মূর্তি ধারণ করেছিল।

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'একজন নবীন ওয়ারউলফ? সবচেয়ে খারাপ। এ্যাডওয়ার্ডই তাহলে ঠিক— তুমি একজন বিপদের ম্যানেজার। তুমি কি বিপদ বা সমস্যা থেকে কি বাইরে কোনভাবে থাকতে পার না?

'সেখানে নেকড়েমানবদের নিয়ে কোন সমস্যা নেই।' আমি গম্ভীর মুখে বললাম। তার সমালোচনা আমার সহ্য হচ্ছে না।

'যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের নিয়ন্ত্রণ হারায়।' সে তার মাথা দ্রুতগতিতে এপাশে ওপাশে নাড়াল। 'এটা তোমার উপরে ছেড়ে দাও বেলা। যে কেউ খুব ভাল থাকবে যখন ভ্যাম্পায়ার শহর ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তুমি এখনও সেই দৈত্যের সাথে জড়িয়ে আছো।

আমি এলিসের সাথে কোনরকম তর্কের ভেতর গেলাম না। আমি এখনও আনন্দে কাঁপছিলাম যে সে সত্যিই এখন এখানে। আমি এখন তার মার্বেলের মত ত্বক স্পর্শ করতে পারি এবং তার ছন্দের মত কণ্ঠস্বর শুনতে পারি। কিন্তু সে সবকিছু

ওলোটপালোট করে ফেলছে।

'না এলিস। ভ্যাম্পায়ার সত্যি সত্যিই এখান থেকে যায়নি। তাদের সবাই যায়নি। যাইহোক। সেটাই হলো মস্ত সমস্যা। যদি সেখানে এই নেকড়েমানবেরা না থাকত, ভিক্টোরিয়া এখন আমাকে পেয়ে যেতো। বেশ, যদি এটা জ্যাক এবং তার বন্ধুদের জন্য না হয়ে থাকে, ভিক্টোরিয়া পাওয়ার আগে লরেন্ট আমাকে পেয়ে গিয়েছিল, আমি অনুমান করছি, সুতরাং...

'ভিক্টোরিয়া?' সে হিসহিস করে উঠল। 'লরেন্ট?'

আমি মাথা নোয়ালাম। তার কালো চোখের তারায় সতর্ক সংকেত দেখতে পেলাম। আমি নিজের বুকের দিকে নির্দেশ করলাম। 'বিপদের ম্যানেজার, মনে আছে?

সে আবার তার মাথা নাড়ল। 'আমাকে সবকিছু খুলে বলো। একেবারে শুরু থেকেই।'

আমি একেবারে শুরু থেকে শুরু করলাম। শুধু মোটরসাইকেল চালানো ও সেই কণ্ঠস্বরের ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু তাকে সবকিছুই বললাম। একেবারে আজকের এই ভুল বোঝাবুঝির অ্যাডভেঞ্চার পর্যন্ত। এলিস আমার বোর হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে খোড়া যুক্তি গ্রহণ করল না। এবং ক্লিফের উপর থেকে লাফ দেয়ার ব্যাপারটা। তো আমি তাড়াতাড়ি পানির উপর দেখা সেই অদ্ভুত অগ্নিশিখার কথা বললাম। আমি যেটা ভেবেছিলাম সেটার কথা বললাম। এই অংশ শোনার পর তার চোখ ছোট ছোট হয়ে গেল। এত অদ্ভুত যে তার দৃষ্টি এতটাই... এতটাই বিপজ্জনক হয়ে উঠল— ঠিক একটা ভ্যাম্পায়ারের মত। আমি কঠিনভাবে ঢোক গিললাম। তারপর হ্যারির ঘটনা পর্যন্ত বাকি ঘটনা বলে গেলাম।

সে কোনরকম বাঁধা দেয়া ছাড়াই আমার গল্প শুনে গেল। মাঝে মাঝে সে তার মাথা নাড়াতে লাগল। তার কপালের ভাঁজ গল্প শোনার সময় এমনভাবে পড়ল যেন মনে হলো সেটা স্থায়ী হয়ে যাবে। সে কোন কথা বলল না। শেষ পর্যন্ত, আমি থেমে গেলাম। হ্যারির চলে যাওয়ার জন্য মন দুঃখিত হয়ে উঠল। আমি চার্লির কথা চিন্তা করলাম। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরে আসবেন। তিনি এখন কেমন অবস্থায় আছেন?

'আমাদের চলে যাওয়া তোমার জন্য আদৌ কোন ভাল ফল বয়ে আনেনি। তাই নয় কি?' এলিস বিড়বিড় করে বলল।

আমি হঠাৎ করে হেসে উঠলাম। এটা হিস্টোরিয়ার হাসির মত শোনাল। 'সেটা কখনও কোন পয়েন্ট ছিল না যদিও, তাই ছিল কি? এটা এমন কিছু নয় যে তুমি আমার ভালোর জন্য চলে গিয়েছিলে?

এলিস এক মুহূর্তের জন্য মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। 'বেশ,,,আমি অনুমান করছি আমি আজ বেশ অন্যরকম আচরণ করছি। আমি সম্ভবত একজন অনুপ্রবেশকারী নই।

আমি অনুভব করলাম রক্ত আমার মুখে প্রবাহিত হচ্ছে। আমার পেটের ভেতর মোচড় দিচ্ছে। 'যেও না এলিস।' আমি ফিসফিস করে বললাম। আমার আঙুল দিয়ে

তার সাদা শার্টের কলার আকড়ে ধরলাম। আমি জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকলাম। 'দয়া করে আমাকে ছেড়ে যেও না।

তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'ঠিক আছে।' সে বলল। খুব ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলল, 'আমি আজ রাতে আর কোথাও যাচ্ছি না। দয়া করে বড় করে শ্বাস নাও।

আমি সেটা মানার চেষ্টা করলাম। যদিও আমি ফুসফুসে বাতাসে ভরতে পারছি না।

সে আমার মুখের দিকে তাকাল যখন আমি শ্বাস নেয়ার জন্য মনোযোগী হলাম। সে আমার শান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছ বেলা।'

'আমি আজ ডুবে গিয়েছিলাম।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

'এটা তার চেয়ে অনেক গভীরের কিছু। তুমি সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছো।

আমি কেঁপে উঠলাম। 'দেখ, আমি আমার সবচেয়ে ভালটুকু করার চেষ্টা করছি।

'তুমি কি বোঝাতে চাইছ?

'এটা খুব সহজ কিছু ছিল না। আমি এটার উপরে কাজ করছি।

সে ভ্রু কুঁচকাল। 'আমি তাকে বলেছিলাম।' সে নিজেকে নিজে বলল।

'এলিস?' আমি শ্বাস নিলাম। 'তুমি কি ভেবেছিলে তুমি কি খুঁজে পেতে যাচ্ছিলে? আমি বুঝাতে চাইছি, আমার মৃত্যুর পর? তুমি কি আশা করেছিলে আমাকে দেখতে পাবে চারপাশে এবং শিষ দিতে দেখবে? তুমি সেটা আমার চেয়ে অনেক ভাল জানো।

'আামি সেটা করেছি। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম।'

'তাহলে আমি অনুমান করছি আমার এই বোকামোর কোন অর্থ নেই।'

ফোন বেজে উঠল।

'মনে হয় বাবার ফোন।' আমি বললাম। নিজের পায়ে দাঁড়ালাম। আমি এলিসের পাথুরে হাত আঁকড়ে ধরলাম এবং তাকে টানতে টানতে কিচেনে নিয়ে এলাম। আমি তাকে আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে কোন মতেই যেতে দিতে পারি না।

'বাবা?' আমি ফোনের উত্তর দিলাম।

'না, এটা আমি।' জ্যাকব বলল।

'জ্যাক!'

এলিস আমার অভিব্যক্তি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

'শুধু এটুকু নিশ্চিত হতে ফোন করেছি যে তুমি এখনও বেঁচে আছো কিনা।' জ্যাকব তিক্ত স্বরে বলল।

'আমি ভাল আছি। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে এটা তা নয়—

'হ্যাঁ। আমি সেটা বুঝতে পেরেছি। বিদায়।'

জ্যাকব ফোন রেখে দিল।

আমি শ্বাস নিলাম। উপরের দিকে তাকালাম। সিলিংয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে

তাকিয়ে রইলাম। 'সেটা একটা সমস্যার সৃষ্টি করতে যাচ্ছে।'

এলিস আমার হাতে চাপ দিল। 'আমি এখানে সে ব্যাপারে তারা উত্তেজিত নয়।'

'বিশেষত নয়। কিন্তু এটা এখন আর তাদের ব্যাপার স্যাপার নেই।'

এলিস তার হাত আমার চারিদিকে রাখল। 'তো এখন আমরা কি করতে যাচ্ছি?' সে বিভ্রান্ত। তাকে দেখে মনে হলো সে নিজের সাথেই এ ব্যাপারে কথা বলছে। 'কিছু একটা করতে হবে। ঢিলে জিনিসে গিট দিতে হবে।'

'কি জিনিস করার আছে?'

হঠাৎ করে তার মুখের ভাব সর্তক হয়ে উঠল। 'আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে জানি না...আমার কার্লিসলের সাথে দেখা করা প্রয়োজন।

সে কি খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে? আমার পেট আবার মোচড় দিতে লাগল।

'তুমি কি থাকতে পারবে?' আমি কাতর কণ্ঠে বললাম, 'প্লিজ? শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য। আমি তোমাকে এতটাই মিস করছি।' আমার কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল।

'যদি তুমি মনে করো সেটা ভাল ব্যাপার হবে।' তার চোখের দৃষ্টি সুখী নয়।

'আমি মনে করি। তুমি এখানে থাকতে পার। বাবা সেটা পছন্দ করবে।'

'আমার নিজের একটা বাড়ি আছে, বেলা।'

আমি মাথা নোয়ালাম। হতাশ কিন্তু হাল ছেড়ে দিলাম। সে দ্বিধা করতে লাগল। আমাকে দেখতে লাগল।

'বেশ, আমার অন্তত পক্ষে এক সুটকেস কাপড়চোপড়ের দরকার, কিছু না হলেও।

আমি দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম, 'এলিস তুমি সবেচেয়ে ভাল!

'এবং আমি মনে করি আমার খুব তাড়াতাড়ি শিকারে বেরুনো দরকার।' সে অদ্ভুত স্বরে যোগ করল।

'ওপস!' আমি এক পা পিছিয়ে এলাম।

'তুমি কি ঘণ্টাখানিকের জন্য কোন ঝামেলা ছাড়াই থাকতে পারবে?' সে পলায়নপরভাবে জিজ্ঞেস করল। তারপর, আমি উত্তর দেয়ার আগে, সে এক আঙুল উঁচু করে তার চোখ বন্ধ করল। তার মুখ কয়েক সেকেন্ডের জন্য মসৃণ এবং ফাঁকা হয়ে গেল।

তারপর তার চোখ খুলল এবং সে নিজেই তার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল। 'হ্যাঁ, তুমি ভাল থাকবে। আজ রাতের জন্য যেভাবেই হোক।' সে মুখ ভেংচি দিল। এরকম মুখ ভঙ্গি করার পরও তাকে দেবদূতের মত লাগতে লাগল।

'তুমি ফিরে আসবে?' আমি নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি— এক ঘণ্টা পর।'

আমি কিচেন টেবিলের উপরের ঘড়ির দিকে তাকালাম। সে হেসে উঠল। তারপর তাড়তাড়ি ঝুঁকে আমার গালে চুমু খেল। তারপর সে চলে গেল।

আমি বড় করে শ্বাস নিলাম। এলিস ফিরে আসতে পারে। আমি হঠাৎ করে খুব ভালবোধ করতে লাগলাম।

অপেক্ষা করার সময় আমার নিজের অনেক কাজ করার আছে। প্রথমেই আমাকে

একটা শাওয়ার নিতে হবে। আমি পোশাক পরিবর্তনের সময় নাক টানলাম। কিন্তু আমি কোন কিছুর গন্ধ পেলাম না। শুধুমাত্র সাগরের গন্ধ পেলাম। আমি বিস্মিত হলাম এলিস আমার নিকট থেকে খারাপ গন্ধের ব্যাপারে কি বলছিল।

যখন আমি পরিষ্কার হলাম, আমি কিচেনে ফিরে গেলাম। চার্লির সম্প্রতি খাওয়ার ব্যাপারে আমি কোনরকম চিহ্ন দেখতে পেলাম না। তিনি যখন ফিরে আসবেন সম্ভবত তিনি খুব ক্ষুধার্ত থাকবেন। আমি গুনগুন করে সুর তুলতে তুলতে কিচেনে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

যখন মাইক্রোওয়েভে রান্না হতে লাগল, আমি কোচের উপর শিট এবং বালিশ পেতে দিলাম। এলিসের এটা দরকার হবে না। কিন্তু চার্লির এটার দরকার হবে। আমি সর্তক যে সহজে ঘড়ি দেখব না। নিজেকে আতঙ্কিত করার কোন কারণ নেই। এলিস আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে।

আমি তাড়াতাড়ি আমার ডিনার সারলাম। কোনরকম স্বাদ পেলাম না। শুধু খাবার গলা দিয়ে নামার সময় ব্যথা পেলাম। বেশিরভাগ সময়ই আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম। খাবার শেষ করে উঠার সময়ে আমি প্রায় আধ গ্যালন পানি খেয়ে শেষ করলাম । সমুদ্রের লবণাক্ততা আমার শরীর শুষ্ক করে ফেলেছে।

অপেক্ষা করার সময় আমি টিভি দেখে সময় কাটানোর চেষ্টা করলাম।

এলিস এর মধ্যেই সেখানে এসে গেছে। সে বিছানায় বসে আছে। তার চোখে এক ধরনের তারল্য খেলা করছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল এবং বালিশে চাপড় দিতে লাগল। 'ধন্যবাদ।'

'তুমি তাড়াতাড়িই ফিরেছ।' আমি বললাম।

আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। আমার মাথা তার কাঁধের উপর ঝুকিয়ে দিলাম। সে তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে নিল।

'বেলা, আমরা তোমার প্রতি কি করেছি?'

'আমি জানি না।' আমি স্বীকার করলাম। 'আমি সত্যিই আমার সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

সেখানে এক মুহূর্তের নিরবতা।

'সে কি ..সে কি...' আমি গভীর করে শ্বাস নিলাম। জোরে জোরে তার নাম বলার আমার জন্য কঠিন। এমনকি যদিও আমি এখন তাকে নিয়েই ভাবছি। 'এ্যাডওয়ার্ড কি জানে যে তুমি এখানে?' আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। এটা আমার যন্ত্রণা যাইহোক। সে চলে যাওয়ার পরে আমি এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। আমি নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমি এই চিন্তায় অসুস্থবোধ করতে লাগলাম।

'না'।

সেখানে একটি মাত্র পথ আছে যাতে ব্যাপারটা সত্য হতে পারে। 'সে কি কার্লিসলে ও এসমের সাথে নেই?'

'সে প্রতি মিনিটেই সেটা পরখ করে দেখে।

'ওহ,' সে অবশ্যই তার এই বিচ্ছিন্নতাকে উপভোগ করছে। আমি জিনিসটাকে আরো নিরাপদ বিষয়ে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিয়ে গেলাম। 'তুমি বলছিলে তুমি এখানে উড়ে এসেছো....তুমি কোথা থেকে এসেছো?

'আমি ডেনালিতে ছিলাম। তানিয়ার পরিবার ভিজিট করছিলাম।'

'জেসপার কি সেখানে আছে? সে কি তোমার সাথে এসেছে?'

সে তার মাথা নাড়ল। 'সে আমার এই নাক গলানো পছন্দ করে না। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম...' সে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর তার গলার স্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল। 'এবং তুমি মনে করো চার্লি আমি এখানে থাকায় কিছু মনে করবে না?' সে চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করল।

'বাবা মনে করে তুমি অপুর্ব একটা মেয়ে এলিস।

'বেশ, আমরা সেটা দেখতে পারব।

আমি নিশ্চিত কয়েক সেকেন্ড পর ড্রাইভওয়েতে ক্রুজার গাড়ি থামার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ধরলাম।

চার্লি খুব ধীরে হেটে আসছিলেন। তার চোখ মাটির দিকে। তার কাঁধ ঝুলে পড়েছে। আমি তার সাথে দেখা করার জন্য এগিয়ে গেলাম। আমি তার কোমর জড়িয়ে ধরার আগ পর্যন্ত তিনি আমাকে দেখতে পান নাই। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

'আমি হ্যারির ব্যাপারে খুবই দুঃখিত, বাবা।

'আমি সত্যিই তাকে খুবই মিস করব।' চার্লি বিড়বিড় করে বললেন।

'সুই এখন কি করছে?'

'তাকে দেখে হতবুদ্ধি মনে হলো। যেন সে এখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। স্যাম তার সাথে থাকছে...' তার গলার স্বর উঠানামা করতে লাগল। 'বেচারা বাচ্চাগুলো, লিহ মাত্র তোমার চেয়ে এক বছরের বড়। আর সেথ কেবলমাত্র চৌদ্দ বছরের...' তিনি মাথা নাড়লেন।

'উম, বাবা?' আমি চিন্তা করলাম তাকে আগেই ব্যাপারটা সচেতন করে দেই। 'তুমি কখনও অনুমান করতে পারবে না ভেতরে কে এসেছে।'

তিনি আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন। তার মাথা চারিদিকে ঘুরে গেল। তিনি রাস্তার ওপাশের মার্সিডিজ গাড়িটা দেখতে পেলেন। পোর্চের আলো কালোর গায়ে চকচক করছিল। তিনি কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে এলিস দরজা পথে উঁকি দিল।

'হাই, আঙ্কেল চার্লি।' সে খুব নরম স্বরে বলল। 'আমি খুবই দুঃখিত যে আমি এরকম একটা খারাপ সময়ে এসে পড়েছি।

'এলিস কুলিন?' তিনি তার সামনের মানুষটার দিকে অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। 'এলিস, এটা কি তুমিই?'

'হ্যাঁ, এটা আমি।' সে নিশ্চিত করল 'আমি আপনার সেই প্রতিবেশি।

'তাহলে কার্লিসলি কি...?

'না, আমি একা এসেছি।

এলিস এবং আমি দুজনেই জানতাম তিনি সত্যিই কার্লিসলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন না। তার হাত আমার কাঁধের উপর শক্ত করে বসে গেল।

'সে এখানে থাকতে পারে, তাই নয় কি?' আমি অনুনয় করে বললাম। 'আমি এরই মধ্যে তাকে থাকতে বলেছি।

'অবশ্যই।' চার্লি যান্ত্রিক কণ্ঠে বললেন। 'তুমি আসায় আমরা খুবই খুশি হয়েছি এলিস।

'ধন্যবাদ চাচা। আমি জানি এটা খুব ভয়ংকর সময়।'

'না, এটা ঠিক আছে। সত্যিই। আমি এখন সত্যিই খুব ব্যস্ত থাকব হ্যারি পরিবারের জন্য আমি কি করতে পারি সে ব্যাপারে। এটার বেলার জন্য খুবই ভাল হবে যে সে এখন একজন সঙ্গী পাবে।

'বাবা তোমার জন্য টেবিলে ডিনার রেডি করা আছে।' আমি তাকে বললাম।

'ধন্যবাদ বেলা।' তিনি কিচেনের দিকে যাওয়ার আগে আমাকে আরেকটা চাপ দিলেন।

এলিস কোচে ফিরে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। এইবার সে আমাকে কাঁধ ধরে তার দিকে টেনে নিল।

'তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ।' আমি সম্মত হয়ে শ্রাগ করলাম। 'মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাকে সেটা দিয়েছে...তো, তুমি এখানে থাকার ব্যাপারে কার্লিসল কি চিন্তাভাবনা করছে।

'তিনি জানেন না।' তিনি ও এসমে একটা শিকার ধরার ট্রিপে আছে। আমি কয়েকদিনের মধ্যে তার কাছ থেকে শুনতে পাব। যখন তিনি ফিরে আসবেন।

'তুমি তাকে বলো নাই যদিও..যখন তিনি আবার চেক করতে আসবেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। সে জানত আমি এখন আর কার্লিসলর কথা বলছি না।

'না। সে কামড়ে আমার মাথা ছিড়ে ফেলবে।' এলিস মুখ বিকৃত করে বলল।

আমি হেসে উঠলাম তারপর শ্বাস নিলাম।

আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই না। আমি সারারাত এলিসের সাথে কথা বলে কাটিয়ে দিতে চাই। এটা আমার কোন ক্লান্তি আসবে না। প্রায় সারাটা সময় জ্যাকবের কোচের উপর শুয়েছিলাম। কিন্তু ডুবে যাওয়া সত্যি সত্যিই আমার কাছ থেকে অনেক কিছু নিয়ে গেছে। চোখ খোলা রাখতে পারছি না। আমি তার পাথরের মত কাঁধের উপর মাথা রাখলাম। তারপর অনেক বেশি শান্তির সাথে আশা করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি সকাল সকাল জেগে উঠলাম। গভীর ঘুম দিয়েছে কোন স্বপ্ন দেখা ছাড়াই। অনুভব করছিলাম প্রচুর বিশ্রাম নেয়া হয়েছে। কিন্তু শরীরের জড়তা এখনও কাটে নাই। আমি কোচের উপর কম্বল জড়িয়ে শুয়েছিলাম যে কম্বলটা এলিসের জন্য রেখেছিলাম। আমি শুনতে পেলাম সে এবং চার্লি কিচেনে কথা বলছে। এটা শুনে মনে হচ্ছে চার্লি সকালের নাস্তা প্রস্তুত করছে।

'এটা কতটা খারাপ ছিল চাচা?' এলিস নরম গলায় প্রশ্ন করল। প্রথমে আমি

ভেবেছিলাম তারা হ্যারিকে নিয়ে আলাপ করছে।

চার্লি বললেন। 'সত্যিই খারাপ।'

'আমাকে এই সম্বন্ধে বলুন। আমি জানতে চাই প্রকৃতপক্ষে আমরা চলে যাওয়ার পর কি ঘটেছিল।

সেখানে কিছুক্ষণের নিরবতা। তখন কাপবোর্ডের দরজা বন্ধ করা এবং চালু স্টোভ বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি অপেক্ষা করছিলাম।

'আমি অতটা অসহায় কখনো বোধ করিনি।' চার্লি ধীরে ধীরে বলা শুরু করল। 'আমি জানতাম না আমি কি করব। প্রথম সপ্তাহে— আমি ভেবেছিলাম আমি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে যাচ্ছি। সে কোনরকম খাওয়া দাওয়া বা পানি খেতো না। সে কোন নড়াচড়া করত না। ডাক্তার জেরান্ডি তাকে বলেছিল সে 'কাটাটনিক' হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তাকে সে অবস্থায় দেখতে পারছিলাম না। আমি ভীত ছিলাম যে এটা তাকে ভীত করে তুলছে।

'সে এটা থেকে কীভাবে বেরিয়ে এলো?'

'আমি রেনেকে বলেছিলাম তাকে এসে ফ্লোরিডায় নিয়ে নিতে। আমি শুধু সেই একজন হতে চাই নাই...যদি সে হাসপাতালে যেতো অথবা সেরকম কিছু করত। আমি আশা করেছিলাম তার মায়ের সাথে থাকলে হয়তো উপকার হবে। কিন্তু যখন আমরা তার জামাকাপড় গোছানো শুরু করলাম, সে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। আমি কখনও বেলা সেরকম উপযুক্ত আর দেখি নি। সে কোন তন্ত্রমন্ত্রের উপর ছিল না। কিন্তু সে রাগান্বিত হয়ে উঠল। সে চারিদিকে তার জামাকাপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলল এবং তারপর সে চেচাতে লাগল যে সে এখান থেকে যাবে না এবং সে শেষ পর্যন্ত কাঁদতে শুরু করল। আমি ভেবেছিলাম এটাই তার জন্য টার্নিং পয়েন্ট হবে। আমি আর তার সাথে তর্ক করিনি যখন সে এখানে থেকে যেতে চাইল.. এবং প্রথমে দেখে মনে হচ্ছিল সে অনেক ভাল আছে...

চার্লি বলা বন্ধ করলেন। এটা আমার জন্য শোনা খুব কষ্টকর ব্যাপার। এটা জানাও কষ্টকর যে আমি তাকে কতটা কষ্ট দিয়েছিলাম।

'কিন্তু?' এলিস প্রতিজ্ঞা করল।

'সে স্কুলে ফিরে গেল এবং কাজেও গেল। সে খেত, ঘুমাত এবং তার বাড়ির কাজ করত। কেউ যদি তাকে সরাসরি কোন প্রশ্ন করত সে সরাসরি উত্তর দিত। কিন্তু সে ছিল...শূন্য। তার চোখের দৃষ্টি শূন্যদৃষ্টি। সেখানে অনেক ছোট ছোট জিনিস ছিল। সে কোনরকম সংগীত শুনত না।

আমি আর্বজনার বাস্কেটে এক গাদা সিডি ভেঙে ফেলা দেখলাম। সে কোন কিছু পড়ত না। টিভি অন থাকলে সে সেই রুমে যেত না। যদিও আগে সে খুব বেশি টিভি দেখত না। আমি শেষ পর্যন্ত এটা খুঁজে বের করলাম...সে সবকিছু এড়িয়ে চলত যে সবকিছু তার তাকে মনে করিয়ে দেয়...তাকে।

আমরা খুবই কমই কথাবার্তা বলতাম। আমি এতটাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম কিছু একটা তাকে বললে যদি সে আবার আপসেট হয়ে যায়—ছোট ছোট জিনিসই তাকে

অন্যরকম করে তোলে। সে কখনও নিজে থেকে কোন কিছু করত না। সে শুধু উত্তর দিত যদি আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতাম।

'সে সারাটা সময় একাকী কাটাত।' সে তার বন্ধুদের ফোন করে ডাকত না। এবং কিছুদিন পর তারা তাকে ডাকা বন্ধ করে দিল।

'রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর এখনও আমি ঘুমের মধ্যে তার চিৎকার শুনতে পাই...

আমি প্রায় তাকে কাঁপতে দেখলাম। আমিও কাঁপছিলাম সেই কথা মনে করে। তারপর আমি শ্বাস নিলাম। আমি তাকে দুঃখ দিতে চাই না। এক সেকেন্ডের জন্যও না।

'আমি খুবই দুঃখিত চাচা।' এলিস গোমড়ামুখে বলল।

'এটা তোমার দোষ নয়।' তিনি যেভাবে এলিসকে কথাটা বললেন তাতে স্পষ্টত বোঝা গেল যে তিনি নির্দিষ্ট কাউকে দায়ী ভাবছেন। 'তুমি সবসময়ই তার খুব একজন ভাল বন্ধু।'

'তাকে এখন খুবই ভাল দেখাচ্ছে যদিও।'

'হ্যাঁ।' যখন থেকে সে জ্যাকব ব্লাকের সাথে বেরুতে শুরু করেছে তখন থেকে। আমি সত্যিকারের উন্নতি দেখতে পেয়েছি। যখন সে বাড়িতে ফিরে আসে তার গালে কিছু রঙ খেলা করে। তার চোখে উজ্জ্বল্য খেলা করে। তাকে সুখী দেখায়।' তিনি থেমে গেলেন। তার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল যখন তিনি আবার কথা বলা শুরু করলেন। 'জ্যাকব তার চেয়ে এক বছর বা সে রকমের ছোট। আমি জানি সে তাকে একজন ভাল বন্ধু হিসাবেই ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু আমি মনে করি হতে পারে এটা তার চেয়ে বেশি কিছু এখন অথবা সেই বন্ধুত্বের দিক এখন পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে।' চার্লি খুব নিচু স্বরে কথাগুলো বললেন। এটা একটা সর্তক সংকেত, এটা এলিসের জন্য নয় কিন্তু এটা এলিস যাতে অন্যকে জানায়। 'জ্যাকের চেয়ে সে বয়সে বড়' তিনি বলে চললেন। এখনও তার কণ্ঠস্বর আত্মরক্ষামূলক। 'সে তার পিতার শারীরিক সমস্যায় দেখা শুনা করে। যেভাবে বেলা আবেগগত দিক দিয়ে তার মাকে দেখাশুনা করে। এটা তাকে পরিপক্কতা দান করেছে। সে খুব ভাল চেহারার ছেলে। তার মায়ের চেহারাটা পেয়েছে। সে বেলার জন্য ভাল, তুমি জানো।' চার্লি জোর দিয়ে বললেন।

'তাহলে এটা খুবই ভাল, সে তার সাথে আছে।' এলিস একমত হলো।

চার্লি বড় করে একটা শ্বাস নিলেন। তাড়াতাড়ি অন্য কথা চিন্তা করলেন। 'ঠিক আছে, তো আমি অনুমান করছি সেই অতিরিক্ত জিনিসটা। আমি জানি না...এমনকি জ্যাকবের সাথেও, প্রায়ই আমি তার চোখে অন্য কিছু খেলা করতে দেখি। আমি বিস্মিত যদি আমি জানতে পারতাম কতটা যন্ত্রণা এখনও সে বুকে ধারণ করে। এটা স্বাভাবিক নয়, এলিস। এবং এটা...এটা আমাকে ভীত করে। আদৌ স্বাভাবিক নয়। অন্যদের মত দেখায় না...তার দিকে দেখ ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু মনে হয় যেন কেউ মারা গেছে।' তার কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা হয়ে গেল।

এটা এমনটি যেন কেউ একজন মারা গেছে— যেন আমি মারা গেছি। কারণ প্রকৃত ভালবাসা আমি হারিয়েছি। এটা কি একজনকে হত্যা করার চেয়ে বেশি কিছু

নয়। এটা অবশ্যই সমস্ত সত্তা হারানোর মতই, একটা গোটা পরিবার— একটা গোটা জীবন যেটা আমি পছন্দ করে নিয়েছিলাম...

চার্লি আশাহত স্বরে বলে চললেন। 'আমি জানি না যদি সে এটা থেকে বেরিয়ে এসেছে কিনা।' আমি নিশ্চিত নই এটা তার প্রকৃতি কিনা এভাবেই সে সেরে উঠবে। সে সবসময়ই কিছু না কিছু ছোটখাট জিনিস নিয়ে আছে। সে তার অতীতের জিনিস পাচ্ছে না। তার মন পরিবর্তন করতে পারছে না।

'সে ওই এক রকমের।' এলিস শুষ্ক কণ্ঠে সম্মত হলো।

'এবং এলিস...' চার্লি দ্বিধা করতে লাগলেন। 'এখন, তুমি জানো আমি তোমার প্রতি কতটা অনুরক্ত। আমি তোমাকে বলতে পারি সে তোমাকে দেখে খুশি হয়েছে, কিন্তু ...আমি কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তোমার এই দর্শন তার প্রতি কিরুপ প্রভাব ফেলবে।

'আমিও তাই চাচা। আমিও তাই। আমি ফেরত আসতাম না যদি আমার কাছে তেমন কোন ধারণা থাকত। আমি দুঃখিত।'

'ক্ষমা চেও না সোনা। কে জানে? হতে পারে এটা তার জন্য ভালই হবে।'

'আমি আশা করি আপনি ঠিক বলছেন।'

সেখানে বেশ খানিকটা সময়ের জন্য নীরবতা। প্লেটের উপর চার্লির কাটাচামুচ ও চিবানোর শব্দ শোনা যেতে লাগল। আমি বিস্মিত এলিস তার খাবারগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সেটা ভেবে।

'এলিস আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।' চার্লি ভয়ানক স্বরে বললেন।

এলিস বেশ শান্ত। 'বলে যান।'

'এ্যাডওয়ার্ড আবার দেখা করতে ফিরে আসছে না, তাই কি?' আমি চার্লির কণ্ঠস্বরে এক ধরনের রাগের বহিঃপ্রকাশ পেলাম।

এলিস নরম আশ্বাস দেয়া স্বরে উত্তর দিল। 'সে এমনকি এখনও জানে না যে আমি এখানে। শেষবার আমি যখন তার সাথে কথা বলেছিলাম সে তখন দক্ষিণ আমেরিকায় ছিল।'

এই নতুন তথ্য পেয়ে আমি শক্ত হয়ে জমে গেলাম।

'সেটাই কিছু একটা অন্তত পক্ষে।' চার্লি নাক টানলেন। 'বেশ, আমি আশা করছি সে নিজেকে নিজে উপভোগ করছে।

প্রথমবারের মত এলিসের কণ্ঠস্বর কিছুটা রুক্ষ শোনাল। 'আমি কোন ধারণা দিতে পারছি না চাচা।' আমি জানি যখন সে এই স্বরে কথা বলে কীভাবে তার চোখ জ্বলে ওঠে।

টেবিলের ধার থেকে একটা চেয়ার সরানোর শব্দ হলো। সেটা সজোরে মেঝেতে টানা হলো। আমি বুঝতে পারলাম চার্লি উঠে দাঁড়িয়েছেন। এলিস এই জাতীয় শব্দ করবে সেরকম কোন উপায় নেই। পানি পড়ার শব্দ হলো। প্লেটের উপর পানি পড়ছে।

আমি এ্যাডওয়ার্ডের ব্যাপারে তাদের আর কোন রকম কথোপকথন শুনতে পেলাম না। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এখনই জেগে উঠার সময় হয়েছে।

আমি পাশ ফিরলাম। খাট ককিয়ে উঠল। তারপর আড়মোড়া ভাঙলাম।

কিচেনে সবকিছু শান্ত হয়ে গেল।

আমি হাতপা টান টান করলাম এবং চেঁচিয়ে উঠলাম।

'এলিস?' আমি নিষ্পাপস্বরে জিজ্ঞেস করলাম। আমার গলার স্বর অপূর্ব শোনাচ্ছিল।

'আমি কিচেনে বেলা।' এলিস ডাকল। তার কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু সে এসব ব্যাপার লুকানোর ওস্তাদ।

বাবা তারপর বেরিয়ে গেলেন। তিনি হ্যারির শেষকৃত্য অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সুইকে সাহায্য করতে গেলেন। এরপরের দিনগুলো এলিসকে ছাড়া আমার জন্য দীর্ঘ একটা দিন হবে। সে কখনও চলে যাওয়ার ব্যাপারে বলছে না। এবং আমিও তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি না। আমি জানি তাকে ধরে রাখতে পারব না। কিন্তু সেটা আমি আমার মনে মনে রেখেছি।

পরিবর্তে, আমরা তার পরিবার নিয়ে কথা বলতে লাগলাম।

কার্লিসল রাতে ইটচাতে কাজ করেন। আর করনেলে পার্ট টাইম শিক্ষকতা করেন। এসমে সপ্তদশ শতাব্দির একটা বাড়ি গোছানোর কাজে ব্যস্ত। একটা ঐতিহাসিক বাড়ি। এমেট এবং রোসালি নতুন মাসে আরেকটা হানিমুনের জন্য ইউরোপ গিয়েছিল। কিন্তু এখন তারা ফিরে এসেছে। জেসপারও করনেলে আছে। এইবার দর্শন বিষয়ে পড়াশোনা করছে। এবং এলিস কিছু ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছে। গত বসন্তে আমি যে তথ্যগুলো উন্মোচন করে দিয়েছিলাম সেগুলো নিয়েই সে মনোযোগ দিয়েছে। সে সফলতার সাথে সেই এ্যাসাইলামে ঘুরে এসেছে যেখানে সে গতবছর মানুষ হিসাবে মানুষের জীবন যাপন করেছে। সেই জীবনের কোন স্মৃতি তার কাছে নেই।

'আমার নাম মেরি এলিস ব্রান্ডন।' সে আমাকে শান্ত স্বরে বলল। 'আমার ছোট্ট একটা বোন আছে নাম সিনথিয়া। তার মেয়ে—আমার ভাগ্নি— সে এখনও বিলোক্সিতে বেচে আছে।

'তুমি কি সেটা খুঁজে বের করেছ যে কেন তারা তোমাকে এখানে দিয়ে গেছে...এই জায়গায়?' কি পিতামাতাকে এই কাজে ঠেলে পাঠিয়েছি। এমনকি যদি তাদের মেয়ে ভবিষ্যত দেখতে পারে...

সে শুধুমাত্র তার মাথা নাড়ল। তার ধারালো চোখে চিন্তা খেলা করছে। 'আমি তাদের সম্বন্ধে খুববেশি কিছু খুঁজে পাই না। আমি তাকে সংরক্ষিত পুরোনো দিনের পত্রিকা দেখে কাটিয়েছি। আমার পরিবার এ ব্যাপারে কিছুই মনে করল না বা এ ব্যাপারে জানতেও চাইলো না। পেপারে যে সব সামাজিক চক্রের বিষয় আশ্রয় থাকে ওরা তার বাইরে। আমার বাবা মা'র এনগেজডমেন্ট হয়েছিল সেখানে, আর সিনন্থিয়া'রও। আমার নাম হঠাৎ করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। 'আমার জন্মের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল...এবং আমার মৃত্যুর। আমি আমার কবর খুঁজে পেলাম। আমি অবশ্য পুরোনো এ্যাসাইলামে আমার এডমিশন শিটও খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার এডমিশনের তারিখ এবং এপিটাফে আমার মৃত্যুর তারিখ একই।'

'ছোটখাট এই বিরতির পর আমি বুঝতে পারলাম না কী বলা উচিত, এলিস আসল আলোচনায় ফিরে গেল।

একটা ব্যাপার বাদে কুলিনরা এখন প্রায় একইরকম, ডেনালিতে তানিয়ার পরিবারের বসন্তের ছুটি কাটাচ্ছে। আমি এ ধরনের তুচ্ছ ব্যাপারগুলোও বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনি। একজনের ব্যাপারে আমি অনেক বেশি আগ্রহী ছিলাম সেটা কিন্তু ও বলল না, সেজন্য আমি খুশিও হলাম। এক সময় ওই পরিবার সম্পর্কে যে সব গল্প শোনার যে স্বপ্ন ছিল তার অনেকটাই শুনে ফেললাম।

অন্ধকার হয়ে আসার আগ পর্যন্ত বাবা ফিরল না, আগের রাতের তুলনায় তিনি অনেক সতর্ক। হ্যারির শেষকৃত্যের আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে, তাই তিনি আগেই বের হয়ে গেছেন। আমি এলিসের সাথে চেয়ারে বসে থাকলাম।

সূর্য ওঠার আগে বাবা যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন তখন তাকে পুরোপুরি অন্যমানুষ মনে হচ্ছিল। তিনি যে স্যুটটা পরে ছিলেন সেটা অনেক পুরোনো, আগে কখনো দেখিনি। জ্যাকেকটার বুক খোলা; বোধহয় বাঁধতে গেলে টাইট হয়ে যাচ্ছিল বলে বাঁধেন নি। টাইটা ছিল সাধারণের চাইতে সামান্য বড়। তিনি সর্ন্তপনে দরজাটা বন্ধ করলেন যেন আমরা জেগে না যাই। এলিস যেমন হেলান দিয়ে পড়েছিল আমিও তেমন করে ঘুমিয়ে থাকার ভান কর বাবাকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিলাম।

বাবা দরজা পেরিয়ে চলে যেতেই এলিস উঠে বসল। লেপের নিচে থাকা স্বত্বেও ও ড্রেস পরে তৈরি ছিল।

'এবার, আমরা আজ কী করতে যাচ্ছি?'

'আমি জানি না—তুমি কি মজাদার কিছু ঘটতে দেখেছো?

সে হাসল। তার মাথা দুদিকে নাড়ল। 'কিন্তু এটা এখনও খুব সকাল সকাল।

বেশিরভাগ সময়ই আমি লা পুশে সময় কাটিয়েছি। এক গাদা জিনিস বাসায় পড়ে আছে যেগুলো আমি অবহেলা করে কাটিয়েছি। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম গৃহস্থালীর কাজগুলো শেষ করব। আমি কিছু করতে চাইছিলাম। যেকোন কিছু চার্লির জীবনকে সহজ করে তুলবে। হতে পারে এটা তার কাছে, বাড়িতে আরো সহজ করতে চেয়েছি। আমি বাথরুম থেকে শুরু করলাম। এটার অধিকাংশ জায়গা অবহেলার চিহ্ন লেগে রয়েছে।

যখন আমি কাজ শুরু করলাম, এলিস দরজার উপর থেকে ঝুকে দাঁড়াল। আমাকে নানাবিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। তার মুখ শান্ত এবং অভিব্যক্তিহীন। কিন্তু আমি তাকে সে ব্যাপারে অনুমতি দিলাম না। অথবা হতে পারে আমি শুধু তার ও চার্লির কথোপকথন শোনার কারণে অন্যরকম বোধ করছিলাম।

আমি মেঝে পরিষ্কার করার সময় ডোরবেল বেজে উঠল।

এক বারের জন্য এলিসকে দেখলাম। তার অভিব্যক্তি হতবুদ্ধি, বেশিরভাগই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সেটা বেশ অদ্ভুত। এলিস কখনও এরকম বিস্মিত হয় না।

'ধরে থাকো।!' আমি সামনের দরজার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলাম। উঠে দাঁড়ালাম এবং তাড়াতাড়ি কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করলাম।

'বেলা,' এলিস হতাশাজনক স্বরে ডাকল। 'আমি খুব ভাল ধারণা করতে পারি যে কে সেটা হতে পারে। এবং আমি মনে করি আমার মনে হয় আমি বাইরে চলে যাই।

'অনুমান?' আমি প্রতিধ্বনি করল। কখন থেকে এলিস যেকোন জিনিস অনুমান করতে পারে।

'যদি গতবারে মত এটা যদি আমার ভবিষ্যৎ বলার মত ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এটা জ্যাকব ব্লাক না হয়েই যায় না...সাথে তার বন্ধুরাও।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। 'তুমি নেকড়েমানবদের দেখতে পাও না?

সে মুখ ভেঙচি দিল। 'তো এটা দেখে মনে হয়।' সে সুস্পষ্টত বিরক্ত হয়েছে।

দরজার বেল আবার বেজে উঠল। দুবার এক সাথে বাজালো এবং অধৈর্যভাবে।

'তোমার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, এলিস। তুমি এখানে আগে এসেছিলে।

সে ছোট্র করে হাসি দিল। 'আমাকে বিশ্বাস করো- এটা খুব ভাল ব্যাপার হবে না জ্যাকব ব্লাক ও আমি একই রুমে একত্রে থাকব।

সে আমার গালে মিষ্টি করে চুমু খেল। তারপর সে চার্লির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে বের করল। কোন সন্দেহ নেই।

দরজার বেল আবার বেজে উঠল।

আঠারো

আমি সিঁড়ি দিয়ে দরজার কাছে নেমে এলাম। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুললাম।

এটা অবশ্যই জ্যাকব। এমনকি অন্ধভাবে বললেও, এলিস ধীরগতির নয়।

সে দরজা থেকে প্রায় ছয় ফুট পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাক কোন একটা গন্ধ শুকে কুঁচকে আছে। কিন্তু তার মুখ একেবারে মসৃণ সমান্তরাল। মুখোশের মত। সে আমাকে বোকা বলতে পারবে না। আমি তার হাতের কাঁপন দেখতে পাচ্ছি।

শত্রুতা তাকে স্রোতের মত ঘুরিয়ে দিয়েছে। এটা সেই ভয়ানক বিকালে ফিরে নিয়ে গেছে যখন সে আমাকে বাদ দিয়ে স্যামকে পছন্দ করে নিয়েছিল। আমি বুঝতে পারলাম আবেগে আমার চিবুক থরথর করে কাঁপছে।

জ্যাকবের র‍্যাবিট গাড়ি গ্যারেজের সামনে। জ্যারেড স্টিয়ারিংয়ে বসা। এমব্রি পেছনের সিটে। আমি এটার মানে কি বুঝতে পারলাম। তারা তাকে এখানে একাকী আসতে দিতে ভয় পেয়েছে। এটা আমাকে দুঃখিত করল। কিছুটা বিরক্তও হলাম। কুলিনরা সেই প্রকৃতির নয়।

'হেই,' যখন দেখলাম সে কোন কথা বলছে না, আমিই আগে বললাম।

জ্যাকব ঠোঁট চেপে আছে। এখনও দরজা থেকে বেশ কিছুটা পেছনেই আছে। তার চোখ জোড়া বাড়ির সামনের দিকটাতে বারবার পলক ফেলে দেখছে।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'সে এখানে নেই। তোমার কি কোন কিছুর প্রয়োজন?'

সে দ্বিধা করতে লাগল। 'তুমি একাই আছো?'

'অবশ্যই।'

'আমি কি তোমার সাথে এক মিনিট কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই, তুমি তা পারো, জ্যাকব। ভেতরে এসো।

জ্যাকব তার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনের গাড়িতে বসা বন্ধুদের দিকে তাকাল। আমি দেখতে পেলাম এমব্রি শুধু তার মাথাটা একটু ঝাকাল। কোন কোন সময়ে, এটা আমার কাছে কোন অর্থ প্রকাশ করে না।

আমি আবারও দাঁতে দাঁত চেপে বললাম 'মুরগির বাচ্চা।'

জ্যাকের চোখ আমার দিকে। তার মোটা কালো ভ্রু একটা অদ্ভুত কোণে তার গভীর কালো চোখের উপর উঠে গেল। তার চোয়াল চেপে আছে। সে পায়ে পায়ে হেটে এল। কিছুটা রোবটিক সৈন্যদের ভঙ্গিতে। সেখানে আর কোন উপমা নেই যেটা দিয়ে তার হাঁটা বর্ণনা করা যায়। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল এবং আমার পাশ দিয়ে শ্রাগ করে ভেতরে ঢুকল।

আমি প্রথমেই জারেড এবং তারপর এমব্রির দিকে ক্রুর চোখে তাকালাম। তারা যেরকম কঠিনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে সেটা আমি পছন্দ করছি না। তারা কি সত্যিই মনে করে যে আমি কোন কিছুর মাধ্যমে জ্যাকবকে আহত হতে দিতে পারি? আমি তাদের মুখের উপরেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

জ্যাকব আমার পিছনে হলঘর এল। বসার ঘরে ওলোটপালোট কম্বলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'হ-য-ব-র-ল পার্টি? পুর্নমিলনী?' সে ব্যঙ্গাত্মক স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ' আমিও ঝাঝালোভাবে ব্যঙ্গাত্মক স্বরে উত্তর দিলাম। আমি জ্যাকবের এই রকম আচরণ পছন্দ করি না। 'তাতে তোমার কোন কিছু?'

সে আবারও তার নাক কুঁচকে ফেলল যেন সে কোন কিছুর গন্ধ পাচ্ছে। গন্ধটা অস্বস্তিকর। 'তোমার বন্ধু কোথায়?' আমি তার গলার স্বরের মধ্যে এক ধরনের টান টান ভাব শুনলাম।

'তাকে কোন কাজের জন্য দৌড়াতে হয়েছে।' দেখ, জ্যাকব তুমি এখানে কি চাও?

রুমের ভিতরের কোন কিছু একটা দেখে তার সন্দেহ হয়তো আরো ঘনীভুত হলো। তার হাত কাঁপতে লাগল। সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না। তার পরিবর্তে সে কিচেনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তার উৎসুক্য চোখ বিরামহীনভাবে সবর্ত্র খুঁজে বেড়াতে লাগল।

আমি তাকে অনুসরণ করলাম। সে পিছিয়ে এল। তারপর ছোট কাউন্টার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

'হেই' আমি তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললাম। সে থেমে গেল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'তোমার সমস্যা কি?'

'আমি এখানে থাকা পছন্দ করছি না।'

কথাটা আমাকে আঘাত করল। আমি তাকালাম। তার চোখে কাঠিন্য।

'তাহলে আমি দুঃখিত তুমি এখানে এসেছো বলে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম 'তুমি কেন আমাকে বলছো না তোমার কি প্রয়োজন, যেটা হলে তুমি চলে যাবে?'

'আমি তোমাকে শুধু কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। এটাতে খুববেশি সময় নেবে না।' তুমি তাহলে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য যেতে পারবে।

'ঠিক আছে। তাহলে প্রশ্ন করা এখনই শুরু হোক।' আমি সম্ভবত অতিরিক্ত করে ফেলছি। কিন্তু আমি মোটেই দেখতে চাই না যে কতটুকু আহত হয়েছে। আমি জানতাম আমি ঠিক করছি না। সর্বোপরি, আমি সেই রক্তচোষাকে তার সামনে থেকে গতরাতে তুলে এনেছি। আমিই তাকে প্রথমে আহত করেছি।

সে বড় করে শ্বাস নিলাম। তার কাঁপতে থাকা হাতের আঙুলগুলো হঠাৎ করে থেমে গেল। তার মুখের উপর থেকে মুখোশ সরে গিয়ে একটা শান্তিময় প্রতিকৃতি তৈরি হলো।

'কুলিনদের একজন তোমার সাথে এখানে আছে।' সে বিবৃতি দিয়ে শুরু করল।

'হ্যাঁ।' এলিস কুলিন।

সে চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল। 'সে কতক্ষণ ধরে এখানে থাকবে?'

'যতক্ষণ সে চাইবে।' আমার কণ্ঠস্বরে এখনও আগের সেই ঝাঁঝালো ভাব। 'এটা খোলামেলা আমন্ত্রণ।'

'তুমি কি মনে করো তুমি পারবে...দয়া করে...তার কাছে অন্য আরেকজনের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বলো— ভিক্টোরিয়ার ব্যাপারে?

আমি বিবর্ণ হয়ে গেলাম 'আমি তার সম্বন্ধে তাকে বলেছি।'

সে মাথা নোয়াল। 'তোমার জানা উচিত যে আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজস্ব জায়গায় একজন কুলিন আছে সেটা দেখে রাখতে পারি। তুমি শুধুমাত্র লা পুশে নিরাপদ থাকবে। আমি তোমাকে এখানে রক্ষা করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে।' আমি ছোট্ট কথায় বললাম।

সে পেছনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। সে কথোপকথন চালিয়ে গেল না।

'এটাই কি সবকিছু?'

উত্তর দেয়ার সময়ও তার চোখ জানালার কাচের দিকেই 'শুধু আরেকটা জিনিস।'

'আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সে কিছুই বলল না।'

'হ্যাঁ?' আমি শেষ পর্যন্ত স্মরণ করিয়ে দিলাম।

'বাকিরা কি সব ফিরে আসতে শুরু করেছে?' সে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল। এটা স্যামের সবসময়ের শীতল আচরণের কথা মনে করিয়ে দিল। জ্যাকব এখন অনেক বেশি স্যামের মত হতে শুরু করেছে.. আমি বিস্মিত হলাম সেটা কেন আমাকে এতটা

বিরক্ত করছে।

আমি কোন কথা বললাম না। সে উত্তরের আশায় আমার মুখের দিকে তাকাল।

'বেশ?' সে জিজ্ঞেস করল। তার ভেতরের রাগ চাপা দিয়ে শান্তিময় অভিব্যক্তি ধরে রাখতে সে নিজের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল।

'না।' আমি প্রতিহিংসামূলকভাবে শেষ পর্যন্ত বললাম। 'তারা ফিরে আসছে না।

তার অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হলো না। 'ঠিক আছে। এটাই সব।'

আমি তার দিকে বিরক্ত চোখে তাকালাম। 'বেশ, এখন চলে যাও। স্যামকে বলে গিয়ে যে সেই ভয়ংকর দৈত্যটা তোমাকে ধরার জন্য আসছে না।

'ঠিক আছে।' সে পুনরাবৃত্তি করল। এখনও শান্ত।

জ্যাকব দ্রুততার সাথে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সামনের দরজা খোলার শব্দের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না। স্টোভের উপর ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে পেলাম। আমি বিস্মিত হলাম এটা ভেবে যে কতটা নিঃশব্দে সে বেরিয়ে যেতে পারে।

কি এক ঝড়! কীভাবে আমি এত অল্প সময়ের মধ্যে তার সাথে এরকম আচরণ করতে পারলাম?

এলিস চলে গেলে সে কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? যদি সে সেটা না করে তাহলে কি হবে?

আমি কাউন্টারের কাছে ধপাস করে বসে পড়ে হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফেললাম। আমি কীভাবে সবকিছু এমনভাবে গুবলেট পাকিয়ে ফেলছি? কিন্তু আমি আলাদাভাবে আর কিইবা করতে পারতাম? এমনকি এখনও পর্যন্ত আমি এর চেয়ে ভাল কোন কিছুর কথা চিন্তা করতে পারি না। আর কোন উপযুক্ত কাজের কথা।

'বেলা...?' জ্যাকব সমস্যা জর্জরিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

আমি হাতের মধ্য থেকে মুখ বের করলাম। দেখলাম জ্যাকব দ্বিধান্বিতভাবে কিচেনের দরজা পথে দাঁড়িয়ে আছে। সে চলে গিয়েছি ভাবলেও তখনও সে চলে যায়নি। আমার হাতের মধ্যে পানির ফোঁটা দেখে বুঝতে পারলাম আমি কাঁদছিলাম।

জ্যাকবের শান্ত অভিব্যক্তি চলে গেছে। তার মুখ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং অনিশ্চিত। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে আমার সামনে চলে এল। তার মাথা ঝুঁকিয়ে দিল যাতে তার চোখ আমার চোখের খুব কাছাকাছি একই সমতলে থাকে।

'এটা কি আবার হয়েছে? আমি কি করিনি?'

'কি করেছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা।

'আমার প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি। দুঃখিত।'

'এটা ঠিক আছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। 'এইবারে আমিই এটা শুরু করেছিলাম।'

তার মুখ ঘুরে গেল। 'আমি জানি তুমি তাদের সম্বন্ধে কেমন অনুভব করো। এটা আমার কাছে এই জন্য কোন বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়নি।'

আমি তার চোখে মুখে প্রতিহিংসার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। আমি তার

কাছে ব্যাখ্যা করতে চাইলাম যে এলিস আসলেই কোন প্রকৃতির। আমি এলিসের পক্ষ নিয়ে তাকে বলতে চাইলাম। কিন্তু কিছু একটা আমাকে সর্তক করে দিচ্ছিল যে সেটার এখনও সময় আসেনি।

সুতরাং আমি শুধু 'দুঃখিত' বললাম।

"এখন এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না, ঠিক আছে? সে শুধু দেখতে এসেছে, ঠিক না? সে চলে যাবে। এবং সবকিছুই আগের মতই স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

'আমি কি একই সময়ে একইসাথে তোমাদের দুজনেরই বন্ধু ছিলাম না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার কণ্ঠস্বরে একটুও লুকানোর চেষ্টা করলাম না যে কতটা কষ্ট আমি পেয়েছি।

সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল। 'না। আমি মনে করি, তুমি তা পারো না।'

আমি নাক টানলাম এবং তার বিশাল পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। 'কিন্তু তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, ঠিক না? তুমি এখনও আমার বন্ধু হিসাবেই থাকবে, যদিও আমি এলিসকেও খুব ভালবাসি?

আমি তার দিকে তাকালাম না। উত্তর দিতে তার মিনিট খানিক সময় লাগল। সুতরাং আমি সম্ভবত তার দিকে তাকাতে পারি না।

'হ্যাঁ। আমি সবসময়ই তোমার বন্ধু থাকব।' সে মেপে মেপে বলল।

'সেটা কোন ব্যাপার নয় কাকে তুমি ভালবাস।'

'প্রতিজ্ঞা করছ?'

'প্রতিজ্ঞা করছি।'

আমি তার হাত টেনে নিলাম। তার বুকের উপর ঝুকে পড়লাম। সে এখনও নাক টানছে। 'তাহলে ঠিক আছে।'

'হ্যা।' তারপর সে আমার চুলের কাছে নাক টানল এবং বলল 'এ্যায়াও!'

'কি!' আমি জানতে চাইলাম। আমি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম তার নাক আবারও কুঁচকে গেছে। 'কেন সবাই আমার সাথে এমন করতে শুরু করেছে? আমি গন্ধ নিতে পারছি না।'

সে ছোট্ট করে হাসল। 'হ্যাঁ। তুমি পার। তুমি তাদের মতই গন্ধযুক্ত। এতটাই মিষ্টি— অসুস্থভাবে মিষ্টিগন্ধ। এবং...শীতল। এটা আমার নাককে যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে।

'সত্যিই?' সেটা অদ্ভুত। এলিসের গন্ধ অবিশ্বাস্যভাবে সুন্দর। 'কিন্তু তাহলে এলিসও কেন ভাবে যে আমি অন্যরকম গন্ধযুক্ত?'

সেটাতে তার হাসি মুছে গেল। 'হাহ। হতে পারে আমি তার মত এতটা ভালভাবে গন্ধ নিতে পারি না, হাহ?

'বেশ, তোমাদের দুজনেরই গন্ধ আমার কাছে সুন্দর।' আমার মাথা তার বুকের উপর রাখলাম। আমি তাকে ভয়ানকভাবে মিস করতে শুরু করব যখন সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এটা খুব খারাপ একটা ব্যাপার। আমি চাইছিলাম এলিস চিরদিনের জন্য এখানে থাকুক। আমি মারা যেতে চলেছি—রুপকগতভাবে যখন সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু কীভাবে আমি জ্যাকবকে দীর্ঘসময় না দেখে থাকতে পারব? কি

এক জগাখিচুড়ি অবস্থা। আমি সেটা আবার ভাবলাম।

'আমি তোমাকে মিস করব।' জ্যাকব ফিসফিস করে বলল। যেন আমার চিন্তাভাবনারা প্রতিধ্বনি করল। 'প্রতি মিনিটে। আমি আশা করছি সে খুব শিগগিরই চলে যাবে।

'এটা সত্যিই সেইভাবে কিছু ঘটবে না, জ্যাক।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'হ্যাঁ। এটা সত্যিই ঘটবে। বেলা, তুমি...তাকে ভালবাস। সুতরাং সবচেয়ে ভাল হয় কোথায় যাবে না তার কাছাকাছি। আমি নিশ্চিত নই সেই ব্যাপারটা হস্তগত করতে গিয়ে আমি এমন শান্ত মেজাজে থাকতে পারব। স্যাম পাগলের মত হয়ে যাবে যদি আমি তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করি এবং...' তার কণ্ঠস্বর বিদ্রুপাত্মক হয়ে গেল। 'তুমি সম্ভবত এটা খুব একটা পছন্দ করবে না যদি আমি তোমার বন্ধুকে হত্যা করি।

সে এটা বলতেই আমি তার থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। কিন্তু সে তার বাহু দিয়ে আমাকে জোর করে চেপে ধরে রইল। আমাকে বের হতে দিতে অস্বীকার করল। 'সেখানে সত্যটাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন পয়েন্ট নেই। সেটাই সেই পথ যেভাবে ঘটবে বেলা।'

'তুমি যেভাবে চিন্তাভাবনা করছো সেটা আমি পছন্দ করছি না।'

জ্যাকব একহাত মুক্ত করে দিল যাতে সে তার বিশাল বাদামী হাত দিয়ে আমার চিবুকের নিচে রেখে উঁচু করে ধরতে পারে। আমাকে তার দিকে তাকাতে বাধ্য করল। 'হ্যাঁ। এটা অনেক সহজ যখন আমরা দুজনেই মানুষ। এটা কি তাই নয় কি?'

আমি নিঃশ্বাস নিলাম।

আমরা একে অন্যের দিকে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে রইলাম। তার হাত আমার শরীরের উপর মৃদুভাবে ঘষে চলেছে। আমি জানি সেখানে কিছুই নেই। আমি তাকে এই মুহূর্তে বিদায় জানাতে চাচ্ছি না। সেটা কোন ব্যাপারই নয় তাই যতই অল্প সময়ের জন্য হোক না কেন। প্রথমে তার মুখে আমার মুখের ছায়া পড়ল। কিন্তু তারপর আমাদের দুজনের কেউ কিছু দেখতে পেলাম না। তার অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হয়ে গেল।

সে আমাকে মুক্ত করে দিল। তার অন্য হাতটা উঁচু করে ধরল। আমার গালে আঙুল ঘষে চোয়ালে নামিয়ে নিয়ে আসল। আমি অনুভব করলাম তার আঙুল কাঁপছে। এইবার আর কোন রাগের কারণে নয়। সে তার হাতের তালু আমার গালের উপর চেপে ধরল। যাতে আমার মুখ তার পুড়তে থাকা হাতের ফাঁদে পড়ে।

'বেলা।' সে ফিসফিস করে বলল।

আমি জমে গেলাম।

না! আমি এখনও সেই সিদ্ধান্ত নেই নি। আমি এখনও জানি না যদি আমি তাই করি। এখন আমি এসব চিন্তা থেকেও দূরে। কিন্তু আমি অনেক বোকামো করব যদি আমি ভাবি যে আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করব।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে আমার জ্যাকব নয়। কিন্তু সে হতে পারে।

তার মুখ পরিচিত এবং ভালবাসাময়। অনেকগুলো সত্যিকারের পদ্ধতিতে আমি তাকে ভালবাসতাম। সে আমার আরামদায়ক অবস্থা। আমার নিরাপদ দ্বীপ। ঠিক এখন, আমি পছন্দ করতে পারি তার কাছে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে।

এলিস এই মুহূর্তের জন্য ফিরে এসেছে কিন্তু সেটায় কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে না। সত্যিকারের ভালবাসা চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। রাজপুত্র কখনও ফিরে আসে না। মন্ত্রমুগ্ধকর ঘুম থেকে ভাঙিয়ে চুমু দেয়ার জন্য। সর্বোপরি, আমি কোন রাজকুমারী নই। তাহলে সেই রূপকথার সেই চুমুর ব্যাপারটা কি হবে? সেটা কি কোন কুহক ভাঙবে না?

হতে পারে এটা অনেক সহজ। যেমনটি তার হাত ধরা। অথবা তার হাত আমার চারিদিকে নেয়া। হতে পারে এটার অনুভূতি অসাধারণ হবে। হতে পারে এটা কোন প্রতারণার অনুভূতি দেবে না। পাশাপাশি, কাকে আমি প্রতারণা করছি? শুধু নিজেকেই।

তার চোখ আমার উপরে রেখেই জ্যাকব তার মুখ আমার মুখের দিকে ঝুকিয়ে দিতে লাগল। আমি এখনও প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে লাগলাম।

টেলিফোনের তীক্ষ্ম শব্দ আমাদের দুজনকেই চমকে দিল। আমরা লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু এটা তার দৃষ্টিশক্তিকে বাধা দিল না। সে তার হাত আমার থুতনির নিচ থেকে নিয়ে নিল। রিসিভার তোলার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু তখনও সে আমার মুখ সতর্কতার সাথে ধরে রেখেছিল। তার গাঢ় কালো চোখ আমার থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল না। আমি খুবই অভিভুত ছিলাম প্রতিক্রিয়া। এমনকি এটার সুযোগও গ্রহণ করার চেষ্টা করলাম।

'সোয়ান আবাসিক" জ্যাকব বলল, তার হাস্কি স্বর নিচু এবং চিন্তাগ্রস্ত।

কেউ একজন উত্তর দিল। জ্যাকব সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। তার হাত আমার মুখের থেকে সরে গেল। তার চোখ দৃষ্টিহারা হয়ে গেল। তার মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। আমি আমার এতদিনের সংরক্ষিত কলেজ ফান্ডের সব টাকা বাজি ধরে বলতে পারি যে এটা অবশ্যই এলিস।

আমি নিজেকে পুনরুদ্ধার করলাম। আমি ফোনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। জ্যাকব আমাকে উপেক্ষা করল।

'তিনি এখানে নেই।' সে চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিল।

ওপ্রান্তে খুব ছোট্ট একটা উত্তর। আরো বেশি তথ্যের জন্য কোন একটা অনুরোধের ব্যাপার মনে হলো। কারণ জ্যাকব অনিচ্ছাস্বত্বেও যোগ করল, 'তিনি এখন শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে আছেন।'

তারপর জ্যাকব ফোন রেখে দিল। 'বেজন্মা রক্তচোষার দল।' সে বিড়বিড় করে বলল। সে যখন আমার দিকে মুখ ফেরাল তার মুখে আবার সেই তিক্ত মুখোশ দেখতে পেলাম।

'কাকে তুমি এইমাত্র রেখে দিলে?' আমি রাগান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করলাম। 'আমার বাড়িতে এবং আমার ফোনে?

'সহজেই!' সে আমার মুখের উপর রেখে দিল।

'সে? কে সেটা?

সে দাঁত কিড়মিড় করে টাইটেলটা বলল, 'ডা. কার্লিসল কুলিন।'

'কেন তুমি তার সাথে আমাকে কথা বলতে দিলে না?

'সে তোমার কথা জিজ্ঞেস করে নাই।' জ্যাকব ঠাণ্ডাস্বরে বলল। তার মুখ মসৃণ, অভিব্যক্তিহীন। কিন্তু তার হাত কাঁপছে। 'সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল চার্লি কোথায় এবং আমি তাকে সেটা বলেছি। আমি মনে করি আমি এটিকেটের কোন নিয়মকানুন ভঙ্গ করি নাই।

'তুমি আমার কথা শোন জ্যাকব ব্লাক...'

কিন্তু সে আমার কোন কথা শুনছিল না। সে তাড়াতাড়ি তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল। যেন কেউ একজন অন্য রুম থেকে তার নাম ধরে ডেকেছে। তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তার শরীর শক্ত হয়ে গেল। তারপর সে কাঁপতে শুরু করল। আমিও সেটা শুনতে পেলাম। স্বতঃস্ফুর্তভাবে, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না।

'বিদায় বেলা।' সে থুতু ফেলল। সে সামনের দরজার দিকে ঘুরে গেল।

আমি তার দিকে দৌড়ে গেলাম। 'হচ্ছে কি?'

তারপর আমি তার সাথে দৌড়ে গেলাম। সে গতি বাড়িয়ে দিল। সে আমার পাশ দিয়েই ঘুরে গেল। আমি তাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করলাম। আমি পা পিছলে মেঝেতে পড়ে গেলাম। আমার পা তার পায়ের সাথে জড়িয়ে গেল।

'শুট, আউ!' সে দ্রুতগতিতে তার পা ঝাঁকি দিয়ে মুক্ত করে নিলে আমি প্রতিবাদ জানালাম।

আমি যুদ্ধ করতে লাগলাম নিজেকে টেনে তোলার জন্য। সে পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সে হঠাৎ করে যেন জমে দাঁড়িয়ে গেল।

এলিস চিত্রাপিত্রের মত সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

'বেলা।' সে ঢোক গিলল।

আমি তার পাশে চলে এলাম। তার চোখে ঢুলুঢুলু দৃষ্টি। যেন সে বহু দূরে তাকিয়ে দেখছে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ঝুলে পড়েছে। হাড়ের মতই সাদা হয়ে গেছে। তার ছিপছিপে শরীর বেতস লতার মত কাঁপছে।

'এলিস, কি হয়েছে? কি সমস্যা?" আমি কেঁদে উঠলাম। আমার হাত তার মুখের উপর রাখলাম। চেষ্টা করলাম তাকে শান্ত করতে।

তার চোখ বেপরায়াভাবে আমার মুখের উপর তাকিয়ে রইল। যন্ত্রণায় যেন সেটা বড় হচ্ছে।

'এ্যাডওয়ার্ড!' সে ফিসফিস করে এইটুকুই বলল।

আমার শরীর আমার মনের চেয়ে অনেক দ্রুত এই কথায় প্রতিক্রিয়া দেখাল। তার উত্তরের সাথেই সাথেই ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করল। প্রথমে আমি বুঝতে পারি নাই কেন গোটা রুম এমনভাবে ঘুরছে। অথবা আমার কানের মধ্যে কেন কোন শব্দ নেই। ফাঁকা, ফাঁকা। আমার মনও বুঝছে। এলিসের শূন্য মুখও মনে করতে সমর্থ হচ্ছি না। এটা কীভাবে এ্যাডওয়ার্ডের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হতে পারে। আমার শরীর এরই মধ্যে কাঁপছে। অজ্ঞান হওয়ার আগেই আমি সেই ব্যাপারটা থেকে মুক্ত হলাম। বাস্তবতা

আমাকে আঘাত করল।

সিঁড়িপথ যেন অদ্ভুতভাবে উঁচু নিচু হচ্ছে।

জ্যাকবের রাগান্বিত কণ্ঠস্বর হঠাৎই আমার কানে প্রবেশ করল। যেন তপ্ত শিসার মত কানে ঢুকল। আমি একটা ব্যর্থ অনুভূতিতে ভুগতে লাগলাম। তার নতুন বন্ধুর পরিষ্কারভাবেই একটা খারাপ শক্তি আছে।

আমি কোচের উপর বসে পড়লাম। জ্যাকব এখনও রাগে গজরাচ্ছে। এটা এমনই অনুভূত হচ্ছে যেন সেখানে ভুমিকম্প হচ্ছে। আমার নিচের কোচও কাঁপছে।

'তুমি তাকে কি করেছ?' জ্যাকব জানতে চাইল।

এলিস তাকে উপেক্ষা করে গেল 'বেলা? বেলা। ওকে দূর করে দাও। আমাদের কিছুটা ব্যস্ততা আছে।

'পিছিয়ে এসো।' জ্যাকব হুমকি দিল।

'শান্ত হও। জ্যাকব ব্লাক।' এলিস আদেশ করল। 'তুমি তার খুব কাছাকাছি যেতে পার না।

'আমি মনে করি না আমি তার পাশাপাশি থাকলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে।' সে শান্ত হলো। তার কণ্ঠস্বর কিছুটা ঠাণ্ডা শোনাল।

'এলিস?' আমার কণ্ঠস্বর বেশ দুর্বল।'কি ঘটেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম যদিও এখন আমি কোন কিছু শুনতে চাচ্ছি না।

'আমি জানি না।' সে হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল 'সে ভেবেছেটা কি?

আমি মাথা ঘোরা কাটিয়ে কষ্ট করে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা করলাম। আমি বুঝতে পারলাম এটা জ্যাকবের হাত যেটা আমি ভারসাম্যের জন্য আঁকড়ে ধরেছি। সেই একজন যে আমাকে ঝাঁকাচ্ছে। কোচটা নয়।

এলিস তার ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুপালি রঙের ফোন বের করল। তার আঙুল দিয়ে সে এতদ্রুত নাম্বারগুলো চাপল সেটা আমার কাছে ঝাঁপসা লাগল।

'রোজ, আমি এখনই বাবার সাথে কথা বলতে চাই।' তার কণ্ঠস্বর যেন শব্দগুলোকে চাবুকের মত মারল। 'খুব ভাল, যত তাড়াতাড়ি সে ফিরে আসে। না। আমি একটা প্লেনে থাকব। দেখ, তুমি কি এ্যাডওয়ার্ডের কাছ থেকে কোন কিছু শুনেছো?

এলিস এখন থেমে আছে। খুব মনোযোগের সাথে ও প্রান্তের কথোপকথন শুনছে। তার মুখ ভয়ে হা হয়ে গেল। তার হাতের ফোন কাঁপতে লাগল।

'কেন?' সে শ্বাস নিল। 'কেন তুমি সেটা করতে গেলে রোসালি?'

'সেই উত্তরটা যাই হোক না কেন, এটা তার চোয়াল রাগে শক্ত হয়ে গেল। তার চোখ বারবার পলক পড়তে লাগল। ছোট হয়ে গেল।

'বেশ, তুমি দুই দিক দিয়েই ভুল করেছে, রোসালি, সুতরাং তুমি একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে, তুমি কি তাই মনে করো না?' সে তিক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল 'হ্যাঁ। সেটাই ঠিক। সে সত্যিকার অর্থেই ভাল আছে। আমি ভুল করেছিলাম...এটা অনেক বড় গল্প...কিন্তু তুমি তোমার সেই অংশে ভুল করেছ। সেটাই এই কারণ যে আমি

ফোন করেছি...হ্যাঁ। সেটাই। প্রকৃতপক্ষে আমি যা দেখেছিলাম।

এলিসের কণ্ঠস্বর খুব কঠোর হয়ে গেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। 'এটা কিছুটা দেরি হয়ে গেছে রোজ, তোমার দূরবর্তীকে রক্ষা করো এমন কারোর জন্য যে এটা বিশ্বাস করে।' এলিস ঠাস করে ফোন বন্ধ করে দিয়ে হাতের একটা মোচড়ের মধ্যেই রেখে দিল।

তার চোখজোড়া আহত মনে হচ্ছিল যখন সে আমার দিকে তাকাল।

'এলিস।' আমি তাড়াতাড়ি বললাম। আমি তাকে এই মুহূর্তে কথা বলতে দিতে চাচ্ছি না। সে কথা বলার আগে আমার আরো কয়েক সেকেন্ডে বেশি দরকার। তার কথা আমার বাকি জীবনের সবকিছু ধ্বংস করবে। 'এলিস, কার্লিসল ফিরে এসেছো যদিও। সে একটু আগেই ফোন করেছিল..

সে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 'কতক্ষণ আগে?' সে শূন্য স্বরেই জিজ্ঞেস করল।

'তুমি দেখা দেয়ার আধা মিনিট আগে।

'সে কি বলেছে?' সে প্রকৃতপক্ষেই জানতে চাচ্ছে। আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে।

'আমি তার সাথে কথা বলি নাই।' আমি জ্যাকবের দিকে চোখ নাচালাম।

এলিস তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ঘুরিয়ে জ্যাকবের দিকে তাকাল। সে একটু কেপে উঠল। সে ভীতভাবে বসেছিল। যেন সে তার শরীর দিয়ে বর্ম হয়ে আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

'সে চার্লিকে চাচ্ছিল। আমি তাকে বলে দিয়েছি চার্লি এখানে নেই।' জ্যাকব বিড়বিড় করে জানাল।

'এটাই কি সবকিছু?' এলিস জানতে চাইল। তার কণ্ঠস্বর বরফের মত ঠাণ্ডা।

'তারপর সে ওপাশ থেকে ফোন রেখে দেয়।' জ্যাকব পিছন ফিরে থুতু ফেলল। একটা কাঁপুনি তার মেরুদণ্ড বেয়ে বয়ে গেল। এটা আমাকেও কাঁপিয়ে দিল।

'তুমি তাকে বলেছিলে যে চার্লি শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে গিয়েছে।' আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

এলিস মাথা ঝাকিয়ে আমার দিকে তাকাল 'তার প্রকৃত কথাটা কি ছিল?'

'সে বলেছিল সে এখানে নেই। যখন কার্লিসল জিজ্ঞেস করেছিল চার্লি কোথায় গিয়েছি জ্যাকব বলেছিল শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে।'

এলিস গুঙিয়ে উঠে বসে পড়ল।

'এলিস, আমাকে বলো।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'ফোনে সেটা কার্লিসল ছিল না।' সে আশাহত স্বরে বলল।

'তুমি কি আমাকে মিথ্যেবাদি বলতে চাও?' জ্যাকব আমার পাশ থেকে গর্জন করে উঠল।

এলিস তাকে উপেক্ষা করে গেল। সে আমার হতবুদ্ধিকর মুখের দিকে তাকাল।

'এটা ছিল এ্যাডওয়ার্ড।' শব্দটা যেন ঠিক ফিসফিসানির মত আমার কানে ঢুকল।

'সে ভেবেছে তুমি মারা গেছ।'

আমার মন আবার কাজ করতে শুরু করেছে। এই শব্দটা সেটাই নয় যেটার জন্য আমি ভয় পাচ্ছিলাম। এটা আমার মাথায় স্বস্তির ভাব নিয়ে এল।

'রোজালি তাকে বলেছে আমি আত্মহত্যা করেছি, তাই নয় কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। স্বস্তির সাথে শ্বাস নিলাম।

''হ্যাঁ।' এলিস স্বীকার করল। তার চোখ কঠিনভাবে দেখতে লাগল। 'তার পক্ষ থেকে সে এটাই বিশ্বাস করে। সে দূরের যেকোন কিছুর জন্য আমার দৃষ্টির উপর খুব বেশি নির্ভর করে। যেটা আসলে অপূর্ণভাবে কাজ করে। কিন্তু তার জন্য তাকে খুঁজে বের করে সেটা বলে দিয়েছে। সে কি বুঝতে পারে নাই... অথবা যত্ন নেয়া..." তার কণ্ঠস্বরের ভয় ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল।

'এবং যখন এ্যাডওয়ার্ড এখানে ফোন করেছিল সে ভেবেছিল জ্যাকব শেষকৃত্য বলতে আমার শেষকৃত্য বোঝাচ্ছে।' আমি বুঝতে পারলাম। এটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে বুঝিয়ে দিল আমি কতটা এটার কাছাকাছি ছিলাম। আমি তার কণ্ঠেস্বরের মাত্র এক ইঞ্চি দূরে ছিলাম। আমার নখ জ্যাকবের বাহুর উপর বসে গেল। কিন্তু সে কোন নড়াচড়া করল না।

এলিস অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাল। 'তুমি আপসেট নও।' সে ফিসফিস করে বলল।

'বেশ। এটা সত্যিই খুব খারাপ সময়। কিন্তু এটা সবকিছুকে সরাসরি প্রকাশ করে দিয়েছে। পরেরবার যখন সে কল করবে কেউ একজন তাকে বলবে....কি ...সত্যিই...' আমি থেমে গেলাম। তার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা আমার গলায় বিধে গেল।

কেন সে এতটা আতঙ্কিত? কেন তার মুখ সমবেদনা আর ভয়ে বেকে গেছে? সে ঠিক এখনই রোজালিকে ফোনে কি বলেছিল? এমন কিছু একটা যেটা সে দেখেছ... এবং রোজালির দূরবর্তীতা নিয়ে। রোজালি কখনও কোন কিছু নিয়ে একাতীত্ববোধ করে যেটা তার উপরে ঘটে গেছে। কিন্তু যদি সে তার পরিবারকে আঘাত করে থাকে, তার ভাইকে আহত করে থাকে...

'বেলা।' এলিস ফিসফিস করে বলল 'এ্যাডওয়ার্ড আর ফোন করবে না। সে তাকে বিশ্বাস করে।'

'আমি বুঝতে পারছি না।' আমার মুখ থেকে প্রতিটি শব্দ নৈঃশব্দের মত বেরিয়ে এল। বাতাস সরিয়ে আমার প্রকৃত কথাটা বলতে পারছি না। যেটা তাকে ব্যাখ্যা করে বলবে এটার মানে কি।

'সে ইতালি চলে যাচ্ছে।'

এটা কি তা বুঝে উঠতে আমার কিছুটা সময় লাগল।

এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর আমার কাছে ফিরে আসে। এটা আমার বিভ্রান্তির উপযুক্ত নকল ছিল না। এটা শুধু আমার স্মৃতির দুর্বল ঝাঁপসা স্বর। কিন্তু শব্দগুলো আমার বুকে ক্ষত জাগানোর জন্য যথেষ্টই ছিল। শব্দগুলো এমন সময়ে এল যখন আমি সবকিছু নিয়েই বাজি ধরতে পারি অথবা এমন কিছু ধার করতে পারি যা আমার ভালবাসার

জন্য।

বেশ, আমি তোমাকে ছাড়া বাচতে যাচ্ছি না, সে বলেছিল যখন আমরা রেমিও জুলিয়েট দেখছিলাম এবং জুলিয়েট মারা যাচ্ছিল। এখানে এই রুমেই। *কিন্তু আমি নিশ্চিত নই এটা কীভাবে করতে হবে...আমি জানতাম এমিট এবং জেসপার কখনও সাহায্য করবে না...সুতরাং আমি ভেবেছিলাম হতে পারে আমি ইতালিতে চলে যাব এবং কিছু একটা করব এই প্রতারণাময় অবস্থা কাটাতে...তুমি তাদেরকে উত্তেজিত করো না। যদি না তুমি মরতে চাও।*

যদি না তুমি মরতে চাও।

'না!' সেই ফিসফিসানির মত কথাগুলো আমার কানের কাছে এমন স্বরে বাজতে লাগল যে আমি চেচিয়ে উঠলাম। এতে সবাই লাফিয়ে উঠলো। আমি অনুভব করলাম আমার মুখে রক্ত উঠে আসছে। আমি বুঝতে পারলাম সে কি দেখেছিল, 'না। না, না না! সে পারে না! সে এটা করতে পারে না!

'সে তার মন তৈরি করেছে, তোমার বন্ধু যত তাড়াতাড়ি নিশ্চিত করেছে যে তোমাকে বাঁচাতে তার খুব দেরি হয়ে গেছে।

'কিন্তু সে...সে চলে গেল! সে আমাকে আর চাইল না! সে জানত আমি যে কোন সময় মারা যেতে পারি।'

'আমি মনে করি না সে কখনও এমন পরিকল্পনা করেছে যে তোমাকে ছাড়া খুব দীর্ঘদিন থাকবে।

'কীভাবে সে সাহস করে!' আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। আমি এখন দাঁড়িয়ে গেছি। জ্যাকব আকস্মিকভাবে এলিস আর আমার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেছে।

'ওহ, আমার পথ থেকে সরে দাড়াও জ্যাকব।' আমি কনুই দিয়ে তার কাঁপতে থাকা শরীরে বেপরোয়াভাবে ধাক্কা দিলাম। 'আমরা এখন কি করতে পারি?' আমি এলিসের কাছে কাতর কণ্ঠে বললাম। সেখানে কিছু একটা থাকতে হবে। 'আমরা কি তাকে ডাকতে পারি না? কল করতে পারি না? কার্লিসলকেও পারি না?

সে দুদিকে মাথা নাড়ল। 'সেটাই প্রথম জিনিস যেটা আমি করেছিলাম। সে রিওর আর্বজনার স্তুপে তার ফোন ফেলে দিয়েছে। কেউ একজন সেটা নিয়ে উত্তর দিয়েছে...' সে ফিসফিস করে বলল।'

'তুমি বলেছিলে আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে। কতটা তাড়াতাড়ি?' এখন এটা করো, তাই এটা যাই হোক।

'বেলা, আমি—আমি মনে করি না তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম...' সে সিদ্ধান্ত হীনতায় কথা বন্ধ করে দিলো।

'আমাকে জিজ্ঞেস করো!' আমি নির্দেশ দিলাম।

সে আমার কাঁধে হাত রাখল। আমাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। তার আঙুল যেন অস্থিরভাবে কথাগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে। 'হতে পারে আমরা এর মধ্যে দেরি করে ফেলেছি। আমি তাকে ভলচুরিতে যেতে দেখেছি... এবং মৃত্যুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে।' আমরা দুজনেই শিহরে উঠলাম। আমার চোখ হঠাৎ করে যেন অন্ধ হয়ে

গেল। আমি জ্বরগ্রস্তর মতো চোখ থেকে পানি ঝরালাম। 'এর পুরোটা নির্ভর করছে তারা কি পছন্দ করছে তার উপর। আমি সেটা দেখতে পারছি না তারা যতক্ষণ না কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

'কিন্তু যদি তারা না বলে এবং হতে পারে তারা— এ্যারো কার্লিসলের ভক্ত এবং তাকে আর নাও ছাড়তে চাইতে পারে। এ্যাডওয়ার্ডের একটা ব্যাকআপ প্লান আছে। তারা তাদের শহরে খুবই সুরক্ষিত। যদি এ্যাডওয়ার্ড শান্তিভঙ্গের মত সেখানে কিছু করে, সে মনে করে তারা তাকে থামানোর জন্য কাজ করবে। এবং সে ঠিক বলেছে। তারা সেটা করবে।

আমি হতাশার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি এমন কিছু শুনিনি যার জন্য আমরা এখনও এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছি।

'সুতরাং যদি তারা সম্মত হয় তার পক্ষে কাজ করতে। আমরা অনেক দেরি করে ফেলেছি। যদি তারা না বলে এবং তাদের যদি কোন পরিকল্পনা থাকে তাদের এড়ানো সেটা খুব দ্রুতই হব। আমরা অনেক দেরি করে ফেলেছি। যদি সে অনেক বেশি সময় ব্যয় করার প্রবণতা ধরে রাখে...হতে পারে আমাদের হাতে সময় আছে।

'তাহলে চলো।'

'শোনো, বেলা! আমাদের হাতে সময় থাকুক আর নাই থাকুক আমরা ভলচুরি শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে চলে যাব। আমি তার সেই সাফল্যের ব্যাপারে প্রশংসা করব। তুমি একজন মানবী হবে যে শুধু অনেক বেশি কিছুই জানো না কিন্তু অনেক ভাল ঘ্রাণ পাও। সেখানে খুব ভাল একটা সুযোগ আছে। তারা আমাদের সবাইকে উপরে তুলে দেবে। যদিও তোমার ক্ষেত্রে এটা ডিনার টাইমের এত বেশি শাস্তি হবে না।

'এটাই তাহলে সেটাই যেটা আমাদের এখানে ধরে রাখছে?' আমি অবিশ্বাসের স্বরে জিজ্ঞেস করলাম। 'আমি একাকীই সেখানে যাব যদি তুমি ভয় পাও।' আমি মনে মনে আমার একাউন্টে কত টাকা আছে সেটার হিসাব করতে লাগলাম। বিস্মিত হবো যদি এলিস আমাকে বাকি টাকাটা ধার দেয়।

'আমি শুধুমাত্র ভয় পাচ্ছি সেখানে তুমি খুন হয়ে যাবে।

আমি বিরক্তিতে নাক টানলাম। 'আমি প্রতিদিনই কোন না কোনভাবে খুন হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে চলে যাই। আমাকে বলো আমার কি করতে হবে!'

'তুমি চার্লির কাছে একটা নোট লিখে রেখে যাও। আমি এয়ারলাইনে ফোন দিচ্ছি।'

'চার্লি!' আমি শ্বাস নিলাম।

এমন না যে আমার উপস্থিতি তাকে রক্ষা করছে। কিন্তু আমি কি তাকে এখানে একাকী ফেলে রেখে যেতে পারি মুখোমুখি হতে সেই...

'আমি চার্লির কোন কিছু ঘটতে দিতে যাচ্ছি না।' জ্যাকবের নিচু স্বরের ভেতরে দৃঢ়তা এবং রাগের বহিঃপ্রকাশ। 'চুক্তির গুষ্টি কিলাই।'

আমি তার দিকে তাকালাম। সে যেন আমার অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বকাঝকা

করতে লাগল।

'তাড়াতাড়ি করো বেলা।' এলিস গুরুত্ব সহকারে কথার মাঝে বাধা দিল।

আমি রান্নাঘরে দৌড়ে গেলাম। ড্রয়ার টেনে খুললাম। ড্রয়ারের ভেতর যা কিছু ছিল সব টেনে নিচের মেঝেতে ফেললাম। একটা কলম খুঁজে পাওয়ার জন্য। একটা বাদামী রঙের কলম আমার হাতে উঠে এল।

'ধন্যবাদ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। দাঁত দিয়ে কলমের মুখ টেনে খুললাম। জ্যাকব নিঃশব্দে আমার দিকে একটা লেখার প্যাড এগিয়ে দিল যেখানে আমরা ফোন ম্যাসেজ লিখে থাকি। আমি উপরের কাগজটা টেনে ছিড়ে নিলাম এবং লিখতে শুরু করলাম।

বাবা, আমি লিখলাম। *'আমি এলিসের সাথে। এ্যাডওয়ার্ড সমস্যার মধ্যে আছে। আমি যখন ফিরে আসব তুমি খুবই রাগ করবে জানি। আমি জানি এটা খারাপ সময়। আমি খুবই দুঃখিত বাবা। তোমাকে এতটাই ভালবাসি যে তুমি কল্পনাও করতে পাবে না বাবা। বেলা।*

'যেও না।' জ্যাকব ফিসফিস করে বলল। এলিস তার চোখের সামনে থেকে সরে যেতেই তার সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেল ।

আমি তার সাথে তর্ক করে সময় নষ্ট করতে গেলাম না। 'প্লিজ, প্লিজ। দয়া করে চার্লির দিকে নজর রেখো। তাকে দেখে রেখো।' আমি বলতে বলতে সামনের রুমের দিকে চলে এলাম। এলিস তার কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে দরজাপথে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

'তোমার মানিব্যাগ নাও। তোমার আইডি কার্ডের প্রয়োজন হবে। দয়া করে বলো যে তোমার পাসপোর্ট করা আছে। আমার হাতে তা করে নেয়ার মত কোন সময় নেই।

আমি মাথা নোয়ালাম। তারপর দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হাঁটু নুয়ে আসতে চাইল। আমার মা মেক্সিকোতে ফিলকে বিয়ে করেছিল। অবশ্যই সবই তার পরিকল্পনা মত, এটা সেভাবেই হয়েছিল। কিন্তু এর আগে আমি সব বাস্তবসম্মত আয়োজন করে রেখেছিলাম।

সোজা আমার রুমে চলে এলাম। পুরানো ওয়ালেট খুঁজে বের করলাম। একটা পরিচ্ছন্ন টিশার্ট এবং একটা প্যান্ট আমার ব্যাকপ্যাকে নিয়ে নিলাম। তারপর এটার উপরে টুথব্রাশ রাখলাম। আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। কমপক্ষে শেষবারের মত— যখন আমি ফর্ক থেকে দৌড়ে পালাচ্ছিলাম তৃষ্ণার্ত ভ্যাম্পায়ারের হাত থেকে, যাতে তারা খুঁজে না পায়। আমি তখনও চার্লিকে বিদায় জানাতে পারি নাই।

জ্যাকব এবং এলিস সামনের খোলা দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে প্রথম দেখায় কেউ মনে করবে না যে তারা দুজনে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দুজনের কেউই আমার তাড়াহুড়ো করে আসার শব্দ শুনতে পেল না।

'হতে পারে অবস্থা অনুযায়ী তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার। কিন্তু এইসব রক্তচোষা শয়তানগুলো যাদের কাছে তুমি তাকে নিয়ে যাচ্ছ...' জ্যাকব রাগান্বিতভাবে

তাকে দোষারোপ করে চলেছে।

'হ্যাঁ। তুমি ঠিক বলেছ কুত্তা।' এলিসও রাগান্বিত। 'ভলচুরি আমাদের প্রকৃতির গন্ধে আপ্লুত। সেটাই সেই যে কারণে তোমার চুল খাড়া হয়ে আছে আর তুমি আমার গন্ধ পেয়েছ। তারাই তোমার ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের বিষয়বস্তু। তোমার অনুভূতিতে ভয়ের স্রোত বয়ে দিয়েছে। আমি সেটা সম্বন্ধে সচেতন নই।

'এবং তুমি তাকে তাদের কাছে এমনভাবে নিয়ে যাচ্ছ যেন সে তাদের পার্টিতে একবোতল মদ।' সে চিৎকার করল।

'তুমি কি মনে করো এখানে আমি তাকে একাকী ছেড়ে গেলে সে ভাল থাকবে?' যেখানেই থাক ভিক্টোরিয়া তার পিছু নিয়েছে?

'আমরা এই লালমাথাগুলোরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।'

'তাহলে কেন সে এখনও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?'

জ্যাকব গুঙিয়ে উঠল। তারা সারা শরীর জুড়ে একটা কাঁপুনি বয়ে গেল।

'এসব বন্ধ করো!' আমি তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলাম। অধৈর্য হয়ে গেছি। 'তর্ক করো যখন আমরা ফিরে আসব। এখন চলো!

এলিস তার গাড়ির দিকে ঘুরে গেল। তার মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তার পিছুপিছু তাড়াতাড়ি গেলাম। অটোমেটিকভাবে ঘুরে গেলাম এবং দরজা বন্ধ করে দিলাম।

জ্যাকব তার কাঁপতে থাকা হাতে আমার হাত ধরে ফেলল। 'প্লিজ বেলা। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তার গাঢ় কালো চোখ পানিতে চকমক করছে। একটা বাষ্প আমার গলার কাছে আটকে গেল।

'জ্যাক, আমি আছি তো...

'তুমি পারো যদিও। তুমি সত্যিই পারো না। তুমি এখানে আমার সাথে থাকতে পার। তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। চার্লির জন্য। আমার জন্য।' কার্লিসলের ম্যার্সিডিজের ইঞ্জিন শব্দ করতে শুরু করেছে। এলিস হর্ণে ছন্দময়ভাবে অধৈর্য হয়ে চাপ দিয়ে চলেছে।

আমি মাথা নাড়লাম। আমার চোখ বেয়ে পানি খুবদ্রুতই নেমে যাচ্ছে। আমার হাত টেনে মুক্ত করলাম। সে আর আমাকে বাধা দিল না।

'মরে যেও না বেলা।' সে ঢোক গিলল। 'যেও না। না।

কি হবে যদি আমি আর আবার তাকে না দেখি?

সেই চিন্তাটা আমাকে নিঃশব্দ কান্নায় নিয়ে গেল। একটা ব্যথা ব্যথা কষ্ট আমার বুক ভেঙে দিতে লাগল। আমার হাত তার কোমরে রাখল। তাকে খুব অল্প সময়ের জন্য জড়িয়ে ধরলাম। আমার ভেজা মুখ তার বুকের উপর। সে তার বিশাল হাত আমার চুলের উপর রাখল।

'বিদায় জ্যাক।' আমি তার হাত আমার চুল থেকে টেনে নিলাম। তার হাতের তালুতে চুমু খেলাম। আমি তার মুখের দিকে তাকানো সহ্য করতে পারছি না।

'দুঃখিত।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

তারপর আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়ির দিকে দৌড়ে গেলাম। প্যাসেঞ্জার পাশের দরজা খোলা ছিল। সে অপেক্ষা করছিল। আমি আমার ব্যাকপ্যাক মাথা রাখার জায়গা দিয়ে পেছনের দিকে ছুড়ে দিলাম। ভেতরে ঢুকলাম। দড়াম করে আমার পেছনে দরজা আটকে গেল।

'চার্লির প্রতি নজর রেখো।' আমি জানালা খুলে চিৎকার দিলাম। কিন্তু জ্যাকব আশেপাশে কোথাও নেই। এলিস গ্যাস বাড়িয়ে দিল। টায়ারগুলো মানুষের চিৎকারের মত শব্দ করতে লাগল। আমরা রাস্তার দিকে ঘুরে গেলাম। আমার চোখে গাছের গোড়ায় একটা সাদা বস্তু ধরা পড়ল। এক পাটি জুতো।

উনিশ

ফ্লাইটের প্রতিটা মুহূর্ত আমরা সতর্কতার সাথে ব্যয় করছিলাম। তখনই আসল অত্যাচার শুরু হল। প্লেন অলসভাবে টারম্যাকে পড়েছিল। ফ্লাইট এটেন্ডেন্টরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কম্পার্টমেন্টের ভেতর বাক্স প্যাটরা ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছিল। পাইলট ককপিটে হেলান দিয়ে গল্প গুজব করছিল, যেমনটি তারা এতদিন করে আসছে। এলিস শক্ত করে আমার কাঁধ আঁকড়ে আমাকে সিটে ঠেসে ধরল। আমি উৎকণ্ঠার সাথে উপর নিচ দুলছিলাম।

'এটা কিন্তু দৌড়ের চেয়ে দ্রুত গতির।' সে আমাকে নিচু স্বরে মনে করিয়ে দিল।

আমি দুলতে দুলতেই মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালাম।

এক সময় প্লেন রানওয়ে থেকে অলস গতিতে চলতে আরম্ভ করল। গতিও গড়পড়তা যা আমাকে আগের চেয়েও বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছিল। আমি খুব আশা করছিলাম একবার উপরে উঠে যেতে পারলেই নিশ্চিন্ত হব, কিন্তু আমার ধৈর্য বাঁধ মানছিল না।

এলিস ফোনটা নিয়ে কোথায় জানি রিং করল। আমার দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যা তাকে প্রতিবাদ করা থেকে বিরত রাখল।

আমি প্রচণ্ড ক্লান্তিতে খেই হারিয়ে ফেললাম। এলিস জেসপারের সাথে নিচুস্বরে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করছিল। আমি সেগুলো শুনতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু তারপরও কিছু কিছু শুনে ফেললাম।

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই, তবে আমি তাকে ভিন্ন কিছু করতে দেখেছি। সে মনকে পরিবর্তিত করেছে...শহর জুড়ে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, পাহারাদারদের আক্রমণ করেছে, মেইন স্কয়ারের মাথায় গাড়ি তুলে দিয়েছে... বেশিরভাগ জিনিস সে তাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে। সে জানে প্রতিক্রিয়া তৈরি করার এটাই সবচেয়ে দ্রুততর পথ...

'না, তুমি পার না।' এলিসের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠল। যদিও সেটা কাছাকাছি

শ্রবণযোগ্য ছিল না। আমি কেবল ইঞ্চি পরিমাণ দূরত্বে থাকায় কোন ধরনের বাধা ছাড়াই বেশ ভালভাবেই শুনতে পেলাম। 'এমেটকে এসব করতে মানা কর... ঠিক আছে, এমেট আর রোজালের কাছে যাও এবং তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আস... ভাবতে পার জেসপার, সে যদি আমাদের কাউকে দেখে তাহলে সে কী করবে বলে তুমি মনে কর?'

সে মাথা দোলালো, 'এটাই ঠিক। আমি মনে করি বেলাই একমাত্র সুযোগ, যদি সেখানে কোন সুযোগ থেকে থাকে... যা করার আমি করব। কিন্তু কার্লিসলেকে তৈরি করতে হবে, সব কেমন ভাল ঠেকছে না।'

সে হেসে ফেলল। তার স্বরে অন্যরকম কিছু একটা ছিল। 'আমি সেটা ভেবেছি... হ্যাঁ। আমি প্রতিজ্ঞা করছি জেসপার, কোন না কোনভাবে আমি বেরিয়ে যাবই... আর... আমি তোমাকে ভালবাসি।

সে সিটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল, 'আমি তার সাথে মিথ্যে বলতে ঘৃণা করি।'

'আমাকে সবকিছু বল এলিস' আমি জানতে চাইলাম। 'আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি জেসপারকে বললে এমেটকে থামাতে, কেন তারা আমাদের সাহায্য করতে এল না?'

'দুটো কারণে।' সে ফিসফিসিয়ে বলল, কিন্তু তার চোখ ঠিকই বন্ধ ছিল। 'প্রথম যেটা আমি তাকে বলেছি, আমরা আমাদের মত করে এ্যাডওয়ার্ডকে থামানোর চেষ্টা করতে পারি। যদি এমেট তার সাথে হাত মেলায়, তাহলে আমরা এই বলে তাকে প্ররোচিত করে থামাতে পারবো যে তুমি বেঁচে আছ। কিন্তু আমরা এ্যাডওয়ার্ডের প্রতি খারাপ আচরণ করতে পারব না। সে যদি জানে যে আমরা তার কাছে আসছি তাহলে আগের চেয়েও খারাপ আচরণ করবে। হয়ত সে দেয়ালে একটা বুইক ছুড়ে মারবে অথবা অন্য কিছু, আর তখন ভলচুরি তাকে গোল্লায় নিয়ে যাবে।

'সেটা অবশ্য দ্বিতীয় কারণ, যে কারণটা আমি জেসপারকে বলিনি। যদি তারা সেখানে থাকে এবং এ্যাডওয়ার্ড ভলচুরিতে খুন হয়, তারা তাদের সাথে লড়বে, বেলা।' সে তার চোখ খুলল এবং বিস্ময় আর অনুনয় ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। যদি সেখানে জেতার কোন সুযোগ থাকত... যদি কোন পথ থাকত যে আমরা চারজন যুদ্ধ করে আমার ভাইকে বাঁচিয়ে আনব। মনে হয় সেটা অন্যরকম হবে। কিন্তু আমরা পারব না। আর বেলা, আমি জেসপারকে ওভাবে হারাতে পারব না।

আমি বুঝতে পারলাম কেন তার দৃষ্টি আমার কাছে করুণা ভিক্ষা চাইছে। আমাদের মাধ্যমে সে জেসপারকে রক্ষা করতে চাচ্ছে। হয়ত এ্যাডওয়ার্ডকেও। আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি সে সর্ম্পকে খারাপ কোন চিন্তা করলাম না। আমি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লাম।

'এ্যাডওয়ার্ড তোমার কথা শোনেনি, শুনেছি কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'সে কি জানবে না যে আমি জীবিত ছিলাম। এই ব্যাপারে কি কোনভাবেই জানানো যাবে না?

এমন না যে সেখানে এইটা ছাড়া কোন বিচার্য বিষয় ছিল না। আমি এখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছি না সে এভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পেরেছে। এটা ছিল বোধ বুদ্ধিহীন! আমার মনে পড়ল সেদিন সোফায় বসে তার ব্যথা ভরা নির্মম কথাগুলো। তখন আমরা দেখলাম রোমিও এবং জুলিয়েট একজনের পর আরেকজন নিজেদের খুন করছে।

আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারতাম না, সে এমনভাবে বলেছিল যেন সেটা ছিল সুস্পষ্ট পরিণতি। কিন্তু...

'যদি সে শুনে থাকে,' সে ব্যাখ্যা করল। 'কিন্তু বিশ্বাস কর আর নাই কর, তোমার চিন্তাভাবনা অনুযায়ী এটা সম্ভব। যদি তুমি মারা যেতে তাহলে তুমি তাকে থামাতে পারতে। চিন্তা করতে পারতে সে বেঁচে আছে, সে বেঁচে আছে যেমন কঠিনভাবে আমি করতাম। সে সেটা জানে।'

আমি নীরব হতাশায় দাঁতে দাঁত চাপলাম।

'যদি তোমাকে ছাড়াই কোন কিছু করার পথ খোলা থাকত বেলা তাহলে আমি তোমাকে এই বিপদে ফেলতাম না। এটা আমার ভীষণ অন্যায় হয়েছে।'

'বোকার মত কথা বলো না। আমি তোমার চিন্তা করার মত শেষ বিষয়।' আমি অধৈর্যের সাথে মাথা ঝাকালাম। 'বল আমাকে, জেসপারকে মিথ্যা বলতে ঘৃণা করা নিয়ে তুমি কী বলতে চাচ্ছ?'

সে গম্ভীরভাবে হাসল। 'আমি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তারা আমাকে খুন করার আগেই আমি চলে যাব। এটা এমন না যে আমি গ্যারান্টি দিয়েছিলাম।' সে ভ্রু নাচাল। সে বাস্তবিকই আমাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি বিপদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'ভলচুরিতে কে কে আছে?' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। 'কী এমন আছে তাদের মধ্যে যা তাদের এমেট, জেসপার, রোসালি এবং তোমার চাইতেও ভয়ংকর করে তুলেছে?' এর চেয়ে বেশি কল্পনা করতেও তো ভয় লাগছে।

সে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিল। তারপর আকস্মিকভাবে আমার কাঁধের কালো জায়গা বরাবর তাকাল। সে সময় আমি পাশের সিটের লোকটির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে খেয়াল করছিলাম সে আসলেই আমাদের কথা শুনছে কিনা? তাকে ঠিক ব্যাবসায়ীর মত দেখাচ্ছিল। পরনে কালো স্যুট, কালো টাই এবং হাঁটুর ওপর ল্যাপটপ। যখন আমি উত্তেজনার সাথে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম তখন সে তার কম্পিউটার খুলল এবং লক্ষ্য করার মতই হেড ফোনটা কানে পরল।

আমি এলিসের দিকে এগিয়ে এসে ঝুকে পড়লাম। তার ঠোঁট আমার কানের এতটাই কাছে ছিল যে সেটা আমার কানে নিঃশ্বাস ফেলছিল।

'আমি খুব অবাক হয়েছি যে তুমি নামটা চিনতে পেরেছ।' সে বলল।

'তাহলে আমি এখন যা বলব তুমি তা তাড়াতাড়ি ধরতে পারবে। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এ্যাডওয়ার্ড তোমাকে কতটুকু বলেছে?'

'সে শুধু এটুকু বলেছিল যে সেখানে একটি পুরানো ক্ষমতাবান পরিবার থাকবে ঠিক যেন রাজার রাজত্ব। সেখানে তুমি তাদের সাথে কখনই শত্রুতা করবে যদি না তুমি... মরতে চাও।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম। শেষ শব্দ দুটো শ্বাসরোধ করে দেয়ার মত।

'দেখ, তোমাকে বুঝতে হবে,' সে বলল, তার কণ্ঠস্বর ছিল ধীর এবং পরিমিত। 'তুমি যা জানো তার চাইতেও আমরা কুলিনরা অনেক দিক দিয়েই অন্যরকম। এটা আসলে... এক দিক দিয়ে অস্বাভাবিক। এক সাথে শান্তিতে বাস করা। উত্তরে বাস করা তানিয়াদের পরিবার। কার্লিসলে মনে করে নির্লিপ্ত থাকাটাই আমাদের পক্ষে সামাজিকতা

রক্ষা করার উপায়। ভালবাসা নির্ভর আনুষ্ঠানিকতা, সংগ্রাম এবং সুবিধার চাইতেও। এমনকি জেমসের তিনটি ছোট কভেনও ছিল অস্বাভাবিক বড়– দেখেছ নিশ্চয়ই লরেন্ট সেগুলোকে কীভাবে ফেলে এসেছে।। স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের ভ্রমণ হয় একা, কিংবা জোড়া। আমি যতদূর জানি কার্লিসলের পরিবার অস্তিত্বের দিকে দিয়ে অনেক বিশাল। শুধু একটাই ব্যতিক্রম, ভলচুরি।

'সেখানেও প্রকৃতপক্ষে তিনজন আছে, এরো, কাইয়াস আর মারকাস।'

'আমি দেখেছি তাদের।' অস্পষ্টভাবে বললাম। 'কার্লিসলে স্টাডিরুমের ছবিতে।'

এলিস মাথা দুলাল। 'দুজন মহিলা সে সময় যোগদান করেছিল। তাদের মধ্যে পাঁচজন পরিবার গঠনে ভূমিকা রেখেছিল। আমি ঠিক নিশ্চিত না, কিন্তু আমি ধারণা করছি তাদের বয়সটাই তাদের শান্তিতে থাকার ক্ষমতা দিয়েছিল। তারা এখন তিন হাজার বছর ধরে টিকে আছে। এমনও হতে পারে এটা তাদের উপহার, যে তাদের অতিরিক্ত সহ্য ক্ষমতা রয়েছে। ঠিক যেমন এ্যাডওয়ার্ড ও আমি। এরো এবং মারকাসও... বুদ্ধিমান।'

আমি জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত সে বলে গেল, 'অথবা এমনও হতে পারে তাদের ভালবাসার শক্তি তাদের একতাবদ্ধ রেখেছে। রাজত্ব হচ্ছে একটা একতাবদ্ধতার ব্যাপার।

'কিন্তু যদি সেখানে মাত্র পাঁচটা–'

'পাঁচ জনই পুরো পরিবার গঠন করেছে।' সে শুধরিয়ে দিল। 'সেখানে পাহারাদাররা অর্ন্তভুক্ত নয়।'

আমি গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলাম। ' এটা তো.... ভয়ঙ্কর।'

'ওহ্, সেটা,' সে আমাকে আশ্বস্ত করল। 'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেখানে স্থায়ী পাহারাদারের সদস্য সংখ্যা নয়, ট্রানজিটরিতে আরও অনেক থাকতে পারে। এটা অবশ্য পরিবর্তনশীল। এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ...

আমি মুখ খুলতে গিয়েও বন্ধ করে ফেললাম। আমি ঠিক চিন্তা করে কুল পাচ্ছি না যে সেখানে কী পরিমাণ খারাপ বিষয় থাকতে পারে।

সে আবারও মাথা দোলাল। সে ঠিক বুঝতে পেরেছে আমি কী ভাবছি। 'তারা একসাথে সম্মুখীন হয় না। তারা এত বোকা নয় যে তারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করব। তারা শহরেই থাক, বাস করে, নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে যায়।'

'ডিউটি?' আমি বিস্মিত হলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড তোমাকে এ ব্যাপারে বলেনি যে তারা কী করে?'

'না।' আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম।

এলিস আমার মাথার উপর দিয়ে ব্যবসায়ী লোকটাকে একবার দেখে নিল। তারপর আবার আমার কানের কাছে মুখ নিল।

'তাদের রাজ পরিবার বলার একটা কারণ আছে...তারা শাষকশ্রেণী। শত সহস্র বছর ধরে... তারা নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে চলেছে।

বিস্ময়ে আমার চোখ বিস্ফোরিত হল। 'এখানে নিয়ম আছে?' আমি যে আওয়াজ করেছিলাম তা অনেক বেশি জোরে হয়ে গেল।

ইস্!

তাহলে আমাকে আগে কেউই বলেনি কেন?' আমি রাগ মেশানো গলায় ফিসফিসিয়ে উঠলাম। 'আমি বলতে চাচ্ছিলাম... আমি তোমাদেরই একজন হতে চেয়েছিলাম। কেউ কি আমাকে এ ব্যাপারে বলতে পারত না?'

আমার আচরণে এলিস মুখ টিপে হাসল। 'এটা এমন কিছু জটিল ব্যাপার নয়, বেলা। এখানে একটাই মাত্র বাধা... যেটা তুমি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে।

আমি ভাবলাম। 'নাহ, আমার কোন ধরনের ধারণাই নেই।'

সে হতাশার সাথে মাথা ঝাকাল। 'হতে পারে এটাই সুস্পষ্ট। আমাদের অবশ্যই আমাদের অবস্থান গোপন রাখতে হবে।'

'ওহ,' আমি অস্পষ্ট স্বরে বললাম, 'এটা সুস্পষ্ট ছিল।

'এটা বোঝার মত একটা বিষয়। আমাদের কাউকেই কৌশল খাটাতে হয় না।' সে বলে চলল। 'কিন্তু বেশ কয়েক শতাব্দি পরে, কখনও হয়তো আমাদেরই কেউ বিরক্ত হয়ে গেছে কিংবা মাথা পাগলা হয়ে গেছে। আমি জানি না। তারপর... বাকিরাও।

'তো এ্যাডওয়ার্ড...'

'পরিকল্পনা অনুযায়ী সে তার নিজস্ব শহরের দিকেই এগোচ্ছে— শহরটা তারা হাজার বছর ধরে গোপনে আগলে রেখেছে, এটরাসকানস-এর আমল থেকে। তারা সেখানে এতটাই সুরক্ষিত থাকে যে দেয়ালের ভেতরে তারা কোন ধরনের শিখারও অনুমোদন করে না। কাছে পিঠে ভ্যাম্পায়ারের আক্রমণ থেকে ভলতেরাই সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদতম শহর।'

'কিন্তু তুমি বলেছ যে তারা স্থান ত্যাগ করে যায় না। তাহলে তারা কী খেয়ে বাঁচে?'

'তাদের অবস্থান ছাড়তে হয় না। তারা বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসে, কখনো সখনো অনেক দূর দূরান্ত থেকেও।

'তো... আমরা এখন কী করতে পারি বেলা। সময় তো এখনও শেষ হয়ে যায় নি।

'এখনও না।' আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। যদিও জানি আমাদের সুযোগ খুবই কম। 'আর আমরা যদি ভজকট পাকাই তাহলে ভলচুরিতে আমাদের খবর আছে।'

এলিস আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'তুমি বলতে চাইছ যে এটা ভালোর দিকে যাবে।'

আমি শ্রাগ করলাম।

'ব্যাপারটা মাথায় রেখ বেলা, তা না হলে হয় আমরা সারা নিউ ইয়র্কে ঘুরে মরব নতুবা দূর্গে ফিরে যাব।

'কী?'

'তুমি তো জানো, যদি আমরা এ্যাডওয়ার্ডের্র ব্যাপারে বেশি দেরি করে ফেলি...আমি তোমার কাছ থেকে কোন ধরনের ঝামেলা চাই না। তুমি কী বুঝতে পারছ?'

'অবশ্যই এলিস।'

সে পেছনে সামান্য হেলান দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, 'কোন সমস্যাই না।'

'যথা আজ্ঞা।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

সে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করল।

'আমাকে এখন মনো সংযোগ করতে দাও। আমি চেষ্টা করছি সে কী ফন্দি আটছে সেটা জানতে।'

সে আমার কাছ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে সিটে মাথা হেলান দিল এবং চোখজোড়া বন্ধ করল। দুহাত মুখের দুপাশে নিয়ে জোরে জোরে গাল ঘষতে লাগল।

আমি গম্ভীর বিস্ময়ে অনেকক্ষণ ধরে ওকে খেয়াল করতে লাগলাম। ক্রমশ সে আবেগশূন্য হয়ে পড়ছিল। এক সময় তার মুখ পাথরের মূর্তির মত হয়ে গেল। বেশ কয়েক মিনিট পার হল। ঠিক বুঝতে পারলাম না ও ঘুমিয়ে পড়ল কিনা? কী ঘটে চলেছে তাও ওকে জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলালো না।

আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। হতে পারে আমি ভীষণ ভীষণ ভীষণ ভাগ্যবতী। হয়তোবা কোনভাবে এ্যাডওয়ার্ডকে বাঁচিয়ে আনতে পারব। কিন্তু আমি বোকার মত এটা ভাবছিলাম না যে ওকে বাঁচিয়ে আনা মানে ওর সাথে থাকতে পারা। আমি কোন কালে ব্যতিক্রম ছিলাম না। ওর এমন কোন কারণ থাকতে পারে না যে সে আমাকে এখনই পেতে চায়। তাকে দেখব এবং আবার হারাব...

আমি সেই যন্ত্রণার বিরুদ্ধে লড়তে লাগলাম। তার জীবন রক্ষার মূল্য হিসাবে আমি এটা পেয়েছি। এটার মূল্য আমাকে পরিশোধ করতে হবে।

তারা একবার আমাকে চলচ্চিত্র দেখিয়েছিল। আমার প্রতিবেশীর হেড ফোন ছিল। ছোট স্ক্রীনে অবয়বগুলি নড়ছিল চড়ছিল। কিন্তু আমি বলতে পারছিলাম না চলচ্চিত্রটা রোমান্সের ছিল নাকি ভূতের।

একটা স্বর্গীয় অনুভূতির পরে প্লেন নিউইয়র্ক সিটির দিকে রওনা হল।

এলিস আগের মতই মোহাবিষ্টের মত পড়ে রইল।

'এলিস,' আমি শেষ পর্যন্ত বললাম। 'এলিস আমাদের যেতে হবে।'

আমি তার বাহু স্পর্শ করলাম।

ধীরে ধীরে তার চোখ খুঁলে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে এপাশ ওপাশ মাথাটা ঝাকিয়ে নিল।

'নতুন কিছু?' অন্য পাশ থেকে লোকটা আমাদের কথা শুনছে কিনা দেখে নিয়ে সর্তকতার আমি তাকে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

'ঠিক তা নয়।' সে নিঃশ্বাস ফেলার মত এমন স্বরে বলল যে আমি খুব কষ্টে তা বুঝতে পারলাম। 'ও আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। ও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে ও কী প্রশ্ন করতে পারে।'

যোগাযোগের জন্য আমাদের অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, বসে বসে অপেক্ষা করার চেয়ে সেটা আরও ভাল। প্লেন আকাশে উড়লে সে আবারও আগের মত সিটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। আমি ভীষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

আমি আমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর খুব কৃতজ্ঞ ছিলাম। যা আমি বেশ কয়েক মাস চর্চা করেছিলাম। ভয়ানক সম্ভাবনার মধ্যে বাস করার চাইতে বরং এলিস যা বলছিল, আমি কোন সংগ্রামের সংকল্প করিনি। আমি মূল সমস্যাগুলোতে মনোসংযোগ করেছি। ঠিক যেমন ফিরে আসলে আমি যা চার্লিকে বলব। আর জ্যাকব? সে আমাকে কথা দিয়েছিল যে সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, কিন্তু সেটার কী কোন বাস্তব প্রয়োগ হবে?

হয়তবা আমি টিকে থাকতে চাইনি, জানি না কী থেকে কী হয়ে গেল।

এলিস আমার কাঁধ ঝাকানোর আরও পরে মনে হল কেউ আমাকে ঝাকাচ্ছে। বুঝতেই পারিনি যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

'বেলা,' সে হিসহিসিয়ে বলল। ঘুমন্ত মানুষে পূর্ণ অন্ধকার কেবিনে তার গলার আওয়াজ অনেক উচ্চ স্বরের ছিল।

আমি অবিন্যস্ত ছিলাম না— আবার এর জন্য প্রস্তুতও ছিলাম না।

'কী হল এমন?'

আমাদের দুজরে মাঝখানে রাখা পড়ার ল্যাম্পের নিস্তেজ আলোয়ও ওর চোখ দুটো ভীষণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

'কিছুই কী ঘটেনি?' সে ভীষণ হেসে উঠল। 'ঠিকই আছে। তারা বিচার বিবেচনা করছে, এবং ঠিক করেছে তাকে না বলবে।'

'ভলচুরি?' আমি অস্পষ্ট স্বরে গুঙ্গিয়ে উঠলাম।

'অবশ্যই বেলা, দেখই না। আমি দেখতে পাচ্ছি তারা কী বলতে যাচ্ছে।'

'আমাকে বল।'

এক কর্মচারী গুটি গুটি পায়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। 'ভদ্র মহদয়া, আপনাদের কী আমি বালিশ দেব?' আমাদের উচ্চ স্বরের যৌথ আলাপচারিতায় তার কর্কশ ফিসফিসানি ভৎসনার মত লাগল।

'না, ধন্যবাদ।' সে হাস্যোজ্জ্বলভাবে তার দিকে তাকাল। দুভার্গ্যজনকই বলা যায়, ওর হাসিটা খুব সুন্দর। কর্মচারীটার এমনই ধাধা লেগে গিয়েছিল যে ফিরে যাওয়ার সময় হোচট খেল।

'বল আমাকে।' আমার শ্বাস প্রশ্বাসও যেন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার জোগার।

সে আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তারা ওর প্রতি খুবই আগ্রহী। ভাবছে ওর বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো যায় কিনা? তারা তাদের সাথে থাকার প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে।'

'সে কী বলল?'

আমি এখনও সেটা দেখিনি, কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি যা দেখেছি তা সত্যি একেবারে রঙিন ছিল।' সে অবজ্ঞার মত হাসল। 'এটাই মূলত প্রথম ভাল সংবাদ– প্রথম অর্জন। তারা চক্রান্ত করেছিল; সত্যিসত্যি ওকে মেরে ফেলতে চায় না ওরা– 'অপচয়কারী।' শব্দটা অরোই ব্যবহার করবে– এবং সেটা হয়তবা তাকে আরো সৃষ্টিশীল হতে সাহায্য করবে। সে তাদের পরিকল্পনা থেকে যত দূরে থাকবে, ততই আমাদের জন্য মঙ্গল।

এটা আমাকে আশা জোগানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না যে প্রশান্তি সে পাচ্ছে। এখনও অনেক পথ রয়েছে যা আমাদের ভীষণ দেরি করিয়ে দিতে পারে।

'এলিস?'

'কী?'

'আমি দ্বিধায় ভুগছি। তুমি কীভাবে এগুলো এত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ? অন্যান্য

সময়েও তুমি সেগুলো অনেক দূর থেকে দেখতে পাও যখন তা ঘটছে না।'

তার চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল। আমি যা ভাবছি সে আবার তা বুঝতে পারছে কী না তা ভেবে মনে মনে একটু অবাক হলাম।

'এটা পরিষ্কার কারণ এটা ঘটতে যাচ্ছে। এবং বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই। আর আমি আসলেই মনোসংযোগ করছি। যেগুলো অনেক দূরের বিষয় সেগুলোও নিজে নিজে অতি দ্রুত ক্ষণিক চমকানোর মত দৃশ্যপটে আসে। আরো যে ব্যাপারটা, আমি আমার সমসাময়িকদের তোমার চাইতে আরও সহজে দেখতে পারি। এ্যাডওয়ার্ডকে দেখা আরও সহজ কারণ আমি...

'তুমি কী মাঝে মধ্যে আমাকে দেখ?' আমি তাকে মনে করিয়ে দিতে চাইলাম।

সে মাথা ঝাকাল, 'ঠিক স্পষ্ট না।'

আমি শ্বাস নিলাম। 'আমি সত্যিই আশা করি তুমি আমার ব্যাপারে সঠিক থাকবে। একেবারে শুরুতে, যখন তুমি প্রথমে আমার ব্যাপারে দেখেছিলে, এমনকি আমাদের সাক্ষাতের আগে...

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ?'

'তুমি দেখেছ যে আমিও তোমাদের একজন হতে যাচ্ছি।' আমি দাঁতে দাঁত চেপে শব্দগুলো বললাম।

সে মাথা নাড়ল। 'এটা সে সময়ে হলে একটা কথা ছিল।'

'সে সময় হলে।' আমি আবার বললাম।

'আসলে কী, বেলা...' সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল এবং কিছু বানিয়ে বলার চেষ্টা করতে লাগল। 'সত্যি করে বলছি, আমি মনে করি যা ঘটে গেছে তা নিয়ে পরিহাস করে লাভ নেই। আমি নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য নিজের সাথে লড়ে যাচ্ছি।

আমি বরফশীতল কাঠিন্যে ওর দিকে তাকালাম। তৎক্ষণাৎ আমার মন তার বলা শব্দের প্রতি প্রতিরোধ সৃষ্টি করল। সে যে নিজের মন পরিবর্তন করবে এই ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারি না।

'আমি কী তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি?' সে অবাক হল। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি এগুলোই জানতে চাচ্ছ।'

'হ্যাঁ। তাই চেয়েছি! শ্বাসরোধ হয়ে এল আমার। 'ওহ্ এলিস, এখনই তা কর! আমি তোমাকে অনেক সাহায্য করতে পারি— আমি তোমাকে থামিয়ে দিতে চাই না. কামড়ে দাও আমাকে! আমাকে কামড়ে দাও!

'ইশ্‌শ..' সে সাবধান করে দিল। কর্মচারীটা আমাদের দিকে লক্ষ্য করে আবার তাকাল। 'বাস্তববাদী হওয়ার চেষ্টা কর।' সে ফিসফিসিয়ে বলল। 'আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় নেই। আমাদের কালই ভলচুরিতে নামতে হবে। ভেব না যে অন্যান্য যাত্রীরা এতে ভাল আচরণ করবে।

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। 'তুমি যদি সেটা এখনই না কর তাহলে তোমাকে তোমার মত পাল্টাতে হবে।

'না।' সে ভ্রুকুটি করল। 'আমি মনে হয় তা করব না। সে খুবই রেগে যাবে, জানি

না সে কী করতে কী করে?'

আমার হার্টবিট আরও দ্রুততর হল, 'কিছুই হবে না'

সে মৃদু হাসল, 'আমার ওপর তোমার অনেক বিশ্বাস বেলা। আমি নিশ্চিত না যে আমি সেটা করতে পারি। তোমাকে খুন করলে সম্ভবত আমি শেষ হয়ে যাব।'

'আমি আমার সুযোগ নিতে চাই।'

'তুমি এতটাই জটিল, মানুষ হওয়া সত্ত্বেও।

'ধন্যবাদ।'

'ভালই, যাই হোক সেটা অনেক প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রথমে আমাদের আগামীকাল পর্যন্ত বাঁচতে হবে।'

'আসল পয়েন্ট।' কিন্তু অন্ততপক্ষে কিছু একটা তো আমরা আশা করতে পারি। যদি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে এবং সে আমাকে হত্যা না করে- তাহলে এ্যাডওয়ার্ড যে দুরত্বে যাক না কেন আমি তাকে অনুসরণ করতে পারব। আমি তাকে বিছিন্ন হতে দেব না। হতে পারে, যখন আমি সুন্দরী ও শক্তিশালী, সে হয়তো বিছিন্ন হবে না।

'ঘুমিয়ে পড়।' সে তাড়া দিল। 'নতুন কিছু হলে আমি তোমাকে জাগাব।'

'ঠিক আছে।' আমি বিরক্তির সাথে বললাম। ঘুমিয়ে পড়াটা অবশ্য একটা ফালতু ব্যাপার হবে। এলিস সিটের ওপর পা তুলে বসল। দুহাতে পা জড়িয়ে ধরে মাথা হাঁটুতে ঠেকিয়ে সামনে পেছনে দোল খেতে লাগলে যেন সে মনোসংযোগ করছে।

আমি আরাম করে সিটে মাথাটা এলিয়ে দিলাম। ওকে দেখতে লাগলাম।

'কী ঘটছে?' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'তারা তাকে না বলেছে।' সে আস্তে করে বলল। আমি খেয়াল করলাম ওর সমস্ত উৎসাহ উবে গেছে।

আকস্মিক ভয়ে আমার গলার কাছে যেন কথা আটকে গেছে। 'সে কী করতে যাচ্ছে?'

'প্রথমে খুব বিশৃঙ্খলা ছিল। আমি কেবল কেঁপে কেঁপে উঠছিলাম, সে তার পরিকল্পনা খুব দ্রুত পরিবর্তন করে ফেলেছে।'

'কী ধরনের পরিকল্পনা?' আমি চেপে ধরলাম।

'সেখানে খুব খারাপ সময় যাচ্ছিল।' সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'সে শিকারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'শহরের মধ্যেই,' সে বলল।

'সে কার্লিসলকে হতাশ করতে চায়নি' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

এটাই শেষ নয়।

'সম্ভবত,' সে একমত হল।

'সেরকম সময় পাওয়া যাবে কী?' যখন আমি কথা বলছি তখন শক্তির পরিবর্তন হচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম প্লেন কৌণিকভাবে নিচের দিকে যাচ্ছে।

'আমিও সেরকম আশা করছি— যদি সে তার নতুন সিদ্ধান্তে অটল থাকে, হতেও

পারে।'

'কী হতে পারে?'

'সে ব্যাপারটাকে সাধারণই রাখছে। সূর্যস্নানে যাওয়ার মতই।'

কেবল রোদ্রে হেটে আসা। ব্যাস এটাই।

এটাই যথেষ্ট। এ্যাডওয়ার্ডের প্রতিচ্ছবি...যেন তার চামড়া মিলিয়ন হীরার কণা– এখনও জ্বলজ্বল করছে আমার স্মৃতিতে। কোন মানুষ সারাজীবনেও ভুলবে না যে সে দেখেছে। ভলচুরি সম্ভবত এটা সহ্য করবে না। যদি না তারা তাদের শহরকে অরক্ষিত রাখতে চায়।

আমি জানালা থেকে বয়ে আসা ক্ষীণ ধারার ধুসর আলোর দিকে তাকালাম। 'আমাদের অনেক দেরি হয়ে যাবে।' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, প্রচণ্ড কষ্টে আমার গলার কাছটা বন্ধ হয়ে এল।

সে মাথা নাড়ল। 'ঠিক এ সময়, সে অতি নাটকীয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সে চাচ্ছে যতটা সম্ভব বেশি দর্শক যাতে করে সে সময় দালানের নিচের মূল ভবনটা বেছে নিতে পারে। সেখানের দেয়ালগুলো উঁচু। সে সূর্য ঠিক মাথার ওপর ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

'তাহলে দুপুর পর্যন্ত সময় আছে?'

'যদি আমরা ভাগ্যবান হয়ে থাকি এবং যদি সে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।'

পাইলট ইন্টারকমে ঘোষণা করল, প্রথমে ফ্রেঞ্চে এবং পরে ইংরেজিতে, আমাদের আসন্ন অবতরণ হতে যাচ্ছে। সিট বেল্ট এর বাতিটা জ্বলে উঠল।

'ভলতেরা থেকে ফ্লোরেন্স কত দূর?'

'সেটা নির্ভর করছে কত দ্রুত তুমি গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে... বেলা।'

'তাই?'

সে আমার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল,'কীভাবে তুমি গ্রান্ড থেফট অটোকে চালিয়ে ন্যাও?

আমি যেখানে পায়চারি করছিলাম তার থেকে কয়েক ফিট দূরে একটি উজ্বল হলুদ রঙের পোর্শে গাড়ি থেমে ছিল। এটার পেছনে সিলভার প্লেটে টারবো শব্দটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। আমার পাশে যারা ছিল তারা বিমান বন্দরের সাইড ওয়াকের দিকে কৌতুহলে ভিড় জমিয়েছিল।

'তাড়াতাড়ি, বেলা!' যাত্রী ছাইনিতে এলিস অধৈর্য হয়ে চিৎকার করল।

আমি দরজার কাছে দৌড়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার এমন অনুভূতি হল যেন আমি মাথা জোড়া কালো মোজা পরে আছি।

'ওহে এলিস' আমি অভিযোগ জানালাম। 'তুমি কি চুরি করার মত আর কোন গাড়ি পাওনি খুঁজে পাও নি?'

গাড়ির অভ্যন্তরীন সবকিছু কালো চামড়ায় মোড়া, এমন কি জানালার কাচও কালো,

আমার মনে হচ্ছিল যেন এখন রাত।

এলিস ততক্ষণে বিমানবন্দরের ঘন ট্রাফিকের মধ্যেও স্পিড তুলে দিয়েছে– সঙ্কীর্ণ জায়গায় দুটো গাড়ির মধ্যে গড়িয়ে যেতেই আমি সিট বেল্ট বাধার জন্য গুঙ্গিয়ে উঠলাম।

'আসল কথা হল এই যে,' সে বলল, 'আমি যে এত দ্রুতগামী একটা গাড়ি চুরি করতে পারব তা কল্পনাও করিনি। আমরা আসলেই ভাগ্যবতী।'

'আমি নিশ্চিত রোডব্লকের ক্ষেত্রে এটা খুবই আরামদায়ক হবে।'

এলিস খিলখিল করে হেসে উঠল, 'আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পার বেলা। রোডব্লকে যদি কেউ থাকে তবে সে আমার পেছনেই থাকবে । সে তার কথা প্রমাণ করার জন্য গ্যাসে চাপ বাড়াল।

আমি জানালার বাইরে তাকিয়েছিলাম। সম্ভবত ফ্লোরেন্স শহর এবং তাসান ভূখণ্ডের দৃশ্য গাড়ির গতির সাথে ঝাঁপসা দেখাচ্ছিল। এটাই আমার বাইরে কোথাও প্রথম ভ্রমণ এবং খুব সম্ভবত শেষও। এলিসের ড্রাইভিং আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। ঘটনাক্রমে, আমি জানি ওর হুইলের সামনে বসাকে আমি কতটুকু বিশ্বাস করি। আতঙ্কে আমি অনেক বেশি জর্জরিত হচ্ছিলাম। আমি দূরের পাহাড় আর দেয়াল ঘেরা শহর দেখছিলাম, যেগুলোকে দূর থেকে দূর্গ বলে মনে হচ্ছিল।

'তুমি কী আর নতুন কিছু দেখছ?'

'এখানে কিছু ঘটতে চলেছে,' এলিস বিড়বিড় করে বলল।। 'কোন ধরনের উৎসব। রাস্তাঘাট সব লোকে লোকারণ্য এবং সবখানে লাল পতাকা। আজ কয় তারিখ?'

আমি ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না। 'হতে পারে উনিশ তারিখ।'

'হয়েছে, ঘটল তো কাণ্ড। আজ সেইন্ট মারকাস ডে।'

'তার মানে কি?'

সে নীরবে মুখ টিপে হাসল. 'এই শহরে প্রতিবছর এইদিন উদযাপন করে আসছে। কিংবদন্তি বলে, একটি খিস্ট্রান মিশনারীতে মারকাস নামের এক ফাদার– ভলচুরির মারকাস, প্রকৃতপক্ষে পনের হাজার বছর আগে ভলচুরি থেকে সমস্ত ভ্যাম্পায়ার তাড়িয়ে দিয়েছিল। গল্পটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যখন তিনি রোমানিয়ায় ভ্যাম্পায়ার র্স্কজকে তাড়াতে গিয়ে শহীদ হন। অবশ্যই সেটা গাজাখুরি— সে কখনই শহর ছেড়ে যায় নি। কিন্তু ক্রস আর রসুনের মত কুসংস্কারগুলো কোত্থেকে এল। ফাদার মারকাস সেগুলো বেশ ভালভাবেই ব্যবহার করেছিলেন।। আর ভ্যাম্পায়াররা ভলতেরাতে তেমন সুবিধা করতে পারেনি, তার মানে সেগুলো কাজ করেছিল।' এলিসের হাসি ছিল বিদ্রুপাত্মক। 'এটা ক্রমে শহরের একটা উৎসবে পরিণত হল এবং বলতে গেলে পুলিশের সাহায্যের অনুমোদন নিয়েই। ভলতেরা আশ্চর্যজনকভাবেই নিরাপদ শহর। পুলিশরা এটার ক্রেডিট পায়।'

আমি বুঝতে পারলাম কাণ্ড ঘটার ব্যাপারটা বলতে এলিস কী বুঝিয়েছে। 'সেটা খুব খুশির কোন ব্যাপার হবে না যদি এ্যাডওয়ার্ড সবকিছু গুবলেট পাকিয়ে বসে, তাদের সেন্ট মার্কাস দিবসে, তারা করবে কি?

সে মাথা নাড়ল। তার অভিব্যক্তি ব্যঙ্গাত্মক। 'না। তারা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে।

আমি বাইরের দিকে তাকালাম। নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরলাম সেগুলো আমার নিচের ঠোঁটের চামড়ার উপর কেটে বসে গেল যেন। রক্তাক্ত হওয়া এই মুহূর্তের সবচেয়ে ভাল আইডিয়া নয়।

ধুসর বিবর্ণ আকাশে সুর্য ভয়ানক উচ্চতায় উঠে বসে আছে।

'সে কি এখনও বিকালের জন্য পরিকল্পনা করছে?' আমি পরখ করার জন্য বললাম।

'হ্যাঁ। সে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং তারা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'তাহলে আমাকে বল এখন আমি কি করতে পারি?'

সে তার চোখ বাতাস বওয়া রাস্তার দিকেই রাখল। স্পিডোমিটারের গতির কাটা তার সবোর্চ্চ সীমা স্পর্শ করতে যাচ্ছে।

'তোমার কোন কিছুই করার নেই। সে শুধু তোমাকে দেখতে চাইছে। সে আলোতে ঘোরাফেরা করার আগে। এবং সে তোমাকে দেখতে চাইছে আমাকে দেখার আগে।

'আমরা কীভাবে সেটা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি?

একটা ছোট রেসিং কার আমাদের পিছন দিকে আসছে। এলিস সেটার দিকে দেখল।

'আমি তোমাকে যতটা সম্ভব কাছাকাছি পেতে যাচ্ছি। তারপর তুমি দৌড়াতে থাকবে সেদিকে যেদিকে আমি নির্দেশ করি।

আমি মাথা নোয়ালাম।

'কোন ট্রিপের চেষ্টা করো না।' সে যোগ করল। 'আমাদের আজকের দিনে সেটা করার সময় নেই।

আমি গুড়িয়ে উঠলাম। সেটা শুধু আমার মতই হতে পারে। সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। গোটা দুনিয়া ধ্বংস করে দেবে। এক মুহূর্তে।

সূর্য আকাশের উপরের দিকে উঠতে শুরু করল যখন এলিস এটার বিপরীতে চালাতে লাগল। এটা খুবই উজ্বল। সেটা আমাকে আতংকিত করে তুলল। হতে পারে সর্বোপরি আজ অপরাহ্নের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাও পড়তে পারে।

'সেখানে।' এলিস বেপরোয়াভাবে বলল, কাছাকাছি পাহাড়ের উপরের দুর্গ শহরের দিকে নির্দেশ করে।

আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। এই প্রথমবারের মত নতুন এক ধরনের ভয়ের অনুভূতি হলো। গতকাল সকালের পর থেকে প্রতি মিনিটে— এটা মনে হচ্ছে এক সপ্তাহ আগের— যখন এলিস তার নাম বলেছিল। সিঁড়ির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে। সেখানে একটা মাত্র ভয় ছিল। এখনও পর্যন্ত, আমি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সিয়েনা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছি। পাহাড়ের শেষ মাথার উপর টাওয়ার মুকুটের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমি অন্যরকম অনুভব করলাম, অনেক বেশি স্বার্থপর প্রকৃতির, ভয়ের রোমাঞ্চ আমার শরীরের ভেতরে বয়ে গেল।

আমি মনে করলাম শহরটা খুব সুন্দর। এটা প্রকৃতপক্ষেই আমাকে আতংকিত করে তুলেছে।

'ভলতেরা।' এলিস শান্ত বরফ শীতল কণ্ঠে ঘোষণা করল।

কুড়ি

আমরা খাড়াখাড়ি উঠতে লাগলাম। রাস্তাটা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগল। আমরা সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠে গেলে গাড়ি দুটো কাছাকাছি ঘেষে এল। এলিসের পক্ষে গাড়ি চালানোই মুশকিল হয়ে পড়ল। পেছনে ছোট একটি ট্যান পিগোট রেখে আমরা গুড়ি মেরে চললাম।

'এলিস' আমি বিলাপ করলাম। ড্যাশবোর্ডে রাখা ঘড়িটার গতি যেন বেড়ে গেছে।

'এটাই ভেতরে ঢোকার একমাত্র পথ,' সে আমাকে আশ্বস্ত করল। কিন্তু ওর গলা বেশ দুর্বল শোনাল।

গাড়ি সতর্কভাবে ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোতে লাগল। একটা গাড়িই তখন লম্বালম্বিভাবে আছে। সূর্য এতক্ষণ মাথার উপর ছিল, তা অত্যন্ত ক্ষীপ্র গতিতে নিচের দিকে নামতে লাগল।

গাড়িগুলো একের পর একগুড়ি মেরে মেরে শহরের দিকে এগুতে লাগল। আমরা যখন নিকটবর্তী হলাম, তখন দেখতে পেলাম গাড়িগুলো রাস্তার পাশে পার্ক করা আছে এবং লোকজন পায়ে হেটে দূরে কোথাও রওনা দিচ্ছে। প্রথমে ভাবলাম এটা বোধহয় অধৈর্যের কারণে— কোন কিছু জিনিস আমি সহজে বুঝতে পারি। কিন্তু যখন সেটার পেছন দিয়ে ঘুরে আসলাম তখন দেখতে পেলাম শহর দেয়ালের বাইরে পরিপূর্ণ পার্কিং লট। ভিড় করে লোকজন গেটের মধ্য দিয়ে হেটে প্রবেশ করছে। কাউকেই গাড়ি চালিয়ে ঢোকার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

'এলিস,' আমি তাড়াতাড়ি ফিসফিসিয়ে বললাম।

'আমি জানি।' সে বলল। তার মুখ বরফখণ্ডের মত সাদা দেখাল।

সে সময় আমি চারপাশ তাকাচ্ছিলাম, এবং গুড়ি মেরে ধীর পায়ে হেঁটে যাওয়ার কারণে অনেকটাই দেখার সুযোগ হচ্ছিল। এটুকু বলতে পারি তখন দমকা হাওয়া বইছিল। গেটের কাছে ভীড় করে থাকা লোকজন সব হ্যাট মুঠোয় ধরে রেখেছে এবং মুখের চারপাশে পরে থাকা চুলগুলো টান টান করে বাধা। তাদের কাপড় দেহের চারপাশে ঝুল ঝুল করছে। এটাও লক্ষ্যণীয়, সবখানেই লাল আর লাল। লাল শার্ট, লাল হ্যাট, লাল পতাকাও যেন গেটের বাইরে বাতাসের সাথে সাথে ফিতের মত পত পত করছে। আমি দেখলাম ক্রিমসন রঙের স্কার্ফ পরিহিতা একজন মহিলা সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে সেখানে পৌছে গেল, লাফ দিল কিন্তু এটা আরো জোরে বাজতে লাগল।

'বেলা.' এলিস আস্তে করে ভয় ধরানো গলায় বলল। 'আমি দেখতে পারছি না এখানকার গার্ডরা এখন কী সিদ্ধান্ত নেবে— যদি এটা কাজ না করে, তোমাকে একা যেতে হবে। দৌড়ে যেতে হবে তোমাকে। শুধু বলতে থাকবে *প্লাজো দেই প্রারোরি*, এবং তারা যেদিকে বলবে সেদিকে দৌড়ে যাবে। হারিয়ে যেও না।'

'প্লাজো দেই প্রারোরি, প্লাজো দেই প্রারোরি,' আমি বারবার নামটা বলতে লাগলাম, এবং গাড়ি থেকে নামার চেষ্টা করলাম।

'অথবা টাওয়ার ঘড়ি,' যদি তারা ইংরেজি বলে। 'আমি চারপাশটায় যাব, শহরের বাইরের শিডিউলড কোন জায়গায়, চেষ্টা করব কোনভাবে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢোকা যায় কিনা।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'প্লাজো দেই প্রারোরি।'

'এ্যাডওয়ার্ড হয়ত দক্ষিণের টাওয়ার ঘড়ির নিচে থাকবে। ডানে বাগানের সঙ্কীর্ণ গলিপথ আছে, সেখানে ছায়ার মধ্যে সে থাকবে। সে সূর্যের আলোয় আসার আগেই তোমাকে তার মনোযোগ আর্কষণ করতে হবে।'

আমি ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ালাম।

এলিস কাছেই সামনের সারিতে ছিল। নেভী ব্লু পোষাক পরিহিত একটি লোক পার্কিং লট থেকে গাড়ি সরিয়ে নিয়ে প্রবহমান ট্রাফিক জ্যামকে দেখিয়ে দিচ্ছে কোথায় যেতে হবে। তারা ইউ-টার্ণ করে রোডের পাশে একটা জায়গা খুঁজে পেল গাড়ি রাখার জন্য। এলিসও সেদিকে ঘুরে এল।

ইউনিফর্ম পরা লোকটা অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোনদিকে মনোযোগ দিচ্ছিল না। এলিস ইতস্তত তার চারপাশে ঘুরে একসময় গেটের দিকে মুখ করে ওর গতি বাড়াল। সে আমাদের দিকে চিৎকার করে কিছু বলল, কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে ভীড়ের পরবর্তী গাড়ি সরানোয় মনোযোগী হয়ে পড়ল।

গেটে দাঁড়ানো লোকটাও প্রায় একই ইউনিফর্ম পরে ছিল। যখন আমরা তার কাছে আমাদের কথা নিবেদন করলাম সেই সময় গাদা গাদা ট্যুরিষ্ট পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল।

গার্ডটি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। এলিস পুরোপুরি থামার আগ পর্যন্ত গাড়িটা সর্তকভাবে ঘোরাল। আমার জানালায় সূর্যের আলো পড়ছিল এবং এলিস ছিল ছায়ায়। সে আলতোভাবে সিটের পেছনের ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করে আনল।

গার্ড অসহিষ্ণু একটা মনোভাব নিয়ে আমাদের গাড়ি চারপাশে ঘুরে এল। এলিসের জানালায় রাগান্বিতভাবে ঝুকে তাকাল।

এলিস জানালার অর্ধেকটা খুলল। আমি লোকটাকে দেখলাম। অন্ধকার গ্লাসের বিপরীতে ওর চেহারাটা দ্বিতীয়বার দেখতে হলো।

'আমি দুঃখিত, শুধুমাত্র পর্যটনবাসগুলোই আজ শহরের ভেতরে ঢুকতে পারবে, মিস।' সে ইংরেজিতে চমৎকার উচ্চারণে বলল। তাকে খুব অনুতপ্ত দেখাচ্ছিল। সে খুব খুশি হত যদি সে এমন সুন্দরী মহিলাকে আর কোন নতুন ভাল খবর শোনাতে পারত।

'এটা ব্যক্তিগত ভ্রমণ,' মোহনীয় একটা হাসি দিয়ে এলিস বলল। সে জানালার বাইরে সূর্যালোকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। আমি আতঙ্কে জমে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি বুঝতে পারলাম সে কনুই পর্যন্ত টানটান করে দস্তানা পরে আছে।

সে ধাঁধা লাগা চোখে তার ফিরিয়ে আনা হাতের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল এ মুহূর্তে এক তাড়া টাকা ধরে আছে। যার বাহ্যিক মূল্য এক হাজার ডলার।

'মজা করছ?' সে বিড়বিড় করে বলল।

এলিসের হাসি ছিল চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মত। 'যদি তুমি তা মনে কর।'

সে তার দিকে তাকাল। তার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে গেল। আমি নার্ভাসভাবে

ড্যাশবোর্ডে রাখা ঘড়ির দিকে এক পলক তাকালাম। যদি এ্যাডওয়ার্ড তার প্লান অনুযায়ী চলে তাহলে আমাদের হাতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে।

'আমার একটু তাড়া আছে।' সে হাসতে হাসতে উল্লেখ করল।

গার্ড দ্বিতীয়বারের মত অন্ধ হয়ে গেল। টাকাগুলো তার পকেটে রাখল।

সে জানালা থেকে একটু পিছিয়ে গিয়ে আমাদের দিকে যাওয়ার ইশারা করল। পার হয়ে যাওয়া লোকজনের কেউ এই পরিবর্তনটুকু ধরতে পারল না। এলিস শহরের ভেতরে গাড়ি চালিয়ে নিল। আমরা দুজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

রাস্তাটা ছিল ভীষণ সঙ্কীর্ণ, দারুচিনি রঙের বিল্ডিংগুলোর মত সেগুলোও একই রঙের পাথরে মোড়ানো, যা রাস্তাগুলোকে অন্ধকার ছায়াময় করে রেখেছে। মনে হচ্ছিল যেন বাগানের সরু গলিপথ। দেয়াল লাল পতাকায় সাজানো। বেশ কয়েকটা আঙ্গিনা পর একটু খালি জায়গা। বয়ে আসা বাতাস সে সরু পথে যেন শিষ বাজাচ্ছে।

তখন ছিল ভীড়ে পরিপূর্ণ। পায়ে হাঁটা লোকজনের ভিড় আমাদের গতিকে বার বার থামিয়ে দিচ্ছিল।

'আর মাত্র একটু দূর,' এলিস আমাকে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করল। গাড়ির দরজার হাতলে তখন আমার হাত নিশপিশ করছিল যাতে এলিস বলার সাথে সাথে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারি।

এলিস দ্রুত একটু পথ এগিয়ে আবার হঠাৎ থেমে গেল। ভীড়ের জনতা আমাদের ঘুষি দেখালো এবং ক্রুদ্ধভাবে কিছু বলল। ভাল লাগল যে আমি সেসবের কিছুই বুঝলাম না। সে গাড়ি ঘুরিয়ে এমন ছোট একটা পথে নিয়ে তুলল যেটা গাড়ি চলাচলের জন্য নয়। আতংকিত লোকজন পথ ছেড়ে দিয়ে গাড়ির গা বাঁচাতে পাশে সরে সরে গেল।

আমরা শেষের দিকে আরেকটা পথ খুঁজে পেলাম। সেখানের বিল্ডিংগুলো লম্বায় উঁচু আরও বেশি । সেগুলো এমনভাবে হেলানো যাতে করে সূর্যের আলো সামনের চাতালে পড়তে পারে- সামনে পতপত করতে থাকা লাল পতাকা চোখে পড়ল। অন্য জায়গার তুলনায় এ জায়গায় ভীড় আরও ঘন। এলিস গাড়ি থামাল। পুরোপুরি থামার আগেই আমি গাড়ির দরজা খুলে ফেললাম।

সে রাস্তাটা কোথায় প্রশস্ত হয়ে সামনের দিকে গিয়ে মেলে গেছে দেখিয়ে দিল। 'ওখানে— আমরা এখন দক্ষিণ স্কয়ারে। টাওয়ার ঘড়ি ডানে রেখে সোজা সামনের দিকে দৌড়াও। আমি চারপাশে খুঁজে আরেকটাপথ বের করছি—'

সে যখন আবার বলতে শুরু করল তখন ওর গলা ধরে এল, হিসহিসিয়ে বলল, 'তারা সবখানে!'

আমি সে জায়গাতেই জমে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে নামাল। তোমার হাতে মাত্র দু'মিনিট সময় আছে। যাও, বেলা, যাও!' সে চিৎকার করে বলল, বলতে বলতে সে নিজেও বের হয়ে এল।

এলিস যে ছায়ায় মিশে গেছে সেটা দেখার জন্য আমি থামলাম না। আমার পেছনের গাড়ির দরজা বন্ধ করার জন্যও না। আমি পথে আমার সামনে পড়া বিশাল দেহী এক মহিলাকে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলাম, মাথা নিচু করে দৌড়াতে লাগলাম, কোন দিকে

একটুকুও লক্ষ্য করা ছাড়াই, এমন কি পায়ে নিচে পরা উঁচু নিচু পাথরগুলোও। অন্ধকার লেন থেকে বের হয়ে আসতেই মূল ভবনের গায়ে আছড়ে পড়া প্রখর সূর্যালোকে আমার অন্ধ হয়ে যাবার যোগার। আমার পাশ দিয়ে হুশ করে বাতাস ছুটে গেল। চুলগুলো সব মুখের ওপর আছড়ে পড়ল। আমাকে আবার অন্ধ করে ফেলার উপক্রম করল। এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে আমি দেয়ালের গা দেখতে পেলাম না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি এর গন্ধ পেলাম।

সেখানে আর কোন পথ ছিল না। লোকজনের ভীড়ে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আমি রাগান্বিতভাবে তাদেরকে ধাক্কা দিলাম। দুহাত দিয়ে তাদের সরিয়ে পথ করে নিতে চাইলাম। আমি তাদের কথাবার্তা শুনতে পেলাম। কিন্তু তাদের ভাষা বুঝতে পারলাম না। লোকগুলোর মুখে রাগ ও বিস্ময় খেলা করছিল।

জনতা আমার চারপাশ থেকে ধাক্কা দিতে লাগল, আমাকে ভুল দিকে ঘুরিয়ে দিল। আমি খুশি ছিলাম ঘড়িটা অনেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ঘড়ির দুটো কাটাই নির্দয় সূর্যের দিকে ইঙ্গিত করছিল। আমিও তাই ক্রুদ্ধভাবে জনতা ভীড়কে ধাক্কা মেরে এগোতে চাইলাম। আমি জানতাম আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি অর্ধেক পথও এগোতে পারিনি। আমি কিছুতেই এটা করতে পারব না। আমি বোকাগাধা টাইপের, ধীরগতির মানুষ। এর কারণে আমরা সবাই মরতে যাচ্ছি।

আশা করছিলাম এলিস বেরিয়ে যেতে পেরেছে। ধরে নিয়েছিলাম সে কোন অন্ধকার ছায়া থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছে। জেনে গেছে যে আমি ব্যর্থ হয়েছি। তাই সে হয়ত বাড়িতে জেসপারের কাছে যেতে পারে।

রাগ ও উত্তেজনার বাইরে, নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করার শব্দ শোনার চেষ্টা করছিলাম। এ্যাডওয়ার্ডের বাইরে বেরিয়ে আসা জনিত কোন শব্দ, হাঁপানি, হয়তবা চিৎকার।

কিন্তু জনতার ভীড়ের মধ্যে একটু ফাকও ছিল— সেখান দিয়ে আমি সামনের জায়গায় ফোয়ারাও দেখতে পেলাম। সেদিকে লক্ষ্য করে আমি এগিয়ে গেলাম।

আমার কাঁদতে বাকি ছিল যখন আমি সেটার কিনারায় পা পিছলে পড়লাম, আর হাঁটু পানিতে দৌড়াতে লাগলাম। পুলটা পার হতে হতে ফোয়ারার পানি ছিটকে এসে আমাকে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিল। সূর্য থাকা সত্ত্বেও বাতাস ছিল কনকনে ঠাণ্ডা, যে কারণে ভিজে থাকাটা আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছিল। কিন্তু ফোয়ারার গোড়াটা অনেক চওড়া থাকায় আমি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চত্বরের মূল কেন্দ্রে পৌছে গেলাম। কিনারায় হোঁচট খেলেও থামলাম না— নিচু দেয়ালে লাফিয়ে উঠলাম এবং নিজেকে ভীড়ের মধ্যে ছুড়ে দিলাম।

এবার নড়াচড়া আমার জন্য অনেক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হল, কেননা কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে আমার জামা চুপচুপে ভেজা থাকায় দৌড়ের সময় তা ছিটকে পানি পড়ছিল আর লোকজন তা থেকে দূরে থাকছিল। আমি ঘড়ির দিকে আবারও তাকালাম।

একটা গভীর, কানফাটানো তীক্ষ্ম আওয়াজ চত্বরের মধ্যে প্রতিফলিত হল। এটা আমার পায়ের নিচের পাথরকেও পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। বাচ্চারা কেঁদে উঠল এবং কা

চেপে ধরল। আমি গুঙ্গিয়ে উঠে যত দ্রুত সম্ভব দৌড় দিলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড!' আমি গুঙ্গিয়ে উঠলাম, যদিও জানতাম কাজ হবে না। ভীড়ের হৈ চৈ অনেক তীব্র ছিল এবং সে তুলনায় আমার চিৎকার ছিল দম বন্ধ অবস্থায় নিঃশ্বাস ফেলার মতই। তারপরও আমি চিৎকার করা থামাতে পারলাম না।

ঘড়ি আবারও ক্রমাগত ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে যেতে লাগল। আমি মায়ের কোলে এক বাচ্চাকে পাশ কাটিয়ে দৌড়ালাম। যার চুল উজ্জ্বল সূর্যালোকে একেবারেই সাদা দেখাচ্ছিল। লম্বা মানুষের জটলা, যারা সবাই লাল ব্লেজার পরে আছে, আমাকে হুমকি দিল যেন আমি তাদের মধ্য দিয়ে না যাই। ঘড়িটা আবারও ঘণ্টা বাজাল।

এবার দেখতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। ভীড়ভাট্টার কারণে বাতাস বাধা পাচ্ছিল না। তা আমার মুখে যেন চাবুক মারছিল। আমার চোখও জ্বলছিল। যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম না চোখ জ্বালাটা আমার চোখের পানির কারণে হয়েছিল কিনা। অথবা ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনির সাথে হার মেনে আমি কেদে উঠেছিলাম।

বাগানের গলির মুখের কাছে একটি পারিবারে চার সদস্য দাঁড়িয়ে। দুটো বাচ্চার পরনে ক্রিমসন পোশাক, তাদের ঘন কাল চুলে মিল করে লাল ফিতা। বাবাটা অত লম্বা না। যে কারণে তার কাঁধের ওপর দিয়ে ছায়ার মধ্যেও আমি উজ্জ্বল কিছু দেখতে পেলাম। আমি শব্দ করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। টলমলে চোখের পানি ছাপিয়ে দূরে দেখার চেষ্টা করলাম। ঘণ্টা বাজল, ছোট মেয়েটা তার কানে হাত চাপা দিল।

বড় মেয়েটা মায়ের দিকে কোমর উচালো, মায়ের পা জড়িয়ে ধরল এবং তাদের পেছনে থেকে কৌতুহলে ছায়ার মধ্যে তাকিয়ে থাকল। আমি যখন দেখলাম, তখন সেও মায়ের কনুই ধরে নাড়া দিল এবং অন্ধকারের দিকে ইশারা করল। ঘণ্টা বাজল এবং আমি আরও নিকটবর্তী হলাম।

আমি এতটাই কাছে ছিলাম যে ওর তেজী গলা শুনতে পেলাম। ওর বাবা আমার দিকে বিস্ময় ভরা কৌতুহলে তাকাল। যদিও আমি তাদের প্রতি কোন রকম ভ্রুক্ষেপ করছিলাম না, এ্যাডওয়ার্ডের নাম ধরে বারবার ডাকছিলাম।

বড় বাচ্চাটা কলকল করে উঠল এবং ছায়ার দিকে তাকিয়ে হাত পা নেড়ে অধৈর্য্য হয়ে তার মাকে কিছু বলার চেষ্টা করল।

আমি পথভ্রষ্টের মত বাবাটার চারপাশে ঘুরতে লাগলাম— সে বাচ্চাটাকে খপ করে আমার পথ থেকে তুলে নিল—ঘণ্টাটা আমার মাথার ওপর বেজে উঠল।

'এ্যাডওয়ার্ড, না!' আমি চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু আমার গলার স্বর তীক্ষ্ম গোঙ্গানীর মত শোনাল।

আমি এবার তাকে দেখতে পেলাম। এটাও দেখতে পেলাম যে সে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

এবার কোন হ্যালুসিনেশান না, সত্যিই তাকে দেখলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমি যা ধারণা করে রেখেছিলাম তাতে খুত ছিল, যা আমাকে প্রবঞ্চিত করেছে; তারা ওর প্রতি সঠিক বিচার করেনি।

গলির মুখ থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে এ্যাডওয়ার্ড দাঁড়িয়ে ছিল, নড়াচড়াহীন পাথরের মূর্তির মত। ওর চোখ জোড়া বন্ধ ছিল, দুহাত দুপাশে অবহেলায় পরে ছিল। তালুগুলো সামনের দিকে। ওর অভিব্যাক্তি ছিল প্রশান্তিময়, যেন সে ভাল কিছু চিন্তা করছে। ওর বুকের পাথুরে চামড়া ছিল আবরণহীন— পায়ের পাতার ওপর সাদা ফেবরিকের স্তুপ। চত্বরের চাতাল থেকে প্রতিফলিত আলো তার চামড়ার রঙের কাছে ম্রিয়মান ছিল।

এ ছাড়া আর সুন্দর কিছু আমি দেখলাম না— এমনকি আমি হাঁপাতে হাঁপাতে আর চিৎকার করতে করতে দৌড়াতে শুরু করেছিলাম। আমি এটার প্রশংসা করলাম। শেষ সাত মাসের তুলনায় এটা কিছুই না। এটাও কোন ব্যাপারই না যে সে আমাকে চায় না। যতদিন বাঁচব আমি তাকে ছাড়া কোনকিছু কখনও চাইব না।

ঘড়ির ঘণ্টা বাজল এবং সে আলোর দিকে বিশাল একটা পদক্ষেপ নিল।

'না!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'এ্যাডওয়ার্ড, আমার দিকে তাকাও!'

সে শুনছিল না। সে ক্ষীণ হাসল। সে তার পা তুলল সরাসরি সূর্যের আলোর পথে পা ফেলার জন্য।

আমি প্রচণ্ড শক্তিতে তার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম যাতে করে মাটিতে পড়ে যেতে পারি এবং সেও আমাকে বাহু দিয়ে ধরতে না পারে আর আমাকে কামড়াতেও না পারে।

আবার ঘণ্টা বাজলে এ্যাডওয়ার্ডের কাল চোখ ধীরে ধীরে খুলে গেল। সে আমার দিকে পূর্ণ বিস্ময় নিয়ে তাকাল।

'আশ্চর্য,' সে বলল। ওর তীক্ষ্ম গলার আওয়াজ বিস্ময়, কিছুটা স্ফুর্তিতে ভরা 'কার্লিসলে ঠিকই বলেছিল।

'এ্যাডওয়ার্ড,' আমি দম বন্ধ করা কষ্ট নিয়ে বললাম, কিন্তু আমার গলায় কোন শব্দ হল না। 'তোমাকে ছায়ার দিকে ফিরে যেতে হবে। তোমাকে ঘুরতে হবে!'

ওকে বেশ চিন্তিত মনে হল। ও আমার চিবুকে হাত বুলিয়ে দিল। সে বুঝতে পারল না যে আমি চেষ্টা করছি ওকে পেছনে পেছাতে।

এটা খুব আশ্চর্যের ছিল, যে আমাদের দুজনের কেউই জানতাম না যে আমরা প্রাণহানিকর বিপদের মধ্যে আছি। এমনকি সে সময়েও আমি ভালবোধ করলাম। পুরোপুরি। আমি খেয়াল করলাম আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড ধুকপুক ধুকপুক করছে, রক্ত গরম হয়ে উঠছে এবং ধমনীর মধ্য দিয়ে তা দ্রুত গতিতে ছোটাছুটি করতে শুরু করেছে। আমি ঠিকই ছিলাম— অসুস্থ ছিলাম না।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কত দ্রুত এটা ঘটে গেল। একটা বিষয় অনুধাবন করতে পারলাম না— যে তারা ভাল ছিল।' সে চিন্তিতভাবে বলল। আবার তার চোখ বন্ধ করল। তার ঠোঁট জোড়া আমার চুলের উপর চেপে ধরল। তার কণ্ঠস্বর মধুর এবং ভালভেটের মত মসৃণ। 'মৃত্যু, যেটা নিঃশ্বাসের মধুরতাকে শুষে নেয়। সৌন্দর্যের উপর তার কোন কতৃত্ব নেই।' সে বিড়বিড় করে বলল। আমি বুঝতে পারলাম উদ্ধৃতিটি কবরখানার কাছে রোমিও থেকে নেয়া। ঘড়িটা তার শেষ ঘণ্টা বাজাল। 'তুমি সবসময়ই

ঠিক একই রকম সুঘ্রাণ দাও।' সে বলে চলল, ' হতে পারে এটাই নরক। আমি পরোয়া করি না। আমি এটাই নেব।'

'আমি মৃত নই।' আমি বাধা দিলাম। 'এবং তুমিও নও। দয়া করো এ্যাডওয়ার্ড। আমাদের এখন যেতে হবে। তারা খুব দূরে যেতে পারে না।'

আমি তার বাহুদ্বয়ের মধ্যে লড়তে থাকলাম। তার ভ্রু দ্বিধায় কুঁচকে গেল।

'সেইটা কি?' সে নম্রভাবে জিজ্ঞেস করল।

'আমরা মৃত নই। এখনও না! কিন্তু তোমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে তার চোখ জোড়া লাফাতে লাগল, যখন আমি কথা বলছিলাম। আমি শেষ করার আগে, সে হঠাৎ আমাকে ছায়া থেকে সরিয়ে একবারে কিনারে নিয়ে গেল। আমাকে ঘোরাতে লাগল শক্তিহীনভাবে যাতে আমার পিছনটা ইটের দেয়ালের সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে। তার পিছনটা আমার দিকে যাতে সে সেদিক থেকে আড়াল রাখে। তার বাহু প্রসারিত হয়ে আছে। প্রতিরক্ষামূলকভাবে আমার সামনে।

আমি তার বাহুর ভেতর থেকে উকি দিয়ে দেখতে লাগলাম দুটো অন্ধকার আকৃতি নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে অন্ধকার থেকে।

'অভিনন্দন, ভদ্রমহোদয়েরা।' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর শীতল এবং প্রশান্ত, ভাসা ভাসা। 'আমি মনে করি না, আমি আজ থেকেই তোমাদের সেবার দাবি করব। আমি এটাকে প্রশংসা করতে পারি। যাই হোক, তোমাদের প্রভুকে আমার ধন্যবাদ জানাতে পার।'

'আমরা কী কোন উপযুক্ত জায়গায় এ কথোপকথনের ব্যবস্থা করতে পারি না?'

'আমি মনে করি না তা এত জরুরি।' এ্যাডওয়ার্ডের গলার আওয়াজ আরও দৃঢ় শোনাল। 'আমি তোমাদের আদেশ জানি, ফেলিক্স। আমি কোন নিয়ম ভঙ্গ করব না।'

'ফেলিক্স কেবল মাত্র যে জিনিসটা বোঝাতে চেয়েছে হল সূর্যরশ্মির কাছে যাওয়া।' আরেকটা ছায়া কোমল গলায় বলল। তারা দুজনই ধোয়াটে ধূসর আলখাল্লা পরে ছিল যা মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে ছিল। 'আমাদের আরও ভাল আড়াল খুঁজতে হবে।'

'আমি তোমাদের ঠিক পেছনেই থাকব,' এ্যাডওয়ার্ড শুষ্ক গলায় বলল। 'বেলা, তুমি কেন চত্বরে ফিরে যাচ্ছ না, উৎসব উপভোগ করছ না?'

'না। মেয়েটাকেও আন,' প্রথম ছায়াটা বলল।

'আমি অন্তত তা মনে করি না।' ছল করা সখ্যতা ভেঙে গেল। এ্যাডওয়ার্ডের স্বর ছিল শীতল। সে ভীষণ সূক্ষ্মভাবে তার কৌশল বুঝে নিল। আমি দেখতে পেলাম সে মারামারি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'না।' আমি মুখ ফুটে বললাম।

'ইশশ,' সে বিড়বিড় করে বলল, শুধু আমার জন্য।

'ফেলিক্স,' ছায়ার সাবধান করে দেয়াটা লক্ষ্য করার মত। 'এখানে নয়।' সে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ফিরল। 'অ্যারো এমনিতেই তোমার সাথে আবার কথা বলবে, যদি তুমি আমাদের শক্তি খরচ করতে না চাও।

'অবশ্যই।' এ্যাডওয়ার্ড রাজী হল। 'কিন্তু মেয়েটিকে স্বাধীনভাবে চলতে দিতে হবে।'

'আমি ভয় পাচ্ছি যে তা বোধহয় সম্ভব নয়,' স্থির ছায়া খেদ ভরে বলল।

'আমাদের আদেশ পালন করার নিয়ম।'

'তাহলে আমি ভয় পাচ্ছি যে আমি অ্যারোর দাওয়াত নিতে অপারগ, ডিমেট্রি।'

'ঠিক আছে তাহলে,' ফেলিক্স গরগর করে উঠল। আমার চোখ গভীর ছায়ার দিকে স্থির হয়ে ছিল, আমি দেখতে পেলাম ফেলিক্স বিশালাকৃতির, লম্বা, কাঁধের দিকটা চওড়া। তার সাইজ অনেকটা এমেট এর মত।

'অ্যারো খুব হতাশ হবে।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল।

ফেলিক্স আর ডিমেট্রি দুদিক থেকে গলির মুখে কাছাকাছি হল, মেঘের মত ধীরে ধীরে বিস্তৃত হল যেন দুদিক থেকে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে নেমে আসতে পারে।

এ্যাডওয়ার্ড এক ইঞ্চিও নড়ল না। সে আমাকে বাঁচাতে নিজেকে মহাবিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল।

আকস্মিকভাবে, এ্যাডওয়ার্ড ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল, গলির মুখে ঝড়ো বাতাসেপূর্ণ অন্ধকারের দিকে, এবং ডিমেট্রি ও ফেলিক্স তাই করল, এমন কোন শব্দের কিংবা নড়াচড়ার আশায় যা আমার ইন্দ্রিয় ক্ষমতার বাইরে।

'আমাদের আরও সংযত হওয়া উচিত, তাই নয় কী?' একটা পুলকিত কণ্ঠস্বর উপদেশ দিল। 'এখানে মহিলারা উপস্থিত আছেন।'

এলিস লঘু পদক্ষেপে এ্যাডওয়ার্ডের পাশে এসে দাঁড়াল। তার অভিব্যক্তি স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তার কোন চিহ্নমাত্র নেই। তাকে খুব ছোটখাট আর দুর্বল দেখাচ্ছিল। তার ছোট দুহাত বাচ্চাদের মত প্রসারিত।

ডিমেট্রি আর ফেলিক্স সোজা হয়ে দাঁড়াল, গলির মুখ থেকে ভেসে আসা বাতাসের ঘূর্ণি তাদের আলখেল্লাকে মৃদু মৃদু আন্দোলিত করছিল। ফেলিক্সের মুখ কঠোর। স্বভাবতই তারা নতুন সংখ্যা বাড়া পছন্দ করেনি।

'আমরা একা নই।' এলিস তাদের মনে করিয়ে দিল।

ডিমেট্রি ওর কাঁধের ওপর দিয়ে ওপাশে তাকাল। চত্বরে, একটি ছোট পরিবার, সাথে লাল পোশাক পরিহিত বাচ্চা, আমাদের দেখছে। মা-টি ব্যস্তভাবে বাবা-টিকে কিছু বলছিল, তার চোখ আমাদের পাঁচজনের দিকে। ডিমেট্রি যখন এক দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে তাকিয়েছিল তখন সে অন্যদিকে পালাল। লোকটি ভবনের দিকে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে লাল ব্লেজার পরা লোকগুলোর একজনের কাঁধে মৃদু টোকা দিল।

ডিমেট্রি মাথা নাড়ল। 'প্লিজ, এ্যাডওয়ার্ড, বাস্তববাদী হও।'

'তাই হোক,' এ্যাডওয়ার্ড রাজী হল। 'কোন ধরনের পণ্ডিতি ছাড়াই আমরা একেবারেই চলে যাব।'

ডিমেট্রি হতাশায় হিসহিস করে উঠল। 'অন্তত আমাদের একসাথে নিরালায় ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা তো করতে দাও।'

লাল পোশাক পরিহিত ছয়জন লোক পরিবারটার সাথে যোগ দিয়ে আমাদের দিকে রাগী ভঙ্গিতে তাকাতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ড আমার সামনে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে থাকায় ওকে নিয়ে আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল— নিশ্চিত এটা ওদের সতর্ক করে দেয়ার কারণে।

আমি না দৌড়ানোর জন্য তাদের দিকে চিৎকার করতে চাচ্ছিলাম।

এ্যাডওয়ার্ডের দাঁত জোড়া শব্দ করে নিচে নেমে এল। 'না।'

ফেলিক্স হাসল।

'যথেষ্ট।' শব্দটা ছিল অনেক জোরে, স্পষ্ট এবং সেটা আমাদের পেছন থেকে এল। একটি অন্ধকার আকৃতি আমাদের দিকে আসতে দেখে আমি এ্যাডওয়ার্ডের বাহু চেপে ধরলাম। যাই হোক যা ঘটে চলেছে, আমি জানতাম এটা অন্য কেউ। কে সে?

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটি কোন অল্প বয়স্ক ছেলে। নতুন আগন্তুক হুবুহু এলিসের মতই হালকা পাতলা, অবসন্ন, উস্কখুস্ক বাদামী চুল তেমন পরিপাটি না। আলখেল্লার নিচের শরীর ছিল আরও অন্ধকার, একেবারে কালো– শুকনা। কিন্তু তার মুখ ছিল বাচ্চাদের মত সুন্দর। ডাগর চোখ, হাস্যোজ্জ্বল মুখ যেন একটা দেবদূত।

মেয়েটার উচ্চতা তেমন লক্ষ্যণীয় নয়, যে কারণে তার প্রতিক্রিয়া আমাকে দ্বিধায় ফেলে দিল।

এ্যাডওর্য়াড তার দুহাত দুপাশে এলিয়ে দিল– যেন পরাজিত।

'জেইন,' সে চিনতে পেরে হাল ছেড়ে দিয়ে হিসহিস করে বলল।

এলিস বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে দাঁড়াল, ওর প্রতিক্রিয়া ধরা যাচ্ছে না।

'আমাকে অনুসরণ কর,' জেইন আবার বলল, ওর বাচ্চাদের মত গলা অপূর্ব শোনাল। সে ঘুরে দাঁড়াল এবং ধীরে ধীরে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ফেলিক্স্র আমাদের আগে যেতে বলল।

এলিস জেইনের একটু পেছন চলল। এ্যাডওয়ার্ড একহাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে ওর পাশে পাশে আমাকে নিয়ে চলল। গলিপথটা সঙ্কীর্ণ হয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। আমি ওর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকালে ও কেবল মাথা নাড়ল। আমার পেছনে যারা আছে তাদের কথা শুনতে না পেলেও, আমি নিশ্চিত যে তারা ওখানেই ছিল।

'তো এলিস,' এ্যাডওয়ার্ড হাঁটতে হাঁটতে আলাপনের মত বলল। 'আমি ভাবছি তোমাকে এখানে দেখে আমার অবাক হওয়া উচিত হবে না।'

'এটা আমারই ভুল,' এলিস একই রকম স্বরে বলল। 'আমার কাজ ছিল সব ঠিকঠাক রাখা।'

'কী ঘটেছে এমন?' এ্যাডওয়ার্ডের গলা শান্ত, যদিও সে কৌতুহলে ছটফট করছিল। আমি ভাবছিলাম পেছন থেকে কেউ শুনে ফেলছে কিনা।

'এটা অনেক লম্বা গল্প।' এলিস আমাদের এবং পথের দিকে তাকিয়ে কেপে উঠল। 'অল্প কথায়, সে খাড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়েছিল, কিন্তু নিজেকে হত্যা করার জন্য নয়। বেলাই আজকের এই অনবদ্য খেলার মূল।'

আমি বিস্ফোরিত চোখে সোজা সামনের দিকে তাকালাম, এমন অন্ধকার ছায়া আমি আগে কখনও দেখিনি। আমি বুঝতে পারলাম সে কীভাবে এলিসের চিন্তা ভাবনা পড়তে পারত। ডুবে যাওয়া, নেকড়েমানব বন্ধুরা...

'হুম,' এ্যাডওয়ার্ড সংক্ষিপ্তভাবে বলল, ওর স্বাভাবিক গলার স্বর চলে গেছে।

নিচের দিকে নামতে থাকলেও গলিপথে সামান্য বক্রতা ছিল, যে কারণে আমি এর

শেষ দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমরা একবারে নিচে পৌঁছে গেলাম, জানালাহীন, ইটের গাঁথুনী। কনিষ্ঠতম জেইনকে এখন দেখা যাচ্ছে।

এলিস কোনরকমের দ্বিধা করল না, কোন রকমের বাক ভাঙা ছাড়াই দেয়ালের সামনে দাঁড়াল। তারপর সহজ ভঙ্গিতে নিচু হয়ে রাস্তার একটি খোলা গর্তের মধ্যে প্রবেশ করল।

এটি দেখতে খানিকটা ড্রেনের মত, শেষ প্রান্তটা চাতালে। এলিস ওটার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ঘর্ষণের শব্দ শুনে মনে হল ওটা অর্ধেকটা পথ বেকে গেছে। গর্তটা ছিল ছোট এবং অন্ধকার।

আমি বিড়ম্বনায় পড়ে গেলাম।

'সব ঠিক আছে, বেলা,' নিচু স্বরে এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'এলিস তোমাকে লুফে নেবে।'

আমি দ্বিধা নিয়ে গর্তের মধ্য দিয়ে তাকালাম। ধারণা করছি সেও প্রথমবারের মত যাচ্ছে, যদি ডিমেট্রি আর ফেলিক্স অপেক্ষা করে না থাকে, আমাদের পেছনে নীরবে এবং চুপিসারে।

আমি সঙ্কীর্ণ গর্ত দিয়ে এক পা রাখলাম।

'এলিস?' আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, আমার কণ্ঠ কেপে গেল।

'আমি এখানে, বেলা,' সে আমাকে আশ্বস্ত করল। আমাকে আরও ভাল অনুভূত করতে ওর গলাটা যেন দূর থেকে ভেসে আসছিল। এ্যাডওয়ার্ড আমার কব্জি ধরল– ওর হাত মনে হচ্ছিল যেন শীতের পাথর– যা আমাকে আরও নিচে অন্ধকারে নামাল।

'প্রস্তুত?' সে বলল।

'ওকে ফেলে দাও।' এলিস বলল।

আমি চোখ বন্ধ করলাম যাতে করে আমার চোখ অন্ধকার দেখতে না পায়, ভয়ে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই দাঁত মুখ চেপে রাখলাম যাতে করে কোন চিৎকার দিতে না পারি। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ফেলে দিল।

এটি ঘটে গেল মুহূর্তে এবং নীরবে। এক সেকেণ্ডের অর্ধেকেরও কম সময়ের ধরে বাতাস চাবুক মারল যেন, এবং তারপর, আকস্মিকভাবে দমবন্ধ করা অবস্থায় এলিসের অপেক্ষমান হাত আমাকে ধরে ফেলল।

আমি আরেকটু হলে ভর্তা হয়ে যাচ্ছিলাম; ওর হাত ছিল খুব শক্ত, সে আমাকে উপরে তুলে রাখল।

সেখানটা ছিল প্রায় অন্ধকার, কিন্তু উপরের দিক অতটা কাল নয়। গর্ত থেকে ক্ষীণ আলোর আভাস ভেসে এসে আমার পায়ের নিচের আর্দ্র পাথরগুলো প্রতিফলিত হয়ে আলোকিত করে তুলছিল। এক সেকেন্ডের জন্য সে আলো গায়েব হয়ে গেল এবং তখন এ্যাডওয়ার্ডই ছিল আলোর আভাসে ভরা, আমার পাশে থাকা উজ্জ্বল দীপ্তি। সে আমাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে পাশে ধরে রাখল। এক পা করে এক পা করে আমাকে'সামনের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। আমি দুহাতে ওর ঠাণ্ডা কোমর জড়িয়ে ছিলাম। পাথুরে তলায় থমকে থমকে হোঁচট খেতে খেতে পথ চলতে লাগলাম। আমাদের পেছনে ড্রেনের গর্ত

থেকে ভেসে আসা ভীষণ একটা ঘর্ষণের শব্দ হতে থাকল যেন অনন্ত যান্ত্রিক কোন কিছু ।

রাস্তা থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ আলো মুহূর্তে গুমোট অন্ধকার হয়ে গেল। ফাঁকা জায়গায় আমার পায়ের চলার শব্দও যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; ভীষণ বিস্তৃত শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম না। আমার বুকের ধুক ধুক শব্দ এবং পায়ের নিচে পাথরের শব্দ ছাড়া আমি আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না— একটু ব্যতিক্রম এই যে, কেউ আমার পেছনে অধৈর্যভাবে হিস করে ফিসফিসিয়ে উঠল।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে শক্ত করে ধরে রাখল। অন্যহাতে সে আমার মুখও ধরে রাখল, ওর নরম আঙুল আমার ঠোঁটের ওপর। কখন যেন আমি অনুভব করলাম ওর মুখ আমার চুলের ভেতর ঢুকে যেতে চাচ্ছে। আমি বুঝতে পারলাম এটা আমাদের নতুনভাবে এক হওয়া, আমি নিজ থেকে ওর আরও কাছে ঘেষলাম।

ঠিক তখন, আমি বুঝতে পারলাম ও আমাকে চাচ্ছিল, শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত ভৌতিক টানেল এবং ওত পেতে থাকা ভ্যাম্পায়ারের তুলনায় সেটা যথেষ্টই ছিল। মূলত সেটা পাপ ছাড়া আর কিছু নয়– একই পাপ তাকেও ধাবিত করেছে এখানে এসে মরার জন্য, যখন সে বিশ্বাস করল আমার মরতে চাওয়াটা ওর ভুলের কারণেই। আমার কপালে আস্তে করে ওর ঠোঁটের ছোয়া পেলাম, এবং আমি আচরণের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে কোন পাত্তা দিলাম না। শেষ পর্যন্ত মরার আগে আমি ওর কাছে থাকলাম। দীর্ঘায়ু হওয়ার চাইতে এটা অনেক ভাল।

আমি ঠিক করলাম ওকে জিজ্ঞেস করব আসলে এখন কী ঘটতে যাচ্ছে? আমি একাগ্রতার সাথে জানতে চাইব আমরা কোথায় মরতে যাচ্ছি— যেন আগে থেকে জেনে রাখলে ব্যাপারটা আরও সহজ হবে।। কিন্তু আমি বলতে পারলাম না। এমনকি ফিসফিস করেও না। আমরা যেখানে আছি সেখানে অন্যরাও আমার সবকিছু শুনে ফেলতে পারে, প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস, প্রত্যেকটা হৃৎস্পন্দন।

আমাদের পায়ের নিচে চূড়াময় পথ আমাদের আরও নিচের দিকে, আরও গভীরে মাটির দিকে নিয়ে যেতে লাগল, যা আমাকে ক্রমে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল। আমার মুখের ওপর থাকা এ্যাডওয়ার্ডের হাত আমাকে জোরে চিৎকার করা থেকে বিরত রাখছিল।

আমি বলতে পারব না কোত্থেকে আলো আসছিল কিন্তু কালোর বদলে ধীরে ধীরে সেখানটা ধূসর হচ্ছিল। আমরা ছিলাম নিচু খিলানওয়ালা টানেলে। লম্বা পরিত্যক্ত আবলুস কাঠের আঠা ধূসর পাথরে গড়িয়ে পড়ছিল যেন সেগুলো কালিপাত করছিল।

আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠল, আমি ভাবলাম ভয়ে। কিন্ত দাঁতে দাঁত কপাটি লাগতেই বুঝতে পারলাম এখানে ভীষণ ঠাণ্ডা। আমার কাঁপড় এখনও ভেজা এবং এখানের তাপমাত্রা শহরের শীতের তুলনায় আরও নিচে। এ্যাডওয়ার্ডের চামড়াও ছিল তেমন ঠাণ্ডা।

সে বুঝতে পেরে আমাকে আলগা করে চলতে দিল, কেবল মাত্র হাত ধরে রাখল ও।

'না না...না,' আমি ওকে আমার হাত দিয়ে জাপটে ধরে চি চি করে বললাম। আমি জমে বরফ হয়ে যাওয়াকেও পরোয়া করি না। কে জানে আমাদের কতদিন ছেড়ে থাকতে হবে?

ওর ঠাণ্ডা হাত আমার বাহুতে ঘষতে লাগল, চেষ্টা করছিল ঘর্ষণের মাধ্যমে আমাকে উত্তেজিত করার।

আমরা ব্যস্তভাবে টানেলে পথ চলছিলাম, অথবা আমারই মনে হচ্ছিল আমরা তড়িঘড়ি করছি। আমার ধীরে চলা কাউকে বিরক্ত করছিল– ধারণা করলাম ফেলিক্স– এবং আমি ঘন ঘন হিস হিসানি শুনতে পেলাম।

টানেলের শেষ প্রান্তে মচমচ করে শব্দ হচ্ছিল– আমার হাতের মত পুরু লোহা গুলোয় মরচে ধরা। পাতলা ঘন লৌহজালে তৈরি ছোট একটি দরজা তখন খোলা। এ্যাডওয়ার্ড তড়িঘড়ি করে তার ভেতর দিয়ে একটি উজ্জ্বলতর ঘরে ঢুকে গেল। গ্রিলটা তখন ঝনাৎ ঝন শব্দ করে বন্ধ হয়ে তালা আটকে গেল। আমার পেছনে তাকাতেও ভয় হচ্ছিল।

লম্বা রুমটার আরেক পাশে নিচু ও ভারী কাঠের দরজা। ওটা খুব পুরু ছিল– আমি তা বুঝতে পারলাম কারণ দরজাটাও ছিল খোলা।

আমরা পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোলাম এবং আমি বিস্ময়ে চারপাশে তাকাতে থাকলাম আর আপনা আপনিই শান্ত হয়ে আসছিলাম। আমার পাশে এ্যাডওয়ার্ড খুব চিন্তায় পড়ে গেল, ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

একুশ

আমরা ছিলাম উজ্জ্বল আলোয়, অচেনা হলওয়েতে। দেয়ালগুলো অফ-হোয়াইট, মেঝের কার্পেট ছিল মেটে ধূসর রঙের। সাধারণ চারকোণা ফ্লুরোসেন্ট লাইট সেখানের সিলিং-এ। এই জায়গাটা অনেক উষ্ণ, যে জন্য আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। একঘেয়ে পাথুরে জায়গার তুলনায় এই হলটি অনেক আরামদায়ক।

আমরা যা নির্ধারণ করলাম তার সাথে এ্যাডওয়ার্ডকে একমত হতে দেখলাম না। সে অন্ধকার মুখে উত্তেজিতভাবে লম্বা হলওয়ে ধরে নিচে নামল। শবাচ্ছদের মত দেখতে একটি এলিভেটরের ওখানে দাঁড়িয়ে রইল।

সে আমাকে জড়িয়ে রাখল এবং এলিস আমার আরেক পাশে হাঁটতে লাগল। আমাদের পেছনে ভারী দরজা ধুম করে বন্ধ হয়ে গেল। আর বজ্রপাতের মত গুড়গুড় আওয়াজ রুমে ছড়িয়ে পড়ল।

জেইন একহাত দিয়ে এলিভেটরের দরজা ধরে রেখে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওর অভিব্যক্তি ছিল উদাসীন।

এলিভেটরের ভেতরে, ভলচুরির সেই তিন ভ্যাম্পায়ার খুব স্বস্তির সাথে ছিল। তারা তাদের আলখাল্লা পিছন দিকে সরিয়ে দিল। মাথার উপরের হুড কাঁধের উপর ফেলে দিল। ফেলিক্স এবং দিমিত্রি প্রায় একইরকম রঙের। আচ্ছাদনের নিচে তাদের পোশাক

ছিল আধুনিক, নিষ্প্রভ এবং অবর্ণণীয়। আমি এক কোণায় ভয়ে অবনত মুখে এ্যাডওয়ার্ডকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওর হাত তখনও শক্ত করে আমার বাহুতে ধরা। সে জেইন এর ওপর থেকে চোখ সরাল না।

এলিভেটর অল্প একটুই উপরে উঠল। আমরা এমন জায়গায় নামলাম যা দেখতে ছিল অনেকটা অফিস এলাকার মত। দেয়ালগুলো ছিল সমতল কাঠের, মেঝেতে পুরু কার্পেট দেয়া, ঘন সবুজ রঙের। জায়গাটা বড় ছিল কিন্তু কোন জানালা ছিল না। তাসকান গ্রামের উজ্জ্বল আলোকিত চিত্রকর্ম দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ঝুলেছিল যেন নতুন বসানো হয়েছে। মলিন চামড়ার গদি ঘন সারিবদ্ধভাবে সাজানো ছিল, এবং একটি চকচকে টেবিলে ক্রিস্টাল ফুলদানীতে বেগুনি রঙের ফুলে ভরা। ফুলগুলোর গন্ধ আমাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঘরের কথা মনে করিয়ে দিল।

রুমের মধ্যখানে একটি উঁচু পলিশ করা মেহগনির কাউন্টার। আমি বিস্ময়ের সথে খেয়াল করলাম ওটার পিছনের মহিলাকে।

সে ছিল লম্বা, কালো চামড়ার এবং সবুজ চোখের। সে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদর হতে পারে— কিন্তু এখানে নয়। কারণ সে ছিল আমার মতই পরিপূর্ণ মানুষ। আমার ধারণা কল্পনায়ও আসছিল না এই মহিলাটি এখানে এই নির্জনে, এত ভ্যাম্পায়ারের মধ্যে কী করছে?

সে নম্রভাবে স্বাগতম জানানো ভঙিতে হাসল। 'শুভ সন্ধ্যা, জেইন,' সে বলল। তার মুখে কোন চমৎকৃত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে জেইনের দিকে তাকাল।

জেইন উপর নিচ মাথা নাড়ল। 'গিয়ানা.' রুমের অন্ধকারে সে দুই পাল্লার একটি দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

ফেলিক্স যখন ডেস্কের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে গিয়ানার দিকে মুখ ভেঙচাল এবং সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

কাঠের দরজার অপর পাশে আরেকটা অভ্যর্থনা পেলাম। ধূসর রুপালি রঙের স্যুট পরা নিস্প্রভ চেহারার একটি ছেলে, হতে পারে সে জেইনের জমজ। ওর চুলগুলো আরও কাল আর ঠোঁট ওর হুবুহ সে রকম নয়, কিন্তু আসলেই সে চমৎকার। সে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। জেইনের কাছে গিয়ে হাসল। 'জেইন।'

'এলেক,' সে প্রত্যুত্তরে স্বাগত জানিয়ে ছেলেটিকে বলল। তারা দুজন দুজনের চিবুকের দুপাশে চুমু খেল। তারপর সে আমাদের দিকে তাকাল।

'তারা তোমাকে একজনকে আনতে পাঠিয়েছিল, আর তুমি এলে দুজনকে নিয়ে... এবং সাথে একটা অর্ধেকও,' সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল। 'ভাল কাজ।'

জেইন হেসে উঠল– ওর আনন্দপূর্ণ আওয়াজ বাচ্চাদের খিলখিল হাসির মতই শোনা গেল।

'আবার ফিরে আসার জন্য ধন্যবাদ, এ্যাডওয়ার্ড,' এলেক ওকে স্বাগত জানাল। 'তোমাকে বেশ ভাল মুডে মনে হচ্ছে।'

'খানিকটা,' এ্যাডওয়ার্ড চাপা গলায় বলল। আমি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে এক পলক তাকালাম, এবং বিস্মিত হলাম, এই ভেবে যে কীভাবে ওর মুড আগের চাইতে এরকম

খারাপ হয়ে গেল।

এলেক চুক চুক টাইপের শব্দ করল। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে থাকা পরখ করল। 'এবং এটাই তাহলে সকল সমস্যার মূল?' সে জিজ্ঞেস করল।

এ্যাডওয়ার্ড শুধু হাসল। ওর অভিব্যক্তি ছিল নিরুত্তাপ। যেন সে বরফ শীতল কিছু।

'দিব্‌স,' ফেলিক্স পেছন থেকে সন্তর্পনে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁত মুখ খিচে ঘুরে তাকাল, ফেলিক্স হাসল– ওর হাত উঠানো ছিল, তালু ওল্টানো; সে এ্যাডওয়ার্ডকে সামনের দিকে আসার জন্য দুবার আঙুল বাকিয়ে নাড়াল।

এলিস এ্যাডওয়ার্ডের বাহু স্পর্শ করল। 'ধৈর্য ধর,' সে সাবধান করল ওকে।

তাদের দীর্ঘ দৃষ্টি বিনিময় দেখে আমিও কিছুটা আন্দাজ করতে পারলাম যে সে কী বলছে। আমি মোটামুটি ধরে নিলাম যে সে ফেলিক্সকে আক্রমণ না করা টাইপের এমন কিছু বলল, কারণ এ্যাডওয়ার্ড গভীর শ্বাস নিল আর এলেক এর দিকে ফিরে এল।

'অ্যারো তোমাকে আবার দেখে খুব খুশি হবে।' এলেক বলল, যেন কিছুই ঘটেনি।

'তাকে অপেক্ষায় রাখা আমাদের উচিত হবে না।' জেইন পরামর্শ দিল।

এ্যাডওয়ার্ড একবার উপর নিচ মাথা দোলাল।

এলেক আর জেইন হাত ধরাধরি করে সে পথ ছেড়ে আরেকটা বিস্তৃত হলের দিকে চলল— এ পথের কী কখনও শেষ হবে না?

তারা হলের শেষ প্রান্তের একটি দরজা এড়িয়ে চলল— দরজাটি সোনা দিয়ে মোড়ানো— হলের মধ্য পথে তারা দাঁড়াল এবং পাশের ছোট্ট একটুকু প্যানেলে ছিল সমতল একটি কাঠের দরজা। এটি বন্ধ ছিল না। এলেক এটি জেইনের জন্য খুলে রেখেছিল।

আমি গুঙ্গিয়ে উঠলাম যখন এ্যাডওয়ার্ড আমাকে দরজার আরেক পাশ দিয়ে ঠেলে দিল। এখানেও চত্বর, বাগানের গলি, নর্দমার পাড়ের মত একই প্রাচীন পাথর। এটি কালো আর ঠাণ্ডা।

পাথরের বিপরীত জায়গাও তেমন বিশাল নয়। দ্রুত আবিষ্কার করলাম এটি উজ্জ্বলতর, গুহার মত বিশালাকার রুম যা প্রকৃতপক্ষে এতই গোল যেন একটি বিশাল দূর্গে গম্বুজ... সেটি যেমন তা আসলেই উপযোগী। দুই সিঁড়ি উপরে লম্বা জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল আলো চারকোণা হয়ে পাথরের মেঝেতে প্রতিফলিত হচ্ছিল। সেখানে কোন কৃত্রিম আলো ছিল না। সে রুমের একমাত্র আসবাব যেটি ছিল তা হল একটি পুরানো কাঠের চেয়ার। যেন কন্টকময়, খালি জায়গা খুব কমই ছিল, দেয়ালের উঁচু নিচু পাথরের মতই আলো প্রতিফলিত করছিল। গোলাকার জায়গাটির ঠিক মধ্যখানে আরেকটা ড্রেইন নিচের দিকে হালকা দেবে আছে। আমি ভাবলাম তার আবার এটিকে এক্সিট হিসেবে ব্যবহার করে কিনা, যেমন তারা রাস্তার মাঝখানে ব্যবহার করেছিল।

রুমটা খালি ছিল না। জনাকয়েক লোক সেখানে আয়েশি ভঙ্গিতে আলাপচারিতায় মগ্ন। ফিসফিসানি ছিল অল্প এবং কোমল ভদ্র গলা শোনা যাচ্ছিল। যখন আমি দেখলাম

এক জোড়া মহিলা গ্রীষ্মের পোশাক পরিহিত অবস্থায় আলোর ধারে দাঁড়াল, তখন মনে হচ্ছিল যেন তারা স্ফটিক খণ্ড, তাদের চামড়া রঙধনুর মত দেয়ালে আলো বিকিরিত করছিল।

যখন আমরা রুমে প্রবেশ করলাম সবগুলো মুখ আমাদের দিকে ঘুরে গেল। প্রায় সবগুলো অমরেরা একই রকম প্যান্ট ও শার্ট পরে ছিল। যেগুলো রাস্তায় তাদের ক্ষেত্রে দেখা যেত না। কিন্তু যে মানুষটা প্রথমে কথা বলেছিল সে একটা লম্বা কালো আলখাল্লা পরেছিল। এটা আলকাতরা কালো এবং মেঝে ঝাড়ু দিয়ে নিয়ে চলছিল। এক মুহূর্তের জন্য, আমি তার লম্বা কালো চুলগুলোকে আলখাল্লার হুড ভেবে বসেছিলাম।

'জেইন, প্রিয় জেইন তুমি ফিরে এসেছ।' সে ওই উজ্জল আলোতে চেঁচিয়ে উঠল। তার কণ্ঠস্বর শুধুমাত্র নরম একধরনের ফিসফিসানি।

সে এগিয়ে এলো এবং সেই নড়াচড়া এতটাই সুরিয়ারিলাস্টিক যে অভিভুত হয়ে গেলাম। আমার মুখ হা হয়ে গেল। এমনকি এলিস, যার প্রতিটি নড়াচড়াকে মনে হয় নাচের মুদ্রা, তার সাথেও তুলনা হলো না।

আমি তখনই শুধু বেশি বিস্মিত হলাম যখন সে যেন ভেসে ভেসে কাছে এল এবং আমি তার মুখ দেখতে পেলাম। এটা সাধারণভাবে খুব আকর্ষণীয় কোন মুখ নয়। সেজন্য সে আমাদের একাকী দেখাল না। সমস্ত দল তার চারিদিকে। কিছু তাকে অনুসরণ করছে। কিছু তার দেহরক্ষীদের মত সামনে আগে আগে এগিয়ে চলেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না যে তার মুখ সুন্দর অথবা না। আমি মনে করলাম এটাই তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সে তার আশেপাশের ভ্যাম্পায়ার থেকে এতটাই ভিন্ন যে যেগুলো আমার জন্য এসেছে। তার চামড়া স্বচ্ছভাবে সাদা, যেন রসুনের খোসা। এটাকে যেন কিছুটা সুস্বাদু দেখাতে থাকে। এটা লম্বা গাঢ়; কালো চুলের বিপরীতে উজ্জল দেখাচ্ছিল, যেটা তার মুখকে ফ্রেমের ভেতর নিয়েছিল। আমি একটা অদ্ভুত ভয়াবহ অনুভূতি অনভুব করছিলাম তার চিবুক স্পর্শ করে। সেটা দেখতে এ্যাডওয়ার্ড অথবা এলিসের ত্বক থেকে নরম কিনা। অথবা এটা চকের মত পাউডার সমৃদ্ধ কিনা। তার চোখ লাল, তার আশেপাশে যারা আছে তাদের মতই। কিন্তু সেটার পাশে কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন দুধ সাদা। আমি বিস্মিত হবো যদি তার দৃষ্টি দিয়ে সে কাউকে সম্মোহন করে।

সে জেনের দিকে সরে গেল। জেনের হাত তার কাগজের মত হাতে নিল। তার ঠোঁটে হালকাভাবে চুমু খেল। এবং তারপর আবার যেন ভেসে পিছিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, প্রভু।' জেইন হাসল। সেই হাসির অভিব্যক্তিতে তাকে একজন স্বর্গীয় দেবশিশুর মত লাগছিল। 'আমি তাকে জীবত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। যেভাবে আপনি আশা করেছিলেন।

'আহ্ জেন।' সেও হাসল। 'তুমি আমার জন্য সবসময়ই স্বস্তিকর একজন।

সে তার রহস্যময় চোখ আমাদের দিকে ঘুরাল। হাসিটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'এবং এলিস এবং বেলাও!' সে আনন্দিত স্বরে বলল। সে তার পাতলা হাত দিয়ে হাততালি দিল। 'এটা একটা সুখী সারপ্রাইজ! বিস্ময়কর!

সে যখন স্বাভাবিক সাধারণভাবে আমাদের নাম বলল আমি একটা শক খেলাম। সে

এমনভাবে বলল যেন আমরা তার পুরোনা বন্ধু তার সাথে অপ্রত্যাশিত দর্শন দিতে এসেছি।

সে আমাদের গোটা দলের দিকে ঘুরল "ফেলিক্স, প্রিয় একজন হও এবং আমাদের ভাইদেরকে আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে বলো। আমি নিশ্চিত তারা সেগুলো মিস করতে চায় না।

'হ্যাঁ, প্রভু।' ফেলিক্স মাথা নোয়াল। আমরা যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।।

'তুমি 'দেখেছো, এ্যাডওয়ার্ড?' সেই অদ্ভুত ভ্যাম্পায়ার ঘুরে দাঁড়াল এবং এ্যাডওয়ার্ডের দিকে এমনভাবে ভাসল যেন সে তার প্রিয় কিন্তু একটু আদূরে বকুনি দেয়া দাদু। 'আমি তোমাকে কি বলেছিলাম? তুমি কি সুখী নও যে আমি তোমাকে দেই নাই তুমি গত দিন যেটা চেয়েছিলে?

'হ্যাঁ এ্যারো, আমি তাই।' সে একমত হলো। আমার কোমরে তার হাতের বন্ধনী আরো শক্ত করল।

'আমি একটা সুখী শেষ দেখতে চাই।' এ্যারো শ্বাস নিল। 'সেগুলো এতটাই দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আমি গোটা গল্প জানতে চাই। এটা কীভাবে হলো? এলিস?' সে এলিসের দিকে তার কৌতুহলের সাথে তার কুয়াশাছন্ন চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। 'তোমার ভাইকে দেখে মনে হয় সে যেন তোমাকে ইনফ্যালিয়েবল ভাবছে কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সেখানে কিছুটা ভুল আছে।

'ওহ, আমি সেটা থেকে অনেক দূরে।' এলিস হাসি দিয়ে দিল। তাকে প্রকৃতপক্ষেই বেশ সহজ দেখাচ্ছিল। শুধু তার হাতগুলো একটু দৃঢ় হয়ে মুষ্টিবদ্ধ হয়েছিল। 'আপনি আজ যেমনটি দেখছেন, আমি সবমসময় সমস্যার সৃষ্টি করে সেগুলোর সমাধান করি।

'তুমি অনেক বেশি বিনয়ী।' এ্যারো আনন্দিত স্বরে বলল, 'আমি তোমার বেশ কয়েকটি আশ্চর্যজনক কাজ দেখেছি। আমি সেটা স্বীকার করি। আমি কখনও তোমার মত এত প্রতিভা লক্ষ্য করি নাই। আশ্চর্যজনক!

এলিস চোখের পলকে এক পলক এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল। এ্যারো এটা মিস করল না।

'আমি দুঃখিত। আমরা এখনও নিজেরা পুরোপুরি আলাপিত হয় নাই। হয়েছি কি? এটা শুধু এমনটি যে আমার মনে হচ্ছে আমি এর মধ্যে তোমাকে চিনি এবং আমি সেটা ধরেই এগিয়েছি। তোমার ভাই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল গতকাল একটা অদ্ভুত পদ্ধতিতে। তুমি দেখেছো, আমি তোমার ভাইয়ের প্রতিভার কিছুটা ভাগ নিয়েছি। শুধুমাত্র আমি এই দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ যে সে সেটা নয়।' এ্যারো তার মাথা নাড়ল। তার কন্টস্বর ঈর্ষান্বিত।

'এবং প্রাণশক্তিতে অনেক বেশি ভরপুরও।' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত স্বরে যোগ করল। সে এলিসের দিকে তাকাল যখন সে দ্রুতগতিতে ব্যাখ্যা করছিল 'এ্যারোর শারীরিক যোগাযোগের প্রায়োজন তোমার চিন্তাভাবনা ধরার জন্য কিন্তু সে আমার চেয়ে অনেক বেশি শুনতে পায়। তুমি জানো আমি শুধু শুনতে পাই সেই চিন্তাভাবনা যেটা তোমার মাথা

থেকে এই মুহূর্তে চলে গেছে। এ্যারো তোমার মনে যত চিন্তা আছে সবকিছুই শুনতে পায়।

এলিস তার সুন্দর ভ্রু তুলল। এ্যাডওয়ার্ড তার মাথা নিচু করল।

এলেকেরা দুজনের এই অভিব্যক্তিও মিস করল না।

'কিন্তু একটা দূরত্ব থেকে সেটা শুনতে পাওয়ার মত...' এ্যারো শ্বাস নিল। তাদের দুজনের দিকে কিছু একটা ভাবছে এবং সেই ভাবনাটা জায়গায় রুপ নিল। 'সেটা অনেক বেশি সহজসাধ্য হবে।'

আরো আমাদের কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল। বাকি সমস্ত মাথাগুলো সেই দিক অনুসরণ করল,। এমনকি জেন এলেক এবং দিমিত্রিও। যারা আমাদের পাশে নিরবে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঘোরাঘুরি দিক থেকে আমিই সবচেয়ে ধীরগতির। ফেলিক্স ফিরে এসেছে। তার পেছনে আরো দুজন কালো আলখাল্লা পরা ভাসতে ভাসতে এসেছে। তারা দুজনেই দেখতে খুববেশি এ্যারোর মত। একজনের এমনকি একইরকম পিছনের বড় বড় চুল। আরেকজনের বরফ সাদা চুল। একইরকম ছায়া তাদের মুখে। সেই চুলগুলো কাঁধের উপর। তাদের মুখগুলো একইরকম। কাগজের মত পাতলা চামড়ার।

কার্লের পেইন্টিংয়ের সেই ত্রিরত্ব যেন পরিপূর্ণ হয়েছে। বিগত তিনশত বছরের ভেতরে যেটা অংকিত হয়েছে।

'মার্কাস, কেইয়াস, দেখ!' এ্যারো বলল, 'বেলা এত সবের পরেও বেঁচে আছে। এবং এলিস এখানে তার সাথে। এটা কি আশ্চর্যজনক কিছু নয়?

বাকি দুজনকে দেখে মনে হলো না যে আশ্চর্যজনক শব্দটাই তাদের প্রথম পছন্দ কিনা। কালোচুলের লোকটাকে দেখে মনে হলো কিছুটা বিরক্ত, যেন সে অনেক বেশি কিছু দেখে ফেলেছে শতাব্দি ধরে। অন্যজনের মুখ তার তুষারশুভ্র চুলের নিচে বেশ তিক্তই মনে হলো।

তাদের এই যে আগ্রহের ঘাটতি এটাতেও এ্যারোকে কোনভাবে আনন্দের কোন ঘাটতি হলো না।

'এখন আমরা সেই গল্পটা শুনি।' এ্যারো যেন তার হালকা কণ্ঠ সুর করে বলল।

সেই সাদা চুলের প্রাচীন ভ্যাম্পায়ারটা পিছিয়ে গেল, সরে সরে গেল সেই কাঠের ভেতরের দিকে। অন্যজন এ্যারোর পাশে এসে থেমে গেল। সে তার হাত বাড়িয়ে দিল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম সে এ্যারোর হাত ধরতে যাচ্ছে। কিন্তু সে খুব হালকাভাবে এ্যারোর তালুতে একটু ঘুষি দিল তারপর তার হাত নিজের হাতের পাশেই রাখল। এ্যারো তার কালো ভ্রু উঁচু করল। আমি বিস্মিত হলাম কীভাবে তার কাগজের মত চামড়ায় কোনরকম ভাঁজ পড়ল না।

এ্যাডওয়ার্ড খুবদ্রুত নিশ্বাস নিতে লাগল এবং এলিস তার দিকে আগ্রহান্বিতভাবে তাকিয়ে রইল।

'তোমাকে ধন্যবাদ মারকাস।' এ্যারো বলল, 'সেটা কিছুটা ইন্টারেস্টিং।'

আমি বুঝতে পারলাম, এক সেকেন্ড পরে যে মারকাস তার চিন্তাভাবনা এ্যারো

জানুক সেটাই করতে দিচ্ছে।

মার্কাসকে খুব ইন্টারেস্টেড মনে হলো না। সে এ্যারোর কাছ থেকে দূরে সরে গেল অবশ্যই কেইয়াসের সাথে যোগ দিতে। দেয়ালের পাশে এসে বসল। দুজন অনুসরণকারী ভ্যাম্পায়ার নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করল। তাদের দেহরক্ষী, যেটা আমি আগেই ধারণা করেছিলাম। আমি দেখতে পেলাম যে একইরকম চেহারার দুজন মহিলা কেইয়াসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। যে কোন ভ্যাম্পায়ারের জন্য গার্ডের এই ধারণাটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হতে লাগল। কিন্তু হতে পারে যে তারা এত প্রাচীন যে তাদের ত্বকের জন্য এটা প্রয়োজনীয় হতে পারে।

এ্যারো তার মাথা নাড়াল 'বিস্ময়কর!' সে বলল 'প্রকৃতপক্ষে বিস্ময়কর!

এলিসের অভিব্যক্তি হতাশায় ভরা। এ্যাডওয়ার্ড তার দিকে ঘুরে গেল এবং আবার খুব দ্রুততার সাথে ব্যাখ্যা করল। নিচু স্বরে। 'মার্কাস দেখছে সম্পর্কের ব্যাপার। সে আমাদের এই গভীর সর্ম্পকের ব্যাপারে বিস্মিত।

এ্যারো হাসল 'এতটাই সহজসাধ্য' সে নিজেকে নিজে সেটা শোনাল। তারপর সে আমাদের উদ্দেশ্যে কথা বলল 'এটা মার্কাসকে কিছুটা বিস্মিত করেছে। আমি তোমাদের এই নিশ্চয়তা দিতে পারি।'

আমি মার্কাসের মৃতপ্রায় মুখের দিকে তাকালাম এবং সেটা বিশ্বাস করলাম।

'এটা শুধু এতটাই কঠিন বুঝতে পারা, এমনকি এখনও।' এ্যারো সুরেলা গলায় বলল, এ্যাডওয়ার্ডের হাত আমার কোমর জড়িয়ে আছে সেদিকে তাকিয়ে রইল। এটা আমার পক্ষে খুবই কঠিন যে এ্যারোর সেই চিন্তাভাবনার ব্যাপারটা বোঝা। আমি লড়তে লাগলাম নিজেকে ঠিক রাখার জন্য। 'তুমি কীভাবে এতটাই নিকটে তার কাছাকাছি এভাবে?

'এটা কোনরকম শক্তির সাহায্য ছাড়া নয়।' এ্যাডওয়ার্ড শান্তস্বরে উত্তর দিল।

'কিন্তু এখনও- *লা তুয়া ক্যানটেটে!* কি বিপুল অপচয়!'

এ্যাডওয়ার্ড কোনরকম রসিকতা ছাড়াই হেসে উঠল 'আমি এটাকে মূল্যের অতীত কিছু দেখেছি।

এ্যারো সন্দেহের সুরে বলল 'এটা খুবই বেশি মূল্যের বিনিময়ে।

'সুযোগ মূল্য নেয়।'

এ্যারো হেসে উঠল। 'যদি আমি তার দিকে তাকিয়ে না হাসি তোমার স্মৃতি অনুসারে, আমি বিশ্বাস করতে পারব না যে যেকোন কারোর রক্ত এতটা শক্তিশালী হতে পারে। আমি কখনও অনুভব করিনি এটার চেয়ে নিজে বেশি কিছু। আমাদের অধিকাংশই এই উপহারের পরিবর্তে অনেক বেশি আশা করবে এবং এমনকি তুমিও...

'এটা অপচয়।' এ্যাডওয়ার্ড শেষ করল। তার কণ্ঠস্বর এখন ব্যঙ্গাত্মক।

এ্যারো আবার হাসল 'আহ, আমি কীভাবে আমার বন্ধু কার্লকে মিস করছি! তুমি আমাকে তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে-একমাত্র সেই ছিল ততটা রাগান্বিত কেউ নয়।

'কার্ল আমার ভেতরে তার অনেক কিছুর মত এটাও দিয়েছে।

'আমি হঠাৎ করে কখনও ভাবিনি কার্লিকে দেখব সবকিছুতে নিজেকে অমনভাবে

নিয়ন্ত্রণে রাখতে। কিন্তু তুমি তাকে লজ্জার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

'কদাচিৎ' এ্যাডওয়ার্ড অধৈর্যর সাথে বলল। যেন সে একজন খবুই ক্লান্ত। এটা আমাকে আরো বেশি ভীত করে তুলল। আমি সেটা কল্পনা না করে পারলাম না যে সে কি আশা করছিল যেটা সে অনুসরণ করেছে।

'আমি তার সাফল্যের জন্য কৃতজ্ঞ।' এ্যারো আনন্দিত স্বরে বলল। 'তোমার স্মরণশক্তি তার প্রতি আমার জন্য একটা উপহারের মত। যদিও তারা সেটা দেখে বিস্মিত। আমি বিস্মিত কীভাবে এটা...আমাকে আনন্দিত করে, তার সাফল্য তার উদারপন্থী পথে যেটা সে পছন্দ করেছে। আমি তার পরিকল্পনায় অভিভূত, অন্যদেরকে খুঁজে পাওয়া, যারা তার সেই অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তির অংশীদার। এখনও, যেভাবেই হোক, আমি ভুলের কারণে সুখী।'

এ্যাডওয়ার্ড কোন উত্তর দিল না।

'কিন্তু তোমার রেসট্রিয়ান্ট্র!' এ্যারো শ্বাস নিল 'আমি জানি না এতটাই শক্তি সম্ভব কিনা। সাইরেনের মত তোমার এই ডাকগুলো। শুধু একবার নয়। কিন্তু বারবার—যদি আমি এটা নিজের ভেতরে অনুভব না করতাম, আমি তাহলে এটা বিশ্বাস করতাম না।'

এ্যাডওয়ার্ড এ্যারোর প্রশংসায় পেছনে তাকিয়ে রইল কোন রকম অভিব্যক্তি ছাড়াই। আমি জানতাম তার মুখ বেশ ভালই। সময় সেটাকে পরিবর্তিত করতে পারে না। অনুমান করে নেয়া যায় যে কিছু একটা নিচে নিচে ঘটে যাচ্ছে। আমি আমার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার জন্য লড়ে চললাম।

'শুধু স্মরণ করো সে তোমাকে কীভাবে আবেদন করত...' এ্যারো শব্দ করে হাসল। 'এটা আমাকে তৃষ্ণার্ত করে তুলেছে।'

এ্যাডওয়ার্ড টান টান হয়ে গেল।

'কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি করব না।' এ্যারো তাকে আশ্বস্ত করল। 'আমি বুঝাতে চাইছি তাকে কোন ক্ষতি করব না। কিন্তু আমি এতটাই কৌতুহলী, একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য।' সে আমার দিকে গভীর আগ্রহ সহকারে তাকাল 'আমি পারি কি?' সে আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল। একহাত উপরে তুলে।

'তাকে জিজ্ঞেস করো।' এ্যাডওয়ার্ড তাকে উপদেশ দিল শান্ত স্বরে।

'অবশ্যই। আমার প্রতি কতটা রুঢ় সে!' এ্যারো বিস্মিত 'বেলা।' সে এখন সরাসরি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে। 'আমি খুবই অনুপ্রাণিত যে তুমি একমাত্র ব্যতিক্রম যে এ্যাডওয়ার্ডের এই ইম্প্রেসিভ প্রতিভার ব্যাপারে। সুতরাং খুবই আগ্রহসুচকভাবে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে! আমি বিস্মিত, যদিও আমাদের প্রতিভা অনেক দিক দিয়েই একই প্রকৃতির। যদি তুমি আমাকে অনুমতি দাও যে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি কি তুমিও আমার জন্য একজন ব্যতিক্রম কিনা, সেইভাবে?

আমার চোখ ভয়ার্তভাবে এ্যাডওয়ার্ডের মুখের উপর দিয়ে ঘুরে এল। এ্যারোর এই অতিরিক্ত বিনয় সত্বেও, আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি সত্যিই আমার কোন পছন্দ থাকতে পারে। আমি ভয়ানক ভীত যে সেই চিন্তাভাবনা করে যেটা আমাকে স্পর্শ করার তাকে অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে। এখনও তার সেই অদ্ভুত ত্বকের স্পর্শের ব্যাপারে।

এ্যাডওয়ার্ড উৎসাহের সাথে মাথা নাড়ল। কারণ সে নিশ্চিত যে এ্যারো আমাকে আঘাত করবে না। অথবা কারণ সেখানে আর কোন বিকল্প কিছু নেই। আমি সেটা বলতে পারব না।

আমি পেছনে ফিরে এ্যারোর দিকে ঘুরলাম এবং আমার হাত তুললাম ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে। আমি কাঁপছিলাম।

সে যেন ভেসে ভেসে কাছে চলে এল। আমার বিশ্বাস সে বুঝিয়েছিল তার অনুভূতিতে সেটা আশ্বস্ত করার মত। কিন্তু তার কাগজের মত চেহারা এতটাই অদ্ভুত এতটাই এলিয়েনের মত এবং ভয়ানক যেটা আশ্বস্ত করেও। তার কথার চেয়ে তার তাকানোতে আরো বেশি আস্থার প্রতিচ্ছবি।

এ্যারো কাছে পৌছে গেল। সে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করলো। তার সেই অদ্ভুত চামড়া দিয়ে আমাকে চেপে ধরল। এটা বেশ কঠিন কিন্তু অনুভূত হলো কিছুটা ভঙ্গুর। পাথরের চেয়ে অনেক বেশি খোলসের মত। আমি যত শীতল ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি।

তার সিনেমাটিক চোখ আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার দিক থেকে না তাকিয়ে থাকা ছিল অসম্ভব। তারা সেটাকে মন্ত্রকুহকের মত করে নিয়েছে একটা অদ্ভুত পদ্ধতিতে।

আমি দেখলাম এ্যারোর মুখ পরিবর্তিত হয়ে গেল। দৃঢ় বিশ্বাস উবে গেল এবং তাকে প্রথমবারের মত দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল। তারপর অবিশ্বাস্যভাবে যখন সে শান্ত হয়ে গেল তার আগে মুখে একটা বন্ধুত্বের মুখোশ এটে নিল।

'তো খুবই ইন্টারেস্টিং।' সে বলল যখন সে আমার হাত ছেড়ে দিল এবং পিছিয়ে গেল।

আমার চোখ এ্যাডওয়ার্ডের দিকে পলক ফেলল এবং যদিও তার মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমার মনে হলো সে কিছুটা বিভ্রান্ত।

এ্যারো সেই গভীর চিন্তাভাবনার অভিব্যক্তি নিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যেতে লাগল। সে এক মুহূর্তের জন্য চুপচাপ। তার চোখ আমাদের তিনজনকে দেখছিল। তারপর, বেপরোয়াভাবে সে তার মাথা নাড়ল।

'প্রথমে' সে নিজেকেই বলল 'আমি বিস্মিত যদি সে আমাদের অন্য প্রতিভাদের মত অমর হয়ে থাকে...জেন, প্রিয়া?

'না!' এ্যাডওয়ার্ড গজরানি দিয়ে শব্দটা বলল। এলিস তার হাত চেয়ে ধরে রাখল। সে এলিসের হাত ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল।

ছোট্ট জেন আরোর দিকে তাকিয়ে আনন্দিত হাসি দিল 'হ্যাঁ প্রভু?

এ্যাডওয়ার্ড এখন সত্যিকারের গর্জন শুরু করেছে। তার সেই শব্দ ভেসে ভেসে আসছে এবং তার দিকে যাচ্ছে। সে এ্যারোর দিকে ভস্ম করার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। গোটা ঘর এখন যেন থেমে গেছে। প্রত্যেকে উৎসুক্য অবিশ্বাসের সাথে তাকে দেখছে। যেন সে এখানে কোন বিব্রতকর অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম করে চলেছে। আমি দেখতে পেলাম ফেলিক্স আশা নিয়ে দাঁতমুখ খিচাল এবং এক পদক্ষেপ সামনে এগিয়ে এলো। এ্যারো তার দিকে একবার তাকাল এবং সে সেখানে জমে গেল। তার সেই গোঙানি

একটা শান্ত অভিব্যক্তিতে রুপান্তরিত হলো।

তারপর সে জেনের দিকে ফিরে কথা বলল 'আমি বিস্মিত, আমার প্রিয় একজন, যদি বেলা তোমার প্রতি অমর করে থাকে।'

আমি খুব কমই শুনতে পেলাম এ্যারোর এ্যাডওয়ার্ডের সেই ভয়ানক গোঙানির মধ্য থেকে। সে তারপর আমাকে যেতে দিল। তাদের দৃষ্টি থেকে আমাকে সরে যেয়ে লুকিয়ে পড়তে দিল। কাইয়াস আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। উৎসুক্য দৃষ্টিতে দেখছিল।

জেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল একটা সুন্দর হাসি নিয়ে।

'এগিয়ে না।' এলিস কেঁদে উঠল যখন এ্যাডওয়ার্ড সেই ছোট্ট মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল।

আমার কোন প্রতিক্রিয়ার আগে, তাদের দুজনের মাঝখানে কেউ লাফ দিয়ে আসার আগে, এ্যারোর দেহরক্ষীদের টান টান হওয়ার আগে, এ্যাডওয়ার্ড মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কেউ তাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে পাথরের মেঝেতে পড়ে আছে প্রচণ্ড রাগ নিয়ে যখন আমি তার দিকে তাকালাম তার চেয়ে ভয়ের দৃষ্টি।

জেন এখন শুধু তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এখন সকলের মুখে হাসি। যেটাকে এলিস বলে ছিল প্রদত্ত ক্ষমতা। কেন প্রত্যেকে জেনকে এমন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। কেন এ্যাডওয়ার্ড তার পথের সামনে যেয়ে দাঁড়িয়েছিল সে এটা আমার সাথে করার আগেই।

'থামো!' আমি কাঁপতে লাগলাম। আমার কণ্ঠস্বর নিঃশব্দতার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সেটা যেন তাদের দুজনের মাঝে লাফ দিয়ে পড়ল। কিন্তু এলিস তার হাত আমার দিকে ছুড়ে দিল বেষ্টনীর মত করে এবং আমার লড়াইয়ের বিরুদ্ধে। এ্যাডওয়ার্ডের ঠোঁট দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছিল না। সে পাথরের মেঝের উপর পড়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল এটা দেখে আমার মাথা মনে হয় বিস্ফোরিত হয়ে যাবে।

'জেন।' আরো তাকে মাদকতাময় স্বরে আবার ডাকল। সে তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাল। এখনও আনন্দের সাথে হাসছে। তার চোখ প্রশ্নবিদ্ধ। যত তাড়াতাড়ি জেন বাইরে তাকাল। এ্যাডওয়ার্ড এখনও সেখানে।

এ্যারো তার মাথা আমার দিকে ঝুকে দিল।

জেন আমার দিকে ঘুরে হাসল।

আমি তার দৃষ্টির দিকে তাকাতে পারছিলাম না। আমি এ্যাডওয়ার্ডকে এলিসের বাহুর মধ্যে বাধা পড়ে দেখতে লাগলাম। এখনও বেপরোয়াভাবে লড়ে চলেছি।

'সে ভাল আছে।' এলিস ফিসফিস করে বলল একটু শক্ত স্বরে। যখন সে কথা বলতে লাগল। এ্যাডওয়ার্ড উঠে বসল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ আমার চোখের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো। সেগুলো ভয় আতংকে কাঁপছিল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম সেই ভয়টা সে এই মুহূর্তে যেটার ভুক্তভোগী হয়েছে সেটার জন্য। কিন্তু তারপর সে তাড়াতাড়ি জেনের দিকে তাকাল এবং তারপর আমার দিকে এবং তার মুখ স্বস্তির সাথে আশস্ত হলো।

আমিও জেনের দিকে তাকালাম। সে এখন আর হাসছে না। সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোয়ালে কিচমিচ করছে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি কাঁপতে

লাগলাম। ব্যথার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুই ঘটল না।

এ্যাডওয়ার্ড আবার আমার পাশে। সে এলিসের হাত স্পর্শ করল। আর এলিস আমাকে তার হাতে তুলে দিল।

এ্যারো হাসতে শুরু করল 'হা হা হা।' সে হাসল। 'এইটা খুবই সুন্দর!'

জেন হতাশায় হিসহিস করে উঠল। সামনের দিকে ঝুকে দাঁড়াল, যেন সে দৌড়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'প্রিয় একজন, ওভাবে বেরিয়ে যেও না।' এ্যারো স্বস্তিদায়ক স্বরে বলল। তার সেই পাউডার সদৃশ্য হাত জেনের কাঁধের উপর রাখল। 'সে আমাদের সবাইকে হতবাক করেছে।

জেনের উপরের ঠোঁট বেকে যেয়ে দাঁত বেরিয়ে এল। সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'হা হা হা' এ্যারো আবার হাসতে লাগল। 'তুমি খুবই সাহসী এ্যাডওয়ার্ড, নিঃশব্দের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। আমি জেনকে সেটা বলেছিলাম যে আমার জন্য সেটা করতে। শুধুমাত্র কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে।' সে প্রশংসার স্বরে তার মাথা নাড়তে লাগল।

এ্যাডওয়ার্ড তাকিয়ে রইল। বিরক্তিকর দৃষ্টিতে।

'তো এখন আমরা তোমার সাথে কি করতে পারি?' এ্যারো জানতে চাইল।

এ্যাডওয়ার্ড এবং এলিস শক্ত হয়ে বসে রইল। সেটাই এই অংশ যার জন্য তারা অপেক্ষা করছিল।

আমি কাঁপতে শুরু করলাম।

'আমি মনে করি না সেখানে কোন সুযোগ আছে যে তুমি তোমার মন পরিবর্তন করতে পারো?' এ্যারো এ্যাডওয়ার্ডকে আশান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করল। 'তোমার প্রতিভা আমাদের এই ছোট দলে একটা নতুন কিছু বলে যোগ হবে।'

এ্যাডওয়ার্ড দ্বিধা করতে লাগল। চোখের কোণা দিয়ে আমি ফেলিক্স এবং জেনের মুখ ভেঙচানো দেখতে পেলাম।

এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে মনে হলো সে প্রতিটি শব্দ মেপে মেপে বলছে 'আমি... হয়তো..হয়তো না।

'এলিস?' এ্যারো জিজ্ঞেস করল, এখনও আশা করে আছে। 'তুমি সম্ভবত আমাদের সাথে যোগ দিতে আগ্রহী?

'না, ধন্যবাদ।' এলিস বলল।

'এবং তুমি, বেলা?' এ্যারো তার ভ্রু উপরে তুলল।

এ্যাডওয়ার্ড হিসহিসিয়ে উঠল, আমার কানের কাছে নিচু স্বরে। আমি এ্যারোর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সে কি মজা করছে? অথবা সে সত্যিই আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি যদি সত্যিই ডিনারের জন্য থাকতে চাই?

সাদা চুলের কাইয়াস যে সমস্ত নিরবতা ভেঙে দিল।

'কি?' সে এ্যারোর কাছে জানতে চাইল। তার কণ্ঠস্বর সেটা ফিসফিসানির চেয়ে

বেশি কিছু নয়।

'কাইয়াস, নিশ্চয় তুমি সেই প্রাণশক্তিতে ভরপুরতা দেখেছো।' এ্যারো স্নেহের সুরে তাকে বকে দিল। 'আমি এখনও পর্যন্ত সেরকম কোন প্রতিভা খুঁজে পাই নাই, এতটা উদীয়মান, যখন আমরা জেন ও এলেককে পেয়েছিলাম তারপর থেকে। তুমি কি সেই সম্ভবনা খুঁজে পাও যখন সে আমাদেরই একজন হবে?

কাইয়াস তিক্ত অভিব্যক্তির সাথে অন্য দিকে তাকাল। সেই তুলনা দেয়ার কারণে জেনের চোখ জোড়া জ্বলতে লাগল ।

এ্যাডওয়ার্ড আমার পাশে বসে ফুঁসতে লাগল। আমি তার বুকের ভেতর একটা গুনগুনানি শুনতে পেলাম। সেটা এটা হিংস্র গোঙানীর রুপ নিতে যাচ্ছে। আমি সেটা করতে দিতে পারলাম না যে তার সেই রাগ তাকে আঘাত করুক।

'না, ধন্যবাদ।' আমি ফাঁকাভাবে কথা বললাম, যেটা ফিসফিসানির চেয়ে বেশি কিছু। আমার কণ্ঠস্বর ভয়ে ভাঙা ভাঙা হয়ে গেছিল।

এ্যারো শ্বাস নিল 'সেটা দুভার্গ্যক্রমে। সেটা এতটাই অপচয়।

এ্যাডওয়ার্ড হিসহিসিয়ে উঠল। 'যোগ দাও অথবা মর। সেটাই কি তাই? আমি ধারণা করছি এতটাই বেশি যে যখন আমরা এটা এই রুমে এনেছিলাম। সেটা আপনার আইনের চেয়ে এতটাই বেশি।

তার কণ্ঠস্বরের সুর আমাকে বিস্মিত করল। তাকে অধৈর্য শোনাল। কিন্তু সেখানে কিছু একটা ছিল তার সেই কথাবার্তায় যেন সে তার কথাগুলো খুব যত্নের সাথে বলছে।

'অবশ্যই না।' এ্যারো চোখের পলক ফেলল। বিস্মিত। 'আমরা এরই মধ্যে তাকে কনভিন্স করে ফেলেছি। এ্যাডওয়ার্ড, আমরা হেইডির প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছি। তোমার জন্য নয়।'

'এ্যারো।' কাইয়াস হিসহিসেয়ে উঠল 'আইন তাহলে তাদের দোষী করবে।

এ্যাডওয়ার্ড কেইয়াসের দিকে তাকাল। 'সেটা কীভাবে?' সে জানতে চাইল। সে অবশ্যই জানবে কেইয়াস কি ভাবছিল কিন্তু তাকে দেখে মনে হলো সে এখনও মনস্থির করে পারছে না। সে কি সজোরে বলবে।

কেইয়াস তার কংকালের মত আঙুল তুলে আমাকে নির্দেশ করল 'সে অনেক বেশি কিছু জানে। তুমি আমাদের গোপনীয় বিষয়গুলো তার কাছে বলেছ।' তার কণ্ঠস্বর কাগজের মতই হালকা। অনেকটা তার চামড়ার মত।

'সেখানে খুব কম ভাল মানুষই আমাদের এখানে আছে।' এ্যাডওয়ার্ড তাকে মনে করিয়ে দিল। আমি ভাবছিলাম সেই সুন্দরী অভ্যর্থনাকারিণীর কথা।

কেই[illegible] একটা নতুন অভিব্যক্তিতে ঘুরে গেল। এটাকে কি হাসির সমতুল্য বলে ধ[illegible] যায়?

'হ্যাঁ।' সে একমত হলো। 'কিন্তু যখন তারা আর আমাদের কাছে দীর্ঘদিনের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। তারা আমাদেরকে খেদমত করার জন্য রাখবে। এটা তোমার পরিকল্পনা নয় এই একজনের জন্য। যদি সে আমাদের গোপনীয়তা নিয়ে প্রতারণা করে, তুমি কি তাকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত? আমি মনে করি না।' সে ঢোক গিলল।

'আমি পারি না-' আমি শুরু করলাম। এখন ফিসফিস করেই বলছি। কেইয়াস আমার দিকে বরফ শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাকে থামিয়ে দিল।

'তাকে আমাদের একজন বানানোর জন্য তুমি কি তাহলে আগ্রহী নও।' কেইয়াস বলে চলল 'সেখানে, সে আমাদের জন্য ক্ষতিকারক। যদিও এটা সত্য এই জন্য যে শুধুমাত্র তার জীবনই বাজেয়াপ্ত করা উচিত। তুমি চলে যেতে পার যদি তুমি সেটা চাও।

এ্যাডওয়ার্ড তার দাঁত দেখাল।

'সেটাই তাই আমি ভেবেছিলাম।' কেইয়াস বলল। কিছু একটা যেটা আনন্দের সাথে সর্ম্পকিত। ফেলিক্স সামনে ঝুকে এল।

'যতক্ষণ না...' আরো বাধা দিল। তাকে দেখে বেশ অসুখী মনে হলো কথোপকথন যেদিকে এগুচ্ছে সেটা দেখে। 'যতক্ষণ না তুমি তাকে অমরত্ব দিচ্ছ?

এ্যাডওয়ার্ড তার ঠোঁট চেপে ধরল। সে উত্তর দেয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল 'এবং যদি আমি সেটা করি?'

এ্যারো হাসল, 'কেন, তাহলে তুমি বাড়িতে যাওয়ার জন্য মুক্ত হতে পারবে এবং আমার বন্ধু কার্লকে আমার প্রশংসা জানাতে পারবে।' তার অভিব্যক্তি আরো বেশি দ্বিধায় রুপ নিল। 'কিন্তু আমি ভীত যে তুমি সেটা বুঝাতো চাইছ।'

এ্যারো তার সামনে হাত তুলল।

কেইয়াস, যে আবার বকুনি শুরু করছিল রাগান্বিতভাবে সে রিলাক্স হলো।

এ্যাডওয়ার্ডের ঠোঁট রাগান্বিতভাবে চেপে বসে রইল। সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল এবং আমিও প্রতি উত্তরে তাকালাম।

'বুঝে নাও।' আমি ফিসফিস করে বললাম 'দয়া করে।'

এটা কি সত্যিই সেরকম জঘন্য ধারণা? সে কি আমাকে পরিবর্তন করার পরিবর্তে মারা যাবে? আমার এরকম অনুভূতি হতে থাকল যেন আমার পেটে কেউ লাথি কষাচ্ছে।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকিয়ে রইল অত্যাচারিত অভিব্যক্তি নিয়ে।

তারপর এলিস আমাদের থেকে দূরে গেল। এ্যারোর দিকে এগিয়ে গেল। আমরা তাকে লক্ষ্য করার জন্য ঘুরে গেলাম। তার হাতও এ্যারোর হাতের মত উত্তোলিত।

সে কোন কিছু বলল না। এ্যারো উদ্বিগ্নভাবে তার ক্রিয়াকর্ম দেখতে লাগল। এ্যারো অর্ধ পথে তাকে মিলিত হলো। আগ্রহের সাথে তার একটা হাত তুলে নিল। তার চোখে তৃষ্ণা।

সে তার মাথা ঝুকে তাদের হাত স্পর্শ করল। তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল যখন সে মনোযোগ দিল। এলিস নড়াচড়া করছিল না। তার মুখ অভিব্যক্তি শূন্য। আমি এ্যাডওয়ার্ডের দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ শুনতে পেলাম।

কেউ নড়ছিল না। এ্যারোকে দেখে মনে হচ্ছিল সে এলিসের হাতের উপর জমে গেছে। সময় অতিবাহিত হতে লাগল। আমি আরো বেশি বেশি টান টান হয়ে যেতে লাগলাম। বিস্মিত যে কীভাবে সময় চলে যায় এটা অনেক সময় হওয়ার আগেই। এটা বোঝানো যে কিছু একটা ভুল হয়েছে। অনেক বেশি ভুল যেটা এরই মধ্যে হয়ে গেছে।

আরেকটা রাগান্বিত মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর এ্যারোর কণ্ঠস্বর নিরবতা

ভেঙে দিল।

'হা হা হা হা।' সে হাসতে লাগল। তার মাথা এখনও সামনের দিকে ঝুকে আছে। সে ধীরে ধীরে উপরের দিকে তাকাল। তার চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। 'এটা মনোমুগ্ধকর!

এলিস শুষ্কভাবে হাসল 'আমি খুশি যে আপনি এটা উপভোগ করছেন।

'তুমি যে জিনিস দেখেছো সেই জিনিস দেখে। বিশেষত সেই একটা যেটা এখনও ঘটে নাই! সে তার মাথা নাড়ল বিস্ময়ের সাথে।

'কিন্তু সেটা হবে।' এলিস তাকে মনে করিয়ে দিল। তার কণ্ঠস্বর শান্ত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা প্রায় দৃঢ়ভাবে স্থির। দেখে তো মনে হয় সেখানে কোন সমস্যা নেই।

কেইয়াস তাকাল তিক্তভাবে অনুমোদনেরভাবে।। তার অনুভূতি সে ফেলিক্স এবং জেনের সাথে ভাগ করে নিল।

'এ্যারো।' কেইয়াস অভিযোগ করল। 'প্রিয় কেউয়াস।' এ্যারো হাসল। 'উত্তেজিত হয়ো না। সম্ভবনাগুলোকে ভেবে দেখো। তারা আজকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে না। কিন্তু আমরা সবসময়ে ভবিষ্যতের জন্য আশা করতে পারি। কল্পনা করো সেই আনন্দ যেটা তরুণ এলিস একাকী আমাদের ছোট্ট গৃহস্থালীতে নিয়ে আসতে পারবে।... পাশাপাশি, আমি এতটাই ভয়ানক কৌতুহলী যে কীভাবে বেলা রুপান্তরিত হয়।

এ্যারোকে দেখে মনে হলো সে বোঝাতে পারছে। সে কি বুঝতে পারছে না যে কীভাবে সে এলিসের দৃষ্টিতে দেখতে পারছে? সেটা এটা যে সে তার মনস্থির করে ফেলেছে যে আজকে আমাকে রুপান্তরিত করে দেবে। তারপর এটা আগামীকাল পরিবর্তন করে দেবে? এক লক্ষ ছোট ছোট সিদ্ধান্ত, তার সিদ্ধান্ত এবং অন্য আরো অনেকের সিদ্ধান্তও। এ্যাডওয়ার্ড-তার পথ পরিবর্তন করে দিতে পারে এবং সেটার সাথে তার ভবিষ্যতও।

এটা কি সত্যি কোন ব্যাপার এলিস ইচ্ছে করছে এটা কি কোন রকম ভিন্নতা আনায়ন করবে, যদি আমি একজন ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হই। যখন এই ধারণাটা এ্যাডওয়ার্ডের কাছে এতটাই অনুশোচনা যোগ্য? যদি মৃত্য তার কাছে একটা আরো ভাল বিকল্প কিছু হয়। তার চেয়ে আমাকে চিরদিনের জন্য পাওয়ার চেয়ে, একজন অমর? ভীতভাবে আমি অনুভব করলাম হতাশায় ডুবে যাচ্ছি, ডুবতে শুরু করেছি...

'তাহলে আমরা এখন চলে যাওয়ার জন্য মুক্ত?' এ্যাডওয়ার্ড নিরুত্তাপ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'হা হা।' এ্যারো প্রশান্তস্বরে বলল 'কিন্তু দয়া করে আবার আমাদের দেখতে এসো। এটা সত্যিই প্রকৃতপক্ষে উত্তেজনাকর !

'এবং আমরা তোমাকে দেখতে আসব ভালভাবে।' কেইয়াস প্রতিজ্ঞা করল। তার চোখ হঠাৎ করে অর্ধমুদ্রিত হয়ে গেলা। 'এটা নিশ্চিত হও যে তুমি তোমার পাশে অনুসরণ করে চলেছ। আমি যদি তুমি হতাম আমি অনেক বেশি দেরি করতাম না। আমরা কোনরকম দ্বিতীয় সুযোগ দিতাম না।

এ্যাডওয়ার্ডের চোয়াল দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়ে গেল কিন্তু সে একবার মাথা নোয়াল।

কেইয়াস ঘুরে ভাসতে ভাসতে যেখানে মারকাস তখনও বসা ছিল সেখানে গেল। মার্কাস নড়াচাড়া এবং কোনআগ্রহ দেখানো ছাড়াই বসে ছিল।

ফেলিক্স গুড়িয়ে উঠল।

'আহ, ফেলিক্স' আরো হাসল, আমোদিত। 'হেইডি এখানে যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে, ধৈর্য ধরো।'

'হুম হুম।' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বর এখন একটা নতুন দিকে 'সেইক্ষেত্রে সম্ভবত আরো দেরি করার চেয়ে আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি।

'হ্যাঁ।' এ্যারো সম্মত হলো। 'সেটাই ভাল আইডিয়া। দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দয়া করে অপেক্ষা করো অন্ধকারের পরের জন্য. যদি, তোমরা কিছু মনে না করো।

'অবশ্যই।' এ্যাডওয়ার্ড একমত হলো। যখন আমি নিজেই ভাবছিলাম আমাদের পালানোর আগে অন্তত দিনের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার।

'এবং এখানে।' এ্যারো যোগ করল। ফেলিক্সের দিকে এক আঙুল তুলে দেখিয়ে সেদিকে যেতে লাগল। ফেলিক্স সামনের দিকে এগিয়ে এল। এ্যারো তার সেই বিশাল ভ্যাম্পায়ারের ধুসর আলখাল্লা খুলে ফেলল যেটা সে পরে ছিল। কাঁধের উপর থেকে টান দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসল। সে এটা এ্যাডওয়ার্ডের দিকে দেখাল। 'এটা নাও। তুমি কিছুটা সন্দেহবাতিকগ্রস্ত।

এ্যাডওয়ার্ড সেই লম্বা আলখেল্লাটা পরে নিল। হুডটা নামিয়ে রাখল।

এ্যারো শ্বাস নিল। 'এটা তোমাকে ঠিক ঠিক মানিয়েছে।

এ্যাডওয়ার্ড শব্দ করল। কিন্তু হঠাৎ করে কাঁধের উপর দিয়ে সামনে তাকাল 'ধন্যবাদ এ্যারো। আমরা নিচে অপেক্ষা করব।

'বিদায়। তরুণ বন্ধুরা।' এ্যারো বলল, তার চোখ জ্বলজ্বল করছিল যখন সে একই দিয়ে তাকিয়ে ছিল।

'চলো যাই।' এ্যাডওয়ার্ড বলল, এখন জরুরি।

দিমিত্রি যে পথে গেছে সেটাই আমাদের অনুসরণ করা উচিত। তারপর আমরা যে পথে এসেছিলাম সেটা সেই পথে। একমাত্র বেরুনোর পথ দেখতে দেখতে।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে দ্রুততার সাথে তার পাশে টেনে নিল। এলিস আমার অন্যপাশে বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। তার মুখ কঠোর হয়ে আছে।

'খুব বেশি দ্রুত নয়।' সে বিড়বিড় করে বলল।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভীত। কিন্তু তাকে শুধুমাত্র স্বাভাবিক দেখাল। এটা তার পরে যে আমি প্রথমে শুনেছিলাম কণ্ঠস্বরের বিড়বিড়ানি পরে জোরে, উচ্ছৃংখল কণ্ঠস্বর। যেটা বিপরীত দিকের চেম্বার থেকে আসছে।

'বেশ এটা অস্বাভাবিক।' একজন মানুষের মোটা স্বর তীরের মত বিধল।

'এতটা মধ্যযুগীয়।' একটা অসন্তুষ্ট স্বর কাঁপছিল মেয়েলী কণ্ঠস্বর।

একটা বিশাল জনতা ছোট্ট দরজা দিয়ে আসছিল। যেটা ছোট পাথরের চেম্বারটা ভরে ছিল। দিমিত্রি আমাদের জায়গা করার জন্য সামনে এগোল। আমরা ঠাণ্ডা দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম তাদেরকে পথ করে দেয়ার জন্য।

একজোড়া সামনে, কথাবার্তা শুনে আমেরিকানই মনে হলো, নিজেদের দিকে সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে দেখে আসছিল।

'সুস্বাগতম অতিথিরা। সুস্বাগতম এই ভলতেরাতে!' আমি শুনতে পেলাম এ্যারো সেই বিশাল রুম থেকে সুরে সুরে বলে চলেছে।

তাদের বাকিরা, চল্লিশজন বা তারও বেশি, সে জোড়ার পরে বেরিয়ে আসতে লাগল। কিছু কিছু দেখতে টুরিস্টের মত লাগছিল। কিছু কিছু ছবি তুলছিল। অন্যদের দ্বিধান্বিত দেখা গেল যেন এই রুমে যে গল্পটা তারা শুনেছে তার মর্মার্থ কিছুই তারা বুঝতে পারেনি। আমি লক্ষ্য করলাম একজন ছোটখাট কালো মহিলাকে আলাদাভাবে। তার গলার কাছ থেকে গোলাপি এবং সে একহাতে ক্রস শক্তভাবে ধরে রেখেছে। সে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি আস্তে চলছিল। কাউকে না কাউকে স্পর্শ করে। এবং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল অপরিচিত ভাষায়। কেউ তাকে বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। এবং তার কণ্ঠস্বর আরো বেশি আতংকিত হয়ে উঠল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার মুখ তার বুকের কাছে টেনে নিল। কিন্তু এটা খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমি এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম।

যত তাড়াতাড়ি সেই ছোট্ট ঘরে চলে গেল, এ্যাডওয়ার্ড আমাকে দরজার দিকে ঠেলে দিল তাড়াতাড়ি। আমি মুখের ভয়ানক অভিব্যক্তিটা অনুভব করতে পারছিলাম এবং কান্না আমার চোখ দিয়ে নেমে আসতে শুরু করল।

সোনালি রঙের হলওয়ে বেশ নির্জন। খালি শুধুমাত্র একজন অভিজাত অদ্ভুত মহিলা ছাড়া। সে আমাদের দিকে কৌতুহলের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বিশেষত আমার দিকে।

'সুস্বাগত, বাড়িতে হেইডি।' দিমিত্রি আমাদের পিছন থেকে তাকে অভিনন্দন জানালো।

হেইডি অন্যমনস্কভাবে হাসল। সে আমাকে রোসালির কথা মনে করিয়ে দিল। যদিও তাঁরা দুজনে মোটেই একইরকম দেখতে নয়। এটা শুধুমাত্র তার সৌন্দর্যের ব্যাপারে। এতটাই ব্যতিক্রমী ভোলা যায় না। আমি সেদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারলাম না।

সে সেই সৌন্দর্যকে আরো জোরদার করার জন্য কড়া পোশাক পরেছিল। তার বিস্ময়কারভাবে দীর্ঘ পা মিনি স্কার্ট পরা ছিল। তার উপরের অংশে লংস্লিভ এবং বড়গলার কিন্তু খুবই কাছাকাছি ফিটিং। সেগুলো লাল ভিনাইলের তৈরি। তার মেহগনির মত লম্বা চুল খুব অভিলাসী ধরনের এবং তার চোখ যেন ভায়োলেটে একটা ছোয়া পড়েছে।

'দিমিত্রি।' সে তার রেশমী কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল। তার চোখ আমার মুখের দিকে বার বার পলক ফেলছিল এবং এ্যাডওয়ার্ডের ক্লোকের দিকে।

'অপুর্ব ।' দিমিত্রি তাকে প্রশংসা করল।

'ধন্যবাদ।' সে হাসি দিল 'তুমি কি আসছ না।

'এক মিনিটের মধ্যে। আমার জন্য এটা রেখো।

হেইডি মাথা নোয়াল এবং দরজা দিয়ে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল আমার দিকে শেষ কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে।

এ্যাডওয়ার্ড এত জোরে চলতে লাগল যে তাল মিলাতে আমাকে দৌড়াতে হলো। কিন্তু আমরা এখনও আমরা সেই স্বর্ণালী দরজা দিয়ে বেরুতে পারিনি যেটা হলওয়েরে একেবারে শেষ প্রান্তে। চিৎকার শুরু হওয়ার আগে।

বাইশ

দিমিত্রি আমাদেরকে আনন্দের সাথে অভ্যর্থনা এলাকায় রেখে গেল। সেখানে গিয়ানা তখনও পোলিশড কাউন্টারের পিছনে তার পোস্টে ছিল। লুকানো স্পিকারের ভেতর দিয়ে উজ্জ্বল ক্ষতিহীন সংগীতের মুর্ছনা ভেসে আসছিল।

'অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত চলে যেও না।' সে আমাদের সতর্ক করল।

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নোয়াল। দিমিত্রি দ্রুত চলে গেল।

গিয়ানা এইসব পরিবর্তনের ভেতর কোন বিস্ময়কর কিছু দেখতে পেল না। যদিও সে এ্যাডওয়ার্ডের ধার করা আলখাল্লার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল।

'তুমি কি ঠিক আছো?' এ্যাডওয়ার্ড নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল। এতটাই নিচু গলায় যে একজন মানবীর পক্ষে শোনা দুষ্কর। তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ। যদি ভেলভেট রুক্ষ হয়ে যায়। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এখনও আমাদের পরিস্থিতি টান টান অবস্থায় আছে। আমি কল্পনা করলাম।

'সবচেয়ে ভাল হয় সে পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে বসিয়ে দাও।' এলিস বলল, 'সে যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে।

শুধুমাত্র তারপর বুঝতে পারলাম আমি কাঁপছি। বেশ জোরেই কাঁপছি। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁতের ঠকঠকানি শুনতে পেলাম। আমার চারপাশের ঘরের দেয়াল যেন মনে হচ্ছে ঘুরছে। আমার দৃষ্টি ঝাঁপসা হয়ে আসছে। এক মুহূর্তের জন্য, আমি বিস্মিত হলাম যদি এটা এমন হয় যেমনটি জ্যাকবের হয়ে থাকে। সে মায়ানেকড়ে মানব হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে।

আমি একটা শব্দ শুনতে পেলাম। সেটার কোন অর্থ বুঝতে পারলাম না। একটা অদ্ভুত, তরঙ্গায়িত শব্দ, যেটা সংগীতের ব্যাকগ্রাউন্ডে থেকে আসছিল।

'শশশ। বেলা। শশশ।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। সে আমাকে তখন সোফার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সেটা ডেস্কের ওপাশের কৌতুহলী মানুষের থেকে দূরে।

'আমি মনে করি সে হিস্টোরিয়া বা মৃগীরোগগ্রস্ত। হতে পারে তুমি তাকে থাপড়াতে পার।' এলিস উপদেশ দিল।

এ্যাডওয়ার্ড তার দিকে উন্মত্ত দৃষ্টিতে তাকাল।

তারপর আমি বুঝতে পারলাম। ওহ। এই গোলমালটা আমিই। এই তরঙ্গায়িত শব্দটা আমার বুকের ভেতর থেকেই আসছে। সেটাই আমাকে এভাবে কাঁপিয়ে তুলছে।

'সব ঠিক আছে। তুমি নিরাপদ। সবকিছু ঠিক আছে।' সে বারবার উৎফুল্ল হয়ে উঠতে লাগল। সে আমাকে তার কোলের উপর টেনে নিল। তার গায়ের মোটা উলের আলখাল্লা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে দিল। রক্ষা করছিল তার বরফ ঠাণ্ডা ত্বকের হাত থেকে।

আমি জানতাম এভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো খুব বুদ্ধিমতীর মত হবে । কে জানে কতটা সময় ধরে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম? সে নিরাপদ। আমিও নিরাপদ। যত তাড়াতাড়ি আমরা মুক্ত হয়ে যাব সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আমার চোখ কান্নায় ভরে উঠল। যে কারণে পরিষ্কারভাবে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

কিন্তু, আমার চোখের পেছনে যেখানে কান্নার জল সেই ইমেজ ধুয়ে মুছে দিতে পারে না। আমি তখনও দেখতে পাচ্ছিলাম সেই ভয়ার্ত আতংকিত মুখ, সেই ছোট্ট মেয়েমানুষটার গোলাপিবর্ণা মুখ।·

'এই সমস্ত লোকেরা।' আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম।

'আমি জানি।' সে ফিসফিস করে বলল।

'এটা এতটাই ভয়ানক।'

'হ্যাঁ। এটা তাই। আমি আশা করছি তোমাকে তা যাতে দেখতে না হয়।

আমার মাথা বিশ্রামের জন্য তার ঠাণ্ডা বুকের উপর রাখলাম। আমার চোখের জল মুছে ফেলতে সেই মোটা আলখাল্লা ব্যবহার করলাম। আমি কয়েকবার গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। চেষ্টা করলাম নিজেকে শান্ত রাখতে।

'সেখানে কি কোন কিছু তোমার জন্য আনতে পারি?' একটা কণ্ঠস্বর খুব নরম ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল। এটা গিয়ানা। সে এ্যাডওয়ার্ডের কাঁধের উপর দিকে ঝুকে আছে। সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন সতর্ক এবং সচেতন। এখনও পর্যন্ত পেশাগতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে এসব থেকে যেন বিচ্ছিন্ন। আমি তাকে বিরক্ত হতে দেখলাম না। তার মুখ ছিল একটা শত্রুপূর্ণ ভ্যাম্পায়ার থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে। সে হয়তো পুরোপুরি সুস্পষ্ট। অথবা তার কাজে খুবই দক্ষ।

'না।' এ্যাডওয়ার্ড শীতল কণ্ঠে জবাব দিল।

সে মাথা নোয়াল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর চলে গেল।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না তার চলে যাওয়ার শব্দ কান থেকে মুছে না যায়। 'সে কি জানে এখানে কি হতে চলেছে?' আমি জানতে চাইলাম। আমার কণ্ঠস্বর খুবই নিচুলয়ের এবং কিছুটা কর্কশ। আমি এখন নিজের নিয়ন্ত্রণ নিতে পেরেছি। আমার নিঃশ্বাসও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

'হ্যাঁ। সে সবকিছু জানে।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বলল।

'সে কি জানে তারা তাকে যে কোন একদিন খুন করে ফেলবে?'

'সে জানে যে সেরকম সম্ভাবনা আছে।' সে বলল।

সেটা আমাকে বিস্মিত করল।

এ্যাডওয়ার্ডের মুখের অভিব্যক্তি পড়া খুব কঠিন। 'সে আশা করছে তারা তাকে রেখে দেয়ারই সিদ্ধান্ত নেবে।'

আমি অনুভব করলাম আমার মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে। 'সে কি তাদের একজন হতে চাচ্ছে নাকি?'

সে একবার মাথা নোয়াল। তার চোখ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার মুখের উপর রাখল। আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে।

আমি কাঁপতে লাগলাম। 'সে কীভাবে সেটা চাইতে পারে?' আমি ফিসফিস করে তার উত্তরের চেয়ে নিজের বোঝার জন্যই যেন বললাম। 'সে কীভাবে দেখেছে যখন সেই সমস্ত লোকেরা সেই জঘন্য রুমে। সে কীভাবে তাদের অংশ হতে চাইতে পারে?

এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল না। তার অভিব্যক্তি আমার কিছু একটা বলার কারণে অন্যভাবে ঘুরে গেল।

আমি তার সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পরিবর্তনটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম।. এটা হঠাৎ করে আমাকে আঘাত করল। আমি সত্যিই এখানে। এখন এই এ্যাডওয়ার্ডের বাহুর মধ্যে। এখন এই মুহূর্তে। খুন হওয়ার সময়গুলোর মধ্যে।

'ওহ, এ্যাডওয়ার্ড,' আমি কেঁদে উঠলাম। আমি আবার ফুঁপিয়ে উঠলাম। এটা বোকার মত প্রতিক্রিয়া। চোখের জল এতটাই ঘন যে তার মুখ দেখা সম্ভব হয় না। এটা অভিযুক্ত করার মত ঘটনা নয়। আমি এখন শুধুমাত্র সূর্য ডোবার নিশ্চয়তায় আছি। এটা যেন সেই রুপকথার গল্পের মতই। একেবারে ডেডলাইনে এসে যাদুর ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়।

'সমস্যাটা কি?' সে জিজ্ঞেস করল। এখনও উদ্বিগ্ন। আমার পিঠের উপর আলতো করে হাত রেখে ঘষে দিচ্ছে।

আমার হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম। সবচেয়ে খারাপ কি জিনিসটা সে করতে পারে? শুধু আমাকে ঠেলে দিতে পারে। আমি আবার জড়িয়ে ধরব তার কাছাকাছি থাকার জন্য। 'এটা কি সত্যিই অসুস্থতা যে এই মুহূর্তে সুখী হওয়ার জন্য?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা শোনাল।

সে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না। সে তার বরফ শীতল কঠিন বুকের উপর আমাকে টেনে শক্ত করে চেপে ধরল। এতটাই শক্ত করে যে আমার পক্ষে নিঃশ্বাস নেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এমনকি আমার ফুসফুসও যেন ভেতরে চেপে লেগে গেছে। 'আমি প্রকৃতপক্ষে জানি তুমি কি বোঝাতে চেয়েছো।' সে ফিসফিস করে বলল। 'কিন্তু আমাদের অসংখ্য কারণ আছে সুখী হওয়ার জন্য। একবারের জন্য, আমরা জীবত।'

'হ্যাঁ।' আমি একমত হলাম। 'সেটা সবচেয়ে ভাল কারণ।'

'এবং একসাথে।' সে শ্বাস নিল। তার নিঃশ্বাস এতটাই মিষ্ট আমার মাথা যেন ভাসতে লাগল।

আমি শুধু মাথা নোয়ালাম।

'এবং, যেকোন সৌভাগ্যের জন্য, আমরা এখনও আগামীকালের জন্য বেঁচে থাকব।

'আশা করা যায়।' আমি অস্বস্তিকরভাবে বললাম।

'বাইরের আউটলুক মোটামুটি ভাল।' এলিস নিশ্চিত করল। সে এখন খুবই নিশ্চুপ। আমি এর মধ্যে তার উপস্থিতি ভুলে বসে ছিলাম। 'আমি জেসপারকে চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে দেখব।' সে সন্তুষ্টির স্বরে যোগ করল।

সৌভাগ্যবতী এলিস। সে তার ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করতে পারে।

আমি আমার চোখ জোড়া এ্যাডওয়ার্ডের মুখের উপর থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সরিয়ে রাখতে পারলাম না। আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আশা করছি যেকোন

কিছুর চেয়ে যে ভবিষ্যতে কিছুই ঘটবে না। এই তাকানোর মুহূর্তেই সারা জীবনের জন্য থাকবে। অথবা যদি এটা নাও থাকে। সেটা যখন এটা ঘটবে অস্তিত্ব রাখা বন্ধ করে দেব।

এ্যাডওয়ার্ড প্রতি উত্তরে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার গাঢ় কালো চোখের দৃষ্টি নরম। এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে সেও একই রকম অনুভব করছে। যেটা আমি অনুমান করছি। আমি ভান করলাম। এই মুহূর্তকে আরো বেশি মধুর করার জন্য।

তার আঙুলের ডগা আমার চোখের নিচের বৃত্তাকর ঘুরতে লাগল। 'তোমাকে এতটাই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'এবং তোমাকে খুব তৃষ্ণার্ত দেখাচ্ছে।' আমি ফিসফিস করে প্রত্যুত্তর করলাম। তার কালো আইরিশের চারিদিকের দৃষ্টি পড়তে পড়তে।

সে কাঁধ ঝাকাল। "এটা কিছুই না।'

'তুমি কি নিশ্চিত? আমি এলিসের সাথে বসতে পারি।' আমি অফার করলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আমি এখন নিজেকে এর চেয়ে খুন হতে দেব আমি যেখানে যেভারে আছি সেখান থেকে এক ইঞ্চি নড়ার পরিবর্তে।

'হাস্যকর হয়ো না।' সে শ্বাস ফেলল। তার মধুর প্রশ্বাস আমার মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেল। 'আমি কখনও এখানকার চেয়ে ভাল নিয়ন্ত্রণে ছিলাম না ।

তার কাছে আমার হাজার হাজার প্রশ্ন আছে। তাদের একটা এখন আমার ঠোঁটের উপর বুড়বুড়ি কাটছে। কিন্তু আমি আমার জিহবা সংযত করলাম। আমি এই মুহূর্তটাকে ধ্বংস করতে চাইলাম না। এখানে এই রুমে আমাকে অসুস্থ করে তুলেছে। সেই চোখের নিচে যেটা দৈত্যকার ধারণ করতে পারে।

তার এই বাহুর ভেতরে এখানে। এটা এখন খুবই সহজ যে সে আমাকে চায় এই ধারনা করা। আমি এখন তার উদ্দেশ্যে নিয়ে ভাবতে চাই না। যেখানে সে আমাকে এখানে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। যখন আমরা এখনও বিপদের মধ্যে আছি। অথবা যেন সে শুধু দোষী অনুভব করছে। যেখানে আমরা আছি সে জন্য। এটাই স্বস্তির ব্যাপার যে সে আমার মৃত্যুর জন্য কোনমতে দায়ী নয়। হতে পারে এই সময়ে আমি তাকে মোটেই বোর অনুভব করছি না বা সেও করছে না। কিন্তু এটা কোন ব্যাপার নয়। আমি এতটাই সুখী যে সেটার ভান করতে পারি।

আমি তার বাহুর উপর শান্তভাবে শুয়ে রইলাম। তার মুখটাকে মনে করার চেষ্টা করে। ভান করে...

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন সেও একই রকম করছে। সে এবং এলিস আলোচনা করছে কীভাবে বাড়িতে পৌছাবে। তাদের কণ্ঠস্বর আমার কানে এতটাই দ্রুতগতির এবং এতটাই নিচুলয়ের আমি জানি গিয়ানা সেটা বুঝতে পারছে না। আমি নিজেই এর অর্ধেকটাই মিস করলাম। এরকম মনে হলো আরো অনেক দুবৃর্ত্ত এখানে জড়িত। আমি বিস্মিত যদি আমি এই হলদে পোর্শে গাড়িটা তার মালিকের কাছে ফেরত দিতে পারি।

'তারা সেই গায়িকা সম্বন্ধে কি আলোচনা করছে?' এলিস এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করল।

'লা তুয়া ক্যানটেটা। এ্যাডওয়ার্ড বলল। তার কণ্ঠস্বর সেটাকে সংগীতের মুর্ছনার মত শোনাল।

'হ্যাঁ। সেটাই।' এলিস বলল। আমি সেদিকে এক মুহূর্তের জন্য মনোযোগ দিলাম। আমি বিস্মিত সেই বিষয়ে। এই সময়েও।

আমি অনুভব করলাম এ্যাডওয়ার্ড কাঁধ ঝাকাল। 'তাদের একটা নাম আছে কেউ একজনের জন্য যে যে পথে বেলা এসেছে তার গন্ধ পায়। তারা তাকে আমার গায়িকা নামে ডাকে। কারণ তার রক্ত আমার জন্য নেচে ওঠে। গান গায়।

এলিস হেসে উঠল।

আমি এত ক্লান্ত ছিলাম যে ঘুমাতে পারলাম না। কিন্তু আমি দুশ্চিন্তার বিরুদ্ধে লড়তে থাকলাম। আমি এই মুহূর্তে একটা মুহূর্তও মিস করতে যাচ্ছি না যখন আমি তার সাথেই আছি। এখন এবং যখন সে এলিসের সাথে কথা বলে। সে হঠাৎ করে ঝুকে পড়তে পারে এবং আমাকে চুমু খেতে পারে। সে চুমু খায়। তার কাচের মত মসৃণ ঠোঁট জোড়া আমার চুলের উপর ঘষে যায়। আমার কপাল আমার নাকের ডগায়। প্রতিবারই এটা আমার কাছে এক প্রকার বৈদ্যুতিক শকের মত আমার হৃৎপিণ্ডের উপর। হৃৎপিণ্ডের শব্দটা আমার কাছে এতই জোরালো মনে হয় যেন এটা গোটা রুমটাকে ভরে ফেলবে।

এটা স্বর্গীয় অনুভূতি। ঠিক নরকের মাঝখানে বসেও।

আমি সময়ের ব্যাপারে ধারণা পুরোপুরি হারিয়ে ফেললাম। সুতরাং যখন এ্যাডওয়ার্ডের বাহু আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল— সে এবং এলিস দুজনেই চিন্তিত চোখে রুমের পিছনের দিকে তাকাল। আমি আতংকিত হয়ে পড়লাম। আমি এ্যাডওয়ার্ডের বুকের মধ্যে শুয়েই কুঁকড়ে গেলাম যখন এলেককে দেখলাম। তার চোখজোড়ায় বিভিন্ন রকম রুবি পাথরের মত জ্বলছিল। কিন্তু এখনও স্পটলেস। সে ডাবল দরজা দিয়ে হেটে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

এটা খুব ভাল সংবাদ।

'তুমি এখন চলে যাওয়ার জন্য মুক্ত।' এলেক আমাদেরকে বলল। তার কণ্ঠস্বর এতটাই উষ্ণ যে তুমি মনে করতে পার যেন আমরা আজীবনের বন্ধু। 'আমরা জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি এই শহর ছেড়ে চলে যেও না।

এ্যাডওয়ার্ডকে সেই মুহূর্তে কোন উত্তর দিতে দেখা গেল না। তার কণ্ঠস্বর বরফের মত শীতল। 'সেটা কোন সমস্যা হবে না।

এলেক হাসল। মাথা নোয়াল। তারপর চলে গেল।

'অনুসরণ করো ডান হলওয়ের কোণের দিকে প্রথম জোড়া এলিভেটরের জন্য।' গিয়ানা আমাদেরকে বলল। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে আমার পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্য করার চেষ্টা করল। 'লবিটা দুই তলা নিচে। সেটা রাস্তায় গিয়ে বেরিয়েছে। এখন বিদায়।' গিয়ানা আনন্দিত স্বরে যোগ করল। আমি বিস্মিত যদি তার এই সাহায্যকারী মনোভাব তাকে কোনভাবে রক্ষা করতে পারে।

এলিস তার দিকে গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাল।

আমি স্বস্তিবোধ করলাম যে সেখানে আরেকটা বেরোনোর পথ আছে। আমি নিশ্চিত

নই যে আরেকটা আন্ডারগ্রাউন্ডের পথে যাত্রার ব্যাপারে।

আমরা একটা আভিজাত্যপূর্ণ লবি ছেড়ে যেতে থাকলাম। আমিই একমাত্র যে চকিতে লক্ষ্য করলাম যে একটা মধ্যযুগীয় প্রাসাদকে ব্যবসার খাতিরে বিস্তৃত করা হয়েছে। আমি এখান থেকে টারেট দেখতে পেলাম না। যে কারণে আমি কৃতজ্ঞবোধ করলাম।

পার্টি তখনও পুরোদমে রাস্তার উপর চলছিল। স্ট্রিট লাইটগুলো এই মাত্র জ্বলে উঠল যখন আমরা পথে নামলাম। আকাশ ছিল বিষণ্ন। মাথার উপর ধুসর বর্ণ ধারণ করেছে। কিন্তু দালানগুলো এত কাছাকাছিতে এত উঁচু হয়ে উঠেছে যে সেটা আরো বেশি গাঢ় অন্ধকার রূপ ধারণ করেছে।

পার্টিও অনেক বেশি গাঢ়তর ছিল। এ্যাডওয়ার্ডের লম্বা বিস্তৃত আলখাল্লার কারণে এটাতে তেমন সাধারণ কোন ভলতেরা সন্ধ্যে বলে মনে হচ্ছিল না। সেখানে অন্যরাও কালো সাটিনের ক্লোক পরে ছিল। শিশুরাও বয়স্কদের সাথে খুব জনপ্রিয়তার সাথে আজকে দেখা যাচ্ছিল।

'হাস্যকর।' এ্যাডওয়ার্ড একবার বিড়বিড় করে বলল।

আমি লক্ষ্য করিনি কখন এলিস আমার পাশ থেকে সরে গেছে। আমি তাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য তার দিকে তাকালাম। দেখলাম সে চলে গেছে।

'এলিস কোথায়?' আমি ফিসফিস করে আতংকিত স্বরে বললাম।

'সে আজ সকালে যেখানে তোমার ব্যাগ রেখে এসেছে সেখানে তোমার ব্যাগ আনতে গেছে।'

আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা টুথব্রাশ ছিল। এটা আমার বাইরের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়।

'সে একটা গাড়িও চুরি করেছে, তাই নয় কি?" আমি অনুমানে বললাম।

সে মুখ কুঁচকাল। 'যতক্ষণ আমরা বাইরে, ততক্ষণ নয়।'

দেখে মনে হলো অনেক বেশি পথ প্রবেশ পথের জন্য। এ্যাডওয়ার্ড তার আঘাত প্রাপ্ত হাত আমার কোমরে জড়িয়ে রাখল। হাঁটার সময় আমার বেশির ভাগ শরীরের ওজন সে বহন করতে লাগল।

আমি কেপে উঠলাম যখন সে আমাকে আর্চওয়ে গাঢ় পাথরের দিক থেকে টেনে নিল। বিশাল, প্রাচীন পাথরগুলো গুহার প্রবেশপথের মতো। এটা আমাদের হুমকি দিয়েছে ফেলে দেয়ার জন্য ভেতরে নেয়ার জন্য।

সে আমাকে একটা গাঢ় গাড়ির দিকে নিয়ে গেল। অপেক্ষা করছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়ার মধ্য থেকে যখন ইঞ্জিনের শব্দ পাবে বেরিয়ে আসবে। আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে গাড়ি আসলো। সে আমাকে পেছনের সিটে ঠেলে পাঠিয়ে দিল। আমাকে গাড়ি চালাতে জোরাজুরি করার পরিবর্তে।

এলিসের কণ্ঠস্বর ক্ষমা প্রার্থনা সূচক। 'আমি দুঃখিত।' সে ড্যাশবোর্ডের উপর থেকে শূন্যভাবে বলল। 'সেখানে পছন্দ করার মত খুব বেশি গাড়ি ছিল না।

'এটাই অনেক সুন্দর এলিস।' সে মুখ বিকৃত করে বলল। 'তারা এখনই ৯১১কে

খবর দেবে না।

সে শ্বাস নিল। 'আমি এটা অর্জন করতে পারে আইনগতভাবে। এটা খুবই সুন্দর।

'আমি তোমাকে এরকম একটা ক্রিসমাসে দেব।' এ্যাডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করল।

এলিস তার দিকে ঘুরে তাকাল। যেটা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল। যখন সে এরই মধ্যে দ্রুতগতিতে নিচের অন্ধকারের দিকে চলেছে। একই সাথে খাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে।

'হলুদ রঙের।' সে তাকে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে তার বাহুর মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখল। তার ধুসর বর্ণের আলখাল্লার ভেতরে। আমি উষ্ণ হয়ে উঠছিলাম।. অনেক বেশি আরামদায়ক। আরামদায়কের চেয়ে বেশিকিছু।

'তুমি এখন ঘুমাতে পার বেলা।' সে বিড়বিড় করে বলল। 'এটা চলে গেছে।'

আমি জানতাম সে এটা বলতে বিপদকেই বোঝাচ্ছে। প্রাচীন এই শহরের দুঃস্বপ্নকে। কিন্তু আমি এখনও সেটা হজম করতে পারি নাই আমি কোন উত্তর দেয়ার আগে।

'আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই না। আমি ক্লান্ত নই।' আমার কথার দ্বিতীয় অংশটি মিথ্যে। আমি আমার চোখ বন্ধ করতে পারছি না। গাড়িটা কেবলমাত্র মৃদু আলোকিত হয়ে আছে ড্যাশবোর্ডের কন্ট্রোল প্যানেলের আলোয়। কিন্তু এটাই তাকে দেখার জন্য যথেষ্ট আলো।

সে তার ঠোঁটজোড়া আমার কানের পাশের ফাঁকা জায়গাটায় চেপে ধরল। 'চেষ্টা করো।' সে উৎসাহ দিল।

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম।

সে শ্বাস ফেলল। 'তুমি এখনও সেই আগের মতই জিদ্দী আছো।'

আমি জিদ্দী। আমি আমার সেই খারাপ সময়টার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছি। আমি জিতে গেছি।

অন্ধকার রাস্তাটাই সবচেয়ে কঠিন অংশ। ফ্লোরেন্সের এয়ারপোর্টের উজ্জ্বল আলো পথটাকে কিছুটা সহজ করে দিয়েছে। যেটা এখন আমার দাঁত ব্রাশ করা এবং পরিষ্কার কাঁপড় পরিধান করার সুযোগ করে দিয়েছে। এলিস্ এ্যাডওয়ার্ডের জন্যও নতুন কাপড় এনেছিল। সে তার গাঢ় আলখাল্লাটা অন্ধকারের মধ্যে এক গাদা স্তুপের মধ্যে ছেড়ে এসেছিল। প্লেনে করে রোমের যাত্রা পথ এতটাই নীতিদীর্ঘ যে সেখানে সত্যিই কোন সুযোগ নেই ক্লান্ত হওয়ার। আমি জানতাম রোম থেকে আটলান্টার ফ্লাইট আরেকটা প্রবেশের ব্যাপার হতে পারে। সুতরাং আমি ফ্লাইট এটেন্টডেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম সে যদি আমার জন্য একটা কোকের ব্যবস্থা করতে পারে।

'বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড অস্থির স্বরে বলল। সে জানত আমার ক্যাফেইনের প্রতি নিচু মাত্রার সহ্য ক্ষমতার কথা।

এলিস আমাদের পাশেই আছে। আমি তার বিড়বিড় করে মোবাইল ফোনে জেসপারের সাথে কথা বলতে শুনতে পেলাম।

'আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই না।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম। আমি তাকে একটা অজুহাত দেখালাম যেটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ এটা সত্যি। 'আমি যদি এখন আমার চোখ বন্ধ করি। আমি সেই সব জিনিস দেখতে পাব যেটা আমি দেখতে চাই না। আমার বেশ কিছু দুঃস্বপ্ন আছে।

সে সেটার পর আমার সাথে কোন তর্কে গেল না।

এখন কথা বলার জন্য খুব ভাল সময় হতে পারে। যে সকল প্রশ্নের উত্তর আমার জানা দরকার সেগুলো জানার জন্য। জানা প্রয়োজন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার সেটার দরকার নেই। আমি এরই মধ্যে সে সকল বিষয় বিস্তৃত হতে শুরু করেছি। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা অমোচনীয় সময়ের ব্লক আছে। সে একটা এরোপ্লেন থেকে আমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। বেশ। এতটা সহজে নয়। অন্ততপক্ষে কেউ আমাদের কথা শুনছে না শুধুমাত্র এলিস ছাড়া। দেরি হয়ে গেছে। অধিকাংশ যাত্রীই আলো নিভিয়ে দিয়েছে। খুব নিচু গলায় তারা তাদের জন্য বালিশ চেয়ে যাচ্ছে। কথাবার্তা বলা আমাকে এই ক্লান্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাহায্য করবে।

কিন্তু, বিপরীতভাবে, আমি আমার জিহবায় কামড় খেলাম প্রশ্নের তোড়ের ব্যাপারে। আমার প্রশ্নের তোড় সম্ভবত ক্লান্তির তোড়ে ভেসে গেছে। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম এই আলোচনা বন্ধ করে রাখলে আমি তার সাথে আরো বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য থাকতে পারব। পরবর্তী কোন সময়ে আরেকটা রাতের জন্য।

সুতরাং আমি সোডা ওয়াটার পান করায় নিজেকে ব্যস্ত রাখলাম। নিজেকে ব্যপ্ত রাখলাম শূন্যতার মাঝে। এ্যাডওয়ার্ডকে দেখে মনে হচ্ছে আমাকে তার বাহুর মধ্যে ধরে রাখার জন্য ব্যস্ত। তার আঙুলগুলো আমার মুখমন্ডল বারবার অনুভব করে যাচ্ছে। আমি ভীত হয়ে পড়লাম এটা পরবর্তীতে আমাকে কষ্ট দেবে ভেবে। যখন আমি আবার একাকী হয়ে পড়ব। সে আমার চুলে চুমু খেয়ে যেতে লাগল। আমার কপালেও। আমার হাতে....কিন্তু কখনও আমার ঠোঁটে নয়। সেটাই ভাল। সর্বোপরি, কতগুলো পথে একটা হৃদয় স্পন্দিত হতে পারে এবং এখন আরো কত হৃৎস্পন্দন আশা করতে পারে? গত শেষ কয়দিনের তার সাথের আমার স্মৃতি নিয়ে আমি বাস করতে পারব। কিন্তু আমি এটা আমাকে কোন শক্তিশালী অনুভূতি দিচ্ছিল না। পরিবর্তে আমি ভেতরে ভেতরে অনুভব করছিলাম ভয়ানক রকম ভঙ্গুর অবস্থা। যেমনটি একটা কথায় আমাকে কাঁপিয়ে তোলে।

এ্যাডওয়ার্ড কোন কথা বলছিল না। হতে পারে সে আশা করছিল আমি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছি। হতে পারে তার কিছুই বলার ছিল না।

আমি আমার নিজের সাথের সেই বিশাল লড়াইয়ে জিতে গেলাম। আমি জেগে উঠলাম যখন আমরা পৌছে গেলাম আটলান্টা বিমানবন্দরে। আমি এমনকি এও দেখতে পেলাম সূর্য উদিত হতে শুরু করেছে সিয়াটলের মেঘের উপর দিয়ে। এ্যাডওয়ার্ড জানালার কভার টেনে দেয়ার আগেই সেটা দেখলাম। আমি নিজেকে নিয়ে গর্বিত হয়ে উঠলাম। আমি এক মিনিটও মিস করি নাই।

এলিস অথবা এ্যাডওয়ার্ড কেউ বিস্মিত হলো না সি-টাক বিমানবন্দরের অভ্যর্থনা কক্ষে। কিন্তু এটা আমার চোখে পড়ল। জেসপারই হলো প্রথম ব্যক্তি যাকে আমি

দেখলাম। সে আমাকে এখনও দেখেছে বলে মনে হলো না। তার চোখ শুধু মাত্র এলিসের উপরেই। এলিস দ্রুত তার পাশে চলে গেল। তারা অন্য জোড়ার মত দেখা হলে যেমন কোলাকুলি করে তেমনটি করল না। তারা শুধু একে অন্যের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। যাই হোক, সেই মুহূর্ত এতটাই ব্যক্তিগত যে আমি তখনও অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার প্রয়োজন বোধ করছিলাম।

কার্লিসল ও এসমে একটা নির্জন কোণার দিকে অপেক্ষা করছিল। যেটা মেটাল ডিক্টেটরের লাইন থেকে বেশ দূরে। একটা বিশাল পিলারের ছায়ার আড়ালে। এসমে আমার জন্য এগিয়ে এল। আমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। কিছুটা অদ্ভুতভাবেও। কারণ এ্যাডওয়ার্ড তখন তার বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে রেখেছিল।

'তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।' সে আমার কানের কাছে বলল।

তারপর সে তার হাত এ্যাডওয়ার্ডের দিকে বাড়িয়ে দিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যদি সম্ভব হতো তাহলে সে হয়তো কেঁদে ফেলতো।

'তুমি কখনই আমাকে আর এরকম অবস্থার মধ্যে ফেলবে না।' সে প্রায় গোঙানির স্বরে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড মুখ বিকৃত করল। সে অনুতপ্ত। 'সরি মা।'

'তোমাকে ধন্যবাদ বেলা।' কার্ল বলল। 'আমরা তোমার প্রতি ঋণী।'

'কিছুটা।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। সেই নির্ঘুম রাত হঠাৎ করে আমার উপর ভর করল। আমার মাথা মনে হচ্ছিল আমার শরীর থেকে ছাড়িয়ে পড়ে যাবে।

'সে তার পায়ের উপর দাঁড়াতে পারছে না। মরার মত অবস্থা।' এসমে এ্যাডওয়ার্ডকে বকল। 'আগে তাকে বাড়িতে নিয়ে চলো।'

নিশ্চিত নই যদি বাড়ি বলতে আমি এই মুহূর্তে যেটা চাইছি সেটাই বোঝাচ্ছে কিনা। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। এয়ারপোর্টের ভেতরেই। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে একপাশে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল এসমে আরেক পাশ থেকে ধরে। আমি জানি না এলিস ও জেসপার আমার পিছনে আছে কিনা। আমি এতটাই ক্লান্ত ছিলাম যে তাকাতে পারছিলাম না।

আমি মনে করছিলাম আমি অধিকাংশই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যদিও আমি তখনও হাঁটছিলাম। যখন আমরা গাড়ির কাছে পৌছালাম। আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। দেখলাম এমেট ও রোসালি কালো রঙের সিডান গাড়ির উপর ঝুকে আছে পাকিং গ্যারেজের মৃদু আলোর মধ্যে। এ্যাডওয়ার্ড শক্ত হয়ে গেল।

'ওরকম করো না।' এসমে ফিসফিস করে বলল। 'সে নিজেকে ভয়ানক অপরাধী মনে করছে।

'সে করবে।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তার কণ্ঠস্বর নিচুতে রাখার কোন চেষ্টাই করল না।

'এটা তার কোন দোষ নয়।' আমি বললাম। আমার কথাগুলো ক্লান্তিতে যেন জড়িতে যেতে লাগল।

'তাকে এমেটের দিকে নিয়ে চলো।' এসমে বলল। 'আমরা এলিস ও জেসপারের সাথে চড়ব।

এ্যাডওয়ার্ড তাকিয়ে দেখল ভালবাসাপূর্ণ ভ্যাম্পায়াররা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

'দয়া করো এ্যাডওয়ার্ড।' আমি বললাম। আমি রোসালির সাথে কোনভাবেই যেতে চাচ্ছিলাম না। তারপরও আমি তাকে দেখে মনে হলো। কিন্তু আমি তাদের...

সে নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে গাড়ির দিকে এগিয়ে নিল।

এমেট এবং রোসালি কোন কথাবার্তা বলা ছাড়াই সামনের সিটে যেয়ে বসল। এ্যাডওয়ার্ড আমাকে আবারও পিছনে নিয়ে এল। আমি জানতাম আমি আমার চোখের পাপড়ির সাথে লড়াই করে পারছি না। আমার মাথা তার বুকের উপর দিয়ে রাখলাম। আরো কাছাকাছি হলাম। আমি অনুভব করলাম গাড়ি যেন আমার জীবনের অংশ হয়ে গেছে।

'এ্যাডওয়ার্ড।' রোসালি শুরু করল।

'আমি জানি।' এ্যাডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বরকে কোনমতেই ভদ্র বলা যাবে না।

'বেলা?' রোসালি নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল।

আমার চোখের পাতা কাঁপতে লাগল খোলার জন্য। এটাই প্রথমবার যখন সে সরাসরি আমার সাথেই কথা বলছে।

'হ্যাঁ রোসালি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। দ্বিধান্বিত।

'আমি খুবই দুঃখিত বেলা। আমি অনুভব করছি এই অংশের ব্যাপারে জঘন্য অবস্থা। এতটাই কৃতজ্ঞ যে তুমি যথেষ্ট সাহস করে গিয়েছো আমার ভাইকে রক্ষা করতে। আমি তোমার প্রতি যা করেছিলাম তার পরও। দয়া করে আমাকে বলো যে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছো।

কথাগুলো ছিল ভয়ানক। কারণ তার বিব্রতকর অবস্থায়। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে সত্যিই আন্তরিক।

'অবশ্যই রোসালি।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। তাকে কোন সুযোগ দিতে চাইলাম না যাতে আমাকে কোনভাবে ঘৃণা করতে পারে। 'এটা তোমার দোষ ছিল না আদৌও। আমিই সেই একজন যে ওই জঘন্য খাড়ির উপর থেকে লাফ দিয়েছিলাম। অবশ্যই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

কথাগুলো আমার কাছে অদ্ভুতভাবে এলো।

'এটা কোন ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না কারণ সে যতক্ষণ না রোজ সচেতন অবস্থায় আসে ।' এমেট বলল।

'আমি সচেতন আছি।' আমি বললাম। এটা আমার কাছেই অন্যরকম শোনাল।

'তাকে ঘুম পড়তে দাও।' এ্যাডওয়ার্ড জোর দিয়ে বলল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর এখন কিছুটা উষ্ণ বলেই মনে হলো।

এটা তারপরে অনেক শান্ত অবস্থা। শুধুমাত্র ইঞ্জিনের এক ঘেয়ে শব্দ ছাড়া। আমি অবশ্যই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কারণ এটা দেখে মনে হচ্ছিল এক সেকেন্ড পরেই দরজা খুলে গেল এবং এ্যাডওয়ার্ড আমাকে গাড়ি থেকে বহন করে নিয়ে চলল। আমার চোখ খুলল না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আমরা এখনও বিমানবন্দরেই আছি।

তারপর আমি চার্লির গলা শুনতে পেলাম।

'বেলা!' তিনি কিছুটা দূর থেকে চিৎকার দিলেন।

'বাবা।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। চেষ্টা করছিলাম জেগে উঠতে।

'শশশ।' এ্যাডওয়ার্ড ফিসফিস করে বলল। 'এটা ঠিক আছে। তুমি এখন বাড়িতে এবং নিরাপদ। শুধু ঘুমিয়ে পড়ো।'

'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে তোমার স্নায়ুর জোর আছে তুমি এখনও তোমার মুখ এখানে দেখাচ্ছ।' চার্লি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন। তার কণ্ঠস্বর এখন অনেক বেশি কাছে।

'এটা বন্ধ করো বাবা।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন না।

'তার কি হয়েছে?' চার্লি জানতে চাইলেন।

'সে শুধুমাত্র খুবই ক্লান্ত চার্লি।' এ্যাডওয়ার্ড শান্তভাবে তাকে নিশ্চিত করল। 'দয়া করে তাকে বিশ্রামে থাকতে দিন।

'আমাকে বলতে যেও না আমার কি করতে হবে!' চার্লি চেচিয়ে উঠলেন। 'তাকে আমার কাছে দাও। তোমার হাত তার উপর থেকে সরাও।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে চার্লির কাছে দিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি তাকে আঁকড়ে জড়িয়ে থাকলাম। আমার হাতের আঙুল দিয়ে। আমি অনুভব করতে পারলাম আমার বাবা বাহুর ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন।

'আমাকে ছেড়ে দাও বাবা।' আমি আরো বেশি জোরে বললাম। আমি চেষ্টা করে কোনমতে ম্যানেজ করলাম আমার চোখের পাতা খোলা রেখে এক দৃষ্টিতে চার্লির দিকে তাকাতে। 'আমার জন্য পাগল হয়ে গেছ।'

আমরা আমাদের বাড়ির সামনে। সামনের দরজাটা খোলা আছে। আকাশের মেঘ এতটাই ঘন হয়ে আছে মাথার উপর এটা দিনের কোন সময় সেটা অনুমান করা মুশকিল।

'তুমি বাজি ধরতে পার আমি সেরকমই হয়ে গিয়েছিলাম।' চার্লি প্রতিজ্ঞা করলেন। 'ভেতরে যাও।'

'এ্যাই, আমাকে নিচে নামিয়ে দাও।' আমি নিঃশ্বাস নিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিল। আমি দেখতে পেলাম যে আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু আমি আমার পায়ের কোন অনুভব পাচ্ছি না। আমি সামনের দিকে কোনভাবে এগিয়ে চললাম। যতক্ষণ না পাশের অংশটা আমার মুখের সামনে এল। কনক্রীটের মেঝের উপর পড়ে যাওয়ার আগে এ্যাডওয়ার্ডের বাহু আমাকে ধরে ফেলল।

'আমাকে ওকে উপরে নিয়ে যেতে দিন।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'তারপর আমি চলে যাব।'

'না।' আমি কেঁদে উঠলাম। আতংকিত হলাম। আমি তখনও আমার উত্তরগুলো পাইনি। তাকে এখানে থাকতে হবে কমপক্ষে যতটুকু আমার দরকার, সে থাকবে না কি?

'আমি খুব বেশি দূরে যাব না।' এ্যাডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করল। আমার কানের কাছে এতটাই নিচু স্বরে ফিসফিস করে বলল যে চার্লি তা শোনার জন্য কোন মতেই আশা

করতে পারে না।

আমি চার্লির উত্তর শুনতে পেলাম না। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। আমার খোলা চোখে এটা শুধু সিঁড়িটা দেখতে পেলাম। শেষ যে জিনিসটা আমি অনুভব করলাম সেটা হচ্ছে এ্যাডওয়ার্ডের ঠাণ্ডা শীতল হাত, যেটা আমার আঙুলগুলোকে আঁকড়ে আছে।

তেইশ

আমার মনে হচ্ছিল যে আমি বোধহয় দীর্ঘ সময় যাবত ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলাম। আমার শরীর শক্ত হয়েছিল। এরকমটি যেন আমি এক সাথে গোটা শরীর নাড়াতে পারছিলাম না। আমার মনের অবস্থায় সুবিধের ছিল না। সেটা ঘূর্ণিবর্তী এবং ধীর গতির। অদ্ভুত। বর্ণময় স্বপ্নীল। স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্ন। যেগুলো আমার মাথার মধ্যে চক্রাকারে ঘুরছিল। সেগুলো বিভিন্ন রকমের। ভয়ানক এবং স্বর্গীয়। সবগুলো মিশে জগাখিচুড়ি প্যাকিয়ে গিয়েছিল। সেখানে ছিল তীব্র অধৈর্য্য এবং ভয়ের মিশ্রণ। স্বপ্নের উভয় অংশেই হতাশাযুক্ত— স্বপ্ন যেটাতে পা নাড়াতে পারছিলাম দ্রুতগতিতে...এবং সেখানে অসংখ্য দৈত্য ছিল। লালচোখা—যেগুলো ভয়ানকভাবে তেড়ে আসছিল। স্বপ্নগুলো তখনও খুব মজবুত ছিল। আমি এমনকি নামগুলোও মনে করতে পারি। কিন্তু সবচেয়ে মজবুত সবচেয়ে পরিষ্কার অংশ, স্বপ্নের অংশটা, ভয়ের ছিল না। এটা ছিল স্বর্গীয় দেবদূত যেটা আরো বেশি পরিষ্কার ছিল।

এটা খুবই কঠিন ছিল যে স্বপ্ন থেকে তাকে যেতে দেয়া এবং জেগে উঠা। এই স্বপ্নগুলো এমন ছিল না যে এগুলো স্বপ্নের খনি থেকে উঠে আসছে এবং আবার দেখা যাবে। আমি আমার মনের সাথে লড়াই করছিলাম আরো বেশি সচেতন আরো বেশি বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটনার জন্য। আমি মনে করতে পারছিলাম না এটা সপ্তাহের কোন দিন। কিন্তু আমি নিশ্চিত জ্যাকব স্কুল অথবা কাজ অথবা অন্য কিছু আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। বিস্মিত কীভাবে আরেকটি দিনের মুখোমুখি হব।

ঠাণ্ডা কিছু একটা আমার কপাল স্পর্শ করছিল। সেটা খুব মৃদু মৃদু চাপ দিচ্ছিল।

আমি আমার চোখ আরো জোর করে বন্ধ করে রাখলাম। এটা তখনও স্বপ্নের ভেতরেই। এটা দেখে মনে হয়। এটা অস্বাভাবিকভাবে বাস্তব অনুভূত হয়। আমি এতটাই জেগে উঠার কাছাকাছি ছিলাম... প্রতিটি সেকেন্ডে এখন এবং এটা চলে যেতে পারে।

কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে এটা এতটাই বাস্তব অনুভূত হচ্ছে যে এটা আমার জন্য ভাল হবে। সেই পাথুরে হাত যেটা আমি কল্পনা করি আমার চারিদিকে জড়িয়ে থাকে, খুব বেশি দূরে নয়। যদি আমি এটাকে আরো দূরে যেতে দেই, আমি এটার জন্য পরে দুঃখিত হবো। দীর্ঘশ্বাসের সাথে আমি চোখের পাতা কচলালাম এই বিভ্রান্তি থেকে

মুক্ত হওয়ার জন্য।

"ওহ!' আমি শ্বাস নিলাম। আমার মুষ্টি চোখের উপর ছুঁড়ে দিলাম।

বেশ, পরিষ্কারভাবে, আমি খুব দূরে যেতে পারি। এটা অবশ্যই একটা ভুল হবে আমার কল্পনাকে যেতে দিতে আমার হাতের নাগালের বাইরে। ঠিক আছে, তো, যেতে দেয়া হচ্ছে ভুল শব্দ। আমি এটাকে জোর দিয়ে হাতছাড়া বলতে পারি। যেটা আমার হ্যালুসিনেশনের জন্য অনেকখানি উপযুক্ত শব্দ। এখন আমার মন ধাক্কা খেয়েছে।

আমি অর্ধ সেকেন্ডের বেশি সময় নিলাম ব্যাপারটা বুঝতে। যতটাই দীর্ঘ সময় আমি এখন সত্যিকারের পাগল কিনা। আমি এর চেয়ে আমার বিভ্রান্তিটাকে উপভোগ করতে পারি।

আমি চোখ খুললাম। এ্যাডওয়ার্ড এখনো সেখানে। তার মুখটা আমার মুখ থেকে মাত্র ইঞ্চি খানেক দূরে।

'আমি কি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি?' তার নিচুলয়ের স্বরে উদ্বিগ্নতা।

এটা খুবই ভাল। বিভ্রান্তিটা চলে গেছে। মুখটা, সেই কণ্ঠস্বর, সেই সুঘ্রাণ, সবকিছুই। এটা ডুবে যাওয়ার চাইতে অনেক বেশি ভাল। আমার কল্পনার সুন্দরতম অংশ আমার অভিব্যক্তি পরিবর্তনের সংকেত দিচ্ছে। তার চোখের মণি আলকাতরা কালো, সেগুলোর নিচে ছায়া। এটা আমাকে বিস্মিত করল। আমার হ্যালুসিনেশনের ফলে এ্যাডওয়ার্ড এখন অনেক ভাল অবস্থানে।

আমি দুইবার চোখের পলক ফেললাম। বেপরোয়াভাবে শেষ যে জিনিসটা মনে করার চেষ্টা করলাম যে আমি নিশ্চিত এটা বাস্তব ছিল। এলিস আমার স্বপ্নের অংশ ছিল। আমি বিস্মিত যদি এলিস সত্যিই আদৌ ফিরে আসে। অথবা যদি সেটা শুধুমাত্র পুর্ব ধারণা হয়ে থাকে। আমি ভেবেছিলাম সে ফিরে আসবে আমি যেদিন ডুবে যাওয়ার কাছাকাছি...

'ওহ, সব ভেঙে চুরে গেছে।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। আমার কণ্ঠস্বর ঘুমে জড়ানো।

'কি সমস্যা বেলা?'

আমি তার দিকে খুশির সাথে তাকালাম। তার মুখ আগের চেয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্নতায় ভরা।

'আমি মৃত। ঠিক?' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'আমি ডুবে গিয়েছিলাম। এটা চার্লিকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে।

এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুঁচকাল। 'তুমি মৃত নও।'

'তাহলে কেন আমি জেগে উঠছি না?' আমি চ্যালেঞ্জ করলাম। আমার ভ্রু উপরে তুললাম।

'তুমি জেগে আছো বেলা।'

আমি মাথা নাড়লাম। 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। সেটাই তাই যেটা তুমি আমাকে ভাবতে বলছ। এবং তারপর এটা আরো বেশি খারাপ হবে যখন আমি জেগে উঠব। যদি আমি জেগে উঠি। যেটা আমি করতে চাই না। কারণ আমি মৃত। সেটা হবে ভয়ানক। বেচারা

চার্লি। এবং রেনে এবং জ্যাক...' আমি ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠলাম আমি কি করেছি ভেবে।

'আমি দেখছি কোথায় তুমি আমাকে কনফিউজ করতে পারে একটা দুঃস্বপ্নের সাথে।' তার ছোট্ট হাসিটা ভেংচিতে পরিণত হলো। 'কিন্তু আমি কল্পনা করতে পারি না যে তুমি নরকের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছ। তুমি কি কয়েকটা খুন করেছ আমি যখন চলে গিয়েছিলাম?

আমি মুখ ভেংচি দিলাম। 'অবশ্যই না। যদি আমি নরকে যাই। তুমি কি আমার সাথে যাবে না।'

সে নিঃশ্বাস ফেলল।

আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। আমার চোখ জোড়া পলক ফেলল তার মুখের উপর থেকে। অনিচ্ছাকৃতভাবে। এক সেকেন্ডের জন্য, অন্ধকারের দিকে। খোলা জানালা দিয়ে। তারপর তার দিকে ফিরে এল। আমি সবকিছুই মনে করার চেষ্টা করতে শুরু করলাম... এবং আমি অনুভব করলাম মুর্ছা যাওয়ার। অপরিচিত উষ্ণ একটা অনুভূতি আমার শরীরের উপর দিয়ে আমার থুতনিতে নেমে এল, যখন আমি বুঝতে পারলাম যে এ্যাডওয়ার্ড সত্যিই আমার সাথে এবং আমি বোকার মত ইডিয়টের মত আমার সময় নষ্ট করছি।

'এইসব কিছুই কি সত্যিই ঘটেছিল, তারপর?' এটা প্রায় অসম্ভব যে আবার নতুন করে আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দান করা। এটা আমার মাথাকে ওই ধারণায় ঢেকে দিতে পারছে না।

'সেটা নির্ভর করছে,' এ্যাডওয়ার্ডের হাসি এখনও বেশ কঠিন। 'যদি তুমি ইতালির সেই জঘন্য ম্যাসাকারকে টেনে তুলে আনো তাহলে, হ্যাঁ।

'কতটা অদ্ভুত।' আমি হাসলাম। 'আমি সত্যিই ইতালিতে গিয়েছিলাম। তুমি কি জানতে আমি কখনও বাইরের দূরে যাইনি?

সে তার চোখ ঘুরাল। 'হতে পারে তুমি এখন আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারো। তুমি এখনও সংলগ্ন কথাবার্তা বলছ না।

'আমি আর কোনরকম ক্লান্ত নই।' এটা প্রায় পুরোটাই এখন আমার কাছে পরিষ্কার। 'এখন কত বাজে? আমি কতটা সময় ধরে ঘুমিয়েছি?

'এটা মাত্র সকালের এক ঘণ্টা হয়েছে। সুতরাং প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা।

সে যখন কথা বলছিল তখন আমি শরীর টান টান করে দিলাম। আমি এতটাই শক্ত হয়ে আছি।

'চার্লি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এ্যাডওয়ার্ড ভ্রু কুঁচকাল। 'ঘুমাও। তুমি সম্ভবত জেনে থাকবে যে আমি সেই নিয়মকানুনগুলো এখন ভেঙে ফেলেছি। বেশ, সেটা টেকনিক্যালি নয়, যখন সে বলেছিল আমি আর কখনও যেন তার দরজা না মাড়াই। তো আমি জানালা দিয়ে এসেছি...কিন্তু এখনও, ধারণাটা অতি পরিষ্কার।

'চার্লি তোমাকে এই বাড়িতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

অবিশ্বাস দ্রুততার সাথে রাগে রুপ নিল।

তার চোখগুলি দুঃখিত হয়ে গেল। 'তুমি কি সেইটা ছাড়া আর কোন কিছু আশা করেছিলে?

আমার চোখের দৃষ্টি পাগলের মত হয়ে গেল। আমার বাবার সাথে কিছু কথা বলতে হবে। সম্ভবত এটা খুব ভাল সময় যে তাকে মনে করিয়ে দেয়া যে আমি এখন বয়সের দিক দিয়ে আইনগত সীমানায় পৌছে গেছি। সেটা অতটা বিষয় করে না। অবশ্যই । অতি শীঘ্রই সেখানে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আমি আমার চিন্তা ভাবনা ঘুরিয়ে আরো কম কষ্টজনক বিষয়ে নিয়ে গেলাম।

'ঘটনাটা কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। প্রকৃতপক্ষেই উৎসাহী। কিন্তু বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করছি বিষয়টি স্বাভাবিক রাখার। একটা শান্ত ধারণা রাখা। আমি তাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। যে ভয়ংকর বিয়য়গুলো আমার মনের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে।

'তুমি কি বোঝাতে চাইছ?'

'আমি চার্লিকে কি বলতে যাচ্ছি? আমার এই উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কি অজুহাত খাড়া করব...কতটা সময় ধরে আমি চলে গিয়েছিলাম, যাই হোক?' আমি মাথার ভেতরে সময়টা গোণার চেষ্টা করতে লাগলাম।

'শুধুমাত্র তিনদিনের জন্য।' তার চোখ জোড়া স্থির হয়ে রইল। কিন্তু সে এইবারে আমার দিকে তাকিয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক হাসি দিল। 'প্রকৃতপক্ষে, আমি আশা করছি তোমার কাছে খুব ভাল কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আমি কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।'

আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'অপুর্ব।'

'বেশ, হতে পারে এলিস কোন কিছুর ধারণা অজুহাত নিয়ে আসতে পারে।' সে অফার করল। আমাকে স্বস্তি দেয়ার চেষ্টা করছে।

আমি বেশ স্বস্তি পেলাম। কে পরোয়া করে আমি পরবর্তীতে কি নিয়ে ডিল করতে যাচ্ছি? প্রতি সেকেন্ডে সে আমার সাথে ছিল। এতটাই কাছাকাছি। তার সেই অপূর্ব মুখ সবসময় আমার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। সেটাই খুব মূল্যবান এবং সেটা ফেলনা কিছু নয়। অপচয়ের কিছু নয়।

'তো' আমি শুরু করলাম। সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশটা তুলে নিলাম। যদিও এখন গুরুত্বপূর্ণভাবে উৎসাহজনক। প্রশ্নটা শুরু করার জন্য। আমি নিরাপদে বাড়িতে আসতে পেরেছি। হয়তো সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেকোন মুহূর্তে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আমি তাকে কথাবার্তা বলায় ব্যস্ত রাখতে চাই। পাশাপাশি, এই অস্থায়ী স্বর্গে পুরোপুরি তার কণ্ঠস্বর ছাড়া সম্পূর্ণ হবে না। 'সেই তিন দিন আগে তুমি কি করছিলে?

তার মুখ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যেই। 'তেমন ভয়ানক উত্তেজনাপূর্ণ তেমন কিছু নয়।

'অবশ্যই না।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'তুমি মুখটা অমন করে রেখেছো কেন?

'বেশ...' আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। বিবেচনা করছি। 'যদি তুমি এসব কিছুর পর, শুধু স্বপ্ন হয়ে থাক, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তুমি সেই প্রকারের জিনিস বলতে পারবে। আমার

কল্পনা অবশ্যই এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে।

সে নিঃশ্বাস নিল। 'যদি আমি তোমাকে সেটা বলি, তুমি কি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করবে যে তুমি কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যে বসে নেই?

'দুঃস্বপ্ন!' আমি আশ্চর্যজনক গলায় পুনরাবৃত্তি করলাম। সে আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। 'হতে পারে।' আমি এক সেকেন্ড চিন্তা করে বললাম। 'যদি তুমি আমাকে সেটা বল।

'আমি...শিকার খুঁজছিলাম...শিকার করছিলাম।'

'এটাই সবচেয়ে ভাল জিনিস যেটা তুমি করতে পার?' আমি বিদ্রুপ করলাম। 'সেটা প্রকৃতপক্ষে এটা বোঝায় না যে আমি স্বপ্ন দেখছি না।

সে দ্বিধা করতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল। খুব সাবধানে তার শব্দগুলো সে বাছাই করে নিচ্ছিল। 'আমি খাবারের জন্য শিকার করছিলাম না...আমি প্রকৃতপক্ষে চেষ্টা করছিলাম আমার হাতে..ট্রাকিং। আমি এটাতে খুব একটা দক্ষ নই।

'তুমি কি ট্রাকিং করছিলে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ফলাফলের জন্য কিছুই নয়।' তার শব্দগুলো তার অভিব্যক্তির সাথে মিলল না। তাকে বেশ আপসেট দেখাল। অস্বস্তিকরভাবে।

'আমি বুঝতে পারছি না।'

সে দ্বিধান্বিত। তার মুখ ঘড়ির আলোয় একটা সবজেটে উজ্জলতা দেখাচ্ছিল।

'আমি—' সে বড় করে শ্বাস নিল। 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে ঋণী। না। অবশ্যই আমি তোমার কাছে অনেক বেশি ঋণী। অনেক বেশির চেয়ে বেশি কিছু। কিন্তু তোমাকে জানতে হবে—' শব্দগুলো আমার কাছে এত দ্রুত এল যে, আমার মনে পড়ে গেল যখন সে ইতস্ততবোধ করে তখন সে এই ভঙ্গিতেই কথা বলে। আমি সত্যি সত্যিই মনোযোগ দিলাম তার সব কথার ব্যাপারেই।

'আমার কোন ধারণা ছিল না। আমি সেই জগাখিচুড়ি অবস্থাটার ব্যাপারে বুঝতে পারছিলাম না, যা আমি পিছনে ছেড়ে চলে এসেছি। আমি ভেবেছিলাম এটা তোমার জন্য নিরাপদই হবে। এতটাই নিরাপদ। আমার কোন ধারণাই ছিল না ভিক্টোরিয়ার ব্যাপারে—' তার ঠোঁট বেকে গেল যখন সে তার নাম বলল— 'ফিরে আসতে পারে। আমি স্বীকার করব। যখন আমি তাকে দেখলাম সেই একবার। আমি আরো বেশি মনোযোগ দিলাম ভিক্টোরিয়ার জেমসের ব্যাপারে অনুভূতির ব্যাপারে। আমি সে চিন্তা করলাম। কিন্তু আমি শুধু দেখতে পায়নি যে সে এই প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া দেখাবে। সেটা যে এমনকি সে জেমসের ব্যাপারে একটা নিরুৎসাহী ভাব দেখাচ্ছিল। আমি মনে করি আমি বুঝতে পেরেছি কেন সেটা এখন—সে তার ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত ছিল, তার পড়ে যাওয়ার চিন্তাটা কখনও তার ভেতরে আসেনি। এটা ছিল তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যেটা জেমসের প্রতি তার অনুভূতিকে অন্ধ করে দিয়েছিল। সেটাই আমাকে তাদের ভালবাসার গভীরতার ব্যাপারে ভাবিয়ে তুলেছিল, যেখানে একটা দৃঢ় বন্ধন ছিল।

'সেটা কোন অজুহাত হতে পারে না যে আমি তোমাকে কি মুখোমুখি হওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছি। যখন আমি শুনতে পেলাম তুমি এলিসকে বলেছ— সে নিজে যেটা

দেখেছে—যখন আমি বুঝতে পারলাম যে তুমি তোমার জীবন নিবেদিত করেছ মায়ানেকড়ে মানবের হাতে, অপরিপক্ক, ভিক্টোরিয়ার পাশাপাশি সবচেয়ে খারাপ যে জিনিসটা"— সে কাঁপতে লাগল। কথার তুড়ি এক সেকেন্ডের জন্য হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াল। 'দয়া করে জানো বোধহয় যে আমার এ ব্যাপারে কোন ধারনাই ছিল না। আমি অসুস্থ অনুভব করছিলাম। অসুস্থ অনুভব করছিলাম আমার অন্তরের ভেতর থেকে। যখন আমি বুঝতে পারলাম তুমি এবং দেখতে পেলাম, অনুভব করলাম যে তুমি আমার বাহুর মধ্যে নিরাপদ। আমার আছে সবচেয়ে দুঃখজনক অজুহাত এটার জন্য—'

'বন্ধ করো।' আমি তাকে বাঁধা দিলাম। সে আমার দিকে রাগান্বিত চোখে তাকিয়ে রইল। আমি সঠিক শব্দ খোঁজার চেষ্টা করতে লাগলাম। সেই শব্দটা যেটা তাকে তার কল্পনা থেকে তার বাধ্যকতা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে। যা তাকে এতটাই কষ্ট দিচ্ছে। আমাকে বলার জন্য সেগুলো খুবই কঠিন শব্দ। জানি না আমি যদি সেই শব্দগুলো কোন বিরতি ছাড়াই বের করতে পারি। কিন্তু আমাকে সেটা এই মুহূর্তে করার চেষ্টা করতে হবে। আমি একটা দোষীর উৎস হতে চাই না। তার জীবনে দুর্ভাবনার প্রতিমূর্তি হতে। সে সুখী হবে। সেটা কোন ব্যাপার না এটা আমার জন্য কতটা ব্যয়বহুল হবে।

আমি সত্যিই আশা করছিলাম আমাদের শেষ কথোপকথনে তার জীবন থেকে সরে যেতে। এটা একটা শেষ হওয়ার জন্য যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

আমার সকল চেষ্টা এই এক মাসের সকল সাজানো কথাবার্তা চেষ্টা করছিলাম চার্লির জন্য স্বাভাবিক হতে। আমি আমার মুখ স্বাভাবিক মসৃণ রাখতে চেষ্টা করলাম।

'এ্যাডওয়ার্ড।' আমি বললাম। তার নাম আমার বুকের ভেতর জ্বলতে লাগল। গলার কাছে পুড়তে লাগল। আমি সেই গভীর ক্ষতের অনুভব ভেতরে অনুভূত হলো। অপেক্ষা করছিলাম এটা তরঙ্গায়িত হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যায়। আমি এইবারে কতটা রক্ষা করতে পারব সে ব্যাপারে দেখতে পেলাম না। 'এটা এখনই শেষ করতে হবে। তুমি চিন্তা করতে পারো যেভাবে তুমি চিন্তা করছ। তুমি এটাকে যেতে দিতে পারো না....এই দোষী...তোমার জীবনের নিয়মকানুন। তুমি এর জন্য কোন দায়ী করতে পারো না যেটা আমার ক্ষেত্রে ঘটে চলেছে। এর কোনটাই তোমার দোষ নয়। এটা আমার জীবনেরই অংশ জীবন আমার জন্য কীভাবে গড়ে উঠেছে। সুতরাং যদি আমি বাসের সামনে একটা যাত্রা করি অথবা পরবর্তী সময়ে এটা যেটাই হোক না কেন। তোমার এটা বোঝা উচিত যে এটা তোমার কাজ নয় যে এটার ব্যাপারে নিজেকে দোষী ভাবা। তুমি শুধু ইতালিতে উড়ে যেতে পারো না, কারণ তুমি খারাপ অনুভব করছ, তুমি আমাকে রক্ষা করো নাই। যদি আমি ক্লিফ থেকে মরার জন্য লাফ দিয়ে পড়ি, তাহলে এটা হবে আমার নিজের দায়িত্বে, নিজের পছন্দে এবং এটা তোমার কোন দোষ নয়। আমি জানি এটা তোমার...তোমার প্রকৃতি যে সব কিছুর জন্য নিজেকে দোষী ভাবাই তোমার স্বভাব। কিন্তু তুমি প্রকৃত পক্ষেই কোন কিছুই এভাবে নিজেকে ভেবে নিতে পারো না। এটা খুবই অমনোযোগীতার ব্যাপার— এসমে এবং কার্লের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করো।

আমি একেবারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণহীন করার ব্যাপারে শেষ প্রান্তে চলে এলাম। থমকে

গেলাম নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য। আশা করছিলাম যে নিজেকে শান্ত করতে পারব। আমি তাকে মুক্ত করতে চাই। নিশ্চিত হতে চাই এটা আর কখনওই ঘটবে না।

'ইসাবেলা মেরি সোয়ান।' সে ফিসফিস করে বলল। একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি তার মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল। তাকে প্রায় মাতালের মত পাগলের মত দেখাল। 'তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমি ভলচুরিকে বলেছিলাম আমাকে হত্যা করতে কারণ আমি নিজেকে দোষী মনে করি?

আমার মুখের উপর দিয়ে একটা শূন্য অনুভূতি খেলে গেল। 'তাই করো নি কি?

'দোষী অনুভব করব? ইনটেনসলি সেরকমই। যখন তুমি এর সাথে জড়িয়ে গেছো।

'তারপর...তুমি কি বলেছিলে? আমি বুঝতে পারছি না।

'বেলা, আমি ভলতুরিতে গিয়েছিলাম কারণ আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছো।' সে বলল। তার কণ্ঠস্বর নরম। চোখে অগ্নিবান। 'এমনকি যদিও তোমার মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।' সে কাঁপতে লাগল যখন সে শেষ কথাগুলো ফিসফিস করে বলতে লাগল। 'এমনকি যদিও এটা আমার দোষ নয় আমি ইতালিতে চলে যেতাম। সুস্পষ্টত, আমাকে আরো অনেক বেশি সচেতন হতে হতো। আমাকে এলিসের সাথে সরাসরি কথা বলতে হতো। এটা রোসালির কাছ থেকে পুরানো হয়ে যেয়ে শোনার চেয়ে। কিন্তু সত্যিই কি আমি মনে করেছিলাম ভাবতে যে যখন সেই ছেলেটা বলল চার্লি শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে গিয়েছে? তাহলে অদ্ভুত ব্যাপারটা কি ছিল?

'অদ্ভুত ব্যাপারটা...' সে তারপর বিড়বিড় করে বলল, অমনোযোগী বিছিন্ন। তার কন্ঠস্বর এতটাই নিচু লয়ের আমি নিশ্চিত নই আমি সঠিক জিনিসটা শুনতে পাচ্ছি।। 'অদ্ভুত ব্যাপারটা সবসময়েই আমাদেরকে আঘাত করে। ভুলের পরে ভুল। আমি আর কখনও রোমিওকে বিদ্রুপাত্মক সমালোচনা করব না।'

'কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না।' আমি বললাম, 'সেটাই আমার সমস্ত বিষয়। তারপর কি হতো?

'এক্সকিউজ মি?

'কি হতো যদি আমি আজ মারা যেতাম?

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় ধরে তার উত্তর দেয়ার আগে। 'তুমি কি মনে করতে পার না কোন কিছুই আমি যেটা তোমাকে আগে বলেছিলাম?

'আমি মনে করতে পারি সবকিছুই যেগুলো তুমি বলেছিলে।' সেই সব শব্দগুলো যোগ করলাম যেগুলো আগে এড়িয়ে গিয়েছিলাম।

সে আমার নিচের ঠোঁটে তার হাতের ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে বোলাতে লাগল 'বেলা, তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি একটা ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে আছো।' সে চোখ বন্ধ করল। তার মাথা পিছনের দিকে ঝাঁকাতে লাগল সামনে পিছনে। তার সুন্দর মুখে হাসির ছোঁয়া। এটা কোন সুখী হাসি নয়। 'আমি ভেবেছিলাম আমি এটার আগেই পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করব। বেলা, আমি এমন একটা পৃথিবীতে বাস করতে চাই না যেখানে তোমার অস্তিত্ব নেই।

'আমি...' আমার মাথা ভাসতে লাগল যখন আমি উপযুক্ত শব্দের জন্য হাতড়াতে লাগলাম। 'দ্বিধাগ্রস্ত।' সেটায় কাজ দিল। আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম না সে কি বলতে চাচ্ছে।

সে আমার চোখের গভীরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার সকল মনোযোগ দিয়ে। 'আমি খুব ভাল মিথ্যেবাদী বেলা। আমাকে সেটা হতে হয়েছে।'

আমি জমে গেলাম। আমার মাংসপেশী এটার প্রতিক্রিয়া দেখাল। সেই ভুল লাইনটা আমার বুকে তরঙ্গায়িত হলো। এটার ব্যথা আমার শ্বাসকষ্ট বাড়িয়ে দিল।

সে আমার কাঁধ ঝাকাতে লাগল। চেষ্টা করছিল আমার এই শক্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করতে। 'আমাকে শেষ করতে দাও! আমি ভাল মিথ্যেবাদী। কিন্তু এখনও তোমার জন্য, আমাকে বিশ্বাস করো বেশ দ্রুত।' সে ভ্রু উপরে তুলল, 'সেটা ছিল..যন্ত্রণাদায়ক পীড়াদায়ক...

আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমি শুনছিলাম।

'যখন আমরা জঙ্গলের মধ্যে ছিলাম, যখন আমি তোমাকে বিদায় জানিয়ে ছিলাম—'

আমি নিজেকে সেটা মনে করতে দিতে চাইলাম না। আমি নিজের সাথে লড়তে লাগলাম নিজের উপস্থিতি এখানে রাখার জন্য।

'তুমি সেখানে যেতে পার না।' সে ফিসফিস করে বলল। 'আমি সেটা দেখেছিলাম। যে কারণে আমি সেটা করতে দিতে চাইনি। আমার কাছে এমন অনুভূতি হয়েছিল যেন আমি নিজেকে খুন করে ফেলছি। কিন্তু আমি জানতাম যদি আমি তোমাকে কনভিন্স না করতাম যে আমি তোমাকে ভালবাসি না মোটেও এটা শুধু তোমাকে নিয়ে যেত অনেক দূর তোমার নিজের জীবনের ক্ষেত্রে। আমি আশা করেছিলাম যে যদি তুমি ভাব আমি চলে গেছি বলে তুমি যাবে।

'একটা পরিষ্কার বিছিন্নতা।' আমি ফিসফিস করে বললাম আমার ঠোঁট না নাড়িয়েই।

'ঠিক তাই। কিন্তু আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে এটা এত সহজেই করা যাবে। আমি ভেবেছিলাম এটা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার—যে তুমি নিশ্চিত হতে পারবে যে আমি তোমাকে দিনের পর দিন মিথ্যে কথা বলেছিলাম। এমনকি তোমার মাথার মধ্যে সন্দেহের বীজও বপন করেছিলাম। আমি মিথ্যে বলেছিলাম। আমি খুবই দুঃখিত। দুঃখিত কারণ আমি তোমাকে আঘাত দিয়েছিলাম। দুঃখিত কারণ এটা ছিল একটা অপ্রয়োজনীয় শক্তিক্ষয়। দুঃখিত যে আমি তোমাকে রক্ষা করিনি। আমি তোমাকে বাঁচাতে মিথ্যে বলেছিলাম এবং এটা কোন কাজ করে নাই। আমি দুঃখিত।

'কিন্তু কীভাবে তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে? সর্বোপরি যখন হাজার বার আমি তোমাকে বলেছিলাম আমি তোমাকে ভালবাসি। কীভাবে তাহলে একটিমাত্র শব্দে তোমার বিশ্বাস আমার প্রতি ভেঙে গিয়েছিল?

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। আমি এতটাই শক খেয়েছি যে আমি গতানুগতিক কোন উত্তর করতে পারলাম না।

'আমি এটা তোমার চোখের মধ্যে দেখতে পারি। যে তুমি সত্যিই সততার সাথে বিশ্বাস করেছিলে যে আমি তোমাকে আর একটিবারের জন্যও চাই না। সবচেয়ে উদ্ভট

বিষয় হচ্ছে হাস্যকর ধারণা। যে যদি সেখানে কোন উপায় থাকত যে আমি অস্তিত্ব রাখতে পারতাম তোমার প্রয়োজন ছাড়াই।

আমি তখনও জমে ছিলাম। তার কথাগুলো আমার কাছে দুবোর্ধ্য লাগছিল। কারণ সেগুলো অসম্ভব ছিল।

সে আমার কাঁধ ধরে আবার ঝাঁকাতে লাগল। খুব জোরে নয়। কিন্তু মোটামুটি যথেষ্ট যে আমার দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছিল।

'বেলা!' সে শ্বাস নিল। 'সত্যিই, তুমি কি ভাবছ!

আমি তখন কাঁদতে শুরু করলাম। সেই কান্না আমাকে আরাম দিল। তারপর সেটা দুঃখ হয়ে চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'আমি এটা জানতাম।' আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। 'আমি জানতাম আমি স্বপ্ন দেখছি!

'তুমি অসম্ভব।' সে বলল। সে একবার হেসে উঠল। একটা কঠিন হাসি। হতাশাগ্রস্ত। 'আমি কীভাবে সেটা তোমার উপর চাপিয়ে দিতে পারি যে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? তুমি ঘুমিয়ে নেই এবং তুমি মৃতও নও। আমি এখানে আছি। আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি সবসময় তোমাকে ভালবেসেছি। আমি চিরদিন তোমাকে ভালবাসব। আমি তোমার কথা ভাবছিলাম। তোমার মুখ আমার মনের ভেতর দেখছিলাম প্রতি সেকেন্ডে আমি যখন পালিয়ে ছিলাম। যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমি তোমাকে চাই না, এটা ছিল সবচেয়ে খারাপ ধরনের ব্লাসফেমি।

আমি মাথা নাড়লাম যখন কান্না আমার চোখের কোণা দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না। করো কি?' সে ফিসফিস করে বলল। তার মুখ আরো বেশি বিবর্ণ, স্বাভাবিক বিবর্ণতার চেয়ে। আমি সেটা এমনকি এই মৃদু আলোর মধ্যেও দেখতে পেলাম। 'কেন তুমি সেই মিথ্যেটুকুকে বিশ্বাস করছ। কিন্তু এই সত্যটাকে নয়?

'এটা কখনই কোন সেন্স তৈরি করেনি তোমার জন্য আমাকে ভালবাস।' আমি ব্যাখ্যা করলাম। আমি কণ্ঠস্বর দুবার ভাঙা ভাঙা শোনাল। 'আমি সবসময় সেটা জানতাম।'

তার চোখ ছোট হয়ে গেল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

'আমি প্রমাণ করে দেব যে তুমি জেগে আছ।' সে প্রতিজ্ঞা করল।

সে আমার মুখ তার দুই লৌহ কঠিন হাতের মাঝখানে শক্ত করে ধরল, আমার লড়াইকে উপেক্ষা করেই। যখন আমি আমার মুখ পিছিয়ে মাথা পিছনে নেয়ার চেষ্টা করলাম।

'দয়া করে এটা করো না।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

সে থেমে গেল। তার ঠোঁট জোড়া আমার থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে।

'কেন নয়?' সে জানতে চাইল। তার শ্বাস প্রশ্বাস আমার মুখের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

'যখন আমি জেগে উঠলাম,' সে তার মুখ খুলল প্রতিবাদ করার জন্য। সুতরাং আমিই আগে বললাম 'ঠিক আছে। সেই একটা জিনিস ভুলে যাও-যখন তুমি আবার ছেড়ে চলে যাবে, এটা খুব কঠিন হতে যাচ্ছে এইটা ছাড়াও।

সে টেনে এক ইঞ্চি পিছনে নিল আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে।

'গতকাল, যখন আমি তোমাকে স্পর্শ করেছিলাম, তুমি ছিলে এতটাই...দ্বিধাগ্রস্ত, এতটাই সতর্ক এবং এখনও একইরকম আছো। আমার জানা প্রয়োজন, কেন? এটা কি এই জন্য যে আমি খুবই দেরি করে ফেলেছি? কারণ আমি তোমাকে অনেক বেশি আঘাত করেছি? কারণ তুমি চলে গিয়েছিলে যেটা আমি তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিল? সেটা হতে পারে...কিছুটা উপযুক্ত। আমি তোমার সিদ্ধান্তের উপর জোর চাপাতে চাচ্ছি না। সুতরাং আমার অনুভূতি আবেগকে তুমি এড়িয়ে যেও না। দয়া করো। শুধু আমাকে এখন বলো আমাকে এখনও ভালবাস কিনা অথবা কখনোই বাসবে না। আমি যত কিছু করেছি এসব কিছুর পরেও। ভালবাস কি?' সে ফিসফিস করে বলল।

'এটা কি ধরনের ইডিয়টের মত প্রশ্ন,করা হচ্ছে?

'শুধু এটার উত্তর দাও। দয়া করে।

আমি তার দিকে একদৃষ্টিতে গভীরভাবে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকলাম। 'যেভাবে আমি তোমাকে অনুভব করি সেটা কখনওই পরিবর্তন হবে না। অবশ্যই আমি তোমাকে ভালবাসি—এবং সেখানে তুমি এই ব্যাপারে আর কোন কিছুই করতে পার না!

'এটাই সব যেটা আমার শোনার প্রয়োজন ছিল।

তার মুখ তারপর আমার মুখের উপর এল। তার নিঃশ্বাসের বাতাস আমার মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার ঠোঁট নেমে আসছে আমার মুখের উপর, আমার ঠোঁটের উপর। তার শীতল ঠোঁট জোড়া আমার উষ্ণ ঠোঁটের উপর আছড়ে পড়ল। আমি তার সাথে লড়তে পারলাম না। এটা এই কারণে নয় যে সে আমার চেয়ে হাজারগুন বেশি শক্তিশালী। কিন্তু কারণ আমার ইচ্ছেশক্তি ধুলো হয়ে মিশে গেল যখন তার ঠোঁট আমার উপর নেমে এল। এই চুমুটা এতটা সতর্কতার সাথে ছিল না অন্যগুলোর মত যেগুলো আমি স্মরণ করতে পারি। যেগুলো শুধু আমাকে শুধুই ভাল অনুভূতি দিত। যদি আমি নিজেকে আরো দূরে যেতে দেই আমি সম্ভবত আগের চেয়ে আরো অনেক বেশি ভাল থাকব যতটা সম্ভব।

সুতরাং আমি তাকে প্রতি উত্তরে চুমু খেলাম। আমার হৃৎপিণ্ড বড় বেশি শব্দ করতে লাগল নির্দিষ্ট ছন্দে যখন আমার শ্বাস হাঁপানিতে পরিণত হলো। আমার হাতের আঙুলগুলো লোভীর মত তার মুখ হাতড়ে চলল। আমি তার মার্বেল পাথরের মত শরীরকে আমার শরীর প্রতি একই লাইনেই স্পর্শ পাচ্ছিলাম। আমি এতটাই আনন্দিত ছিলাম যে সে আমাকে শুনতে পেল না। সেখানে কোনই ব্যথা নেই এই পৃথিবীর যেটা এই আনন্দের বিচার করতে পারে। তার হাত আমার মুখকে মনে করিয়ে দিল। একইভাবে আমার হাতও তার মুখে ঘুরতে লাগল। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে যখন তার ঠোঁট আমার উপর থেকে মুক্ত হলো। সে আমার নাম ফিসফিস করে উচ্চারণ করল।

তার হাত আমার শক্ত স্তনের উপর চেপে বসল। সেই স্পর্শে আমার সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেল। আমি যেন অবশ হয়ে যেতে লাগলাম। আমি যেন গলে পড়তে

লাগলাম। আমি যেন নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগলাম।

যখন আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে শুরু করলাম সে আমাকে টেনে নিল। শুধু তার কান আমার বুকের শব্দ শোনার জন্য বুকের উপরে পেতে রাখলাম।

আমি সেখানে শুয়ে ছিলাম। তন্দ্রাচ্ছন্ন। নেশাতুর। অপেক্ষা করছিলাম আমার শ্বাস প্রশ্বাস ধীর এবং শান্ত হওয়ার জন্য।

'যাই হোক।' সে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল। 'আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না।'

আমি কিছুই বললাম না। তাকে দেখে মনে হলো আমার নিরবতায় সে যেন নিজেকে কিছুটা আড়াল করতে পেরেছে।

সে তার মুখ তুলল আমার দৃষ্টির পথ আবদ্ধ করে দিয়ে। 'আমি কোথায় কোনভাবেই যাচ্ছি না। তোমাকে ছাড়া।' সে আরো দৃঢ়ভাবে যোগ করল। 'আমি শুধু তোমাকে প্রথম জায়গায় ছেড়ে গিয়েছিলাম কারণ আমি চেয়েছিলাম তোমাকে একটা স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ দিতে। সুখী জীবনের। সাধারণ মানব জীবনের। আমি দেখতে পেলাম আমি তোমার উপর কি করেছি। তোমাকে আমি একের পর এক বিপদের শেষ সীমানায় রেখে গেছি। তুমি যে জগতে বাস করো সেই জগত থেকে আমি তোমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছি। প্রতি মুহূর্তে তোমার জীবন ঝুঁকির উপর রেখেছি। আমি তোমার সাথে আছি। সুতরাং আমি চেষ্টা করেছিলাম। আমি কিছু করতে চেয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল যে তোমাকে ছেঁড়ে যাওয়ায় একমাত্র পথ। যদি আমি না ভাবতাম যে তুমি সেভাবে ভাল থাকবে আমি কখনও এভাবে তোমার কাছে থেকে পালিয়ে চলে যেতাম না। আমি অনেক বেশি স্বার্থপরও। একমাত্র তুমিই আমার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আমি যা চেয়েছি তার চেয়ে...যা আমার প্রয়োজন। যেটা আমি চেয়েছি এবং যেটা আমার প্রয়োজন এটা হচ্ছে তুমি। আমি তোমার সাথে থাকতে চেয়েছি। আমি জানতাম আমি কখনও বেশি শক্তিশালী থাকব তোমাকে ছেড়ে আবার। আমার অনেক বেশি অজুহাত আছে থাকার— স্বর্গকে এজন্য ধন্যবাদ। এটা দেখে মনে হয় তুমি নিরাপদ নও। সেটা কোন ব্যাপার নয় আমাদের দুজনের মধ্যে কত মাইলের ব্যবধান এখন বিস্তৃত।

'আমাকে আর কোন কিছু প্রতিজ্ঞা করিও না।' আমি ফিসফিস করে বললাম। যদি আমি আমাকে আশা করতে দেই এবং এটা থেকে কিছুই না আসে...তাহলে সেটা আমাকে মর্মপীড়া দেবে। আমাকে মেরে ফেলবে। যেখানে ওই নির্দয় নিষ্ঠুর ভ্যাম্পায়াররা আমাকে শেষ করতে পারে নাই সেখানে আশাই আমাকে শেষ করে ফেলবে।

রাগের বহিঃপ্রকাশ তার কালো চোখে ধাতব চকচকের মত ঝংকার তুলল 'তুমি মনে করছো আমি তোমার সাথে এখন মিথ্যে বলছি?

'না— মিথ্যে নয়।' আমি মাথা নাড়লাম। আমি সংলগ্নভাবে এটা ভাবার চেষ্টা করলাম। হাইপোথিসিসগুলো পরীক্ষা করে যে সে আমাকে ভালাবাসে, সেটা সব দিক বিবেচনা করেই। সুতরাং আমি কোন আশার ছলনায় ফাঁদের ভেতর পড়তে যাচ্ছি না। 'তুমি এটা বুঝাতে চাচ্ছ...এখন। কিন্তু আগামীকালের ব্যাপারে কি হবে, যখন তুমি প্রথম জায়গা ছেড়ে যাওয়ার মত সমস্ত কারণ খুঁজে ভেবে বের করবে? অথবা পরের মাসে, যখন জেসপার আমার পিছনে ধাওয়া করবে।

সে ভ্রু কুঁচকাল।

আমি ভেবেছিলাম আমার জীবনের শেষ দিনগুলো যখন সে চলে গিয়েছিল, সেগুলো দেখতে চেষ্টা করলাম সে এখন কি বলছে সেগুলোর ফিল্টার করে। সেই দিক থেকে, কল্পনা করা, সে আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে যখন সে আমাকে ভালবাসত, আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল আমার জন্যই, তার গোমড়া মুখ এবং শীতল নীরবতা সেগুলোর একটা ভিন্ন অর্থ দাঁড় করাল। 'এটা কি তাই নয় যে তুমি প্রথমে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে সেটাই আবার তাই নয় কি?' আমি অনুমান করলাম। 'তুমি সেটাতেই শেষ করো যে তুমি সবসময়ই ঠিক মনে করো।'

'আমি এতটাই শক্তিশালী নয় যতটা তুমি আমাকে ক্রেডিট দাও।' সে বলল, 'ঠিক এবং ভুল আমার জন্য অনেক কিছুই বোঝায়। আমি যেভাবেই হোক ফিরে আসছিলাম। রোসালি আমাকে খবরটা জানানোর আগেই। আমি এরই মধ্যে চেষ্টা করছিলাম অতীতের এক সপ্তাহ বাস করার অথবা একটা দিনের। আমি এটাকে কোন মতে এক ঘণ্টায় আনার জন্য চেষ্টা করছিলাম। এটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। এবং এটা তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমি তোমাকে তোমার জানালায় দেখা দেয়ার আগে। তোমার কাছে প্রার্থনা করব যে আমাকে ফিরিয়ে নাও। আমি এখন তোমার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে সুখী বোধ করব। তুমি যদি সেটা পছন্দ করো।'

আমি মুখ ভেঙচালাম। 'দয়া করে সিরিয়াস হও।'

'ওহ, আমি তাই।' সে জোর দিল। এখনও তাকিয়ে আছে। 'তুমি কি দয়া করে আমি যেটা তোমাকে বলার চেষ্টা করছি সেটা শুনবে? তুমি কি তোমার প্রতি আমার মনোভাব কি সেটা ব্যাখ্যা করার সময়ে দেবে?

সে অপেক্ষা করতে লাগল। আমার মুখ পড়তে চেষ্টা করল যখন সে কথা বলছিল এবং নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছিল আমি শুনছি।

'তোমার আগে, বেলা, আমার জীবন ছিল একটা চন্দ্রিমাহীন রাত। খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু সেখানে অনেক তারা ছিল। সেগুলো আলোর নির্দেশিকা এবং কারণ... এবং তারপর তুমি আমার আকাশে একটা উল্কার মত উদিত হলে। হঠাৎ করে সবকিছু বিচ্যুৎ হয়ে গেল। কিন্তু সবকিছু আলোকিত হয়ে উঠল। সেখানে উজ্জ্বলতা ছিল। সেখানে সৌন্দর্য ছিল। যখন তুমি চলে গেলে, যখন উল্কাটা দিগন্তে পতিত হলো, সবকিছু আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। কোন কিছুই পরিবর্তিত হলো না। কিন্তু আমার চোখ জোড়া উজ্জ্বল আলোতে অন্ধ হয়ে গেল। আমি আর কোন তারা কোনভাবেই দেখতে পেলাম না। এবং সেখানে কোন কিছুর জন্য আর কোন কারণ ছিল না।'

আমি তাকে বিশ্বাস করতে চাইলাম। কিন্তু এটা আমার জীবন তাকে ছাড়া যেটা সে বর্ণনা করেছে। সেটা কোন কোন দিক দিয়ে নয়।

'তোমার চেয়ে সেটা সয়ে যাবে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'সেটাই শুধু মাত্র সমস্যা—তারা তা পারছে না।'

'তোমার বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারগুলো কি?'

সে কোন রকম হাসির কারণ ছাড়াই হেসে উঠল। 'সেটা শুধু মাত্র মিথ্যের একটা

অংশমাত্র। ভালবাসার। সেখানে কোন বিছিন্নতা ছিল না...। আমার হৃদয় নব্বই বছর ধরে কোন স্পন্দন করেনি। কিন্তু এইটা ছিল ভিন্নরকম। এটা ছিল এরকম যেন আমার হৃৎপিণ্ড চলে গেছে। এমনটি যেন আমি একটা শূন্য খোলাস। ফাঁপা জিনিস। এমনটি যেন আমি সবকিছুই ফেলে গেছি যেগুলো আমার ভেতরে ছিল যখন আমি এখানে তোমার সাথে ছিলাম।

'সেটা মজার।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

সে একটা উপযুক্ত ভ্রু উঁচু করল। 'মজার?'

'আমি বুঝাতে চেয়েছি অদ্ভুত— আমি ভেবেছিলাম এটা শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। আমার ভেতরের অনেকগুলো টুকরো অনেকগুলো অংশও হারিয়ে গেছে। আমি সত্যিই সত্যিই দীর্ঘদিন ধরে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না।' আমি আমার ফুসফুস ভরে নিলাম। সে অনুভূতিতে বিলাসিবোধ করছিলাম। 'এবং আমার হৃৎপিণ্ড। সেটা সত্যি সত্যিই হারিয়ে গিয়েছিল।'

সে তার চোখ বন্ধ করল। সে আবার ঝুকে পড়ে আমার বুকের উপর হৃৎপিণ্ডের উপর কান পাতল। আমার চিবুক তার চুলের উপর চেপে ধরলাম। এটার ধরণ আমার ত্বকের উপর অনুভব করছিলাম। তার শরীরের অদ্ভুত সুবাস পাচ্ছিলাম।

'ট্রাকিং তাহলে বিচ্ছিন্নতার মত কোন কিছু নয়?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, উৎসুক্য। অবশ্যই নিজের বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন। আমি খুব বেশি মাত্রায় আশার বিপজ্জনক অবস্থানে থাকি। আমার হৃৎপিণ্ড ছন্দায়িতভাবে নাচছিল। আমার বুকের ভেতর কেউ যেন গান গাইছিল।

'না।' সে শ্বাস নিল। 'সেটা কখনও বিছিন্নতা নয়। এটা একটা বাধ্যবাধকতা।'

'সেটার মানে কি?

'এটার মানে হলো, এমনকি যদিও আমি ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে কোন বিপদ কখনও আশা করি নাই, আমি তাকে যেতে দিচ্ছিলাম না এটা নিয়ে চলে যেতে...বেশ, আমি যেমনটি বলছিলাম, আমি এটার মধ্যে ভয়ানক অবস্থানে ছিলাম। আমি তাকে ট্রেস করেছিলাম যতদূর পর্যন্ত টেক্সাস পর্যন্ত কিন্তু তারপর আমি একটা ভুল জিনিস অনুসরণ করে ব্রাজিলে যাই— এবং সত্যিই সে এখানে আসে।' সে গুঙিয়ে উঠল। 'আমি এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নই তার সঠিক অবস্থান সম্পর্কে! এবং যেটা ঘটেছে সেটা আমার সবচেয়ে খারাপ চেয়ে খারাপ কিছু ছিল...

'তুমি ভিক্টোরিয়াকে শিকার করে বেড়াচ্ছিলে?' আমি কেঁপে উঠতেই নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সেটা যেন গুলির মত আঘাত করছে।

দূর থেকে চার্লির একঘেয়ে নাক টানা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল এবং তারপর সেটা আবার আগের ছন্দে ফিরে এল।

'ভালভাবে নয়।' এ্যাডওয়ার্ড উত্তর দিল। আমার মুখের রাগান্বিত অভিব্যক্তি সে দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে পড়ার চেষ্টা করছিল। 'কিন্তু আমি এইবারে অনেক বেশি ভাল অবস্থানে থাকব। সে আর বাইরের পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে খুব বেশিদিন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারবে না।

'সেটা...প্রশ্নাতীত বিষয়।' আমি চেষ্টা করে ঢোক গিললাম। এমনকি যদি তাকে

এমেট অথবা জেসপার সাহায্য করে থাকে। এমনকি যদি তাকে এমেট ও জেসপার দুজনেই সাহায্য করে। এটা আমার অন্য কল্পনার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ হবে। জ্যাকব ব্লাক দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট অবস্থানে, ভিক্টোরিয়ার অশুভ এবং হিংস্রতা থেকে। আমি সেই ছবিটা সহ্য করতে পারছি না যে এ্যাডওয়ার্ড সেখানে। এমনকি যদিও সে আমার অর্ধ মানব— সবচেয়ে ভাল বন্ধু থেকে অনেক বেশি প্রাণশক্তির অধিকারী, তারপরেও।

'এটা তার জন্য অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমি হয়তো অন্য সময়ে তাকে চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু এখন নয়, এটার পরে নয়—

আমি তাকে আবার বাধা দিলাম। চেষ্টা করলাম শান্ত স্বরে বলতে 'তুমি কি এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করলে না যে তুমি আর আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। লড়াই করছিলাম শব্দগুলো নিয়ে যেগুলো আমি বলছিলাম। সেগুলোকে আমি আমার হৃদয়ে জমা রাখতে চাচ্ছিলাম না। 'সেটা কোন ট্রাকিংয়ের নতুন কোন অভিজ্ঞতার জন্য যাওয়া নয়, তাই নয় কি?

সে ভ্রু কুঁচকাল। আমি তার বুকের কাছে গজরালাম। 'আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখব বেলা। কিন্তু ভিক্টোরিয়া—' গর্জন আরো বেশি উচ্চতর হয়ে উঠল। 'খুব শিগগিরই মারা যেতে চলেছে।'

'সেটা এত দ্রুত করো না।' আমি বললাম, চেষ্টা করলাম আমার আতংক লুকাতে। 'হতে পারে সে আর ফিরে আসছে না। জ্যাকের দল সম্ভবত তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সেখানে তাকে খুঁজতে যাওয়ার জন্য সত্যিকারের কোন কারণ নেই। আমার ভিক্টোরিয়ার চেয়ে আরো বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে।

এ্যাডওয়ার্ডের চোখ ছোট ছোট হয়ে গেল। কিন্তু সে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। 'এটা সত্য। এই নেকড়েমানবগুলো একটা সমস্যা।'

আমি নাক টানলাম। 'আমি জ্যাকবের সম্বন্ধে কথা বলছি না। আমার সমস্যা হলো তার চেয়ে অনেক খারাপ। সেটা এই গোটা কয়েক কিশোর নেকড়েমানব যে সমস্যার সৃষ্টি করবে তার চেয়ে বেশি কিছু।

এ্যাডওয়ার্ড এমনভাবে তাকাল যেন সে কোন একটা কিছু বলতে যাচ্ছে। তারপর ভাবল মুখ বন্ধ রাখাই ভাল। তার দাঁত একসাথে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল। তারপর সে কথা বলা শুরু করল। 'সত্যিই?' সে জিজ্ঞেস করল। 'তাহলে কি তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হতে পারে? যেটা তোমার জন্য ভিক্টোরিয়ার ফিরে আসার মত মনে হয় যেমনটি যেন একজন সেটার সাথে তুলনা করলে?

'দ্বিতীয় সমস্যাটা ধরলে কেমন হয়?' আমি দ্বিধান্বিত।

'ঠিক আছে।' সে সম্মত হলো। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত।

আমি থেমে গেলাম। আমি নিশ্চিত নই আমি সেই নামটা বলেছি কিনা। 'সেখানে আরো অন্যরা আছে যারা আমাকে খোঁজার জন্য আসছে।' আমি কিছুটা ফিসফিসানির স্বরে তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

সে শ্বাস নিল। কিন্তু আমি ভিক্টোরিয়ার ব্যাপারে পর তার প্রতিক্রিয়া যতটা জোরালো

হয়েছিল ততটা আমি কল্পনা করেছিলাম ততটা হলো না।

'ভলচুরি হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি এই ব্যাপার নিয়ে তেমন আপসেট নও।' আমি লক্ষ্য করে বললাম।

'বেশ, তোমার যথেষ্ট সময় আছে এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার। সময় বলতে তাদের কাছে বেশ কঠিন কিছু বোঝায়, যেটা তোমার কাছে বোঝায় না অথবা আমার কাছেও নয়। তারা সেইভাবে বছর গুনে যেভাবে তুমি দিন গুনো। আমি বিস্মিত হব না যদি তুমি তিরিশ হয়ে যাও তাদের মন পরিবর্তন করার।' সে হাল্কাভাবে যোগ করল।

ভয় আমার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল।

তিরিশ!

সুতরাং তার প্রতিজ্ঞা মানে কিছুই না। শেষ পর্যন্ত। যদি আমি কোন দিন তিরিশে পরিণত হতাম তাহলে সে কখনও পরিকল্পনা করত না দীর্ঘদিন থাকার। এই জ্ঞানের কর্কশ ব্যথা আমাকে বুঝতে দিল যে আমি এরই মধ্যে আশা করতে শুরু করেছি। আমার নিজেকে এই ব্যাপারে কোন অনুমতি না দিয়েই।

'তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' সে বলল। আমার চোখের কোণা বেয়ে আবার ঝরে পড়তে থাকা জল দেখে উদ্বিগ্ন। 'আমি তাদেরকে তোমাকে ব্যথা পেতে দেব না।

'যখন তুমি এখানে থাকবে।' আমি সেটা নিয়ে পরোয়া করি না যখন সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে তখন কি হবে।

সে তার পাথরের মত দুই হাতের মধ্যে আমার মুখটা নিল। এটা শক্ত করে চেপে ধরল। তার মধ্যরাতের চোখ জোড়া আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, যেটার ভেতর থেকে মধ্যাকর্ষণী শক্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। 'আমি আবার তোমাকে কখনও ছেড়ে চলে যাব না।'

'কিন্তু তুমি বলেছিলে তিরিশ।' আমি ফিসফিস করে বললাম। চোখের কোণা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। 'কি? তুমি এখানে থাকতে যাচ্ছ কিন্তু আমাকে এতটাই বয়স্ক করে রাখতে? ঠিক।

তার চোখজোড়া নরম হলো। কিন্তু তার মুখের রেখা কঠিন হয়ে গেল। 'সেটাই সঠিক যেটা আমি প্রকৃতপক্ষে করতে যাচ্ছি। তাছাড়া আমার আর কি চয়েস থাকতে পারে? আমি তুমি ছাড়া যেতে পারব না কিন্তু আমি তোমার আত্মাকে ধ্বংস করে দিতে পারি না।

'এটা কি সত্যিই...' আমি চেষ্টা করলাম আমার কণ্ঠস্বর সমান্তরাল রাখার কিন্তু এই প্রশ্নটা এতটাই কঠিন। আমি মনে করতে পারলাম তার মুখ, যখন এ্যারো তার কাছে প্রার্থনা করেছিল ক্ষমা করতে, আমাকে অমর করার জন্য। সেই অসুস্থ চাহনি সেখানে। সেই অমরত্ব আমাকে মানব হিসাবে রাখবে অথবা এটা কি এই কারণে যে সে নিশ্চিত নয় যে সে আমাকে তত দীর্ঘদিন আমাকে চাইবে?

'হ্যাঁ?' সে জিজ্ঞেস করল। আমার প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমি ভিন্ন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। প্রায়— কিন্তু শান্ত স্বরে নয়। কিছুটা

কঠিনভাবে।

'কিন্তু তখন কি হবে যখন আমি ততটাই বৃদ্ধ হয়ে যাব যে লোকজন ভাবতে শুরু করবে আমি তোমার মা? তোমার দাদীমা?' আমার কণ্ঠস্বর বিবর্ণ। আমি সেই মুহূর্তে স্বপ্নে দেখা আমার দাদীমার মুখ মনে করতে পারলাম।

তার সমস্ত মুখে এখন নরম অনুভূতি। সে তার ঠোঁট দিয়ে আমার চিবুক থেকে চোখের কান্না শুয়ে নিল। 'সেটা আমার কাছে কোন কিছুই বোঝায় না।' সে আমার নরম ত্বকের উপর আবার নিঃশ্বাস ফেলল। 'তুমি সবসময়ই আমার জন্য সবচেয়ে সুন্দরতম জিনিস আমার পৃথিবীতে। অবশ্যই...' সে দ্বিধা করতে লাগল। হঠাৎ চোখ মুখ কুঁচকাল। 'যদি তুমি আমার চেয়ে বেশি বেড়ে ওঠো- যদি তুমি আরো বেশি কিছু চাও-আমি সেটা বুঝতে পারছি, বেলা। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব না, যদি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও।

তার চোখ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। হঠাৎ করে খুব সচেতন হয়ে উঠল। সে এমনভাবে কথা বলছিল যেন সে এইসব ব্যাপারে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে অনেক কিছু ভেবে রেখেছে।

'তুমি কি সেটা বুঝতে পার যে আমি এমন কি মারাও যেতে পারি ঘটনাক্রমে, ঠিক?' আমি জানতে চাইলাম।

সে ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তাও করল। 'আমি তারপর তোমাকে অনুসরণ করব যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।

'সেটা সিরিয়াসলি..' আমি সঠিক শব্দের জন্য হাতড়াতে লাগলাম। 'অসুস্থ।'

'বেলা, এইটাই একমাত্র সঠিক পথ যেটা তুমি রেখে যাবে...'

'এক মিনিটের জন্য আমাকে সময় নিতে দাও।' আমি বললাম। ভেতরে ভেতরে রাগ অনুভব করছিলাম। প্রতারণাময়। 'তুমি ভলচুরির কথা স্মরণ করতে পার, ঠিক? আমি আর মানুষ হিসাবে চিরদিনের জন্য থাকতে পারি না। তারা আমাকে হত্যা করবে। এমনকি যদি তারা মনে না করে তিরিশ হওয়া পর্যন্ত—' আমি হিসিয়ে উঠলাম 'তুমি কি সত্যিই মনে করো যে তারা তা ভুলে যাবে?

'না।' সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল। তার মাথা নাড়ছে। 'তারা তা ভুলবে না কিন্তু...

'কিন্তু কি?

সে গোঙাল যখন আমি তার মুখের দিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। হতে পারে আমিই একমাত্র উন্মত্ত কেউ নই।

'আমার কয়েকটা পরিকল্পনা আছে।

'এবং সেইসব পরিকল্পনা' আমি বললাম, আমার কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে অনেক বেশি তিক্ত হয়ে উঠল প্রতিটি শব্দের ব্যাপারে। 'সেই সব পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু আমাকে মানুষ থাকার জন্য চারিদিকে থেকে ঘিরে।

আমার অভিব্যক্তি তার অভিব্যক্তিকে কঠিন করে দিল। 'স্বাভাবিকভাবেই।' তার কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য। তার স্বর্গীয় মুখে বেপরোয়াভাব।

আমরা একে অন্যের দিকে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। কাঁধ চওড়া করে দিলাম। আমি তার হাত ঠেলে সরিয়ে দিলাম যাতে আমি উঠে বসতে পারি।

'তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলতে চাও?' সে জিজ্ঞেস করল। এটা আমার হৃদয়কে আনন্দিত করল যে এই ধারণা তাকে পীড়া দিচ্ছে। যদিও সে চেষ্টা করছে সেটা কোনমতে না দেখাতে।

'না।' আমি তাকে বললাম। 'আমি চলে যাচ্ছি।'

সে সন্দেহযুক্তভাবে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল যখন আমি বিছানার উপর উঠে দাঁড়ালাম এবং অন্ধকার রুমের ভেতরে আমার জুতোজোড়া খুঁজতে লাগলাম।

'আমি কি জানতে চাইতে পারি তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আমি তোমার বাড়িতে যাচ্ছি।' আমি তাকে বললাম। এখনও অন্ধভাবেই অনুভব করছিলাম।

সে উঠে দাঁড়াল এবং আমার পাশে আসলো। 'তোমার জুতো এইখানে। তুমি কীভাবে সেখানে যাবে বলে ঠিক করেছ?

'আমার লরী নিয়ে।

'সেটা সম্ভবত চার্লিকে জাগিয়ে তুলবে।' সে সেইভাবে ব্যাপারটা বলল।

আমি শ্বাস নিলাম। 'আমি জানি। কিন্তু সত্যি বলতে, আমি এক সপ্তাহ ধরে তাকে এই অবস্থায় ফেলেছি। আর কত বেশি সমস্যা আমি আর সৃষ্টি করতে পারি?

'একটাও না। সে আমাকে দোষারোপ করবে। তোমাকে নয়।

'যদি তোমার ভাল কোন আইডিয়া থাকে বলো আমি শুনছি।

'এখানেই থাকো।' সে উপদেশ দিল। কিন্তু তার অভিব্যক্তি আশাব্যঞ্জক নয়।

'তা হয় না। কিন্তু তুমি এগিয়ে যাও এবং নিজেকে বাড়িতে নিয়ে যাও।' আমি তাকে উৎসাহিত করলাম। বিস্মিত যে আমার সেই টিজিং শব্দগুলো কত স্বাভাবিকভাবে আসছে। দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

সে তার আগেই সেখানে আমার পথ আগলে ছিল।

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। জানালার দিকে ঘুরে গেলাম। এটা মাটি থেকে সত্যিই খুব বেশি উঁচুতে নয়। আর নিচে বেশিরভাগই ঘাসের আস্তরণ...

'ঠিক আছে।' সে শ্বাস নিল। 'আমি তোমাকে পৌঁছে দেব

আমি কাঁধ ঝাকালাম। 'অন্য পথে। কিন্তু তুমি সম্ভবত সেখানেও থাকবে।

'এবং তাহলে কি?

'কারণ তুমি অতিরিক্তভাবে মতামতদানকারী। আমি নিশ্চিত তুমি একটা সুযোগ চাইবে তোমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

'কোন বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি?' সে তার দাঁতে দাঁত ঘষে জিজ্ঞেস করল।

'এটা এখন আর কোনমতেই তোমার বিষয় নয়। তুমিই এই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু নও। তুমি সেটা জানো।' আমার ব্যক্তিগত পৃথিবী আছে। অবশ্যই। সেটা ভিন্ন গল্প। 'যদি তুমি ভলতুরিতে আমাদের নিচে এনে দাও যেটা বোকার মতই হবে যেটা আমাকে মানুষ হিসাবে বাস করতে তাহলে তোমার পরিবারের কিছু একটা বলার থাকবে।

'বলার থাকবে কোন বিষয়ে?' সে জিজ্ঞেস করল। প্রতিটি শব্দই দূরবর্তী।

'আমার অমরত্ব নিয়ে। আমি এই ব্যাপারে ভোটের উপর রেখেছি।

চব্বিশ

সে খুশি ছিল না। খুব সহজেই তা তার মুখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু আর বেশি তর্কে না গিয়ে সে আমাকে তার বাহুর মধ্যে নিয়ে নিল এবং জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিল। আমরা কোন রকম আঘাত ছাড়া, একটুখানি ঝাঁকুনি দিয়ে নিচে পড়লাম। একটা বিড়ালের মতই। আমি যেমনটি কল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে এটা আরো কিছুটা বেশি নিচুতে।

'ঠিক আছে। তারপর।' সে বলল, তার কণ্ঠস্বরেই তার অনুমতির ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল। 'আগে তুমি যাও।'

সে তার পিছন দিকটা দিয়ে আমাকে সাহায্য করল। দৌড়াতে শুরু করল। সব সময়ের মতই এটা একটা রুটিনের মত হয়ে গেল। সহজ। এটা ঘটনাবহুলভাবে এমনটি যে তুমি কখনই এটা কখনও ভুলে যেতে পারবে না। যেমনটি বাইসাইকেল চালানো।

সে খুবই শান্তভাবে এবং অন্ধকারের মধ্যে সে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে লাগল। তার শ্বাস প্রশ্বাস ধীর এবং একইভাবে বয়ে যেতে লাগল। এতটাই অন্ধকার যে পাশ দিয়ে যাওয়া গাছগুলো প্রায় অদৃশ্যমান। শুধুমাত্র বাতাসের ঝাঁপটা আমার মুখের উপর লাগায় আমি প্রকৃত দ্রুতিটা বুঝতে পারলাম। বাতাসটা ভেজা ভেজা। আমার চোখ মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে না যেমনটা বিশাল প্লাজার বাতাসে হয়। এটা অনেক বেশি আরামদায়ক। এই রাতে, সেই ভয়াবহ উজ্জ্বলতার পর। যেন আমি জন্মের পর থেকে শিশুদের মত অন্ধকার নিয়ে খেলছি। অন্ধকার আমার কাছে পরিচিত এবং প্রতিরক্ষামূলক।

আমি স্মরণ করতে পারলাম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এভাবে দৌড়াতে আমার ভীষণ ভয় করে। তখন আমি সাধারণত আমার চোখ বন্ধ করে ফেলি। আমার কাছে এটা এখন খুব হাস্যকর একটা প্রতিক্রিয়া বলেই মনে হতে লাগল। আমি আমার চোখ খোলা রাখলাম। আমার চোয়াল তার কাঁধের উপর রাখা। আমার চিবুক চোয়াল তার ঘাড়ের উপরে। দ্রুতগতিটা আরো বাড়ছিল। একটা মোটরসাইকেলের গতির চেয়ে যেন শতগুনে ভাল।

আমি মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। তার কাঁধের বরফ শীতল ত্বকের উপর আমার ঠোঁট জোড়া চেপে ধরলাম।

'ধন্যবাদ।' সে বলল, শান্ত স্বরে, গাছের অন্ধকার আকৃতি তার পাশ দিয়ে চলে

যাচ্ছিল। 'তার মানে কি তুমি এই বোঝাতে চাচ্ছ যে তুমি জেগে গেছো?

আমি হাসলাম। কথাটা খুব সহজ। স্বাভাবিক। শক্তিহীন। এটা ঠিকই শোনাচ্ছে। 'সত্যিকারেই না। তার চেয়ে বেশি, অন্য দিক দিয়ে। আমি জেগে উঠার কোন চেষ্টা করছি না। আজ রাতে নয়।'

'আমি যেভাবেই হোক তোমার বিশ্বাস অর্জন করব।' সে বিড়বিড় করে বলল। পুরোটাই নিজেকে শোনাল। 'যদি এটা আমার শেষ কাজ হয়ে থাকে।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।' আমি তাকে নিশ্চিত করলাম। 'এটা আমি নিজেই। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না।'

'দয়া করে সেটার ব্যাখ্যা করো ।'

সে হাঁটার জন্য ধীর গতির হয়ে গেল। আমি এখন বলতে পারি কারণ বাতাস কমে গেছে। আমি ধারণা করছি আমরা বাড়িটা থেকে খুব বেশি দূরে নই। প্রকৃতপক্ষে,আমি ভেবেছিলাম অন্ধকারের মধ্যে আমি নদীর বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পারব।

'বেশ—' আমি লড়াই করতে লাগলাম সঠিকভাবে জিনিসটার ব্যাখ্যা করতে। 'আমি নিজেকে বিশ্বাস করি না ...যথেষ্ট। তোমাকে ধরে রাখার ব্যাপারে। সেখানে কোন কিছুই নেই আমার সম্বন্ধে যেটা তোমাকে ধরে রাখতে পারে।

সে থেমে গেল এবং আমাকে তার পিছন থেকে টেনে সামনের দিকে নিয়ে আসল। তার নরম অথচ দৃঢ় হাত আমাকে মুক্ত করল না। আমাকে আমার পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়ার পর, সে তার হাত দিয়ে আমাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রইল। তার বুকের উপর আমাকে কোলাকুলির মত করে জড়িয়ে রাখল।

'তোমার ধরে রাখাটা চিরস্থায়ী এবং অভঙ্গুর।' সে ফিসফিস করে বলল, 'সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কীভাবে আমি পারি না?

'তুমি কখনও আমাকে বলো নি...' সে বিড়বিড় করে বলল।

'কি?'

'তোমার সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কী।'

'আমি তোমাকে অনুমান করার একটা সুযোগ দেব।' আমি শ্বাস নিলাম এবং আমার তর্জনী দিয়ে তার নাকের ডগা স্পর্শ করলাম।

সে মাথা নোয়াল। 'আমি ভলচুরির চেয়ে অনেক বেশি খারাপ।' সে মুখ ভেঙচে বলল। 'আমি অনুমান করছি আমি সেটা ধরতে পেরেছি।

আমি চোখ ঘোরালাম। 'সবচেয়ে খারাপ যেটা ভলচুরি করতে পারত, আমাকে হত্যা করতে পারত।

সে চিন্তিত চোখে অপেক্ষা করতে লাগল।

'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পার।' আমি ব্যাখ্যা করলাম। 'ভলচুরি, ভিক্টোরিয়া....তারা কোনভাবেই সেটার সাথে তুলনীয় হতে পারে না।

এমনকি এই অন্ধকারের মধ্যেও, আমি রাগান্বিত ভঙ্গিতে তার মুখ বেকে যাওয়া

দেখতে পেলাম। এটা আমাকে মনে করিয়ে দিল জেনকে অত্যাচার করার সময় তার সেই রাগান্বিত অভিব্যক্তির কথা। আমি অসুস্থবোধ করলাম। সত্যি কথা বলার জন্য অনুশোচনা হতে লাগল।

'করো না।' আমি ফিসফিস করে বললাম। তার মুখ স্পর্শ করলাম। 'দুঃখিত হয়ো না।

সে মুখের ভাব কোন মতে আন্তরিক করার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই অভিব্যক্তি তার চোখকে স্পর্শ করল না। 'যদি সেখানে একমাত্র কোন পথ থাকত তোমাকে দেখাতে যে আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।' সে ফিসফিস করে বলল 'সময়। আমি মনে করি। সময়ই তোমাকে তার পথে বোঝাতে পারবে।'

আমি সময়ের ধারণাটা পছন্দ করলাম। 'ঠিক আছে।' আমি সম্মত হলাম।

তার মুখ এখনও আগেরই মতই। আমি চেষ্টা করলাম তাকে সেদিক থেকে বিছিন্ন করতে।

'তো—যতক্ষণ তুমি থাকছ। আমি কি আমার জিনিসপত্রগুলো ফেরত পেতে পারি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার কণ্ঠস্বর যতটা হালকা করা যায় সেভাবে ম্যানেজ করে নিলাম।

আমার প্রকল্পে কাজ হলো। সে হাসল। কিন্তু তার চোখ দুঃখ কষ্টে ভরে গেল। 'তোমার জিনিসগুলো কখনও একেবারের জন্য যায়নি।' সে আমাকে বলল। 'আমি জানতাম এটা ভুল। যেদিন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি মনে করিয়ে দেয়া ছাড়াই তোমাকে শান্তিতে রাখব। এটা ছিল বোকার মত এবং শিশুসুলভ। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম আমার কিছু একটা তোমার জন্য রেখে যেতে। সেই সিডিটা, ছবিগুলো, টিকেটটা। সেগুলো সবই তোমার ফ্লোর বোর্ডের নিচে আছে।

'সত্যিই?'

সে মাথা উপর নিচ করে সম্মতি দিল। দেখে মনে হলো আমার আনন্দিত মুখ দেখে কিছুটা আনন্দিত বোধ করছে। এটাতেও তার মুখের ব্যথা পুরোপুরি দূর হলো না।

'আমি মনে করি।' আমি ধীরে ধীরে বললাম। 'আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু আমি বিস্মিত...আমি মনে করি, হতে পারে পুরোটা সময় ধরে আমি এটা জানি।

'তুমি কি জানো?

আমি শুধু তার চোখের থেকে রাগের ভাবটা সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু যখন আমি সেই শব্দগুলো বললাম সেগুলো অনেক বেশি সত্য শোনাল যতটা আমি আশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি।

'আমার কিছু অংশ, আমার অর্ধচেতন অবস্থা হতে পারে, কখনও এই বিশ্বাস থেকে দূরে থাকেনি যে তুমি সবসময়ই আমাকে রক্ষা করো চলো, তাই আমি জীবিত থাকি অথবা মৃত। সেটাই সম্ভবত সেই কারণ যে কারণে আমি সেই কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেতাম।

সে এক মুহর্তের জন্য খুব গভীর নিরবতা নেমে এলা। 'কণ্ঠস্বর?' সে জিজ্ঞেস করল।

'বেশ। শুধু একটাই কণ্ঠস্বর। তোমারই। এটা খুব একটা বড় গল্প।' তার মুখের সেই দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাবে আমাকে এমন করল আশা করতে যে আমি সেটা বয়ে নিয়ে যেতে পারছি না। সে কি মনে করছে যে আমি উন্মত্ত। যেমনটি সবাই মনে করে? সবাই কি এ ব্যাপারে ঠিক ছিল? কিন্তু কমপক্ষে সেই অভিব্যক্তি— সেই একটা যেটা তার চাহনিকে কিছু একটা যেন তাকে পোড়াচ্ছে।

'আমি সময় পেয়ে গেছি।' তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিকভাবে শান্ত।

'এটা কিছুটা দুঃখজনক।'

সে অপেক্ষা করতে লাগল।

আমি নিশ্চিত নই যে কীভাবে আমি সেটা ব্যাখ্যা করব। 'তুমি কি মনে করতে পার এলিস অতিরিক্ত খেলা সম্বন্ধে কি বলেছিল?'

সে কথাগুলো বলল কোনরকম জোর দেয়া ছাড়াই। 'তুমি একটা ক্লিফের খাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়েছিলে শুধুমাত্র মজা করার জন্য।'

'হ্যাঁ। ঠিক। এবং তার আগে, সেই মোটরসাইকেল নিয়ে-

'মোটরসাইকেল?' সে জিজ্ঞেস করল। আমি জানতাম তার কণ্ঠস্বর বেশ ভালই শান্ত কিছু একটা আমার কাছ থেকে শোনার জন্য।

'আমি অনুমান করছি·আমি এলিসকে সেই অংশটা হয়তো বলি নাই।

'না।

'বেশ। সেটা সম্বন্ধে...দেখ, আমি সেটা পেয়েছিলাম...যখন আমি কিছু একটা বিপজ্জনক অথবা বোকার মত করতাম...তখন আমি তোমাকে পরিষ্কারভাবে স্মরণ করতে পারতাম। মনে করতে পারতাম।' আমি স্বীকার করলাম। অনুভব করছিলাম ব্যাপারটা পুরোপুরি মানসিক। 'আমি মনে করতে পারলাম কীভাবে তোমার কণ্ঠস্বর আমার কানে ধরা দেয় যখন তুমি রাগান্বিত হও। আমি সেটা শুনেছিলাম। যেন তুমি ঠিক আমার পাশে এসে দাঁড়াও এখনকার মত। বেশিরভাগ সময় আমি চেষ্টা করতাম তোমার সম্বন্ধে চিন্তা না করতে। কিন্তু এটা আমাকে খুব বেশ আঘাত দিত না। যেমনটি যেন তুমি আমাকে আবার রক্ষা করছ। যেন তুমি আমাকে ব্যথা পেতে দিতে চাও না।'

'এবং বেশ। আমি বিস্মিত যদি সেই কারণ আমি তোমাকে শুনতে পাই এতটাই কাছে কারণ এটার কাছেই সবকিছু। আমি সবসময়েই জানতাম যে তুমি কখনও আমাকে ভালবাসা বন্ধ করতে পার না।'

আবার যখন আমি কথা শুরু করলাম। কথাগুলো এমনভাবে এল যেন আমি দোষ স্বীকার করছি। সত্যটা। আমার ভেতরের গভীরতর কোন অংশ থেকে সত্যটা পরিচিতের মত বেরিয়ে আসছে।

তার কথাগুলো বেরিয়ে এল অর্ধ সত্যের মত। ভাঙা ভাঙা। 'তুমি... করেছিলে... তোমার জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়েছিলে... শুনতে—'

'শশশ।' আমি তাকে বাঁধা দিলাম। 'এক সেকেন্ড ধরে থাকো। আমি মনে করি আমি এখানে একটা ইপিফেনি পেয়ে গেছি।

আমি সেই রাতে পোর্ট এ্যাঞ্জেলসের কথা ভাবলাম। যখন আমার প্রথম বিভ্রান্তি শুরু হয়। আমি দুইটা অপশনে চলে এসেছিলাম। পাগলের প্রলাপ অথবা ইচ্ছে পুরণ হওয়া। আমার কাছে আর কোন তৃতীয় অপশন ছিল না।

কিন্তু কি হতো যদি...

কি হতো যদি তুমি সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করতে কিছু একটা সত্য আছে। কিন্তু তুমি পুরোটাই ভুলের ভেতর আছো? কি হতো যদি তুমি এতটাই বেপরোয়াভাবে নিশ্চিত হতে যে তুমিই ঠিক আছো। যে তুমি এমনকি সত্যটাকে পরোয়া করো না। তাহলে কি সত্যটা নিরব হয়ে যেতো অথবা এটা কি নিজেই ভেঙে যেত?

তিন নাম্বার অপশন: এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ভালবাসে। এই বন্ধন আমাদের দুজনের মধ্যে যেটা একজনের অনুপস্থিতেতে ভেঙে যেতে পারে না। সেটা দূরত্বের কারণেও বা সময়ের কারণেও। সেটা কোন ব্যাপার নয় যে সে কতটা বেশি বিশেষ অথবা সুন্দর অথবা মেধাবী অথবা উপযুক্ত আমর চেয়ে সে হতে পারে। সে এরকমটি যেমনটি আমি কোন পরিবর্তন যোগ্য নয়। যখন আমি সবসময় তাকেই চেয়ে এসেছি, থাকতে চেয়েছি সুতরাং সে সবসময় আমারই হবে।

আমি কি সেটাই নিজেকে বলার চেষ্টা করছিলাম?

'ওহ!'

'বেলা?'

'ওহ! ওকে! আমি দেখছি!'

'তোমার ইফিফেনি?' সে আমাকে জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠস্বর কিছুটা অসংযত। এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

'তুমি আমাকে ভালবাস।' আমি চমৎকারভাবে বললাম। দোষ স্বীকার করা এবং সত্যটা আবার আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

যদিও তার চোখ এখনও উদ্বিগ্ন। যে হাসিটা আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি সেটা তার মুখের উপর খেলে গেল। 'সত্যিই! আমি সেটা করি।'

আমার হৃদয় এমনভাবে প্রসারিত হতে লাগল আনন্দে যেন মনে হলো সেটা সম্ভবত আমার মুখের পেশীর উপর এসে পড়ছে। আমার বুক ভরে গেল এবং আমার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল, আমি কোন কথা বলতে পারলাম না।

সে সত্যিই আমাকে সেইভাবে চায় যেভাবে আমিও তাকে চাই। চিরদিনের জন্য। এটা ছিল আমার হৃদয়ের একমাত্র ভয়। মানবীয় জিনিস সে যেগুলো সে আমার কাছ থেকে নিতে চায় না। সেগুলো তাকে এতটাই বেপরোয়া করে তোলে যে আমাকে মরণশীল করে রাখে। সেটার সাথে তুলনা করলে সেই ভয় সেটা সে আমার কাছ থেকে চায় না— আমার হৃদয়— দেখে মনে হয় অস্পষ্টতায় ভরা।

সে আমার মুখ তার বরফ শীতল হাতের মাঝে তুলে নিল এবং আমাকে চুমু খেল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি এতটাই তন্দ্রাছন্নতা মাথা ঘোরাতে থাকল যে গোটা বন ঘুরতে লাগল। তার সে তার কপাল আমার উপর ঝুঁকিয়ে দিল এবং আমিই সেই একমাত্র জন ছিলাম যে গাঢ়তর নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম।

'তুমি এখন অনেক ভাল আমার চেয়ে, যেমনটি ছিলাম। তুমি জানো।' সে আমাকে বলল।

'বেশি ভাল কি থেকে?'

'টিকে থাকা। তুমি কমপক্ষে একটা শক্তি তৈরি করেছ। তুমি সকালে জেগে উঠো। চেষ্টা করো চার্লির প্রতি স্বাভাবিক থাকতে। তোমার জীবনের চিত্রণ অনুসরণ করার চেষ্টা করো। যখন আমি প্রকৃতপক্ষে সচলভাবে ট্রাকিং করছিলাম না, আমি পুরোপুরি অকর্মণ্য ছিলাম। আমি আমার পরিবারের চারিদিকে থাকতে পারিনি। আমি কারোর চারিদিকে থাকতে পারিনি। আমি এটা স্বীকার করতে বিব্রতবোধ করছি যে আমি বেশি অথবা কম একটা বলের মত কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। সমস্ত দুঃখ দুর্দশা আমার উপর বয়ে যেতে দিয়েছিলাম।' সে গুঙিয়ে উঠল। 'এটা ছিল অনেক বেশি করুণ। আমার কণ্ঠস্বর শোনার চেয়ে। অবশ্যই, তুমি জানো আমিও সেটা করেছিলাম।'

আমি সত্যিই খুব গভীরভাবে স্বস্তি পাচ্ছিলাম যে সেও প্রকৃতপক্ষে আমার মত করেই বুঝতে পেরেছিল। আরাম পাচ্ছিলাম যে এই সবকিছু তার কাছে একটা সেন্স তৈরি করছিল। যেকোন মুল্যে সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল না যে আমি উন্মত্ত। সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন...সে আমাকে ভালবাসে।

'আমি শুধুমাত্র একটি কণ্ঠস্বরই শুনতে পেতাম।' আমি সংশোধন করে দিলাম।

সে হাসল, তারপর আমাকে আরো শক্ত করে কাছে টেনে নিল তার ডানদিকে এবং আমাকে সামনের দিকে যেতে দিল।

'আমি শুধু এটা নিয়ে তোমার সাথে একটু রসিকতা করছিলাম।' সে গতিপূর্ণভাবে তার হাত বাড়াল অন্ধকারের দিকে আমাদের সামনে যখন আমরা হাঁটছিলাম। সেখানে কিছু একটা বিবর্ণ এবং অস্বস্তিকর কিছু ছিল। সেই বাড়িতে। আমি বুঝতে পারছিলাম 'এটা কোনো ব্যাপার নয় নিদেনপক্ষে তারা সেটা নিয়ে কি বলল।'

'এটা তাদের ওপর এখনও কাজ করেছে।'

সে কাঁধ ঝাঁকাল।

সে আমাকে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সামনের খোলা দরজার দিকে নিয়ে গেল সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়ির দিকে। আলো জ্বেলে দিল। রুমটা সেরকমই ছিল যেমনটি আমি মনে করতে পারছিলাম। সেই পিয়োনোটা এবং সেই সাদা কোচ এবং সেই বিবর্ণ জঘন্য সিঁড়ি। কোনো ধুলোও নেই। কোনো সাদা কাপড় বিছানো নেই।

এ্যাডওয়ার্ড এমন স্বরে নাম ধরে ডাকতে লাগল যেমনটি আমরা কথোপকথনের সময় বলে থাকি। 'কার্লিসল? এসমে? রোসালি? এমেট? জেসপার? এলিস?' তারা শুনতে পেতে পারে।

কার্ল হঠাৎ আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। এমনভাবে যেন তিনি সেখানে আগে থেকেই ছিলেন। 'শুভ হোক এই ফিরে আসা, বেলা।' সে হাসল। 'আমরা আজ সকালে তোমার জন্য কি করতে পারি? আমি কল্পনা করছি, এই রকম সময়ে এটা কোন পুরোপুরি সামাজিকভাবে দেখাশোনা করার সময় নই।

আমি মাথা নোয়ালাম। 'আমি এই মুহূর্তে সবার সাথে একবারের জন্য কিছু বলতে

চাই। যদি সবকিছু ঠিক থাকে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা সম্বন্ধে।

আমি যখন কথা বলছিলাম তখন এ্যাডওয়ার্ডের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কিন্তু চকিতে দেখে নিলাম। তার অভিব্যক্তি সংকটপুর্ণ। কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়া। যখন কার্লের দিকে ফিরে তাকালাম, সেও এ্যাডওয়ার্ডের দিকেই তাকাচ্ছিল।

'অবশ্যই।' কার্লিসলে বললেন, 'আমরা কেন অন্য রুমে বসে কথা বলছি না?

কার্ল উজ্বল আলোকিত লিভিংরুমের দিকে মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। ডাইনিং রুমের কোণা ঘুরে চলে যাওয়ার সময় লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। দেয়ালগুলো সাদা। সিলিং অনেক উঁচুতে। সেটাও লিভিং রুমের মত। সেই রুমের কেন্দ্রবিন্দুতে একেবারে মাঝামাঝি একটা বিশাল ডিম্বাকৃতির টেবিল এবং তার চারধার দিয়ে সাজানো আটটা চেয়ার। কার্ল মাথার দিকের একটা চেয়ার টেনে দিলেন আমাকে বসার জন্য।

আমি এর আগে কখনও দেখিনি যে কুলিনরা এরকমভাবে ডাইনিং টেবিল ব্যবহার করে। এটা কেবলমাত্র লোক দেখানো। তারা বাড়িতে কোন খাওয়া দাওয়া করে না।

যত তাড়াতাড়ি আমি চেয়ারে বসার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম আমি দেখলাম যে আমরা একাকী নই। এসমে এ্যাডওয়ার্ডকে অনুসরণ করছে। তার পিছনে পরিবারের বাকি সবাই আসায় রুমটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

কার্ল আমার ডানপাশের চেয়ারে বসলেন। এ্যাডওয়ার্ড বামপাশে। প্রত্যেকেই নিঃশব্দে তাদের আসন গ্রহণ করল। এলিস আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচি দিল। এরই মধ্যে সে তার জায়গায় বসে গেছে। এমেট এবং জেসপার বেশ কৌতুহলের সাথে দেখা দিল। রোসালি একটু শংকাপূর্ণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমার প্রতি উত্তরের হাসিটা শুধুমাত্র ভীতিকর। সেটাই কিছুক্ষণ পর ঠিক হতে চলেছে।

কার্ল আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল। 'তোমারই বলার পালা।'

আমি ঢোক গিললাম। তাদের এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা আমাকে দুর্বল করে ফেলল। এ্যাডওয়ার্ড টেবিলের তলা দিয়ে আমার হাত টেনে নিল। আমি সেটা ধরে রাখলাম; কিন্তু সে অন্যদেরকে লক্ষ্য করছিল। তার মুখ হঠাৎ করে হিংস্র হয়ে উঠল।

'বেশ।' আমি থামলাম। 'আমি আশা করছি যে এরই মধ্যে এলিস আপনাদেরকে সবকিছু বলে যেটা ভলতেরায় ঘটে গেছে?

'সবকিছুই।' এলিস আমাকে নিশ্চিত করল।

আমি তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। 'এবং পথের ব্যাপারটা?'

'সেটাও।' সে মাথা নোয়াল।

'ভাল।' আমি স্বস্তির সাথে নিঃশ্বাস ফেললাম। 'তাহলে আমরা সকলেই এখন একই জায়গায় আছি।'

তারা ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছিল যখন আমি আমার চিন্তাভাবনাকে প্রকাশের জন্য আদেশ দিলাম।

'সুতরাং আমার একটা সমস্যা আছে।' আমি শুরু করলাম 'এলিস প্রতিজ্ঞা

করেছিল, ভলতেরাতে আমি আপনাদের একজন হতে যাচ্ছি। তারা পাঠাতে যাচ্ছে কোন একজনকে সেটা পরখ করার জন্য এবং আমি নিশ্চিত যে সেটা খারাপ জিনিস- এমন কিছু একটা যেটা এড়াতে হয়।

'এবং সুতরাং এখন এইটার ভেতরে আপনার সবাই জড়িত আছেন। আমি সেটার জন্য দুঃখিত।' আমি তাদের সবার সুন্দর মুখের দিকে তাকালাম। সেই সুন্দর মুখগুলো শেষবারের মত।

এ্যাডওয়ার্ডের মুখ নিচের দিকে ঝুলে পড়ল ভেঙচানোর কারণে। 'কিন্তু, যদি তুমি আমাকে না চাও, তাহলে আমি নিজেকে জোর করে তোমার উপর চাপিয়ে দেব না। যেখানে এলিসের ইচ্ছে আছে কি নেই সেটা কোন ব্যাপার নয়।

এসমে কথা বলার জন্য তার মুখ খুলতে গেল কিন্তু আমি একটা আঙুল তুললাম তার মুখ বন্ধ করার জন্য।

'দয়া করে আমাকে শেষ করতে দিন। আপনারা সকলে জানেন আমি কি চাই। আমি নিশ্চিত যে আপনি জানেন এ্যাডওয়ার্ড কি চিন্তা করছে। আমি মনে করি একমাত্র সঠিক ভাল পথ হলো একটা সিদ্ধান্তে এসে সবাই একটা করে ভোট দিবে। যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন আপনি আমাকে চান না, তাহলে... আমি অনুমান করব আমি একাকী ইতালিতে চলে যাব। আমি তাদেরকে এখানে আসতে দিতে পারি না।' আমার কপাল কুঁচকে গেল যখন আমি সেটা বলতে গেলাম।

এ্যাডওয়ার্ডের বুকের ভেতর দিয়ে গোঙানির মত একটা শব্দ ভেসে আসতে লাগল। আমি সেটাকে অবজ্ঞা করলাম।

'সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে, তারপর, আমি আপনাদের কাউকে আর বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাই না যে কোন পথে। আমি চাই আপনারা ভোট করবেন হ্যাঁ অথবা না। আমার ভ্যাম্পায়ার হওয়ার ব্যাপারে।'

আমি শেষ শব্দটা বলার সময় হালকা হাসি দিলাম। অনুমান করলাম এখন কার্ল কথা বলা শুরু করবেন।

'জাস্ট এক মিনিট।' এ্যাডওয়ার্ড বাধা দিল।

আমি তার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইলাম। সে তার ভ্রু আমার দিকে উঁচু করল। আমার হাতে চাপ দিতে শুরু করল।

'ভোট শুরু হওয়ার আগে আমার কিছু একটা যোগ করার আছে ।

আমি নিঃশ্বাস নিলাম।

'যে বিপদ সম্বন্ধে বেলা উদ্ধৃতি দিচ্ছে' সে বলে চলল 'আমি মনে করি না সেটা নিয়ে আমাদের অতিরিক্ত উদ্বিগ্নতার কিছু আছে।'

তার অভিব্যক্তি অনেক বেশি চিত্রাপিত মনে হলো। সে তার মুক্ত হাত টেবিলের উপর রাখল এবং সমিনের দিকে ঝুকে গেল।

'তুমি দেখেছো।' সে ব্যাখ্যা করল, টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল যখন সে কথা বলতে শুরু করল। 'সেখানে একটা কারণের চেয়ে অনেক বেশি কারণ আছে, কেন আমি একবারে শেষ মুহূর্তে এ্যারোর সাথে হ্যান্ডশেক করতে চাইনি। সেখানে কিছু

একটা ছিল যেটা তারা চিন্তা করছিল না। আমি তাদেরকে কোন ক্লু দিতে চাইনি।' সে গুঙিয়ে উঠল।

'সেটা কোনটা ছিল?' এলিস বলল। আমি নিশ্চিত আমার অভিব্যক্তি যে কিছুটা হলো এড়ানো দৃষ্টিতে পড়লাম।

'ভলতুরিতে সে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী এবং খুব ভাল কারণে। যখন তারা সিদ্ধান্ত নিল কাউকে খুঁজে নেয়ার, সেটা সত্যিই কোন সমস্যা ছিল না। তুমি কি দিমিত্রিকে মনে করতে পার?' সে আমার দিকে তাকাল।

আমি কাঁপতে লাগলাম। সে সেটাকে হ্যাঁ ধরে নিল।

'সে লোক খুঁজে নেয়। সেটাই তার মেধা। কেন তারা তাকে ধরে রাখে।'

'এখন, সমস্ত সময় আমরা ছিলাম তাদের যে কোন একজন। আমি তাদের মস্তিষ্কে এমন কিছু বপন করেছিলাম যেটায় আমাদের এতবেশি তথ্য সম্ভব। সুতরাং আমি দেখেছিলাম দিমিত্রি কীভাবে তার মেধা কাজ করে। সে একজন অনুসন্ধানী ট্রাকার— একজন ট্রাকার, একহাজার গুণ বেশি প্রকৃতি প্রদত্ত জেমসের চেয়ে। তার সমর্থ হারিয়েছিল সম্পর্কহীন কি করতে পারে। অথবা কীভাবে এ্যারো কি করেছিল। সে ধরেছিল... পক্ষে? আমি জানি না সেটা কীভাবে ব্যাখ্যা করব.. দি টেনর..অথবা কোন একজনের মনে এবং তারপর সে সেটা অনুসরণ করেছিল। এটা কাজ করে এই দূরত্ব উপর নির্ভর করে।

'কিন্তু এ্যারোর সেই ছোট্ট অভিজ্ঞতার পর, বেশ...' এ্যাডওয়ার্ড কাঁধ ঝাকাল।

'তুমি মনে করো সে আমাকে খুঁজে পেতে সমর্থ হবে না।' আমি নিরুত্তাপভাবে বললাম।

সে মাথা নাড়াল। আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত। সে সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে ব্যাপারটা বুঝেছে। যখন এটা তোমার উপর কাজ করবে না তাহলে তারা অন্ধের মত হয়ে যাবে।

'এবং কীভাবে সেটাকে যে কোন কিছুকে সমাধান করবে?

'শান্ত সুস্পষ্টভাবে। এলিস সমর্থ হবে তাদের বলবে যখন তাদের একটা ভিজিটের পরিকল্পনা থাকবে। এবং আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখব। তারা তখন অসহায় হয়ে যাবে।' সে বলল একটা অন্যরকম আনন্দের সাথে। 'এটা এমন হবে যে বিশাল খড়ের গাদায় এক টুকরো নির্দিষ্ট খড় খোঁজা।

সে এবং এমেট নিজেদের মধ্যে চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করে হাসল।

সেটা আমার কাছে কোন যুক্তি তৈরি হলো না। 'কিন্তু তারা তোমাকে খুঁজে পাবে।' আমি তাকে সেটা স্মরণ করিয়ে দিলাম।

'এবং আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি।

এমেট হাসল। তার ভাইয়ের কাছে টেবিলে এগিয়ে গেল। মুষ্টি বিনিময় করল।

'অসম্ভব সুন্দর পরিকল্পনা আমার ভাই।'

এ্যাডওয়ার্ড তার হাত প্রসারিত করল এমেটের মুষ্টিতে আঘাত করতে।

'না।' রোসালি হিসহিসিয়ে উঠল।

'আসলেই নয়।' আমি সিদ্ধান্ত নিলাম।

'সুন্দর।' জেসপারের কণ্ঠস্বর প্রশংসাসূচক।

''ইডিয়ট।' এলিস বিড়বিড় করে বলল।

এসমে শুধু এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি চেয়ারে সোজা হয়ে রইলাম। সেদিকে তাকিয়ে ছিলাম। এটাই ছিল আমার মিটিং।

'ঠিক আছে। তারপর। এ্যাডওয়ার্ড একটা বিকল্প অফার করেছে তোমার জন্য এটা কনসিডার করার জন্য।' আমি ঠাণ্ডা স্বরে বললাম 'এখন ভোট হোক।'

আমি এবার সরাসরি এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকালাম। এটাই ভাল যে এই পথে তার মতামতটাও নেয়া যাবে। 'তুমি কি আমি তোমার পরিবারে যোগ দেই সেটা চাও?

তার চোখ কঠিন হয়ে গেল এবং সেখানে অন্ধকার। 'এই পথে নয়। তুমি মানবী হিসাবে থাকবে।'

আমি একবার মাথা নোয়ালাম। আমার মুখটাকে ব্যবসায়ীর মত করে রাখলাম। তারপর নড়লাম।

'এলিস?'

'হ্যাঁ।'

'জেসপার?'

'হ্যাঁ।' সে বলল। কণ্ঠস্বর কবরের মত নিরব। আমি কিছুটা বিস্মিত হলাম। আমি তার ভোটের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু আমি আমার প্রতিক্রিয়া চেপে রাখলাম এবং নাড়লাম।

'রোসালি?'

সে দ্বিধান্বিত হল। সে তার নিচের ঠোঁট মৃদু মৃদু কামড়াতে লাগল। 'না।'

আমি আমার মুখের অভিব্যক্তি শূন্য রাখলাম। খুব ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালাম। কিন্তু সে তার দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরল। তালুও সামনের দিকে।

'আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও।' সে অনুমতি চাইল। 'আমি এটা মোটেই বোঝাতে চাইনি যে বোন হিসাবে তোমাকে পেতে আমার ভেতরে কোন সংকোচ আছে। এটা শুধুমাত্র এই যে...এটা এমন নয় যে এই জীবন আমি নিজেই আমার নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছি। আমি আশা করছি সেখানে আমার মত আর কেউ থাকবে সে আমার জন্যই না ভোট দেবে।

আমি ধীরে ধীরে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। তারপর এমেটের দিকে ঘুরলাম।

'গোল্লাও যাও। হ্যাঁ।' সে মুখ ভেংচাল। 'আমরা দিমিত্রির সাথে লড়াইয়ের জন্য অন্য কোন উপায় খুঁজে পেতে পারি।

আমি তখনও উদ্বিগ্নতার সাথে তাকিয়ে ছিলাম যখন আমি এসমের দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ। অবশ্যই বেলা। আমি এরই মধ্যে তোমাকে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হিসাবেই ভেবে নিয়েছি।

'ধন্যবাদ এসমে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম যখন আমি কার্লিসলের দিকে ঘুরলাম।

আমি হঠাৎ করে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়লাম। আশা করছি আমার তার ভোটটাই আগে নেয়া উচিত ছিল। আমি নিশ্চিত যে এটাই সেই ভোট যেটার উপর অনেককিছু নির্ভর করছে। এই ভোটটাই আমি সবচেয়ে বেশি গণনা করব অন্য যেকোন বৃহত্তম ভোটের চেয়ে।

কার্ল আমার দিকে তাকালেন না।

'এ্যাডওয়ার্ড।' তিনি বললেন।

'না।' এ্যাডওয়ার্ড গুঙিয়ে উঠল। তার চোয়ালে শক্ত হয়ে গেল। সে তার ঠোঁট দাঁত দিয়ে কাঁমড়ে ধরল।

'এটাই একমাত্র উপায় যেটা কোন সেন্স তৈরি করে।' কার্ল জোর দিলেন। 'তুমি পছন্দ করতে পার না তাকে ছাড়া তোমার জীবন। এবং সেখানে আমাকে কোন পছন্দের সুযোগ দেয় না।'

এ্যাডওয়ার্ড আমার হাত ছেড়ে দিল। টেবিল থেকেও উঠে পড়ল। তার নিঃশ্বাস গোঙানির মত হয়ে যেতেই রুম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

'আমি অনুমান করছি তুমি জানো আমার ভোট কি হবে।' কার্ল শ্বাস নিলেন।

আমি তখনও এ্যাডওয়ার্ডের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। 'ধন্যবাদ।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

পাশের রুম থেকে আমাদের সবার কানে এ্যাডওয়ার্ডের প্রতিক্রিয়া প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

'এটাই সবকিছু যেটা আমার দরকার ছিল। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমাকে এখানে রাখতে চাওয়ার জন্য। আমিও একই রকম অনুভব করি আমার মধ্যে আপনাদের সবার মতই।' আমার কণ্ঠস্বর শেষের দিকে বাষ্পরুদ্ধ হয়ে যেতে লাগল আবেগে।

এসমে দ্রুত আমার পাশে চলে এল। তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

'লক্ষ্মীসোনা আমার, বেলা।' সে নিঃশ্বাস নিল।

আমি প্রতি উত্তরে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আমি চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেলাম, রোসালির টেবিলের নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি অনুভব করলাম যে আমার কথাগুলো দুইভাবে সবাইকে একত্রিত করেছে।

'বেশ, এলিস।' আমি বললাম যখন এসমে আমাকে ছেড়ে দিল। 'তুমি কোথা থেকে এটা করতে চাও?

এলিস আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ জোড়া ভয়ে বড় বড় হয়ে গেল।

'না! না! না!' এ্যাডওয়ার্ড গর্জন করে উঠল। আবার রুমের ভেতরে ফিরে এসেছে। আমি পলক ফেলার আগেই সে আমার মুখের উপর চলে এল। আমার সামনে নতজানু হলো। তার অভিব্যক্তি রাগে অন্যরকম হয়ে গেল। 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?' সে চিৎকার করে উঠল। 'তুমি কি সম্প্রতি তোমার মনকে হারিয়ে ফেলেছো?

আমি কুঁকড়ে গেলাম। আমার হাত আমার কানের উপর।

'হুম বেলা।' এলিস উদ্বিগ্নস্বরে নাক গলাল। 'আমি মনে করি না আমি এখনও এটার জন্য প্রস্তুত। আমার প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় দরকার...

'তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম। এ্যাডওয়ার্ডের হাতের দিকে তাকালাম।

'আমি জানি, কিন্তু...সিরিয়াসলি বেলা! আমার কোন ধারণাই নেই যে কীভাবে তোমাকে না মারা যায়।

'তুমি সেটা করতে পার।' আমি উৎসাহ দিলাম। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

এ্যাডওয়ার্ড রাগে গোঙাতে লাগল।

এলিস তার মাথা দ্রুত দুদিকে নাড়তে লাগল। তাকে আতংকিত দেখাচ্ছে।

'কার্ল?' আমি ঘুরে তার দিকে তাকালাম।

এ্যাডওয়ার্ড তার হাত দিয়ে আমার মুখ তুলে ধরল। জোর করে তার দিকে তাকাতে বাধ্য করল। তার অন্যহাত বাইরের দিকে। কার্লের দিকে নিষেধের ভঙ্গিতে তালু ফেরানো।

কার্লিসল সেটা অগাহ্য করলেন। 'আমি সেটা করতে সমর্থ।' তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আমি আশা করছি আমি তার অনুভূতি দেখতে পেয়েছি। 'তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোন বিপদে পড়বে না ।

'সেটা ভাল শোনাচ্ছে।' আমি আশা করছিলাম তিনি সেটা বুঝতে পারবেন। পরিষ্কারভাবে কথা বলা খুবই কঠিন যেভাবে এ্যাডওয়ার্ড আমার চোয়াল চেপে ধরে রেখেছে।

'ধরে রাখ।' এ্যাডওয়ার্ড দাঁত কিড়মিড় করে বলল। 'এটা এখন হতে পারে না।

'সেখানে কোন কারণ নেই এটার জন্য এখনও না হওয়ার জন্য।' আমি বললাম, কথাগুলো আমার ভেতর থেকে অস্থিরভাবে বেরিয়ে এল।

'আমি খুব কমই কিছু ভাবতে পারছি।

'অবশ্যই তুমি তা পারো।' আমি তিক্ত স্বরে বললাম 'এখন আমাকে যেতে দাও।'

সে আমার মুখ মুক্ত করে দিল। তার দুহাত বুকের উপর আড় করে দিল। 'আর দুই ঘণ্টার মধ্যেই চার্লি তোমাকে খোঁজার জন্য এখানে আসবে। আমি এখানে এই ব্যাপারে কোন মতেই পুলিশের হস্তক্ষেপের ভেতরে যেতে দিতে পারি না।

'তাদের তিনজনকেই।' কিন্তু আমি ভ্রু কুঁচকালাম।

এটাই সবসময়েই সবচেয়ে কঠিন অংশ। চার্লি। রেনে। এখন জ্যাকবও। এইসব মানুষ যাদেরকে আমি হারাব, এইসব মানুষকে যারা দুঃখ পাবে। আমি আশা করছি সেখানে কোন একটা উপায় থাকবে যে শুধুই আমিই কষ্ট পাব। কিন্তু আমি জানি সেটা অসম্ভব।

একই সময়ে, আমি মানবী হিসাবে তাদেরকে আরো অনেক বেশি কষ্ট দিচ্ছি। আঘাত দিচ্ছি। আমার কারণে চার্লিকে একের পর এক বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছি। জ্যাকবকে সবচেয়ে খারাপ বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি। সে তার শত্রুদের সাথে

জীবন মরণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। আর সে তার জমি প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। এবং রেনে—আমি এমনকি আমার নিজের মাকেও দেখতে যেতে পারি না আমার নিজের কারণেই যে আমি তার জন্য মৃত্যুর মত সমস্যা নিয়ে আসতে পারি আমার সাথেই।

আমি একজন বিপদ আনয়নকারী। আমি সেটা নিজের জন্য নিজের জীবনে গ্রহণ করেছি।

এইসব গ্রহণ করার পর, আমি জানি আমার নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ্য অর্জন করেছি। যাকে আমি ভালবাসি তাকে রক্ষা করতে পেরেছি। এমনকি যদি সেটার মানে হয় আমি তাদের সাথে থাকতে পারি না। আমার আরো শক্ত হতে হবে।

'কিসের কারণে এই আগ্রহ,' এ্যাডওয়ার্ড বলল, এখনও সে আগের মতই তার দাঁত কিড়মিড় করছে, কিন্তু এখন কার্লের দিকে তাকাচ্ছে, 'আমি উপদেশ দিব আমরা এখন এই কথোপকথন বন্ধ করে দেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না বেলা অন্তত পক্ষে হাইস্কুলের পাঠ চুকায়। এবং চার্লির বাড়ি থেকে বেরিয়ে না আসে।

'সেটা খুবই যুক্তিপূর্ণ অনুরোধ বেলা।' কার্ল সেটার দিকে নির্দেশ করলেন।

আমি আজ সকালে চার্লের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলাম যখন সে আজ সকালে জেগে উঠবে। যদি— সর্বোপরি এই জীবনের পরে তাকে গত সপ্তাহে হ্যারিকে হারাতে হয়েছে। তারপর যদি আমার এই অব্যাখ্যাত উধাও হয়ে যাওয়ার উপরে রাখি— সে আমার বিছানাকে খালি দেখবে। চার্লি তার চেয়ে অনেক বেশি আশা করে আছে। এটা শুধু মাত্র আরেকটু বেশি সময়ের ব্যাপার। আমার গ্রাজুয়েশন খুব বেশি দূরে নয়..

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম 'আমি এটা বিবেচনা করে দেখব।

এ্যাডওয়ার্ড সহজ হলো। তার শক্ত চোয়াল স্বাভাবিক অবস্থায় এল।

'আমি সম্ভবত তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাব।' সে বলল, আগের চেয়ে অনেক শান্ত এখন। কিন্তু এখনও খুব ব্যস্ততা দেখাচ্ছে আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। 'শুধুমাত্র যদি চার্লি এত সকলে ঘুম থেকে উঠে থাকে।

আমি কার্ল দিকে তাকালাম 'গ্রাজুয়েশনের পরে?

'তুমি আমার কথা পেয়ে গেছো।'

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। হাসলাম। এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ঘুরলাম। 'ঠিক আছে তুমি আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পার।

কার্ল আমার কাছে আরো কিছু প্রতিজ্ঞা করার আগেই এ্যাডওয়ার্ড আমাকে টেনে বাড়ি থেকে বের করল। সে আমাকে তার পেছনে করে বের করল। কাজেই আমি দেখার সুযোগ পেলাম না যে বসার ঘরের ভেতরে কি ভাঙল।

এটা বাড়িতে যাওয়ার জন্য একটা শান্ত যাত্রা। আমি নিজেকে বিজয়ী ভাবছিলাম এবং কিছুটা অস্বস্তিতেও ছিলাম। ভয়ও এখনও আছে। অবশ্যই। কিন্তু আমি চেষ্টা করছিলাম সেই অংশ সম্বন্ধে না ভাবতে। এটা আমাকে কোন ভাল কিছু দিল না দুশ্চিন্তা করতে সেই ব্যথা সম্পর্কে। শারীরিক অথবা আবেগগত। সুতরাং আমি সেটার সমর্থ

হলাম না। এমনকি এখনও পর্যন্ত না।

আমরা আমাদের বাড়িতে পৌঁছলাম। এ্যাডওয়ার্ড থামল না। সে দেয়াল বেয়ে উঠে গেল এবং এক সেকেন্ডের মধ্যে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর সে আমার হাত ধরে টেনে তুলল তার গলার কাছ থেকে এবং আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

আমি ভাবলাম খুব সুন্দর ভাল একটা ধারণা আছে সে কি ভাবছে সেটা সম্বন্ধে। কিন্তু তার অনুভূতি আমাকে বিস্মিত করল। রাগে ফেটে না পড়ে, সে বিষয়টা নিয়ে হিসেব নিকেশ করছিল। সে নিঃশব্দে আমার অন্ধকার ঘরটাতে এমাথা ওমাথা হাঁটা চলা করছিল যখন আমি দেখলাম তার সন্দেহবাতিকগ্রস্ততা।

'তুমি যে পরিকল্পনাই আটো না কেন এটা কোন কাজ করবে না।' আমি তাকে বললাম।

'শশ্‌শ্‌। আমি চিন্তাভাবনা করছি।'

'আহ্‌।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। নিজেকে বিছানায় ছুঁড়ে দিলাম এবং আমার মাথার উপর বালিশ টেনে নিলাম।

সেখানে কোন শব্দ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সে সেখানে চলে এল। সে চাদরটা টেনে ফেলে দিল যাতে সে আমাকে দেখতে পায়। সে আমার পাশে শুয়ে পড়ল। তার হাত আমার চুল ব্রাশ করে দিতে লাগল আমার গালের উপর থেকে।

'যদি তুমি কিছু মনে না করো। আমি অনেক ভাল বোধ করব যে তুমি তোমার মুখ লুকিয়ে রাখতে বলো। আমি এটা ছাড়া এত দীর্ঘদিন বেঁচেছি যে আমি আর এটার উপর দাঁড়াতে পারছি না। এখন...আমাকে কিছু একটা বল।

'কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। অনিচ্ছাকৃতভাবে।

'যদি তোমার এই পৃথিবীতে কোন কিছু থেকে থাকে, যে কোন কিছু যাই হোক, সেটা তাহলে কি হতে পারে?

আমি আমার চোখের ভেতরে পলায়ণপরতা দেখতে পেলাম। 'তুমি।

সে অধৈর্যভাবে মাথা নাড়ল। 'কিছু একটা এর মধ্যে তোমার নেই।

আমি নিশ্চিত না সে আমাকে ঠেলে কোন দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সুতরাং আমি চিন্তাভাবনা করতে লাগলাম সর্তকতার সাথে কোন উত্তর দেয়ার আগে। আমি কিছু একটার উপর আছি যার দুইটা সত্য এবং সম্ভবত অসম্ভবও।

'আমি যেটা চাইব...কার্ল এটা করবে না। আমি তোমার কাছে আমাকে পরিবর্তন করে দেয়ার জন্য চাইব।

আমি তার প্রতিক্রিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাবে দেখতে লাগলাম। আশা করেছিলাম আরো অনেক বেশি রাগীভাব যেটা আমি তার বাড়িতে দেখেছিলাম তার চেয়ে। আমি বিস্মিত যে তার অনুভূতি অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হয়নি। এটা এখনও হিসাব কষে চলছে। চিন্তাযুক্তভাবে।

'তুমি সেটার পরিবর্তে কি আশা করছ?'

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমি তার মুখের দিকে

তাকালাম এবং আমার দৃষ্টি ঝাঁপসা হয়ে যেতে লাগল উত্তর দেয়ার আগে। আমি এটা সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করতে পারব।

'যে কোন কিছু।'

সে মুর্ছিতভাবে হাসল। তারপর তার ঠোঁট কামড়ে ধরল। 'পাঁচ বছর?'

আমার মুখ এমনভাবে বেকে গেল অভিব্যক্তির কারণে যে কোন কিছু একটা আছে তার মধ্যে ভয় এবং আনন্দের।

'তুমি বলেছ যেকোন কিছু।' সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, কিন্তু...তুমি দেখে থাকবে সে সময়ের ব্যবহার একটা পথ খুঁজে বের করা। আমি তখনই আঘাত করতে চাই যখন লোহার রড গরম থাকে। পাশাপাশি, এটা শুধু এতটাই বিপজ্জনক একজন মানুষের পক্ষে- আমার জন্য, কমপক্ষে। সুতরাং যেকোন কিছু কিন্তু সেটা বাদে।

সে ভ্রু কুঁচকাল। 'তিন বছর?'

'না!'

'এটা কি তোমার সেই যে কোন কিছুর চেয়ে খারাপ কিছু হয়ে যাচ্ছে না?'

আমি ভাবছিলাম কত বেশি আমি এটা চাই সেটা নিয়ে। সবচেয়ে ভাল একটা অভিব্যক্তি শূন্যমুখ করে থাকা। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এবং তাকে জানতে দিতে চাইনি কীভাবে কত বেশি সেটা ছিল। আমি নিজেকে আরো অনেক বেশি পরিশ্রম দেব। 'ছয় মাস?'

সে তার চোখ ঘুরাল। 'খুব বেশি যথেষ্ট কিছু নয়।'

'একবছর তাহলে।' আমি বললাম 'এটাই আমার সীমানা।'

'কমপক্ষে আমাকে দুই বছর দাও।'

'কোন উপায় নেই। উনিশে আমি কাজ করব। কিন্তু আমি বিশ বছরের কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যাচ্ছি না। যদি তুমি তোমার টিনএজ বয়সে চিরদিনের জন্য থাক তাহলে আমিও সেটা থাকব।'

সে এক মিনিটের জন্য চিন্তা করল। 'ঠিক আছে। সময়ের সীমাবদ্ধতাটা ভূলে যাও। তুমি আমাকে একজনের মত হতে বলছ। তাহলে তুমি শুধু একটা শর্তেই সেটার সাথে দেখা করতে পারবে।'

'শর্ত?' আমার কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ হয়ে গেল। 'কি শর্ত?'

তার চোখে সর্তকতা খেলা করল। সে ধীরে ধীরে কথা বলল 'প্রথমে আমাকে বিয়ে কর।'

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। অপেক্ষা করছিলাম... 'ঠিক আছে। সেটাই তাহলে সেই পাঞ্চ লাইন?

সে নিঃশ্বাস নিল। 'তুমি আমার ইগোতে আঘাত করেছ বেলা। আমি শুধু তোমাকে প্রোপোজ করছি। এবং তুমি ভেবেছো এটা একটা কৌতুকের বিষয়।

'এ্যাডওয়ার্ড, সিরিয়াস হও।

'আমি একশত ভাগ সিরিয়াস।' সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখে

রসিকতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

'ওহ, কাজের কথা এসো।' আমি বললাম, আমার কণ্ঠস্বর হিস্টোরিয়াগ্রস্তের মত শোনাল 'আমি কেবলমাত্র আঠারো বছরের।'

'বেশ, আমি একশত দশ বছরের কাছাকাছি। এখন সময় এসেছে একটা বিষয়ে সেটেল করা।

আমি দূরে তাকালাম। অন্ধকার জানালার বাইরের দিকে। চেষ্টা করছিলাম আতংকটা নিয়ন্ত্রণে রাখার এটা আমাকে পেয়ে বসার আগে।

'দেখ, বিবাহটা আমার গুরুত্বের মোটেই প্রথম দিকে নেই; তুমি সেটা জানো? এটা রেনে এবং চার্লির জন্য এক প্রকার মৃত্যুকে চুম্বন করার মতই।

'খুব মজার শব্দ পছন্দ করেছ তো।'

'তুমি জানো আমি কি বলতে চেয়েছি।'

সে গভীরভাবে শ্বাস নিল। 'দয়া করে আমাকে বলোনো যে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছো।' তার কণ্ঠস্বর অবিশ্বাসে ভরা। আমি বুঝতে পারলাম সে কি বোঝাতে চাচ্ছে।

'প্রকৃতপক্ষে তা নয়।' আমি দ্বিধান্বিত। 'আমি... রেনেকে নিয়ে ভীত। তার সত্যিই কিছু অন্যরকম মতামত আছে তিরিশ বছর হওয়ার আগে বিয়ে করার ব্যাপারে।'

'কারণ সে তোমাকে...তুমি হও একজন...স্বর্গীয় আতঙ্ক বিয়ে করার পরিবর্তে। সে গভীরভাবে হাসল।

'তুমি মনে করো তুমি মজা করছ।'

'বেলা, যদি তুমি সেই প্রতিজ্ঞার কথা, সেই লেভেলের কথা ভাব। বিয়ে এবং তোমার আত্মা একটা ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হওয়ার আগে।' সে মাথা নাড়াল 'যদি তুমি আমাকে বিয়ে করার মত যথেষ্ট সাহসী না হও। তাহলে...'

'বেশ।' আমি বাঁধা দিলাম। 'কি হবে যদি আমি সেটা করি? কি হবে যদি আমি তোমাকে বলি যে এখনই আমাকে ভেগাসে নিয়ে চল? আমি কি তিনদিনের মধ্যে একটা ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হতে পারব?

সে হাসল। অন্ধকারে তার সাদা দাঁত আলোর দ্যুতি ছড়াল 'নিশ্চয়!' সে বলল আমাকে ব্লাফ দেয়ার জন্য 'আমি গাড়ি নিয়ে আসব।

'গোল্লায় যাক।' আমি বিড়বিড় করে বললাম ' আমি তোমাকে আঠারো মাস সময় দেব।

'কোন ডিল নয়।' সে মুখ ভেঙচে বলল, 'আমি এই শর্তটা পছন্দ করছি।'

'বেশ ভাল। যখন আমার গ্রাজুয়েট শেষ হবে তখন আমি কার্লকে পেয়ে যাব।'

'যদি সেইটাই তুমি আসলে চাও।' সে কাঁধ ঝাঁকাল। ওর হাসি স্বর্গীয় দেখাল।

'তুমি একজন অসম্ভব মানুষ।' আমি গুঙিয়ে উঠলাম 'একজন দৈত্য।'

সে হাসল, 'এটাই কি সেই কারণে যে কারণে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না?'

আমি আবার গুঙিয়ে উঠলাম।

সে আমার প্রতি ঝুঁকে পড়ল। তার অন্ধকার চোখ জোড়া আমার দিকে এবং আমার মনোযোগের চেষ্টায় ব্যস্ত। 'প্লিজ বেলা?' সে শ্বাস নিল।

আমি এই মুহূর্তে ভুলে গেলাম কীভাবে নিঃশ্বাস নিতে হয়। যখন আমি সুস্থ হলাম, আমি তাড়াতাড়ি আমার মাথা নাড়লাম। চেষ্টা করছিলাম আমার হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন মনকে পরিষ্কার করতে।

'সেইটা কি আরো বেশি ভাল হবে যদি আমি তোমার জন্য একটা আংটি নিয়ে আসি।'

'না। কোন আংটি নয়!' আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

'এখন তুমি এটা করে ফেলেছো।' সে ফিসফিস করে বলল।

'ওপস।'

'চার্লি জেগে উঠেছে। আমি তার চেয়ে ভাল হয় চলে যাই।' এ্যাডওয়ার্ড চলে যাওয়ার জন্য বলল।

আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয় আছে।

সে আমার অভিব্যক্তি এক সেকেন্ডের মধ্যে বুঝে ফেলল 'এটা কি খুব বেশি শিশুসুলভ হবে যদি আমি তোমার ক্লোজেটের ভেতর লুকিয়ে থাকি, তারপর?

'না।' আমি ফিসফিস করে আগ্রহভরে বললাম, 'থাকো প্লীজ।

এ্যাডওয়ার্ড হাসল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ততক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম যতক্ষণ না বাবা আমাকে খুঁজে রুমে আসে। এ্যাডওয়ার্ড প্রকৃতপক্ষে জানত সে কি করছে। আমি স্বেচ্ছায় বাজি ধরতে রাজি যে এই সমস্ত অসুস্থ অংশ সবই ভালবাসার অংশ, অবশ্যই। আমার এখনও কার্লের অপশনটা আছে। কিন্তু এখন আমি জানি সেখানে একটা সুযোগ আছে যে এ্যাডওয়ার্ড আমার জন্য নিজেকে বদলে ফেলবে।

আমার দরজা শব্দ করে খুলে গেল।

'শুভ সকাল বাবা।'

'ওহ, হেই বেলা।' তিনি এমনভাবে চেঁচালেন যেন আমাকে দেখতে এসে ধরা পড়ার কারণে কিছুটা বিব্রত। 'আমি জানতাম না যে তুমি জেগে আছো।'

'হ্যাঁ। আমি তোমার জেগে উঠার জন্য অপেক্ষা করছিলাম যাতে আমি একটা শাওয়ার নিতে পারি।' আমি উঠতে শুরু করলাম।

'একটু দেরি করো।' চার্লি বলল, আলো জ্বালিয়ে দিল। আমি হঠাৎ আলোয় চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সর্তকতার সাথে ক্লোজেট থেকে নিজের চোখকে দূরে রাখলাম। 'আমাদের আগে এক মিনিট কথা বলতে দাও।'

আমি মুখের গোমড়াভাবটা কোনভাবেই এড়াতে পারলাম না। আমি এলিসকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম একটা ভাল অজুহাতের কথা।

'তুমি জানো, তুমি সমস্যার মধ্যে আছো।'

'হ্যাঁ। আমি জানি।'

'আমি শেষ তিনদিনে উন্মত্তের মত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি হ্যারির শেষকৃত্য সেরে

বাসায় ফিরেছিলাম। তুমি চলে গিয়েছিলে। জ্যাকব শুধু আমাকে বলতে পারল যে তুমি এলিস কুলিনের সাথে চলে গেছো। সেজন্যই সে ভেবেছিল তুমি সমস্যার মধ্যে আছো। তুমি আমার জন্য যোগাযোগের কোন নাম্বার রেখে যাও নি। তুমি কোনরকম কলও করো নি। আমি জানি না কোথায় তুমি অথবা কখন-অথবা যদি—তুমি ফিরে আসো। তোমার কি কোন ধারণা আছে কীভাবে...কীভাবে...' তিনি বাক্যটা শেষ করতে পারলেন না। তিনি গভীরভাবে শ্বাস নিলেন এবং বলে চললেন 'তুমি কি আমাকে একটা কারণ দেখাতে পার কেন আমি তোমাকে এই মুহূর্তে জ্যাকসনভিলে পাঠাবো না?'

আমার চোখ সরু হয়ে গেল। তো এইটাই তাহলে সেই হুমকি হতে যাচ্ছে। তাই নয় কি? দুজনে এই খেলা খেলছে। আমি উঠে বসলাম। আমার চারদিকে চাদর টেনে নিলাম। 'কারণ আমি যেতে চাই না।'

'এখন শুধুমাত্র এক মিনিট, ইয়াং লেডি—'

'দেখ বাবা। আমি আমার কাজের জন্য পুরোপুরি সব দায়দায়িত্ব স্বীকার করছি। তোমার এই অধিকার আছে আমাকে শাস্তি দেয়ার যেটা তুমি চাও। আমি আরো করব সকল সাংসারিক ছোট কাজ, ধোয়ামোছা, লন্ড্রির কাজ, ডিশ ধোয়া যতক্ষণ না তোমার মনে হয় আমার শিক্ষা হয়নি। এবং আমি অনুমান করছি তোমার সে অধিকার আছে যদি তুমি আমাকে এখন থেকে বেরও করে দাও-কিন্তু সেটা আমাকে কোনভাবে ফ্লোরিডায় নিয়ে যেতে পারে না।

তার মুখ টকটকে লালে রুপান্তরিত হলো। তিনি উত্তর দেয়ার আগে ছোট ছোট করে কয়েকবার শ্বাস নিলেন।

'তুমি কি সেটার ব্যাখ্যা করবে এখন তুমি সেখানে কোথায় ছিলে?

'ওহ, সেখানে...একটা জরুরি ব্যাপার ছিল।'

তিনি ভ্রু উপরে তুললেন আমার এই অভূতপুর্ব উত্তর ও ব্যাখ্যা শুনে।

আমার দুগাল চোখের পানিতে ভিজে গেল। তারপর এটা আমি সেইভাবে যেতে দিলাম। 'আমি জানি না তোমাকে আমি কি বলব বাবা। এটা পুরোটাই একটা ভুল বোঝাবুঝি বাবা। সে বলেছিল। এটা আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে।

তিনি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'দেখ, এলিস রোসালিকে আমার সম্বন্ধে বলেছিল আমি ক্লিপ থেকে লাফ দিয়ে পড়েছি...' আমি উন্মত্তর মত কাঁপতে লাগলাম এই কথা বলতে যেয়ে, এটা সত্য, এত কাছাকাছি যে আমার অজুহাত এই ক্ষেত্রে কেন জানি অনেকটা নিচুলয়ে চলে যাবে যেটা মিথ্যের মত শোনাবে। কিন্তু আমি চলে যাবার আগে, চার্লির অনুভূতি আমাকে মনে করিয়ে দিল যে সে ক্লিফের ব্যাপারে কোন কিছুই জানে না।

বড়ধরনের সমস্যা। যদি আমি এখনও এটার মুখোমুখি নই।

'আমি অনুমান করছি আমি তোমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলি নি।' আমি ঢোক গিললাম। 'এটা কিছুই না। শুধু সবকিছু জট পাকানো। জ্যাকবের সাথে সাঁতার কাঁটা। যাইহোক, রোসালি এ্যাডওয়ার্ডকে বলেছিল এটা এবং সে বেশ আপসেট হয়ে

গিয়েছিল। সে দুর্ঘটনাক্রমে এটা ভেবে নিয়েছিল যে আমি হয়তো নিজেকে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছিলাম। অথবা এই জাতীয় কিছু একটা। সে এমনকি তার ফোনেরও উত্তর দিতে পারে নি। সে কারণে এলিস আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল...লস এঞ্জেলসে..সেটা মুখোমুখি ব্যাখ্যা করতে।' আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। বেপরোয়াভাবে আশা করছিলাম যে সে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না যে আমি যে অসাধারণ ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করেছি সেটা সে বুঝতে অসমর্থ হবে।

চার্লির মুখ থমথম করছিল। 'তুমি কি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলে বেলা?'

'না। অবশ্যই না। শুধু মাত্র জ্যাকবের সাথে মজা করছিলাম। ক্লিফ ডাইভিংয়ে। লা পুশের ছেলেরা এটা প্রায় সবসময়ই করে থাকে। আমি যেমনটি বলেছি। এটা কিছুই না।

চার্লির মুখ শীতল কঠিন থেকে ধীরে ধীরে উপস্ত হতে লাগল রাগে। 'যাই হোক এ্যাডওয়ার্ড কুলিনের ব্যাপারটা কি?' সে চেঁচিয়ে উঠল। 'সব সময়েই সে তোমাকে ছেড়ে চলে যায় কোন রকম কথা না বলেই-

আমি তাকে বাঁধা দিলাম 'আরেকটা ভুল বোঝাবুঝি।

তার মুখে আবার রাগ খেলে গেল। 'তো সে কি তারপর ফিরে এসেছে?

'আমি নিশ্চিত নই যে তাদের সঠিক পরিকল্পনাটা কি? আমি মনে করি তারা সবাই এসেছে।

তিনি দুদিকে মাথা নাড়লেন। তার কপালের দুপাশের রগ দপদপ করছে। 'আমি চাই তুমি তার থেকে দূরে থাক, বেলা। আমি তাকে বিশ্বাস করি না। সে তোমার জন্য ক্ষতিকারক। আমি আবার আগের মত তোমার জীবনটা নিয়ে তাকে ছিনিমিনি খেলতে দিতে পারি না।

'খুব ভাল।' আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম।

চার্লি তার পায়ে শব্দ তুললেন। 'ওহ।' তিনি এক সেকেন্ডের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, জোরে জোরে বিস্ময়ের সাথে শ্বাস নিলেন। 'আমি ভাবছি যে তুমি দিন দিন অনেক জটিল হয়ে পড়ছো।

'আমি তাই।' আমি সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। 'আমি বুঝাতে চাই ভাল, আমি চলে যাব।

তার চোখ জ্বলে উঠল। তার মুখ রক্তিম হয়ে গেল। আমার এই প্রতি উত্তর তার স্বাস্থ্যের উপর দিয়ে বয়ে গেল। তিনি হ্যারির চেয়ে কোন ক্রমেই কম বয়স্ক নন।

'বাবা। আমি মোটেই এখান থেকে চলে যেতে চাই না।' আমি নরম স্বরে বললাম। 'আমি তোমাকে ভালবাসি বাবা। আমি জানি তুমি দুশ্চিন্তা করছো। কিন্তু তোমাকে আমাকে এই ব্যাপারে বিশ্বাস করতে হবে। এবং তোমাকে এ্যাডওয়ার্ডের প্রতি সহজ হতে হবে যদি তুমি চাও আমি এখানে থাকি। তুমি কি চাও আমি এখানে থাকি অথবা চলে যাই?

'সেটা সঠিক নয় বেলা। তুমি জানো আমি চাই তুমি এখানে থাকো।'

'তাহলে এ্যাডওয়ার্ডের প্রতি ভাল আচরণ করো। কারণ আমি যেখানে যাব সে

সেইখানে যাবে।' আমি এটা আত্মবিশ্বাসের সাথেই বললাম। আমার এই স্বীকারোক্তি এখনও খুব শক্তিশালী।

'আমার ছাদের নিচে নয়।' চার্লি ঝড়ের গতিতে বললেন।

আমি গভীরভাবে একটা শ্বাস নিলাম। 'দেখ, আমি আজ রাতে আর তোমাকে কোন অতিরিক্ত চরম হুমকি দিতে চাচ্ছি না। অথবা আমি মনে করছি এখন সকাল হয়ে গেছে। শুধু এটা নিয়ে কয়েকটা দিন চিন্তা ভাবনা করো, ঠিক আছে? কিন্তু এটা মনে রেখো যে এ্যাডওয়ার্ড ও আমার মধ্যে এক প্রকারের প্যাকেজ ডিল হয়ে গেছে।'

'বেলা—'

আমি জোর দিয়ে বললাম, 'তুমি যখন এটা করতেই চাচ্ছ, তুমি কি আমাকে কিছুটা প্রাইভেসী দেবে? আমার সত্যিই একটা শাওয়ার নেয়া প্রয়োজন।'

চার্লির মুখ হঠাৎ করে গভীর গোলাপি বর্ণ হয়ে গেল কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমার পেছনে জোরে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি সিঁড়িতে তার রাগি পদক্ষেপ শুনতে পেলাম।

আমি চাঁদর ছুড়ে দিলাম। এ্যাডওয়ার্ড এখনও এখানে। সে রকিং চেয়ারে এমনভাবে বসে আছে যেন সে বসে বসে আমাদের দুজনের সমস্ত কথোপকথন শুনে নিয়েছে।

'এটার জন্য দুঃখিত।' আমি ফিসফিস করে বললাম।

'যদি আমি এটার চেয়ে খারাপ কিছু আশা করেছিলাম।' সেও বিড়বিড় করে বলল 'আমার জন্য চার্লির উপর কোন কিছু শুরু করো না দয়া করে।'

'সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না।' আমি শ্বাস নিলাম সেই ফাঁকে আমি বাথরুমের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম এবং একপ্রস্থ পরিষ্কার কাপড়চোপড়ও। 'আমি শুরু করতে যাচ্ছি প্রকৃতপক্ষে যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই। এবং তার চেয়ে একটুও বেশি নয়। অথবা তুমি কি আমাকে বলার চেষ্টা করবে যে এখন আমার কোথায় যাওয়ার আছে?' আমি চোখ বড় বড় করে মিথ্যে সংকেত দেয়ার মত করে বললাম।

'তুমি এমন বাড়িতে যেতে পারো যেখানে ভ্যাম্পায়ারে পরিপূর্ণ?'

'সেটাই সম্ভবত সবচেয়ে নিরাপদ স্থান আমার মত একজনের জন্য। পাশাপাশি...' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'যদি চার্লি আমাকে বের করে দেয়, তাহলে সেখানে আর গ্রাজুয়েশনের সময় সীমার কোন প্রয়োজন নেই, আছে কি?

তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'অনন্ত ধাপ্পাবাজি পাওয়ার জন্য এতটাই উৎসুক্য।' সে বিড়বিড় করে বলল।

'তুমি জানো তুমি সত্যিই সেটা বিশ্বাস করোনা।

'ওহ, আমি কি করি না?' সে বাষ্পিত হলো।

'না, তুমি করো না।'

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল এবং কথা বলতে শুরু করতে যাচ্ছিল। কিন্ত আমি তাকে বাঁধা দিলাম।

'যদি তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো তুমি তোমার আত্মাকে হারিয়েছো, তাহলে যখন

আমি তোমাকে ভলতেরাতে পেলাম, তুমি তাহলে বুঝতে পারতে তাড়াতাড়ি কি ঘটে যাচ্ছে, এটা চিন্তাভাবনা করার পরিবর্তে যে আমরা দুজনেই মারা গেছি। কিন্তু তুমি তা পারো নি- তুমি বলেছিলে বিস্ময়কর। কাল ঠিক ছিলো।' আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম। জয়ী ভঙ্গিতে– 'সেখানে তোমার মধ্যে আশা আছে। সবকিছুর পরেও।

একবারের মত এ্যাডওয়ার্ড কিছুই বলতে পারল না।

'সুতরাং দুজনকেই আশার মধ্যে থাকতে দাও, ঠিক আছে?' আমি উপদেশ দিলাম। 'এটার ব্যাপার কি এটা কোন ব্যাপার নয়। যদি তুমি থাকো, আমার স্বর্গে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

সে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল। কাছে এগিয়ে এসে সে তার আমার মুখের এক পাশে রাখল যখন সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'চিরদিনের জন্য।' সে প্রতিজ্ঞা করল। এখনও কিছুটা কাঁপছে।

'এটাই সবকিছু যেটা আমি জানতে চাইছিলাম।' আমি বললাম। আমার পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়ালাম যাতে আমার ঠোঁট দিয়ে তার ঠোঁটে চুমু খেতে পারি।

পরিশিষ্ট

প্রায় সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এসেছে। সবকিছু ভালর দিকেই।

হাসপাতাল খুব আগ্রহের সাথেই কার্লকে তাদের ওখানে নিল। ক্যালকুলাস পরীক্ষাগুলোকে ধন্যবাদ—যেগুলোকে আমি বাইরে থাকতে মিস করেছিলাম। এলিস এবং এ্যাডওয়ার্ড ভালভাবেই তাদের গ্রাজুয়েট করে ফেলতে লাগল। হঠাৎ করে কলেজ এই বিষয়ে গুরুত্ব দিল। সময় বয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড আমার কাছে এক নতুন ধরনের আবেদন নিয়ে এল। প্রতিদিন কিছু না কিছু আবেদন তার আছেই। সে এর মধ্যে হার্ভাড রুমের ব্যাপারে যোগাযোগ করেছে। এটা তাকে বিরক্ত করল না। আমার কুসংস্কারকে ধন্যবাদ। পেনিনসুলা কমিউনিটি কলেজে পরবর্তী বছর আমরা একত্রে থাকতে পারি।

চার্লি আমার সাথে সুখী নয়। এ্যাডওয়ার্ডের সাথে কথা বলার কারণেও হতে পারে। কিন্তু অন্ততপক্ষে এ্যাডওয়ার্ড এখানে আসার অনুমতি পেয়েছে। আমাদের দেখা করার নির্দিষ্ট সময় বেধে দেয়া হয়েছে। এই বাড়ির ভেতরেই দেখা করতে হবে। আমি শুধুমাত্র এই ব্যাপ্যারটাকে মেনে নিতে পারছি না।

স্কুল আর কাজই হলো একমাত্র আশা করার ব্যাপার। আমার স্কুলের হলুদ বিবর্ণ দেয়ালগুলো আমাকে খুব কমই টানে। আমার ডেস্কে আমার পাশে যে বসে তার কাছ থেকে আমার অনেক বেশি কিছু করে নেয়ার থাকে।

এ্যাডওয়ার্ড বছরের শুরুতেই তার সারা বছরের পরিকল্পনা করে ফেলেছে। যেগুলোর অধিকাংশই আবার আমার ক্লাসে পড়েছে। আমার আচরণ গত ফল সেমিস্টারের মত, কুলিনরা লস এ্যাঞ্জেল চলে যাওয়ার পরের মত। আমার পাশের সিটটা আর কখনও পুরণ হবে না। এমনকি মাইক সবসময়েই আগ্রহী ছিল কোন বিষয়ে সুযোগ নেয়ার। সেও আমার সাথে সব সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে।

এ্যাডওয়ার্ড তার জায়গায় ফিরে এসেছে। দেখে মনে হচ্ছে গত আট মাস শুধুমাত্র একটা বিরক্তিকর দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে।

প্রায় সবকিছুই শান্ত, কিন্তু সব শান্ত নয়। একটা বাড়ি এখনও আবদ্ধ অবস্থায় আছে। একটা জিনিসের জন্য। আমি জ্যাকব ব্লাকের মত সবচেয়ে ভাল বন্ধুর সংগ পাচ্ছি না। তারপরেও আমি তাকে মিস করছি না।

আমার লা পুশে যাওয়ার কোন স্বাধীনতা নেই। জ্যাকব আমাকে দেখতে আসছে না। সে এমনকি আমার ফোনেরও কোন উত্তর দিচ্ছে না।

আমি এই ফোন কলগুলো অধিকাংশই রাতে করি। এ্যাডওয়ার্ড এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে। প্রায় রাত নটার দিকে। গোমড়ামুখো চার্লির ঘুমিয়ে পড়ার পরে আর পিছনের জানালা দিয়ে এ্যাডওয়ার্ডের আমার রুমে ঢুকে পড়ার আগে। আমি সেই সময়টা পছন্দ করেছি আমার সেই নিষ্ফল ফোন কলগুলো করার জন্য। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি

জ্যাকবের নাম উল্লেখ করলে এ্যাডওয়ার্ড অন্যরকম একটা মুখ করে থাকে। সে সেটা পছন্দ করে না। চিন্তিতভাবে তাকায়...হতে পারে এমনকি রাগান্বিত থাকে। আমি অনুমান করছি হয়তো নেকড়েমানবদের ব্যাপারে তার কোন পুর্ব কুসংস্কার আছে। যদিও জ্যাকব যেরকম জোর গলায় ওই 'রক্তচোষাদের' বিরুদ্ধে বলে সে সেরকম বলে না।

সুতরাং আমি জ্যাকবের নাম খুব একটা উল্লেখ করি না।

এ্যাডওয়ার্ড আমার কাছাকাছি থাকলে অসুখী থাকার কোন কারণ থাকে না। এমনকি আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধুর ব্যাপারে, যে এখন এই মুহূর্তে সম্ভবত খুবই অসুখী, আমারই কারণে। যখন আমি জ্যাকবের কথা চিন্তা করি. আমি সবসময় নিজেকে দোষী ভাবি। তার বিষয়ে আর না ভাবার জন্য খারাপ লাগে।

সেই রুপকথার গল্পটা ফিরে এসেছে। রাজপুত্র ফিরে এসেছে। খারাপ কুহক কেটে গেছে। আমি নিশ্চিত নই প্রকৃতপক্ষে তার পরে আর কি করার আছে। সেই অমীমাংসিত চরিত্র নিয়ে। কোথায় তার সেই চিরদিনের জন্য সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকা?

সপ্তাহ যায় এবং জ্যাকব এখনও আমার ফোন কলের কোন উত্তর দেয় না। এটা বিরতিহীন দুশ্চিন্তার মত হয়ে দাঁড়াল। এমনটা যেন আমার চোখের সামনের একটা পর্দা যেটাকে আমি কোন মতেই অবহেলা করতে পারি না। জ্যাকব! জ্যাকব! জ্যাকব!

যদিও আমি খুব বেশি জ্যাকবের কথা উল্লেখ করি না, মাঝে মাঝে আমার হতাশা এবং উদ্বিগ্নতা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

'এটা পুরোমাত্রায় রূঢ়তা!' আমি এক শনিবারের বিকালে বললাম। এ্যাডওয়ার্ড আমার কাজ থেকে আমাকে তুলে নিল। নিজেকে দোষী ভাবার কারণে রেগে আছি 'প্রতিনিয়ত ইনসালটিং!'

আশার বিভিন্ন রকমের ধরণ আছে। আশারও বিভিন্ন রকমের সাঁড়া পাওয়া যায়। আমি এই সময়ে কাজের মধ্যে জ্যাকবকে ডাকব। আবার শুধুমাত্র সাহায্যকারী বিলিকে পাওয়ার জন্য।

'বিলি বললেন সে আমার সাথে কথা বলতে চায় না।' আমি ধুমায়িতভাবে বললাম। তাকিয়ে ছিলাম বৃষ্টিপাতের দিকে যেটা প্যাসেঞ্জারের জানালার পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। 'তার মানে সে সেখানে আছে। সে মাত্র তিনটা স্টেপ এগিয়ে এসে ফোনটা ধরতে পারছে না। সাধারণত সবসময় বিলি বলে থাকে সে বাইরে গেছে অথবা ব্যস্ত অথবা ঘুমাচ্ছে অথবা ওই জাতীয় কিছু। আমি বুঝাতে চাইছি, এটা তাই নয় যেমনটি আমি জানতাম না। তিনি আমার সাথে মিথ্যে কথা বলছেন। কিন্তু অন্ততপক্ষে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে এটা একটা নম্র পদ্ধতি। আমি অনুমান করতে পারি বিলি এখনও আমাকে ঘৃণা করে। এটা ঠিক নয়!

'এটা তোমাকে নয় বেলা।' এ্যাডওয়ার্ড শান্তভাবে বলল 'কেউ তোমাকে ঘৃণা করতে পারে না।'

'এইভাবে অনুভব করো।' আমি বিড়বিড় করে বললাম, আমার হাত বুকের উপর আড়াআড়ি ভাঁজ করে রাখলাম। এটা একটা জিদ্দী ভাবভঙ্গি ছাড়া এর বেশি কিছু নয়। বুকের সেখানে এখন আর কোন গভীর ক্ষত নেই। আমি খুব কমই সেই শূন্যতার

অনুভূতি এখন অনুভব করি।

'জ্যাকব জানে যে আমরা ফিরে এসেছি এবং আমি নিশ্চিত আমি তোমার সাথে আছি সে সম্বন্ধে সে অবগত।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। 'সে আমার কাছাকাছি কোনমতেই আসতে ইচ্ছুক নয়। আমাদের শক্রতার শিকড় অনেক গভীরে।

'সেটা খুব বোকার মত। সে জানে যে তুমি সেরকম নও...অন্যান্য ভ্যাম্পায়ারদের মত নও।

'সেখানে একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার এখনও অনেক বেশি ভাল কারণ আছে।

আমি একদৃষ্টিতে অন্ধের মত জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। শুধুমাত্র জ্যাকবের মুখটাই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। সেটা একটা তিক্ত মুখোশে আবৃত, যেটা আমি ঘৃণা করি।

'বেলা, আমরা যা আছি, আমরা সেটাই।' এ্যাডওয়ার্ড শান্ত স্বরে বলল। 'আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে জ্যাকব পারে কিনা। সে খুবই তরুণ। এটা বেশিরভাগ সময়েই একটা লড়াইয়ে রুপ নেবে এবং আমি জানি না যদি আমি এটা শেষ করতে পারি... আমি তাকে হত্যা..' সে থেমে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি সে বলে চলল 'আমি তাকে আঘাত করার আগে। তুমি তখন অসুখী হবে। আমি মোটেই সেটা ঘটুক তা চাই না।

জ্যাকব রান্নাঘরে কি বলেছিল সেটা আমি স্মরণ করতে পারলাম । তার সেই হাস্কি কণ্ঠস্বরে আমি পুরোপুরি তার কথাগুলো মনে করতে পারি। আমি নিশ্চিত নই যে আমি এমনকি যথেষ্ট রাগান্বিত সেটা হ্যান্ডেল করার জন্য...তুমি সম্ভবত এটা খুব একটা বেশি পছন্দ করবে না যদি আমি তোমার বন্ধুকে হত্যা করি। কিন্তু সেইবারে সে সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল...

'এ্যাডওয়ার্ড কুলিন।' আমি ফিসফিস করে বললাম 'তুমি কি এটাই বলতে চেয়েছিলে যে 'তাকে হত্যা করব? তাই কি?

সে আমার দিক থেকে দূরে তাকাল, বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইল। আমাদের সামনে, সেই লাল আলোটা আমি খেয়াল করিনি সেটা সবুজে পরিণত হয়েছে এবং সে সামনের দিকে তাকাতে শুরু করেছে। খুব আস্তে আস্তে চালাচ্ছে। তার সেই স্বাভাবিক চালানোর গতিতে নয়।

'আমি চেষ্টা করব...খুব কঠিনভাবে...সেটা না করতে।' এ্যাডওয়ার্ড শেষ পর্যন্ত বলল।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু সে তখনও সামনের দিকে তাকিয়ে থাকা বজায় রাখল। আমরা কোণার দিকের থামো চিহ্নের কাছে থেমে গেলাম।

এলোমেলোভাবে, আমি স্মরণ করতে পারলাম প্যারিসের যখন রোমিও ফিরে এসেছিল কি ঘটেছিল। স্টেজের নির্দেশনা খুব সাধারণ ছিল। তারা লড়াই করতে লাগল। *প্যারিস পতিত হলো।*

কিন্তু সেট হাস্যকর। অসম্ভব।

'বেশ।' আমি বললাম। গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলাম। আমার মাথা নাড়লাম যাতে সেই শব্দগুলো আমার মাথা থেকে চলে যায়। 'সেরকম কোন কিছুই কখনও ঘটতে যাচ্ছে না। সে কারণেই সে বিষয় নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তুমি জানো চার্লি এই মুহূর্তে ঘড়ি দেখতে শুরু করেছে। তার চেয়ে ভাল হয় তুমি বাড়িতে চলে যাও। দেরি করার জন্য আরো বেশি সমস্যায় পড়ার আগে ভাগেই বাড়ি যাওয়া ভাল।

আমি আমার মুখ তার দিকে ঘোরালাম। আন্তরিকভাবে হাসলাম।

প্রতিবার আমি তার মুখের দিকে তাকাই, সেই অসম্ভব সুন্দর মুখ। এইবারে, হৃৎপিণ্ডের শব্দ আগের তুলনায় দ্রুততর হলো। আমি তার মুখের সেই মুর্তির মত নির্বাক মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পেলাম।

'তুমি এরই মধ্যে অনেক বেশি সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছো, বেলা।' সে ঠোঁট না নাড়িয়েই ফিসফিস করে বলল।

আমি আরো কাছাকাছি সরে এলাম। তার হাত আঁকড়ে ধরে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে লাগলাম সে কি দেখছে। আমি জানি আমি কি আশা করেছিলাম। হতে পারে যে ভিক্টোরিয়া রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে। তার স্বর্ণকেশী আগুনের মত চুল বাতাসে উড়ছে। অথবা কালো লম্বা আলখাল্লার একটা সারি ...অথবা রাগান্বিত নেকড়েমানবের একটা দল। কিন্তু আমি কোন কিছুই দেখতে পেলাম না।

'কি? এটা কি?'

সে গভীর করে শ্বাস নিল। 'চার্লি...'

'আমার বাবা?' আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

সে আমার দিকে তাকাল। আমার এই আতংকিত অবস্থা দেখার পরও তার অভিব্যক্তি অনেক শান্ত হয়ে ছিল।

'চার্লি...সম্ভবত তোমাকে খুন করতে যাচ্ছে না। কিন্তু সে এটা নিয়ে চিন্তা করছে।' সে আমাকে বলল। সে আবার সামনের দিকে গাড়ি চালাতে শুরু করল। রাস্তা থেকে নিচের দিকে। কিন্তু সে বাড়িটার পাশ দিয়ে গেল এবং গাছের সারির দিকে ঢুকে গেল।

'আমি এখন কি করতে পারি?' আমি জোরে শ্বাস নিলাম।

এ্যাডওয়ার্ড চার্লির বাড়ির দিকে ফিরে তাকাল। আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। প্রথমবারের মত দেখতে পেলাম ক্রুসার গাড়ির পাশে ড্রাইভওয়েতে কি পার্ক করা আছে। উজ্জ্বল, চকচকে, যা মিস করা অসম্ভব। আমার মোটরসাইকেল। সেটা ড্রাইভওয়েতে রাখা আছে।

এ্যাডওয়ার্ড বলেছিল চার্লি আমাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত। সুতরাং সে অবশ্যই জানে এটা আমার। সেখানে একমাত্র একজন ব্যক্তিই আছে যার কাছে এই সম্পদ থাকতে পারে।

'না!' আমি ঢোক গিলালাম। 'কেন? কেন জ্যাকব আমার প্রতি এরকম করবে?' তার এই প্রতারণার ব্যাপ্যারটা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমি জ্যাকবকে খুব বেশি বিশ্বাস করেছিলাম। তাকে আমি আমার প্রতিটি গোপন বিষয়ে, যা আমার আছে, বিশ্বাস করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল সে আমার একমাত্র নিরাপদ জলাশয়। সেই ব্যক্তি যার

উপরে আমি সবসময় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। অবশ্যই এখন সবকিছু অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। কিন্তু আমি চিন্তা করতে পারি না কোনরকম যে ভেতরের কোন কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। আমি সেটা চিন্তা করতে পারি না যেটা পরিবর্তনযোগ্য!

কেন আমি তার এই আচরণ সহ্য করব? চার্লি এটার ব্যাপারে উন্মত্তর মত হয়ে যাবেন। তার চেয়ে খারাপ কিছু। তিনি এই মুহূর্তে খুব দুঃখ পাবেন। তিনি দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। তিনি কি এর মধ্যে অনেক কিছু নিয়ে নিজেকে সামলে নেননি? আমি কখনও কল্পনাও করতে পারি না জ্যাকব এতটা নিচু মন মানসিকতার হতে পারে। চোখ ভেঙে কান্না চলে এলো গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। কিন্তু সেগুলো দুঃখের কান্না ছিল না। আমি প্রতারিত হয়েছি। হঠাৎ করে এতটাই রাগান্বিত হয়ে উঠলাম আমার মাথা এভাবে দপদপ করতে লাগল যেন আমি বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছি।

'সে কি এখনও সেখানে আছে?' আমি হিসহিসিয়ে বললাম।

'হ্যাঁ। সে সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে বলল, সামনের অন্ধকার পথের দিকে মাথা ঝুকাল।

আমি লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। নেমে পড়লাম গাছপালার মধ্যে। আমার হাত এর মধ্যে কখন মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেছে।

কেন এ্যাডওয়ার্ড আমার চেয়ে এতটা বেশি দ্রুতগামী?

সে আমার কোমর ধরে ফেলল যখন আমি পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

'আমাকে ভেতরে যেতে দাও! আমি তাকে খুন করতে যাচ্ছি। বিশ্বাসঘাতক!' আমি গাছপালার ভেতর দিয়ে চিৎকার করে বললাম ।

'চার্লি তোমার কথা শুনতে পাবে।' এ্যাডওয়ার্ড আমাকে সর্তক করল। 'এবং যদি একবার সে তোমাকে ভেতরে পেয়ে যায়, সে তোমাকে দরজার উপরেই ধরে ফেলবে।'

আমি বাড়িটার দিকে পেছন ফিরে দেখলাম। আমার চোখের সামনে শুধু লাল মোটর সাইকেলটাই ভেসে উঠল। আমি শুধু লাল দেখতে পাচ্ছি। আমার মাথা ভেতরে আবার দপদপ করতে লাগল।

'শুধুমাত্র আমাকে একটিবার জ্যাকবের মুখোমুখি হতে দাও। তারপর আমি চার্লির সাথে বিষয়টি নিয়ে ফয়সালা করব।

'জ্যাকব ব্লাক আমাকে দেখতে চায়। সে কারণেই সে এখনও এখানে।

সেটা আমাকে শিথিলভাবে থামিয়ে দিল। আমার ভেতরের সেই লড়াকু স্পৃহা চলে গেল। আমার হাত যেন অবশ হয়ে গেল। *তারা লড়াই করল। প্যারিস পতিত হলো।*

আমি রাগান্বিত কিন্তু সেরকম রাগান্বিত নই।

'কথা বলতে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সেরকম বা তার চেয়ে বেশি কিছু।

'কতটা বেশি কিছু?' আমার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার মুখের উপর থেকে চুলগুলো পিছনের দিকে সরিয়ে দিল। 'দুশ্চিন্তা করো না। সে এখানে আমার সাথে লড়াই করার জন্য আসেনি। সে এমনভাবে কাজ করছে... সে তাদের দলের একজন মুখপাত্র হিসাবে এখানে এসেছে।

'ওহ!

এ্যাডওয়ার্ড বাড়িটার দিকে আবার তাকাল। তারপর তার হাত আমার কোমরে শক্ত করে চেপে বসল। আমাকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে গেল। 'আমাদের ব্যস্ত যাওয়া উচিত। চার্লি অধৈর্য হয়ে পড়ছে।'

আমরা খুব বেশি দূরে গেলাম না। জ্যাকব পথের খুব কাছাকাছি অপেক্ষা করছিল। সে মসযুক্ত একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছিল। তার মুখ কঠিন এবং তিক্ত। প্রকৃতপক্ষে তাকে আমি যেভাবে জানি এটা সেটাই। সে আমার দিকে তাকাল। তারপর এ্যাডওয়ার্ডের দিকে। জ্যাকবের মুখ এমনভাবে টান টান হয়ে রইল যেন সে কোন রসকষহীন মানুষ। সে গাছের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাকাল। সে তার খালি পায়ের বলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের দিকে কিছুটা ঝুকে ছিল। তার কাঁপতে থাকা হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছিল। তাকে শেষবার আমি যেমনটি দেখেছিলাম তাকে দেখতে তার চেয়ে বড় লাগছিল। যেভাবেই হোক, সে তখনও গোঙাচ্ছিল। সে এ্যাডওয়ার্ডের দিকেই থাকত যদি তারা একে অন্যের কাছাকাছি অবস্থান করত।

কিন্তু এ্যাডওয়ার্ড থেমে গেল। আমরা তাকে দেখলাম। আমাদের দুজন ও জ্যাকবের মধ্যে একটা বড় রকমের ব্যবধান বজায় রাখলাম। এ্যাডওয়ার্ড ঘুরে দাঁড়াল। আমাকে এমনভাবে সরিয়ে দিল যাতে আমি তার পেছনে থাকি। আমি তার পেছনে দাঁড়িয়ে ঝুকে জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার চোখ দিয়ে তাকে দোষী বানানোর চেষ্টা করলাম।

আমি ভেবেছিলাম তার এই রকম মূর্তি দেখে, তার এই অভিব্যক্তি আমাকে রাগান্বিত করে তুলবে। পরিবর্তে এটা তাকে শেষবার যখন দেখেছিলাম তখনকার কথা মনে করিয়ে দিল। তার চোখে কান্নার জল দেখেছেলিাম। আমার রাগান্বিত মনোভাব দুর্বল হয়ে গেল। আমি জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এত দীর্ঘদিন পর আমি তাকে দেখছি। আমি আমাদের এই পুর্ণমিলনী এই রকম হওয়ায় ঘৃণাবোধ করি।

'বেলা।' জ্যাকব অভিবাদনের স্বরে বলল। এ্যাডওয়ার্ডের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই সে আমার দিকে মাথা নুইয়ে বলল।

'কেন?' আমি ফিসফিস করে বললাম। চেষ্টা করছিলাম আমার গলায় যে বাধো বাধো ভাব আছে সেটা লুকিয়ে রাখতে। 'তুমি কীভাবে এটা আমার প্রতি করতে পারলে জ্যাকব?

তার মুখ থেকে রাগ চলে গেল। কিন্তু তার মুখ এখনও আগের মত কঠিন হয়ে রইল। 'এটা সবার ভালোর জন্যই।

'সেটার মানে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ? তুমি কি চাও চার্লি আমার প্রতি বিরুপ হয়ে যাক? অথবা তুমি কি চাও যে তার একটা হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাক হ্যারির মত? সেটা কোন ব্যাপার নয় তুমি আমার প্রতি কতটা পাগল তা, তুমি কীভাবে এটা তার সাথে করতে পারলে?

জ্যাকব তাকিয়ে রইল। তার ভ্রু কুঁচকে রইল কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না।

'সে কাউকে আঘাত দিতে চায় নি। সে শুধু তোমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে। সুতরাং তুমি এখন আর আমার সাথে সময় কাটানোর জন্য এ্যালাউ হবে না।'

এ্যাডওয়ার্ড বিড়বিড় করে বলল। সে সেই চিন্তাটা ব্যাখ্যা করল যেটা জ্যাকব বলছিল না।

জ্যাকবের চোখ ঘৃণায় জ্বলছিল। যখন সে আবার এ্যাডওয়ার্ডের দিকে তাকাল।

'আউ, জ্যাক!' আমি গুঙিয়ে উঠলাম। 'আমি এর মধ্যেই আগের অবস্থায় ফিরে এসেছি। তুমি কেন ভেবেছিলে তোমার পশ্চাৎদেশে লাথি কষাতে আমি লা পুশে যাব না, যখন তুমি আমার ফোন কলগুলো এড়িয়ে চলছিলে?

জ্যাকবের চোখ আমার দিকে চলে এল। প্রথমবারের মত দ্বিধান্বিত দেখাল। 'সেটাই কারণ?' সে জিজ্ঞেস করল। তারপর তার চোয়াল শক্ত করল যেন সে দুঃখিত, সে কিছু একটা বলবে।

'সে ভেবেছিল আমিই তোমাকে যেতে দিচ্ছি না, চার্লি নয়।' এ্যাডওয়ার্ড আবার ব্যাখ্যা করল।

'থামাও ওসব।' জ্যাকব চেঁচিয়ে বলল।

এ্যাডওয়ার্ড কোন উত্তর দিল না।

জ্যাকব একবার কেপে উঠল। তারপর তার মুষ্টির মত যত জোরে সম্ভব দাঁতে দাঁত চাপল। 'বেলা তোমার কোন ব্যাপারে...তোমার সমর্থের।' সে দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল 'সুতরাং তুমি অবশ্যই এর মধ্যে জানো যে কেন আমি এখানে।

'হ্যাঁ।' এ্যাডওয়ার্ড নরম স্বরে সম্মতি জানাল। 'কিন্তু, তুমি শুরু করার আগে, আমি কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

জ্যাকব অপেক্ষা করতে লাগল। একবার মুষ্টি বন্ধ করে একবার খুলে সে তার হাতের কাঁপুনিকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

'ধন্যবাদ।' এ্যাডওয়ার্ড বলল। তার কণ্ঠস্বর তার আনুগত্যের মত কাঁপতে লাগল 'আমি কখনও তোমাকে বলব না যে আমি কতটা কৃতজ্ঞ। আমি তোমার কাছে ঋণী আমার বাকি...অস্তিত্বের জন্য।

জ্যাকব শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার কাঁপুনি বিস্ময়ের জন্য থেমে গেল। সে দ্রুত আমার সাথে চকিতে একটা চাহনি বিনিময় করল। কিন্তু আমার মুখ তখনও রহস্যের আড়ালে আবৃত।

'বেলাকে জীবত রাখার জন্য।' এ্যাডওয়ার্ড পরিষ্কারভাবে বলল। তার কণ্ঠস্বর কিছুটা রুক্ষ 'যখন আমি...পারি নাই।

'এ্যাডওয়ার্ড—' আমি বলতে শুরু করলাম কিন্তু সে একহাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিল। তার চোখ এখনও জ্যাকবের উপরে।

সবকিছু বুঝতে পারায় জ্যাকবের মুখ থেকে মুখোশটা দূরীভুত হয়ে গেলো। 'আমি এটা তোমার উপকার বা লাভের জন্য করি নাই।

'আমি জানি, কিন্তু আমি তোমার উপর যে কৃতজ্ঞতাবোধ করছি তা মুছে ফেলতে পারো না। আমি ভেবেছিলাম তুমি সেটা জেনে থাকবে। যদি আমার কোনরকম ক্ষমতা থাকত তোমার জন্য কোন কিছু করার...

জ্যাকব তার একটা ভ্রু উঁচু করল।

এ্যাডওয়ার্ড তার মাথা নাড়ল 'সেটা আমার কোন ক্ষমতা নয়।

'কাদের, তাহলে?' জ্যাকব গুঙিয়ে উঠল।

এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে তাকাল। 'তার। আমি একজন খুব দ্রুত শিখতে পারি, জ্যাকব ব্ল্যাক। এবং আমি দ্বিতীয়বার একই ভূল করতে যাচ্ছি না। আমি এখানে ততক্ষণ আছি যতক্ষণ না সে আমাকে চলে যেতে আদেশ দেয়।'

মুহূর্তের জন্য আমি তার সোনালি দৃষ্টির মধ্যে ডুবে গেলাম। এটা বুঝে উঠা খুব একটা শক্ত কিছু নয় আমি এই কথোপকথনের মধ্যে কি মিস করেছি। একমাত্রও একটা জিনিসই জ্যাকব এ্যাডওয়ার্ডের কাছে চায়। সেটা হলো তার অনুপস্থিতি।

'কখনোই না।' আমি ফিসফিস করে বললাম, এখনও এ্যাডওয়ার্ডের চোখে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

জ্যাকব গরগরানির মত আওয়াজ করল।

আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ্যাডওয়ার্ডের দৃষ্টি থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে জ্যাকবের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালাম। 'আর অন্যকিছু কি তোমার প্রয়োজন আছে জ্যাকব? তুমি চাও আমি সমস্যার মধ্যে পড়ি— তোমার সেই মিশন সফল হয়েছে। চার্লি সম্ভবত আমাকে মিলিটারী স্কুলে পাঠিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সেটা আমাকে এ্যাডওয়ার্ডের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না। সেখানে কিছুই নেই যেটা দিয়ে সেটা করা যাবে। তুমি এর চেয়ে বেশি কিছু আর কি চাও?

জ্যাকব তার চোখ এ্যাডওয়ার্ডের দিকে ধরে রাখল। 'আমার শুধু তোমার ওই রক্তচোষা বন্ধুদেরকে মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে কয়েকটা মূল্যবান পয়েন্ট চুক্তির ভেতরে ছিল, যেটা তারা আমাদের সাথে সম্মত হয়েছিল। সেই চুক্তিই একমাত্র জিনিস যেটা ঠিক এই মুহূর্তে তার গলা কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করা থেকে আমাকে থামিয়ে রেখেছে।

'আমরা সেটা ভুলি নাই।' এ্যাডওয়ার্ড একই সাথে বলল, যখন আমি জানতে চাইলাম 'সেই কি পয়েন্টগুলো কি?

জ্যাকব এখনও এ্যাডওয়ার্ডের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে, কিন্তু সে আমাকে উত্তর দিল 'সেই চুক্তি কিছুটা নির্দিষ্ট বিষয়ে। যদি তাদের কোন একজন কোন মানুষকে কামড়ায়, সেই সত্যটা চলে যাবে। কামড়ানো- হত্যা করা নয়।' সে জোর দিয়ে বলল। শেষ পর্যন্ত সে আমার দিকে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টি শীতল।

এটা আমাকে এক সেকেন্ড সময় নিল তার মুখের ভাব ধরতে। তারপর আমার মুখও তার মত শীতল হয়ে গেল।

'সেটা তোমার দেখার কোন বিষয় নয়।'

'সেই জাহান্নামের...' সে শুধু এই শব্দ দুটোই কোন মতে বের করতে পারল।

আমি আশা করিনি আমার এই সামান্য কথা এতটাই শক্ত একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। সে সর্তক সংকেত থাকা সত্বেও সে সেটা দিতে এসেছিল। সে অবশ্যই সেটা জানত না। সে অবশ্যই ভেবেছিল সে সর্তক সংকেতটা শুধু একটা প্রতিরোধ। সে সেটা বুঝতে পারে নাই। অথবা সেটা সে বিশ্বাস করতে চায় নাই। আমি এরই মধ্যে আমার পছন্দের বিষয় ঠিক করে ফেলেছি। সেটা এই যে আমি এর মধ্যেই সত্যিই কুলিন পরিবারের সদস্য হওয়ার পথে এগিয়ে গেছি।

আমার উত্তর জ্যাকবের মধ্যে খিচুনির কাছাকাছি কিছু দেখা দিল। সে তার মুষ্টিবদ্ধ হাত তার কপালের উপর চেপে ধরল। তার চোখ জোর করে বন্ধ করল এবং মোচড়াতে লাগল। সে তার খিচুনি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল। তার মুখ তার চামড়ার নিচে হালকা সবুজাভ ধারণ করল।

'জ্যাক? তুমি ঠিক আছো?' আমি উদ্বিগ্নতার সাথে জিজ্ঞেস করলাম।

আমি তার দিকে একটু এগিয়ে দেলাম। তারপর এ্যাডওয়ার্ড আমাকে ধরে ফেলল। আমাকে তার নিজের শরীরের পিছনে নিয়ে গেল। 'সাবধান! সে এখন আর নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই।' সে আমাকে সতর্ক করে দিল।

কিন্তু জ্যাকব যেভাবেই হোক আবার নিজের মধ্যে ফিরে এল। এখন শুধুমাত্র তার হাতগুলি কাঁপছে। সে পরিষ্কার ঘৃণার সাথে এ্যাডওয়ার্ডের দিকে বকুনি দিল। 'আহ, আমি তাকে কখনও ব্যথা দিতাম না।

এ্যাডওয়ার্ড অথবা আমি কেউও সে অনুভূতি মিস করলাম না। অথবা যে দোষী ভাব এর মধ্যে ছিল। একটা নিচু লয়ের হিসহিসানি এ্যাডওয়ার্ডের নিচের ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে গেল। জ্যাকব প্রতিক্রিয়ার সাথে তার হাতের মুঠি বন্ধ করতে লাগল।

'বেলা!' বাড়ির দিক থেকে চার্লির চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। 'তুমি এই মুহূর্তে এই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ কর।

আমরা সবাই জমে গেলাম। আমরা সেই নিরবতার মধ্যে অনেক কিছু শুনতে পেলাম।

আমিই প্রথম কথা বললাম। আমার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল 'শেষ।

জ্যাকবের রাগান্বিত প্রতিক্রিয়া থেমে গেল 'আমি দুঃখিত সেটার ব্যাপারে।' সে বিড়বিড় করে বলল 'আমাকে সেটা করতে দাও যেটা আমি করতে পারি-আমাকে চেষ্টা করতে দাও...

'ধন্যবাদ।' আমার গলার কাঁপুনি সেই ভয় কাটিয়ে দিল। আমি পথের দিকে তাকালাম। আশাংখা করছিলাম চার্লি হয়তো একটা ক্ষ্যাপা ষাড়ের মত সেই ফার্ণ ঢাকা পথ দিয়ে ছুটে আসবে। সে দৃশ্য হলে অবশ্যই আমি লাল পতাকা উড়িয়ে দেব।

'শুধু আরেকটা অতিরিক্ত বিষয়' এ্যাডওয়ার্ড আমার দিকে বলল এবং তারপর জ্যাকবের দিকে তাকাল 'আমরা আমাদের দিক থেকে ভিক্টোরিয়ার কোন সন্ধান পাই নাই- তুমি পেয়েছো কি?

সে উত্তরটা জানত। জ্যাকব সেটা নিয়ে চিন্তা করছিল। কিন্তু জ্যাকব কোন মতে উত্তরটা দিল 'শেষবার যখন বেলা ছিল....দূরে। আমরা তাকে এটা ভাবতে দিয়েছিলাম যে সে ফসকে গেছে। আমরা আমাদের চক্র দৃঢ় করে দিয়েছিলাম, প্রস্তুত ছিলাম তাকে এ্যামবুশ করার জন্য—

আমার মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল।

'কিন্তু তারপর সে একটা বাদূরের মত যেন নরকের রাস্তায় উড়ে গেল। এতটা কাছাকাছি যে আমরা বলতে পারি, সে তোমার ছোট্ট মেয়েলী গন্ধটা পেয়েছে এবং সেদিকে গেছে। তারপর থেকে সে আমাদের এইদিকে আর আসেনি।

এ্যাডওয়ার্ড মাথা নোয়াল। 'যখন সে ফিরে আসবে, সেটা আর তোমার কোন সমস্যা হয়ে দেখা দেবে না। আমরা...'

'সে আমাদের একজনকে হত্যা করেছে।' জ্যাকব হিসহিসিয়ে উঠল 'সে আমাদের!

'না—' আমি দুজনের মন্তব্যের উপরেই প্রতিবাদ করলাম।

'বেলা! আমি তার গাড়ি দেখেছি এবং আমি জানি তুমি তখন বাইরে ছিলে। তুমি যদি এই বাড়ির ভেতরে না থাকতে এক মিনিটের মধ্যে ভেতরে না আসো..!' চার্লি তার হুমকি শেষ করলেন না।

'চলো যাই।' এ্যাডওয়ার্ড বলল।

আমি জ্যাকবের দিকে পেছন ফিরে তাকালাম। আমি কি তাকে আবার দেখতে পাবো?

'দুঃখিত।' সে এতটাই নিচুলয়ে ফিসফিস করে বলল যে আমি শুধু তার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখেই সেটা বুঝতে পারলাম 'বিদায় বেলা।'

'তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে' আমি বেপরোয়াভাবে তাকে মনে করিয়ে দিলাম 'এখনও বন্ধু থাকবে, ঠিক?

জ্যাকব খুব ধীরে ধীরে তার মাথা নাড়ল। আমার গলার কাছে বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল।

'তুমি জানো আমার কাছে সেই প্রতিজ্ঞা রাখা কতটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু ...আমি দেখতে পাব না কীভাবে এটা রাখার চেষ্টা করব। এখন নয়...' সে লড়তে লাগল তার শব্দগুলো ঠিকঠাকভাবে বলার জন্য কিন্তু সেগুলো ভেসে গেল। 'তোমাকে মিস করব।' সে বলল। তার একহাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। তার আঙুলগুলো ছড়ানো। এমনভাবে যেন সে আশা করছে সেগুলো যথেষ্ট লম্বা হয়ে আমাদের দুজনের মধ্যের ব্যবধান ঘুচয়ে ফেলবে।

'আমিও তোমাকে।' আমি ঢোক গিলে বললাম। আমার হাতও তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম যতটা সামনে দেয়া যায়।

যেমনটি যেন আমরা একত্রিত, তার ভেতরের বেদনা আমাকে মোচড় দিল। তার ব্যথা আমার ব্যথা।

'জ্যাক...' আমি তার দিকে এক পদক্ষেপ এগিয়ে আসলাম। আমি চাইলাম আমার হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরতে। তার মুখের দুঃখের সব অভিব্যক্তি মুছে ফেলতে।

এ্যাডওয়ার্ড আবার আমাকে পিছনে টেনে নিল। তার হাত আমাকে সেখানে রাখতে বাধ্য করল।

'এটা ঠিক আছে।' আমি তাকে প্রতিজ্ঞা করলাম। তার মুখ দেখার জন্য আমার চোখের ভিতরে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। সে সেটা বুঝতে পারল।

তার চোখের দৃষ্টি দুর্বোধ্য, তার মুখের ভাব অভিব্যক্তিহীন। শীতল। 'না, এটা ঠিক নেই।

'তাকে যেতে দাও।' জ্যাকব গুঙিয়ে উঠল। আবার রাগান্বিত। 'সে যেতে চায়।' সে দুই পা সামনের দিকে এগিয়ে এল। তার চোখের ভেতরে বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। তার বুক দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। কাঁপতে লাগল।

'না! এ্যাডওয়ার্ড—!

'ইসাবেলা সোয়ান!

'চলো এসো! চার্লি উন্মত্ত হয়ে উঠেছে!' আমার কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সেটা চার্লির জন্য নয়। 'তাড়াতাড়ি!

আমি তাকে টান দিলাম। সে কিছুটা রিলাক্স হলো। সে আমাকে ধীরে ধীরে পিছনে টেনে নিল। সব সময় তার চোখ জ্যাকবের উপর যখন আমার পিছতে লাগলাম।

জ্যাকব তিক্ত মুখে আমাদের দেখতে লাগল। তার চোখের ভেতর থেকে বন্যতা বেরিয়ে আসছে। তারপর, আমাদের মধ্যে বন এসে পড়ায়, তার মুখ হঠাৎ করে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে লাগল।

আমি জানতাম যে তার মুখের শেষ চাহনি আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে যতক্ষণ না আমি তাকে আবার হাসতে দেখব।

ঠিক তখনই আমি তাকে আবার হাসতে দেখলাম। আমি তাকে আমার বন্ধু রাখার একটা পথ খুঁজে পেলাম।

এ্যাডওয়ার্ড তার হাত দিয়ে আমার কোমড় আঁকড়ে ধরে রইল। আমাকে কাছাকাছি রাখল। সেটাই একমাত্র জিনিস যেটা আমার চোখের ভেতর কান্না ধারন করে রাখল।

আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে।

আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু আমাকে তার শত্রু হিসাবে গণ্য করে।

ভিক্টোরিয়া এখনও আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি যাদেরকে ভালবাসি তাদের সবাইকে বিপদের মধ্যে রেখেছে।

যদি আমি খুব তাড়াতাড়ি একটা ভ্যাম্পায়ারে পরিণত না হই, তাহলে তারা আমাকে হত্যা করবে।

এখন মনে হয় যদি আমি সেটা করি, তাহলে কুইলিইটেস নেকড়ে-মানবেরা তাদের কাজ করার চেষ্টা করবে। ভবিষ্যতে আমার পরিবারকেও হত্যা করার চেষ্টা করবে। আমি মনে করি না তাদের সত্যি সেরকম কোন সুযোগ আছে। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু কি নিজেকে এই সুযোগে হত্যা করতে দেবে?

খুব গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা। সুতরাং কেন তারা হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আমি চার্লির বিবর্ণ মুখ দেখতে পেলাম।

এ্যাডওয়ার্ড আমাকে মৃদুভাবে চাপ দিল। 'আমি এখানে।'

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম।

সেটা সত্য। এ্যাডওয়ার্ড এখানে। তার হাত আমার চারিদিকে জড়িয়ে আছে।

সেই সত্যটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমি যেকোন কিছুর মোকাবেলা করতে পারি।

আমি কাঁধ ঝাকালাম এবং সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম আমার ভাগ্যকে বরণ করে নিতে। আমার সৌভাগ্য তো আমার পাশেই!

1 আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার

আবেগী, প্রতিশোধপরায়ণ এবং খুব ধীরে ধীরে প্রবাহমান, নিউ মুন, ট্যুইলাইটের পরবর্তী খণ্ড, অপ্রতিরোধ্য ভালবাসা, রোমান্স এবং সাসপেন্সের সমন্বয়ে গড়া অতিপ্রাকৃত থ্রিলার-হরর।

(প্রেইস ফর ট্যুইলাইট)

তার গল্প মন্ত্রমুগ্ধকর, অবশ করে তোলে, স্বাপ্নিক গদ্য, যেটা প্রকৃতপক্ষেই কিশোর-কিশোরীর ভালবাসার আবেগে গড়া।

(দ্য টাইমস)

স্কুলের ভ্যাম্পায়ার রোমান্সের উত্তেজনাপূর্ণ গল্প। www.Banglapdf.net

(সানডে হেরাল্ড)

ISBN
984-70112-0089-7

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net